সূচীপত্র All Contents

মুকাশাফাতুল কুলুব

প্রথম খন্ড



হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী রহঃ

www.islamfind.wordpress.com

www.banglakitab.weebly.com

মুকাশাফাতুল-ক্বুলূব

বা

আত্মার আলোকমণি

প্রথম খণ্ড

মূল

হুজ্জাতুল ইসলাম

ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গায্যালী (রহঃ)

অনুবাদ

মুফ্তী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়্যাহ্, ফরিদাবাদ, ঢাকা

খতীব, ১নং সিদ্দিক বাজার জামে মসজিদ, ঢাকা

দারুল ইফ্তা প্রকাশনী

১নং সিদ্দিক বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ

(নওয়াবপুর রোড সংলগ্ন ঢাকা হোটেলের বিপরীতে)

www.banglakitab.weebly.com

ইসলামী সাহিত্যের গৌরব, বিশিষ্ট জ্ঞানতাপস, মাসিক মদীনা সম্পাদক
মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের

ভূমিকা

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক লোক-শিক্ষক হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবূ হামেদ মুহাম্মদ আল-গাযালী (রাহঃ)-রচিত মুকাশাফাতুল-কুলূব একটা মহামূল্যবান গ্রন্থ। একশত এগারটি অধ্যায়ে সমাপ্ত এই বিরাটায়তন গ্রন্থটি ইমাম সাহেবের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'এহ্য়াউ উলুমুদ্দীন'-এর প্রায় সমপর্য্যায়ের। এ অমূল্য গ্রন্থটি আমাদের দেশে একপ্রকার অপরিচিত রয়ে গিয়েছিল। বৈরুত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শায়খ মুহাম্মদ রশীদ আল-কোব্বানী দুষ্প্রাপ্য সেই গ্রন্থটি সম্পাদনা করে সম্প্রতি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছেন। ফলে ইমাম গাযালীর (রাহঃ) এ গ্রন্থটির সাথেও আধুনিক বিশ্বের পরিচিতি লাভ সহজ হয়েছে।

ইমাম গাযালীকে (রাহঃ) হিজরী পঞ্চম শতকে প্রকাশিত হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা অত্যুজ্জ্বল মোজেযারূপে চিহ্নিত করা হয়। কারণ, প্রাথমিক পাঁচশো বছরের সময়কালের মধ্যে অর্জিত অকল্পনীয় পার্থিব সমৃদ্ধি মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টিকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ়করণের কথা যখন অনেকটা ভুলিয়ে দিয়েছিল, ঠিক সেরূপ একটা ক্রান্তিকালে ইমাম গাযালীর (রাহঃ) আবির্ভাব ঘটে। তাঁর সাধনাঋদ্ধ ক্ষুরধার লেখনী পথহারা মুসলিম উম্মাহকে নতুন করে জাগিয়েছিল। আর সেটা ঘটেছিল আত্মার জাগরণ। বলা হয় যে, ইমাম গাযালীর (রাহঃ) লেখনী দ্বারাই পরবর্তীকালে নূরুদ্দীন জঙ্গী সালাহউদ্দীন আইয়ূবী প্রমুখ দরবেশ রাজন্যবর্গের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। ইতিহাস যাঁদের চিহ্নিত

www.banglakitab.weebly.com

করেছে উম্মতের শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে। ইমাম গাযালীর (রাহঃ) নির্দেশেই তাঁর জনৈক সাগরেদ মাগরেব বা মরক্কোয় একই ইসলামী দল গঠন ও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন।

ইমাম গাযালীর (রাহঃ) দর্শন পবিত্র কোরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ নির্ভর। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অন্তরমধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় ও আখেরাতের জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ একীন সৃষ্টি না করা পর্যন্ত পশুজীবনের সাথে মানুষের পার্থক্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। ভয় ও একীন ছাড়া মানুষ হিংস্র পশুর চাইতে কোন অংশে কম তো নয়ই বরং বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণী হওয়ার কারণে অবিশ্বাসী মানব সন্তান হিংস্র পশুর চাইতে অনেক বেশী মারাত্মক হয়ে থাকে। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত মনুষ্যত্বের জাগরণ শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা গতানুগতিক ধর্মাচরণ দ্বারা সম্ভবপর নয়। কারণ, মানুষের শত্রু তার নিজের মধ্যেই অবস্থান করে। নাফ্‌স রূপী সে শত্রুই শয়তানের বাহন। সুতরাং সে শত্রুর মুখে লাগাম এঁটে ওটা খোদাভীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব। এ উপলব্ধি তে উদ্বেলিত হয়েই যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীপুরুষ গাযালী (রাহঃ) রাজকীয় পদমর্যাদা এবং বর্ণাঢ্য জীবন পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়েছিলেন। সে যাত্রারই অমৃতময় ফসল তাঁর রচিত সবগুলি অমর গ্রন্থ।

আধ্যাত্মিকতা কি এবং তা অর্জন করার পথই বা কোন্‌টি তা অনুধাবন করার জন্য ইমাম গাযালীর গ্রন্থাবলী পাঠ করাই যথেষ্ট। জীবনের তাৎপর্য ও তা উপভোগ করার যেসব পদ্ধতি তিনি বলে গেছেন, জীবনপথে চলতে গিয়ে যে সব বৈরী শক্তির মোকাবেলা করতে হয়, সেগুলিকে যেভাবে তিনি চিহ্নিত করেছেন, তা সর্বকালেই চিরনতুন হয়ে থাকবে। প্রায় হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এখনও গাযালীর লেখা পুরাতন হয়নি। দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে যারাই তাঁর লেখার সাথে পরিচিতি লাভ করতে চায়, তাদের চোখেই সর্বপ্রথম যে সত্যটি ধরা পড়ে, তা হচ্ছে, ইমাম সাহেব যেন সে যুগ এবং সে যুগের লোকগুলিকে লক্ষ্য করেই কথা বলছেন। মানবমনের এতটা গভীরে অন্য কোন দার্শনিক বা লোকশিক্ষক প্রবেশ করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নাই। তাই ইমাম গাযালীর রচনা পাঠ করে কোনদিনই রেখে দেওয়া যায়

www.banglakitab.weebly.com

না। যতই পড়া যায়, ততই যেন আত্মার ক্ষুধা বাড়তে থাকে। মনে হয় প্রতিটি মানুষের নিজস্ব চিন্তা-চৈতন্য নিয়েই বুঝি তিনি কথা বলেছেন।

বাংলাভাষায় ইমাম গাযালীর (রাহঃ) বেশ কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এখনও এমন অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়ে গেছে, যেগুলির নামও এদেশে অনেকের জানা নাই। স্নেহভাজন মাওলানা মুফতী উবায়দুল্লাহ্ সাহেব বছরখানেক আগে বিশেষ একটি প্রশিক্ষণ উপলক্ষে কায়রোতে কিছুকাল অবস্থানের সুযোগে সেরূপ কয়েকখানা দুষ্পাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। তন্মধ্যে 'বিদায়াতুল-হিদায়াহ্' নামক পুস্তকখানি তিনি ইতিপূর্বে অনুবাদ করে বাংলাভাষাভাষী পাঠকগণকে উপহার দিয়েছেন। 'মুকাশাফাতুল-ক্বুলূব' তাঁর দ্বিতীয় উপহার। আলোচ্য গ্রন্থটি নিয়ে বিস্তর তাত্ত্বিক আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এতে যেন ইমাম সাহেব পাঠকগণকে সহজ-সরল পন্থায় আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। বইটি পাঠ করলে মনে হয়, পরম প্রিয় মাওলার সান্নিধ্য লাভ করাটাই বুঝি বান্দার নিতান্তই সহজাত একটা সাধনা। এ পথে জটিলতা বা রহস্যময়তা বলতে বুঝি কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই।

আমাদের দেশ আজ আধ্যাত্মিকতার নানা দাবী-দাওয়ার সয়লাবে টই-টুম্বুর হয়ে রয়েছে। কত কিছিমের মারেফাত-চর্চা যে এদেশে হচ্ছে, তা শুমার করে শেষ করাও কঠিন। আর এসব নামধারী মারেফাতসেবীদের প্রধান শিকারই হচ্ছে প্রকৃত ধর্মজ্ঞান বর্জিত সমাজের শিক্ষিত-উচ্চবিত্ত শ্রেণীটা।

উম্মতের মধ্যে যে যুগে যে ধরনের গোমরাহীর প্রাদুর্ভাব বেশী হয়, দ্বীনের সেবক আলেম সমাজের দৃষ্টি আল্লাহ পাক সে সবের প্রতিবিধান-চিন্তার দিকে ফিরিয়ে দেন। বিগত ইতিহাসের বহু ক্রান্তিলগ্নে এ সত্যটি বারবার প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইমাম গাযালী (রাহঃ) পরিবেশিত অমৃতধারার প্রয়োজনীয়তা বড় বেশী বলে মনে করি। আনন্দের বিষয় যে, এ যুগের কিছুসংখ্যক প্রতিভাদীপ্ত আলেমের শ্রম-সাধনা গাযালীর রচনাবলী বাংলাভাষায় প্রকাশ করার প্রতি নিয়োজিত হয়েছে। মাওলানা মুফতী উবায়দুল্লাহ তাঁদেরই

www.banglakitab.weebly.com

একজন। এলেম ও আমলের মাপকাঠিতে গাযালীর (রাহঃ) রচনাবলী অনুবাদ করার মত যোগ্য কর্মী বলেই আমি তাঁকে বিবেচনা করি। আমার আন্তরিক দোয়া, আল্লাহ্ পাক যেন তাঁর প্রতিভাদীপ্ত যৌবন ইমাম গাযালীর (রাহঃ) রূহানী ফয়যের দ্বারা আরও কর্মোদ্দীপ্ত করে তুলেন।

সমাজের বর্তমান সর্বগ্রাসী অবক্ষয় দৃষ্টে দুর্ভাবনাগ্রস্ত সুধীমণ্ডলীর প্রতি আবেদন, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনীষী ইমাম গাযালীর (রাহঃ) রচনাবলীর মধ্যে তাঁরা বর্তমান সমস্যার সমাধান তালাশ করে দেখতে পারেন। রোগের চিকিৎসা যেমন পরীক্ষিত ঔষধ দ্বারা করতে হয়, তেমনি রুগ্ন সমাজের চিকিৎসাও আত্মার গভীরে বিপ্লব সাধনের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব। এক্ষেত্রে গাযালীর শিক্ষা বহু পরীক্ষিত একটি মহৌষধ তাতে সন্দেহ নাই।

আল্লাহপাক আমাদিগকে হক তালাশ করে তা অনুসরণ করার তওফীক দান করুন। আমীন!!

বিনয়াবনত

মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা

৩১-১২-৮৮

www.banglakitab.weebly.com

এক নজরে
হুজ্জাতুল-ইসলাম ইমাম গায্যালী (রহঃ)

- নাম ঃ আবূ হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-গায্যালী আত্-তূসী। উপাধি ঃ হুজ্জাতুল-ইসলাম, অর্থাৎ ইসলামের যুক্তিঋদ্ধ কণ্ঠ।

- তদানীন্তনকালে ইল্ম ও জ্ঞানচর্চায় সমৃদ্ধ এবং শীর্ষস্থানীয় আলেম-উলামার কেন্দ্রস্থল 'তূস' শহরে ৪৫০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। একটি সম্ভ্রান্ত, মধ্যবিত্ত, খাঁটি ইসলামী পরিবারে তাঁর শৈশব অতিক্রান্ত হয়।

- তূসে আহমদ বিন মুহাম্মাদ রাযেকানী (রহঃ)-এর নিকট ফেকাহ্শাস্ত্রের কিছু অংশ অধ্যায়ন করেন। অতঃপর জুরজানের ইমাম আবূ নসর ইসমাঈলীর নিকট গমন করেন এবং ফিকাহ্-শাস্ত্রের উপর হযরত ইসমাঈলী প্রদত্ত অধ্যাপনা থেকে সঞ্চিত একটি মূল্যবান নোট প্রস্তুত করে তূসে প্রত্যাবর্তন করেন।

- একটি ইল্মে-দ্বীনান্বেষী কাফেলার সাথী হয়ে তূস হতে নিশাপুর গমন করেন এবং 'ইমামুল-হারামইনের নিকট ইল্ম অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। ইমামুল-হারামাইনের ইন্তেকালের পর তিনি সেখানকার সেনানিবাস এলাকায় অবস্থানরত উযীর নিযামুল-মুলকের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। সেখানে বহু যশস্বী পণ্ডিতের সঙ্গে অনুষ্ঠিত

www.banglakitab.weebly.com

বাহাছে তিনি তাদের পরাজিত করে সুখ্যাতি অর্জন করেন এবং নিযামুল-মুলক তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করেন।

- নিযামুল-মুলকের অনুরোধে ৪৮৪ হিজরীর জুমাদাল-উলায় বাগদাদের 'মাদ্রাসায়ে-নিযামিয়া'য় অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

- ৪৮৮ হিজরীর রজব মাসে তাঁর অন্তর্জগতে এক রূহানী বিপ্লব সূচিত হয় এবং সেই যন্ত্রণাকাতর অস্থিরতা ৪৮৯ হিজরীর শুরুভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ ছয়মাস কাল অব্যাহত থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে তিনি ৪৮৮ হিজরীর যিলকদ মাসে নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন এবং দুনিয়ার তামাম সম্পর্কজাল ছিন্ন করে এশ্‌ক ও মহব্বত, যুহদ ও মা'রিফাতের প্রান্তহীন পথে যাত্রা করেন। স্বীয় ভ্রাতা আহমদ গায্‌যালীকে নিযামিয়ার অধ্যাপনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যিলহজ্জ মাসে প্রকাশ্যতঃ মক্কা গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে মনে মনে প্রথমতঃ সিরিয়া গমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

- ৪৮৯ হিজরীর প্রথম দিকে দামেশকে প্রবেশ করেন এবং দীর্ঘদিন যাবত মসজিদে দামেশকে পশ্চিম মিনারায় দরজা কপাট বন্ধ করে ই'তেকাফের হালতে কাটান। অতঃপর বায়তুল-মুকাদ্দাসে গমন করেন। সেখানে প্রত্যহ 'ছাখরা' গম্বুজে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কিছু সময় অতিবাহিত করতেন। সেখান থেকে মাকামে-ইবরাহীমের যিয়ারতের জন্য মক্কা শরীফে গমন করেন।

www.banglakitab.weebly.com

- ৪৮৯ হিজরীর শেষের দিকে দামেশ্‌কে ফিরে আসেন এবং জামে মসজিদের পশ্চিম মিনারায় ই'তেকাফ শুরু করেন। দরজা বন্ধ করে দিয়ে সারাদিন সেখানে কাটাতেন। ৪৯০ হিজরীর যিলকদ পর্যন্ত দামেশ্‌কেই অবস্থানরত ছিলেন।

- অতঃপর তিনি হজ্জের ফরীযাহ্ সম্পাদন ও রওজা শরীফের যিয়ারতে গমন করেন।

- ৪৯০ হিজরীর পঞ্চম মাসান্তে খোরাসান যাওয়ার পথে বাগদাদ পৌঁছেন। কিন্তু, সেখানে বেশীদিন অবস্থান করেন নাই। নিযামিয়ার অধ্যাপনায়ও যোগদান করেন নাই।

- খোরাসান গমনের পর কিছুকাল তূসে পাঠদান করেন। অতঃপর অধ্যাপনা, বাহাছ সবকিছু ত্যাগ করে ইবাদতে মশগুল হন এবং নির্জনতা ও যিকরের দ্বারা অন্তরের পরিমার্জনকে প্রাধান্য প্রদান করেন। কিন্তু সময়ের বিভিন্ন সংকট, পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের সমস্যা তাঁর নির্জনতার ঐকান্তিকতা ও মূল লক্ষ্যপথে খানিকটা বিঘ্ন ঘটাতে থাকে। এ অবস্থাতেই সুদীর্ঘ প্রায় নয়টি বৎসর অতিবাহিত হয়।

- ৪৯৮ হিজরীর রবীউস্‌সানী মাসে সান্‌জার-ফখরুল-মুল্‌ক আলী ইবনে নিযামকে খোরাসানে তাঁর উযীর নিযুক্ত করার পর আলী ইবনে নিযাম হযরত গায্‌যালী (রহঃ)-কে পুনরায় অধ্যাপনাব্রত গ্রহণের জোর আবেদন জানান। তিনি তাঁর প্রত্যয়দীপ্ত এ প্রস্তাব এড়াতে না পেরে নিশাপুরের নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় যোগদান করেন (বাগদাদের নিযামিয়ায় নয়)। কারণ, ফখরুল-মুল্‌ক আলী ছিলেন

www.banglakitab.weebly.com

বাদশাহ্ মুহাম্মদ ইবনে মালিক শাহ-এর নিযুক্ত খোরাসানের গভর্ণর (তাঁরই ভ্রাতা) সান্‌জার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত নিশাপুরের একজন মন্ত্রী।

- অতঃপর তিনি তাঁর বাড়ীতে ফিরে যান এবং বাড়ীর নিকটেই দ্বীনি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মাদ্রাসা ও রূহানী তরবিয়তপ্রার্থীদের জন্য একটি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর নিজের ও হাযেরীনের জন্য বিভিন্ন আমলের সময়সূচী নির্ধারিত করে নিয়েছিলেন এবং তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিলো ঃ খতমে-কুরআন, আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে উপবেশন, পাঠদান বৈঠক প্রভৃতি। এ রুটিনের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তাঁর বা তাঁর সাথী ও শাগরেদদের কারো একটি মুহূর্তও অনর্থক না কাটে।

- ইল্‌ম ও আমল তাসনীফ (গ্রন্থনা) ও দাওয়াতের কর্মমুখর পঞ্চান্নটি বছর অতিবাহনের পর হুজ্জাতুল-ইসলাম ইমাম আবূ হামেদ মুহাম্মাদ আল-গায্‌যালী (রহঃ) জুমাদাল-উখরা ৫০৫ হিজরী মুতাবেক ১৮ ডিসেম্বর ১১১১ ঈসায়ী রোজ সোমবার তুসে ওফাত পান এবং 'ত্বাবরান' নামক স্থানে সমাধিস্থ হন। رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى

www.banglakitab.weebly.com

সূচীপত্র

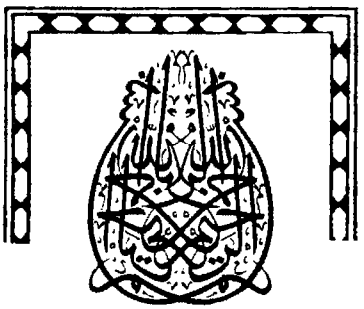
অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	হাম্‌দ ও সালাত	১৩
১	খওফ ও খাশিয়াত বা খোদাভীতি	১৪
২	খওফ ও খাশিয়াত বা খোদাভীতি (পূর্ব প্রসঙ্গ)	২১
৩	রোগ-শোক ও ধৈর্য-সহ্য	৩০
৪	আধ্যাত্মিক সাধনা ও রিপুর তাড়না	৩৭
৫	রিপুর প্রভাব ও শয়তানের শত্রুতা	৪৩
৬	গাফলতি ও উদাসীনতা	৪৮
৭	খোদাবিমুখতা ও মুনাফেকী	৫৪
৮	তওবা ও অনুতাপ	৬২
৯	মহব্বত ও অনুরাগ	৭০
১০	ইশ্‌ক বা প্রেম-আসক্তি	৭৬
১১	আল্লাহ ও রাসূলের (সঃ) আনুগত্য ও মহব্বত	৮৬
১২	ইবলীস ও ইবলীসের শাস্তি	৯৭
১৩	আল্লাহর বিধানাবলীর আমানত	১০৫
১৪	খুশু-খুজু ও নামাযের পূর্ণাঙ্গতা	১১২
১৫	সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ	১১৯
১৬	শয়তানের শত্রুতা	১২৮
১৭	আমানত ও তওবা	১৪৯
১৮	স্নেহ-মমতা ও দয়ার্দ্রচিত্ততা	১৬৩
১৯	নামাযে খুশু-খুজু বা হুযুরে কাল্‌ব	১৭০
২০	গীবত ও চুগলখোরী	১৭৯
২১	যাকাতের বিবরণ	১৮৬
২২	জেনা ব্যভিচার	১৯১
২৩	আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার ও পিতা-মাতার হক	১৯৬

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৪	পিতা-মাতার হক	২০৬
২৫	যাকাত ও কৃপণতা	২১৪
২৬	দুর্লোভ, দুরাশা ও উচ্চাভিলাষ	২১৮
২৭	সর্বক্ষণ আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্বমগ্নতা এবং হারাম বিষয়াবলী বর্জন	২২৩
২৮	মৃত্যুর চিন্তা	২৩১
২৯	আকাশমণ্ডলী ও অন্যান্য বস্তুর সৃষ্টি	২৩৭
৩০	কুরসী, আরশ, ফেরেশতা, রুজি-রোজগার ও তাওয়াক্কুল	২৪১
৩১	দুনিয়ার অপকারিতা ও দুনিয়াত্যাগ	২৪৭
৩২	দুনিয়ার অপকারিতা	২৭৬
৩৩	কানা'আত বা অল্পে তুষ্টির কল্যাণ	২৮৬
৩৪	আল্লাহর দরবারে গরীবের মর্যাদা ও গরীবের ফযীলত	২৯৬
৩৫	গায়রুল্লাহকে বন্ধু বা সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করা	৩১২
৩৬	ইস্রাফীলের (আঃ) শিঙ্গায় ফুৎকার, কিয়ামতের বিভীষিকা ও কবর হতে হাশরের মাঠে	৩১৭
৩৭	মাখলুকাতের বিচারের বয়ান	৩২৩
৩৮	ধন-সম্পদের অপকারিতার বয়ান	৩৩১
৩৯	আমল, মীযানপাল্লা ও জাহান্নামের আযাব	৩৩৮
৪০	বন্দেগীর মর্তবা ও আনুগত্যের মর্যাদা	৩৫৮
৪১	শোকর ঃ কায়মনোবাক্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৩৬২
৪২	অহংকারের কুৎসা ও অপকারিতা	৩৭১
৪৩	দিন-রাত ও আসমান-যমীনে ধ্যান করে জ্ঞান আহরণ	৩৮০
৪৪	মৃত্যুর কষ্ট	৩৮৮
৪৫	কবর ও সওয়াল জওয়াবের বর্ণনা	৩৯৫
৪৬	ইল্‌মুল-ইয়াকীন আইনুল-ইয়াকীন ও বিচার দিবসের জিজ্ঞাসাবাদের বয়ান	৪০২
৪৭	আল্লাহ্ তা'আলার যিকর বা স্মরণ	৪০৭

* * *

www.banglakitab.weebly.com



الحمد لله الذى احسن تدبير الكائنات وخلق الارضين
والسموت وانزل الماء من المعصرات وانشأ الحب والنبات
وقدر الارزاق والاقوات واثاب على الاعمال الصالحات و
الصلوة والسلام على سيدنا محمد ذى المعجزات الظاهرات
الذى حصل بنوره وجود الكائنات وبعد :

'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সারা জাহানকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল নিয়মে পরিচালনা করছেন। আসমান ও যমীনের সকল স্তর যিনি সৃষ্টি করেছেন। জলধর মেঘমালা হতে যিনি প্রচুর বৃষ্টিপাত করেন। খাদ্য–খাবার, অন্নদানা ও শস্যসমৃদ্ধ বিপুল প্রান্তর যিনি সৃজন করেছেন। প্রত্যেকের প্রাপ্য রিযিক ও সম্ভোগ্য সম্পদ যিনি সুনির্ধারিত করে দিয়েছেন। নেক আমল ও সনিষ্ঠ ইবাদতের প্রতিদানে যিনি সওয়াব ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন।

দরূদ ও সালাম আমাদের মহান পথ–প্রদর্শক মাহ্‌বূব ও মুর্শিদ, অত্যুজ্জ্বল মু'জিযাত ও দেদীপ্যমান নিদর্শনাদির অধিকারী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর নূর ও কল্যাণের তোফায়লে সমগ্র জগত অস্তিত্ব লাভ করেছে।'

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১

খওফ ও খাশিয়াত বা খোদাভীতি

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করেছেন, যার বিরাটকায় দেহের এক বাহু দুনিয়ার পূর্ব প্রান্তে এবং অপর বাহু দুনিয়ার পশ্চিম প্রান্তে। মাথা আরশের সন্নিকটে এবং পদদ্বয় যমীনের সপ্তম তবককেও অতিক্রম করেছে। তাকে সমগ্র জগতে বিস্তৃত সৃষ্টির সমপরিমাণ পর-পাখা দেওয়া হয়েছে। আমার উম্মতের মধ্যে কোন পুরুষ বা নারী যখন আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা সেই ফেরেশ্‌তাকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, সে যেন আরশের নীচে অবস্থিত 'নূরের সাগরে' ডুব দেয়। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী সে দরিয়াতে নিমজ্জিত হয়ে বাহির হয় এবং সর্ব শরীর ঝাড়া দেয়। ফলে, তার অসংখ্য পাখনা হতে অগণিত পানি-বিন্দু ঝরে পড়ে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের দ্বারা ফেরেশ্‌তার গা থেকে ঝরে পড়া প্রতিটি বিন্দু হতে এক একজন ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করেন। এই অসংখ্য-অগণিত ফেরেশ্‌তা দরূদ পাঠকারী ব্যক্তির জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত গুনাহ্-মাফীর দো'আ করতে থাকে।'

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'দেহের স্বাস্থ্য নির্ভর করে অল্পাহারের উপর, আত্মার শান্তি নির্ভর করে পাপকার্য পরিত্যাগ করার উপর, আর দ্বীন ও ঈমানের সংরক্ষণ নির্ভর করে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠের উপর।'

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

'হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর।'

অর্থাৎ-তোমাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়-ভীতি জাগরুক করে তোল এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য অবলম্বন করে নাও।

www.banglakitab.weebly.com

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ

'এবং প্রত্যেকের উচিত,—আগামী (কিয়ামত) দিবসের জন্য সে কি (আমল) প্রেরণ করছে, (বা এর জন্য কি প্রস্তুতি নিচ্ছে,) সে বিষয়ে চিন্তা করা।' বস্তুতঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করছেন যে, তোমরা দান-খয়রাত ও ইবাদত-বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ কর। যাতে এর প্রতিদানে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র দরবারে পুরস্কৃত হতে পার।

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

'তোমরা সর্বদা আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। কারণ তিনি তোমাদের (প্রতিটি নেক আমল ও অন্যায়) কার্য-কলাপ সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।' (হাশর ঃ ১৮)

আদম-সন্তান দুনিয়াতে কি কি সৎকাজ করেছে অথবা কি কি অপরাধ ও অসৎ কাজে লিপ্ত হয়েছে; আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করেছে, কি নাফরমানী করেছে, সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন ফেরেশতাকুল, আসমান-যমীন, দিবস-রজনী—এ সবকিছু আল্লাহ্র সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করবে। বরং সেদিন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মানুষের স্বার্থের বিপরীত সাক্ষ্য দিবে। মানুষ যদি সৎ ও পুণ্যবান হয়, তা'হলে তার স্বপক্ষেই সাক্ষ্য প্রদান করবে। ঈমানদার ও পরহেযগার ব্যক্তির স্বপক্ষে যমীন এই মর্মে সাক্ষ্য দান করবে যে, 'ইয়া আল্লাহ্! এ ব্যক্তি তোমাকে খুশী করার জন্য আমার পৃষ্ঠে নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে, হজ্জ করেছে, জিহাদ করেছে।' উক্তরূপ সাক্ষ্য শ্রবণ করে ঈমানদার ব্যক্তি অত্যন্ত আনন্দিত ও পুলকিত হবে। পক্ষান্তরে, যমীন কাফের ও অবাধ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, 'হে আল্লাহ! এ ব্যক্তি আমার পৃষ্ঠে বিচরণ করে শিরক করেছে, ব্যভিচার করেছে, শরাব পান করেছে এবং অন্যান্য হারাম কার্যে লিপ্ত হয়েছে।' ফলে, রোয হাশরের কঠিন হিসাবের সময় ধ্বংস ও শাস্তি তাকে গ্রাস করে নিবে। বস্তুত ঃ প্রকৃত ঈমানদার সে-ই, যে নিজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে এবং সদা শঙ্কিত থাকে।

ফক্বীহ আবুল-লাইস (রহঃ) বলেছেন ঃ 'কারও অন্তঃকরণে আল্লাহ্র

www.banglakitab.weebly.com

ভয়-ভীতি আছে কি-না? এ বিষয়ে তুমি যদি জানতে চাও, তা'হলে সাতটি আলামত ও লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য কর। এগুলো যদি কারও আচার-ব্যবহার, ভাব-ভঙ্গি ও জীবনধারায় পরিলক্ষিত হয়, তা' হলে বুঝে নাও যে, তার মনের ভিতরে খোদা-ভীতি ও পরহেযগারী বদ্ধমূল হয়েছে ; তার অন্তর খোদার খওফ ও খাশিয়াতে আবাদ হয়েছে। সেই লক্ষণগুলো হচ্ছে ঃ

এক,-- এ আলামতটি জিহ্বার সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ,— তার জিহ্বা মিথ্যা, বানোয়াট, গীবত, চুগ্‌লি, অপবাদ, অপ্রীতিকর কথাবার্তা ও অহেতুক বাক্যালাপ হতে বিরত থাকবে এবং সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকর, কুরআন তিলাওয়াত ও দ্বীনি ইলমের চর্চায় নিমগ্ন থাকবে।

দ্বিতীয় আলামত অন্তরের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ,—অন্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা, অহেতুক কাউকে দোষারোপ করা এবং হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি ব্যাধি হতে সে সম্পূর্ণ মুক্ত-পবিত্র থাকবে। হাদীস শরীফে আছে ঃ

اَلْحَسَدُ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ .

'হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলে, যেমন অগ্নি কাষ্ঠকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়।'

এ কথা স্মরণ রাখতে হবে এবং সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে যে, হিংসা-বিদ্বেষ মানব হৃদয়ের একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। এ ধরণের আরও অসংখ্য ব্যাধি রয়েছে। এগুলো হতে নিষ্কৃতি পেতে হলে পরিপক্ক ইলম ও সনিষ্ঠ আমলের একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ উক্তরূপ ইলম ও আমলের সমন্বিত সাধনা ও পরিশ্রমের মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহ থেকে আত্মরক্ষা করা অথবা এসব রোগের সুচিকিৎসা করা সম্ভব হতে পারে।

তৃতীয় আলামত চক্ষু বা দৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ,— খোদাভীরু ও পরহেযগার ব্যক্তি স্বীয় দৃষ্টিকে হারাম খাদ্যদ্রব্য, নিষিদ্ধ পানীয় বস্তু, হারাম লেবাস-পোষাক থেকে হিফাযত করবে এবং পার্থিব বস্তুনিচয়ের প্রতি কখনও লোলুপ দৃষ্টি করবে না। বরং আল্লাহর অনুপম সৃষ্টি ও কুদরতের প্রতি দৃষ্টি করে শিক্ষা ও সবক হাসিল করবে। হারাম ও নিষিদ্ধ পদার্থের প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ করবে না। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

مَنْ مَلَأَ عَيْنَهُ مِنَ الْحَرَامِ مَلَأَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَيْنَهُ مِنَ النَّارِ .

'যে ব্যক্তি নিজের চক্ষুকে হারাম বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাতের দ্বারা পরিতৃপ্ত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সেই চক্ষুর ভিতরে দোযখের অগ্নি ভরে দিবেন।'

চতুর্থ আলামত উদরের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ,—পরহেযগার ব্যক্তি স্বীয় উদরকে হারাম পন্থায় উপার্জিত রিযিক হতে হিফাযত করবে। কেননা এহেন রিযিক ভক্ষণ করা স্বতঃসিদ্ধ মহাপাপ। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةٌ مِنَ الْحَرَامِ فِي بَطْنِ ابْنِ اٰدَمَ لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ فِي الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ مَا دَامَتْ تِلْكَ اللُّقْمَةُ فِي بَطْنِهٖ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى تِلْكَ الْحَالَةِ فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ.

'আদম সন্তানের উদরে যখন হারাম খাদ্যের কোন লুকমা পতিত হয়, তখন যমীন ও আসমানের সকল ফেরেশতা তার উপর লা'নত ও অভিশাপ দিতে থাকে— যতক্ষণ পর্যন্ত এই লুকমা তার পেটে মওজুদ থাকে। আর যদি উক্ত লুকমা পেটে থাকা অবস্থায় সে মারা যায়, তা'হলে তার ঠিকানা হয় জাহান্নাম।'

পঞ্চম লক্ষণ হস্তের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ,—পরহেযগার ব্যক্তির হাত কখনও হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি প্রসারিত হবে না। বরং সাধ্যানুযায়ী সর্বদা সে স্বীয় হাতকে আল্লাহ্র দাসত্ব ও আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করবে।

হযরত কা'ব্ আহবার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশ্তে সবুজ ইয়াকুত রত্নের মহল তৈরী করেছেন, প্রত্যেক মহলে সত্তর হাজার কামরা আছে। আবার প্রত্যেক কামরায় সত্তর হাজার দরজা আছে।

www.banglakitab.weebly.com

এই বেহেশতে ঐ ব্যক্তিই প্রবেশ করতে পারবে, যার সম্মুখে দুনিয়াতে হারাম বস্তু পেশ করা হয়েছে ; কিন্তু সে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে তা পরিত্যাগ করেছে।'

ষষ্ঠ আলামত পদদ্বয়ের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ,— পরহেযগার ব্যক্তির পদদ্বয় আল্লাহ্ তা'আলার না-ফরমানী ও অবাধ্যতার কাজে ব্যবহার হবে না। বরং সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজে ব্যবহৃত হবে এবং উলামা, মাশায়েখ ও আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের প্রতি বেগবান হবে।

সপ্তম আলামত ইবাদত ও রিয়াযত। অর্থাৎ,— খালেস ও নেক নিয়তে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য ইবাদত-বন্দেগী ও সাধনা-পরিশ্রমে নিমগ্ন থাকবে। বস্তুতঃ মানবের উচিত এটাই যে, সর্ববিধ সাধনা ও ইবাদতের মূলে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের রেযা' ও সন্তুষ্টিকেই সামনে রাখবে ; এতে কোনরূপ রিয়াকারী, লোকদেখানো মনোবৃত্তি ও কপটতাকে প্রশ্রয় দিবে না। এ বিষয়ে সাফল্য অর্জন করতে পারলে সে ঐসব মহান ও ভাগ্যবান লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

'মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে তোমার প্রতিপালকের নিকট আখেরাতের কল্যাণ।' (যুখ্রুফ ঃ ৩৫)

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝

'মুত্তাকীগণ থাকবে ঝর্ণাবহুল জান্নাতে।' (হিজ্র ঃ ৪৫)

আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ۝

'মুত্তাকীগণ থাকবে জান্নাতে ও ভোগ-বিলাসে।' (তূর ঃ ১৭)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۝

www.banglakitab.weebly.com

'মুত্তাকীগণ থাকবে নিরাপদ স্থানে।' (দুখান ঃ ৫২)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা প্রকারান্তরে এ ঘোষণাই করেছেন যে, কিয়ামতের দিবসে দোযখের অগ্নি হতে তাঁরা অবশ্যই মুক্তি পাবে।

ঈমানদার ব্যক্তির উচিত, যেন সে ভয় ও আশার মধ্যবর্তী স্থানে স্থিত থাকে। কেননা, এরূপ ব্যক্তিই কেবল আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহের আশা করতে পারে এবং তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রাপ্তির বিষয়ে নিরাশ হয় না।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط

'তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না।' (যুমার ঃ ৫৩)

অতএব, তোমার কর্তব্য হচ্ছে—তুমি একান্তভাবে আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদত–বন্দেগীতে মগ্ন হয়ে যাও, সকল অসৎ ও গর্হিত কার্য পরিহার করে এক আল্লাহর প্রতি ধাবিত হও এবং সর্বান্তকরণে ও পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ কর।

একদা হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ গৃহে বসে পবিত্র যবূর কিতাব তিলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় একটি গর্ত হতে লাল বর্ণের একটি কীট বের হয়। হযরত দাউদ (আঃ)–এর দৃষ্টি সেই কীটের উপর পতিত হলে তাঁর মনে প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই কীটটিকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন ; এর রহস্য ও তাৎপর্য কি? তখন আল্লাহ্ তা'আলা সেই কীটটিকে বাকশক্তি দান করে নবীর প্রশ্নের জওয়াব দিতে আদেশ করলেন। কীটটি বললো ঃ হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, আমি প্রত্যহ দিবসে এক হাজার বার এই কালেমা পাঠ করি ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

www.banglakitab.weebly.com

এবং প্রত্যহ রাত্রিকালে আমি এই দরূদ শরীফ পড়ে থাকি ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ.

হে আল্লাহ্‌র নবী! এখন বলুন, আপনি আমার সম্পর্কে কি মন্তব্য করছেন ; আমি আপনার দ্বারা উপকৃত হতে চাই। কীটের মুখে একথা শুনে হযরত দাউদ (আঃ) অনুশোচনায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং ভীত-শঙ্কিত হয়ে তওবা করে নিজেকে আল্লাহ্‌র সোপর্দ করলেন।

হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম যখন স্বীয় পদস্খলনের কথা স্মরণ করতেন, তখন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন এবং দূর হতে তাঁর বুকের ধড়-ফড় আওয়ায শুনা যেতো। এমনি এক অবস্থার সময় একদা আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামকে বললেন,—মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আপনি কি এমন কোন লোক দেখেছেন, যে তার বন্ধুকে ভয় করে? হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) বললেন,—'হে জিব্‌রাঈল! আমার পদস্খলনের কথা যখন স্মরণ হয়, তখন শেষ পরিণামের কথা চিন্তা করে আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি ; আল্লাহর সাথে গভীর বন্ধুত্বের কথা তখন আমার স্মরণ থাকে না।'

প্রিয় সাধক! আল্লাহর একান্ত প্রিয় বান্দা আম্বিয়ায়ে কেরাম, আওলিয়ায়ে সালেহীন ও দুনিয়াত্যাগী যাহেদীনের অবস্থা যদি এই হয়, তা'হলে, অন্যান্যদের দশা কি হবে? চিন্তা করা উচিত এবং এ থেকে প্রচুর শিক্ষা ও সবক হাসিল করা উচিত।

---

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ২

খওফ ও খাশিয়াত বা খোদাভীতি

(পূর্ব প্রসঙ্গ)

হযরত আবুল-লাইস (রহঃ) বলেছেন ঃ সপ্তম আসমানে আল্লাহ্ তা'আলা অসংখ্য ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করে রেখেছেন। সৃষ্টিলগ্ন থেকেই তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার আরাধনায় সিজদারত অবস্থায় মগ্ন রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই থাকবে। আল্লাহ তা'আলার ভয়ে তাঁদের পাঁজর সর্বদা প্রকম্পিত থাকে। কিয়ামতের দিবসে তাঁরা মস্তক উত্তোলনপূর্বক বলবে,—'আয় আল্লাহ! আপনি পাক পবিত্র, আপনার হক আদায় করে যেভাবে ইবাদত করা আমাদের কর্তব্য ছিল তা' আমরা করতে পারি নাই।' যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ع السجدة

'তারা তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের রব্বকে ভয় করে এবং তারা যা আদেশ পায় তা' করে।' (সূরা নাহ্‌ল, আয়াত ঃ ৫০)

অর্থাৎ,— তারা এক মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহ্ তা'আলার ভয়-ভীতি হতে চিন্তামুক্ত হয় না।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

إِذَا اقْشَعَرَّ جِسْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى تَحَاتَّتْ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا يَتَحَاتُّ عَنِ الشَّجَرِ وَرَقُهَا۔

'আল্লাহর ভয়ে যখন বান্দার শরীর কম্পমান হয়, তখন তার পাপরাশি এইরূপে ঝরে পড়ে যেমন বৃক্ষ হতে শুষ্ক পত্র ঝরে পড়ে।'

একদা এক ব্যক্তি জনৈকা নারীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। কোন প্রয়োজনে

www.banglakitab.weebly.com

সেই মহিলা গৃহ হতে বের হলে প্রেমিক তার পশ্চাদানুসরণ করতে থাকে। এভাবে এক বনভূমিতে দু'জন একত্রিত হয়। আশেপাশের লোকজন নিদ্রাভিভূত হওয়ার পর একান্ত মুহূর্তে পুরুষ উক্ত মহিলার নিকট তার মনোস্কামনা ব্যক্ত করে । তখন মহিলা তাকে জিজ্ঞাসা করলো,—'সকলেই কি ঘুমিয়ে গেছে?' প্রশ্ন শুনে মহিলার সম্মতি অনুমান করে লোকটি কাফেলার চতুর্পাশ প্রদক্ষিণ করে জানালো,— 'সকলেই ঘুমিয়ে গেছে ; কেউ সজাগ নাই।' অতঃপর মহিলা তাকে জিজ্ঞাসা করলো,—'মহান আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ; তিনিও কি এ সময় ঘুমিয়ে আছেন?' লোকটি বললো,—'আল্লাহ্ তা'আলা ঘুমান না ; নিদ্রা বা তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।' মহিলা বললো,—'যে সত্তা ঘুমান নাই এবং যিনি কখনও ঘুমাবেন না, সর্বদা সজাগ ও চিরঞ্জীব সেই সত্তা আমাদেরকে দেখছেন ; যদিও অন্যান্য লোকজনের কেউ আমাদেরকে দেখছে না। সুতরাং এমতাবস্থায় আমাদের অধিকতর ভীত-শঙ্কিত হওয়া উচিত।' মহিলার এ বক্তব্য শুনে লোকটির অন্তরে আল্লাহ্র ভয় সঞ্চারিত হলো এবং তৎক্ষণাৎ সত্যিকার তওবা করে সে উক্ত গর্হিত কাজ পরিত্যাগ করলো। কিছুকাল পর সে মারা গেলে এক ব্যক্তি স্বপ্নযোগে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছেন? উত্তরে সে বলেছে ঃ 'আল্লাহর ভয়ে আমি পাপকার্য হতে বিরত হওয়ার কারণে তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।'

বনী ইসরাঈল গোত্রে একজন আবেদ লোক ছিলেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে দারিদ্র্য অবস্থায় জীবন-যাপন করতেন। একদা জঠর জ্বালায় অস্থির হয়ে সন্তানদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করার উদ্দেশে তিনি স্ত্রীকে বাহিরে পাঠালেন। স্ত্রী জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির দারস্থ হয়ে সন্তানদের জন্য কিছু প্রার্থনা করলে লোকটি বললো,—'অবশ্যই আমি তোমাকে কিছু দান করবো ; কিন্তু শর্ত হচ্ছে আমি কিছুক্ষণের জন্য তোমাকে ভোগ করতে চাই।' একথা শুনে স্ত্রীলোকটি নিশ্চুপ গৃহে ফিরে আসলো। গৃহে এসে দেখে সন্তানরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় কান্নাকাটি করছে এবং মরণাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে। মা'কে দেখে ওরা তার কাছে খাবারের জন্য আর্তি করতে লাগলো। স্ত্রীলোকটি সন্তানদের এহেন কষ্ট সহ্য করতে না পেরে পুনরায় সেই লোকটির দারস্থ হয়ে প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করলো। স্ত্রীলোকটি প্রথমবারের বিপরীত

www.banglakitab.weebly.com

এবার দেহ দানের জন্য রাজী হয়ে গেল। অতঃপর ধনাঢ্য লোকটি স্বীয় মনোস্কামনা পূরণের জন্য যখন উদ্যত হলো, তখন স্ত্রীলোকটির সর্বশরীর হঠাৎ এমনভাবে কাঁপতে আরম্ভ করলো যে, তার শরীরের জোড় গ্রন্থিসমূহ যেন উপ্‌ড়ে যাবে। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো,—'তোমার এ অবস্থা হচ্ছে কেন?' স্ত্রীলোকটি বললো,—'আমি মহান সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করি, ফলে আমার এ অবস্থা হয়েছে।' লোকটি বললো,—'তোমার এহেন ভুখা-ফাকা ও দারিদ্রাবস্থায়ও আল্লাহ্‌র প্রতি তুমি এত প্রবল ভীতি ও শঙ্কা বোধ করছো! তা'হলে তো আমার পক্ষে আল্লাহ্‌কে আরও অধিক ভয় করা উচিত।' এ কথা বলে সে উক্ত গর্হিত কাজ হতে বিরত হয়ে গেল এবং স্বচ্ছ অন্তরে মহিলাকে তার প্রয়োজনের চাইতেও অধিক মাল-সম্পদ দিয়ে বিদায় করলো। মহিলা ঘরে ফিরে পরিবার-পরিজনকে নিয়ে আনন্দচিত্তে সকলের জঠর-জ্বালা নিবারণ করলো।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট এই মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন যে, 'হে মূসা! তুমি আমার সেই ধনাঢ্য বান্দাকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, আমি তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছি।' অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) সেই বান্দার নিকট গমন করে বললেন, —'তুমি এমন কি সৎকাজ করেছো? যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তোমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন?' লোকটি হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে পূর্বাপর সম্পূর্ণ ঘটনা শুনালো। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) তাকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত সুসংবাদটি শুনিয়ে বিদায় নিলেন।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,—মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَا اَجْمَعُ عَلٰى عَبْدِىْ خَوْفَيْنِ وَ لَا اَمْنَيْنِ. مَنْ خَافَنِىْ فِى الدُّنْيَا اَمَّنْتُهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَمَنْ اَمَّنَنِىْ فِى الدُّنْيَا اَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'আমি কখনও স্বীয় বান্দার মধ্যে দুইটি ভয় এবং দুইটি অভয় একত্রিত

www.banglakitab.weebly.com

করি না। যে-বান্দা ইহজগতে আমার ভয়ে থাকবে, পরকালে আমি তাকে নির্ভয় রাখবো। আর যে-ব্যক্তি ইহলোকে আমা হতে নির্ভয় থাকবে, পরলোকে আমি তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত রাখবো।'

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ○

'তোমরা লোকদেরকে ভয় করো না ; ভয় আমাকেই কর।'

(মায়িদাহ্ ঃ ৪৪)

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

'তোমরা তাদেরকে ভয় করো না ; ভয় আমাকেই কর, যদি তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হয়ে থাক।' (আলি-ইম্‌রান ঃ ১৭৫)

আমীরুল-মুমেনীন হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) আল্লাহর ভয়ে মাটিতে ঢলে পড়তেন। তিনি কুরআনের কোন আয়াত শ্রবণ করলে মূর্ছিত হয়ে যেতেন। একদা একটি খড়কুটা হাতে নিয়ে তিনি বললেন,—'হায়! আমি যদি এই খড়কুটাটিই হতাম ; আমাকে যদি কেউই উল্লেখ না করতো।' তিনি প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন ঃ 'হায়! কতই না ভাল হতো, যদি উমর মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠই না হতো।' আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে তিনি এত অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করতেন যে, অবিরাম ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার কারণে তাঁর গণ্ডদ্বয়ের উপর দু'টি কৃষ্ণবর্ণ রেখা পড়ে গিয়েছিল।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ۔

'আল্লাহ্‌র ভয়ে যে-ব্যক্তি রোদন করে, সে দোযখে প্রবেশ করবে না, যেমন স্তন হতে নির্গত দুগ্ধ পুনরায় স্তনে প্রবেশ করে না।'

'রাকায়েকুল-আখ্‌বার' কিতাবে আছে ঃ ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। প্রচুর পাপের কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার হুকুম দেওয়া হবে। এমন সময় তার চোখের একটি পশম কথা বলবে এবং আরজ করবে ঃ 'হে পরওয়ারদিগার! আপনার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ تِلْكَ الْعَيْنَ عَلَى النَّارِ.

('যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে ভীত হয়ে ক্রন্দন করবে, সেই ব্যক্তির চক্ষুর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দোযখের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।')

আর আমি আপনার ভয়ে ভীত হয়ে ক্রন্দন করেছি। অতএব আমি আপনার নিকট দোযখের অগ্নি হতে মুক্তি প্রার্থনা করি।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই পশমকে মুক্তি দিবেন এবং এই একটি পশমের ওসীলায় সেই বান্দাকেও দোযখের অগ্নি থেকে মুক্তি দান করবেন। তারপর হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) উচ্চস্বরে ঘোষণা করে দিবেন যে,—'অমুক বান্দাকে শুধুমাত্র একটি পশমের ওসীলায় দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।'

'বিদায়াতুল-হিদায়াহ্' কিতাবে আছে ঃ কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। তখন ভয় ও আতঙ্কের আতিশয্যে হাশরের ময়দানে উপস্থিত সকলেই হাঁটু গেড়ে ভূতলে আছড়িয়ে পড়বে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتَابِهَا ط
اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

'আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়। প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে। তোমরা যা' করতে অদ্য তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে।' (জাসিয়াহ্ ঃ ২৮)

জাহান্নামকে উপস্থিত করা হলে সমবেত সকলেই জাহান্নামের ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুংকার শুনবে। এ হুংকার ও গর্জন পাঁচশত বৎসরের পথ পরিমাণ দূরত্ব হতেও শ্রুত হবে। এহেন ভয়াবহ অবস্থায় প্রত্যেকেই এমনকি আম্বিয়ায়ে কেরাম পর্যন্ত কেবল নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবেন এবং 'নাফ্‌সী নাফ্‌সী'

www.banglakitab.weebly.com

বলে উদ্বেগ করবেন। একমাত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য চিন্তা করবেন এবং 'উম্মতী উম্মতী' বলে বেকারার থাকবেন। এ সময় জাহান্নাম থেকে পর্বতসম উঁচু হয়ে অগ্নিশিখা বের হতে থাকবে। উম্মতে মুহাম্মদী এই ভয়াবহ অবস্থা দূর করার জন্য প্রয়াস চালাবে এবং এই বলে দো'আ করবে,—'হে অগ্নি! নামাযী ব্যক্তিদের ওসীলায়, দান-খয়রাতকারীগণের তোফায়লে, নিষ্ঠাবান ও রোযাদার লোকদের দোহাই—তুমি তোমার এই ভয়াবহতা নিয়ে আমাদের থেকে দূরে সরে যাও।' এদিকে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) সজোরে চিৎকার করে বলে উঠবেন ঃ 'ওই যে সেই ভয়াবহ অগ্নি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।' একথা বলে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) পানি-ভর্তি একটি পাত্র এনে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মুবারকে দিয়ে বলবেন,—এই নিন পানির পেয়ালা ; এই পানি আপনি দোযখের অগ্নির উপর ছিটিয়ে দিন।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ সেই পানি দোযখের অগ্নির উপর ছিটিয়ে দিবেন। ফলে, সেই ভয়াবহ অগ্নি মুহূর্তের মধ্যে নির্বাপিত হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করবেন,—'হে জিব্‌রাঈল! বলুন, এটা কিসের পানি?' হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) জওয়াবে বলবেন ঃ 'এটা আপনার উম্মতের মধ্যে গুনাহ্‌গার লোকদের অশ্রুজল, যা খোদার ভয়ে রোদন করার কারণে তাদের চোখ হতে নির্গত হয়েছে ; অদ্যকার এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দোযখের অগ্নি নিবারণের জন্য এ পানি আপনাকে দিতে আমাকে হুকুম করা হয়েছে এবং গোনাহ্‌গার লোকদের এই আঁখিজলের ওসীলায়ই আল্লাহ্ তা'আলা দোযখের ভয়াবহ অগ্নিকে নির্বাপিত করে দিয়েছেন।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আল্লাহ্‌র দরবারে এই বলে দো'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ عَيْنَيْنِ تَبْكِيَانِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ اَنْ يَكُوْنَ الدَّمْعُ دَمًا۔

www.banglakitab.weebly.com

'হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে দু'টি ক্রন্দসী চক্ষু দান করুন, যে দু'টির দ্বারা আমি আপনার ভয়ে রোদন করতে পারি—সেই (হাশরের) দিন উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই, যেদিন (স্বীয় পাপের কারণে) রক্তের অশ্রু কাঁদতে হবে (তবুও কোনও কাজ হবে না।)।

জনৈক কবি বলেছেন ঃ

اَعَيْنَيَّ هَلَّا تَبْكِيَانِ عَلٰى ذَنْبِىْ
تَنَاثَرَ عُمُرِىْ مِنْ يَدِىْ وَلَا اَدْرِىْ

'ওহে চক্ষুযুগল! আমার কৃত পাপকার্যের উপর তোমরা রোদন কর না কেন? আফ্সুস! জীবনের মুহূর্তগুলো গাফলত ও শৈথিল্যের মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে গেল ; অথচ আমি তা' টেরও করতে পারলাম না।'

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'কোন বান্দার চক্ষু হ'তে আল্লাহ্র ভয়ে যদি অন্ততঃপক্ষে মক্ষিকার মস্তক পরিমাণ অশ্রু নির্গত হয়ে তার মুখমণ্ডলকে উষ্ণ করে, তা'হলে তার জন্য দোযখের অগ্নি হারাম হয়ে যাবে।'

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুন্যির (রহঃ) যখন আল্লাহ্র ভয়ে রোদন করতেন, তখন নির্গত অশ্রু স্বীয় মুখমণ্ডল ও দাড়িতে মর্দন করে বলতেন,—'এই অশ্রুজল যে-যে স্থানে পৌঁছবে, সেসব স্থানকে দোযখের অগ্নি স্পর্শ করবে না।' অতএব প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য,—আল্লাহ্র ভয়াবহ আযাব ও শাস্তির কথা স্মরণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিজেকে সর্বদা নিবৃত্ত রাখা।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۙ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ
الْمَاْوٰى ۭ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ
الْهَوٰى ۙ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ۭ

www.banglakitab.weebly.com

'যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়, তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যে ব্যক্তি তার পরওয়ারদিগারের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং স্বেচ্ছাচারিতা হতে নিজেকে নিবৃত্ত রাখে, তার ঠিকানা জান্নাত।' (নাযি'আত ঃ ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০)

আল্লাহ্ তা'আলার আযাব হ'তে আত্মরক্ষা করতে হলে এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করতে হলে, দুনিয়ার জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও মুসীবতের উপর ধৈর্যধারণ করতে হবে। সেইসঙ্গে সর্ববিধ পাপাচার পরিহার করে এক আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

'যাহ্রুর-রিয়াদ' কিতাবে আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'যখন বেহেশ্তী লোকদেরকে বেহেশ্তে স্থান দেওয়া হবে, তখন ফেরেশ্তাগণ সর্বপ্রকার বেহেশ্তী নেয়ামত ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে তাঁদের সাদর-সম্ভাষণ ও আপ্যায়ন করবে, তাঁদের জন্য মঞ্চ স্থাপন করবে এবং রকমারী খাদ্য-সামগ্রী ও ফলমূল পেশ করবে। এসব আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করে বেহেশ্তীগণ হতবাক ও আশ্চর্যান্বিত হবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো কেন? আমার এই বেহেশ্ত কোনরূপ দুঃখ-ক্লেশ ও বিড়ম্বনার স্থান নয়।' বেহেশ্তবাসীরা আরজ করবে,—'হে পরওয়ারদিগার! আমাদের সাথে আপনার একটি ওয়াদা ছিল, সেটা পূরণ হওয়ার সময় এসে গেছে।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্তাদেরকে হুকুম করবেন যে, তোমরা বেহেশ্তবাসীদের সম্মুখ হতে পর্দা সরিয়ে নাও, কেননা এঁরা দুনিয়াতে আমাকে স্মরণ করেছে, আমার যিক্র করেছে, আমাকে সিজদা করেছে এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাত ও দীদারের আকাংখা পোষণ করেছে। আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে ফেরেশতাগণ যখন পর্দা সরিয়ে নিবে, তখন বেহেশতবাসীরা স্বচক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রত্যক্ষ করবে এবং তাঁর সম্মুখে সিজদায় পড়ে যাবে। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সিজদা হতে মাথা উঠাতে হুকুম করে বলবেন যে, এটা আমল ও ইবাদতের স্থান নয় ; এটা ভোগ-বিলাস ও পুরস্কার-প্রতিদানের স্থান। এরপর থেকে তারা আল্লাহ্ তা'আলার দীদার স্বাভাবিকভাবেই লাভ করতে সমর্থ হবে। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের আনন্দবৃদ্ধির জন্য বলবেন,—'হে আমার প্রিয় বান্দাগণ! তোমাদের উপর

www.banglakitab.weebly.com

সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তোমরাও আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক।' বেহেশতবাসীগণ বলবে,—'আমরা আপনার প্রতি অবশ্যই সন্তুষ্ট ; কারণ আপনি আমাদেরকে এমন নেয়ামত দান করেছেন, যা কেউ কোনদিন দেখে নাই, শুনে নাই এবং কল্পনাও করতে পারে নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে ঘোষণা করেছেন ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط

'আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট।'

(বাইয়িনাহ ঃ ৮)

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ○

'করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'।'

(ইয়াসীন ঃ ৫৮)

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

অধ্যায় ঃ ৩

রোগ-শোক ও ধৈর্য-সহ্য

আখেরাতের জীবনে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব ও গজব হতে যে ব্যক্তি বাঁচতে চায়, আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহপ্রাপ্তির যে ব্যক্তি অন্তরে আশা পোষণ করে এবং যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে আগ্রহী-অনুরাগী, তার কর্তব্য হলো— দুনিয়ার লোভ-লালসা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা হতে নিজেকে সংযত করতে হবে, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক ও আপদ-বিপদে ধৈর্যধারণ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ ○

'আল্লাহ্ তা'আলা ছবরকারীদের ভালবাসেন।'

ছবর বা ধৈর্য চার প্রকারে বিভক্ত। যথা ঃ এক,— আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত ইবাদতসমূহ সমাধা করার ব্যাপারে ছবর করা। দুই,— আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকার ব্যাপারে ছবর করা। তিন,— দুঃখ-দৈন্য ও বিপদ-আপদে ছবর করা। চার,— কোন মুসীবতে পতিত হওয়ার অব্যবহিত পর প্রথম অন্তর্জ্বালার মুহূর্তেই ছবর করা।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদত ও ফরয কার্য সমাধা করার ব্যাপারে ছবর করবে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তিনশত গুণ মর্যাদা দান করবেন। প্রত্যেক মর্যাদার মধ্যবর্তী ব্যবধান হবে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। অনুরূপ, যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করবে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন ছয়শত গুণ মর্যাদা দান করবেন। প্রত্যেক মর্যাদার মধ্যবর্তী ব্যবধান হবে সপ্তম আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। এমনিভাবে যে ব্যক্তি মুসীবতে ধৈর্যধারণ করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সাতশত গুণ মর্যাদা দান করবেন। প্রত্যেক মর্যাদার মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে আরশ থেকে ভূগর্ভের (যমীনের

www.banglakitab.weebly.com

সর্বনিম্ন সপ্তম তবকের) নীচ পর্যন্ত দূরত্বের সমান।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى: مَا مِنْ عَبْدٍ نَزَلَتْ بِهٖ بَلِيَّةٌ فَاعْتَصَمَ بِيْ اِلَّا اَعْطَيْتُهٗ قَبْلَ اَنْ يَسْئَلَنِيْ وَاسْتَجَبْتُ لَهٗ قَبْلَ اَنْ يَدْعُوَنِيْ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ نَزَلَتْ بِهٖ بَلِيَّةٌ فَاعْتَصَمَ بِمَخْلُوْقٍ دُوْنِيْ اِلَّا اَغْلَقْتُ اَبْوَابَ السَّمَاءِ عَلَيْهِ۔

'আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ 'কোন বান্দা মুসীবতে পতিত হওয়ার পর যদি একমাত্র আমারই উপর ভরসা করে এবং আমার প্রতি আনুগত্য সহকারে দৃঢ় পদ থাকে, তা'হলে আমার কাছে প্রার্থনা করার পূর্বেই আমি তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করি। পক্ষান্তরে যদি সে আমাকে উপেক্ষা করে কোন মাখলুকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তা'হলে আমি তার জন্য আসমানের দরজা (সাহায্য) বন্ধ করে দিই।'

অতএব, সত্যিকার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হলো—আপদ-বিপদে, দুঃখ-দৈন্যে ধৈর্যধারণ করা ; এ ব্যাপারে কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন না করা। তা'হলেই দুনিয়া ও আখেরাতের কঠিন শাস্তি থেকে নিস্কৃতি পাওয়া সম্ভব হবে। প্রণিধানযোগ্য যে, আম্বিয়ে কেরাম ও আউলিয়া-বুযুর্গানকে সর্বাধিক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ 'দুঃখ-দৈন্য ও আপদ-বিপদ হচ্ছে খোদা প্রেমিকের জন্য মশালস্বরূপ, ধর্মপথে বিচরণকারীর জন্য চেতনাবর্দ্ধক, মুমিনের জন্য সংশোধনকারী এবং উদাসীন ও গাফেলের জন্য ধ্বংসের উপকরণ।' বস্তুতঃ ঈমানের প্রকৃত স্বাদ উপলব্ধি করতে হলে আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ করতে হবে ; আল্লাহ্র প্রতি সর্বান্তকরণে সন্তুষ্টির পরিচয় দিতে হবে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ مَرِضَ لَيْلَةً فَصَبَرَ وَ رَضِيَ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى خَرَجَ مِنْ

www.banglakitab.weebly.com

ذُنُوْبِهٖ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ فَاِذَا مَرِضْتُمْ فَلَا تَتَمَنَّوُا الْعَافِيَةَ -

'যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে একটি রাত্র অতিবাহিত করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ করে দিবেন। সুতরাং রোগাক্রান্ত হলেই রোগমুক্তির জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেয়ো না।'

হযরত যাহ্হাক (রহঃ) বলেন ঃ 'অন্ততঃ চল্লিশ দিনে একবার আপদ-বিপদ বা দুঃখ-কষ্টে পতিত না হলে কি করে তুমি আল্লাহ্র কাছে দয়া ও রহমতের আশা করতে পার?'

হযরত মু'আয ইব্নে জাবাল (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে রোগাক্রান্ত করেন, তখন বাম কাঁধের ফেরেশ্তাদেরকে তার পাপরাশি লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করে দেন এবং ডান কাঁধের ফেরেশ্তাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, এই অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় যেসব ইবাদত ও নেক আমল করতে সক্ষম ছিল, তার আমলনামায় সেগুলোর সওয়াব লিপিবদ্ধ করতে থাক।'

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'যখন কোন বান্দা অসুস্থ হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার নিকট দুইজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং তাঁদেরকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, আমার এই বান্দা কি আমল করে, তা তোমরা লক্ষ্য কর। অসুস্থ বান্দা যদি আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তা'হলে ফেরেশ্তাগণ বান্দার এই গুণকীর্তন আল্লাহ্র দরবারে পেশ করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ উক্ত বান্দার আমার উপর হক ও প্রাপ্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে ; সুতরাং আমি যদি এই পীড়িতাবস্থায় তাকে মৃত্যু দান করি, তা'হলে অবশ্যই তাকে জান্নাত দিবো। আর যদি রোগ হতে মুক্তি দান করি, তা'হলে তার স্বাস্থ্য, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মাংসপেশী ও রক্ত প্রবাহ পূর্বের চাইতে আরও উন্নততর করে দিবো এবং সেইসঙ্গে তার সমুদয় গুণাহ্ মাফ করে দিবো।'

বনী ইসরাঈল গোত্রে জনৈক ভবঘুরে ও লম্পট লোক ছিল। বিভিন্ন

www.banglakitab.weebly.com

ধরনের গর্হিত কাজে সে লিপ্ত থাকতো। নগরবাসীর বহু চেষ্টাও তার কোন প্রকার সংশোধন করতে পারে নাই। অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে সকলেই আল্লাহ্‌র দরবারে তার কদর্যতা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দো'আ কবুল করে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের নিকট ওহী পাঠালেন ঃ 'হে মুসা! বনী ইসরাঈল গোত্রে একজন ভণ্ড যুবক আছে, তাকে শহর হতে বহিষ্কার করে দাও, যাতে শুধুমাত্র এক ব্যক্তির পাপের কারণে সমগ্র নগরবাসীর উপর আমার গযব নাযিল না হয়। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী তাকে বহিষ্কার করে দিলেন। কিন্তু সেই যুবক শহর হতে বহিষ্কৃত হয়ে পার্শ্ববর্তী অপর এক বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের নিকট পুনরায় ওহী পাঠিয়ে তাকে সেখান থেকেও বহিষ্কার করার নির্দেশ দিলেন। হযরত মুসা (আঃ) তাই করলেন। অবশেষে লোকটি এক নির্জন প্রান্তরে গিয়ে আশ্রয় নিলো। যেখানে মানুষ বা পশুপক্ষী এমনকি তরুলতা বলতে কিছুই ছিল না। পরবর্তী এক পর্যায়ে লোকটি সেখানে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এহেন অসহায় অবস্থায় তার পার্শ্বে সাহায্যকারী বলতে কেউ ছিল না। এই করুণ অবস্থায় সে ভূলুণ্ঠিত হয়ে মাটির উপর মাথা রেখে বারবার বলছিল ঃ 'হায়! আজকে যদি আমার মা আমার কাছে থাকতেন, তা'হলে তিনি আমার দুঃখে দুঃখিতা হতেন, আমার সেবা-শুশ্রূষা করতেন, মায়া-মহব্বত করতেন, আমার জন্য নয়ন সিক্ত করে রোদন করতেন। হায়! আজকে যদি আমার পিতা কাছে থাকতেন, তা'হলে তিনি আমার সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। হায়! যদি আমার স্ত্রী পার্শ্বে থাকতো, তা'হলে সে আমার দুঃখে ক্রন্দন করতো। হায়! যদি আমার সন্তান-সন্ততি এখানে থাকতো, তা'হলে তারা আমার মৃতদেহের পার্শ্বে বসে কান্নাকাটি করতো আর বলতো,—হে আল্লাহ্! আমাদের প্রবাসী পিতাকে তুমি ক্ষমা করে দাও, তিনি অসহায় দুর্বল, তোমার না-ফরমান, অবাধ্য ও স্বেচ্ছাচারী ; লোকেরা তাকে শহর থেকে বস্তিতে বের করে দিয়েছে, পুনরায় তাকে বস্তি থেকে বিজন প্রান্তরে বহিষ্কার করেছে ; আর আজকে তিনি ইহকালের এই বিজন ভূমি থেকে পরকালের পথে চিরবিদায় গ্রহণ করছেন, সবকিছু থেকে তিনি নিরাশ ও বঞ্চিত হয়ে একমাত্র তোমার পানে

www.banglakitab.weebly.com

রওয়ানা হচ্ছেন। আয় আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী থেকে সুদূর প্রান্তরে নিক্ষেপ করেছেন, জীবনের এই করুণ মুহূর্তে দয়া করে আমাকে আপনার রহমত ও করুণা থেকে চিরবঞ্চিত করবেন না। তাদের বিচ্ছেদে আপনি আমার অন্তর দগ্ধীভূত করেছেন, মেহেরবানী করে আমার পাপরাশির কারণে আমাকে দোযখের অগ্নিতে দগ্ধীভূত করবেন না।'

লোকটির এই করুণ আর্তনাদ আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হলো। তার স্ত্রী ও মা'র আকৃতি দিয়ে দু'জন হূর, সন্তান-সন্ততির আকৃতি দিয়ে জান্নাতের কয়েকজন শিশু-কিশোর এবং পিতার আকৃতি দিয়ে একজন ফেরেশ্‌তা পাঠিয়ে দিলেন। তারা সকলেই লোকটির পার্শ্বে বসে ক্রন্দন করতে লাগলো। এভাবে সকলের উপস্থিতিতে সে আনন্দচিত্তে আল্লাহর সাথে মিলিত হয় এবং আল্লাহ্ পাক তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেন। এভাবে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট ওহী পাঠালেন ঃ 'হে মূসা! তুমি অমুক বিজন প্রান্তরে গিয়ে দেখ, আমার এক প্রিয় বান্দার ইন্‌তিকাল হয়েছে, তুমি তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা কর। আল্লাহ্‌র হুকুম অনুসারে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তথায় গিয়ে সে যুবকটিকেই দেখলেন, যাকে তিনি ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌র হুকুমে শহর থেকে বস্তিতে আবার বস্তি থেকে বিজন ভূমিতে বিতাড়িত করেছিলেন। তিনি আরও দেখলেন যে, লোকটির আশেপাশে বেহেশ্‌তের হূর-পরীগণ তাকে বেষ্টন করে বসে আছে। এতদ্দর্শনে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট আরয করলেন ঃ 'হে মহান প্রভু! এই লোকটি তো সে-ই যাকে আমি আপনার হুকুমে শহর ও বস্তি থেকে বহিস্কার করেছি।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'হে মূসা! আমি তার প্রতি দয়া ও রহমত নাযিল করেছি এবং তার যাবতীয় পাপকার্য ক্ষমা করে দিয়েছি। কারণ, সে এই বিজন প্রান্তরে স্বীয় জন্মভূমি, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসহায় অবস্থায় কান্নাকাটি করেছে। আমি তার মা'র দেহাবয়বে বেহেশতের হূর, তার পিতার সাদৃশ্যে বেহেশতের ফেরেশ্‌তা এবং তার স্ত্রীর আকৃতিতে অপর একজন হূর পাঠিয়ে দিয়েছি। এরা সকলেই আমার কাছে

www.banglakitab.weebly.com

তার এই দুঃখ-যাতনায় ভরপুর মুসাফেরী অবস্থার প্রতি রহম ও করুণার জন্য প্রার্থনা করেছে। একজন আশ্রয়হীন মুসাফির যখন মারা যায়, তখন আসমান ও যমীনের সমগ্র মখলুক তার প্রতি দয়া ও রহমত বর্ষণের জন্য (আল্লাহ্‌র কাছে) প্রার্থনা করতে থাকে ; সুতরাং এ অবস্থায় আমি কি তার প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শন করবো না? অথচ আমিই একমাত্র অনন্ত মেহেরবান ও অসীম দয়ালু।'

কোন মুসাফির যখন অন্তিম সময়ে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'ওহে আমার ফেরেশ্‌তাগণ! লোকটি স্বদেশত্যাগী মুসাফির, স্বীয় পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বহুদূরে অবস্থানরত। মৃত্যুর পর তার জন্য ক্রন্দনকারী অথবা শোক বা দুঃখ প্রকাশকারী কেউ নাই।' একথা বলে আল্লাহ্ তা'আলা তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের আকৃতি ও দেহাবয়বে কয়েকজন ফেরেশ্‌তা পাঠিয়ে দেন। তারা সেই মুসাফির ব্যক্তির শিয়রপার্শ্বে উপবেশন করলে, সে চক্ষু উম্মিলন করে তাদেরকে প্রত্যক্ষ করে এবং অপার্থিব আনন্দ উপভোগ করে। অতঃপর এই উৎফুল্ল অবস্থাতেই সে ইহজগত ত্যাগ করে। তারপর যখন এ ব্যক্তির জানাযা উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন ফেরেশ্‌তাগণও তার সঙ্গে থাকেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত সেই ব্যক্তির কবরের পার্শ্বে বসে তার মাগফেরাত ও উচ্চ মর্যাদার জন্য আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করতে থাকেন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ

'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু।' (শূরা ঃ ১৯)

হযরত ইব্‌নে আত্তার (রহঃ) বলেন ঃ 'তুমি যদি কোন বান্দার অন্তকরণের সত্যাসত্য ও প্রকৃত অবস্থা যাচাই করতে চাও, তা'হলে তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও দুঃখ-কষ্ট উভয় অবস্থার কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য কর। যদি সে কেবল সুখ-স্বাচ্ছন্দের সময়েই আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে, অথচ দুঃখ-কষ্টের সময় হা-হুতাশ করে, তা'হলে বুঝতে হবে সে মিথ্যুক ও প্রতারক। বস্তুতঃ কোন ব্যক্তি যদি সমগ্র জ্বিন ও মানবের সাকুল্য জ্ঞানের অধিকারী হয়, অতঃপর কোন দুর্ভোগে পতিত হওয়ার পর কোনরূপ শেকায়াত বা অভিযোগ

www.banglakitab.weebly.com

উত্থাপন করে, তা'হলে এ কথা নিশ্চিত যে, তার সমস্ত ইল্‌ম ও জ্ঞানচর্চা সম্পূর্ণ বৃথা এবং সমগ্র আমল ও ইবাদত একেবারে নিস্ফল। হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

مَنْ لَّمْ يَرْضَ بِقَضَائِيْ وَلَمْ يَشْكُرْ لِعَطَائِيْ فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِيْ

'যে ব্যক্তি আমার (নির্ধারিত) তাকদীরের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং আমার দান ও নে'আমতে অকৃতজ্ঞ, সে যেন আমাকে ছাড়া অন্য কোন রব তালাশ করে নেয়।'

হযরত ওয়াহ্‌ব ইব্‌নে মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন ঃ 'একজন নবী দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরকাল আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে জানালেন যে, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।' নবী বললেন ঃ 'ইয়া আল্লাহ্! আপনি আমার কোন্ বিষয় ক্ষমা করলেন ; আমি তো জীবনে কোন গুনাহ্-ই করি নাই।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নবীর একটি শিরাকে আদেশ করলেন। ফলে, সেই শিরাতে অসহনীয় বিষ-বেদনা আরম্ভ হয়ে গেল এবং বিষম যন্ত্রণায় নবী সারারাত্রি ঘুমাতে পারলেন না। সকাল বেলা আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তা পাঠালেন। ফেরেশ্‌তা বললেন ঃ 'আপনার মহান প্রভু আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,—'তোমার দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ইবাদত আমার দেওয়া একটা সামান্য সুস্থ শিরা'র নে'আমতের সমান নয়।'

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৪

আধ্যাত্মিক সাধনা ও রিপুর তাড়না

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট ওহী পাঠিয়েছিলেন ঃ 'হে মূসা। তোমার কথা তোমার জিহ্বার যতটুকু নিকটবর্তী, অনুরূপ তোমার হৃদস্পন্দন তোমার হৃদয়ের, তোমার রূহ তোমার দেহের, তোমার দৃষ্টিশক্তি তোমার চোখের, তোমার শ্রবণশক্তি তোমার কানের যতটুকু নিকটবর্তী, সেই তুলনায় তুমি যদি চাও—আমি (আল্লাহ) তোমার আরও অধিকতর নিকটবর্তী হই, তা'হলে তুমি আমার হাবীব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ কর।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

'প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা।' (হাশর ঃ ১৮)

অর্থাৎ,– হে মানব! ক্বিয়ামতের দিন জবাবদেহী করার জন্য তুমি কি আমল করেছো?

এ কথা সর্বদা স্মরণ রেখো যে, তোমার নফস বা রিপুই হচ্ছে তোমার সবচেয়ে বড় দুশমন। এমনকি শয়তানের চেয়েও সে তোমার জন্য অধিকতর জঘন্য ও মারাত্মক। কারণ, খোদ শয়তানও প্রকৃতপক্ষে তোমার রিপুর তাড়না ও কামনা–বাসনা থেকেই শক্তি যুগিয়ে থাকে। তারপর সে তোমাকে ধোকা–প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে তোমার ক্ষতি সাধনে সমর্থ হয়। অতএব এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন কর। প্রবৃত্তির তাড়নায় অহেতুক কামনা–বাসনা ও আকাংখা–অভিলাষের মাধ্যমে নিজকে শয়তানের প্রবঞ্চনার শিকারে পরিণত করো না। নফস বা কুপ্রবৃত্তি সবসময়ই উদাসীন ও অচেতন থাকতে চায়। বস্তুতঃ এটা তার মজ্জাগত স্বভাব, এজন্যে তার সকল দাবীই

www.banglakitab.weebly.com

মিথ্যা। সুতরাং তাকে কোন ব্যাপারেই বিশ্বাস করো না, তার সাথে আপোষ করো না। নফসের ধোকায় প্রতারিত হয়ে যদি কোন বিষয়ের প্রতি তুমি আকৃষ্ট হয়ে পড়, তা'হলে এ কথা সত্য জেনে রাখ যে, এই নফস তোমাকে পরিণামে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে ছাড়বে। বস্তুতঃ নফস থেকে কোনই কল্যাণের আশা করা যায় না ; এই নফসই হচ্ছে সকল অনিষ্টের মূল, সকল আপদ ও লাঞ্ছনার হেতু, অভিশপ্ত ইবলীসের আসল সম্পদ ও হাতিয়ার, সকল অহিতকর কর্মকাণ্ডের শিকড়। আল্লাহ্ ছাড়া এর প্রকৃত রহস্য ও হাকীকত অনুধাবন করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব, সদাসর্বদা এক আল্লাহ্র ভয় অন্তরে জাগরুক করে রাখ। তিনি সর্বজ্ঞ ; আমলের ভালমন্দ সবকিছু সম্পর্কে তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত।

আখেরাতের জীবনকে সুন্দর–সফল ও উন্নততর করার জন্য বান্দা যখন স্বীয় অতীত জীবনের কৃতকর্মের প্রতি চিন্তানিবেশ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তকরণকে স্বচ্ছ–পরিচ্ছন্ন করে দেন। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ

'এক মুহূর্তকালের ধ্যানমগ্নতা বছরকালের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।'

হযরত আবুল–লাইস (রহঃ) কর্তৃক বিশ্লেষিত তফসীর থেকে উক্তরূপ ব্যাখ্যা বোধগম্য হয়। সুতরাং প্রকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের কর্তব্য হচ্ছে, অতীতের সমুদয় পাপকার্য হতে সঠিক তওবা ও অনুতাপ করা। আখেরাতের জীবনে মুক্তি ও সাফল্যের বিষয়ে অগ্রগামী হওয়া, আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে অধিকতর নৈকট্যলাভের চিন্তা–সাধনায় মনোনিবেশ করা, অনতিবিলম্বে আল্লাহর যিক্রে নিমগ্ন হওয়া, সকল হারাম ও নিষিদ্ধ কার্য পরিত্যাগ করা, প্রবৃত্তির তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত না হয়ে ধৈর্য–সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা, নফসানী খাহেশের অনুসরণ চিরতরে পরিহার করা। কেননা, নফস হচ্ছে মূর্তি সদৃশ ; সুতরাং যে ব্যক্তি নফসের তাবেদারী করলো, প্রকারান্তরে সে মূর্তি পূঁজায় লিপ্ত হলো। আর যে ব্যক্তি নিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে আল্লাহ্র ইবাদত–বন্দেগীতে মগ্ন হলো, সত্যিকার অর্থে সে–ই হলো নফসের সাথে কঠোর বিরুদ্ধাচরণকারী ও প্রকৃত সংযমী।

www.banglakitab.weebly.com

কথিত আছে, বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) একদা বসরা শহরের একটি বাজার অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একটি ডুমুর ফলের প্রতি তার দৃষ্টি পতিত হয়। ফলটি দেখে তাঁর অন্তরে তা' ভক্ষণ করার স্পৃহা জন্মায়। তখন তিনি স্বীয় পাদুকা খুলে বিক্রেতাকে এর বিনিময়ে ফলটি দিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ফল বিক্রেতা জুতার মূল্যহীনতার কথা ব্যক্ত করে ফল বিক্রয় করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলো। অতঃপর মালেক ইব্নে দীনার আপন পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এদিকে অপর একজন লোক এসে বিক্রেতাকে বললো ঃ 'আপনি কি জানেন, তিনি কে? তিনিই মালেক ইবনে দীনার।' দেশের সুবিখ্যাত বুযুর্গের নাম শুনে লোকটি অত্যন্ত আক্ষেপ করতে লাগলো এবং কৃতদাসের মাথায় ডুমুর বোঝাই একটি টুকরী দিয়ে বললো,—'যাও, যদি ইব্নে দীনার এ সবগুলো ফল গ্রহণ করে নেন, তা'হলে তুমি আযাদ ; গোলামীর শৃংখল থেকে তুমি আজ হতে মুক্ত।' গোলাম ছুটে গেল এবং ইব্নে দীনারকে অনুরোধ করতে লাগলো। কিন্তু ইব্নে দীনার ফল গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। গোলাম পুনরায় অনুরোধ করে বললো,—'আপনি যদি এগুলো কবুল করে নেন, তা'হলে আমি গোলামীর শৃংখল থেকে মুক্তিলাভ করতে পারি।' ইব্নে দীনার (রহঃ) এতদসত্ত্বেও অসম্মতি জানিয়ে বললেন ঃ 'আমার গ্রহণ করাটা যদিও তোমার জন্য মুক্তির কারণ ; কিন্তু আমার জন্য তা' শাস্তির কারণ।' গোলাম অতঃপর বারবার অনুরোধ করলে তিনি বললেন,— 'আমি কসম খেয়ে নিয়েছি যে, ডুমুরের বিনিময়ে আমি আমার ঈমানকে বিক্রি করবো না এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত কোনদিন ডুমুর খাবো না।'

হযরত মালেক ইব্নে দীনার (রহঃ) অন্তিমকালীন অসুস্থতার সময় একবার দুধ ও মধু মিশ্রিত গরম রুটির সরীদ (সুস্বাদু খাদ্য) খাওয়ার আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন। খাদেম যথাসময়ে সরীদ এনে হাজির করার পর কিছুক্ষণ তিনি সরীদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকিয়ে রইলেন, অতঃপর বললেন,—'হে নফস! তুমি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরে কৃচ্ছ্র-সাধনায় ধৈর্যধারণ করে আসছো, এখন এই অন্তিম অবস্থায় যখন তোমার মৃত্যুর মাত্র মুহূর্তকাল বাকী আছে, ... এতটুকু বলে তিনি সরীদের পাত্র হাত থেকে রেখে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করলেন। বস্তুতঃ আম্বিয়ায়ে কেরাম

www.banglakitab.weebly.com

আলাইহিমুস সালাম, আওলিয়া, সাধক, আল্লাহর প্রেমিক ও দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গগণের হৃদয়ের অবস্থাই ছিল এরূপ ; তারা পারলৌকিক সুখ-শান্তির তুলনায় নশ্বর পৃথিবীর সবকিছুকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান করতেন।

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বলেছেন,— 'যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে, সে দিগ্বিজয়ী সেনাপতির চাইতেও বড় বাহাদুর।'

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন,— 'আমার এবং আমার নফসের উপমা হচ্ছে রাখাল ও ছাগলের পালের ন্যায় ; একদিক থেকে একত্রিত সুশৃংখল করে আনে, অপরদিকে সব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বস্তুতঃ যে নিজের নফসকে হত্যা করতে পেরেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রহমতের কাফন পরিয়ে ইয্যতের মাটিতে দাফন করবেন। আর যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে অকেজো করে রেখেছে, তাকে অভিশাপের কাফন পরানো হবে এবং আযাবের মাটিতে দাফন করা হবে।'

ইয়াহয়া ইব্নে মু'আয রাযী (রহঃ) বলেন ঃ 'ইবাদত ও আধ্যাত্ম্য সাধনার মাধ্যমে স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ কর। আধ্যাত্ম্য সাধনা হচ্ছে,— নিদ্রা ও খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করা, অধিক কষ্ট সহ্য করা, মুসীবতে ধৈর্যধারণ করা, উৎপীড়নে অধৈর্য হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত না হওয়া। জেনে রাখ—নিদ্রার স্বল্পতা তোমার অন্তরে নূর সৃষ্টি করবে, তোমার চিন্তাশক্তিতে স্বচ্ছতা আনয়ন করবে। আহারের স্বল্পতা তোমাকে নানাবিধ আপদ থেকে রক্ষা করবে। দুঃখ-কষ্ট ও উৎপীড়নে ধৈর্যধারণ তোমাকে ইপ্সীত লক্ষ্যে পৌঁছাবে। পক্ষান্তরে অধিক ভোজন হৃদয়কে কঠিন করে তোলে, অন্তকরণকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়। বস্তুতঃ ক্ষুধা ও ক্ষুৎপিপাসা মানবহৃদয়ে হিকমত ও তত্ত্বজ্ঞানের তীক্ষ্ণতা আনয়ন করে। আর পরিতৃপ্ত ভোজন মানুষকে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ 'জঠরজ্বালার মাধ্যমে তুমি তোমার অন্তকরণকে জ্যোতির্ময় করে তোল, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অস্ত্রের দ্বারা তুমি তোমার রিপুর বিরুদ্ধে জিহাদে প্রবৃত্ত হও। ক্ষুধার সাহায্যে তুমি সদা বেহেশ্তের দরজায় কষাঘাত করতে থাক। কেননা এতে তোমার আমলনামায় জিহাদের সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে।' বস্তুতঃ

www.banglakitab.weebly.com

ক্ষুধা ও তৃষ্ণার চাইতে অধিক প্রিয় আল্লাহ্‌র কাছে আর কিছু নাই। যে ব্যক্তি অধিক ভোজন করেছে, সে আসমানের মালাকূতী জগতে প্রবেশ করতে পারবে না ; ইবাদতে আস্বাদ গ্রহণ থেকেও সে বঞ্চিত হবে।

হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) বলেছেন ঃ 'আমি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর উদরপূর্তি করে কোনদিন আহার করি নাই। কারণ এতে ইবাদতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। অনুরূপ আমি কোনদিন তৃষ্ণা মিটিয়ে পানিও পান করি নাই। কেননা আমার অন্তরে খোদার দীদারের তীব্র আকাংখা রয়েছে।' এতদ্ব্যতীত অধিক ভোজন ইবাদতকার্যে শৈথিল্য ও স্বল্পতা আনয়ন করে। অতিরিক্ত আহারের কারণে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভারী হয়ে যায়, নিদ্রার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এবং গোটা দেহ অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে, মানুষ নিতান্ত নিষ্কর্মা হয়ে যায়। বস্তুতঃ মানুষ যদি অতিরিক্ত ঘুমে অভিভূত হয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়, তা'হলে এটা নিজকে মৃতদেহে পরিণত করার নামান্তর।

হযরত লুক্‌মান হাকীম (রহঃ) স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন,—'অধিক মাত্রায় নিদ্রা ও ভোজন থেকে নিজকে বিরত রাখ। কেননা অধিক নিদ্রাযাপনকারী ও অধিক ভোজনকারী ক্বিয়ামতের দিন আমল ও ইবাদতশূন্য হবে।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا تُمِيتُوا الْقُلُوبَ بِكَثْرَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنَّ الْقَلْبَ يَمُوتُ كَالزَّرْعِ إِذَا كَثُرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ ـ

'অধিক পানাহার করে আত্মাকে নিধন করো না। কেননা অধিক বৃষ্টির কারণে যমীনের ফসল যেমন বিনষ্ট হয়ে যায়, তেমনি অধিক পানাহারে তোমার আত্মাও মরে যাবে।'

জনৈক বুযুর্গ বিষয়টি একটি উদাহরণ দ্বারা আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন,— 'মানুষের পাকস্থলী হচ্ছে ডেগচি বা রন্ধনপাত্র সদৃশ, এর উপরে রয়েছে আত্মা। পাকস্থলীরূপ ডেগচি হতে বাষ্প নির্গত হয়ে আত্মা পর্যন্ত পৌছে। অধিক ভোজনের ফলে যদি এই বাষ্প অধিক মাত্রায় নির্গত

www.banglakitab.weebly.com

হয়, তা'হলে অবশ্যই তা' আত্মাকে কলুষিত করে।' বস্তুতঃ অধিক ভোজনে জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, মেধার প্রখরতা বিনষ্ট হয়, স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হয়।

একদা হযরত ইয়াহ্য়া আলাইহিস সালামের সাথে অভিশপ্ত ইবলীসের দেখা হয়। ইবলীসের হস্তস্থিত একটি বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্র নবী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'এটা কি তোমার হাতে?' ইবলীস বললো,— এটা শাহ্ওয়াত বা প্রবৃত্তির তাড়না ; এটা দিয়ে আমি বনী আদমকে শিকার করে থাকি। হযরত ইয়াহ্য়া আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে শিকার করার জন্যেও কি তোমার কাছে কিছু আছে? ইবলীস বললো,—'না ; তবে এক রাত্রিতে আপনি পরিতৃপ্ত হয়ে ভোজন করেছিলেন, সেই সুযোগে আমি আপনাকে অবসাদগ্রস্ত করে নামায হতে উদাসীন করে দিয়েছিলাম।' হযরত ইয়াহ্য়া আলাইহিস সালাম বললেন ঃ 'আজ থেকে আমি আর কোনদিন তৃপ্ত হয়ে আহার করবো না। 'ইবলীস বললো,— তা'হলে আমিও আজ থেকে আর কোনদিন বনী আদমকে নসীহত করবো না। প্রিয় সাধক! চিন্তা কর, শুধুমাত্র এক রাত্রির তৃপ্ত আহারের এই পরিণাম! আর যারা জীবনের একটি রাত্রিও ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটায় নাই, তাদের দ্বারা আল্লাহ্র কি ইবাদত হতে পারে?

এক রাত্রিতে হযরত ইয়াহ্য়া আলাইহিস সালাম তৃপ্ত হয়ে যবের রুটি আহার করেছিলেন। ফলে, সেই রাত্রিতে তিনি আল্লাহর যিক্র করতে পারেন নাই। অতঃপর তাঁর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী এসেছে ঃ 'হে ইয়াহ্য়া! আমার বেহেশতের চাইতেও কি উত্তম কোন আবাসস্থল তুমি পেয়ে গেছ? আমার সান্নিধ্যের চাইতেও কি উত্তম কোন সাহচর্য তুমি লাভ করেছো? তবে কেন তোমার এই অবসাদ? আমার ইয্যত ও প্রতাপের কসম, যদি তুমি আমার তৈরী বেহেশ্তের প্রতি একবার দৃষ্টি কর, আর পরক্ষণে জাহান্নামের প্রতিও এক পলক তাকাও, তা'হলে অবশ্যই তুমি রক্তের অশ্রুধারা প্রবাহিত করবে এবং বস্ত্রের পোষাক পরিহার করে লোহার পোষাক পরিধান করবে।'

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৫

রিপুর প্রভাব ও শয়তানের শত্রুতা

বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের কাজ হচ্ছে,—ক্ষুধা ও ক্ষুৎসাধনার মাধ্যমে রিপুর তাড়না ও কাম উত্তেজনাকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়া। কেননা খোদার দুশমন শয়তানকে ধ্বংস করার জন্য ক্ষুৎসাধনাই হচ্ছে প্রধান হাতিয়ার। পাপিষ্ঠ শয়তান প্রবৃত্তির সাধ–অভিলাষ ও অধিক পানাহারকেই কেন্দ্র করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنِ ابْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ فَضَيِّقُوْا مَجَارِيَهُ بِالْجُوْعِ ـ

'শয়তান মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্তের ন্যায় প্রবহমান হয়, সুতরাং তোমরা শয়তানের এ প্রবাহপথকে ক্ষুৎসাধনার দ্বারা বন্ধ করে দাও।'

ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার অধিক নিকটবর্তী হবে সেই ব্যক্তিই, যে দুনিয়াতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার যন্ত্রণা সহ্য করেছে। বস্তুতঃ অধিক ভোজনস্পৃহা আদম সন্তানকে মারাত্মক ধ্বংসের দিকে ঠেলে নেয়। হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম চিরশান্তির আবাস জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হয়ে এই অশান্তির জগতে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন,—এর পিছনেও কারণ ছিল ভোজনস্পৃহা। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে বেহেশ্‌তের একটি নির্দিষ্ট ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, তখন একমাত্র অধিক ভোজনস্পৃহার কারণেই তাঁরা উক্ত নির্দেশ পালন করতে পারেন নাই। ফলে, তাঁদের লজ্জাবরণ সংরক্ষিত থাকে নাই। মোটকথা, উদরই হচ্ছে মানুষের সর্ববিধ পাপাচারের উৎস ও ধ্বংসের মূল কারণ। জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি স্বীয় রিপুর কাছে পরাজিত হলো, সে প্রবৃত্তির হাতে বন্দী হয়ে গেল। তার অন্তর হিত–কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের যমীনে

www.banglakitab.weebly.com

স্বেচ্ছাচারিতার পানি সিঞ্চন করলো, সে মূলতঃ আপন অন্তঃকরণে লাঞ্ছনা ও আক্ষেপের বৃক্ষ রোপণ করল।'

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতে তিন প্রকার মাখলুক সৃষ্টি করেছেন ঃ এক,—ফেরেশতা। এঁদেরকে তিনি বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন ; কিন্তু কামভাব দেন নাই। দ্বিতীয়,— জীব-জন্তু। এদেরকে কামভাব দিয়েছেন ; কিন্তু বিবেক-বুদ্ধি দেন নাই। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে মানব। এদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বিবেক-বুদ্ধি এবং কামভাব উভয়টাই দান করেছেন। এদের মধ্যে যারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে বলবান করে কামরিপু ও যথেচ্ছাচারিতাকে দুর্বল ও পরাজিত করতে পেরেছে, তারা ফেরেশ্তা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আর যাদের বিবেক-বুদ্ধি রিপুর কাছে পরাজয় বরণ করেছে, তারা হিংস্র জীব-জানোয়ারের চাইতেও নিকৃষ্ট।

হযরত ইব্রাহীম খাওয়াস (রহঃ) বলেন,—'একদা আমি 'লাকাম' পর্বতে অবস্থান করছিলাম। তখন একটি আনারের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ায় অন্তরে সেটি খাওয়ার আকাংখা সৃষ্টি হলো। আনারটি হাতে নিয়ে বিদীর্ণ করে সামান্য স্বাদ গ্রহণ করার পর টক হওয়ার কারণে সেটি ফেলে দিলাম। অতঃপর পথ চলাকালে একজন লোকের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়লো ; লোকটি রাস্তায় নেহায়েত অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে আর অজস্র ভীমরুল তাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। আমি তাকে সালাম প্রদান করলে সে উত্তরে বললো ঃ 'ওয়াআলাইকুমুস সালাম হে ইব্রাহীম! আমি চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আমাকে কিভাবে চিনতে পারলেন? লোকটি বললো, যে আল্লাহ্কে চিনতে পেরেছে তার কাছে গোপন ও অপরিচিত বলতে কিছু নাই। আমি বললাম, আল্লাহ্র সাথে আপনার অতি রহস্যপূর্ণ অবস্থা আমি লক্ষ্য করেছি ; আপনি কি ভীমরুলের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তার জন্য দো'আ করেন নাই? অতঃপর লোকটি বললো,—আমিও আপনার বিশেষ রহস্যময় অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি ; আপনি কি আনার ফলের লোভ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মোনাজাত করেন নাই? শুনুন, ভীমরুলের উৎপীড়ন-যন্ত্রণা শুধু ইহকাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, আর আনারের প্রতি লোলুপ দৃষ্টির প্রায়শ্চিত্ত আখেরাতেও ভোগ করতে হবে। ভীমরুল কেবল দৈহিক যন্ত্রণা দিতে পারে ; কিন্তু লোভ-লালসা অন্তরাত্মাকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে। একথা শুনার পর আমি সেখান

www.banglakitab.weebly.com

থেকে প্রস্থান করলাম।'

বস্তুতঃ রিপুর তাড়না ও যথেচ্ছাচারিতা বাদশাহকে গোলামে পরিণত করে এবং ধৈর্য ও সংযম গোলামকে বাদশাহর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও যুলায়খার জীবনালেখ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হযরত ইউসুফ (আঃ) ধৈর্য ও সংযমশীলতার ফলশ্রুতিতে মহান সম্রাট ও শাসনকর্তার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। আর যুলায়খা শুধুমাত্র কাম-প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিণতিতে জঘন্যভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন। কারণ যুলায়খা হযরত ইউসুফকে ভালবাসতে গিয়ে ধৈর্য-সহিষ্ণুতা ও সংযমের পরিচয় দিতে পারেন নাই।

আবুল হাসান রাযী (রহঃ) স্বীয় পিতাকে মৃত্যুর দুই বৎসর পর স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি আলকাতরার পোষাক পরিহিত অবস্থায় আছেন। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আব্বাজান! আপনার অবস্থা দোযখবাসীদের ন্যায় দেখা যাচ্ছে, এর কারণ কি?' পিতা বললেন,— 'হে পুত্র! আমার রিপু ও কুপ্রবৃত্তি আমাকে দোযখে ঠেলে দিয়েছে। প্রিয় পুত্র! নফস ও প্রবৃত্তির ব্যাপারে তুমি কখনো গাফেল হয়ো না ; সদা সতর্ক ও সচেতন থেকে এহেন শত্রু হতে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা কর। কেননা আজকে আমার এ দুর্দশার কারণই হচ্ছে ইবলীস, দুনিয়ার মোহ, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং কাম-বাসনা চরিতার্থকরণ। এরই ফলশ্রুতিতে আমি ধ্বংস ও বিনাশের এই অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। নিজের দুর্ভাগ্য আমি নিজেই টেনে এনেছি, জেনেশুনে শত্রুকে প্রশ্রয় দিয়েছি। ফলে, আমি নাজাতের কোনই আশা করতে পারছি না।'

হযরত হাতেম আছাম্ম (রহঃ) বলেন,—'প্রবৃত্তি আমার সীমান্ত রেখা, জ্ঞান-বিদ্যা আমার অস্ত্র, পাপ আমার লাঞ্ছনা ও অপমান, শয়তান আমার শত্রু এবং রিপু আমার প্রতারক ও প্রবঞ্চনাকারী।'

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'জিহাদ তিন প্রকারে বিভক্ত ঃ এক,— পথভ্রষ্ট ও বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে জিহাদ করা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

www.banglakitab.weebly.com

'তাদের সাথে বিতর্ক করুন সদ্ভাবে।' (নাহ্‌ল ঃ ১২৫)

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে,—কাফের ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ; এটা স্পষ্ট যুদ্ধ। যেমন কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

'তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে।' (মায়িদাহ ঃ ৫৪)

তৃতীয়,—রিপু ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা । যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'যারা আমার উদ্দেশ্যে জিহাদ (সাধনা) করে, তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো।' (রূম ঃ ৬৯)

এই মর্মে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَفْضَلُ الْجِهَادِ جِهَادُ النَّفْسِ -

'রিপুর বিরুদ্ধে জিহাদ করাই হচ্ছে উত্তম জিহাদ।'

সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ সম্পন্ন করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর বলতেন ঃ

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ -

'আমরা ক্ষুদ্রতম জিহাদ সমাপন করে বৃহত্তম জিহাদে (প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে) প্রত্যাবর্তন করেছি।' প্রবৃত্তি ও শয়তানের বিরুদ্ধাচরণকে 'বৃহত্তম জিহাদ' নামে অভিহিত করার তাৎপর্য হচ্ছে,—কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ব্যাপারটা একান্ত সাময়িক ; কিন্তু শয়তান, কাম-প্রবৃত্তি ইত্যাদি মানুষের সার্বক্ষণিক শত্রু, হর-হামেশা মানুষের সাথে এদের বিসম্বাদ লেগেই থাকে। এছাড়া কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদকারী ব্যক্তি শত্রুকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারে ; কিন্তু নফ্‌স ও শয়তান মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দৃশ্যমান শত্রুর চাইতে অদৃশ্য শত্রু মারাত্মক

www.banglakitab.weebly.com

ও ধ্বংসাত্মক হয় বেশী। এছাড়া আরও একটি কারণ হচ্ছে,—শয়তান সরাসরি রিপু ও কুপ্রবৃত্তিকে তোমার বিরুদ্ধে সাহায্য করে ; আর এক্ষেত্রে রিপুই হচ্ছে সকল অনিষ্ট ও স্বেচ্ছাচারিতার মূল। পক্ষান্তরে কাফের তোমার রিপু বা নফ্সের পক্ষে সাহায্যকারী নয়। এতদ্ব্যতীত আরও কারণ হচ্ছে যে, কোন কাফেরকে তুমি হত্যা করতে সক্ষম হলে গণীমতের মাল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে ; আর যদি কোন কাফেরের হাতে তুমি নিহত হও, তা'হলে শাহাদতের মর্যাদা ও জান্নাত লাভ করবে। সুতরাং এখানে উভয় দিকেই তোমার স্বার্থ ও কল্যাণ রয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানকে হত্যা করার ক্ষমতা তোমার নাই ; অথচ তোমাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা শয়তানের আছে। খোদা না করুন যদি শয়তান তোমাকে ধ্বংস করে ফেলে, তা'হলে তুমি চিরশাস্তির ফাঁদে পড়ে গেলে। সুতরাং এখানে উভয় দিকেই তোমার ক্ষতি ও ধ্বংস অনিবার্য। এজন্যেই বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন ঃ 'যুদ্ধক্ষেত্রে যার ঘোড়া পলায়ন করে, সে শত্রুর হাতে বন্দী হয়, আর শয়তানের ফাঁদে পড়ে যার ঈমান বিলুপ্ত হয়, সে আল্লাহ্র আযাব ও গজবে গ্রেফতার হয়। অনুরূপ যে ব্যক্তি কাফেরের হাতে বন্দী হয়, তার হস্তদ্বয় জিঞ্জীর দিয়ে গলার সাথে বেঁধে দেওয়া হয় না, তার পদদ্বয় বাঁধা হয় না, তার উদর অভুক্ত থাকে না। কিন্তু আল্লাহ্র আযাব ও গজবে গ্রেফতার ব্যক্তির অবস্থা খুবই করুণ, খুবই মারাত্মক,—তার মুখমণ্ডল কালো অন্ধকার করে দেওয়া হয়, হস্তদ্বয় লোহার শিকল দিয়ে গলার সাথে বেঁধে দেওয়া হয়, পায়ে আগুনের বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হয়, অগ্নি পান করানো হয়, অগ্নি খাওয়ানো হয়, অগ্নির পোষাক পরানো হয়।'

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৬

গাফলতি ও উদাসীনতা

গাফলতি ও উদাসনীতা মানুষের আফ্‌সুস ও হা-হুতাশ বৃদ্ধি করে, শুভ পরিণতির কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে, আখেরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশ থেকে মাহ্‌রূম করে, ইবাদতের বিঘ্নতা ঘটায়, হিংসা-দ্বেষ বাড়িয়ে তোলে, পরিণামে লজ্জা, ভর্ৎসনা, তিরস্কার ও অপমানের কারণ হয়।

জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তি তার উস্তাদকে মৃত্যুর পর স্বপ্নযোগে জিজ্ঞাসা করেছিল,—'মৃত্যুর পর আপনি দুনিয়ার কোন্ বিষয়টির উপর আক্ষেপ করাকে সবচেয়ে মারাত্মক পেয়েছেন?' উত্তরে তিনি বলেছেন,-'গাফলতি ও অসাবধানতার আক্ষেপকে।'

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ)-কে স্বপ্নযোগে জিজ্ঞাসা করেছিল,—'মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?' তিনি বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর মহান দরবারে দণ্ডায়মান করে বলেছেন ঃ হে মিথ্যুক! হে অসত্যের দাবীদার! তুমি আমার প্রতি কৃত্রিম ভালবাসার দাবী করেছো, অতঃপর আমা হতে উদাসীন ও অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছো।' জনৈক বুযুর্গ স্বীয় পিতাকে মৃত্যুর পর স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—আব্বাজান! পরকালের এই জগতে আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন,—'ওহে বৎস! দুনিয়াতে আমি গাফেল ও উদাসীন ছিলাম এবং সে অবস্থায়ই আমার মৃত্যু হয়েছে, ফলে এখন আমার নানাবিধ কষ্ট ও শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে।'

'যাহ্‌রুর-রিয়াদ' কিতাবে আছে,—হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালামের সাথে মালাকুল-মওতের সখ্যতার সম্পর্ক ছিল ; তাই মালাকুল-মওত প্রায়ই হযরত ইয়াকূবের নিকট আসা-যাওয়া করতেন। একদিন হযরত ইয়াকূব তাঁকে বললেন ঃ 'আপনি কি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছেন, না জান কবজ করতে? তিনি বললেন,—সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। অতঃপর হযরত

www.banglakitab.weebly.com

ইয়াকূব (আঃ) বললেন,—'আপনার নিকট আমার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন যে, আমার মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হবে এবং আপনি আমার জান কবজ করার উদ্দেশে আগমন করবেন, তখন পূর্বাহ্নেই আমাকে অবগত করে দিবেন।' হযরত মালাকুল-মওত সম্মতি ব্যক্ত করে বললেন,—'মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই আমি আপনার নিকট তিনটি বার্তা পাঠাবো, তখন বুঝে নিবেন যে, আপনার মৃত্যু সন্নিকটবর্তী।' কিছুদিন পর হযরত ইয়াকূবের অন্তিম সময়ে মালাকুল-মওত উপস্থিত হলে তিনি আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে মালাকুল-মওত রূহ কবজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। জওয়াব শুনে হযরত ইয়াকূব (আঃ) বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে বললেন,—আপনি কি আমার সঙ্গে মৃত্যুর পূর্বে দূত পাঠানোর ওয়াদা করেছিলেন না? কিন্তু কই, কোন দূত বা বার্তাবাহক তো আসে নাই। মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা বললেন,—'হে আল্লাহর নবী! আমি ঠিকই আপনার কাছে দূত পাঠিয়েছি ; কিন্তু আপনি তা' লক্ষ্য করেন নাই ; আপনার কেশরাশির কৃষ্ণতার পর শুভ্রতা, আপনার দৈহিক শক্তির প্রাবল্যের পর দুর্বলতা এবং আপনার দেহ সোজা ও সটান থাকবে পর বক্রতাই মৃত্যুর পূর্বে আপনার কাছে প্রেরিত আমার দূত বা বার্তাবাহক।'

হযরত আবূ আলী দাক্কাক (রহঃ) বলেন ঃ 'প্রখ্যাত এক বুযুর্গের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তাঁকে দেখার জন্য আমি খেদমতে হাজির হলাম। তখন তাঁর শিষ্যগণ শিয়রের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল এবং তিনি ক্রন্দন করছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম,—'হে শায়খ! আপনি কি এই অন্তিম সময়ে দুনিয়ার মায়া-মহব্বত ও বিচ্ছেদের কারণে কান্নাকাটি করছেন?' তদুত্তরে তিনি বললেন,—'না, বরং আমি আমার নামাযের অসারত্বের কথা স্মরণ করে কাঁদছি ; জীবনের সমস্ত নামায আমি বিনষ্ট করে ফেলেছি।' আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—'এটা কিভাবে? আপনি তো সারা জীবন নামায আদায় করেছেন।' তিনি বললেন, 'আমি জীবনে যত নামাযই পড়েছি ; সিজদা করেছি, সিজ্‌দা হতে মাথা উঠিয়েছি, সবসময়ই আমার অন্তরে গাফলতি ও অবহেলা বিরাজ করতো, মনোযোগ সহকারে আমি রুকু-সিজ্‌দা করতে পারি নাই, আর আজকে আমার সেই অবস্থাতেই মৃত্যু হচ্ছে।' এতটুকু বলে তিনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন এবং কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করলেন,

www.banglakitab.weebly.com

সেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে ঃ 'হাশরের দিন কিয়ামতের ময়দানে আমার কি অবস্থা হবে, সে বিষয়ে চিন্তা করে আমি উদ্বিগ্ন ও হতাশাগ্রস্ত। দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও ইয্যত-সম্মানের পর জানিনা কবরের ঘোর অন্ধকারে একাকী কি অবস্থায় আমাকে কাটাতে হবে। আমি অতি উত্তমরূপে ধ্যান করেছি,—যখন আমলনামা হস্তান্তর করা হবে, তখন না-জানি আমার কি দুর্দশা হয়। আয় আল্লাহ্! আয় পরওয়ারদিগার!! একমাত্র আপনার উপরই আমার ভরসা আমার আশা ; আপনার দয়া ও রহমত ছাড়া আমার কোন গত্যন্তর নাই; মেহেরবানী করে আপনি আমাকে সেদিন মা'ফ করে দিন।'

'উয়ূনুল-আখবার' গ্রন্থে হযরত শাকীক বল্খী (রহঃ) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ 'তিনটি বিষয় এমন রয়েছে, মানুষ মুখে মুখে যেগুলোর খুব বুলি আওড়িয়ে থাকে ; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষ্য করা যায়, এক,— মানুষ মুখে স্বীকারোক্তি করে যে, আমরা আল্লাহ্র বান্দা, একমাত্র তাঁরই দাস ; কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, প্রতিটি কাজে আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করে থাকে। দুই,— মানুষ বলে থাকে, আল্লাহ আমাদের জীবিকা ও রোযী-রোযগারের জিম্মাদার, সুতরাং তিনিই এ ব্যাপারে ফিকির করবেন। কিন্তু একথা বলা সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষের অন্তর কখনও দুনিয়ার ধন-সম্পদ ব্যতিরেকে পরিতৃপ্ত হয় না, সর্বদা দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন থাকে এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মাল-সামান একত্রিকরণে উন্মত্ত থাকে। তিন,— মানুষ বলে থাকে, মৃত্যু আসবেই এবং এটা সকলের জন্য অবধারিত ; কিন্তু তাদের ব্যস্ততা এবং দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ দেখে মনে হয় যে, তারা কোনদিন মরবে না।' প্রিয় সাধক! একটু চিন্তা করে দেখ, মহান আল্লাহর দরবারে তুমি কোন্ দেহটি নিয়ে হাজির হবে, কোন্ মুখে তুমি কথা বলবে? মহান সেই দরবারের প্রতিটি জিজ্ঞাসার সঠিক জওয়াব তোমাকে দিতে হবে, যা পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত করে রাখা চাই। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের ভয় থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও শঙ্কামুক্ত হয়ো না; কারণ তিনি তোমার ভাল-মন্দ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিটি নির্দেশকে আন্তরিক আনুগত্য সহকারে পালন কর এবং নিজের জাহের -বাতেন, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও কাজ-কর্মে সর্বতোভাবে

www.banglakitab.weebly.com

এক আল্লাহ্‌র জন্যে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে যাও।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আরশের নীচে লেখা রয়েছে ঃ

انا مطيع من اطاعني و محبّ من احبّني و مجيب من دعاني و غافر لمن استغفرني -

'আমার অনুগত বান্দার প্রতি আমি অনুগ্রহ করে থাকি, যে আমাকে ভালবাসে আমি তাকে ভালবাসি, যে আমার কাছে প্রার্থনা করে আমি তাকে দান করি এবং যে আমার কাছে ক্ষমা চায় আমি তাকে ক্ষমা করি।'

অতএব মানবের কর্তব্য হচ্ছে, ইখলাস ও পূর্ণ আনুগত্যের সাথে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর ইবাদত–বন্দেগীতে নিমগ্ন হওয়া, দুনিয়ার বালা–মুসীবত ও দুঃখ–দৈন্যে ছবর করা, আল্লাহর দেওয়া নে'আমতসমূহের শোকর আদায় করা এবং সর্বাবস্থায় মাওলার প্রতি সন্তুষ্ট ও উদগ্রীব থাকা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি আমার অভিপ্রায়ে সন্তুষ্ট থাকে না, আমার যাচাই ও পরীক্ষায় ছবর করে না, আমার নে'আমতের শোকর আদায় করে না এবং আমার পরিমিত দানে তুষ্ট থাকে না, সে যেন আমাকে ছাড়া অন্য কোন প্রভু তালাশ করে।'

এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রহঃ)–এর নিকট আরজ করলো, 'হুযুর! আমি ইবাদতে স্বাদ পাই না ; এর কারণ কি?' তিনি বললেন ঃ 'হয়তঃ তুমি এমন কোন লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছো, যার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় নাই।' জেনে রাখ,— 'ইবাদত হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবকিছুকে পরিপূর্ণরূপে ত্যাগ করার নাম ; এমনকি ইবাদতে স্বাদ অন্বেষণ করাও ইবাদতের পরিপন্থী কাজ।' জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু ইয়াযীদ (রহঃ)–এর নিকট ইবাদতে স্বাদ না–পাওয়ার কথা উল্লেখ করলে তিনি বলেছিলেন ঃ 'তুমি তো আল্লাহ্‌র ইবাদত না–করে 'ইতা'আত ও আনুগত্য' নামের বস্তুটির পূঁজা করছো, নতুবা তুমি ইবাদতে স্বাদ অন্বেষণ করছো কেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের উদ্দেশে ইবাদত করাটাও এক প্রকার গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদত। সুতরাং তুমি সকল গায়রুল্লাহ্ থেকে মুক্ত–পবিত্র হয়ে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন হও। তা'হলে অবশ্যই

www.banglakitab.weebly.com

তুমি স্বীয় আরাধনায় স্বাদ ও লজ্জত অনুভব করতে পারবে।

একদা এক ব্যক্তি নামায আরম্ভ করে যখন إِيَّاكَ نَعْبُدُ ('হে আল্লাহ্! আমি একমাত্র আপনারই ইবাদত করছি।') পর্যন্ত পৌঁছলো, তখন তার মনে ধারণার উদ্রেক হলো যে, 'সে প্রকৃতই আল্লাহ্ তা'আলার যথার্থ ইবাদত করছে।' তৎক্ষণাৎ গায়েব থেকে আওয়ায আসলো,—'তুমি মিথ্যুক ; তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করছো না ; বরং রিয়া বা লোকদেখানোর উদ্দেশে এরূপ আরম্ভ করছো।' একথা শুনে সে তৎক্ষণাৎ তওবা করে নির্জন স্থানে গিয়ে নামায আরম্ভ করলো। এবারও যখন إِيَّاكَ نَعْبُدُ পাঠ করলো, তখন আওয়ায আসলো,—'তুমি মিথ্যুক, তুমি তোমার ধন-সম্পদের ইবাদত করছো।' অতঃপর সে নিজের সমস্ত ধন-দৌলত আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিল এবং পুনরায় নামায আরম্ভ করলো। পূর্বের মত এবারও আওয়ায আসলো,—'তুমি তোমার পোষাক-পরিচ্ছদের ইবাদত করছো।' অতঃপর সে নিতান্ত প্রয়োজনীয় পোষাকাদি ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত কাপড়-চোপড় দান করে দিল। এরপর পুনরায় নামায আরম্ভ করে إِيَّاكَ نَعْبُدُ পর্যন্ত পৌঁছলে গায়েবী আওয়ায আসলো,—'হে আমার বান্দা! এবার তুমি সত্য বলছো ; প্রকৃতই তুমি একমাত্র আমারই ইবাদত করছো।'

'রাওনাক্বুল-মাজালিস' কিতাবে আছে,—'একদা এক ব্যক্তির মূল্যবান একটি বস্তু হারিয়ে যায় ; কে নিয়েছে বা কোথায় আছে, তার স্মরণ ছিল না। অতঃপর একবার নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায় বিষয়টি তার স্মরণ হয়। নামায সমাপ্ত করে গোলামকে সে বললো,—'অমুক ব্যক্তির নিকট হতে আমার সেই বস্তুটি নিয়ে আস।' একথা শুনে গোলাম জিজ্ঞাসা করলো, বিষয়টি আপনার কখন স্মরণ হয়েছে? সে বললো,—'নামাযে।' গোলাম বললো,—'হে মনিব! সত্য বলতে কি, নামাযরত অবস্থায় আপনি খোদার উপাসক ছিলেন না ; বরং সে বস্তুটির অন্বেষী ছিলেন। মনিব গোলামের মুখে এহেন বিজ্ঞজনোচিত উক্তি শুনে আনন্দিত হয়ে তাকে আযাদ করে দিল।'

হে সাধক! দুনিয়ার সর্ববিধ মায়া-মোহ পরিত্যাগ করে একমাত্র ইবাদত ও আনুগত্যে নিমগ্ন হয়ে যাও, সর্বদা অন্তকরণকে সুস্থ, সবল ও সুন্দর করার চেষ্টায় নিরত থাক, কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করে সম্মুখে অগ্রসর

www.banglakitab.weebly.com

হও এবং পারলৌকিক জীবনের সাফল্যকেই একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করে নাও। প্রকৃত চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান লোক এ বিষয়ে কোনরূপ অবহেলা প্রদর্শন করতে পারে না। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۖ وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ۝

'যে ব্যক্তি পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে দুনিয়ার কিছু দিয়ে দেই ; কিন্তু পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না।' (শূরা ঃ ২০)

আয়াতে উল্লেখিত 'হার্‌সুদ্দুন্‌য়া'–এর অর্থ হচ্ছে,—দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ্য উপকরণ, যথা ঃ লেবাস–পোষাক, খাদ্য–পানীয় প্রভৃতি। 'এ ব্যক্তি আখেরাতের কোন অংশ পাবে না'–এর অর্থ হচ্ছে,—দুনিয়াতেই তার অন্তর থেকে আখেরাতের মহব্বত দূর হয়ে যায়। হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)–এর জীবনালেখ্যে লক্ষ্য করা যায় যে, আখেরাতের প্রতি সনিষ্ঠ আকর্ষণের ফলশ্রুতিতেই তিনি দ্বীনের খেদমতের জন্য চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা গোপনে আর চল্লিশ হাজার প্রকাশ্যে সর্বমোট আশি হাজার স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করেছেন। অতঃপর নিজের জন্য তাঁর কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

দু'জাহানের সরদার হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ সর্বদা দুনিয়ার সর্বপ্রকার আরাম–আয়েশ ও ভোগ–বিলাস পরিহার করে চলতেন। আদরের দুলালী মা ফাতেমা যাহ্‌রা (রাযিঃ)–কে তিনি বিবাহের সময় যে উপহার দিয়েছিলেন,তা ছিল নিতান্ত নগণ্য—চামড়ার একটি ছোট মোশক এবং খেজুরবৃক্ষের আঁশ দিয়ে প্রস্তুত করা একটি বালিশ মাত্র।

---

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৭

খোদাবিমুখতা ও মুনাফেকী

একদা জনৈকা মহিলা হযরত হাসান বসরী (রহঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললো ঃ কিছুদিন হয় আমার একটি যুবতী কন্যা মারা গেছে, সেজন্যে আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত ; আপনি আমাকে এমন কোন তদ্‌বীর বলে দিন, যদ্দারা আমি তাকে স্বপ্নে দেখতে পারি।' অতঃপর হযরত হাসান বসরী (রহঃ) তাকে তদ্‌বীর বাথ্‌লিয়ে দিলেন। মহিলাটি সে অনুযায়ী আমল করার পর একদিন স্বপ্নে দেখে যে, তার কন্যা আলকাতরার পোষাক পরিহিতা, গলায় লোহার জিঞ্জীর এবং পায়ে বেড়ী লাগানো অবস্থায় রয়েছে। মহিলা একথা হযরত হাসান বসরীকে জানালে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হলেন। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত হাসান বসরী নিজে সেই কন্যাকে স্বপ্নে দেখেন যে, সে বেহেশ্‌তে পদচারণ করছে এবং তার মাথায় বেহেশ্‌তী তাজ। তখন সে হযরত হাসান বসরীকে বললো ঃ 'হে হাসান! আপনি আমাকে চিনতে পারেন নাই? আমি সেই মহিলার কন্যা, যে আমাকে স্বপ্নে দেখার জন্য আপনার নিকট হতে তদ্‌বীর নিয়েছিল।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার অবস্থা তো পূর্বে এরূপ ছিল না ; কিভাবে তোমার পূর্বাবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল এবং তুমি এ পর্যায়ে উন্নীত হলে—এর কারণ কি?' সে বললো ঃ 'এর কারণ হচ্ছে এই যে, একদা এক ব্যক্তি আমার কবরের পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করেছে। তখন কবরস্থানে পাঁচ ব্যক্তির উপর গোর আযাব হচ্ছিল। সেই পথিক লোকটির দরূদ পড়ার পর আমরা একটি আওয়ায শুনতে পেলাম, তাতে বলা হচ্ছে,—'এই ব্যক্তির বরকতে এদের উপর থেকে কবরের আযাব উঠিয়ে নাও।' অতঃপর তৎক্ষণাৎ আমাদের আযাব বন্ধ হয়ে গেল।' এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, একজন পথিকের একবার দরূদ শরীফ পাঠ করার ওসীলায় অপর লোকজন চিরকালের জন্য যদি ক্ষমা পেতে পারে, তা'হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং পঞ্চাশ

www.banglakitab.weebly.com

বছর পর্যন্ত দরূদ শরীফ পাঠ করবে সে কি আল্লাহ্‌র রাসূলের শাফা'আত লাভে ধন্য হবে না? আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ

'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে।' (হাশর ঃ ১৯) অর্থাৎ, ওইসব কপট ও মুনাফেকদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম-আহ্‌কামকে পরিত্যাগ করেছে এবং তাঁর দেওয়া বিধানাবলীর বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে পার্থিব লোভ-লালসা ও মায়া-মোহে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাঁটি মু'মিন ও মুনাফিকদের লক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন ঃ 'প্রকৃত মু'মিন সর্বদা আমল-ইবাদত ও নামায-রোযা প্রভৃতি পুণ্যকার্যে নিমগ্ন থাকে আর মুনাফিক সর্বদা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় পানাহার ও উদরপূর্তির চিন্তা-ধান্দায় মত্ত থাকে। মুনাফিক ব্যক্তি নামায ও ইবাদত পরিত্যাগকারী হয়, আর মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান-খয়রাত করে এবং সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। মুনাফিক ব্যক্তি পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি লোভী ও উচ্চাভিলাষী হয়, আর মু'মিন ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে কিছু আশা করে না ; বরং সমস্ত মখ্‌লূক থেকে মু'মিন ব্যক্তি অনপেক্ষ থাকে। মুনাফিক ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর সকলের কাছেই আশা পোষণ করে থাকে। মু'মিন ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন ও ঈমানকে ধন-সম্পদের উপর প্রাধান্য দেয়। আর মুনাফিক ব্যক্তি ধন-সম্পদকে দ্বীন ও ঈমানের উপর প্রাধান্য দেয়। মু'মিন ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং সমস্ত গায়রুল্লাহ্ থেকে নির্ভীক থাকে, আর মুনাফিক ব্যক্তি সকল গায়রুল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং একমাত্র আল্লাহ্ থেকে নির্ভীক থাকে। মু'মিন ব্যক্তি নেক আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদন করে, আর মুনাফিক পাপকার্যে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আনন্দ-উল্লাসে মত্ত থাকে। মু'মিন ব্যক্তি নির্জনতা ও একাকীত্ব পছন্দ করে আর মুনাফিক জনকোলাহল ও অবাধে মিলামিশা পছন্দ করে। মু'মিন ব্যক্তি আমল ও ইবাদতরূপ শস্যক্ষেত্রকে আবাদ করা সত্ত্বেও যেকোন মুহূর্তে তা' ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা পোষণ করে। পক্ষান্তরে মুনাফিক আমলের

www.banglakitab.weebly.com

শস্যক্ষেত্রকে সর্বদা উজাড় করা সত্ত্বেও তা' থেকে ফসলপ্রাপ্তির আশা করতে থাকে। মু'মিন ব্যক্তি দ্বীন ও ঈমানের হিফাযত ও আমলের ইস্‌লাহের উদ্দেশে সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে থাকে, আর মুনাফিক ব্যক্তি স্বার্থ, প্রভাব বিস্তার ও ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশে আদেশ–নিষেধ করে থাকে ; বরং সে অসৎ ও অন্যায় কাজে আদেশ ও সহযোগিতা করে এবং সৎ ও ন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে।' যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ
اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ
وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ
وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

'মুনাফিক নর–নারী সবারই গতিবিধি এক রকম ; শিক্ষা দেয় মন্দ কথা, ভাল কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে তারা, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই না–ফরমান। ওয়াদা করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী এবং কাফেরদের জন্যে দোযখের আগুনের ; তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্যে যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।' (তওবা ঃ ৬৭,৬৮)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۝

'আল্লাহ্ দোযখের মাঝে মুনাফিক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।' (নিসা ঃ ১৪০)

www.banglakitab.weebly.com

অর্থাৎ,—এসব লোক কুফর ও মুনাফেকীর কারণে মৃত্যুর পর জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছেন,—এর কারণ হচ্ছে যে, এরা কাফেরদের চাইতেও জঘন্য ও নিকৃষ্ট এবং এদের উভয়ের পরিণতিই হবে জাহান্নাম। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۝

'নিঃসন্দেহে মুনাফিকদের স্থান হচ্ছে, দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তুমি, তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না।' (নিসা ঃ ১৪৫)

অভিধানে 'মুনাফিক' শব্দটি 'নাফেক্বাউল–ইয়ারবূ' অর্থাৎ 'বন্য ইঁদুরের গর্ত' থেকে নির্গত। কথিত আছে, বন্য ইঁদুরের গর্তে দু'টি ছিদ্রপথ থাকে; আরবী ভাষায় একটিকে 'নাফেকা' এবং অপরটিকে 'কাছে'আ' বলা হয়। এসব বন্য ইঁদুরের অভ্যাস হলো, এক ছিদ্রপথে নিজেকে প্রকাশ করে এবং অন্য গোপন ছিদ্রপথ দিয়ে বের হয়ে যায়। অনুরূপ, মুনাফিক ব্যক্তিও বাহ্যতঃ নিজকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করে থাকে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম থেকে বের হয়ে কুফ্রের দিকে চলে যায়। এজন্যেই তাকে 'মুনাফিক' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ تَرٰى بَيْنَ قَطِيْعَيْنِ مِنَ الْغَنَمِ تَارَةً تَسِيْرُ إِلٰى هٰذَا الْقَطِيْعِ وَتَارَةً إِلٰى هٰذَا الْقَطِيْعِ وَلَا تَسْكُنُ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِأَنَّهَا غَرِيْبَةٌ لَيْسَتْ مِنْهُمَا ـ

'মুনাফিক ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে, দু'টি পালের মধ্যবর্তী অপরিচিত ছাগল বা মেষের মত। সে একবার এক পালে প্রবেশ করে আবার কিছুক্ষণ পর অপর পালে প্রবেশ করে ; কিন্তু উভয় পালের কাছেই সে অপরিচিত হওয়ার কারণে কেউ তাকে গ্রহণ করে না। অনুরূপ, মুনাফিক ব্যক্তিও না মুসলমানদের

www.banglakitab.weebly.com

কাছে অবস্থান করতে পারে, না কাফেরদের কাছে স্থান পায়।'

আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তার সাতটি দরজা রয়েছে। কুরআনের ভাষায় ঃ

لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ط

'দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে।' (হিজ্‌র ঃ ৪৪)

কাফেরদেরকে আল্লাহ্ তাআলার লা'নত ও অভিশাপ দিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করে লোহার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর উপরের অংশে তামা এবং ভিতরে গলিত সীসা হবে। দোযখের অভ্যন্তরে ভয়াবহ শাস্তি ও আল্লাহ্‌র রোষ ও পরাক্রম বিরাজ করবে। দোযখের মাটি হবে উত্তপ্ত তামা, কাঁচ, লোহা ও সীসা দ্বারা গঠিত। দোযখে নিক্ষিপ্ত লোকদের উপরে, নীচে, ডানে, বামে, এক কথায় চতুর্দিক থেকে উপর্যুপরি অগ্নি বর্ষিত হবে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন ও সর্বনিকৃষ্ট স্থানে অবস্থান হবে মুনাফিকদের।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'হে জিব্‌রাঈল! দোযখের অগ্নি এবং তার উত্তাপ সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন।' হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা দোযখের অগ্নি সৃষ্টি করে প্রথমে এক হাজার বৎসর পর্যন্ত দগ্ধ করেছেন ; ফলে তা' লালবর্ণ ধারণ করে। অতঃপর আরো এক হাজার বৎসর পর্যন্ত দগ্ধ করেছেন ; ফলে তা' শ্বেতবর্ণে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর আরো এক হাজার বৎসর কাল জ্বালিয়েছেন ; ফলতঃ সেটা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং ঘন অন্ধকারে পরিণত হয়।' অতঃপর হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন ঃ 'আল্লাহ্ পাকের মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, যদি দোযখবাসীদের পরিধেয় একটি বস্ত্রখণ্ডও পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়, তবে জগতের সমস্ত মখ্‌লূক ধ্বংস হয়ে যাবে। অনুরূপ, যদি দোযখবাসীদের ছোট এক বালতি পরিমাণ পানীয় বস্তু দুনিয়ার সমগ্র পানিতে মিশ্রিত করা হয় ; তা'হলে যে ব্যক্তি এর সামান্য পরিমাণও পান করবে, সে তৎক্ষণাৎ মারা যাবে। এমনিভাবে, জাহান্নামে একটি শিকল রয়েছে, কুরআনের ভাষায় ঃ

www.banglakitab.weebly.com

فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا ۝

'তাকে শৃঙ্খলিত করা হবে সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে।' (আল–হাক্কাহ্ ৩২) – এর অর্থ গজের পরিমাণ দুনিয়ার পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্বের সমান। যদি এই শিকলকে পৃথিবীর পর্বতসমূহের উপর রাখা হয়, তা'হলে এই অগণিত পর্বত দ্রব–গলিতে পরিণত হবে। অনুরূপ, যদি কোন ব্যক্তি দোযখে প্রবেশের পর কোনক্রমে বের হয়ে পুণরায় দুনিয়াতে আগমন করে, তা'হলে সমগ্র জগতবাসী সেই ব্যক্তির দুর্গন্ধে অসহ্য হয়ে মারা যাবে।'

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)–কে দোযখের দরজাসমূহের অবস্থা বর্ণনা করতে বললেন ; অর্থাৎ সেটা কি আমাদের ঘর–বাড়ীর দরজার মত, না অন্য কোনরূপ? হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দোযখের দরজা এই পৃথিবীর ঘর–বাড়ীর দরজার মত নয় ; বরং তা' উপরে–নীচে স্তরে–স্তরে বিন্যস্ত এবং নিম্নদিক থেকে এক দরজা হতে অপর দরজা পর্যন্ত সত্তর বছরের পথ পরিমাণ দূরত্ব। উপরের দিক থেকে প্রথম দরজার তুলনায় দ্বিতীয়টির এবং এভাবে পরবর্তী দরজাগুলোর একটির তুলনায় অপরটির উত্তাপ ও দাহন ক্ষমতা সত্তর গুণ অধিক হবে।' অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব স্তরে অবস্থানকারীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন যে, দোযখের সর্বনিম্ন তলায় নিক্ষেপ করা হবে মুনাফিকদেরকে। এই স্তরের নাম হা'বিয়াহ্। এ স্তরে মুনাফিকদের অবস্থান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ

'নিঃসন্দেহে মুনাফিকদের স্থান হচ্ছে, দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে।'

(নিসা ঃ ১৪৫)

নিম্নদিক হতে দ্বিতীয় স্তরে হবে মুশরিকরা। এ স্তরের নাম 'জাহীম'। তৃতীয় পর্যায়ে মূর্তি–পূজকদের স্তর। এর নাম 'সাক্বার'। চতুর্থ পর্যায়ে অভিশপ্ত ইবলীস ও তার অগ্নিপূজক অনুচরদের স্তর। এর নাম 'লাজা'। পঞ্চম স্তরে

www.banglakitab.weebly.com

হবে ইহুদীরা ; এর নাম 'হুতামাহ্'। ষষ্ঠ স্তরে হবে খৃষ্টানরা ; এর নাম 'সাঈর'। এ পর্যন্ত বর্ণনা করে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) থেমে গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'হে জিব্‌রাঈল! আপনি সপ্তম স্তর সম্পর্কে কিছু বলছেন না কেন?' হযরত জিব্‌রাঈল বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই স্তর সম্পর্কে আপনি জানতে চাবেন না।' হুযূর বললেন ঃ 'না এ সম্পর্কেও আপনি বলে দিন।' অতঃপর হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জাহান্নামের এই সপ্তম স্তরে আপনার উম্মতের ওই সব লোক নিক্ষিপ্ত হবে, যারা দুনিয়াতে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছে এবং তওবা না করে মারা গেছে।'

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যখন নিম্নের এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে—

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ج

'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই, যে তথায় পৌঁছবে না।'

(মারয়াম ঃ ৭১)

তখন তাঁর পবিত্র অন্তর উম্মতের এই অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি কান্নাকাটি করেছিলেন। সুতরাং যারা আল্লাহ্‌র পরিচয়প্রাপ্ত এবং তাঁর অসীম ক্ষমতা ও পরাক্রমশীলতা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, তাদের উচিত, সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার ভয়-ভীতি ও ভক্তি-শ্রদ্ধা হৃদয়-মনে জাগরুক করে রাখা এবং প্রবৃত্তির তাড়না ও পাপাচারের জন্য তওবা ও অনুশোচনার অশ্রু বর্ষণ করা, যাতে শেষ পরিণামে এহেন ভয়াবহ আযাব-গজব ও মর্মন্তুদ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয়, যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে হাশরের ময়দানে সকলের সম্মুখে অপমানিত হয়ে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র হুকুমে দোযখে নিক্ষিপ্ত হতে হবে।

অগণিত এমন বহু বৃদ্ধ ধরাপৃষ্ঠে দিব্যি নিশ্চিন্তে পদচারণা করছে ; যাদের প্রতি দোযখ তার ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করে প্রতিনিয়ত অভিশাপ ক্ষেপণ করছে। কত যুবক রয়েছে, দোযখ ডেকে ডেকে যাদের যৌবন ও তারুণ্যের প্রতি ধিক্কার দিচ্ছে। কত অগণিত নারী রয়েছে, দোযখ চিৎকার

www.banglakitab.weebly.com

করে যাদের উপর লা'নত ও লাঞ্ছনার গ্লানি বর্ষণ করছে এবং ক্ষণকাল পরে যাদের মুখমণ্ডল ঘৃণ্য সিয়াহ্ রূপ ধারণ করবে, পৃষ্ঠদেশ তাদের ভেঙ্গে পড়বে। সেই ভয়াবহ দিনে কোন মহামান্য সম্ভ্রান্তের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা হবে না, কারও পাপ ও অন্যায়–অপরাধ গোপন থাকবে না।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে দোযখ থেকে, দোযখের শাস্তি থেকে এবং ওইসব আচরণ ও কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করুন, যেগুলো আমাদেরকে দোযখের দিকে ঠেলে দিবে। আয় আল্লাহ্! আপনি অনুগ্রহ করে আমাদিগকে আপনার নেক বান্দাদের সাথে জান্নাতে দাখেল করে নিন ; আপনি মহা পরাক্রমশালী, অনন্ত মার্জনাকারী। ইয়া আল্লাহ্! আমাদের দাগ–দোষ গোপন করে রাখুন, আচ্ছাদিত করে রাখুন, আমাদেরকে ভয়, সন্ত্রাস ও দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত রাখুন, আমাদের ভ্রম ও পদস্খলন মার্জনা করে দিন, কিয়ামতের ময়দানে আপনার সম্মুখে লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে রক্ষা করুন ; আপনি সর্বমহান, অনন্ত অনুগ্রহের মালিক।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৮

তওবা ও অনুতাপ

প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর তওবা করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ط

'তোমরা আল্লাহ্র কাছে তওবা কর—আন্তরিক তওবা।'(তাহ্রীম ঃ ৮)

উক্ত আয়াতে আদেশ-বাচক পদ ব্যবহৃত হয়েছে বিধায় এ থেকে তওবার অপরিহার্যতাই প্রমাণিত হয়।

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ

'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্কে ভুলে গেছে।'
(হাশর ঃ ১৯)

অর্থাৎ,— যারা আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেও তা' ভঙ্গ করেছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। কেননা ওয়াদা ভঙ্গ করার ফলে তাদের অবস্থা হয়েছে ঃ

فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ط

'ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন।' (হাশর ঃ ১৯)

অর্থাৎ,—নিজেদের সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত ও উদাসীন হয়ে গেছে। ফলে, তারা স্বীয় জীবনের জন্য কল্যাণকর ও অকল্যাণকর বিষয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য করতে পারছে না এবং পারলৌকিক সাফল্যের জন্য কোন নেক আমল বা সৎকর্মে সক্রিয় হচ্ছে না। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ -

'যারা আল্লাহ্‌র দীদার ও সাক্ষাতে অনুরাগী, আল্লাহ্‌ও তাদের সাক্ষাতে আগ্রহী। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে অনাগ্রহী, আল্লাহ্‌ও তাদের সাক্ষাতে অনাগ্রহী।'

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

'বস্তুতঃ এরাই হচ্ছে, ফাসেক।' (হাশর ঃ ১৯)

অর্থাৎ,— এরাই আল্লাহ্‌র অবাধ্য ও না-ফরমান বান্দা, আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেও তারা তা' ভঙ্গ করেছে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, ক্ষমা ও সঠিক পথ-প্রাপ্তি হতে এরা বঞ্চিত।

বস্তুতঃ ফাসেক লোকদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ এক,— 'কাফের ফাসেক'। দুই,-'ফাজের ফাসেক' অর্থাৎ,—অবাধ্য মু'মিন।

'কাফের ফাসেক' বলতে ওই ব্যক্তিকে বুঝায়, যে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে নাই ; বরং সম্পূর্ণরূপে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত এবং গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। কুরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ط

'সে (শয়তান) তার সৃষ্টিকর্তার নির্দেশকে অমান্য করেছে।'

(কাহ্‌ফ ঃ ৫০)

অর্থাৎ,—পরওয়ারদিগারের প্রতি ঈমান আনয়ন করার হুকুমকে পরিহার করে কুফর অবলম্বন করেছে। আর 'ফাজের ফাসেক' বলতে বুঝায়,— যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, রিযিকের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন তমিজ করে না, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, আল্লাহ্‌র না-ফরমানী ও অবাধ্যতায় মত্ত থাকে, আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী পরিহার করে পাপাচারে নিমগ্ন থাকে ; কিন্তু এ সবকিছু করা সত্ত্বেও সে কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয় না।

www.banglakitab.weebly.com

উক্তরূপ দ্বিবিধ ফাসেকের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ঈমান আনয়ন করে তওবা না করা পর্যন্ত হাজার অনুতাপ করলেও 'কাফের ফাসেক'–এর ক্ষমা ও মার্জনার আশা করা যায় না। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় প্রকার 'ফাজের ফাসেক' মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় কৃতকর্ম হতে তওবা ও অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত হলে, ক্ষমার আশা করা যায়। বস্তুতঃ লোভ–লালসা ও কাম–প্রবণতায় আক্রান্ত ব্যক্তির তওবা সহজেই নসীব হতে পারে ; কিন্তু অহংকার ও আত্মগৌরবের ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির তওবা ও হিদায়াত সহজে নসীব হয় না। অতএব, তোমাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে, যেন প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র দরবারে তওবারত অবস্থায় থাকো,— তওবাহীন অবস্থায় মৃত্যু যেন তোমাকে গ্রাস করে না ফেলে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ

'তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ মার্জনা করেন।' (শূরা ঃ ২৫)

অর্থাৎ,—আল্লাহ্ তা'আলা এদের তওবা কবুল করে অতীতের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ.

'গুনাহ্ থেকে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির ন্যায় পবিত্র।'

কথিত আছে, এক ব্যক্তি যখনই কোন পাপ করতো, তখন তা' একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখতো (যাতে দ্বিতীয়বার এই পাপে লিপ্ত না হয়)। একদা সে কোন একটি পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার পর তা' লিপিবদ্ধ করার জন্য যখন খাতা খুললো তখন দেখতে পেল, পূর্বের লিপিবদ্ধ করা সবকিছু সম্পূর্ণ মুছে গেছে এবং তদস্থলে নিম্নের এই আয়াতটি লেখা রয়েছে ঃ

فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ط

'আল্লাহ্ তাদের (তওবাকারীদের) গুনাহ্‌কে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেন।' (ফুরক্বান ঃ ৭০)

www.banglakitab.weebly.com

অর্থাৎ,—সেই ব্যক্তির আন্তরিক তওবা ও অনুতাপের বরকত ও কল্যাণে শিরকের স্থলে ঈমান, ব্যভিচারের স্থলে ক্ষমা, অবাধ্যতা ও না-ফরমানীর স্থলে আনুগত্য ও গুনাহ্ থেকে হিফাযতের সওগাত এসে গেছে।

একদা আমীরুল-মু'মেনীন হযরত উমর (রাযিঃ) মদীনার একটি গলিপথ অতিক্রম করছিলেন। এ সময় একজন যুবকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। যুবকটি তার পরিহিত কাপড়ের নীচে একটি বোতল লুকিয়ে রেখেছিল। হযরত উমর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'ওহে যুবক! তুমি কাপড়ের অভ্যন্তরে এটা কি লুকিয়ে রেখেছো?' আসলে সেই বোতলটিতে মদ রক্ষিত ছিল। তাই, সে হযরত উমরের জিজ্ঞাসার জওয়াব দিতে লজ্জা ও অপমান বোধ করছিল। তখন সে অন্তরে-অন্তরে আল্লাহ্র নিকট অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত হয়ে দো'আ করলো— 'আয় আল্লাহ্! আমাকে হযরত উমরের সম্মুখে লজ্জিত ও অপমানিত করো না, তাঁর কাছে আমার দোষ ও অপরাধকে গোপন করে রাখ, আমি তওবা করছি এবং ওয়াদা করছি যে, জীবনে আর কখনও মদ্য পান করবো না।' তারপর এই যুবক হযরত উমরের জিজ্ঞাসার জওয়াবে বললো ঃ 'হে আমীরুল-মু'মেনীন! আমি সির্কার বোতল বহন করে নিয়ে যাচ্ছি।' অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) বোতলটি দেখতে চাইলেন। আমীরুল-মু'মেনীনের অভিপ্রায় অনুযায়ী যুবক যখন বোতলটি তাঁর সম্মুখে পেশ করলো, তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, বোতলটিতে সত্যসত্যই সির্কা রয়েছে।

প্রিয় সাধক! এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, একজন মাখ্লূক অপর একজন মাখ্লূকের সম্মুখে লজ্জা ও অপমানের ভয়ে তওবা করেছে, তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অনুতাপ কবূল করে মদ্যকে সির্কায় পরিণত করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে সে আন্তরিক ইখলাস ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে সত্যিকারের তওবা করেছিল, এরই ফলশ্রুতিতে সে কবূলিয়তের নে'আমতে ভূষিত হয়েছে। ঠিক এভাবেই যদি পাপাচার ও অবাধ্যতার দরুণ বিধ্বস্ত কোন বান্দা নিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্র দরবারে তওবা করে এবং স্বীয় অতীত কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনায় জর্জরিত হয়, তা'হলে অবশ্যই তিনি তা' কবূল করে নিবেন এবং পাপাচারের মদ্যকে নেকী ও সৎকর্মের সির্কায় পরিবর্তন করে দিবেন।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ 'একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জামাতে ইশা'র নামায আদায় করার পর আমি বাহিরে বের হলাম ; এমন সময় একজন মহিলা পথে দণ্ডায়মান হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ—'হে আবূ হুরাইরাহ্! আমি গুনাহ্ করেছি ; পাপে লিপ্ত হয়েছি, আমার জন্য কি তওবা ও পাপ মোচনের কোন উপায় আছে?' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি যে পাপটি করেছো তা' কি? সে বললো,– 'আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি এবং আমার এই দুষ্কর্মের ফলে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তাকেও হত্যা করে ফেলেছি।' অতঃপর আমি তাকে বললাম— 'তুমি নিজেও ধ্বংস হয়েছো এবং অপর একটি নিষ্পাপ সন্তানকেও ধ্বংস করেছো! আল্লাহ্র কসম, এহেন পাপকার্যের পর তোমার জন্য কোন তওবা নাই। একথা শুনে মহিলাটি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তাকে এভাবেই রেখে আমি সেখান থেকে চলে গেলাম। কিন্তু অন্তরে-অন্তরে চিন্তা করতে লাগলাম—মহিলার প্রশ্নের উত্তর তো আমি দিয়ে দিলাম ; কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম না। অতঃপর আমি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি খুলে বললাম। আমার বিবরণ শুনে হুযূর (সঃ) বললেন ঃ 'হে আবূ হুরাইরাহ্! তুমি নিজেও ধ্বংস হলে এবং অপরকেও ধ্বংস করলে। তুমি কি কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত কর নাই?

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ .... فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ط

'এবং যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না আল্লাহ্ তাদের পাপসমূহকে পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তিত করে দেন।'

(ফুরক্বান ঃ ৬৮,৬৯,৭০)

অর্থাৎ,—শিরক ও কুফর ত্যাগ করে পাপাচার হতে তওবা ও অনুতাপ করলে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার কৃতগুনাহ্কে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। এটা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের রহমত ও অনুগ্রহ। (হযরত

www.banglakitab.weebly.com

আবূ হুরাইরাহ্ বলেন ঃ) অতঃপর আমি চরম হতাশ ও উদ্বিগ্ন হয়ে সেই মহিলাকে এমনভাবে তালাশ করতে লাগলাম যে, লোকেরা আমাকে উন্মাদ বলতে লাগলো। অবশেষে আমি তাকে খুঁজে বের করতে সমর্থ হয়েছি। তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বিবৃত সঠিক মাসআলা সম্পর্কে আমি তাকে অবহিত করি। তাতে সে আনন্দের আতিশয্যে সজোরে হেসে উঠলো এবং একটি বাগান আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের জন্য ওয়াক্ফ করে দিল।'

উত্বাহ নামক এক নওজওয়ান অনাচার, ব্যভিচার ও মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল। এহেন পাপকার্যের জন্য সে সমাজে ঘৃণ্য ও কুখ্যাত ছিল। একদা হযরত হাসান বসরী (রহঃ)–এর মজলিসে সে উপস্থিত হয়। তখন তিনি নিম্নের এই আয়াতটির তাফসীর প্রসঙ্গে ওয়াজ করছিলেন ঃ

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

'যারা মু'মিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহ্র স্মরণে বিগলিত হওয়ার সময় আসে নাই।' (হাদীস ঃ ১৬)

হযরত হাসানের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী ওয়াজে তন্ময় হয়ে শ্রোতামণ্ডলী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। এমন সময় জনৈক যুবক দাঁড়িয়ে হযরত হাসান বসরীকে উদ্দেশ্য করে বললো—'হে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা! আমি একজন জঘন্য পাপী, আমার মত জঘন্য না–ফরমান বান্দার তওবা কি আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করবেন? উত্তরে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বললেন ঃ 'অবশ্যই তোমার অবাধ্যতা ও পাপাচার সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তোমার তওবা কবূল করবেন।' হাসান বসরীর এই উত্তর শুনে মজলিসে উপবিষ্ট নওজওয়ান উত্বার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল, সম্পূর্ণ দেহ তার কাঁপতে আরম্ভ করলো, চিৎকার করতে করতে সে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে ঢলে পড়লো। জ্ঞান ফিরে আসার পর হযরত হাসান তার নিকটবর্তী হলেন এবং কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করলেন, যেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে ঃ 'ওহে না–ফরমান যুবক! মহা আরশের মালিক আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতার শাস্তি কি? সে সম্পর্কে তুমি অবশ্যই অবগত,— তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে থাকবে ক্রুদ্ধ গর্জন, রোষভরে গ্রেফতার করে হেঁচড়িয়ে তোমাকে সেই ভয়াবহ

www.banglakitab.weebly.com

অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। তুমি যদি সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রজ্জ্বলিত হওয়ার ক্ষমতা রাখো, তা'হলে না-ফরমানী কর। নতুবা এখনই বিরত হয়ে যাও। বস্তুতঃ তুমি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে নিজেকে শয়তান ও কু-প্রবৃত্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করে ফেলেছো ; এখনও সময় আছে, পরিত্রাণের চেষ্টা কর।' পংক্তিগুলো শ্রবণ করার পর যুবক উত্বাহ পুনরায় চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। এবার জ্ঞান ফিরে আসার পর সে বলতে লাগলো—'হে শায়খ! আমার মত বদ্নসীব ও গুনাহ্গার বান্দার তওবাও কি আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করবেন?' হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বললেন ঃ 'হাঁ, অবশ্যই কবুল করবেন।' অতঃপর নওজওয়ান উত্বা মাথা উঠিয়ে নিম্নোক্ত তিনটি দো'আ করলো ঃ 'এক,— হে আল্লাহ্! আপনি যদি দয়া করে আমার তওবা কবুল করেন, এবং আমার পাপরাশি ক্ষমা করে দেন, তা'হলে আমাকে তীক্ষ্ণ উপলব্ধি, প্রখর ধীশক্তি ও প্রচুর স্মরণশক্তি দান করুন, যাতে উলামায়ে-কেরাম থেকে শ্রুত সর্ববিধ ইল্ম ও কুরআনী জ্ঞান আমি সংরক্ষণ করতে পারি। দুই,—আয় আল্লাহ্! আমাকে মনমুগ্ধকর কণ্ঠস্বর দান করুন, যাতে যেকোন পাষাণহৃদয় ব্যক্তিও আমার কুরআন তিলাওয়াত শুনে আকৃষ্ট ও বিনয়াবনত হয়। তিন,—আয় আল্লাহ্! আমাকে হালাল রিযিক দান করুন এবং কল্পনাতীতভাবে আমাকে সাহায্য করুন।'

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন যুবকের তিনটি দো'আই কবুল করে নিলেন। ফলে, তার মেধা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়েছিল, তার কুরআন তিলাওয়াত শুনে যে কোন কঠিন হৃদয় মানুষও তওবা করতো। প্রতিদিন তার গৃহে দু'টি রুটি এবং এক পেয়ালা তরকারী পৌঁছিয়ে দেওয়া হতো ; কিন্তু এ খাদ্য কোত্থেকে কিভাবে আসছে, কে-ই বা প্রত্যহ তা' পৌঁছিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে যুবক কিছুই বলতে পারতো না। এ অবস্থা তার মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। প্রিয় সাধক! উক্ত নওজওয়ানের মত যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে সেই ব্যবহারই করবেন, যা এই নওজওয়ানের সাথে করেছেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা কারো নেক আমল কখনও ধ্বংস হতে দেন না।

একদা জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী আলেমকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,— 'কোন তওবাকারী ব্যক্তি যদি জান্তে চায় যে, তার তওবা আল্লাহ্র দরবারে কবুল

www.banglakitab.weebly.com

হয়েছে কিনা, তা'হলে এর কোন উপায় আছে কি?' তিনি বলেছিলেন ঃ 'এ বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে যদিও কিছু বলা যায় না ; তবুও তওবা কবূলের কিছু লক্ষণ আছে। যথা ঃ তওবা ও অনুতাপের পর বান্দা সর্বদা পাপমুক্ত থাকবে, অযথা আনন্দ-উল্লাস থেকে বিরত থাকবে, অন্তকরণকে আধ্যাত্মিক ব্যাধি হতে পবিত্র রাখবে, নিজকে সর্বদা আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত জ্ঞান করবে সৎ ও বুযুর্গ লোকদের সংসর্গ অবলম্বন করবে, অসৎ পরিবেশ থেকে সর্বদা দূরে থাকবে, দুনিয়ার স্বল্প পরিমাণ সম্পদকে সে যথেষ্ট বরং অধিক জ্ঞান করবে ; কিন্তু আখেরাতের জন্য কৃত প্রচুর আমল ও ইবাদতকে সামান্য ও অপ্রতুল মনে করবে, অন্তরকে সর্বদা আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আনুগত্যে মগ্ন রাখবে, জিহ্বাকে হিফাজত করবে ; নিষ্ঠার সাথে সর্বদা চিন্তামগ্ন ও ধ্যানমগ্ন থাকবে, অতীত জীবনের কৃত পাপকর্মের কথা স্মরণ করে অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি করবে। তওবা ও অনুতাপের পর যদি কেউ নিজের মধ্যে এসব আলামত ও নিদর্শন লক্ষ্য করে, তা'হলে সে বুঝে নিতে পারে যে, আল্লাহ্‌র দরবারে তার তওবা কবূল হয়েছে।'

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৯

মহব্বত ও অনুরাগ

কথিত আছে, এক বিজন প্রান্তরে একটি কুৎসিত–কদাকার দৃশ্যের উপর জনৈক ব্যক্তির দৃষ্টি পতিত হলে জিজ্ঞাসা করেছিল—'তুমি কে?' উত্তরে সে বলেছিল, 'আমি তোমার অন্যায়, অনাচার ও পাপাচারের দৃশ্য'। লোকটি বললো—'তোমা হতে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি?' উত্তরে সে জানালো, 'আমার ধ্বংসাত্মকতা ও বীভৎস রূপ হতে মুক্তি পেতে হলে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ কর। যেমন হাদীস শরীফে আছে ঃ

اَلصَّلٰوةُ عَلَيَّ نُوْرٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَنْ صَلّٰى يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِيْنَ مَرَّةً غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ ذُنُوْبَ ثَمَانِيْنَ عَامًا ـ

'আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা, এটা তোমার জন্য পুলসিরাতের অন্ধকারে নূর ও জ্যোতির কাজ দিবে। জুমা'র দিন যে ব্যক্তি আমার প্রতি আশি বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার আশি বৎসরের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন।'

জনৈক ব্যক্তি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়ার ব্যাপারে খুবই গাফেল ছিল। একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে স্বপ্নে দেখে যে, তিনি নিজ পবিত্র মুখমণ্ডলকে সেই লোকের দিক হতে ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। সে আরয করলো— 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট?' হুযূর (সঃ) বললেন— 'না, অসন্তুষ্ট নই।' লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলো—'তা'হলে আপনি আমার দিকে ফিরে তাকাচ্ছেন না কেন?' আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) বললেন ঃ এর কারণ হচ্ছে এই যে, আমি তোমাকে চিনি না। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো ঃ হুযূর! আপনি আমাকে না চিনার কারণ কি? অথচ আমি আপনার

www.banglakitab.weebly.com

একজন উম্মতী, আর এ সম্পর্কে উলামায়ে-কেরাম বলেছেন—পিতা তার পুত্রকে যেমন চিনে, আপনি আপনার উম্মতের প্রত্যেককে তার চেয়েও বেশী চিনেন। হুযূর (সঃ) বললেন ঃ 'উলামায়ে-কেরাম ঠিকই বলেছেন ; কিন্তু তুমি আমাকে দরূদ পড়ার মাধ্যমে স্মরণ কর না ; উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি আমার প্রতি দরূদ প্রেরণের মাধ্যমে এবং এরই অনুপাতে চিনে থাকি, আমার প্রতি দরূদের পরিমাণ যার যত বেশী, তার সাথে আমার পরিচয় তত বেশী।' অতঃপর সেই ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়। স্বপ্নযোগে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে উক্তরূপ বিবরণ শোনার পর সে দৈনিক 'একশত বার দরূদ পড়ার দৃঢ় সংকল্প করে। এভাবে সে প্রত্যহ নিজ দায়িত্ব সম্পন্ন করে চলেছে। এরপর আরেক বার স্বপ্নের মাধ্যমে তার আল্লাহ্‌র রাসূলের যিয়ারত নসীব হলো, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 'আমি তোমাকে চিনি এবং ক্বিয়ামতের ময়দানে আমি তোমার জন্য সুপারিশ করবো।'

প্রিয় সাধক! উপরোক্ত ঘটনায় হুযূরের কাছে পরিচিত হওয়ার এবং সুপারিশ পাওয়ার মহান নে'আমত লাভের পিছনে যে কারণটি রয়েছে, তা' হলো, সে আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি আসক্ত হয়েছে এবং তাঁর মহব্বত ও ভালবাসা তার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে। 'হে নবী! আপনি বলে দিন—তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবেসে থাক, তা'হলে আমাকে অনুসরণ কর' পবিত্র কুরআনের এ আয়াতখানির 'শানে নুযূল' বা অবতরণের পটভূমিও ছিল তাই ; একদা সাহাবী হযরত কা'ব ইব্‌নে আশরাফ (রাযিঃ) তাঁর সঙ্গীদেরকে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালে পর তারা বলেছিল ঃ 'আমরা তো আল্লাহ্‌র পুত্রতুল্য ; আমাদেরকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন।' তাদের এ উক্তির জওয়াবেই কুরআনের এ আয়াতখানি নাযিল হয়। এতে আল্লাহ্‌তা'আলা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুকুম করেছেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ -

'বলুন (হে নবী!), তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তা'হলে আমাকে অনুসরণ কর।' (আলি-ইমরান ঃ ৩১)

www.banglakitab.weebly.com

অর্থাৎ,—আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে যে দ্বীন বা জীবন-বিধান নিয়ে এসেছি, আমার অনুসরণ করে তোমাদের বাস্তব জীবনে তা' রূপায়িত কর। এভাবে যদি তোমরা আমার অনুগত হও, তা' হলে তোমরা যে পুরস্কারে ধন্য হবে তা' হচ্ছে—

يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

'আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। অবশ্যই তিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়।' (আলি-ইমরান ঃ ৩১)

সত্যিকার মু'মিন ও খোদাভক্তদের আল্লাহ্‌ তা'আলাকে মহব্বত করার অর্থ হচ্ছে—তাঁরা আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পালন করেন, একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্যকে সকল গায়রুল্লাহ্‌র উপর প্রাধান্য দেন, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন। অনুরূপ, 'সত্যিকার মু'মিন ও খোদাভক্তদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা মহব্বত করেন' এর অর্থ হচ্ছে—'আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেন, গুণাবলী বর্ণনা করেন, তাদের উত্তম পুরস্কার দান করেন, গুণাহ্‌ মাফ করেন। দয়া ও অনুগ্রহ করেন, পাপকার্যে লিপ্ত হওয়া থেকে হিফাযত করেন, নেক আমল ও ইবাদতের তাওফীক দান করেন।'

চারটি বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলো দাবী করতে হলে অপর চারটি বিষয়ে অভ্যস্থ হতে হবে। অন্যথায় এ দাবীদার মিথ্যুক বলে বিবেচিত হবে ঃ

এক. যে ব্যক্তি বেহেশ্‌তকে ভালবাসার দাবী করে এবং বেহেশ্‌তে প্রবেশের তীব্র অনুরাগ প্রদর্শন করে ; অথচ নেক আমল ও ইবাদতে মগ্ন হয় না, সে মিথ্যুক।

দুই. যে ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বতের দাবী করে ; অথচ দ্বীনের খাদেম উলামা ও বুযুর্গানে-দ্বীনকে মহব্বত করে না, সে মিথ্যুক।

তিন. যে ব্যক্তি দোযখাগ্নিকে ভয় করার দাবী করে ; অথচ পাপকার্য পরিত্যাগ করে না, সে মিথ্যুক।

www.banglakitab.weebly.com

চার. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার দাবী করে ; অথচ বালা-মুসীবত ও আপদ-বিপদের পরীক্ষায় অধৈর্য হয়ে শেকায়াত ও অভিযোগ ব্যক্ত করে, সে মিথ্যুক।

হযরত রাবেয়া বস্‌রিয়া (রহঃ) বলেছেন ঃ

تَعْصِى الْإِلٰهَ وَ اَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهٗ
هٰذَا لَعَمْرِىْ فِى الْقِيَاسِ بَدِيْعٌ

'মুখে আল্লাহ্‌কে মহব্বত করার দাবী কর ; অথচ কার্যতঃ তাঁর না-ফরমানীতে লিপ্ত রয়েছো— এটা নিঃসন্দেহে যুক্তিহীন ও অপাংক্তেয় দাবী।'

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَّاَطَعْتَهٗ
اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُّحِبُّ مُطِيْعٌ

'বস্তুতঃই যদি তোমার দাবী সত্য হতো, তা' হলে অবশ্যই তুমি তাঁর অনুগত হয়ে চলতে। কেননা, একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, সত্যিকারের প্রেমিক প্রেমাস্পদের অনুগত হয়ে থাকে।'

মোটকথা, মহব্বতের চিহ্নই হচ্ছে, মাহ্‌বুব বা প্রেমাস্পদের অনুগত হওয়া, তার অনুকরণ ও অনুসরণ করা এবং সর্ববিধ অবাধ্যতা ও অমান্যতা থেকে পরহেয করা।

একদা হযরত শিবলী (রহঃ)-এর নিকট একদল লোক এসে হাজির হলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা কারা? উত্তরে তারা বলেছিল ঃ 'আমরা আপনার ভক্ত ; আপনাকে আমরা ভালবাসি, মহব্বত করি।' একথা শুনে হযরত শিবলী তাদেরকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে লাগলেন। পাথরের আঘাত সহ্য করতে না পেরে তারা দৌড়ে পালাতে লাগলো। তখন হযরত শিবলী তাদেরকে প্রশ্ন করলেন ঃ 'কিহে! পালাচ্ছ কেন? প্রকৃতই যদি তোমরা আমাকে ভালবাসতে, তা' হলে আমার পরীক্ষায় তোমরা ধৈর্যধারণ না করে পলায়ন করছো কেন?' অতঃপর হযরত শিবলী

www.banglakitab.weebly.com

(রহঃ) উক্তি করলেন ঃ 'আল্লাহ্‌র মহব্বত ও ভালবাসায় যারা মত্ত, তারা খোদায়ী ইশ্‌কের শরাব পান করে নিয়েছে ; ফলে, তাদের জন্য এ জগত ও মনুষ্য আবাস সংকীর্ণ হয়ে গেছে। তারা আল্লাহ্‌র যথার্থ পরিচয় লাভ করেছে ; তাই আল্লাহ্‌র মহিমা ও পরাক্রমে তারা উন্মত্ত-নিবেদিত। তারা আল্লাহ্‌র পেয়ার-আশনাইর অমৃত-সুধায় নেশাবিভোর ; তাই আল্লাহ্‌র প্রেম সাগরে তারা নিমজ্জিত হয়েছে, তার সান্নিধ্যে মুনাজাত ও প্রেম নিবেদনের আস্বাদে আত্মহারা হয়েছে।' অতঃপর হযরত শিবলী (রহঃ) এ পংক্তিটি আবৃত্তি করলেন ঃ

ذِكْرُ الْمَحَبَّةِ يَا مَوْلَايَ اَسْكَرَنِيْ
وَهَلْ رَأَيْتَ مُحِبًّا غَيْرَ سَكْرَانِ

'হে মাওলা! ইশ্‌ক ও মহব্বতের স্মরণই আমাকে বেহুঁশ করে দিয়েছে। আর প্রকৃত প্রেমিক স্বভাবতঃই বেহুঁশ হয়ে থাকে।'

কথিত আছে, উট যখন মাতাল হয়ে যায়, চল্লিশ দিন পর্যন্ত দানা-পানি গ্রহণ করে না ; অথচ পূর্বের তুলনায় কয়েকগুণ অধিক বোঝাও সে বহন করে। এর কারণ হচ্ছে, প্রেমাস্পদের স্মরণ তখন তার অন্তরে উত্তাল তরঙ্গের ঢেউ খেলতে থাকে, প্রিয়তমের অনুরঞ্জনে মাতোয়ারা-আত্মহারা হয়ে খাদ্য গ্রহণে বিস্মৃত হয়ে যায়, অধিকতর বোঝা বহনেও অস্বস্তি অনুভব করে না। ওহে সাধক! নিজের ব্যাপারে চিন্তা কর—আল্লাহ্‌র জন্য তুমি কি কখনও হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়াবলী পরিহার করেছো? কখনও কি পানাহার ত্যাগ করেছো? একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে কোন কঠিন সাধনায় কি ব্রতী হয়েছো বা ভারী বোঝা বহন করেছো? যদি এগুলোর কোনটাই তুমি করে না থাক, তা' হলে তোমার সকল উক্তি, সকল দাবী অসার ও অর্থহীন। এহেন দাবী না দুনিয়াতে কোন কাজে আসবে, না আখেরাতে কোন উপকারে আসবে ; এতদ্বারা তুমি না দুনিয়ার মাখ্‌লূকের নিকট সম্মানের পাত্র হবে, না সৃষ্টিকর্তার নিকট পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হবে।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেছেন ঃ 'বেহেশ্‌তের প্রতি অনুরাগী ব্যক্তির লক্ষণ হচ্ছে,— নেক আমল ও ইবাদতের প্রতি দ্রুত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে

www.banglakitab.weebly.com

সে ধাবিত হবে। আর যে ব্যক্তির অন্তরে দোযখের ভীতি রয়েছে সর্বদা সে নফ্স ও কু-প্রবৃত্তির বিরোধিতা করবে। অনুরূপ মৃত্যুর প্রতি যে দৃঢ় বিশ্বাসী, সে কখনও পার্থিব মায়া-মোহ ও আস্বাদ-আকর্ষণে মত্ত হবে না।'

হযরত ইব্রাহীম খাওয়াস (রহঃ)-কে মহব্বতের তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহ্র মহব্বত যার অন্তরে আছে, তার নিজস্ব এরাদা-ইচ্ছা বলতে কিছুই থাকে না। সমুদয় বৃত্তি ও মনোস্কামনা ইশ্কের আগুনে দগ্ধিভূত হয়ে যায়, স্বীয় সত্তাকে সে আল্লাহ্র মহিমা ও পরাক্রমের অতল ও অকূল সাগরে নিমজ্জিত করে দেয়।'

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১০

ইশ্‌ক বা প্রেম-আসক্তি

'মহব্বত' বলতে কোন সুন্দর ও মনোরম বস্তুর প্রতি অন্তরে আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়াকে বুঝায়। এই আগ্রহ ও আকর্ষণই যখন অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে তীব্রতর রূপ ধারণ করে, তখন তার নাম হয় 'ইশ্‌ক'। এই ইশ্‌কের ক্ষেত্রে সর্বশেষ পর্যায়ে আশেক বা প্রেমিক ব্যক্তি প্রেমাস্পদের জন্য নিবেদিত প্রাণ দাসানুদাসে পরিণত হয়। স্বীয় প্রেমাস্পদের খাতিরে নিজের ধন-দৌলত, মান-সম্মান সর্বস্ব অকাতরে বিসর্জন দেয়। প্রেমিকা যুলায়খা হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ইশ্‌কে উন্মত্ত হয়ে স্বীয় রূপ-গুণ ও ধন-সম্পদ সবকিছু বিলীন করে দিয়েছিলেন। সত্তরটি উটের বোঝা পরিমাণ তার স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার ছিল ; এসবকিছুকে তিনি একমাত্র হযরত ইউসুফের জন্য উৎসর্গ করে দেন। যে কেউ তাঁর কাছে এসে যদি শুধু এতটুকু বলতো যে, আমি তোমার ইউসুফকে দেখেছি, তা' হলে বলার সাথে সাথে তাকে একটি অমূল্য স্বর্ণের মালা উপহার দিয়ে জীবনের তরে ধনবান করে দিতেন। অবশেষে তিনি নিজে সম্পূর্ণ রিক্ত হস্ত দরিদ্রে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর এ অবস্থাকে কেন্দ্র করে লোকমুখে প্রবাদ প্রচলিত ছিল—'ইউসুফের নামে সর্বস্ব'। ইশ্‌ক ও মহব্বতের আতিশয্যে তিনি সবকিছু থেকে উদাসীন ও বিস্মৃত হয়ে যেদিকে তাকাতেন, সেদিকেই কেবল ইউসুফ আর ইউসুফই দেখতে পেতেন ; এমনকি আসমানের তারকারাজিতেও তিনি ইউসুফের নাম লেখা দেখতেন।

বর্ণিত আছে—এই যুলায়খা যখন ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন তথা ঈমানী নূর লাভে ধন্য হন, অতঃপর হযরত ইউসুফের সাথে প্রণয়সূত্রে (বিবাহ বন্ধনে) আবদ্ধ তখন তিনি তাঁর থেকে পৃথক হয়ে নিরব একাকীত্বে এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন হয়ে যান যে, শুধুমাত্র এই ইবাদতের জন্য তিনি সর্বপ্রকার জাগতিক সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত হয়ে থাকেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন পেয়ার-সোহাগের জন্য দিনের বেলায়

www.banglakitab.weebly.com

তাঁকে আহবান করতেন, তখন তিনি রাতের ওয়াদা করে মুলতবী করতেন। আবার যখন রাতে আমন্ত্রণ জানাতেন, তখন দিবসের কথা বলে নিস্কৃতি চাইতেন। একদা হযরত ইউসুফকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন ঃ 'হে ইউসুফ! আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করার পূর্বে আমি তোমাকে ভালবাসতাম ; এখন আমি আল্লাহ্‌র পরিচয় পেয়ে গেছি ; তাই একমাত্র তাঁর মহব্বত ও ভালবাসা ছাড়া আমার অন্তর থেকে সকল গায়রুল্লাহ্‌র মহব্বত দূর হয়ে গেছে এবং এজন্যে আমি কোন বিনিময়ও কামনা করি না।' হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম বললেন ঃ 'হে যুলায়খা! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে হুকুম করেছেন এবং বলেছেন যে, তোমার গর্ভ থেকে দু'টি পুত্রসন্তান জন্ম নিবে এবং তাদেরকে নুবুওয়াত প্রদান করা হবে।' হযরত যুলায়খা বললেন ঃ 'যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে হুকুম করেছেন এবং এজন্যে আমাকে উপায় ও ওসীলা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, তাই এ হুকুম আমার জন্য শিরধার্য।' অতঃপর তিনি মিলনে সম্মত হন।

একদা লায়লার প্রেমিক মজনূকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ 'তোমার নাম কি?' সে বলেছিল, 'আমার নাম লায়লা?' বস্তুতঃ প্রেমাস্পদের তরে আত্মলীন হওয়ার ফলশ্রুতিতে নিজের অস্তিত্ব বিস্মৃত হওয়ার কারণেই এমনটা হয়েছে। এক ব্যক্তি মজনূকে বলেছিল ঃ কিহে মজনূ! লায়লা কি মরে গেছে? সে উত্তর করেছিল ঃ 'লায়লা অবশ্যই মারা যায় নাই, সে আমার অন্তরে বিরাজমান ; আমিই লায়লা।' একদা মজনূ লায়লার বাড়ীর পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় আসমানের দিকে দৃষ্টি উঁচু করে দেখছিল। তখন এক ব্যক্তি বলেছিল—'হে মজনূ! আকাশের দিকে তাকাচ্ছ কেন? লায়লার গৃহপ্রাচীরের দিকে দৃষ্টি কর, এভাবে হয়ত তাকে এক নজর দেখে নিতে পারবে।' তখন মজনূ বলেছিল ঃ 'আমি আকাশের তারকারাজি দেখছি, এগুলো আমার কাছে অতি প্রিয় ; কারণ, এগুলোর ছায়া লায়লার বাড়ীর উপর পতিত হয়।'

মনসূর হাল্লাজ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, লোকেরা তাঁকে আঠার দিন পর্যন্ত বন্দী করে রেখেছিল। এ সময় হযরত শিবলী (রহঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ 'হে মনসূর! বলুন, মহব্বতের হাকীকত কি? তিনি বলেছিলেন ঃ আজকে নয়, আগামী কল্য জিজ্ঞাসা করবেন। পরের দিন

www.banglakitab.weebly.com

লোকেরা তাঁকে বন্দীশালা থেকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন হযরত শিবলীও সে পথ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। মনসূর তাঁকে দেখে চিৎকার করে বললেন ঃ 'হে শিবলী! শুনে নিন—মহব্বতের হাকীকত হচ্ছে, সূচনাতে অগ্নিদগ্ধ হওয়া আর পরিণামে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া।'

মনসূর যখন এ বাস্তব সত্যকে প্রত্যক্ষ করলেন যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্তা চিরঞ্জীব, শাশ্বত ; আর সবকিছুই ভঙ্গুর ও ধ্বংসপ্রাপ্ত, অনুরূপ তিনি যখন দৃঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিলেন এবং অন্তরে তাঁর বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, জগতের সবকিছুতে একমাত্র আল্লাহ্‌রই সত্তা, কুদরত ও মহিমা বিরাজমান, তখন তিনি নিজের নামটুকুও বিস্মৃত হয়ে গেলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হতো, আপনি কে? তিনি বলতেন ঃ 'আনাল-হক' আমি হক্ক।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ'খাঁটি মহব্বতের আলামত (লক্ষণ) তিনটি ঃ এক,—নিজের বা অপর কোন মাখ্‌লূকের নয় ; স্বয়ং মাহ্‌বূব তথা প্রেমাস্পদের যবানে কথা বলা। দুই,— সমগ্র মাখ্‌লূকের সংসর্গ ত্যাগ করে কেবল মাহ্‌বূবের সান্নিধ্য অবলম্বন করা। তিন,—অপরাপর সকলের সন্তুষ্টি ও তোষামোদ পরিহার করে কেবল মাহ্‌বূবের সন্তুষ্টির জন্য ব্যগ্রচিত্ত হওয়া।'

ইশ্‌কের নিগূঢ়তত্ত্ব হচ্ছে, গোপনীয়তার পর্দা ও আবরণ উৎখাত করে দেওয়া, আচ্ছাদিত রহস্যাবলী উন্মোচিত করে দেওয়া, প্রেমাস্পদের ধ্যানমগ্নতা ও স্মৃতিচারণের অমৃত আস্বাদ ও উন্মত্ততায় আত্মহারা হওয়া, যেন শরীরের কোন অঙ্গ কর্তন করা হলেও বিন্দুমাত্র অনুভব না হয়।

এক ব্যক্তি ফুরাত নদীর তীরে গোসল করছিল। এমন সময় অপর এক ব্যক্তির কণ্ঠে নিম্নের এ আয়াতটির তিলাওয়াত শুনেছিল ঃ

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۝

'হে অপরাধীরা! আজ তোমরা ভিন্ন হয়ে যাও।' (ইয়াসীন ঃ ৫৯)

আয়াতটির তিলাওয়াত শুনার সাথে সাথে এর হৃদয়বিদারক প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ সে নদীতে ডুবে মারা যায়।

মুহম্মদ আবদুল্লাহ বাগদাদী (রহঃ) বলেছেন ঃ 'আমি বসরা শহরে জনৈক

www.banglakitab.weebly.com

যুবককে দেখেছি, উঁচু একটি অট্টালিকার ছাদের উপর থেকে উঁকি দিয়ে সে পথচারীকে উদ্দেশ্য করে বলছে—ইশ্‌ক ও মহব্বতের তরে প্রাণ বিসর্জন না দিয়ে কেউ কোনদিন কল্যাণ সাধন করতে পারে নাই। সুতরাং যদি কোন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি প্রেমাস্পদের তরে প্রাণ বিসর্জন দিতে চায়, তা' হলে সে যেন এভাবে মৃত্যুবরণ করে। একথা বলে সে তৎক্ষণাৎ ছাদের উপর থেকে মাটিতে পড়ে গেল। পরক্ষণেই লোকজন তাকে উঠিয়ে দেখে, সে মৃত্যুবরণ করেছে।'

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ 'প্রকৃত তাসাওউফ হচ্ছে সর্বপ্রকার খবর ও অবস্থা থেকে বেখবর ও গাফেল থাকার নাম।'

একদা হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) মক্কা মুকাররমায় মসজিদে হারামের একটি স্তম্ভের নীচে একজন যুবককে দেখলেন—নেহায়েত পীড়িত ও বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে আছে ; তার বেদনা ভারাক্রান্ত অন্তর থেকে আহ্ আহ্ শব্দ বের হচ্ছে। হযরত যুন্নুন বলেন ঃ 'এ অবস্থা দেখে আমি তাকে সালাম দিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম।' সে বললো ঃ 'আমি একজন মুসাফির আশেক ; প্রেম-পীড়িত হয়ে পথে পড়ে আছি।' তার উত্তর শুনে আমি বিষয়টি উপলব্ধি করে বললাম ঃ 'আমিও তোমার মতই একজন।' একথা শুনে সে কাঁদতে লাগলো এবং আমিও তার সাথে কাঁদলাম। অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ 'তুমিও যে কাঁদলে?' আমি বললাম ঃ 'তোমার মত আমিও একজন আশেক মুসাফির।' একথা শুনে সে আরও অধিক পরিমাণে কাঁদতে লাগলো এবং এ অবস্থাতেই হঠাৎ সজোরে এক চিৎকার দিয়ে মারা গেল। অতঃপর আমি কাপড় দিয়ে তার শরীর আচ্ছাদিত করে কাফন খরিদ করার জন্য বাজারে গমন করলাম। বাজার থেকে কাফন এনে দেখি, সে নাই। তখন আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললাম ঃ সুবহানাল্লাহ (কোথায় গেল)! এমন সময় একটি গায়েবী আওয়ায আমার কানে ভেসে আসলো—'হে যুন্নুন! সে এমন এক পথিক, যাকে শয়তান আক্রমণ করতে চেয়েছে ; কিন্তু পারে নাই, তোমার সম্পদের কিয়দাংশ তাকে স্পর্শ করতে চেয়েছে ; তা' ও হয় নাই, রিদওয়ান ফেরেশতা তাকে জান্নাতে আহ্বান জানিয়েছে ; তা' ও সে প্রত্যাখ্যান করেছে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'এখন সে কোথায় আছে?' উত্তর আসলো—

www.banglakitab.weebly.com

فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

'যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।' (ক্বামার ঃ ৫৪)

লোকটিকে উক্ত পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে সে আল্লাহ্‌র আশেক ছিল, অত্যধিক ইবাদতে নিমগ্ন থাকতো এবং তওবা ও অনুতাপে দ্রুত অগ্রগামী হতো।

জনৈক বুযুর্গকে ইশ্‌ক ও মহব্বতের তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন ঃ 'মাখ্‌লূকের সাথে সম্পর্ক কম রাখবে, অধিকতর নির্জনতা ও একাকীত্ব অবলম্বন করবে, সর্বদা চিন্তাশীল থাকবে, নিশ্চুপ থাকবে, চক্ষু উত্তোলন করবে কিন্তু দৃষ্টিপাত করবে না, সম্বোধন করা হলে শুনবে না, কিছু বলা হলে অনুধাবন করবে না, মুসীবতে ধৈর্যহারা হবে না, ক্ষুধার্ত হলে অনুভব করবে না, বিবস্ত্র হলে খবর থাকবে না, গালি বা ভৎর্সনা দিলে বুঝবে না, মানবকে ভয় করবে না, নির্জনে আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন থাকবে, সর্বদা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট থাকবে, একাকীত্বে মুনাজাত করবে, পার্থিব ঝঞ্ঝাটে দুনিয়াদার লোকদের সাথে জড়িত হবে না।'

হযরত আবূ তুরাব বখ্‌শী (রহঃ) মহব্বত সম্পর্কে নিম্নের কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করেছেন, যেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে ঃ 'পার্থিব কোন ব্যাপারে ধোকায় পড়ো না ; প্রতারিত হয়ো না। কেননা, এসবই প্রেমিকের জন্য প্রেমাস্পদের উপঢৌকন। দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসীবত যা প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে এসে থাকে, সবই সে আনন্দচিত্তে বরণ করে নেয়। অভাব-অনটন ও দারিদ্রকেও প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে নগদ দান, সম্মান ও সন্তুষ্টির প্রতীক জ্ঞান করে নেয়। প্রকৃত প্রেমিকের আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে, শত্রুর শত ধিক্কার ও প্রতারণা সত্ত্বেও তার পদস্খলন হয় না ; বরং উত্তরোত্তর প্রেমাস্পদের প্রতি তার প্রত্যয় ও আসক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে।'

একদা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম একজন যুবকের পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। যুবকটি বাগানে পানি-সিঞ্চন কার্যে রত ছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে দেখে সে আরয করলো ঃ 'হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি দো'আ করুন, যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর মহব্বতের অণু পরিমাণ অংশ দান করেন।' হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম বললেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

'তোমার মধ্যে তা' সহ্য করার ক্ষমতা নাই।' যুবক বললো ঃ 'তা' হলে অর্ধাণু পরিমাণ মহব্বতের জন্য দো'আ করুন।' অতঃপর হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম দো'আ করলেন ঃ 'হে মহান প্রভু! এই যুবককে আপনার মহব্বতের অর্ধাণু পরিমাণ দান করুন।' দো'আর পর হযরত ঈসা (আঃ) আপন পথে চলে গেলেন। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি সেই যুবকের বাড়ীর পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বললো, বহুদিন যাবত যুবকটি পাগল অবস্থায় কালাতিপাত করছে এবং বর্তমানে সে পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় ঘুরে বেড়ায়। এ খবর শুনে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম দো'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ্ সেই নওজওয়ানের সাথে আমাকে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন।' দো'আর পর হযরত ঈসা (আঃ) দেখতে পেলেন—সেই যুবক অসংখ্য পর্বতমালার মাঝখানে একটি উঁচু শিখরে আসমানের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। হযরত ঈসা (আঃ) তাকে সালাম দিলেন ; কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না। পুনরায় হযরত ঈসা নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন ঃ 'আমি ঈসা'। এ সময় আল্লাহ্র পক্ষ হতে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের প্রতি ওহী আসলো ঃ 'হে ঈসা! যার অন্তরে আমার মহব্বতের অর্ধাণু পরিমাণও প্রবেশ করেছে, সে কখনও মানুষের আওয়ায শুনতে পারে না। শুনে রাখ,— আমার মহত্ব ও পরাক্রমশীলতার কসম, তুমি যদি করাত দিয়ে তাকে চৌচির করে দাও, তবুও সে বিন্দুমাত্রও অনুভব করবে না।'

যে ব্যক্তি নিজের জীবনে তিনটি বিষয়ের দাবী করেছে ; অথচ আত্মাকে অপর তিনটি বিষয়ের কলুষতা হতে মুক্ত করতে পারে নাই, সে নির্ঘাত ধোকায় পড়ে রয়েছে ঃ এক,—হৃদয়ে আল্লাহ্র যিকরের সুমিষ্ট আস্বাদের দাবী করে ; অথচ দুনিয়ার মহব্বত পরিত্যাগ করে নাই। দুই,—ইবাদতে ইখ্লাস ও নিষ্ঠার দাবী করে ; অথচ মানুষের কাছে সম্মান ও সুযশের লিপ্সা পরিহার করে নাই। তিন,—আল্লাহ্র মহব্বতের দাবী করে ; অথচ নিজেকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্টতম জ্ঞান করে না।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

سَيَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يُحِبُّونَ خَمْسًا وَيَنْسَوْنَ خَمْسًا

www.banglakitab.weebly.com

يُحِبُّوْنَ الدُّنْيَا وَ يَنْسَوْنَ الْاٰخِرَةَ وَ يُحِبُّوْنَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ وَيُحِبُّوْنَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ وَيُحِبُّوْنَ الذُّنُوْبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ وَيُحِبُّوْنَ الْقُصُوْرَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ ـ

'অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তারা পাঁচটি বিষয়কে ভালবাসবে ; কিন্তু সেই সঙ্গে অপর পাঁচটি বিষয়কে ভুলে যাবে,—তারা দুনিয়াকে ভালবাসবে ; কিন্তু আখেরাতকে ভুলে যাবে। তারা ধন–দৌলতকে ভালবাসবে ; কিন্তু এর হিসাব–নিকাশের কথা ভুলে যাবে। তারা পাপকার্যকে ভালবাসবে ; কিন্তু তওবা করতে ভুলে যাবে। তারা বড় বড় অট্টালিকাকে ভালবাসবে ; কিন্তু কবরের কথা ভুলে যাবে।'

মনসূর ইবনে আম্মার (রহঃ) এক যুবককে নসীহত করতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ 'হে যুবক! তুমি সদা–সর্বদা সতর্ক থাক ; যৌবন যেন তোমাকে প্রতারিত না করে ; বহু নওজওয়ানকে দেখা গেছে —জীবনের কৃত পাপরাশি হতে তওবা করতে বিলম্ব করেছে, অন্তরে দীর্ঘ আশা পোষণ করেছে, মৃত্যুকে স্মরণ করে নাই আর শুধু বলেছে, আগামী কল্য অথবা পরশু তওবা করবো ; এভাবে দীর্ঘ সময় অতীত হওয়ার পর অবশেষে তওবার সুযোগ আর হয় নাই, বঞ্চিত ও প্রতারিত হয়েই সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে এবং একেবারে রিক্ত হস্তে কবরে গিয়েছে। পার্থিব প্রচুর ধন–সম্পদ, দাস–দাসী, পিতা–মাতা, আওলাদ–পরিজন কিছুই তার উপকারে আসে নাই। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۝ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝

'(ক্বিয়ামতের দিন) কোন অর্থ–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি কারও কোন উপকারে আসবে না। একমাত্র সেই ব্যক্তি মুক্তি পাবে, যে সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহ্র কাছে পৌঁছবে।' (শু'আরা ঃ ৮৮,৮৯)

ওগো খোদা! আমাদেরকে মৃত্যুর পূর্বে তওবার তাওফীক দান করুন

www.banglakitab.weebly.com

গাফলতি ও উদাসীনতা হতে মুক্তি দান করুন, কিয়ামতের ময়দানে আপনার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা'আত নসীব করুন। বস্তুতঃ প্রকৃত ঈমানের পরিচয় হচ্ছে, সুযোগের প্রথম মুহূর্তেই তওবা করা, কৃত পাপকার্যের উপর অনুতপ্ত হওয়া, লজ্জা ও অনুশোচনায় ভেঙ্গে পড়া, নশ্বর পৃথিবীর ন্যূনতম রিযিক ও দ্রব্যের উপর তুষ্ট থাকা, যাবতীয় দুনিয়াবী ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকা এবং ইখ্লাস ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিমগ্ন থাকা।

একদা জনৈক কৃপণ ও মুনাফিক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে কসম দিয়ে বলেছিলো ঃ 'তুমি যদি কোন মিস্‌কীনকে দান-খয়রাত কর, তা' হলে আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিবো।' পরবর্তী কোন এক সময়ে একজন মিস্‌কীন এসে গৃহের দরজায় হাঁক ছেড়ে বললো ঃ 'হে গৃহবাসী! আমাকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কিছু দান কর।' ঘর থেকে স্ত্রী তাকে তিনটি রুটি দান করলো। রুটি নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে অকস্মাৎ সেই মিস্‌কীন মুনাফিকের সম্মুখীন হয়ে গেলে জিজ্ঞাসা করলো ঃ 'তুমি এ রুটি কোত্থেকে পেলে?' মিস্‌কীন লোকটি মুনাফিকের গৃহের কথা বললো। অতঃপর সে বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীকে শাসনের স্বরে জিজ্ঞাসা করলো ঃ 'আমি কি তোমাকে কসম দিয়ে বলি নাই? দান-খয়রাত করলে তালাক দিয়ে দিবো? স্ত্রী বললো ঃ 'আমি আল্লাহ্‌র নামে দান-খয়রাত করেছি।' এ কথা শুনে মুনাফিক চটে গিয়ে একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে উত্তপ্ত অগ্নিতে তাকে আল্লাহ্‌র নামে ঝাঁপ দিতে আদেশ করলো। নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী গহনা-অলঙ্কারে সজ্জিতা হয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল। এ সময় মুনাফিক স্বামী তাকে গহনা-অলঙ্কার খুলে ফেলার নির্দেশ দিলে স্ত্রী উত্তরে বললো ঃ 'বন্ধু বন্ধুর জন্য সাজ-সজ্জা গ্রহণ করে থাকে ; এখন আমি আমার প্রিয় বন্ধুর সাক্ষাত লাভে ধন্য হতে যাচ্ছি'—একথা বলেই সে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অতঃপর মুনাফিক আগুনের গর্তটি উপর দিয়ে ঢেকে রেখে চলে গেলো। তিন দিন পর ফিরে এসে গর্তটি খুলে দেখলো—তার স্ত্রী দিব্যি যেমন ছিলো তেমনি সহী-সালামতে জীবিত রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে সে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলো ; এমন সময় অদৃশ্য একটি আওয়ায ভেসে আসলো— 'তুমি কি একথা বিশ্বাস কর না যে, অগ্নি আমার প্রিয়জনকে কখনো স্পর্শ

www.banglakitab.weebly.com

করে না।'

ফেরআউনের স্ত্রী হযরত আছিয়া (রাযিঃ) নিজের ঈমানদার হওয়ার বিষয়টি বহুকাল পর্যন্ত ফেরআউন থেকে গোপন করে রেখেছিলেন। অবশেষে বিষয়টি ফেরআউনের গোচরীভূত হওয়ার পর হযরত আছিয়াকে সে বিভিন্নরূপে শাস্তি প্রদানের হুকুম দিল। সেমতে তাঁকে বহু রকমে উৎপীড়ন করা হয়। ফেরআউন তাঁকে বলেছিল ঃ 'হে আছিয়া! তুমি তোমার দ্বীনকে পরিত্যাগ কর।' কিন্তু হযরত আছিয়া দ্বীন ও ঈমানের উপর অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে স্থিত ছিলেন। পরিশেষে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কীলক (পেরেক) পুতে দেওয়া হয়েছিল। এ অবস্থায়ও ফেরআউন যখন তাঁকে দ্বীন ও ঈমান পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিচ্ছিল, তখন তিনি উত্তর করছিলেন ঃ 'হে ফেরআউন! তুমি আমার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পার ; কিন্তু অন্তঃকরণ তো আল্লাহ্‌র হাতে ; সেখানে তুমি কোনরূপ অধিকার বা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না ; জেনে রাখ, তুমি যদি আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে টুক্‌রা টুক্‌রা করে ফেলো, তাতে আমার ঈমানে কোন প্রকার দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়া তো দূরের কথা ; বরং এতে আমার ঈমান আরও বৃদ্ধি পাবে।' এ সময় হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম হযরত আছিয়ার পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, তখন হযরত আছিয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'হে মূসা! আপনি বলুন—খোদা আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন কিনা?' হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম বললেন ঃ 'হে আছিয়া! আসমানের ফেরেশ্‌তাকুল তোমার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সম্মুখে তোমার বিষয়ে গৌরব করছেন, তোমার যা মনোবাসনা আছে, আল্লাহ্‌র কাছে তুমি এখন তা' চেয়ে নাও, তিনি তোমার দো'আ কবুল করবেন।' তখন হযরত আছিয়া দো'আ করলেন ; কুরআনের ভাষায় ঃ

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

'হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি

www.banglakitab.weebly.com

গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরআউন ও তার দুস্কর্ম হতে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালেম সম্প্রদায় হতে মুক্তি দিন।' (তাহ্‌রীম ঃ ১১)

হযরত সালমান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত—ফেরআউন তার স্ত্রী আছিয়াকে প্রখর রৌদ্রে শাস্তি দিতো। তখন ফেরেশ্‌তারা আপন আপন ডানার সাহায্যে তাঁকে ছায়া দান করতো। হযরত আছিয়া তখন বেহেশ্‌তে স্বীয় আবাসস্থল দেখতে পেতেন।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—ফেরআউন তার স্ত্রী আছিয়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চারটি কীলক (পেরেক) পুতে দিয়েছিল এবং বুকের উপর ভারী চাকী বা পেষণ-যন্ত্র স্থাপন করে রেখেছিল। এহেন উৎপীড়নের সময় তাঁর চেহারাকে প্রখর উত্তাপময় সূর্যের দিকে ফিরিয়ে দিতো। এ সময় হযরত আছিয়া আকাশ পানে মাথা উঠিয়ে দো'আ করতেন ঃ 'ওগো খোদা! তোমার অতি নিকটে বেহেশ্‌ত মাঝে আমাকে আবাস দান কর।'

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আছিয়াকে অতি উত্তমরূপে মুক্তি দান করেছেন এবং বেহেশ্‌তে তাঁকে অতি উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বেহেশ্‌তে যেকোন স্থানে বিচরণ করেন এবং পানাহার করে থাকেন।' অতএব সাধকের কর্তব্য হচ্ছে,—সর্বদা আল্লাহ্‌র পানাহ্ চাওয়া ; একমাত্র তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। কেননা আপদ-বিপদ ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য দো'আ করা পূত-চরিত্র নেক বান্দাদের তরীকা ও আদর্শ এবং এটাই প্রকৃত ঈমানের লক্ষণ।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১১

আল্লাহ্ ও রাসূলের (সঃ) আনুগত্য ও মহব্বত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তা'হলে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন।' (আলি ইমরান ঃ ৩১)

হে মানব! এ কথা স্মরণ রাখ যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি তোমার মহব্বতের অর্থ হচ্ছে, ইবাদত ও ইতা'আত তথা আল্লাহ্র দাসত্ব ও বন্দেগী করা এবং হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। আর 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ভালবাসবেন' এর অর্থ হচ্ছে, তোমার গুণাহ্ মাফ করবেন এবং তোমার প্রতি রহমত ও অনুগ্রহ করবেন। বস্তুতঃ বান্দার অন্তঃকরণে যদি এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, সর্বগুণ–উৎকর্ষ ও রূপ–সৌন্দর্যের আধার ও মালিক একমাত্র আল্লাহ্, বান্দার মধ্যে যে গুণ ও সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয় তা' একমাত্র আল্লাহ্রই দেওয়া এবং তাঁরই সৌন্দর্যের বিকাশ মাত্র আর এ বিকাশও অস্তিত্বমান হয় একমাত্র তাঁরই অনুগ্রহের ফলে, তা'হলে বান্দার মহব্বত একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর সে আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত–প্রাণ অনুগতে পরিণত হবে। ফলে, উক্ত মহব্বতের আবেদনেই সে আল্লাহ্র ইবাদত ও হুকুম–আহকাম পালন করবে এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টায় নিরত থাকবে। তাই, অনেকে মহব্বতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 'ইবাদতের জন্য দৃঢ়সংকল্প করা এবং কার্যতঃ এর বাস্তবায়ন করার নামই মহব্বত'। আর এই ইবাদত ও হুকুম পালনে রীতি–পদ্ধতির প্রশ্নে অনিবার্যরূপে দেখা দেয় 'এত্তেবায়ে রাসূল' বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণের বিষয়টি।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—'একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগে কয়েকজন লোক এসে বললো ঃ 'হুযূর! আমরা আমাদের রব্ব (আল্লাহ্)-কে মহব্বত করি।' তাদের এ কথাটিকে উপলক্ষ করেই নাযিল হয়েছে উপরোক্ত আয়াতটি।'

হযরত বিশ্‌র হাফী (রহঃ) বলেন ঃ 'একদা স্বপ্নযোগে আমার হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত নসীব হয়। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ 'হে বিশ্‌র! তুমি কি জান— আল্লাহ্ তা'আলা সমকালীন লোকদের মধ্যে তোমাকে কেন এত উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন?' উত্তরে আমি নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি বললেন ঃ 'শুন, এর কারণ হচ্ছে—তুমি আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের খেদমত করে থাক, ভ্রাতৃবৃন্দের হিত কামনা করে থাক, বন্ধুজন ও আমার সুন্নতের অনুসারীদেরকে মহব্বত করে থাক এবং তুমি নিজেও আমার সুন্নতের অনুসরণ কর।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ اَحْيَا سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الْجَنَّةِ ـ

'যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের উপর আমল করে সেটিকে জিন্দা রাখলো, সে মূলতঃ আমাকে ভালবাসলো! আর আমাকে যে ভালবাসে, সে পরকালে জান্নাতে আমার সঙ্গে বাস করবে।'

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ 'ফিতনা, বিপর্যয় এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত দল-উপদলের উদ্ভবের যমানায় যারা আমার সুন্নতকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে, তারা (প্রত্যেকেই) একশত শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।' হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ 'কেবল অস্বীকারকারী দল ব্যতীত আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'অস্বীকারকারী লোক কারা?' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ 'যারা আমার অনুসরণ করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা আমার অনুসরণ করবে না তারাই প্রকৃত অস্বীকারকারী ; আমার সুন্নত ও তরীকাবর্জিত যে কোন আমল মূলতঃ আমার প্রতি অবাধ্যতা ও না-ফরমানীর প্রকাশ

www.banglakitab.weebly.com

মাত্র।'

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'তুমি যদি কোন পীরকে আকাশে উড়তে দেখ অথবা সমুদ্রে পানির উপর হেঁটে যেতে দেখ অথবা আগুন ভক্ষণ করতে দেখ কিংবা এ ধরণের কোন অত্যাশ্চর্য কাজ করতে দেখ ; কিন্তু অপরদিকে যদি তাকে আল্লাহ্‌র কোন ফরয হুকুম অথবা নবীজীর (সঃ) কোন সুন্নত পরিত্যাগ করতে দেখ, তা' হলে একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, এ ব্যক্তি মিথ্যুক ও ধোকাবাজ, তার উক্তরূপ কর্মকাণ্ড কারামত নয় ; বরং সম্পূর্ণ কুহক-ভেলকি মাত্র।' আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ধোকা ও প্রবঞ্চনা হতে হিফাযত করুন।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ 'জগতের যে কোন কাজ যদি সুন্নতের অনুসরণ ব্যতীত অনুষ্ঠিত হয় তা' হলে জেনে রাখ, সেটা সম্পূর্ণ গলদ ও ভ্রান্ত।' যেমন হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ ضَيَّعَ سُنَّتِيْ حُرِمَتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِيْ -

'যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে পরিত্যাগ করেছে, তার জন্য আমার শাফা'আত হারাম করে দেওয়া হয়েছে।'

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ 'আমাদের উস্তায হযরত সিররী সাক্বতী (রহঃ) একদা পীড়িত হওয়ার পর বহু অন্বেষণের পরও কোথাও তাঁর রোগ নিরাময়ের ঔষধ পাওয়া যায় নাই এবং তাঁর ব্যাধির মূল উৎস কি, তা' নিরূপণ করাও সম্ভব হয় নাই। একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে বোতলে করে তাঁর প্রস্রাব দেখানো হলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'আমি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করছি যে, এটা কোন আশেক বা প্রেমোন্মাদ ব্যক্তির প্রস্রাব।' একথা শুনার পর হযরত জুনাইদ (রহঃ) মূর্ছে পড়লেন ; তৎক্ষণাৎ চিৎকার দিয়ে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তার হস্তস্থিত প্রস্রাবের বোতলটি পড়ে গেল। হযরত জুনাইদ বলেন ঃ আমি ফিরে এসে হযরত সিররী সাক্বতী (রহঃ)-কে সমস্ত ঘটনা খুলে বলার পর তিনি শুনে মৃদু হেসে বললেন ঃ 'ডাক্তার বড় অভিজ্ঞ।' আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হুযুর! প্রস্রাব দেখেও কি ইশ্‌ক ও মহব্বতের বিষয় অনুভব করা যায়? তিনি

www.banglakitab.weebly.com

বললেন ঃ 'অবশ্যই'।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন ঃ 'তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আল্লাহ্‌কে তুমি মহব্বত কর কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে তুমি নিশ্চুপ থাকবে। কেননা তুমি যদি উত্তরে 'না' বলো, তা'হলে এটা হবে কুফ্‌র। আর যদি উত্তরে 'হাঁ' বলো, তা' হলে এটা মহব্বতকারীদের নীতি ও চরিত্র-বহির্ভূত কাজ হবে ; এভাবে হয়ত তোমাকে প্রেমাস্পদের রোষের ভাগী হতে হবে।'

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বতকারীকে যদি কেউ ভালবাসে, তা' হলে প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্‌কেই ভালবাসলো। অনুরূপ, আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাকারী ব্যক্তিকে যদি কেউ সম্মান করে, তা'হলে প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্‌কেই সম্মান করলো।'

হযরত সাহ্‌ল (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্‌কে মহব্বত করার লক্ষণ হচ্ছে কুরআনের প্রতি মহব্বত থাকা, আল্লাহ্ এবং কুরআনকে মহব্বত করার লক্ষণ হচ্ছে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত থাকা, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করার লক্ষণ হচ্ছে তাঁর সুন্নতের প্রতি মহব্বত থাকা, তাঁর সুন্নতের প্রতি মহব্বত থাকার লক্ষণ হচ্ছে আখেরাতের প্রতি মহব্বত থাকা, আখেরাতকে মহব্বত করার লক্ষণ হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও ঘৃণা থাকা এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির লক্ষণ হচ্ছে দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রী নিতান্ত প্রয়োজনে যৎসামান্য মাত্র গ্রহণ করা ; যতটুকু পরকালের পথিকের জন্য না-হলেই না-হয়।'

হযরত আবুল হাসান যান্‌জানী (রহঃ) বলেন ঃ 'ইবাদতের মৌল বিষয়কে ত্রিবিধ অঙ্গের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যথা ঃ চোখ,—এর মাধ্যমে তুমি দৃষ্টি করে ইব্‌রত ও শিক্ষা হাসিল করবে। দ্বিতীয় ঃ অন্তর,—এর মাধ্যমে চিন্তা-ফিকির ও ধ্যান-প্রণিধান করবে। তৃতীয় ঃ রসনা (জিহবা),—এর মাধ্যমে তুমি সত্য ও হক কথা বলবে এবং আল্লাহ্‌র যিকির ও তাসবীহ্-তাহ্‌লীল করবে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

www.banglakitab.weebly.com

'মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর এবং সকাল বিকাল আল্লাহ্‌র তসবীহ পাঠ কর।' (আহ্‌যাব ঃ ৪১,৪২)

একদা হযরত আবদুল্লাহ ও হযরত আহমদ ইবনে হরব্ (রহঃ) কোথাও গিয়েছিলেন। তথায় হযরত আহমদ ইবনে হরব্ (রহঃ) মাটির উপর থেকে কিছু তরু-তাজা ঘাস উপ্‌ড়িয়ে ফেলেছিলেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ (রহঃ) তাঁকে বললেন ঃ দেখ, হে আহমদ! তোমার এ কাজটির কারণে পঞ্চবিধ ক্ষতি সাধিত হয়েছে ঃ এক, তোমার অন্তর মাওলা পাকের যিক্‌র ও তসবীহ থেকে বিচ্যুত হয়ে এই ঘাসে মগ্ন হয়েছে। দুই, তোমার নফ্‌সকে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের পরিপন্থী কাজে অভ্যস্থ হওয়ার সুযোগ করে দিলে। তিন, তুমি এ অহেতুক কাজটির পথ খুলে দিলে, অন্যরা এখন তোমার অনুকরণে এতে লিপ্ত হবে। চার, তুমি এ ঘাসের যিক্‌রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে। পাঁচ, ক্বিয়ামতের দিন তোমার বিরুদ্ধে নালিশের পক্ষে তুমি নিজেই একটি প্রমাণ প্রস্তুত করে দিলে।'

হযরত সির্‌রী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমি হযরত জুরজানী (রহঃ)-কে দেখেছি, তিনি শুধু ছাতু খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতেন। একদা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'আপনি কেবল ছাতু আহার করে থাকেন, অন্য কোন খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করেন না—এর কারণ কি?' তিনি বললেন ঃ 'হে সির্‌রী! অপর কোন খাদ্যবস্তু চিবিয়ে খাওয়ার জন্য অধিক সময় ব্যয় করতে হয় ; আমি হিসাব করে দেখেছি এ সময়টুকুতে শুধু ছাতু খেয়ে নিলে আমি নব্বই বার বেশী 'সুবহানাল্লাহ্' পড়তে পারি। এই তারতম্যের কারণেই আজকে চল্লিশ বৎসর যাবত আমি রুটি আহার করি না।'

হযরত সাহ্‌ল ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) প্রতি পনের দিন পর একবার মাত্র আহার করতেন। রমযান মাসে সেহ্‌রী ও ইফ্‌তারের সময় মাত্র এক এক লুকমা খাদ্য গ্রহণ করতেন। কোন কোন সময় এমন হতো যে, তিনি সত্তর দিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকতেন ; খানা খেলে তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে যেতো আর না খেলে তিনি সবল থাকতেন।

আবু হাম্মাদ আস্‌ওয়াদ (রহঃ) ত্রিশ বৎসরকাল মসজিদুল-হারামে অবস্থান করে কাটিয়েছেন। এ দীর্ঘ সময়ে কেউ তাঁকে পানাহার করতে দেখে নাই এবং তাঁর একটি মুহূর্তও আল্লাহ্‌র যিক্‌র ছাড়া অতিবাহিত হয় নাই।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আমর ইবনে উবাইদ (রহঃ) মাত্র তিনটি কাজের জন্য ঘর থেকে বের হতেন ঃ এক, জামাতের সাথে নামায পড়ার জন্য। দুই, কোন রোগীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য। তিন, জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য। তিনি বলতেন ঃ 'আমি মানুষের মূল্যবান জীবন চুরি-ডাকাতি করে বিনষ্ট করতে দেখেছি ; অথচ জীবন হচ্ছে মানুষের মহামূল্য রত্ন এর সাহায্যে আখেরাতের অনন্তকালের জীবনের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করা উচিত। হে আখেরাতের পথে বিচরণকারী! তোমার জন্য অপরিহার্য যে, তুমি পার্থিব দ্রব্য-সামগ্রীর লোভ-লালসা থেকে সম্পূর্ণরূপে পাক-পবিত্র হয়ে যাও। যাতে একমাত্র আখেরাতের ফিকির ছাড়া অন্য কোন ধান্দা তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে, তোমার ভিতর ও বাহির যাতে একই ফিকিরে নিমগ্ন থাকে। তা' হলেই তোমার দ্বারা আখেরাতের জীবনে কল্যাণ সাধন সম্ভব ও সহজতর হবে।

হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন ঃ 'প্রথম প্রথম আমি নিদ্রার আধিক্য থেকে বাঁচার জন্য সুরমার সাথে নিমক (লবণ) মিশ্রণ করে চোখে ব্যবহার করতাম। পরবর্তীতে যখন পূর্ণ রাত্রি জাগরণে ব্রতী হয়েছি, তখন থেকে চোখে শুধু নিমক ব্যবহার করে থাকি।'

হযরত ইব্‌রাহীম ইবনে হাকেম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা নিদ্রার অধিক মাত্রাকে পরাভূত করার জন্য নদীতে অবতরণ করে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করতেন। তখন দরিয়ার মৎস্যরাজি তাঁকে ঘিরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও তাসবীহ করতে থাকতো। হযরত ওহ্‌ব ইব্‌নে মুনাব্বিহ্‌ (রহঃ) আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করেছেন, যাতে সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিদ্রাকে উঠিয়ে নেন। ফলে, চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি এক মুহূর্তও ঘুমান নাই। হযরত হাসান হাল্লাজ (রহঃ) নিজেকে টাখ্‌নু হতে হাঁটু পর্যন্ত তেরটি বেড়ীর বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি প্রতি রাতে এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়তেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) তাসাওউফে ব্রতী হওয়ার পর সূচনাতেই এতটুকু অগ্রসর হয়েছিলেন যে, দোকান খুলে তাতে প্রবেশ করার পর পর্দা টানিয়ে দিতেন এবং চারশত রাকাত নফল নামায পড়ে বাড়ী ফিরে যেতেন।

হযরত ইব্‌নে দাউদ (রহঃ) চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ইশা'র উযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়েছেন। বস্তুতঃ ঈমানদার ব্যক্তির উচিত—সে সবসময় উযূ অবস্থায়

www.banglakitab.weebly.com

থাকবে, উযূ ভঙ্গ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ পুনরায় উযূ করে দু'রাকাত নফল পড়বে ; সবসময় ক্বেবলামুখী হয়ে বসার চেষ্টা করবে, অন্তরে এই ধ্যান-খেয়াল জাগরুক রাখবে যে, পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সম্মুখে উপস্থিত। এই ধ্যানমগ্নতার ফলে প্রতিটি কাজে প্রশান্তি অনুভব হবে, দুঃখ-মুসীবতে ধৈর্যধারণ সহজ হবে। মুসলমানের নীতি হচ্ছে,—সে কাউকে দুঃখ দিবে না, শত্রুর মুকাবেলা করবে না, বরং দোস্ত-দুশমন নির্বিশেষে সকলের জন্য নেক দো'আ করবে। সে কখনো অহংকার ও আত্মসমর্থনের ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে না। স্বীয় আমল-ইবাদতের জন্য বড়াই ও আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হবে না। কেননা এটা কোন মুসলমানের নীতি বা চরিত্র নয় ; বরং শয়তানের খাসলত। মুসলমান সর্বদা বিনয়ী থাকবে ; নিজেকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করবে, নেক বান্দাদেরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। কেননা যার অন্তরে নেক লোকদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা নাই, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা পুণ্যবান লোকদের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত করে রাখেন। আর যে ব্যক্তি আমল ও ইবাদতের মান-মর্যাদা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে অজ্ঞ, সে হৃদয়ের প্রশান্তি ও সুরুচি হতে বঞ্চিত থাকে।

হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ 'হে আবূ আলী (তাঁর উপনাম)! কি কি গুণের সমাবেশ হলে একজন মানুষকে সৎ বলা যায়? তিনি উত্তর করেছেন ঃ 'যখন তার অন্তরে পরোপকার ও কল্যাণ-কামনার গুণ বিদ্যমান থাকবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ভয় থাকবে, যবানে সর্বদা সে সত্য ও হক বলবে এবং দেহের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সৎকাজে ব্যপৃত রাখবে, তখন তাকে নেক ও সৎ বান্দা হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।'

মি'রাজের সময় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ 'হে আহমদ (আল্লাহ্র রাসূলের অপর নাম)! তুমি যদি দুনিয়ার সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক মুত্তাকী হতে চাও, তা' হলে দুনিয়ার ব্যাপারে তুমি অনাসক্ত ও উদাসীন হয়ে যাও এবং আখেরাতের ব্যাপারে উৎসাহী ও উদ্‌গ্রীব হও।' হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরয করলেন ঃ 'আয় আল্লাহ্! আমি দুনিয়ার ব্যাপারে কিভাবে অনাসক্ত হবো?' আল্লাহ্ পাক বললেন—'তুমি তোমার পানাহার ও পরিধানের জন্য

www.banglakitab.weebly.com

দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রী হতে কেবল এতটুকু গ্রহণ কর, যতটুকু তোমার একান্ত প্রয়োজন, আগত দিনের জন্য তুমি কপর্দক পরিমাণও জমা রেখো না, আর সর্বদা আমার যিক্‌রে মগ্ন থাক।' প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরয করলেন ঃ 'আমি সর্বদা যিক্‌র কিভাবে করবো?' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'মানব কোলাহল থেকে নিরবতায় স্থান গ্রহণ কর, অধিক নামায পড়াকেই নিদ্রার স্থলাভিষিক্ত করে নাও এবং অভুক্ত থাকাকেই পানাহার মনে কর।'

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اَلزُّهْدُ فِى الدُّنْيَا يُرِيْحُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ.

'দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি মানবের দেহ-মনে সুখ ও প্রশান্তি আনয়ন করে।'

পক্ষান্তরে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি করে। বস্তুতঃ দুনিয়ার মহব্বত সকল পাপাচারের মূল এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও ঘৃণা সকল নেকী ও কল্যাণের উৎস।

একদা আল্লাহ্‌র এক পুণ্যবান বান্দা কোথাও যাওয়ার সময় একটি সমাবেশের প্রতি লক্ষ্য করলেন ; তিনি দেখলেন, একজন চিকিৎসক সমবেত লোকজনের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করছেন এবং রকমারী ঔষধের কথা বাত্‌লিয়ে দিচ্ছেন। চিকিৎসককে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন ঃ 'হে দৈহিক ব্যাধির চিকিৎসক! তুমি কি আত্মার ব্যাধিরও চিকিৎসা করতে পার?' চিকিৎসক বললেন—'হাঁ ; আপনার রোগ বলুন।' তিনি বললেন ঃ 'পাপ-পংকিলতার কারণে আমার আত্মা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে ; ফলে আমার অন্তর খুবই শক্ত ও কঠিন হয়ে আছে—এর কি চিকিৎসা হতে পারে?' চিকিৎসক বললেন—'এর এলাজ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে বিনয়-বিনম্রচিত্তে অবনত মস্তকে কান্নাকাটি করুন ; দৃশ্য-অদৃশ্য নির্বিশেষে সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আপনার আত্মার রোগ নিরাময়ের জন্য এটাই একমাত্র চিকিৎসা।' একথা শুনে পুণ্যবান লোকটি চিৎকার দিলেন এবং রোদন করতে করতে ফিরে আসলেন আর বলতে থাকলেন—'তুমি অতি উত্তম চিকিৎসক, আমার আত্মার সঠিক এলাজ তুমি করেছো।' চিকিৎসক

www.banglakitab.weebly.com

বললেন—'স্মরণ রাখবেন, এ চিকিৎসা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে অতীত জীবনের কৃত পাপকর্ম থেকে সঠিক তওবা করে আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে ফিরে এসেছে।'

জনৈক ব্যক্তি একদা একটি কৃতদাস খরিদ করেছিলো। কৃতদাস মনিবকে বললো, 'হে মনিব! আপনার কাছে আরজ করার মত আমার তিনটি শর্ত রয়েছে ঃ এক,— ফরয নামাযের সময় উপস্থিত হলে, আপনি আমাকে ইবাদত হতে বিরত রাখবেন না। দুই,—দিনের বেলায় আপনি আমাকে যে কোন কাজের নির্দেশ দিন, তা' আমি উৎফুল্লচিত্তে পালন করবো ; কিন্তু রাতে আমাকে কোন কাজের হুকুম করবেন না। তিন,—আপনার বাড়ীতে আমার জন্য একটি স্বতন্ত্র নির্জন কোঠার ব্যবস্থা করে দিন, সেখানে আমাকে ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।' মনিব তার সব কয়টি শর্ত মেনে নিলো এবং বললো,—'তোমার পছন্দ মত একটি কামরা বেছে নাও'। অতঃপর সে অতি ক্ষুদ্র ও ভগ্ন একটি কামরা পছন্দ করে নিলো। মনিব জিজ্ঞাসা করলো—তুমি এই ক্ষুদ্র ও ভগ্ন কামরাটি কেন বেছে নিলে? সে বললো ঃ 'হে মনিব! আপনি কি জানেন না যে, ভগ্ন ও উজাড় কামরা আল্লাহ্ পাকের যিক্‌রের দ্বারা বাগিচায় পরিণত হয়?' অতঃপর সে উক্ত কামরায় অবস্থান করতে লাগলো ; দিনের বেলা সে মনিবের খেদমত করতো এবং রাতে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকতো। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদা মনিব পায়চারি করতে করতে গোলামের হুজ্‌রার কাছে পৌঁছে দেখতে পেলো—কামরার অভ্যন্তরে একটি উজ্জ্বল আলোকরশ্মি চমকাচ্ছে এবং গোলাম সিজ্‌দায় পড়ে আছে, আর তার মাথা বরাবর যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত একটি নূরের কিন্দীল (লণ্ঠন বা প্রদীপ) ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এদিকে গোলাম অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে আল্লাহ্‌র কাছে রোদন করে মুনাজাত করছে ঃ 'আয় আল্লাহ্! আপনি আমার উপর মনিবের খেদমত লাযেম ও অপরিহার্য করে দিয়েছেন। যদি আমার উপর এ দায়িত্ব না থাকতো, তা' হলে আমি শুধু আপনার ইবাদতেই মশগুল থাকতাম। অতএব হে আল্লাহ্! আমার এই অপারগতা আপনি কবুল করে নিন।' এদিকে মনিব এ সবকিছু অবলোকন করছিল। অবশেষে সকাল বেলা সেই কিন্দীল বা নূরের জ্যোতি বিলীন হয়ে গেলো এবং গৃহের ছাদ আবার পূর্বের মত হয়ে

www.banglakitab.weebly.com

গেলো। অতঃপর মনিব সেখান থেকে প্রস্থান করে তার স্ত্রীর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলো। পরদিন রাতে মনিব স্ত্রীকে নিয়ে গোলামের গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলো—পূর্বের ন্যায় তাঁর মাথা হতে আসমান পর্যন্ত নূরের কিন্দীল ঝুলছে আর সে সিজদায় পড়ে কান্নাকাটি করছে। এভাবে রাত প্রভাত হলে তারা গোলামকে ডেকে বললো—তোমাকে আমরা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আযাদ করে দিলাম ; তুমি এখন আমাদের দায়-দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন, যাতে তুমি আল্লাহ্‌র দরবারে যে উযর পেশ করেছিলে, তা' তোমার জন্য আল্লাহ্‌র ইবাদতে বাধা না হয়। এরপর গোলাম আকাশের দিকে মস্তক উত্তোলন পূর্বক নিম্নের পংক্তিটি পড়লো ঃ

يَا صَاحِبَ السِّرِّ اِنَّ السِّرَّ قَدْ ظَهَرَا
وَلَا اُرِيْدُ حَيَاتِيْ بَعْدَ مَا اشْتَهَرَا

'হে গোপন রহস্যের মালিক! আমার গোপন ভেদ প্রকাশিত হয়ে গেছে, এখন আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।'

তারপর সে বললো ঃ 'হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে মৃত্যু প্রার্থনা করি, আমাকে এ মুহূর্তেই দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন।' এই দো'আর পরমুহূর্তেই সে মাটিতে লুটে পড়লো এবং চিরদিনের জন্য দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র আশেক ও নেক সাধকদের অবস্থায়ই এরূপ হয়ে থাকে ; এ থেকে আমাদের সবক হাসিল করা উচিত।

'যাহ্‌রুর-রিয়াদ' কিতাবে আছে—হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের সাথে এক ব্যক্তির গভীর বন্ধুত্ব ছিল। একদা সে বললো ঃ 'হে মূসা! আপনি দো'আ করে দিন, যাতে আমি আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর যথার্থ হক অনুযায়ী চিন্‌তে পারি।' মূসা আলাইহিস্ সালাম দো'আ করে দিলেন এবং তা' আল্লাহর দরবারে কবুল হলো। অতঃপর লোকটি পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে বন্য জীব-জন্তুর সাথে মিশে গেলো। মূসা আলাইহিস্ সালাম বন্ধুকে না পেয়ে আল্লাহর নিকট দো'আ করলেন ঃ 'ইয়া আল্লাহ! আমি আমার ভ্রাতা ও বন্ধুকে হারিয়ে ফেলেছি ; আমাকে তার সংবাদ জানিয়ে দিন।' উত্তর আসলো, 'হে মূসা! আমার সত্যিকার মা'রেফাত যার হাসিল হয়েছে, সে কখনও মাখলুকের

www.banglakitab.weebly.com

সাহচর্যে থাকতে পারে না।'

বর্ণিত আছে—একদা হযরত ঈসা ও ইয়াহ্য়া আলাইহিমাস্ সালাম বাজারে পায়চারি করছিলেন। এ সময় হঠাৎ একজন মহিলার গায়ে তাঁদের ধাক্কা লাগে। হযরত ইয়াহ্য়া আলাইহিস সালাম বললেন ঃ 'খোদার কসম, এ বিষয়ে আমি কিছুই বলতে পারি না ; আমি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ছিলাম।' হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন ঃ 'সুবহানাল্লাহ! আপনার সম্পূর্ণ দেহটি আমার সাথে ; অথচ আপনার অন্তঃকরণ এ সময় কোথায় ঘুরছে?' তিনি বললেন ঃ 'ভাই! আমার অন্তর যদি এক মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারও কল্পনা করে, তা'হলে আমার এরূপ মনে হয় যে, আমি আল্লাহকে চিনি নাই।'

সূফিয়ায়ে কেরাম বলেন ঃ 'আল্লাহর সঠিক পরিচয় প্রাপ্তির লক্ষণ হচ্ছে,—দুনিয়া ও আখেরাত উভয়কে পরিত্যাগ করা এবং একমাত্র মাওলার জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে যাওয়া। খোদার প্রেমিক মহব্বতের অমৃত সুরায় এমন বিভোর-সংজ্ঞাহীন হবে যে কিয়ামতে খোদার দীদারের আগে হুঁশে আসবে না। এটা বান্দাকে খোদার পক্ষ হতে দেওয়া এক বিশেষ নূর।'

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১২

ইবলীস ও ইবলীসের শাস্তি

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ○

'তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা'হলে আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদেরকে ভালবাসেন না।' (আলি-ইমরান ঃ ৩২)

অর্থাৎ—তারা যদি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ইতা'আত ও আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা'হলে আল্লাহ তা'আলা এহেন কাফেরদের ক্ষমা করবেন না এবং তাদের তওবাও কবুল করবেন না। যেমন ইবলীসের তওবা তার কুফ্র ও অহংকারের কারণে কবুল করেন নাই। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, হযরত আদম (আঃ) নিজের অপরাধ স্বীকার করেছিলেন এবং এজন্যে তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছিলেন ; পরন্তু নিজেকে মালামত ও ভৎর্সনা করেছিলেন। অথচ হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের কৃতকর্মটি মূলতঃ কোনরূপ গুনাহ্ ছিল না। কেননা আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম সর্বপ্রকার গুনাহ্ থেকে পবিত্র হয়ে থাকেন ; কখনও তাঁদের দ্বারা কোনরূপ গুনাহের কাজ অনুষ্ঠিত হয় না। এমনকি অধিকতর সঠিক অভিমত অনুযায়ী নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে তো বটেই, নবুওয়াতের পূর্বেও তাঁরা নিষ্পাপ থাকেন তথাপি অনুষ্ঠিত কার্যটি যেহেতু বাহ্যতঃ গুনাহের সদৃশ ছিল, তাই হযরত আদম ও হাউওয়া আলাইহিমাস সালাম উভয়ই সেটাকে স্বীকার করেছিলেন এবং আল্লাহ্র কাছে এভাবে ক্ষমা চেয়ে দো'আ করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি, যদি

www.banglakitab.weebly.com

আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবো।' (আ'রাফ ঃ ২৩)

তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ না হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তওবা, লজ্জা ও অনুতাপ প্রকাশ করেছিলেন। যেমন আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে নির্দেশ করেছেন ঃ

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط

'তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।' (যুমার ঃ ৫৩)

পক্ষান্তরে, ইবলীস না গুনাহ্ স্বীকার করেছে, না লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছে, না নিজেকে ভৎর্সনা করেছে, না আল্লাহ্র রহমতের কোন আশা করেছে ; বরং সে রীতিমত আস্ফালন করতে শুরু করেছে। অতএব যে ব্যক্তির অবস্থা এই ইবলীসের মত হবে, তার তওবা কবুল হবে না। আর যার অবস্থা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের ন্যায় হবে, তার তওবা কবুল হবে। কেননা যে গুনাহ্ লোভ-লালসা থেকে উৎপন্ন হয়, সেটার ক্ষমা ও মার্জনার আশা করা যায় ; কিন্তু যে গুনাহ্ অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কালকূট বিষ থেকে উৎসারিত হয়, সেটার ক্ষমা ও ক্ষতিপূরণের আশা করা যায় না। মূলতঃ হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের ত্রুটির উৎস ছিল (ফল ভক্ষণের) লোভ আর ইবলীসের পাপ ও অবাধ্যতার কারণ ছিল তার অহংকার ও আত্মম্ভরিতা।

বর্ণিত আছে,—একদা পাপিষ্ঠ ইবলীস হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো ঃ 'হে মূসা! আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা রিসালত ও নবুওয়াতের সম্মানে ভূষিত করেছেন, আপনার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।' হযরত মূসা (আঃ) বললেন ঃ 'তা অবশ্যই ; কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি আমার কাছে কি চাও? এবং তুমি কে?' ইবলীস বললো,– 'হে মূসা! আপনি আপনার প্রভুর কাছে বলুন যে, আপনার একজন মাখ্লূক তওবা করতে চায়।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট ওহী প্রেরণ করলেন ঃ 'মে মূসা! তুমি তাকে বলে দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার দরখাস্ত শ্রবণ করেছেন। অতঃপর তাকে হুকুম কর, সে যেন আদম আলাইহিস্ সালামের কবরকে সম্মুখে রেখে সিজদা করে। যদি

www.banglakitab.weebly.com

সে এভাবে সিজদা করে নেয়, তা' হলেও আমি তার তওবা কবুল করে নিবো এবং তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিবো।' হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ইবলীসকে এভাবে বললে সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং দম্ভের সাথে বলতে লাগলো,—'হে মূসা! আমি আদমকে বেহেশ্তে সিজদা করি নাই, এখন তার মৃত্যুর পর আমি তাকে সিজদা করতে পারি না।'

বর্ণিত আছে,—ইবলীসকে যখন দোযখে নিক্ষেপ করার পর কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে, তখন জিজ্ঞাসা করা হবে,—'আল্লাহ্র আযাব কেমন হচ্ছে?' সে বলবে,—'অত্যন্ত কঠিন, যারপর আর কঠিন আযাব হতে পারে না।' এ সময় ইবলীসকে বলা হবে, 'হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম তো বেহেশ্তে আছেন, তুমি এখনও তাকে সিজদা করে মাফ চেয়ে নাও, তোমাকে মাফ করে দেওয়া হবে।' এ কথার পরেও সে হযরত আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করবে। অতঃপর অন্যান্য দোযখীদের তুলনায় তার আযাব সত্তর গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে।

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে,—আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে এক লক্ষ বৎসর পর পর দোযখ হতে বাহিরে আনয়ন করবেন এবং হযরত আদম (আঃ)-কেও বাহিরে আনা হবে। অতঃপর তাকে সিজদা করার হুকুম করা হবে। তখনও বারবার ইবলীস হযরত আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করবে। এভাবে তাকে পুনঃ পুনঃ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। প্রিয় সাধক! তুমি যদি ইবলীসের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা পেতে চাও, তা' হলে মাওলা পাকের সান্নিধ্যে আশ্রয় গ্রহণ কর এবং আত্মরক্ষার জন্য তার কাছেই প্রার্থনা কর।

কিয়ামতের দিন আগুনের একটি কুরসী পাতা হবে, এবং ইবলীসকে সেই কুরসীর উপর বসানো হবে। তখন সে গর্দভের ন্যায় চিৎকার করতে থাকবে। এ চিৎকার শুনে অন্যান্য শয়তান ও কাফেরগণ তার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হবে। তখন সে বলবে,—'হে দোযখের অধিবাসীরা! তোমরা কেমন পেলে? তোমাদের প্রভু যে ওয়াদা করেছিলেন, তা' বাস্তবে পেয়েছো?' তারা বলবে,—'আমাদের প্রভু যা বলেছিলেন, তা' সবই সত্য এবং আমরা সবই বাস্তবে পেয়েছি।' ইবলীস পুনরায় বলবে ঃ 'আজ আমি আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ে গেছি।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে

www.banglakitab.weebly.com

হুকুম করবেন,—'ইবলীস এবং ইবলীসের সকল অনুসারীকে লোহার গুরুজ দিয়ে শাস্তি প্রদান কর।' অতঃপর এভাবে তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত জাহান্নামের গভীর তলদেশের দিকে ধাবিত হতে থাকবে এবং কস্মিনকালেও তাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

বর্ণিত আছে,—ক্বিয়ামতের দিবস ইবলীসকে হাজির করার পর আগুনের কুরসীতে বসানো হবে, তার গলায় অভিশাপের বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তা'আলা 'যাবানিয়া (জল্লাদ ফেরেশ্তাদের)'-কে হুকুম করবেন যে, 'তাকে হেঁচড়িয়ে টেনে কুরসী হতে অপসারণ করে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।' ফেরেশ্তাগণ তাকে ধরে অনেক চেষ্টা করবে কিন্তু জাহান্নামে ফেলতে পারবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালামকে হুকুম করবেন— আশি হাজার ফেরেশ্তার সহযোগিতায় তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে ; কিন্তু তিনিও এতে ব্যর্থ হবেন। অনুরূপ হযরত ইস্রাফীল আলাইহিস্ সালামও ব্যর্থ হবেন। হযরত আয্রাঈল আলাইহিস্ সালামকে হুকুম করা হবে এবং প্রত্যেক ফেরেশ্তার সাথে আরও আশি হাজার করে ফেরেশ্তা সহযোগী হবে ; কিন্তু তিনিও এভাবে ব্যর্থ হবেন। এরপর আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ 'আমি যত ফেরেশ্তা সৃষ্টি করেছি, তৎসমুদয়ের দ্বিগুণ ফেরেশ্তাও যদি এ কাজে প্রয়াস চালায়, তথাপি ইবলীসকে এখান থেকে অপসারণ করতে পারবে না। কারণ, আমি তার গলায় লা'নত ও অভিশাপের বেড়ী পরিয়ে দিয়েছি।

বর্ণিত আছে,—দুনিয়ার আসমানে ইবলীসের নাম ছিল আবেদ (ইবাদত-গুযার), দ্বিতীয় আসমানে নাম ছিল যাহেদ (সর্বস্ব ত্যাগী), তৃতীয় আসমানে নাম ছিল আরেফ (খোদার যথার্থ পরিচয়প্রাপ্ত), চতুর্থ আসমানে ছিল ওলী (আল্লাহ্র দোস্ত), পঞ্চম আসমানে ছিল তক্বী (মুত্তাকী-পরহেযগার), ষষ্ঠ আসমানে ছিল খাযেন (সম্পদ সংরক্ষক-আমানতদার), এবং সপ্তম আসমানে ছিল আযাযীল ; কিন্তু লাউহে মাহ্ফূযে তার নাম ছিল ইবলীস (নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত), সে নিজের শেষ পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল ও বে-খবর ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাকে সিজদা করার হুকুম করলেন, তখন সে বলেছে,—'আদমকে আপনি আমার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন? আমি

www.banglakitab.weebly.com

তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ; আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে।' আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন,—'আমি আমার অভিপ্রায়ে যা ইচ্ছা তা' করে থাকি।' ইবলীস তখন নিজেকে বড় এবং বুযুর্গ জ্ঞান করে অহংকার ও ঘৃণা-অবজ্ঞার সাথে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দম্ভভরে সটান দাঁড়িয়ে থাকে। অথচ ফেরেশ্তাগণ আল্লাহ্র হুকুমের পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত হযরত আদমের জন্য সিজদাবনত অবস্থায় পড়েছিলেন। ফেরেশ্তাগণ সিজদা শেষ করে মাথা উত্তোলন করার পর যখন দেখলেন, ইবলীস সিজদা করে নাই, তখন তারা আল্লাহ্র হুকুম পালনে তাওফীক প্রাপ্তির জন্য দ্বিতীয়বার শুক্রানা সিজদা আদায় করেন। কিন্তু ইবলীস সেই পূর্ববৎ হযরত আদম থেকে মুখ ফিরিয়ে সদম্ভে দাঁড়িয়ে থাকে ; আল্লাহ্র আনুগত্য ও হুকুম পালনের মোটেও চিন্তা করে নাই ; না-ফরমানী ও অবাধ্যতার উপর কিঞ্চিৎ লজ্জাবোধ করে নাই। এই কৃতকর্মের ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে চতুষ্পদ জন্তুর আকৃতিতে শূকরের ন্যায় উপুড় করে দেন। তার মাথা উটের মাথার ন্যায়, বক্ষভাগ বৃহদাকার উষ্ট্রের কুঁজের ন্যায় করে দেন, মুখমণ্ডল বানরের চেহারায় বিকৃত করে দেন। চক্ষুদ্বয় চেহারার প্রস্থের দিকে সংকীর্ণ করে দৈর্ঘ্যের দিকে বাড়িয়ে লম্বা করে দেন—তখন চক্ষুদ্বয়ে বিশ্রী ফাটা দাগ পরিদৃষ্ট হতে থাকে। তার নাসিকার ছিদ্রদ্বয় সিঙ্গাকারী (দূষিত রক্ত বের করার কারিগর) ব্যক্তির লুটার ন্যায় খোলা দেখা যায়। তার ঠোঁট দু'টি গরুর ঠোঁটের আকৃতিতে পরিবর্তন করে দেন এবং দাঁতগুলো শূকরের দাঁতের মত বাহিরের দিকে বের হয়ে থাকে। তার মুখমণ্ডলে দাঁড়ির মাত্র সাতটি পশম বাকী রয়েছে। তাকে জান্নাত থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে। বরং আসমান ও যমীনের সকল আবাদ এলাকা হতে বের করে অনাবাদী বিজন প্রান্তরে বিতাড়িত করা হয়েছে। মনুষ্য আবাসে এখন সে লুকিয়ে লুকিয়ে আসে। হাশরের কর্মফল দিবস পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মালঊন ও অভিশপ্ত করে দিয়েছেন ; কারণ সে জঘন্যতম কাফেরে পরিণত হয়েছে। প্রিয় সাধক! এখন চিন্তা করার বিষয়,—এ-তো সে-ই, যে এক সময় মুগ্ধকর রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারী ছিল। অতি আকর্ষণীয় চারটি ডানা ছিল তার। অগাধ জ্ঞান-বিদ্যা ও আমল-ইবাদতের অধিকারী ছিল সে। ফেরেশ্তাদের মধ্যে তার উপাধি ছিল 'তাঊসুল-মালায়িকাহ্' বা

www.banglakitab.weebly.com

সৌন্দর্যের ময়ূর। সকলের মান্য-গণ্য ও বরেণ্য ছিল সে। কিন্তু শুধুমাত্র অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কারণে কোন কিছুই তার কাজে আসে নাই। এতে শিক্ষণীয় বহুকিছু রয়েছে ; কেবল বাহ্যিক আচার-আচরণ ও আমল-ইবাদতই মুখ্য নয়, আল্লাহ্ তা'আলার ফযল-করম ও মেহেরবানীই হচ্ছে আসল বিষয়।

বর্ণিত আছে,—যখন ইবলীস দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় উপনীত হবে, তখন হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল আলাইহিমাস্ সালাম ক্রন্দন করে উঠবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তোমরা কি কারণে কাঁদছো?' তাঁরা বলবেন,—'ইয়া আল্লাহ্! আমাদের ভয় হয়,—কখন আমাদের উপরেও এহেন দুর্গতি এসে পড়ে ; এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারছি না।' আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন,—'তোমরা আমা হতে বস্তুতঃই এরূপ ভীত ও শঙ্কিত থাক।'

রেওয়ায়াতে আছে,—একদা ইবলীস বলেছিল ঃ 'পরওয়ারদিগার! আমাকে আদমের কারণে জান্নাত থেকে বহিস্কার করেছেন, আপনি যদি আমাকে ক্ষমতা দান না করেন, তা' হলে আমি তার শত্রুতা ও ক্ষতিসাধন করতে পারবো না।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'আমি তোকে ক্ষমতা দান করলাম।' অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের সন্তানদের উপর সে ক্ষমতা পেয়ে গেল ; তবে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম মাসূম ও নিষ্পাপ হওয়ার কারণে শয়তান থেকে মাহ্ফুয থাকবেন ; তাঁদের উপর তার কোন ক্ষমতা চলবে না। ইবলীস বললো,—'আমাকে আরও অধিক ক্ষমতা দান করুন।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'এক একজন আদম সন্তানের শত্রুতার জন্য তোর দুই-দুইটি সন্তান জন্ম নিবে।' সে বললো,—'আরও অধিক করে দিন।' আল্লাহ্ বল্লেন,—'তাদের বক্ষদেশ তোর আবাসস্থল হবে এবং তাদের শিরায় শিরায় তোর চলার ক্ষমতা থাকবে।' সে বললো,—'আরও অধিক করে দিন।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন,—'আদম সন্তানের বিরুদ্ধে তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে মেতে উঠ, তোর সর্ববিধ সহযোগীদের নিয়ে তাদের ক্ষতিসাধনে মত্ত হয়ে যা, তাদেরকে ধন-সম্পদ উপার্জনে, জীবিকা নির্বাহে হারাম ও ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত করার প্রয়াস চালিয়ে যা। তাদের সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে হারাম উপায়—যথা, ঋতুকালীন সময়ে স্ত্রীগমণে

www.banglakitab.weebly.com

উদ্বুদ্ধকরণ, সন্তান-সন্ততির শিরকী নাম রাখা, যেমন আবদুল উয্যা ইত্যাদি—অবলম্বনে প্রতারিত কর। অনুরূপ, ভ্রান্ত ধর্ম ও মতবাদ পেশ করে গর্হিত ও কলুষিত বাক্য ও কার্যাবলীর দ্বারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট কর, যেমন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দান, মূর্তিপূজার জন্য উদ্বুদ্ধ করে একথা বলা যে, এরা তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে, অথবা বাপ-দাদার বুযুর্গীর দ্বারাই নাজাত পেয়ে যাবে কিংবা দীর্ঘদিন বাঁচার আশা দিয়ে তওবা থেকে বিরত রাখা ইত্যাদি। এসবকিছু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দার সাবধানতার জন্য করা হয়েছে।

অপরদিকে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম আরজ করেছেন ঃ 'হে পরওয়ারদিগার! 'আপনি ইবলীসকে আমার আওলাদ ও সন্তান-সন্ততির উপর ক্ষমতাবান করে দিয়েছেন ; এখন আপনার তাওফীক ও সাহায্য ছাড়া রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নাই।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন,—'তোমার প্রতিটি সন্তানের সাথে একজন করে সংরক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত থাকবে।' আদম (আঃ) বললেন,—'ইয়া আল্লাহ্! আমাদেরকে আরও অধিক সাহায্য করুন।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,—'যতক্ষণ পর্যন্ত আদম সন্তানের দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের জন্য তওবার দরজা খোলা থাকবে।' হযরত আদম (আঃ) বললেন,—'আরও সাহায্য করুন।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ 'আমি আদম-সন্তানকে ক্ষমা করতে থাকবো, তারা যত গুনা-ই করুক না-কেন, আমি কোন পরওয়া করবো না।' হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম বললেন,—'এখন যথেষ্ট হয়েছে।'

ইবলীস আল্লাহ্‌র দরবারে আরজ করেছে,—'হে আল্লাহ্! আপনি বনী আদমের জন্য রাসূল পাঠিয়েছেন, কিতাব নাযিল করেছেন ; কিন্তু আমার বার্তাবাহক কে হবে?' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'তোর বার্তাবাহক হবে গণক বা জ্যোতিষকর্মীরা।' ইবলীস বললো,—'আমার কিতাব কি হবে?' আল্লাহ্ বললেন ঃ 'শরীর গোদানোর নক্‌শা।' সে বললো,—'আমার কালাম কি হবে?' আল্লাহ্ বললেন ঃ 'মিথ্যা'? সে বললো,—'আমার কুরআন কি হবে? আল্লাহ্ বললেন ঃ 'কবিতা।' সে বললো,—'আমার মুআয্‌যেন কে?' আল্লাহ্ বললেন ঃ 'বাঁশী ও বাদ্যযন্ত্র।' সে বললো,—'আমার মসজিদ কি?' 'আল্লাহ্ বললেন,—'বাজার'। সে বললো,—'আমার গৃহ কি?' আল্লাহ্ বললেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

'হাম্মামখানা (গোসলখানা বা স্নানাগার)।' সে বললো,—'আমার খাদ্য কি?' আল্লাহ্ বললেন ঃ 'যে খাদ্যের উপর বিসমিল্লাহ্ পড়া হবে না।' সে বললো,—'আমার পানীয় কি?' আল্লাহ্ বললেন ঃ 'শরাব (মদ)।' সে বললো,—'আমার শিকারের জাল (ফাঁদ) কি?' আল্লাহ্ বললেন ঃ 'মেয়েলোক।'

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১৩

আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর আমানত

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

'আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করলো এবং এতে ভীত হলো।' (আহ্যাব ঃ ৭২)

অর্থাৎ,—আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এরা ভয় ও আশংকা করেছে যে, আমানতের এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনকরণে কোনরূপ খেয়ানত বা ত্রুটি হলে আমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব নেমে আসবে। আলোচ্য আয়াতে 'আমানত' শব্দ দ্বারা ইবাদত–বন্দেগী ও ফরয আমলসমূহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেগুলো পুরাপুরিভাবে পালন করলে চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ এবং অমান্য করলে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন ঃ 'সহীহ্ অভিমত অনুযায়ী 'আমানত' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে দ্বীনের সকল আমল ও আহ্কামই আমানতের অন্তর্ভুক্ত।' এ অভিমতটি উম্মতের প্রায় সকলেই গ্রহণ করেছে। তবে বিষয়টির ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাস্‌উদ (রাযিঃ) বলেন ঃ 'উক্ত আয়াতে মাল–সম্পদের আমানত তথা হিফাযতের জন্য কারও কাছে রক্ষিত ধন–দওলতের কথা বলা হয়েছে।' হযরত ইব্নে মাস্‌উদ থেকে এ ব্যাখ্যাও বর্ণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা সমস্ত ফরয কার্যসমূহকে উদ্দেশ্য

www.banglakitab.weebly.com

করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে মাল ও সম্পদের আমানতই হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বের দাবীদার।' হযরত আবুদ্দারদা (রাযিঃ) বলেন,—'জানাবতের (ফরয) গোসলকার্য সম্পন্ন করাও একটি আমানত।' হযরত ইব্নে উমর (রাযিঃ) বলেন,—'আল্লাহ্ তা'আলা মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সর্বপ্রথম লজ্জাস্থান সৃষ্টি করেছেন এবং বলে দিয়েছেন,—'হে মানব! এটা আমানত, যা আমি তোমার কাছে রেখেছি ; অবৈধ ব্যবহারে এতে কোনরূপ খেয়ানত করো না—তুমি যদি এর হিফাযত কর, তা' হলে আমি তোমার হিফাযত করবো।' অতএব লজ্জাস্থান যেমন আমানত, তেমনি কান, চোখ, জিহবা, পেট, হাত, পা প্রভৃতিও আমানত। সুতরাং এগুলোর প্রত্যেকটির হিফাযত অপরিহার্য কেননা 'যে ব্যক্তির আমানতদারী নাই, মূলতঃ তার ঈমানদারীই নাই।'

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন,—যখন আসমান, যমীন ও পাহাড়সমূহের উপর আমানত পেশ করা হয়েছে, তখন এগুলো এবং এগুলোর উপর যা কিছু ছিল সব কম্পমান হয়ে উঠেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,—'তোমরা যদি এ আমানত গ্রহণ করে দায়িত্ব পালন করতে পারো, তা' হলে তোমাদেরকে পুরস্কৃত করবো। আর তা' না হলে তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবো।' তারা বললো,—'হে আল্লাহ্! আমরা এ গুরুতর দায়িত্বের উত্তাপ সহ্য করতে পারবো না।' হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন,—'হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করার পর তাঁর সম্মুখে যখন উক্ত আমানত পেশ করা হয়েছে, তখন তিনি বলেছেন,—'পরওয়ারদিগার! আমি আমানতের এ বোঝা গ্রহণ করে নিলাম।'

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আসমান, যমীন ও পর্বতমালার উপর আমানত পেশ করার পর এদেরকে তা' প্রত্যাখান করার অবকাশ ও এখ্তেয়ার দেওয়া হয়েছিল ; এ ব্যাপারে তাদেরকে বাধ্য করা হয় নাই। তা' না হলে উপস্থাপিত আমানত গ্রহণ না করে তাদের কোন গত্যন্তর থাকতো না।

হযরত ক্বাফ্ফাল (রহঃ) বলেন,—'বস্তুতঃ উক্ত আয়াতে আসমান, যমীন ও পর্বতমালার উপর আমানত পেশ করার বিষয়টিকে উদাহরণ বা উপমা স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এগুলোর অতিশয় বিশালতার কারণে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের বোঝা যদি এদের উপর চাপিয়ে দেওয়া

www.banglakitab.weebly.com

হতো,— যেগুলোর উপর শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয় নির্ভর করে—তা' হলে এই বিশালতা সত্ত্বেও এদের দ্বারা আমানতের গুরুদায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর হতো না ; বরং তারা সম্পূর্ণ অপরাগ ও অক্ষম হতো। অথচ হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম এই মহানতর দায়িত্ব স্বস্কন্ধে গ্রহণ করে নিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

'কিন্তু মানুষ তা' বহন করলো।' (আহ্যাব ঃ ৭২)

রূহ্ জগতে হযরত আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সকল সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে যখন অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল, তখনই হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম আমানতের এ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।'

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

নিশ্চয়ই সে জালেম অজ্ঞ।' (আহ্যাব ঃ ৭২)

অর্থাৎ,—আমানতের এ বোঝা গ্রহণ করার মুহূর্তে পরিণামের সর্ববিধ আশংকার ব্যাপারে সে অজ্ঞ ছিল অথবা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম-আহ্কাম সম্পর্কে সে অনবগত ছিল।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন,—'হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের সম্মুখে এ আমানত পেশ করার সময় বলা হয়েছিল ঃ 'হে আদম! এ আমানতের সাথে আরও যা' কিছু আছে, সব সহকারে তুমি তা' বহন কর ; এরপর যদি তুমি আমার অনুগত হয়ে চলো, তা'হলে আমি তোমাকে ক্ষমা করবো, আর যদি না-ফরমানী করো, তা' হলে তোমাকে শাস্তি দিবো।' হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম বললেন ঃ 'আমি সবকিছু সহ উক্ত আমানত গ্রহণ করলাম।' অতঃপর আমানত গ্রহণের এ দিনটিতে কেবল আসরের পর থেকে রাত পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হয়েছিল, এর মধ্যে হযরত আদম (আঃ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আহার করে ফেলেছিলেন। সেদিন যদি আল্লাহ্ পাকের অপার করুণা তাঁকে আচ্ছাদিত করে না নিতো,

www.banglakitab.weebly.com

তা' হলে এটা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সীমাহীন দুরূহ ব্যাপার ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অনন্ত মেহেরবানী করে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের তওবা কবুল করে নিয়েছেন এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।

বস্তুতঃ 'আমানত' শব্দটির উৎপত্তিস্থল হচ্ছে 'ঈমান'। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্-প্রদত্ত আমানতের হিফাযত করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ঈমানের হিফাযত করবেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ وَ لَا دِيْنَ لِمَنْ لَّا عَهْدَ لَهٗ۔

'আমানত ও সংরক্ষণ গুণ যার নাই, তার ঈমানও নাই। অনুরূপ যে ওয়াদা পূরণ করতে জানে না, সে দ্বীনশূন্য।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلٰى كُلِّ خُلُقٍ لَيْسَ الْخِيَانَةَ وَ الْكِذْبَ ۔

'প্রকৃত মু'মিন কখনও খেয়ানতকারী ও মিথ্যুক হতে পারে না।'

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'আমার উম্মত যতদিন পর্যন্ত আমানতের মালকে গণীমতের মালের মত হালাল এবং দান-খয়রাত করাকে জরিমানা বা অর্থদণ্ড মনে না করবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে কল্যাণ ও শান্তি বিরাজ করবে।'

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ۔

'লোকের আমানত সঠিকভাবে পৌঁছিয়ে দাও ; এমনকি তোমার সাথে যে খেয়ানত করেছে, তার আমানত পৌঁছাতেও কুণ্ঠিত হয়ো না।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে,—হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ اِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَ اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

'মুনাফিকের অলামত তিনটি, মিথ্যা বলা, ওয়াদা বরখেলাফ করা এবং আমানতে খেয়ানত করা।'

অর্থাৎ,—আমানত স্বরূপ তাকে কোন কথা বললে লোকদের মধ্যে সে তা' প্রচার করে খেয়ানতে লিপ্ত হয়, তার কাছে কোন সম্পদ গচ্ছিত রাখলে পরবর্তী সময় সে তা' অস্বীকার করে ; অথবা সে গচ্ছিত মালের হিফাযত করে না কিংবা মালিকের অনুমতি ছাড়া সে তা' ব্যবহার করে। এজন্যে আমানতের হিফাযত করা মূলতঃ নৈকট্য–প্রাপ্ত ফেরেশ্‌তা, আম্বিয়ায়ে কেরাম, আল্লাহ্‌র নেক ও পরহেযগার বান্দাগণের অভ্যাস তথা এ অভ্যাসে যারা অভ্যাসী, তারাই প্রকৃত নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ আ'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও।' (নিসা ঃ ৫৮)

মুফাস্‌সিরীনে কেরাম উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, শরীয়তের বহু মূলনীতি এ আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ হুকুমের লক্ষ্য সাধারণ মুসলমানগণ ছাড়াও বিশেষভাবে ক্ষমতাসীন শাসকবর্গও হতে পারে। সুতরাং শাসকবর্গের কর্তব্য হচ্ছে,—মজলুম ও নিপীড়িতদের সাথে ন্যায়–পরায়নতা এবং সর্বদা হক ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। কেননা, এটাও আমানত। সেইসঙ্গে মুসলমানদের ধন–সম্পদের হিফাযত করা এবং এতীমের মালের রক্ষণাবেক্ষণ করাও শাসকের দায়িত্ব। অনুরূপ, উলামায়ে কেরামের আমানত ও দায়িত্ব হচ্ছে,—সর্বসাধারণকে দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়া, যে দ্বীনের হিফাযতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা উলামায়ে কেরামকে মনোনীত করেছেন। এমনিভাবে পিতার কর্তব্য ও আমানত হচ্ছে,—সন্তান–সন্ততির তরবিয়ত করা, আখ্‌লাক ও সচ্চরিত্র শিক্ষা দেওয়া, দ্বীনি তালীম দেওয়া।

www.banglakitab.weebly.com

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

'তোমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব অধীনস্তের জিম্মাদার এবং এ সম্পর্কে তোমাদের প্রত্যেকেরই জবাবদেহী করতে হবে।'

যাহ্‌রুর-রিয়াদ কিতাবে আছে,—কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির করা হবে। তাকে আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন ঃ 'তুমি কি অমুক ব্যক্তির আমানত ফেরৎ দিয়েছিলে?' সে বলবে,—'পরওয়ারদিগার! আমি তা' ফেরৎ দেই নাই।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা এক ফেরেশ্‌তাকে হুকুম করবেন ; সে ওই ব্যক্তিকে ধরে জাহান্নামে নিয়ে যাবে এবং সেখানে তাকে সেই আমানত চাক্ষুসভাবে প্রত্যক্ষ করাবে। অতঃপর জাহান্নামে তাকে নিক্ষেপ করার পর সত্তর বৎসর পর্যন্ত সে জাহান্নামের তলদেশের দিকে যেতে থাকবে। এভাবে সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন গহ্বরে পৌছবে। তারপর সে আমানতের বস্তুটি নিয়ে উপরের দিকে ধাবমান হবে। এভাবে জাহান্নামের কিনারায় পৌছার পর তার পা পিছ্‌লিয়ে যাবে এবং পুনরায় জাহান্নামে পড়ে যাবে। অতঃপর পুনরায় উপরে উঠবে এবং পিছলিয়ে জাহান্নামের নিম্ন গহ্বরে পৌছবে। এভাবে বারবার তার এ অবস্থাই হতে থাকবে। সর্বশেষে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা'আতের ওসীলায় আল্লাহ্ পাক তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং আমানতের হকদার ব্যক্তি তার প্রতি রাজী হয়ে যাবে।

হযরত সালমা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, একদা আমরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তির মৃতদেহ জানাযার নামাযের জন্য হাজির করা হলো। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'এই মৃত ব্যক্তির উপর কি কারও কোন করজ পাওনা আছে?' লোকেরা বললো,—'না' । অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায পড়ালেন। কিছুক্ষণ পর অপর এক ব্যক্তির জানাযা হাজির করা হলে তিনি পূর্বের ন্যায় জানতে চাইলেন। লোকেরা বললো,—'হাঁ, এ ব্যক্তির উপর অন্যদের পাওনা আছে।' হুযুর (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন,—'মৃত্যুর পূর্বে সে কি কোন মাল-

www.banglakitab.weebly.com

সম্পদ রেখে গেছে?' লোকেরা বললো,—'না'। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন ঃ 'এ ব্যক্তির জানাযা তোমরা পড়ে নাও।'

হযরত ক্বাতাদাহ্ (রাযিঃ) বলেন,—এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলো,—'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি আল্লাহ্র রাস্তায় এখ্লাস ও ধৈর্য সহকারে জিহাদ করতে থাকি এবং কাফির-মুশরিকদের ভয়ে পলায়ন না করে বরং তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে লড়তে থাকি—এ অবস্থায় যদি আমি নিহত হই, তা' হলে কি আল্লাহ্ তা'আলা আমার গুনাহ্ মাফ করে দিবেন?' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,—'হাঁ'। একথা শুনে লোকটি প্রস্থান করলে পর পুনরায় তাকে ডেকে বলে দিলেন ঃ 'আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ ব্যক্তির সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে ; কিন্তু অন্যের প্রাপ্য করজ কখনও মাফ করা হবে না।'

---

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১৪

খুশু-খুজু ও নামাযের পূর্ণাঙ্গতা

বিনম্র আত্মসমর্পণ ও একাগ্রতার মাধ্যমে নামাযকে পূর্ণাঙ্গ সুন্দর ও প্রাণবন্ত করার নাম খুশু-খুজু। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝

'মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে,যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী-নম্র।' (মুমিনুন ঃ ১,২)

আয়াতে উল্লেখিত 'খুশু'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেছেন,—'এটা আত্মার সাথে সম্পর্কিত আমল। যেমন ভয় ও শঙ্কা'র সম্পর্ক আত্মার সাথে, তেমনি খুশু'ও একটি আত্মিক আমল। আবার কেউ কেউ খুশু'কে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে যুক্ত করে এটাকে বাহ্যিক আমল বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন,—শারীরিক স্থিরতা-ধীরতা, এদিক-সেদিক দৃষ্টি না করা, অহেতুক অঙ্গ সঞ্চালন থেকে বিরত থাকা ; নামাযের ভিতর এগুলো বাহ্যিক আমলের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। অনুরূপ, আরও কেউ কেউ বলেছেন, নামাযের জন্য খুশু'র প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য, অর্থাৎ এটা একান্ত ফরয পর্যায়ের বিষয়। অপরদিকে কেউ কেউ খুশু'কে নামাযের জন্য ফযীলত ও মুস্তাহাব বলে অভিহিত করেছেন। ফরয আখ্যাদানকারীগণ দলীল হিসাবে যে হাদীসখানি পেশ করে থাকেন, তা' হচ্ছে,—

لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلٰوتِهِ اِلَّا مَا عَقَلَ ـ

'নামাযের যতটুকু অংশ বান্দা উপলব্ধি করে আদায় করে, ততটুকু অংশই তার কবুল করা হয়।'

অনুরূপ এ আয়াতটিও উল্লেখ করেছেন ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ۝

www.banglakitab.weebly.com

'এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।' (তোয়াহা ঃ ১৪)

আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতে হলে যেহেতু গাফলতি ও অবহেলা পরিহার করতে হবে, তাই ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ لَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ○

'এবং গাফেলদের দলভুক্ত হয়ো না।' (আ'রাফ ঃ ২০৫)

ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) মুহাম্মদ ইব্‌নে সীরীন (রহঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন যে, উক্ত আয়াতের শানে নুযূল হচ্ছে,—হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে আকাশের দিকে দৃষ্টি উঁচু করে দেখতেন, তাই এ আয়াতে তা' নিষেধ করা হয়েছে। মুসনাদে আবদুর রায্‌যাকের সূত্রে অতিরিক্ত এ অংশটুকুও রয়েছে,—'অতঃপর তাঁকে নামাযে 'খুশু' অবলম্বন করার হুকুম করা হয়েছে। সেজন্যে তিনি নামাযে দৃষ্টিকে সিজদা'র স্থানে নিবদ্ধ করে রাখতেন।'

হাকেম ও বায়হাক্বী হযরত আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাযিঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেন,— হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে দৃষ্টিকে আকাশপানে উঁচু করার প্রেক্ষিতে আয়াতখানি নাযিল হয় ; তারপর থেকে তিনি দৃষ্টি নীচু করে নিয়েছেন।

হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ হচ্ছে এরূপ যে, তোমাদের কারো বাড়ীর সম্মুখে যদি একটি নহর থাকে এবং তাতে প্রচুর পানি থাকে, সেখানে দৈনিক পাঁচবার যদি সে গোসল করে, তা' হলে তার শরীরে কি সামান্যতম ময়লাও বাকী থাকবে?'

অর্থাৎ,—নামায আদায়ের দ্বারা মানুষ পাপের পঙ্কিলতা হতে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যায় ; কবীরা গুনাহ্‌ ব্যতীত সর্বপ্রকার গুনাহ্‌ মাফ হয়ে যায়। নামাযের এ মর্যাদা হাসিল করতে হলে বিনম্র আত্মসমর্পণ ও নিষ্ঠার সাথে নামায আদায় করতে হবে। নামাযে অন্তরকে হাজির রাখতে হবে। অন্যথায় এই নামায—নামায পাঠকারীর মুখে নিক্ষেপ করা হবে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ فِيْهِمَا

www.banglakitab.weebly.com

بِشَيْئٍ مِّنَ الدُّنْيَا غَفَرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ

'যে ব্যক্তি দুনিয়ার চিন্তা–ধান্দা হতে মুক্ত ও পবিত্র অন্তর নিয়ে দু'রাকাত নামায পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা তার অতীতের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিবেন।'

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,—'নামায, হজ্জ, তওয়াফ এবং হজ্জের অন্যান্য বিধানাবলী ইত্যাদি ইবাদত এজন্যে দেওয়া হয়েছে যে, এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করা হবে ; কিন্তু এগুলো পালন করতে সময় যে মহান সত্তাকে স্মরণ করা উদ্দেশ্য, যদি তাঁকে স্মরণ না করা হয়, তা' হলে এই যিক্র ও ইবাদত অর্থহীন বস্তুতে পর্যবসিত হয়।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ لَّمْ تَنْهَهُ صَلٰوتُهٗ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا بُعْدًا ـ

'যে ব্যক্তির নামায তাকে অশ্লীলতা ও অপছন্দনীয় কার্য হতে বিরত রাখতে পারলো না, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র নৈকট্য হতে ক্রমেই সরে যাচ্ছে।'

হযরত আবু বকর ইব্নে আবদুল্লাহ্ (রহঃ) বলেছেন ঃ 'তুমি যদি বিনা অনুমতিতে এবং কোন দু'ভাষী ছাড়াই তোমার মাওলার কাছে যেতে ইচ্ছা কর, তা' হলে যেতে পারো।' জিজ্ঞাসা করা হলো, এটা কি করে সম্ভব? তিনি বললেন,—'সুন্দরভাবে পরিপূর্ণরূপে উযূ করে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে যাও ; এভাবে তুমি অনুমতি ছাড়াই মাওলার দরবারে প্রবেশ করলে, অতঃপর (নামাযের ক্বিরাআত ও যিক্র–তসবীহের মাধ্যমে) দু'ভাষী ছাড়া কথা বল।'

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—'অনেক সময় এমন হতো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে কথাবার্তায় মগ্ন রয়েছেন

www.banglakitab.weebly.com

এবং আমরাও তাঁর সাথে কথাবার্তায় মগ্ন রয়েছি ; ইতিমধ্যে নামাযের সময় উপস্থিত হয়েছে, তখন হুযূরের অবস্থা এমন হতো, যেন তিনি আমাদেরকে চিনেন না এবং আমরাও তাঁকে চিনি না ; আল্লাহ্ তা'আলার আজমত ও প্রতাপ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলতো।' হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'নামাযে দণ্ডায়মান হওয়ার পর বান্দার শরীর যেমন উপস্থিত থাকে, তার অন্তরও যদি অনুরূপ উপস্থিত না থাকে, তা' হলে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ নামাযের প্রতি মোটেও দৃষ্টিপাত করেন না।'

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম নামাযে দণ্ডায়মান হওয়ার পর ভয়ে এতই কম্পমান হতেন যে, দূর থেকে তাঁর হৃদপিণ্ডের কম্পন শোনা যেতো। হযরত সাঈদ তানুখী (রহঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন অবারিত অশ্রু তাঁর গণ্ডদেশ প্রবাহিত হয়ে শ্মশ্রুতে পৌঁছতো।

একদা এক ব্যক্তিকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায রত অবস্থায় দাঁড়ি সঞ্চালন করতে দেখে বলেছেন,—'যদি এ ব্যক্তির অন্তরে খুশু ও একাগ্রতা থাকতো, তা' হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও স্থির থাকতো।'

বর্ণিত আছে,—হযরত আলী (রাযিঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তিনি ভয়ে কম্পমান হতেন এবং মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যেতো। একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো,—'হে আমীরুল-মুমেনীন! নামাযে আপনার এ অবস্থা হয় কেন?' তিনি বলেছেন ঃ 'তখন আল্লাহ্ তা'আলার সেই আমানত আদায়ের সময় এসে যায়, যে আমানত বহন করতে আসমান, যমীন ও পর্বতসমূহ অস্বীকার করেছে ; অথচ আমি তা' বহন করেছি।' হযরত আলী ইব্নে হুসাইন সম্পর্কে বর্ণিত আছে,—তিনি যখন উযূ করতেন, তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো। লোকজন এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন,—'তোমরা কি জাননা যে, এরপর আমি কার দরবারে দণ্ডায়মান হবো?'

হযরত হাতেম আসাম্ম (রহঃ)-কে তাঁর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেছেন ঃ 'যখন নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন আমি পরিপূর্ণরূপে উযূ সম্পন্ন করি। অতঃপর জায়নামাযে এসে কিছুক্ষণ স্থির-ধীরভাবে অপেক্ষা

www.banglakitab.weebly.com

করি। এভাবে সম্পূর্ণ শান্ত হওয়ার পর নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হই। তখন আমার অবস্থা এই হয় যে, অন্তরে আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ধ্যান করি যে, আল্লাহ্‌র পবিত্র ঘর কা'বা শরীফ আমার সম্মুখে, পুলসিরাত আমার নীচে, বেহেশ্‌ত আমার ডান পার্শ্বে, দোযখ আমার বামে এবং মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা আয্‌রাঈল আমার পিছনে। সেইসঙ্গে আমি এ কথাও অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ করে নেই যে, এ নামাযই আমার জীবনের শেষ নামায, এর পরেই আমার মৃত্যু। অতঃপর আর নামাযের সুযোগ হবে না। এই ধ্যানমগ্নতা সহকারে আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় ও আশার মধ্যবর্তী স্তরে থেকে নেহায়েত একাগ্রতার সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায আরম্ভ করি। অতঃপর অত্যন্ত স্পষ্ট ও ধীর-স্থিরভাবে ক্বিরাআত পড়ি। রুকূ' অত্যন্ত বিনয়ের সাথে করি। সিজদায় পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও নিষ্ঠা অবলম্বন করি। বাম নিতম্বে উপবেশন করি, বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া রেখে অঙ্গুলি কেবলার দিকে ফিরিয়ে রাখি এবং অন্তরে পরিপূর্ণ এখ্‌লাস ও আল্লাহ্‌র ভয় জাগরুক রাখি। এরপরেও আমি বলতে পারি না যে, আমার নামায আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়েছে কিনা?'

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন,—'আন্তরিক নিষ্ঠা ও ধ্যান সহকারে উপলব্ধি করে দুই রাকাত নামায পড়া গাফেল ও অন্যমনস্ক অবস্থায় সারা রাত্র নামায পড়ার চাইতে উত্তম।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'আখেরী যমানায় আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক এমন হবে, যারা মসজিদে উপস্থিত হবে ; কিন্তু সেখানে মজলিস অনুষ্ঠান করে তারা দুনিয়াবী আলোচনায় লিপ্ত হবে ; অন্তরে তাদের থাকবে দুনিয়ার মহব্বত। খবরদার! এসব লোকের সংস্পর্শে যেয়ো না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।' হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,—হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে বলবো যে, দুনিয়াতে নিকৃষ্টতম চোর কে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অবশ্যই আপনি আমাদেরকে এ কথা বলে দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে নামাযে চুরি করে।' সাহাবীগণ আরজ করলেন, নামাযে চুরি করা হয় কিভাবে?

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন ঃ 'রুকূ' ও সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় না করাই নামাযে চুরি করা।'

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামায পরিত্যাগকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। যদি কেউ পরিপূর্ণভাবে নামায আদায় করে থাকে তা' হলে তার অন্যান্য বিষয়ের হিসাব সহজ করা হবে। আর যদি ফরয নামাযে কোন ত্রুটি থাকে, তা' হলে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তাদেরকে বলবেন, দেখ,—আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কিনা ; সেগুলো দিয়ে তার ফরয নামাযের ত্রুটি মুছে দাও।' হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'বান্দার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত হচ্ছে, দুই রাকাত নামাযের তওফীক হওয়া।' হযরত উমর (রাযিঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তাঁর পাঁজর কাঁপতে থাকতো এবং উপর ও নীচের দাঁতগুলো পরস্পর শব্দিত হতে থাকতো। তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বলতেন, 'আল্লাহ্‌র আমানত আদায় করার সময় এসে গেছে, জানিনা এই আমানত আমি কিভাবে আদায় করবো।'

খলফ ইব্‌নে আইয়ুব (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে,—একদা তিনি নামায আরম্ভ করার পর তাঁকে ভীমরুল দংশন করেছিল। ফলে, দংশিত স্থান থেকে রক্ত নির্গত হয় ; কিন্তু তিনি তা' মোটেও অনুভব করতে পারেন নাই। অবশেষে ইব্‌নে সাঈদ এসে তাঁকে জানালে তিনি কাপড় ধৌত করে নেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, 'আপনাকে ভীমরুল দংশন করছিল এবং রক্তও প্রবাহিত হচ্ছিল ; অথচ আপনি তা' মোটেও অনুভব করতে পারেন নাই, এর কারণ কি? তিনি বলেছেন,—'যে ব্যক্তি মহা পরাক্রমশালী সত্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, পিছনে যার মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা বিরাজমান থাকে, বামে থাকে যার দোযখ আর ডানে থাকে বেহেশ্‌ত এবং পা থাকে পুলসিরাতের উপর, সে-কি এসব বিষয় কখনও অনুভব করতে পারে?'

হযরত ইব্‌নে যর (রহঃ)-এর হাতে ফোঁড়া হয়েছিল। আধ্যাত্ম জগতে তিনি ছিলেন অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। চিকিৎসকগণ বলেছিল,—'এই মারাত্মক ফোঁড়া হতে নিষ্কৃতি পেতে হলে আপনার হাত কেটে ফেলে দিতে হবে। তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন। চিকিৎসকগণ বলেছে—'তা' হলে আপনাকে

www.banglakitab.weebly.com

দড়ি দিয়ে উত্তমরূপে বেঁধে নিতে হবে, নতুবা আপনি অসহনীয় কষ্টে ছুটাছুটি করবেন এবং এতে মারাত্মক ক্ষতি হবে।' তিনি বলেছেন,—না, এসব কিছুর প্রয়োজন নাই ; আমি যখন নামায আরম্ভ করি, তখন তোমরা আমার হাত কেটে নিও।' অতঃপর নামাযরত অবস্থায় তাঁর হাত কাটা হয়েছে এবং তিনি তা' মোটেও অনুভব করেন নাই।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১৫

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আমার উপর যে ব্যক্তি একবার দরূদ শরীফ পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তির নিঃশ্বাস হতে একটি বাদল (মেঘ) সৃষ্টি করেন এবং তাকে বর্ষণ করতে হুকুম করেন। বর্ষণের পর মাটির উপর পতিত প্রতিটি পানিবিন্দু হতে রূপা সৃষ্টি করেন এবং যেসব বিন্দু কাফের লোকদের উপর পতিত হয়, তাদের ঈমান নসীব হয়।'

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।' (আলি-ইমরান ঃ ১১০)

হযরত কাল্‌বী (রহঃ) বলেন ঃ উক্ত আয়াতে অন্যান্য উম্মতের তুলনায় উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। সেইসাথে এ কথাও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এই শ্রেষ্ঠত্ব শুধুমাত্র কতিপয় বিষয়েই নয়; বরং সর্বদিক থেকেই এ উম্মত শ্রেষ্ঠতম উম্মত। আর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী। অবশ্য এ উম্মতের লোকজন পারস্পরিক তুলনায় একজনের চাইতে অপরজন অধিক শ্রেষ্ঠ হতে পারে। যেমন সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন পরবর্তীকালের তাবেয়ীগণের তুলনায় অধিক শ্রেষ্ঠ।

আয়াতে উল্লেখিত اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ -এর অর্থ হচ্ছে,—এ উম্মত সমগ্র মানব জাতির হিত কামনা ও কল্যাণ সাধনের জন্যে মনোনীত হয়েছে এবং এটাই এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

'তোমরা সৎকাজে নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।' (আলি-ইমরান ঃ ১১০)

উক্ত আয়াতে এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, উপরোক্ত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই এ উম্মত শ্রেষ্ঠতম উম্মত হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। সুতরাং এই উম্মত যদি 'সৎকাজে উপদেশ ও গর্হিত কাজে নিষেধ করা' পরিত্যাগ করে, তা'হলে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিনষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মাদী গোটা মানবজাতির কল্যাণ ও মঙ্গলকামনার ফলশ্রুতিতেই সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত। কারণ, তারা মানবকে সৎকাজে উপদেশ দিবে, উৎসাহিত করবে, মন্দ ও গর্হিত কার্যাবলী হতে নিষেধ করবে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। যাতে গোটা মানবগোষ্ঠী শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করতে পারে। সুতরাং এ উম্মতের দ্বারা অপরের কল্যাণ সাধিত হওয়াই মূল উদ্দেশ্য। যেমন হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَّنْفَعُ النَّاسَ وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ يَّضُرُّ النَّاسَ

'শ্রেষ্ঠতম মানুষ হচ্ছে, যে অপরের উপকার সাধন করে। আর নিকৃষ্টতম হচ্ছে, যে অপরের ক্ষতি করে।'

আয়াতে উল্লেখিত تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্‌র 'তওহীদ' ও একত্বে বিশ্বাসী এবং এ বিশ্বাসে সুদৃঢ় ও অবিচল। সেইসঙ্গে এ কথাও মনে-প্রাণে স্বীকার কর যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূল। কেননা যে ব্যক্তি তাঁর নুবুওয়াতকে অস্বীকার করে, সে মূলতঃ আল্লাহ্‌র প্রতিই ঈমান রাখে না। কেননা নুবুওয়াতকে অস্বীকার করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক উপস্থাপিত সকল মুজিযা তাঁর নিজস্ব ; তাতে আল্লাহ্-প্রদত্ত কিছু নাই। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ رَّاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ

www.banglakitab.weebly.com

فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ۔

'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মন্দকাজ হতে দেখে, তবে হাত ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা প্রতিরোধ করা চাই। এতে সক্ষম না হলে, মুখে বাধা দিবে। আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে অন্ততঃ মনে মনে কাজটিকে ঘৃণা করবে ; এটা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।'

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন কোন আলেম বলেছেন যে, 'শক্তি ও ক্ষমতাবলে অসৎকাজে প্রতিরোধ করা শাসকবর্গের দায়িত্ব। কথা ও উপদেশের মাধ্যমে প্রতিরোধের দায়িত্ব আলেমগণের। আর অন্তরে ঘৃণা পোষণ করা সাধারণ লোকের কর্তব্য।' আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, 'যার যেভাবে ক্ষমতা ও সুযোগ হবে, সেভাবেই সে গর্হিত কাজে নিষেধ ও প্রতিরোধ করবে,—এটাই তার কর্তব্য।

যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

'সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে তোমরা একে অন্যের সাহায্য কর, পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।' (মায়িদাহ ঃ ২)

কাউকে কোন সৎকাজের জন্য উৎসাহিত করা, কল্যাণকর কোন পন্থা বাতলিয়ে দেওয়া, জুলুম-অত্যাচার ও গর্হিত কার্যে সম্ভাব্য প্রতিরোধ গড়ে তোলা, এসব বিষয় মানবের কল্যাণকামিতা ও সাহায্য-সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন বেদ'আতীকে ভীতি প্রদর্শন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তর শান্তি ও ঈমানের দ্বারা ভরে দিবেন, যে ব্যক্তি বেদ'আতীকে অবজ্ঞা করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে নিরাপদে রাখবেন এবং যে ব্যক্তি সৎকাজে আদেশ ও গর্হিত কাজে নিষেধ করবে, সে ইহজগতে

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ্ তা'আলার এবং তাঁর কিতাব ও রাসূলের খলীফা তথা প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত হবে।' হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'এই উম্মতের (অধঃপতনের) এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের কাছে একটি মৃত গাধা 'অসৎ কাজে নিষেধ করা'র চাইতেও অধিক পছন্দনীয় হবে।'

একদা হযরত মূসা (আঃ) আরজ করেছিলেন ঃ 'হে আল্লাহ্! যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে নেক কাজের উপদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে, তার প্রতিদান কি?' আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,—'আমি তার প্রতিটি কথার বিনিময়ে এক বৎসরের ইবাদতের সওয়াব দিবো এবং এমন ব্যক্তিকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমি লজ্জাবোধ করি।'

হাদীসে কুদসীতে আছে,—'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা তওবা করতে বিলম্ব করে, দীর্ঘ আশা পোষণ করে, আমলবিহীন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, পুণ্যবান লোকের ন্যায় কথা বলে ; অথচ তার আমল হয় মুনাফিকের মত। মনোবাঞ্ছা পূরণ হলেও তুষ্ট হয় না এবং মনের আশা অপূর্ণ থাকলে ছবরও করে না। পুণ্যবান লোকদের প্রতি আসক্ত হয় ; অথচ সে নিজে পুণ্যবান নয়। মুনাফিকদেরকে ঘৃণা করে ; অথচ সে নিজে তাদের অন্তর্ভুক্ত। নেক কাজে উপদেশ দেয় না এবং সে নিজেও নেক কাজ করে না। অসৎ কাজে প্রতিরোধ করে না এবং সে নিজেও অসৎ কাজ হতে বিরত হয় না।'

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, শেষ যমানায় কিছু লোক এমন হবে, যাদের বয়স হবে অল্প এবং আকল-বুদ্ধিও হবে কম। তারা কথা বলবে চমৎকার ও আকর্ষণীয় ; কিন্তু তাদের অন্তরে সেগুলোর কোন প্রতিক্রিয়া বা তদনুযায়ী আমল বলতে কিছু থাকবে না। তারা দ্বীন হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার হতে বের হয়ে যায়।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'মিরাজের রাত্রিতে আমি একদল লোক দেখেছি, যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—'হে জিব্‌রাঈল! এরা কারা?' তিনি

www.banglakitab.weebly.com

বললেন ঃ এরা আপনার উম্মতের খতীব বা ওয়াজ-নসীহতকারী লোক, অন্যদেরকে তারা ভাল কাজের আদেশ-উপদেশ করতো ; অথচ নিজেরা সে অনুযায়ী আমল করতো না। যেমন কুরআন পাকে এহেন লোকদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

'তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও ; অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা করো না।' (বাক্বারাহ ঃ ৪৪)

অর্থাৎ,—তোমরা আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত কর ; অথচ সেই কালামের বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করো না। তাদের অবস্থা এই ছিল যে, দান-খয়রাতের জন্য তারা অন্যকে উপদেশ দিতো ; কিন্তু নিজেরা দান-খয়রাত করতো না। অতএব, ঈমানদার ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে, অন্যকে সৎকাজে উপদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার সাথে সাথে নিজের ব্যাপারে বিস্মৃত না হওয়া তথা নিজেও আমল ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

'ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কাজের শিক্ষা দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।' (তওবা ঃ ৭১)

উক্ত আয়াতে মু'মিন ব্যক্তিদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সৎকাজের উপদেশ দেয়। সুতরাং যে ব্যক্তি সৎকাজের উপদেশ প্রদানকার্য পরিহার করবে, সে আয়াতে উল্লেখিত মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা ওইসব লোকের দোষ ও অপযশ বর্ণনা করেছেন, যারা

www.banglakitab.weebly.com

নেক কাজের হুকুম পরিহার করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۭ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

'তারা পরস্পর মন্দ কাজে নিষেধ করতো না, যা তারা করতো। তারা যা করতো তা' অবশ্যই মন্দ ছিল।' (মায়িদাহ ঃ ৭৯)

হযরত আবুদ্দারদা (রাযিঃ) বলেছেন,—'তোমরা সৎকাজে আদেশ কর। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর জালেম বাদশাহর আধিপত্য স্থাপন করে দিবেন, যে তোমাদের বড়দের কোন পরওয়া করবে না এবং ছোটদের প্রতি দয়াশীল হবে না। তোমাদের মধ্যে নেক ও পুণ্যবান লোকগণ আল্লাহ্র কাছে দো'আ করবে ; কিন্তু তা' কবূল হবে না। তারা আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে ; কিন্তু তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে ; কিন্তু তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।'

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা (পূর্বকালে) এমন একটি জনপদের উপর আযাব নাযিল করেছেন, যার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল আঠারো হাজার। তারা প্রত্যেকেই এতো পুণ্যবান ছিল যে, আমল ও ইবাদতে নবী–রাসূলদের সমতুল্য ছিল।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—হে আল্লাহ্র রাসূল! তাদেরকে ধ্বংস করার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ 'এর কারণ হচ্ছে, তারা লোকদেরকে না–ফরমানীর কাজে লিপ্ত দেখে রাগান্বিত হতো না, নেক কাজের হুকুম করতো না এবং অসৎ কাজে নিষেধ করতো না।'

হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) বলেন,—'একদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এক জিহাদ ; কিন্তু এছাড়াও কি কোন প্রকার জিহাদ আছে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,—'অবশ্যই আছে ; হে আবূ বকর! আল্লাহ্র যমীনে এমনও জিহাদকারী লোক রয়েছে, যারা শহীদগণের চাইতেও উত্তম ; অথচ শহীদগণের ফযীলত হচ্ছে,—তাঁরা আল্লাহ্র কাছে জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত, তাঁরা যমীনে বিচরণ করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণের সম্মুখে গৌরব করেন, তাদের জন্য জান্নাত সুসজ্জিত করা হয় যেমন উম্মে সালামাহ আল্লাহ্র রাসূলের জন্য সজ্জিতা হয়ে থাকেন।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) আরজ করলেন,—ইয়া রাসূলাল্লাহ! শহীদগণের চাইতেও অধিক মর্যাদার অধিকারী মুজাহেদীন যারা, তাঁরা কারা? তিনি বললেন, 'তাঁরা হচ্ছে সৎকাজের উপদেশদাতা, অসৎ কাজে প্রতিরোধকারী, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে ভালবাসা স্থাপনকারী এবং তাঁরই সন্তুষ্টিবিধানে শত্রুতাপোষণকারী লোকগণ।' অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসূল আরও বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আখেরাতে এমন হবে যে, বান্দা সর্বোচ্চ কোঠরীতে অবস্থান করবে, এই কোঠরীর নীচে আরও অনেক কোঠরী থাকবে। এগুলো শহীদগণের কোঠরীর তুলনায় অধিক উন্নত ও মূল্যবান হবে। তাদের প্রতিটি কামরায় মহামূল্য পাথর ইয়াকূত ও জমরদ খচিত তিনশত দরজা হবে। প্রতিটি দরজায় অতি উজ্জ্বল নূরের ব্যবস্থা থাকবে। এই বান্দা ডাগর চোখবিশিষ্ট নত নয়না তিন লক্ষ বেহেশতী হূরকে বিবাহ করবে। এদের কারও প্রতি সেই বান্দা যখন তাকাবে, তখন হূর তরুণী বলবে,—'আপনি অমুক অমুক দিন সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করেছিলেন।' এভাবে সে যে কোন হূরের প্রতি যখন দৃষ্টি করবে, তখন সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের কথা উল্লেখ করে এর বিনিময়ে তাকে দেওয়া বিভিন্ন উচ্চতর মর্যাদা ও পুরস্কারের বিষয় বলতে থাকবে।

রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'হে মূসা! তুমি কি আমার জন্য কোন আমল করেছো?' তিনি বললেন,—'হে আল্লাহ্! আমি তোমার জন্য নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য সিজদা করেছি, তোমরা প্রশংসা করেছি, তোমার কিতাব তিলাওয়াত করেছি, যিকর করেছি।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'হে মূসা! নামায তোমার জন্য দলীলস্বরূপ, রোযার বিনিময়ে তুমি জান্নাত পাবে, দান-খয়রাত তোমার জন্য ছায়ার কাজ দিবে, তসবীহ তোমার জন্য জান্নাতে বৃক্ষস্বরূপ হবে, আমার কিতাব তিলাওয়াতের প্রতিদানে তুমি জান্নাতে হূর ও উন্নত বালাখানা লাভ করবে, যিকর তোমার নূর হবে ; কিন্তু খালেস আমার জন্য তুমি কি করেছো? তা' বল।' হযরত মূসা (আঃ) আরজ করেছেন,—'হে পরওয়ারদিগার! আপনি আমাকে কোন আমলের কথা বলে দিন, যা আমি খালেসভাবে আপনার জন্য করবো।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'হে মূসা! তুমি কি আমার খাতিরে

www.banglakitab.weebly.com

আমার কোন ওলী (দোস্ত)–কে ভালবেসেছো? অথবা আমার খাতিরে কাউকে শত্রু জ্ঞান করেছো?' একথা শুনার পর হযরত মূসা (আঃ) বুঝে গেছেন যে, আল্লাহ্‌র মহব্বতে কাউকে ভালবাসা এবং তাঁরই খাতিরে কাউকে শত্রু জ্ঞান করাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ আমল।

হযরত আবূ উবাইদাহ্ ইব্‌নে জাররাহ (রাযিঃ) বলেন ঃ আমি আরজ করেছি ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ কে?' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অত্যাচারী শাসককে সৎকাজের উপদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে, অতঃপর সে তাকে হত্যা করে ফেলে। যদি হত্যা না–করে, তা'হলেও সে তার দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে ; যতদিন সে দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, 'আমার উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সে, যে জালেম বাদশাহ্‌কে সৎকাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, অতঃপর সেই জালেম তাকে হত্যা করে ফেলে। এই শহীদ ব্যক্তির স্থান জান্নাতে হযরত হাম্‌যাহ্ ও জা'ফর (রাযিঃ)–এর মাঝখানে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইউশা' ইব্‌নে নূন আলাইহিস্ সালামের নিকট ওহী পাঠালেন যে, 'আমি তোমার উম্মতের চল্লিশ হাজার সৎ এবং ষাট হাজার অসৎ লোককে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেছি।' হযরত ইউশা' (আঃ) আরজ করলেন, 'ইয়া আল্লাহ্। এই অসৎ লোকজন তো অবশ্যই ধ্বংস হওয়ার উপযুক্ত ; কিন্তু সৎ লোকদেরকে ধ্বংস করার কারণ কি?' আল্লাহ্ আ'আলা বললেন ঃ 'আমার ক্রোধের কারণ হয় এমন কাজ কাউকে করতে দেখে তারা ক্রুদ্ধ হয় না এবং এহেন লোকদের সাথে তারা একত্রে পানাহার করে। তাই আমি তাদেরকেও ধ্বংস করে দিচ্ছি।'

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন,—'একদা আমি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলাম ঃ 'আমরা কি কোন সৎকাজে উপদেশ দিতে ওই পর্যন্ত বিরত থাকবো, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেরা পূর্বে আমল করতে না পারি? এবং অনুরূপ কি আমরা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে বিরত থাকবো, যতদিন পর্যন্ত নিজেরা বিরত হতে না পারি?' হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, তোমরা সৎকাজের হুকুম

www.banglakitab.weebly.com

করতে থাক, যদিও তোমরা সে অনুযায়ী পূর্ণভাবে আমল করতে পার নাই। অনুরূপ তোমরা অসৎ কাজে নিষেধ করতে থাক, যদিও তা থেকে তোমরা বিরত হতে পার নাই।

জনৈক বুযুর্গ আপন পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'যদি কেউ নেক কাজের উপদেশ দিতে চায়, তা' হলে সর্বপ্রথম তাকে ধৈর্য-সহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত হতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে এর সওয়াব ও প্রতিদানের দৃঢ় ইয়াকীন রাখতে হবে। তা' হলে লোকজনের দুর্ব্যবহারে সে কখনও ব্যথিত হবে না।'

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১৬
শয়তানের শত্রুতা

প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য হচ্ছে,—আলেম–উলামা এবং পুণ্যবান লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখা, তাদেরকে আন্তরিকভাবে মহব্বত করা এবং সর্বদা তাদের সাহচর্যে উঠাবসা করা। তাদের কাছ থেকে দ্বীনি ইল্‌ম হাসিল করা, তাদের উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। গর্হিত ও অসৎকর্ম থেকে সর্বদা বিরত থাকা এবং শয়তানকে শত্রু জ্ঞান করা। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

'শয়তান তোমাদের শত্রু ; অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর।'
(ফাতির ঃ ৬)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও বন্দেগীর মাধ্যমে শয়তানের বিরুদ্ধে শত্রুতা ঘোষণা কর এবং শয়তানের অবাধ্যতা ও না–ফরমানী করে তাকে দমিত ও পরাজিত কর। প্রতি কাজে ও প্রতি ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে শয়তানের মোকাবেলা করতে থাক। সর্বপ্রকার ধ্যান–ধারণা ও আকীদা বিশ্বাসে শয়তানের ধোকা ও প্রতারণা থেকে সতর্ক থাক। যখনই কোন কাজ কর, তখন এ ব্যাপারে সচেতন থেকো যে, এতে শয়তানী প্রতারণার কোন দিক এসে যাচ্ছে কিনা? কেননা শয়তান কখনও ইবাদতে রিয়া প্রবেশ করিয়ে দেয়, আবার কখনও পাপকর্মকে সুন্দর ও নেক কাজের আকৃতি দিয়ে পেশ করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা কর।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ 'একদা হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির উপর একটি রেখা টেনে বললেন, 'এটা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র পথ'। অতঃপর ডানে–বামে আরও কতকগুলো রেখা আঁকলেন এবং বললেন যে, এগুলোও পথ ; কিন্তু এর

www.banglakitab.weebly.com

প্রত্যেকটির উপর শয়তান বসে আছে এবং লোকজনকে (ধ্বংস ও বিভ্রান্তির দিকে) আহ্বান করছে। তারপর তিনি নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ

اِنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۝

'নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা' হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।' (আন'আম ঃ ১৫৩)

উক্ত হাদীস শরীফে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শয়তানের প্রতারণার বিভিন্ন পথ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈল গোত্রে একজন পাদ্রী ছিল। একদা ইবলীস শয়তান তাকে প্রতারিত করার জন্য ফন্দি করলো যে, এক বাড়ীতে এসে একটি মেয়ের গলা টিপে ধরলো। তাতে সে মেয়েটি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর শয়তান বাড়ীর লোকদের মনে এ ধারণা জন্মিয়ে দিল যে, পাদ্রীর নিকট এই রোগীর চিকিৎসা–তদবীর আছে। সুতরাং তারা মেয়েটিকে নিয়ে পাদ্রীর নিকট এসে বললো, তাকে আপনার নিকট রাখুন। পাদ্রী তাকে নিজের হেফাযতে রাখতে অস্বীকার করলো। কিন্তু অভিভাবকদের বার বার অনুরোধে অবশেষে রাজী হয়ে গেল এবং তাকে তার হেফাযতে রেখে চিকিৎসা করতে লাগলো। কিছুদিন পর শয়তান পাদ্রীর মনে কুমন্ত্রণা দিতে লাগলো। ফলে, পাদ্রী মেয়েটির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে গেল। এভাবে একদিন সে পাদ্রী কর্তৃক গর্ভধারণ করলো। অতঃপর শয়তান পাদ্রীর মনে এই মর্মে ওয়াস্ওয়াসাহ্ সৃষ্টি করলো যে, তার অভিভাবকদের নিকট তুমি কি উত্তর দিবে ; তারা এসে যখন দেখবে তাদের মেয়ে গর্ভধারণ করেছে, তখন তোমাকেই দায়ী করবে এবং এভাবে তুমি তোমার মান–সম্মান সবই হারাবে। সুতরাং শয়তান তাকে উপায় শিখিয়ে দিল যে, এখন তুমি মেয়েটিকে হত্যা করে মাটির নীচে

www.banglakitab.weebly.com

পুঁতে ফেল, এভাবে তোমার সব সমস্যা চুকে যাবে ; অভিভাবকরা এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে, সে মারা গেছে। পাদ্রী তাই করলো। এদিকে শয়তান অভিভাবকদের নিকট এসে তাদের মনেও এ বিষয়ে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করলো। অভিভাবকরা এসে পাদ্রীর নিকট মেয়ের খোঁজ নিল। পাদ্রী বললো, সে মারা গেছে। একথা শুনে তারা এতটুকু বিশ্বাস করলো না ; পাদ্রীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাকে হত্যা করার জন্য শূলিতে নিয়ে গেল। তখন শয়তান তার নিকট হাজির হয়ে বললো,—তুমি আমাকে চিন? আমি নিজেই মেয়ের গলা টিপে ধরেছিলাম, মেয়ের অভিভাবকদের পরামর্শ দিয়েছিলাম এবং তোমার অন্তরে ওয়াস্ওয়াসাহ্ দিয়েছিলাম। এখন যদি তুমি এহেন বিপদ থেকে রক্ষা পেতে চাও, তা' হলে আমার কথা শুন। পাদ্রী বললো,—কি কথা? শয়তান বললো,—খুবই সহজ, তুমি শুধু আমাকে দুটি সিজদা কর। পাদ্রী কোন উপায়ান্তর না দেখে শয়তানকে সিজদা করে কাফের হয়ে গেল। শয়তান পাদ্রীকে উপহাস করতে করতে পলায়ন করলো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْئٌ مِّنْكَ ـ

'তারা শয়তানের মত ; মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে ঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই।' (হাশ্‌র ঃ ১৬)

বর্ণিত আছে, একদা অভিশপ্ত ইবলীস হযরত ইমাম শাফেঈ (রহঃ) –কে প্রশ্ন করেছিল,—এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? যে, সৃষ্টিকর্তা আমাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করেছেন এবং যে কাজে ইচ্ছা সে কাজে আমাকে ব্যবহার করছেন। অতঃপর তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বেহেশ্‌ত দিবেন নতুবা দোযখে নিক্ষেপ করবেন ; সবই দেখি তাঁর ইচ্ছা—এটা কি কোন ইনসাফ বা ন্যায়ানুগ কাজ হলো, না তিনি জুলুম করলেন? ইমাম শাফেঈ (রহঃ) একটু চিন্তা করে বললেন ঃ 'সৃষ্টিকর্তা যদি তোকে তোর অভিপ্রায় অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন, তা' হলে অবশ্যই এটা জুলুম হবে, আর যদি

www.banglakitab.weebly.com

তিনি তাঁর নিজস্ব মর্জ্জি অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন, তা' হলে স্মরণ রাখ যে, মহান সৃষ্টিকর্তা স্বীয় অভিপ্রায়ে সকল প্রকার প্রশ্ন ও জবাবদিহি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।' এ কথা শুনে শয়তান বিফল-বিমুখ হয়ে পালালো এবং বলতে থাকলো,—'হে শাফেঈ! আমি এই একটিমাত্র প্রশ্নের দ্বারা সত্তর হাজার আবেদ ও খোদাভীরু লোককে গোমরাহ্ করেছি এবং উবূদিয়তের খাতা হতে তাদের নাম কাটিয়ে দিয়েছি।

হে সাধক! এ কথা স্মরণ রেখো যে, তোমার অন্তর হচ্ছে দুর্গস্বরূপ আর শয়তান হচ্ছে তোমার দুশমন। শয়তান সর্বদা এই চেষ্টায় নিরত থাকে যে, কি করে সে অন্তররূপ দুর্গে প্রবেশ করে সেটাকে নিজের দখলে আনতে পারে। বস্তুতঃ দুর্গের হিফাযতের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে দুর্গের দরজাসমূহ সংরক্ষিত করা। এজন্যে আগেই তোমাকে দুর্গের সংরক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে হবে। তা' না' হলে শত্রুর আক্রমণ ও ক্ষতিসাধন থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে না। সুতরাং অন্তররূপ দুর্গকে বনী আদমের চিরশত্রু শয়তানের আক্রমণ ও কুমন্ত্রণা থেকে হিফাযত করা যেমন ফরয, তেমনি এই প্রক্রিয়া-প্রণালী সম্পর্কেও অবগত হওয়া ফরয বা অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যে জ্ঞান ও ইল্‌মের উপর কোন ফরয আমল নির্ভর করে, সেই জ্ঞান ও ইল্‌ম হাসিল করাও ফরয হিসাবে পরিগণিত হয়। সুতরাং শয়তানের ধোকা ও প্রতারণার চক্রজাল সম্পর্কে ওয়াকেফহাল না হলে যেহেতু আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে না,—যা মূলতঃ ফরয—সেজন্যে শয়তানের ধোকা ও কুমন্ত্রণার প্রক্রিয়া-প্রণালী সম্পর্কেও জ্ঞান আহরণ করা বান্দার উপর ফরয।

আদম সন্তানকে প্রতারিত করার জন্য চিরশত্রু শয়তান বহুবিধ প্রক্রিয়া-প্রণালী অবলম্বন করে থাকে। ওয়াস্‌ওয়াসা ও কুমন্ত্রণার বিভিন্ন দরজাপথে সে মানবের হৃদয়দুর্গে প্রবেশ করে ক্ষতিসাধন করার নিমিত্ত সদাব্যস্ত ও সচেষ্ট থাকে। বস্তুতঃ এগুলো মানবের মধ্যকার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ কুপ্রবৃত্তিসমূহেরই নামান্তর। আলোচ্য ক্ষেত্রে সেগুলোর কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

এক,—ক্রোধ ও কামাসক্তি। বস্তুতঃ ক্রোধ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে দেয়। আর এই জ্ঞান-বুদ্ধির দুর্বলতা ও হ্রাসপ্রাপ্তির মুহূর্তেই শয়তান

www.banglakitab.weebly.com

মানুষের উপর হামলা করার সুযোগ পায়। এ সময় শয়তান মানুষকে খেলার বস্তুতে পরিণত করে এবং ফুটবলের মত তাকে ব্যবহার করে, যেমন শিশু-কিশোররা এ দিয়ে ইচ্ছামত খেলা করে থাকে। বর্ণিত আছে,—একদা জনৈক বুযুর্গ শয়তানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—তুমি বনী আদমকে কিভাবে পরাজিত কর? শয়তান বলেছে, আমি তাদেরকে গোস্‌সা ও কামাসক্তির সময়গুলোতে হামলা করে থাকি।

দুই,—হিংসা ও লোভ-লালসা। এ দুই প্রবৃত্তির কারণে মানুষ জগতের প্রতিটি বস্তুর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তখন সে চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে যায় এবং কান থাকতেও বধিরে পরিণত হয়, হক ও প্রকৃত কর্তব্যের অনুভূতি সে পূর্ণতঃ হারিয়ে ফেলে। এ সুযোগে শয়তান তখন তার উপর উত্তমরূপে সওয়ার হয়ে বসে। এভাবে ক্রমান্বয়ে শয়তান তার অন্তরে কামভাবের সৃষ্টি করে, তখন সে চরম ঘৃণ্য ও লজ্জাকর কর্মেও লিপ্ত হতে দ্বিধাবোধ করে না।

বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ্ আলাইহিস্ সালাম যখন আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশক্রমে কিশ্‌তীতে সওয়ার হলেন এবং জীব-জন্তুর এক এক জোড়া সাথে উঠিয়ে নিলেন, তখন নৌকাতে একজন বৃদ্ধলোকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়লো। হযরত নূহ্ (আঃ) তাকে চিন্‌তে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন,—'তোমাকে এই কিশ্‌তীতে উঠার কে অনুমতি দিয়েছে?' বৃদ্ধ বললো,—আমি এজন্যে আরোহন করেছি, যাতে আপনার আহ্বানে সাড়া দানকারী ঈমানদার লোকদের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করে আমি তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিতে পারি, ফলে তাদের অন্তর থাকবে আমার সাথে এবং আপনার সাথে থাকবে শুধু তাদের বাহ্যিক দেহাবয়ব। হযরত নূহ্ (আঃ) বললেন,—'হে অভিশপ্ত ইবলীস! খোদার দুশমন! তুই এখান থেকে বের হয়ে যা।' এ সময় ইবলীস যে কথাটি বলেছিল তা' হচ্ছে,—'হে নূহ্! আমি পাঁচটি বিষয়ের দ্বারা মানুষকে ধ্বংস করে থাকি।' আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ আলাইহিস্ সালামকে ওহী পাঠালেন ঃ 'হে নূহ্! তুমি তাকে শুধু দু'টি বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা কর, অপর তিনটি বিষয় তোমার জানার প্রয়োজন নাই।' হযরত নূহ্ (আঃ) জিজ্ঞাসা করলে ইবলীস বললো,—সেই দু'টি বিষয় এমন, যা আমি ব্যক্ত করার পর আপনি আমার কথার বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য

www.banglakitab.weebly.com

হবেন ; কিন্তু সেজন্যে আমাকে যেন আপনি বঞ্চিত করে পশ্চাতে ফেলে না রাখুন। বিষয় দু'টি হচ্ছে,—লোভ-লালসা ও হিংসা-বিদ্বেষ। 'বস্তুতঃ এই হিংসার তাড়নায় আমি নিজে অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হয়েছি। আর লোভ-লালসা সেই ব্যাধি যা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে বেহেশ্‌তে নিষিদ্ধ ফল খেতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তারপর থেকে আমি বনী আদমকে শিকার করার জন্য লোভ-লালসার হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকি।

তিন,—উদরপূর্তি করে খাওয়া। সম্পূর্ণ হালাল ও পাক-পবিত্র খাদ্যদ্রব্যও অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করলে কামপ্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠে। এটাকেও শয়তান হাতিয়ারস্বরূপ ব্যবহার করে থাকে।

বর্ণিত আছে যে, একদা অভিশপ্ত ইবলীস হযরত ইয়াহ্‌য়া আলাইহিস্ সালামের সম্মুখে হাজির হলে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ইবলীসের সর্বশরীরে বিভিন্ন ধরণের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ প্রচুর পাত্র দেখা যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—এ পাত্রগুলো কিসের দ্বারা পরিপূর্ণ করা হয়েছে? ইবলীস বললো, 'এগুলো কামপ্রবৃত্তি ও খাহেশাত দ্বারা পূর্ণ করে রেখেছি, বনী আদমকে আমি এগুলোর সাহায্যে শিকার করে থাকি। হযরত ইয়াহ্‌য়া জিজ্ঞাসা করলেন,—আমাকে শিকার করার জন্যেও কি এতে কোন ফাঁদ আছে? সে বললো,—জী-হাঁ, কখনও কখনও আপনি পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পানাহার করে থাকেন, তখন আমি আপনাকে নামায ও আল্লাহ্‌র যিক্‌র হতে গাফেল করে দিই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—আরও কিছু আছে? শয়তান বললো,—আর কিছু নাই। অতঃপর হযরত ইয়াহ্‌য়া আলাইহিস্ সালাম বললেন,—আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করছি, আজ থেকে আর কোনদিন আমি উদরপূর্তি করে খাবো না। ইবলীস বললো,—আজ থেকে আমিও দৃঢ় সংকল্প করছি যে, কোনও দিন আমি কোনও মুসলমানকে সদুপদেশ দিবো না।'

চার,—বাড়ী-ঘর, পোষাক-পরিচ্ছদ, দ্রব্য-সামগ্রী ও গৃহ-উপকরণে সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্যের অভিলাষী হওয়া। শয়তান যখন কারও অন্তরে এসব অহেতুক বিষয়ের প্রবলতা প্রত্যক্ষ করে, তখন সে তার উপরে উত্তমরূপে চেপে বসে এবং সর্বদা তাকে গৃহ নির্মাণ, গৃহের ছাদ ও দেওয়াল মেরামত, বাড়ী প্রশস্তকরণ এবং এগুলোর সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্যের মধ্যে ব্যাপৃত

www.banglakitab.weebly.com

করে রাখে। কিভাবে সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা যায়, কিভাবে প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়া যায় কেবল এহেন চিন্তায় তাকে উন্মত্ত করে রাখে। তার অন্তঃকরণে এ কথা বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, তোমার আয়ু অনেক দীর্ঘ, বহুকাল তুমি দুনিয়াতে বাঁচবে। এসব ধোকা ও প্রতারণার জালে তাকে আবদ্ধ করার পর শয়তান তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, পুনঃ পুনঃ তার কাছে এসে তাকে প্রতারিত করার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। ফলে, অনেকেই এহেন জঘন্য অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে এবং তাদের আখেরাত সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

পাঁচ,—আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশা না করে গায়রুল্লাহ্ তথা মানুষের কাছে আশা করা এবং তাদের সাহায্য ও সম্পদের উপর ভরসা করা। হযরত ছফওয়ান ইব্নে সুলাইমান (রহঃ) বলেন,—একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে হানযালা (রাযিঃ)-এর নিকট অভিশপ্ত ইবলীস উপস্থিত হয়ে বলেছিল ঃ 'হে ইব্নে হানযালা! আমি আপনাকে একটি তত্ত্বকথা শিক্ষা দিচ্ছি, আপনি মনোযোগ সহকারে তা' শ্রবণ করুন এবং স্মরণ রাখুন।' তিনি বললেন,—আমার সেকথা জানার কোন প্রয়োজন নাই। ইবলীস বললো,—আপনি প্রথমে শুনে নিন, তারপর যদি আপনার পছন্দ হয়, তবে গ্রহণ করবেন, নতুবা প্রত্যাখ্যান করবেন—'হে ইব্নে হানযালা! একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই সমুদয় বিষয়ে আশা করুন এবং তাঁরই নিকট সবকিছুর প্রার্থনা করুন, অন্যদের কাছে সর্বপ্রকার আশা-আকাঙ্খা পরিহার করুন। আপনি যখন কারও প্রতি রাগান্বিত হন, তখন নিজের ধ্বংসের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, কেননা আমি ক্রোধের সুযোগে মানুষের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকি।'

ছয়,—কাজে-কর্মে অস্থির হওয়া এবং দৃঢ়তা ও অবিচলতা পরিত্যাগ করা। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কাজে-কর্মে অস্থিরতা ও তাড়াহুড়া করা শয়তানের অভ্যাস ; শয়তানের পক্ষ থেকেই এ ভাব ও মানসিকতা সৃষ্টি করা হয়। পক্ষান্তরে স্থিরতা ধীরতা ও চিন্তা-ফিকির করে কাজ করার তাওফীক খাসভাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। বস্তুতঃ অস্থির চিত্ত নিয়ে কাজ করার সময় শয়তান এমনভাবে মানুষের ক্ষতিসাধন করে থাকে যে, সে তা' মোটেও অনুভব

www.banglakitab.weebly.com

করতে পারে না।

বর্ণিত আছে, যখন হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম জন্মগ্রহণ করলেন, তখন ইবলীসের শিষ্যরা ইবলীসের নিকট হাজির হয়ে বললো,—আজকে অকস্মাৎ বহু বুত-প্রতিমা ধ্বসে পড়েছে।' ইবলীস বললো,—'তা' হলে নিশ্চয়ই কোন বড় ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে এমন হয়েছে। আচ্ছা, তোমরা অপেক্ষা কর ; আমি খোঁজ নিয়ে আসছি।' একথা বলে সে আকাশে উড়ে সমগ্র অঞ্চল এমনকি বিজন এলাকাগুলোও প্রদক্ষিণ করে কোন কিছুর সন্ধান পেল না। এমন সময় হঠাৎ কোন এক সূত্রে জানতে পেল যে, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ফেরেশ্তাগণ চতুর্দিক থেকে তাঁকে বেষ্টন করে রেখেছে। তখন সে শিষ্যদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে বললো ঃ 'অদ্য রাত্রে একজন নবীর জন্ম হয়েছে, ইতিপূর্বে যখনই কোন স্ত্রীলোকের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, আমি সেখানে উপস্থিত রয়েছি ; কিন্তু অদ্যকার রাত্রির ঘটনায় আমি উপস্থিত থাকতে পারি নাই।' বস্তুতঃ শয়তান তখন থেকেই বনী আদমকে মূর্তি পূজায় লিপ্ত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। তার শিষ্যদেরকে সে বলেছিল, আজ থেকে তোমরা যদি আদমের কোন ক্ষতি করতে চাও, তা' হলে তাড়াহুড়া এবং আলস্য ও মন্থরতার হাতিয়ার ব্যবহার কর।

সাত,—সোনা-রূপা, অর্থসম্পদ ও রকমারী মাল সামান। যেমন গৃহ-পালিত চতুষ্পদ জন্তু ও জায়গা-যমীন প্রভৃতি। এসব উপকরণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যতই যোগাড় করা হবে, নির্ঘাত সেগুলো শয়তানের আবাস ও আখ্ড়ায় পরিণত হবে।

হযরত সাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন,—'যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নুবুওয়াত ও রিসালতের সম্মানে ভূষিত করা হলো, তখন শয়তান তার শিষ্যদেরকে বলেছিল,—'আজকে দুনিয়াতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে ; যাও, তোমরা তদন্ত করে আস বিষয়টা কি? শিষ্যরা বহু ঘুরে-ফিরে প্রত্যাবর্তন করে নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করলো। শয়তান তখন নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করে বিষয়টি খোঁজ নেওয়ার জন্য বের হলো। বহু অনুসন্ধানের পর খোঁজ নিয়ে ফিরে এসে বললো,—আজকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নুবুওয়াত প্রদান

www.banglakitab.weebly.com

করেছেন।' এরপর শয়তান তার শিষ্যদেরকে সাহাবায়ে কেরামের নিকট পাঠাতো, অন্ততঃ তাদেরকে যেন পথভ্রষ্ট করে আসে। কিন্তু তারা এ ব্যাপারেও কৃতকার্য হতো না ; ফিরে এসে সকলেই নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করতো। শয়তান পুনর্বার তাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের নামাযে ওয়াস্ওয়াসা সৃষ্টি করার জন্য পাঠাতো। এবারও তারা ফিরে এসে পূর্ববৎ ব্যর্থতার কথা ব্যক্ত করতো। অবশেষে শয়তান তাদেরকে বলেছে,—'হে আমার শিষ্যরা! তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা কর, এমন এক সময় আসবে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পার্থিব সম্পদে প্রশস্ততা দান করবেন, তখন আমরা আমাদের পরিকল্পনায় কৃতকার্য হতে পারবো।'

বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম একটি পাথরের উপর মাথা রেখে শুয়েছিলেন। এমন সময় অভিশপ্ত ইবলীস তাঁর কাছে হাজির হয়ে বলতে লাগলো,—'হে ঈসা! আপনি তো দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছেন।' এ কথা শুনে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম তৎক্ষণাৎ মাথার নীচ থেকে পাথরটি অপসারণ করে শয়তানের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন,—'নিয়ে যা, দুনিয়ার এ অংশটুকুও তোকে দিয়ে দিলাম।

আট,—ধন-সম্পদে কৃপণতা করা এবং অভাব-অনটনের ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকা। এ দু'টি ব্যাধির কারণেই মানুষ আল্লাহ্র রাস্তায় দান-খয়রাত ও নেক কাজে আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করার ব্যাপারে বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে এবং সর্বদা প্রচুর ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করার নেশায় মেতে থাকে। পরিশেষে আখেরাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ান্তর থাকে না। কৃপণতার আরেকটি ক্ষতি এই যে, এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি সম্পদের প্রাচুর্য বৃদ্ধি করার মানসে সর্বদা হাটে-বাজারে ঘুরাফেরা করতে থাকে। অথচ বাজার হচ্ছে শয়তানের আখ্ড়া ও বিচরণক্ষেত্র।

নয়,—মাযহাবের ব্যাপারে গোড়ামি করা, নফস ও কাম-প্রবৃত্তির দাসত্ব গ্রহণ করা, শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, তাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা। বস্তুতঃ এগুলো হচ্ছে, আত্মার জন্য মারাত্মক ব্যাধি। এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ওলী-দরবেশ ও ফাসেক-ফাজের নির্বিশেষে বহু লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ এক বর্ণনায় প্রকাশ যে, অভিশপ্ত

www.banglakitab.weebly.com

ইবলীস বলেছে,—'আমি উম্মতে মুহাম্মাদীকে বহুবিধ পাপে লিপ্ত করেছি ; কিন্তু তওবা ও অনুতাপের দ্বারা তারা আমার কোমর ভেঙ্গে ফেলেছে। অবশেষে আমি তাদেরকে এমন পাপে লিপ্ত করার ফন্দি আঁটলাম, যা থেকে তারা কখনও তওবা করবে না ; তা' হচ্ছে, রিপুর অনুসরণ ও যথেচ্ছাচারিতা। অভিশপ্ত ইবলীস এক্ষেত্রে সত্যই বলেছে। কেননা সরলপ্রাণ বান্দারা এ কথা আদৌ জানে না যে, খাহেশ ও রিপুর অনুসরণে পাপের উপকরণ রয়েছে ; সুতরাং এক্ষেত্রে তাদের অন্তরে তওবার প্রশ্নই জাগ্রত হয় না।

দশ,—মুসলমানদের সম্পর্কে অন্তরে কুধারণা পোষণ করা। এটা জঘন্য পাপ। এ থেকে কঠোরভাবে পরহেয করা উচিত। অনুরূপ কাউকে কোন বিষয়ে অপবাদ দিতে নাই। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি অপরের সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করে, কারও সম্পর্কে অপবাদ রটায় বা দোষচর্চা করে, এটা মূলতঃ দোষ চর্চাকারী ব্যক্তিরই দুর্বলতা ; প্রকারান্তরে তার ভিতরগত অন্যায় ও অপরাধ-প্রবণতাই অন্যের প্রতি কুধারণা ও দোষচর্চার রূপ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে মাত্র। সুতরাং পুণ্যবান হতে হলে কর্তব্য হচ্ছে, এহেন দুরারোগ্য ব্যাধিসমূহকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়া। এ ব্যাপারে সুচিকিৎসার জন্য অধিক পরিমাণে যিকরের সাহায্য নেওয়া উচিত।

ইব্‌নে ইসহাক বলেন ঃ যখন মক্কার কাফেররা দেখলো যে, সাহাবায়ে কেরাম ক্রমে ক্রমে হিজরত করে মদীনা অভিমুখে রওনা হচ্ছেন, তখন তাদের আন্দায হয়ে গেল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম এখন আর মক্কায় অবস্থান না করে অন্যত্র (মদীনায়) অবস্থান গ্রহণ করে নিচ্ছেন। কাজেই তারা মহা চিন্তায় পড়ে গেল এবং তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টিপাত রাখতে আরম্ভ করলো। মুসলমানগণ সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের উপর আক্রমণ করতে পারে—এ আশংকাও তারা করতে লাগলো। এ ব্যাপারে কি কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত সেজন্যে তারা পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে 'দারুন্নাদওয়া'তে (কা'বা সংলগ্ন গৃহে) এক গোপন সভা আহ্বান করলো। এটি ছিল কুছাই ইব্‌নে কিলাবের ঘর। এখানে তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পরামর্শের জন্য সভা আহ্বান করতো। এ গৃহটির সঙ্গতিপূর্ণ নাম দিয়েছিল তারা دَارُ النَّدْوَة (বা সভাকক্ষ)। যখনই কুরাইশীদের কোন

www.banglakitab.weebly.com

বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজন দেখা দিতো তখনই সংশ্লিষ্ট সুধীজনকে ডেকে 'দারুন্নাদওয়া'তে বসেই তারা উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। বিগত চল্লিশ বৎসর যাবৎ এই গৃহে একমাত্র কুরাইশী ছাড়া অন্য কারও জন্যে প্রবেশের অধিকার ছিল না। সেই গৃহে আবু জাহ্লের প্রবেশাধিকার ছিল। এরা সপ্তাহে একদিন রোজ শনিবার সমবেত হতো। এজন্যেই লোকমুখে একথা শ্রুত হয় যে, 'সপ্তাহের শনিবার হচ্ছে ধোকা ও প্রতারণার দিন।' অভিশপ্ত ইবলীসও এক বৃদ্ধের বেশে সেই সভায় উপস্থিত হয়। বড় গাম্ভীর্য সহকারে মোটা কম্বল ও রেশমের টুপি পরিধান করে দরজার সম্মুখে এসে দণ্ডায়মান। সকলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলেছে,—'আমি 'নজদ' এলাকার একজন প্রবীণ ও বহুদর্শী ব্যক্তি। আপনারা যে ব্যাপারের পরামর্শ করতে বসেছেন, আশা করি আমি আপনাদেরকে সে ব্যাপারে মূল্যবান পরামর্শ ও উত্তম পন্থা বলে দিতে পারবো।' এ কথা শুনে তারা সকলেই শয়তানকে বসতে অনুমতি দেয়। বসার সুযোগ পেয়ে শয়তান নিজেই পরামর্শ কার্য পরিচালনা করতে লাগলো।

মুহাম্মদ তাদের ধর্মের অশেষ ক্ষতি করেছে। সুতরাং এ অবস্থায় তাদের কি করা উচিত। সমবেত একশত লোকের মধ্যে—মতান্তরে পনের জনের মধ্যে—আবুল-বুহ্তারী (পরবর্তীতে সে বদরযুদ্ধে নিহত হয়েছে) প্রস্তাব করলো,—'তাকে লোহার বেড়ী পরিয়ে বন্দী করে রাখা হোক। অতঃপর দেখ—তার মত আরও অন্যান্য কবিদের যে দশা হয়েছে, তারও তাই হবে।' বৃদ্ধ বললো,—'না ; তবে সর্বনাশ! লোহার জিঞ্জীর দিয়ে বেঁধে তোমরা তাকে বন্দী করে রাখবে সে অপর এক দরজা দিয়ে বের হয়ে তার ভক্তদের সাথে মিলিত হয়ে যাবে। অতঃপর সদলবলে সে তোমাদের উপর হামলা করবে, তোমাদের ধন-সম্পদ লুটে নিয়ে যাবে। অল্পদিনে তার শিষ্যসংখ্যা যখন বেড়ে যাবে, তখন তোমাদের উপর চড়াও করে তোমাদেরকে সম্পূর্ণ পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে ফেলবে।' সুতরাং এ প্রস্তাব তেমন কোন মঙ্গলজনক প্রস্তাব নয় ; অন্য কোন তদবীর চিন্তা কর।

আসওয়াদ ইব্নে রবীয়া বললো,—'তাকে দেশ হতে বিতাড়িত করা হউক।' বৃদ্ধ শয়তান বললো,—'না ; এটাও হতে পারে না। কারণ, একে মদীনায় তার প্রচারকার্য খুব জোরদার হয়ে উঠেছে। এরপর সে নিজে গিয়ে

www.banglakitab.weebly.com

কাজ আরম্ভ করলে তার মধুর ব্যবহার ও ভাষার যাদুক্রিয়ায় অতি অল্পদিনে তার শিষ্যসংখ্যা অনেকগুণ বেড়ে যাবে। তখন সদলবলে সে তোমাদের উপর হামলা করে তোমাদের রাজত্ব ছিনিয়ে নিবে।. অতঃপর তোমাদের সাথে যাচ্ছে তা' ব্যবহার করবে ; অথচ তখন তোমাদেরও করার কিছু থাকবে না। সুতরাং এ ছাড়া অন্য কোন প্রস্তাব পেশ কর।'

আবূ জাহল প্রস্তাব করলো,—'তাকে হত্যা করা হোক। প্রত্যেক গোত্রের পক্ষ হতে একজন করে যুবক আসবে এবং সকলে মিলে একযোগে তাকে হত্যা করবে। তা'হলে বনী আবদে মুনাফ আরবের সকল গোত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সাহস পাবে না। বড়জোর হত্যার জরিমানা বাবদ একশত উটের দাবী করবে ; এটা আদায় করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়।' শয়তান ইবলীস এই প্রস্তাবের প্রশংসা করে দৃঢ় সমর্থন জানালো। অন্যান্যরাও উক্ত প্রস্তাবকে সমর্থন করে হত্যাকার্য সমাধা করার উপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো। সিদ্ধান্ত হলো যে, একদিন মধ্যরাত্রিতে এ কাজ সমাধা করা হবে।

এদিকে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) আল্লাহ্‌র হুকুমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে তাদের কুমন্ত্রণা, ষড়যন্ত্র এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত সবকিছু জানিয়ে আরজ করলেন যে, অদ্য রাত্রিতে আপনি স্বীয় শয্যায় রাত্রিযাপন করবেন না।

এদিকে মুশরিকরা নির্দিষ্ট রাত্রিতে নিজেদের হীন আশা পূর্ণ করার মানসে নানা অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নবীজীর বাসগৃহ বেষ্টন করে ফেলে। উদ্দেশ্য, যখনই দরজা খুলে তিনি বের হবেন, অমনি একযোগে সকলে তাঁকে আক্রমণ করবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)-কে নবীজীর বিছানায় নবীজীর চাদরে—যে চাদর গায় দিয়ে তিনি জুমা ও দুই ঈদের নামায পড়াতেন—শরীর ঢেকে দিয়ে শুইয়ে দিলেন। বস্তুতঃ হযরত আলী (রাযিঃ)-ই প্রথম সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর দ্বীন ও নবীর হিফাযতের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পূর্ণভাবে উদ্যত হয়েছেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং হযরত আলী (রাযিঃ) কবিতা রচনা করেছেন, তার কয়েকটি চরণ নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

www.banglakitab.weebly.com

وَقَيْتُ بِنَفْسِيْ خَيْرَ مَنْ وَطِئَ الثَّرٰى
وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَبِالْحَجَرِ

'দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ; খোদার ঘর তওয়াফকারী ও হজরে-আসওয়াদ চুম্বনকারীদের শ্রেষ্ঠ মানবের হিফাযতে আমি আমার জীবন বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছি।'

رَسُوْلُ اِلٰهٍ خَافَ اَنْ يَمْكُرُوْا بِهٖ
فَنَجَاهُ ذُوْ الطَّوْلِ الْاِلٰهُ مِنَ الْمَكْرِ

'তিনি আল্লাহর প্রেরিত মহান রাসূল, শত্রুর চক্রান্তের তিনি প্রবল আশংকা করেছেন ; কিন্তু মহা শক্তিমান আল্লাহ্ নিজেই তাঁকে হিফাযত করেছেন।'

وَبَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِي الْغَارِ اٰمِنًا
مُوَقًّى وَفِيْ حِفْظِ الْاِلٰهِ وَفِيْ سِتْرِ

'ছওর গুহায় পূর্ণ নিরাপত্তায় তিনি যখন রাত্রিযাপন করেছেন, তখন খাসভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হিফাযতের পর্দায় আবৃত রেখেছিলেন।'

وَبِتُّ اُرَاعِيْهِمْ وَمَا يَتِمُّوْنَنِيْ
وَقَدْ وَطَّنْتُ نَفْسِيْ عَلَى الْقَتْلِ وَالْاَسْرِ

'আমি প্রতি মুহূর্তে শত্রুর প্রতি দৃষ্টি রেখেছি এবং তারা আমার ব্যাপারে কি পরিকল্পনা নিচ্ছে, তাও লক্ষ্য করেছি। বস্তুতঃ সেই রাত্রিতে নিহত অথবা বন্দী হওয়ার জন্য আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম।'

অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজা খুলে বের হয়ে আসলেন। আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুদের চোখে আবরণ টেনে দিয়েছিলেন ; কেউ

www.banglakitab.weebly.com

কিছুই ঠাহর করতে পারলো না। নবীজীর হাতে এক মুষ্টি মাটি ছিল। তিনি তখন আবৃত্তি করছিলেন 'সূরা ইয়াসীন'। فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ (আমি তাদের চোখে পর্দা এঁটে দিয়েছি, কাজেই তারা দেখে না) পর্যন্ত তিলাওয়াত করে হাতের মাটি তাদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। এই মাটি তাদের চোখে-মুখে গিয়ে পড়ে এবং তারা কোন কিছু দেখতে অসমর্থ হয়। আর নবীজী ইচ্ছানুযায়ী তাদের সম্মুখ দিয়ে নিরাপদে তশরীফ নিয়ে গেলেন। পরে একজন পথিক তাদের সমবেত হওয়ার কারণ জানতে পেরে বললো,—'তোমরা বৃথা এখানে বসে আছো ; খোদার কসম, তিনি তোমাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে চলে গেছেন এবং তোমাদের প্রত্যেকের মাথার উপর মাটি ছুঁড়ে গেছেন।' এ কথা শুনে সকলেই মাথায় হাত দিয়ে দেখলো, সত্য সত্যই প্রত্যেকের মাথায় তখনও মাটি রয়েছে। তারপর তারা গৃহে উঁকি দিয়ে দেখলো, একজন বিছানায় শুয়ে আছে, নবীজীর চাদর দিয়ে তার গাত্র আচ্ছাদিত। এরূপ দেখে তারা বলতে লাগলো, না ; আমাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বিছানায় শুয়ে আছে। অতঃপর পূর্বানুরূপ তারা অপেক্ষা করতে লাগলো। ভোর সকালে যখন হযরত আলী (রাযিঃ) সেই বিছানা থেকে গাত্রোত্থান করলেন, তখন তাদের ভুল ভাঙ্গলো ; বলতে লাগলো,—'রাতের পথিক আমাদেরকে ঠিকই বলেছিল।' এ ঘটনাকে লক্ষ্য করেই পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ

'আর কাফেররা যখন প্রতারণা করতো আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশে।' (আনফাল ঃ ৩০)

কবির ভাষায় ঃ

لَا تَجْزَعَنَّ فَبَعْدَ الْعُسْرِ تَيْسِيْرُ
وَكُلُّ شَيْئٍ لَّهُ وَقْتٌ وَ تَقْدِيْرُ

'আপনি বিচলিত হবেন না ; কেননা কষ্টের পরেই স্বস্তি রয়েছে এবং প্রতিটি কার্য ও বিষয়ের জন্য সময় নির্ধারিত রয়েছে।'

www.banglakitab.weebly.com

وَلِلْمُقَدِّرِ فِيْ اَحْوَالِنَا نَظَرٌ
وَفَوْقَ تَدْبِيْرِنَا لِلّٰهِ تَدْبِيْرُ

'তকদীরের মালিক আল্লাহ্ তা'আলার আমাদের অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রয়েছে ; বস্তুতঃ তাঁর কুদরত ও তদবীরের কার্যকারিতা আমাদের সকল চেষ্টার উর্ধ্বে।'

এখন আল্লাহ্ তা'আলা নবীজীকে হিজরত করার আদেশ দিলেন ; ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ
وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا

'বলুন ঃ হে পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে। আর দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে এমন বিজয়, যার সাথে আপনার সাহায্য থাকে।' (ইস্‌রা ঃ ৮০)

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ 'হিজরতের হুকুমের সাথে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাযিঃ)–কে সফরসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করতেও হুকুম করা হয়েছিল।'

হাকেম (রহঃ) হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—হিজরতে আমার সফরসঙ্গী কে হবে? হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বলেছিলেন ঃ 'আবু বকর'। অতঃপর নবীজী হযরত আলী (রাযিঃ)–কে বিষয়টি জানিয়ে দেশের বহুলোকের আমানত একটি একটি করে তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন ঃ 'আমরা চল্‌লাম—তুমি থাক ; সকলের আমানত পাওনা–দেনা বুঝিয়ে দিয়ে তুমিও চলে এসো।'

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ 'হিজরতের সেই দিনটিতে আমরা হযরত আবু বকরের গৃহে ছিলাম। সময়টা ছিল দ্বি–প্রহর, প্রচণ্ড গরম পড়ছিল তখন।

তাব্‌রানী কিতাবে হযরত আস্‌মা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে,—'হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই সকালে–বিকালে দু'বার

www.banglakitab.weebly.com

আমাদের বাড়ী আসতেন। কিন্তু সেইদিন দুপুর বেলা হঠাৎ তাঁর আগমনে আমরা বিচলিত ও স্তম্ভিত হলাম। আমি বল্‌লাম,—'আব্বাজান! ওই যে নবীজী আসছেন, মাথায় রোমাল ঢাকা দিয়ে।' হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বললেন,—'প্রিয় নবীজীর জন্য আমার মা-বাপ কুরবান ; এ সময় তিনি অবশ্যই কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আসছেন।'

হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়ী আগমনপূর্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাযিঃ) তাঁকে চৌকিতে উপবেশন করালেন। এবার নবীজী বললেন ঃ 'আবু বকর! আপনার সাথে গোপন আলাপ আছে ; সুতরাং আপনি একা থাকুন।' হযরত আবু বকর আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন ঃ হুযূর! এরা তো আপনার আপন জন ; এই আয়েশা ও আসমা ছাড়া এখানে আর কেউ নাই। অপর রেওয়ায়াতে আছে,—'এরা তো আমারই সন্তান।' অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হিজরতের জন্য আল্লাহ্‌র আদেশ পেয়েছি। তৈরী হউন ; আপনি সফরসঙ্গী।' হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বললেন,—'আমি পূর্ব হতেই প্রস্তুত হয়ে আছি এবং এ উদ্দেশে দু'টি তাজা উষ্ট্রীও খরিদ করে রেখেছি ; তন্মধ্যে আপনার যেটি পছন্দ হয় গ্রহণ করুন।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,—'আমি এর মূল্য পরিশোধ করে নিবো।' বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে হুযূরের উদ্দেশ্য ছিল হিজরতের ন্যায় মহামূল্য ইবাদত জান-মাল উভয়টার দ্বারা সম্পন্ন করে পরিপূর্ণ ফযীলত হাসিল করা।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ আমরা অতি শীঘ্র প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করে দিলাম ; চামড়ার এক থলিতে খাবারের ব্যবস্থা করে দিলাম।' ওয়াকেদীর বর্ণনামতে সেই খাদ্য ছিল বকরীর গোশত।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ 'অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রাযিঃ) 'ছওর' পাহাড়ের এক গুহায় আত্মগোপন করলেন। তাঁরা তিনদিন সেই গুহায় অবস্থান করেছিলেন। 'ছওর' মক্কার অদূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। 'ছওর ইব্‌নে আবদে মুনাফ' নামক এক ব্যক্তি কোন কালে এই গুহায় অবতরণ করেছিল। তা' থেকেই এই পাহাড়ের নামকরণ হয় 'ছওর'।'

www.banglakitab.weebly.com

বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ [illegible] (রাযিঃ) বাড়ীর পশ্চাৎদিকের একটি জানালার পথে বের হয়ে 'ছওর [illegible] অভিমুখে রওনা হয়ে যান। আবূ জাহ্‌ল তখন তাঁদের পার্শ্ব দিয়ে [illegible] পথ অতিক্রম করছিল ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাকে অন্ধ [illegible] দিয়েছিলেন, সে কিছুই ঠাহর করতে পারে নাই। নির্বিঘ্নে তাঁরা গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হলেন।

আবূ বকর তনয়া আসমা (রাযিঃ) বলেন,—'আমার পিতা পাঁচ হাজার দিরহাম সঙ্গে নিয়ে বাড়ী হতে বের হয়েছেন। কুরাইশীরা তাকে বাড়ীতে না পেয়ে আশে-পাশে চতুর্দিকে উন্মত্ত হয়ে ছুটাছুটি শুরু করে দিল। প্রত্যেকটা পথে কিছুসংখ্যক লোক তাঁদের অন্বেষণে পাঠিয়ে দিল। পদচিহ্ন বিশারদ কতিপয় লোক নবীজীর পদচিহ্ন অনুসরণ করে ছওর গুহা পর্যন্ত [illegible] এরপর আর কোন চিহ্ন দেখা গেল না। অথচ নবীজী তখন সেই গুহায় আত্মগোপন করে ছিলেন। কিন্তু তাদের মনে সেই গুহাতে খোঁজ করার চিন্তাই উদিত হয় নাই। অবশেষে এই চরম ব্যর্থতায় উদ্বিগ্ন হয়ে ঘোষণা করলো যে, 'মুহাম্মদ ও আবূ বকরকে যে ব্যক্তি ধরে আনতে পারবে তাকে মাথাপিছু একশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে।'

বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর (রাযিঃ) ছওর গুহায় প্রবেশের পর তাদের হিফাযতের জন্য আল্লাহ তা'আলা গুহামুখে উম্মে গায়লান নামক একটি বৃক্ষ উৎপন্ন করে দিলেন। ফলে কাফেরদের দৃষ্টি গুহাভ্যন্তরে পৌঁছতে পারে নাই। সেইসঙ্গে আল্লাহর আর মহিমা! একটি বড় মাকড়সা গুহামুখে ঘন জাল বুনে দেয়। এর অল্পক্ষণ পর ভোরের দিকে এক জোড়া কবুতর কোথা হতে এসে বাসা বাঁধে ডিম দিয়ে সেখানেই বসে যায়। আল্লাহ্‌র নবী ও তাঁর সফরসঙ্গী আবূ বকরকে হেফাযত করার এটা ছিল একটি কুদরতি উপায়। কথিত আছে—এ শরীফে অবস্থানরত কবুতরগুলো সেই কবুতর জোড়ারই বংশোদ্ভূত।

ইতিমধ্যে কাফেররা ছওর পাহাড়ের সব জায়গা বিশেষ করে গুহাগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজলো—বাকী শুধু এই গুহাটি। তাদের সাথে লাঠি সোটা ঢাল-তলোয়ার সবই ছিল। এই গুহাটির মুখে মাকড়শার অক্ষত জাল, তদুপরি কবুতর দুইটি দেখে ভাবলো—ভিতরে কেউ নাই। একজন বললো, ভিতরে

www.banglakitab.weebly.com

প্রবেশ করেই দেখা যাক কেউ আছে কিনা। নবীজী তাদের এসব কথা শুনছিলেন। গুহার উক্তরূপ অবস্থা দেখে উমাইয়া ইব্নে খলফ বললো,– এর ভিতরে তারা থাকতে পারে না। কারণ, কেউ এই গুহায় প্রবেশ করলে মাকড়সার জাল কি আর আস্ত থাকতো? আর বন্য কবুতরই কি এখানে বাসা বেঁধে ডিম দিতো? কেউ কেউ বললো ঃ 'এই জাল আমি মুহাম্মদের জন্মের পূর্ব থেকেই দেখে আসছি।' অবশেষে নিরাশ হয়ে তারা ফিরে যায়। বস্তুতঃ এ ছিল আল্লাহ্র কুদরতের বিকাশ, যা শত্রুপক্ষকে সৈন্য–সামন্তের সাহায্যে পরাভূত করার চাইতে অনেক ঊর্ধ্বের কথা। আল্লাহ্ তা'আলা একটি উদ্ভিদের ছায়া ও অতি দুর্বল ও একান্ত নিরীহ দুইটি মূক প্রাণীর দ্বারা এত প্রবল ও পরাক্রমশালী দুর্দান্ত অসুরদের এরূপে পরাজয় ঘটান। কবি ইব্নে নকীবের ভাষায় ঃ

وَ دُوْدُ الْقَزِ اِنْ نَسَجَتْ حَرِيْرًا يَجْمَلُ لُبْسُهُ فِيْ كُلِّ شَيْئٍ فَاِنَّ
الْعَنْكَبُوْتَ اَجْمَلُ مِنْهَا بِمَا نَسَجَتْ عَلٰى رَأْسِ النَّبِيِّ ـ

'বুননকৌশলী রেশম পোকার বুনা রেশমী সূতার দ্বারা তৈরী বস্ত্রের সৌন্দর্য অত্যন্ত মনোহারিত্বপূর্ণ ; কিন্তু মাকড়সা ঐ রেশম পোকার চাইতেও অনেক বেশী মর্যাদাপূর্ণ। কারণ, ছওর গুহায় মাকড়সার বুনা জাল প্রিয় নবীজীর হিফাযতে তাঁর পবিত্র মাথার উপর শোভা পেয়েছিল।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে,—হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রাযিঃ) বলেন ঃ 'গুহামুখে দাঁড়িয়ে যখন কাফেররা জল্পনা কল্পনা করছিল, তখন আমি বিচলিত হয়ে হুযূরের নিকট আরজ করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা যদি একটু নীচের দিকে তাকায়, তা'হলেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবিচল ও প্রশান্ত চিত্তে বললেন ঃ

مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا ـ

'যে দুইয়ের সাথে তৃতীয় সত্তা খোদ আল্লাহ্ পাক রয়েছেন, তাদের কোন ভয় নাই।'

www.banglakitab.weebly.com

সীরাতবেত্তাগণ লিখেছেন,—'হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) বিচলিত হয়ে উক্তরূপ আশংকা প্রকাশ করার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'এরা যদি আমাদেরকে দেখে ফেলে, তা'হলে আমরা এদিকে বের হয়ে যাবো। হযরত আবূ বকর তাকিয়ে দেখেন, গুহার অপরদিকে খোলা পথ রয়েছে, অদূরেই সমুদ্র তীরে নৌকা ও মাঝি মাল্লা সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় অপেক্ষমান।'

হযরত হাসান বসরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে,—'হিজরতের রাত্রিতে পথ অতিক্রমকালে হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) কখনো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগ্রে আবার কখনো পশ্চাতে চলছিলেন। আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন,– 'আমার আশংকা হয়—দুশমন ওঁত পেতে সম্মুখে বসে আছে ; তখন আমি আপনার সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়ে যাই।' হুযূর বললেন ঃ 'হে আবূ বকর! তা'হলে কি তুমি কামনা কর যে, অনিবার্য কোন বিপদে আমার স্থলে তুমিই নিহত হও?' হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) কসম করে বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি আমি অবশ্যই কামনা করি।'

'ছওর' গুহার নিকটবর্তী হওয়ার পর হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অপেক্ষা করুন ; আমি গুহার অভ্যন্তরভাগ পরিস্কার করে নিই।' পর্বত–গুহা ; জনমানবের চলাচল সেখানে ছিল না। ছিদ্রের ফাঁকে ফাঁকে সাপ–বিচ্ছু থাকাও বিচিত্র নয়। তাই নবীজীকে গুহার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে হযরত আবূ বকর প্রথমে গুহায় প্রবেশ করলেন। কোথাও কিছু না পেয়ে গায়ের চাদর ছিড়ে গর্তগুলোর মুখ বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু তবুও একটি ছিদ্র কাপড়ের অভাবে বাকী থেকে যায়। হযরত আবূ বকর নিজের পায়ের গোড়ালী সেই ছিদ্রের মুখে রেখে নবীজীকে গুহার ভিতরে প্রবেশ করতে ডাকলেন। নবীজী গুহায় প্রবেশ করলেন এবং আবূ বকরের উরুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন।

ক্লান্ত দেহখানি এলিয়ে দিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ হযরত আবূ বকর অনুভব করলেন, খোলা গর্তটির ছিদ্রপথে রক্ষিত পায়ে কিসে যেন দংশন করলো। দংশনের বেদনা ক্রমেই তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুললো। অসহ্য বেদনায় তাঁর সারাটি দেহ বিষে

www.banglakitab.weebly.com

জর্জরিত হয়ে উঠলো। তথাপি প্রিয় নবীজীর ঘুমে ব্যাঘাত হবে, তাই তিনি একটুও নড়া-চড়া কিংবা আহা-উহু পর্যন্ত করছিলেন না। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও ভীষণ বেদনার দরুন তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো একেবারে আঁ-হযরতের চেহারা মুবারকের উপর। প্রিয় নবীজীর নিদ্রা তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ হয়ে গেল। আবূ বকর জানালেন, তাকে সাপে দংশন করেছে। নবীজী নিজের মুবারক থুথু ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষের অসহ্য যন্ত্রণা শেষ হয়ে গেল। আবূ বকর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মক্কা নগরী থেকে বৃহস্পতিবার দিন প্রস্থান করেছিলেন। তিন দিন 'ছওর' গুহায় অবস্থান করার পর সোমবার দিন সেখান থেকে বের হয়ে মদীনা অভিমুখে রওনা হন। তখন সময়টা ছিল রবীউল আউয়াল মাসের প্রথম দিক। এভাবে তিনি ১২ই রবীউল আউয়াল রোজ শুক্রবার পবিত্র মদীনা-মুনাওয়ারায় গিয়ে পৌঁছেন।

যাকারিয়া নামক জনৈক বুযুর্গের অন্তিম সময়ে তার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট এক বন্ধু কালেমা তাইয়্যেবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ তালক্বীন করে তাকে পাঠ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন। কিন্তু সেই বুযুর্গ তা পাঠ না করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তিনি পুনরায় তালক্বীন করেন। এবারও সেই বুযুর্গ মুখ ফিরিয়ে নেন। যখন তৃতীয় বার তালক্বীন করলেন, তখন তিনি স্পষ্ট অস্বীকার করে বললেন ঃ 'না'। এতে বন্ধু অত্যন্ত মনক্ষুন্ন হলেন। কিছুক্ষণ পর বুযুর্গের জ্ঞান ফিরে আসলে চক্ষু উন্মীলন করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমরা কি আমাকে কিছু পড়তে বলেছিলে? বন্ধু বললেন ঃ 'হাঁ, আপনাকে কালেমা পড়ার জন্য তিনবার উদ্বুদ্ধ করেছি, দুইবার আপনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তৃতীয়বার স্পষ্ট অস্বীকার করে 'না' বলে দিয়েছেন।' বুযুর্গ বললেন ঃ প্রকৃত ঘটনা এই যে, অভিশপ্ত ইবলীস এক পেয়ালা পানি হাতে নিয়ে আমার শিয়রে দাঁড়ানো ছিল। বারবার সে পাত্রটিকে নড়া-চড়া দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল পানির প্রয়োজন আছে কি? আমি প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করলে সে আমাকে বলছিল 'তা'হলে তুমি একথা সাক্ষ্য দাও যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র পুত্র।' তখন আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। পুনরায় সে আমার দিকে

www.banglakitab.weebly.com

এসে সেই কথাই বললো। তখনও আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। তৃতীয়বার যখন সে সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করলো, তখন আমি স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে বলেছি ঃ 'না' কিছুতেই আমি তা' সাক্ষ্য দিবো না। তারপর শয়তান পেয়ালাটি যমীনের উপর সজোরে নিক্ষেপ করে পলায়ন করেছে। সুতরাং তোমাদের তালক্বীনের সময় আমি আসলে শয়তানের প্রতারণাকে প্রত্যাখ্যান করছিলাম ; তোমাদের তালক্বীন বা কালেমা তাইয়্যেবাকে নয়। শুন, আমি এখনও সাক্ষ্য দিচ্ছি,—'আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নাই, হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।'

হযরত উমর ইব্নে আবদুল আযীয (রহঃ)–এর সূত্রে বর্ণিত আছে,– এক ব্যক্তি শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্রতারণার প্রক্রিয়া–প্রণালী সম্পর্কে জানতে চেয়ে আল্লাহ্র কাছে আবেদন করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে স্বপ্নযোগে শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণার পদ্ধতি এভাবে দেখিয়েছেন যে, কাঁচের মত স্বচ্ছ–পরিস্কার দেহের অধিকারী একজন লোক, যার ভিতর–বাহির সব স্পষ্ট দেখা যায়, তার ভিতরে দেখা গেল— শয়তান একটি ব্যাঙের আকৃতিতে তার কাঁধ ও কানের মধ্যবর্তী স্থানে বসে আছে এবং তার একটি সুদীর্ঘ শুঁড় রয়েছে। শুঁড়টিকে সে লোকটির অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়ে তাকে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। যখনই লোকটি আল্লাহ্র যিকর করে, তখন শয়তান পিছনে সরে যায়।

আয় আল্লাহ্! শয়তান থেকে আমাদেরকে পানাহ দিন। বিদ্বেষী ব্যক্তির প্রভাব থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখুন। আপনার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় আমাদেরকে যিকর ও শোকর করার তাওফীক দান করুন।

---

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১৭
আমানত ও তওবা

মুহাম্মদ ইবনে সেকান্দর (রহঃ) থেকে বর্ণিত,—তিনি বলেন ঃ একদা আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) একদা পবিত্র কা'বা ঘর তওয়াফ করার সময় দেখলেন, একজন লোক পদে পদে কেবল হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পড়ছে। হযরত সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন,—'তুমি অন্যান্য তাসবীহ-তাহলীল না পড়ে কেবল দরূদ শরীফ পাঠ করছো ; এর কারণ কি? এ ব্যাপারে কি তোমার বিশেষ কোন ঘটনা আছে?' লোকটি হযরত সুফিয়ানের পরিচয় জেনে বললো ঃ 'আপনি যদি দেশের খ্যাতনামা বুযুর্গ না হতেন, তা'হলে এ রহস্য সম্পর্কে আপনাকে কিছুই বলতাম না। শুনুন,—'একবার আমি আমার পিতার সাথে পবিত্র কা'বাঘর তওয়াফের উদ্দেশে বের হই। পথে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে মারা যান। মৃত্যুর পর তার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমি اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ার পর তার চেহারা বস্ত্রাবৃত করে রেখে দিই। কিছুক্ষণ পর আমি বিষন্ন মনে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ি। তখন স্বপ্নে দেখি,—অত্যন্ত সুশ্রী-সুদর্শন, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত একজন লোক,—যার শরীর থেকে খোশবূ চতুর্দিকে মোহিত হয়ে পড়ছিল—আমার পিতার নিকট এসে চেহারার উপর রক্ষিত চাদর সরিয়ে মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে, আমার পিতার চেহারা দিব্যি পরিস্কার ও সফেদ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি প্রস্থান করতে উদ্যত হলে আমি তাঁর হাত ধরে বললাম,—'আমি আপনার পরিচয় জানতে চাই, যার ওসীলায় আল্লাহ তা'আলা এই সফরে আমার পিতার উপর এক বড় অনুগ্রহ করেছেন, তাঁকে আমি চিনতে চাই।' তিনি বললেন ঃ 'তুমি আমাকে চিনো না? আমিই তো মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), পবিত্র কুরআন আমারই উপর নাযিল হয়েছে। তোমার পিতা বহু অন্যায়-অপরাধ করে নিজের উপর জুলুম করেছে ; কিন্তু সে নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে আমার উপর দরূদ পড়তো।

www.banglakitab.weebly.com

এই বিপদের সময় সে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছে। আর আমি আমার প্রতি দরূদ পাঠকারীকে সাহায্য করে থাকি।' অতঃপর আমি জাগ্রত হই এবং দেখি, পিতার চেহারা সম্পূর্ণ শুভ্র, জ্যোতির্ময় ও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।'

আমর ইব্নে দীনার আবু জা'ফরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ نَسِيَ الصَّلٰوةَ عَلَيَّ فَقَدْ اَخْطَأَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ۔

'আমার প্রতি যে দরূদ পাঠ করে না, সে জান্নাতের বিপরীত পথে চলছে।'

'আমানত' (امانت) শব্দটি আম্ন (امن) ধাতু হতে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে, মুক্ত থাকা, নিশ্চিন্ত হওয়া। বস্তুতঃ 'আমানতে'র গুণে অলংকৃত ব্যক্তি বাতিলের কলুষতা হতে মুক্ত–পবিত্র এবং হকের উপর নিশ্চিন্তে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'খিয়ানত'(خيانت), যা 'ত্রুটি' ও 'দোষ' এর অর্থবোধক 'খূন' (خون) ধাতু হতে নির্গত। বস্তুতঃ খিয়ানতের মাধ্যমে কলুষমুক্ত একটি বস্তুকে ত্রুটিপূর্ণ ও দুষ্ট করে দেওয়া হয়। আভিধানিক দৃষ্টিতে 'আমানত' ও 'খিয়ানত' নামকরণের তাৎপর্য এখানেই।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمَكْرُ وَالْخَدِيْعَةُ وَالْخِيَانَةُ فِي النَّارِ۔

'ধোকা, প্রতারণা ও খিয়ানতের স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।'

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ فَهُوَ مِمَّنْ كَمُلَتْ مُرُوْءَتُهُ وَظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ وَوَجَبَتْ اُخُوَّتُهُ۔

'যে ব্যক্তি লোকজনের সাথে মেলামেশা করা সত্ত্বেও কারও উপর জুলুম বা বে–ইনসাফী করে না, অনুরূপ মানুষের সাথে কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কখনও মিথ্যা ও খিয়ানতের আশ্রয় নেয় না, এমন ব্যক্তি বস্তুতঃই

www.banglakitab.weebly.com

পরিপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী, সততা ও মহত্বগুণ তার স্পষ্ট ও অনস্বীকার্য। এহেন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব দৃঢ়তর করা চাই।'

মরু-আরবের জনৈক বেদুঈন লোক একটি গোত্রের প্রশংসা করে বলেছিল,—'এরা আমানত ও সত্যের সংরক্ষণে উম্মাদ-অনুরাগী, অঙ্গীকার ও ওয়াদা-ভঙ্গের কল্পনাও তারা করে না, কোন মুসলমানকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কোন ত্রুটি করে না, তাদের দায়িত্বে কারও কোন হক বা পাওনা অবশিষ্ট নাই,তারা এবংবিধ বহু চমৎকার গুণাবলীর অধিকারী।' আফসূস! বেদুঈনের প্রশংসিত সেই লোকেরা আজ দুনিয়াতে নাই ; পরন্তু আমরা দেখছি, মনুষ্য-পোষাক পরিধান করে আজ হিংস্র জন্তুরা আমাদের সম্মুখে বিচরণ করছে। কবির ভাষায় ঃ 'বিশ্বাস করার মত মানুষ এ জগতে কে আছে? সৎ ও মহৎ লোকের জন্য যোগ্য বন্ধু পাওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে গেছে। কিছু সংখ্যক মানুষকে বাদ দিলে আর বাকীরা হিংস্র জানোয়ারে পরিণত হয়েছে ; যদিও তারা বাহ্যতঃ মনুষ্য-পোষাক পরে মানব সমাজে বিচরণ করে।'

হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'শীঘ্রই এমন এক যমানা আসছে, যখন মানুষের মধ্য থেকে 'আমানতে'র গুণটি উঠিয়ে নেওয়া হবে। লোকেরা পরস্পর লেন-দেন ও ক্রিয়া-কর্ম আন্‌জাম দিবে ; কিন্তু 'আমানত' কারও মধ্যে থাকবে না, এবং তা' এতোই দুষ্প্রাপ্য ও কঠিন বস্তু হবে যে, লোকেরা বলাবলি করবে, অমুক গ্রামে অমুক গোত্রে একজন 'আমানতদার লোক' আছে।'

তওবার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পবিত্র কুরআনের প্রচুর আয়াত ও অসংখ্য হাদীসের দ্বারা তওবার ফর্‌যিয়ৎ ও অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

'মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তওবা কর, যাতে সফলকাম হতে পারো।' (নূর ঃ ৩১)

উক্ত আয়াতে সাধারণভাবে সকল ঈমানদার ব্যক্তিকে তওবার হুকুম

www.banglakitab.weebly.com

করা হয়েছে।

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

'মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর—আন্তরিক তওবা।' (তাহ্‌রীম ঃ ৮)

'নাছূহ' (نصوح) শব্দের মর্ম হচ্ছে—এমন স্বচ্ছ, নির্মল ও সনিষ্ঠ তওবা, যার মধ্যে শির্‌ক রিয়া ও আনুষ্ঠানিকতার লেশমাত্র থাকে না।

নিম্নের এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তওবার ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ○

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে, তাদেরকে ভালবাসেন।' (বাক্বারাহ্‌ ঃ ২২২)

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ

'তওবাকারী আল্লাহ্‌র বন্ধু, তওবাকারী গুনাহ্‌ থেকে নিষ্পাপ ব্যক্তির ন্যায় পবিত্র।'

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ 'কোন ঈমানদার ব্যক্তি তওবা করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তা'তে কিরূপ আনন্দিত হোন, তা' তোমরা নিম্নের উদাহরণ দ্বারা বুঝতে পারবে। যেমন কোন ব্যক্তি ঘটনাক্রমে একটি জনমানবহীন মরুভূমিতে গিয়ে উপস্থিত হলো। যেখানে ভয়-ভীতির কোন অন্ত নাই। সেই ব্যক্তির সঙ্গে তার আরোহণের জন্তুটিও ছিল। ব্যক্তিটি ক্লান্তিভরে একটি বৃক্ষের ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। ইত্যবসরে তার জন্তুটি খাদ্য ও পানীয় সহ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। লোকটি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর জন্তুটিকে না পেয়ে হতাশ হয়ে সেটিকে খুঁজতে খুঁজতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লো। এমতাবস্থায় সে বাহন ব্যতীত বাহিরেও আসতে

www.banglakitab.weebly.com

পারে না ; আর তথায় পড়ে থাকলে খাদ্য বিহনে তার মৃত্যুবরণ করতে হবে, অধিকন্তু প্রখর-রৌদ্রের প্রাণান্তকর তাপ তো আছেই। লোকটি এই চিন্তা করে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে স্বীয় বাহুতে মাথা রেখে অবধারিত মৃত্যুর অপেক্ষায় নিদ্রিত হয়ে পড়লো। অতঃপর হঠাৎ নিদ্রা হতে উঠে দেখলো, তার আরোহণের উটটি খাদ্যসম্ভার সহ তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। এইরূপে নিরাশার আঁধারে আশার আলো দেখতে পেয়ে তখন ঐ লোকটির যেমন আনন্দের সীমা থাকবে না, তদ্রূপ কোন বান্দা পাপের পথ হতে দ্বীনের পথে ফিরে এসে তওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তদপেক্ষা অধিক আনন্দিত হয়ে থাকেন।'

হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের তওবা কবুল করলেন, তখন ফেরেশ্তাগণ তাঁকে মুবারকবাদ দিলো। এই সুবাদে জিব্রাঈল ও মীকাঈল আলাইহিমাস্ সালামও এসে বললেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা আপনার তওবা কবুল করেছেন ; আপনার মনের আকাংখা পূর্ণ হয়েছে, চক্ষু জুড়িয়েছে।' হযরত আদম (আঃ) বললেন ঃ 'হে জিব্রাঈল! এখন তওবা কবূলের পর কি জানতে পারি যে, আমার মকাম ও অবস্থান কোন পর্যায়ে?' তখন ওহী আসলো ঃ 'হে আদম! তোমার আওলাদ ও সন্তান-সন্ততির জন্য আমি দুঃখ-ক্লেশ ও যাতনা-সাধনা অবধারিত করে দিয়েছি, আর তোমার সূত্রে তারা 'তওবা' উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত হবে। তাদের যে-কেউ আমার কাছে তওবা করবে, আমি অবশ্যই তা' কবূল করবো, তাদের গুনাহ্ মাফ করে দিবো ; এ ব্যাপারে আমি কোনরূপ কৃপণতা করবো না। কেননা আমার ছিফত হচ্ছে, বান্দার ডাকে সাড়া প্রদানকারী, আমি বান্দার অতি নিকটবর্তী। হে আদম! তওবাকারী ব্যক্তিকে আমি হাশরের ময়দানে এভাবে উত্থিত করবো যে, সে আনন্দভরে হাসতে থাকবে, তার প্রার্থনা আমি কবূল করবো।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالتَّوْبَةِ لِمُسِيْءِ اللَّيْلِ إِلَى النَّهَارِ

www.banglakitab.weebly.com

وَ يُسِيْئُ النَّهَارِ اِلَى اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا۔

'রাত্রিতে যে পাপে লিপ্ত হয়েছে, তার গুণাহ্‌মাফীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হস্ত প্রসারিত করে তাকে সারাদিন ডাকতে থাকেন। আর দিবসের পাপাচারীকে তওবার জন্য সারারাত্র ডাকতে থাকেন। এভাবে মাগরিব থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ডাক অব্যাহত থাকে।'

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ 'কখনও এমন হয় যে, বান্দা গুনাহ্ করে এবং গুনাহের কারণেই সে জান্নাত লাভের সুযোগ পায়।' জিজ্ঞাসা করা হলো,—'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা কি করে সম্ভব?' হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'উক্ত গুনাহের কারণে সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, সর্বদা তা' থেকে দূরে থাকে—এভাবে কৃত পাপের তওবা তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়।'

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

كَفَّارَةُ الذَّنْبِ النَّدَامَةُ

'লজ্জা ও অনুতাপ বান্দার গুনাহের ক্ষতিপূরণ করে দেয়।'

বর্ণিত আছে,—'একদা একজন হাবশী লোক হুযূরকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যখন ইবাদত করি, তখন কি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দেখেন? হুযুর বললেন ঃ 'অবশ্যই দেখেন।' এ কথা শুনে লোকটি সজোরে এক চিৎকার দিল। পরক্ষণেই দেখা গেল তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেছে।'

শয়তান ইবলীস অভিশপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র কাছে কিছুকাল হায়াত প্রার্থনা করেছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দিয়েছেন। তখন সে বলেছিল,—'হে আল্লাহ্! তোমার ইয্যতের কসম, বনী আদমের দেহে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণবায়ু থাকে, আমি তাদেরকে তোমার আনুগত্য হতে বিমুখ করে রাখবো।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ 'আমার ইয্যত ও পরাক্রমশীলতার কসম, প্রতি মুহূর্তে আমি বনী আদমের জন্য তওবার দরজা খোলা রাখবো।'

হাদীস শরীফে আছে,—'নেক আমল পাপকে এমনভাবে মোচন করে দেয়, যেমন পানি ময়লা-কদর্যকে দূর করে দেয়।'

www.banglakitab.weebly.com

হযরত সায়ীদ ইব্নে মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন ঃ اِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا (আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে ক্ষমা করেন) এই আয়াতটি এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে পাপকার্য করার পর তওবা করে, আবার পাপে লিপ্ত হয় আবার তওবা করে।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্র ফরমান রয়েছে যে, পাপী লোকদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, তাদের তওবা কবুল হবে, আর পরম পুণ্যবানদেরকে (ছিদ্দীকীন) হুঁশিয়ার করে দাও যে, যদি তাদের হিসাব লওয়া হয়, তা' হলে তারা শাস্তির যোগ্য হবে।'

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে উমর (রাযিঃ) বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি পাপের কথা স্মরণ করে দুঃখিত হয় এবং আল্লাহ্র ভয়ে শঙ্কিত হয়, তার পাপ আমলনামা থেকে মিটিয়ে দেওয়া হয়।'

একদা এক বুযুর্গ থেকে একটি পাপকার্য সংঘটিত হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন, পুনরায় যদি এমন হয়, তা' হলে আমি তোমাকে শাস্তি দিবো। তিনি আরজ করলেন,—'আয় পরওয়ারদিগার! আপনি মহাশক্তিমান, অসীম কুদরতের মালিক, আর আমি দুর্বল ক্ষীণকায় আপনার এক মাখ্লূক। সুতরাং আপনার ইয্যতের কসম, যদি আপনি দয়া করে আমাকে পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা না করুন, তা' হলে আমার নিজ ক্ষমতায় গুনাহ্ থেকে বাঁচা সম্ভব নয়।' এ কাকুতির ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে গুনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ)–কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'একজন পাপী লোক তওবা করতে চায়, তার তওবার কোন অবকাশ আছে কি?' একথা শুনে হযরত ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ) স্বীয় চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পর তার দিকে তাকিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন ঃ 'জান্নাতের বহু দরজা আছে সেগুলো সময় সময় খোলা হয় এবং বন্ধ করা হয় ; কিন্তু একমাত্র তওবার দরজাটি কখনও বন্ধ করা হয় না ; বরং সর্বদা সেখানে একজন ফেরেশ্তা মোতায়েন করে রাখা হয়েছে। সুতরাং তোমরা নেক আমল ও ইবাদতের ব্যাপারে কখনো নিরাশ হয়ো না।'

বনী ইসরাঈল গোত্রে একজন যুবক ছিল। দীর্ঘ বিশ বছর সে আল্লাহ্

www.banglakitab.weebly.com

তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী করেছে। পরবর্তী বিশ বছর সে আল্লাহ্‌র না-ফরমানী ও অবাধ্যতার মধ্যে কাটিয়েছে। একদা সে আয়নার ভিতর দৃষ্টি করে দেখে, তার দাঁড়ি পাকতে আরম্ভ করেছে। তখন সে অনুতাপ করে বলেছে,—'হে মাওলা! বিশ বছর আমি তোমার ইবাদত করেছি, তারপর বিশ বছর তোমার না-ফরমানীতে কাটিয়েছি। এখন যদি আমি আবার তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করি, তা' হলে কি তুমি আমার তওবা কবূল করবে? একথা বলার পর গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো,—'তুমি আমাকে মহব্বত করেছো, তখন আমিও তোমাকে মহব্বত করেছি। আবার যখন তুমি আমাকে পরিহার করেছো, আমিও তোমাকে পরিহার করেছি, তুমি আমার অবাধ্যতা করেছো, তখন আমি তোমাকে অবকাশ দিয়েছি এবং তোমার উপর আযাব নাযিল করি নাই। এখন যদি তওবা করে তুমি আমার দিকে ফিরে আসো, তা' হলে আমি তোমার তওবাও কবূল করে নিবো।'

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِذَا تَابَ الْعَبْدُ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْسَى الْحَفَظَةَ مَا كَانُوا كَتَبُوا مِنْ مَسَاوِى عَمَلِهِ وَأَنْسَى جَوَارِحَهُ مَا عَمِلَتْ مِنَ الْخَطَايَا وَأَنْسَى مَكَانَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَمَقَامَهُ مِنَ السَّمَاءِ لِيَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْخَلْقِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ ـ

'বান্দা যখন তওবা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবা কবূল করেন এবং গুনাহ্ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশ্‌তাদেরকে তার গুনাহ্ ভুলিয়ে দেন। অনুরূপ সেই তওবাকারী ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেগুলোর সাহায্যে সে গুনাহ্ করেছে, যমীনের যে অংশে সে গুনাহ্ করেছে এবং আসমানের নীচে যেখানে সে গুনাহ্ করেছে, এসব কিছুকে আল্লাহ্ তা'আলা তার পাপের বিষয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত করে দেন, যাতে দুনিয়ার কোন মাখ্‌লূক ক্বিয়ামতের ময়দানে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে না পারে।'

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'বিশ্ব জগত সৃষ্টি করার চার হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা আরশের নীচে লিখে রেখেছেন,—যে ব্যক্তি তওবা করবে এবং ঈমান আনয়ন করবে, অনুরূপ যে ব্যক্তি নেক আমল করবে এবং সঠিক হেদায়াতের পথে চলবে, তাদেরকে আমি অবশ্যই ক্ষমা করবো।'

স্মরণ রেখো,—ছোট-বড় প্রত্যেকটি গুনাহ্ থেকে তওবা করা ফরযে আইন। কেননা ছোট গুনাহ্ করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে মানুষ বড় গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সাহস করে বসে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ

'তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।' (আলি-ইমরান ঃ ১৩৫)

বস্তুতঃ 'তাওবাতুন্নাছূহে'র অর্থ হচ্ছে, মানুষ তার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অন্তঃকরণ উভয় দিক থেকেই তওবা করবে। পচা-গান্ধা গলিজের উপর সুদর্শন রেশমী কাপড়ের আচ্ছাদন দিয়ে রাখলে দর্শক প্রথমতঃ বিস্মিত হবে বটে ; কিন্তু উপর থেকে আচ্ছাদনটি সরিয়ে নিলে, পুঁতিগন্ধময় গলিজ বেরিয়ে আসবে, তখন যে-কেউ মুখ ফিরিয়ে নিবে। অনুরূপ, মাখ্লূকের দৃষ্টি হয় বাহ্যিক রূপের উপর ; কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন বান্দার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করা হবে, তখন ফেরেশ্তাগণ তাদের চেহারা ফিরিয়ে নিবে।

এ জন্যেই হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আমলের বাহ্যিক রূপ দেখেন না ; বরং তিনি তোমাদের অন্তরের অবস্থা দেখেন।"

www.banglakitab.weebly.com

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন,—ক্বিয়ামতের দিন কিছু লোক এমন হবে, যারা নিজেদেরকে তওবাকারী বলে দাবী করবে ; কিন্তু আল্লাহ্র দরবারে তাদেরকে প্রকৃত তওবাকারী হিসাবে গণ্য করা হবে না। কারণ, তারা তওবার সঠিক তরীকা অবলম্বন করে নাই ; দুনিয়াতে তারা বাহ্যতঃ তওবা করেছে বটে ; কিন্তু কৃত পাপের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় নাই, ভবিষ্যতে গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করার দৃঢ়সংকল্প করে নাই, যাদের উপর জুলুম করেছে, তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে নাই, তাদের হক আদায় করে নাই ; অথচ এদের জন্য সে সুযোগ ছিল। অবশ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি হক আদায় করা সম্ভব না হয়, অতঃপর তাদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে এস্তেগ্ফার ও মঙ্গল কামনা করে, তা' হলে আশা করা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা পাওনাদারদের রাজী করে তওবাকারীকে পরিত্রাণ দিবেন। এক্ষেত্রে আরও স্মরণ রাখা উচিত যে, সবচেয়ে বড় আপদ হচ্ছে, গুনাহ্ করে ভুলে যাওয়া এবং এমন গাফেল হওয়া যে, তওবা করার কথা অন্তরে উদয় হয় না। সুতরাং প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে, সর্বদা স্বীয় কার্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা, অকস্মাৎ কোন গুনাহ্ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তওবা করা ; এ ব্যাপারে গাফেল ও বিস্মৃত মোটেও না হওয়া। যেমন জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الْمُذْنِبُ الْمُحْصِىْ جَرَائِمَهٗ
لَا تَنْسَ ذَنْبَكَ وَاذْكُرْ مِنْهُ مَا سَلَفَا

'ওহে পাপী, চরম পর্যায়ে উপনীত অপরাধী! তোমার পাপাচারের কথা ভুলে যেয়ো না ; অতীতের পাপরাশি সব স্মরণ কর।'

وَتُبْ اِلَى اللّٰهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَانْزَجِرَا
يَا عَاصِيًا وَاعْتَرِفْ اِنْ كُنْتَ مُعْتَرِفًا

'এবং মৃত্যুর পূর্বেই সতর্ক হয়ে আল্লাহ্র কাছে স্বীয় গুনাহ্ স্বীকার করে অনুতপ্ত হও এবং সত্যিকারের তওবা কর।'

www.banglakitab.weebly.com

ফক্বীহ্ আবুল-লাইস (রহঃ) সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত উমর (রাযিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার দ্বার-প্রান্তে একজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। সে আমার অন্তর জ্বালিয়ে দিয়েছে। হুযুর বললেন,—তাকে ভিতরে আসতে দাও। অতঃপর যুবক কাঁদতে কাঁদতে ভিতরে প্রবেশ করলো। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে আরজ করলো ঃ 'হুযুর! আমি মারাত্মক গুনাহ্ করে ফেলেছি ; তাই মহান আল্লাহ্র ভয়ে আমি রোদন করছি।' হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তুমি কি আল্লাহ্র সঙ্গে শিরক করেছো? কাউকে না-হক ক্বতল করেছ?' সে বললো ঃ 'না'। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তা'হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন, চাই সে গুনাহ্ সাত আসমান-যমীন ও পাহাড়ের সমপরিমাণই হোক না কেন।' যুবক আরজ করলো ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার গুনাহ্ এর চাইতেও বড় এবং অধিক মারাত্মক।' হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তা' হলে কি তোমার গুনাহ্ আল্লাহ্র কুরসীর চাইতেও বড়?' যুবক বললো ঃ 'আমার গুনাহ্ খুবই মারাত্মক।' হুযুর বললেন ঃ 'তোমার গুনাহ্ কি আল্লাহ্র আরশের চাইতেও বড়?' যুবক বললো ঃ আমার গুনাহ্ খুবই মারাত্মক। আল্লাহ্র রাসূল বললেন ঃ তোমার গুনাহ্ কি স্বয়ং আল্লাহ্র চাইতেও বড়? অর্থাৎ,— আল্লাহ্র ক্ষমা সবচাইতে বেশী। যুবক বললো ঃ হুযুর! আল্লাহ্ সবচেয়ে মহান। হুযুর বললেন ঃ 'তা' হলে শুনো, মহান আল্লাহ্ বড় বড় গুনাহ্ মাফ করে দেন।'

অতঃপর হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি গুনাহ্ করেছো? আমাকে বলো। সে বললো,—হুযুর! তা' ব্যক্ত করতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ হয়। হুযুর পুনরায় তাকে বলতে নির্দেশ করলেন। সে বললো,—'আমি বিগত সাত বছর যাবৎ কাফন চুরি করে আসছি। কিছুদিন হয় এক আনসারী যুবতীর মৃত্যু হয়। তাকে দাফন করার পর কবর খুঁড়ে আমি তার কাফন চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় শয়তান আমার মনে কুমন্ত্রণা দিলো। ফলে, আমি যুবতীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি। অতঃপর আমি কিছুদূর যেতে না যেতেই যুবতী হঠাৎ কবর থেকে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো,—'ওহে

www.banglakitab.weebly.com

যুবক! তোর ধ্বংস হোক, মহাবিচারকের (আল্লাহ্‌র) প্রতি কি তোর কোন ভয় নাই, তিনি মজলূমের পক্ষ হয়ে জালেমের প্রতিশোধ নিবেন ; তুই আমাকে অগণিত মৃতের সম্মুখে লজ্জিত করলি এবং আল্লাহ্‌র সম্মুখে আমাকে না-পাক অবস্থায় দাঁড় করালি।' একথা শুনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীঘ্র তার গর্দান ধরে বের করে দিলেন এবং বললেন ঃ 'হে ফাসেক! তুই তো জাহান্নামের উপযুক্ত কাজ করেছিস।' অতঃপর যুবক আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা করতে করতে বের হয়ে গেলো। দীর্ঘ চল্লিশ রাত্র সে একাধারে আল্লাহ্‌র কাছে অনুতাপ ও কান্নাকাটি করার পর আসমানের দিকে মাথা উঠিয়ে বললো,—'ওগো খোদা! মুহাম্মদ, আদম ও ইব্‌রাহীমের খোদা! যদি তুমি আমাকে মা'ফ করে দিয়ে থাকো, তা' হলে এ খবর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে জানিয়ে দাও। আর যদি আমাকে মা'ফ না করে থাকো, তা' হলে আকাশ থেকে অগ্নি বর্ষণ করে আমকে জ্বালিয়ে দাও এবং আখেরাতে তোমার আযাব থেকে রক্ষা কর।' অতঃপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খেদমতে জিব্‌রাঈল (আঃ) উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার রব্ব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন যে, দুনিয়ার সমস্ত মাখ্‌লুক কি আপনি সৃষ্টি করেছেন না আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেছেন?' হুযুর বললেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এবং সমস্ত জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই সকলের রিযিকদাতা।' হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, তিনি সেই যুবককে ক্ষমা করে দিয়েছেন।' অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবককে ডেকে উক্ত সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের যুগে জনৈক ব্যক্তির অবস্থা এই ছিল যে, সে তওবার উপর অটল থাকতে পারতো না। যখনই তওবা করতো, পরক্ষণেই সে তার বিপরীত কার্যে লিপ্ত হয়ে যেতো। বিশ বছর পর্যন্ত তার এই অবস্থা বলবৎ ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট ওহী পাঠালেন ঃ 'হে মূসা! আমার এই বান্দাকে বলে দাও যে, আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত।' মূসা (আঃ) তাকে এই সংবাদ পৌঁছিয়ে দিলেন। সে খুবই চিন্তিত ও বিষন্ন হয়ে বিজন প্রান্তরে চলে গেলো

www.banglakitab.weebly.com

এবং সেখানে সে বলতে লাগলো ঃ 'ওগো খোদা! তোমার অনন্ত রহমত কি শেষ হয়ে গেছে, না আমার না–ফরমানী তোমার কোন ক্ষতি করতে পেরেছে? তোমার অফুরন্ত ক্ষমার ভাণ্ডার কি শূন্য হয়ে গেছে, না তুমি বান্দার প্রতি ক্ষমার বিষয়ে কৃপণতা করছো? বান্দার কোন্ পাপটি এমন আছে যা' তোমার অনন্ত–অনাদি ক্ষমা ও দয়া–গুণের চাইতে বড়। অন্যায়–অপরাধ করা তো বান্দার সহজাত স্বভাব, এ স্বভাব কি তোমার অনন্ত মহিমাকে অতিক্রম করতে পারে? না ; তা' কিছুতেই সম্ভব নয়। তুমি যদি তোমার বান্দার প্রতি রহমত ও দয়াবর্ষণ বন্ধ করে দাও, তা' হলে সে কার কাছে আশা করবে? আর তুমি যদি তাকে বিমুখ করে দাও, তা' হলে সে কার দ্বারে ধন্না দিবে? যদি আমি দুর্ভাগার প্রতি তোমার রহমত ও দয়ার দরজা বন্ধ হয়ে থাকে, আর শাস্তি যদি আমার জন্য অবধারিত থাকে, তা' হলে তোমার সকল বান্দার আযাব একা আমাকে দাও, আমি সকলের পক্ষ থেকে এই আযাব গ্রহণ করে নিবো।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'হে মূসা! তুমি আমার সেই বান্দার কাছে গিয়ে বল,—তুমি যদি সমগ্র পৃথিবী ভরে গুনা'ও করে থাকো, তবু আমি তা' ক্ষমা করে দিলাম। কেননা, তুমি আমার কুদরত ও দয়ার ছিফাতকে উপলব্ধি করেছো।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا مِنْ صَوْتٍ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ صَوْتِ عَبْدٍ مُذْنِبٍ تَائِبٍ يَقُوْلُ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ الرَّبُّ لَبَّيْكَ يَا عَبْدِىْ سَلْ مَا تُرِيْدُ اَنْتَ عِنْدِىْ كَبَعْضِ مَلَائِكَتِىْ اَنَا عَنْ يَّمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَفَوْقِكَ وَقَرِيْبٌ مِّنْ ضَمِيْرِ قَلْبِكَ اَشْهِدُوْا يَا مَلَائِكَتِىْ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهٗ

'আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাধিক পছন্দীয় আওয়ায হচ্ছে, গুনাহের পর তওবাকারী বান্দার আওয়ায, যে আল্লাহ্কে ডেকে বলে—'ইয়া রব্ব!' তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'ওহে বান্দা! আমি তোমার সম্মুখেই আছি,

www.banglakitab.weebly.com

তোমরা যা ইচ্ছা, আমার কাছে চাও, তোমার মর্যাদা আমার কাছে কোন কোন ফেরেশ্‌তার সমতুল্য, আমি তোমার ডান, বাম, উপর সর্বদিকে বিরাজমান এবং তোমার অন্তরের অতি নিকটবর্তী। হে আমার ফেরেশ্‌তারা! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে মা'ফ করে দিলাম।'

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন,—আল্লাহ্ তা'আলার বহু বান্দা এমন আছে, যারা জীবনে প্রথমতঃ পাপের বৃক্ষ রোপন করেছে ; অর্থাৎ,—জীবনে বহু গুনাহ্ করেছে। পরবর্তীতে অতীত কৃতকর্মের উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে পাপবৃক্ষে প্রচুর পরিমাণে তওবার পানি সিঞ্চন করেছে। অতঃপর সেই বৃক্ষে স্বীয় অতীত জীবনের উপর দুঃখ ও আক্ষেপের ফল দেখা দিয়েছে। এখন উন্মাদনা ব্যতিরেকেই তারা আল্লাহ্‌র পাগল। বড় জ্ঞানী ও বিবেকবান হওয়া সত্ত্বেও লোকেরা তাদেরকে নির্বোধ জ্ঞান করে। অথচ তারা আল্লাহ্‌র আরেফীন ও যথার্থ পরিচয়প্রাপ্ত। তারা অন্তরের স্বচ্ছতা ও নিষ্কলুষতার জন্য কৃচ্ছ্র-সাধনার অমৃত পান করেছে। সীমাহীন কষ্ট ও দুঃখ-যাতনা বরদাশ্‌ত করেছে। ফলে, তাদের অন্তর আসমানী পরিবেশে 'স্বচ্ছ' স্বীকৃত হয়েছে। তাদের ধ্যান ও ভাবনা আল্লাহ্‌র মহামহিয়ান দরবার পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়। তারা লজ্জা ও অনুতাপের পত্র-পল্লবিত ছায়ায় বিচরণ করে। তারা স্বীয় আমল-নামাতে নিজেদের গুনাহ্ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর অনুতপ্ত ও বিনয়াবনত অন্তরে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছে। ফলে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করেন। অতঃপর তারা 'তাকওয়া' ও খোদাভীতির সিঁড়িতে আরোহণপূর্বক বুযুর্গীর উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। পার্থিব স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার তিক্ততা তাদের নিকট মিষ্ট অনুভূত হয়। শক্ত বিছানা তাদের গাত্রে নরম ও মোলায়েম বোধ হয়। চরম-সাধনার ফলশ্রুতিতে তারা মুক্তি ও পরিত্রাণের রশি ধারণ করতে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। তাদের রূহ্ অতি উচ্চতায় ভ্রমন করে এবং নায-নে'আমতের সুশোভিত বাগিচায় বিচরণ করে। এভাবে তারা চরম ও পরম ইয্‌যতের মর্যাদায় চিরদিনের জন্য অধিষ্ঠিত হয়।

---

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১৮

স্নেহ-মমতা ও দয়ার্দ্রচিত্ততা

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'জান্নাতে কেবল দয়ার্দ্রচিত্ত লোকেরাই প্রবেশ লাভ করবে।' সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন,—'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সকলেই তো দয়ার্দ্রচিত্ত।' হুযুর বললেন,—'কেবল নিজের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শনই যথেষ্ট নয় ; বরং প্রকৃত দয়া হচ্ছে, নিজের প্রতি এবং সেই সঙ্গে অপরের প্রতিও দয়ার্দ্রচিত্ত ও সহানুভূতিশীল হতে হবে।'

নিজের প্রতি দয়া ও রহম প্রদর্শনের অর্থ হচ্ছে,—সমস্ত পাপকার্য পরিহার করে খালেছ তওবা করতঃ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থেকে আখেরাতের আযাব হতে আত্মরক্ষা করা। আর অপরের উপর রহম করার অর্থ হচ্ছে, কোন মুসলমানকে কষ্ট না দেওয়া। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ۔

'প্রকৃত মুসলমান হচ্ছে সে, যার কথায় ও কাজে অপর কোন মুসলমান কষ্ট না পায় ; বরং তার দ্বারা সকলেই শান্তি পায়।'

শুধু মুসলমানই নয়, গোটা মানব বরং জীব-জন্তুর প্রতিও রহম করতে হবে। হাদীস শরীফে আছে,—কোন পথিক কঠিন পিপাসায় পতিত হয়। একস্থানে একটি কূঁয়া দৃষ্টিগোচর হলে, তাতে নেমে সে পানি পান করে উপরে উঠার পর দেখে, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং পিপাসার আতিশয্যে জিহ্বা বের করে রেখেছে। পথিক ভাবলো, পিপাসায় আমার যে অবস্থা হয়েছিল, এটিরও তো অনুরূপ অবস্থা হয়েছে। একথা ভেবে সে নিজের পা থেকে চামড়ার মোজা খুলে তাতে পানি ভরে কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ্ তা'আলা পথিকের এই কাজটিকে পছন্দ করলেন এবং তাকে মা'ফ করে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'ইয়া

www.banglakitab.weebly.com

রাসূলাল্লাহ্! তা' হলে কি জীব-জানোয়ারের প্রতিও রহম করলে তাতে আমাদের জন্য সওয়াব রয়েছে?' আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'অবশ্যই, প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শনে আল্লাহ্ তা'আলা সওয়াব রেখেছেন।'

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ 'একদা আমীরুল-মুমিনীন হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) লোকজনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য গভীর রাত্রিতে একাকী ঘুরা-ফেরা করছিলেন। পথে এক জায়গায় মুসাফিরদের একটি কাফেলার নিকটবর্তী হলেন। তাঁর আশংকা হলো, রাত্রিতে তাদের মাল-সামান চুরি না হয়ে যায়। এমন সময় হযরত আবদুর রহমান ইব্নে আউফের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বললেন ঃ 'আমীরুল-মুমিনীন! এতো রাত্রিতে আপনি এখানে?' হযরত উমর বললেন ঃ 'আমি এই কাফেলার পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম, আশংকা হলো, রাত্রিতে এরা ঘুমিয়ে যাবে, এই সুযোগে তাদের মাল-সামান চুরি হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে, তাই চল, আমরা তাদের মাল-সামান পাহারা দেই।' অতঃপর কাফেলার নিকটবর্তী একটি স্থানে বসে উভয়েই তাদের মাল-সামান হেফাযতের জন্য সারারাত্রি পাহারা দিলেন। ফজরের সময় হযরত উমর আওয়ায দিলেন,—'ওহে কাফেলার লোকজন! নামাযের সময় হয়ে গেছে, তোমরা উঠ।' যখন দেখলেন, তারা জাগ্রত হচ্ছে, তখন তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।'

বস্তুতঃ সাহাবায়ে কেরামের জীবনে রয়েছে আমাদের জন্য অসংখ্য অগণিত আদর্শ। সুতরাং আমাদের উচিত, তাঁদের অনুসরণ করা। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাঁদের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

'(তাঁরা) নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।' (ফাত্হ ঃ ২৯)

তাঁদের জীবনালেখ্যে লক্ষ্য করা যায়, শুধু মুসলমানই নয়, প্রতিটি সৃষ্ট-জীবের প্রতি তাঁরা ছিলেন দয়ার্দ্রচিত্ত, স্নেহ-মমতাশীল। এমনকি বিধর্মী প্রজাদের প্রতিও তাঁরা দয়া প্রদর্শন করেছেন।

একদা আমীরুল-মুমিনীন হযরত উমর (রাযিঃ) একজন বিধর্মী প্রজাকে দেখলেন, দ্বারে দ্বারে সে ভিক্ষা করছে। লোকটি ছিল বৃদ্ধ। হযরত উমর

www.banglakitab.weebly.com

তাকে বললেন ঃ 'আমি তোমার প্রতি ইনসাফ ও ন্যায় ব্যবহারে ত্রুটি করছি ; যখন তুমি যুবক ছিলে, তখন তোমার নিকট থেকে কর (ট্যাক্স) ওসূল করেছি, আর এখন তোমার প্রতি আমি লক্ষ্য নিচ্ছি না। একথা বলে হযরত উমর (রাযিঃ) তার জন্য বায়তুল-মাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন।'

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন ঃ 'একদা আমি হযরত উমর (রাযিঃ)-কে দেখি, উটের পিঠে আরোহণ করে সকাল সকাল 'আব্তাহ্' অঞ্চলে ঘুরাফেরা করছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন ঃ 'বায়তুল-মালের একটি উট হারিয়ে গেছে, তা' তালাশ করছি।' আমি বল্লাম, 'হে আমীরুল-মুমিনীন! আপনি এভাবে কষ্ট করে পরবর্তী খলীফাদের দায়িত্ব কঠিনতর করে দিয়ে যাচ্ছেন।' হযরত উমর বললেন ঃ 'হে আবুল হাসান (হযরত আলীর উপনাম)! মুহাম্মদকে নুবুওয়াত প্রদানকারী খোদার কসম, সাধারণ একটি বকরীর বাচ্চাও যদি ফুরাত নদীর তীরে চলে যায়, আর আমি সেটার হেফাযত না করি, তা'হলে ক্বিয়ামতের দিন এজন্যে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।' অতএব প্রণিধানযোগ্য যে, মুসলমান প্রজাসাধারণের হেফাযত করে না যেসব শাসক, যারা প্রজাদের নিরাপত্তা বিধানে গাফেল, তাদের কোনই মূল্য নাই, কিছুতেই স্বীকৃতি দেওয়া যায় না তাদেরকে।

হযরত হাসান (রাযিঃ) রেওয়ায়েত করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আমার উম্মতের আব্দাল বুযুর্গগণ নামায-রোযার আধিক্যের কারণে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না ; বরং তাঁরা বেহেশ্তে এজন্যে যাবে যে, তাঁদের অন্তর হবে নিষ্কলুষ ও হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত এবং তাঁদের হৃদয় হবে উদার, সকলের প্রতি তারা হবে দয়ার্দ্রচিত্ত ও সহানুভূতিশীল।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ

'মহৎ ও দয়াশীল লোকদের প্রতি অনন্ত দয়াবান (আল্লাহ্) অনুগ্রহ করেন।

www.banglakitab.weebly.com

সুতরাং দুনিয়ার মাখ্‌লুকের প্রতি তোমরা দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, তা'হলে ঊর্ধ্বজগতের সকলেই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবে।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি দয়া করে না, সে অন্য কারও দয়া পায় না। অনুরূপ যে অপরকে ক্ষমা করে না, সে কারও ক্ষমা পায় না।'

হযরত মালেক ইব্‌নে আনাস (রাযিঃ) বলেন,—রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'মুসলমানদের হক চারটি। এক, সৎ ও পুণ্যবান লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। দুই, পাপী ও অপরাধী ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তিন, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করা। চার, পাপ থেকে তওবাকারী ব্যক্তিকে ভালবাসা।'

একদা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম আরজ করেছেন ঃ 'ইয়া রব্ব! আপনি আমাকে কোন্ বিষয়টির কারণে বিশিষ্ট বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন?' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'আমার সৃষ্টির প্রতি তোমার দয়া ও অনুগ্রহের কারণে।'

হযরত আবুদ্দারদা (রাযিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে,—তিনি শিশু-বাচ্চাদের পিছনে পিছনে যেতেন এবং তাদের কাছ থেকে ধৃত বন্দী পাখী খরিদ করে মুক্ত করে আকাশে ছেড়ে দিয়ে বলতেন, 'হে পাখী! যাও দীর্ঘদিন বেঁচে থাক।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'মুসলমানদের পারস্পরিক সহানুভূতি, সৌহার্দ্য ও ভালবাসার উদাহরণ হচ্ছে একটি দেহ। দেহের যে-কোন একটি অঙ্গ পীড়িত হলে গোটা দেহটি পীড়িত হয়, জরাগ্রস্ত হয় এবং বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে। অনুরূপ যে কোন একজন মুসলমানের দুঃখ-যাতনায় সকল মুসলমান জর্জরিত হবে।'

বনী ইসরাঈল গোত্রের একজন আবেদ লোক একটি জনপদ দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় সেখানকার লোকজনকে দুর্ভিক্ষের কারণে কঠিন জঠর-জ্বালায় অস্থির দেখে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে মনে মনে আরজু-আকাংখা করেছিলেন,—'হায়! আজকে যদি আমার কাছে এদের ক্ষুধা নিবারণের পরিমাণ আটা থাকতো, তা'হলে আমি তৎসমুদয় এদেরকে দান করতাম, তারা তৃপ্ত হয়ে খেতো।' আল্লাহ্ তা'আলা তৎকালীন নবীর কাছে ওহী পাঠালেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

'তুমি তাকে জানিয়ে দাও, তার শুধু উক্ত আকাংখার কারণে আমি সেই পরিমাণ সওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি।' হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ -

'মুমিনের নিয়ত তার আমলের চাইতে উত্তম।'

একদা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের সাথে পথিমধ্যে ইবলীসের সাক্ষাৎ হয়। তার এক হাতে ছিল মধু অপর হাতে ছিল ভস্ম। কারণ জিজ্ঞাসা করলে ইবলীস বললো,—মধু আমি তাদেরকে পান করাই, যারা গীবত ও পরনিন্দা করে, আর ভস্ম আমি এতীমের মুখে মেখে থাকি, যাতে লোকজন তার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হয়ে অনুকম্পা প্রদর্শন না করে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'এতীমের প্রতি যখন জুলুম করা হয়, তখন আল্লাহ্‌র আরশ তার কান্নার কারণে কাঁপতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,—'হে আমার ফেরেশ্‌তারা ! দেখ, এই এতীমকে কে কাঁদাচ্ছে, যার পিতাকে আমি দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়েছি।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اٰوٰى يَتِيْمًا اِلٰى طَعَامِهٖ وَشَرَابِهٖ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ

'যে ব্যক্তি এতীমের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিবে, প্রতিদানে অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে জান্নাত দিবেন।'

'রওজাতুল-উলামা' কিতাবে আছে,—'হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ করার পূর্বে এক দুই মাইল পর্যন্ত লোক তালাশ করতেন, যাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি খানা খাবেন।'

একদা হযরত আলী (রাযিঃ) কাঁদতে ছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ 'আজকে এক সপ্তাহ যাবৎ আমার বাড়ীতে কোন মেহমান আসে না। জানিনা, আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা।'

হাদীস শরীফে আছে,—'যে ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্তকে অন্নদান করবে, জান্নাত

www.banglakitab.weebly.com

তার জন্য অবধারিত। আর যদি কেউ ক্ষুধার্তের সম্মুখ থেকে খাদ্যবস্তু সরিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে আপন করুণা সরিয়ে রাখবেন এবং তাকে দোযখের শাস্তি দিবেন।'

হাদীস শরীফে আরও আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

اَلسَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ ـ

'মহৎ ও দানশীল লোক আল্লাহ্র অতি নিকটবর্তী, তারা জান্নাতেরও অতি নিকটে, সাধারণ লোকজনও তাদের ভালবাসে এবং দোযখ থেকে তারা বহু দূরে। পক্ষান্তরে, কৃপণ ও সংকীর্ণ-হৃদয় লোক আল্লাহ্ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, সর্বসাধারণও তাদের প্রতি বিতৃষ্ণ ; কিন্তু তারা দোযখের অতি নিকটবর্তী।'

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

اَلْجَاهِلُ السَّخِيُّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْعَابِدِ الْبَخِيْلِ ـ

'স্বল্প ইবাদতকারী দয়ালু ও মহৎ ব্যক্তি অধিক ইবাদতকারী কৃপণ ব্যক্তি হতে শ্রেষ্ঠ।'

হাদীস শরীফে আছে,—'চার প্রকারের লোক কিয়ামতের দিন বিনা হিসাবে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে ঃ এক, যে আলেম স্বীয় ইল্ম অনুযায়ী আমল করে। দুই, যে ব্যক্তি সর্ববিধ অশোভন কাজ ও ঝগড়া-বিবাদ হতে মুক্ত-পবিত্র থেকে হজ্জকার্য সমাধা করে। তিন, যে ব্যক্তি ইসলামের কালেমা বুলন্দ করার উদ্দেশে জিহাদ করে শহীদ হবে। চার, যে দয়ালু ও মহৎ ব্যক্তি হালাল উপার্জন করে এবং একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে দ্বীনের পথে অর্থব্যয় করে। এসব লোক সমভাবে (বিনা হিসাবে) জান্নাতে

www.banglakitab.weebly.com

প্রবেশ করবে, কেউ কারও আগে যাওয়ার জন্য বিবাদ করবে না।'

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন,—হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বহু বান্দাকে বিশেষভাবে প্রচুর নে'আমত দান করেছেন, উদ্দেশ্য হলো, এসব নে'আমতের দ্বারা অন্যান্য বান্দা, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বঞ্চিত রেখেছেন, তারা উপকৃত হবে। সুতরাং এসব নে'আমতের ব্যাপারে যারা কৃপণতা প্রদর্শন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে সেই নে'আমত অপসারণ করে অন্যের কাছে হস্তান্তর করে দিবেন।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'বস্তুতঃ দয়া ও মহত্ত্ব বেহেশ্তের একটি বৃক্ষ, যার শাখা-প্রশাখা সর্বদা পৃথিবীর দিকে নত হয়ে রয়েছে। এসবের যে কোন একটিকে যে ব্যক্তি অবলম্বন করবে, সে বেহেশ্তের পথে অগ্রসর হবে।'

হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন,—এক ব্যক্তি আরজ করলো ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কোন্টি?' আল্লাহ্র রাসূল বললেন ঃ 'ধৈর্য ও দয়া।'

হযরত মিক্দাম ইব্নে শুরাইহ্ পিতার সূত্রে পিতামহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একবার আল্লাহ্র রাসূলকে জিজ্ঞাসা করেছেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন কিছু আমল বলে দিন, যদ্দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।' আল্লাহ্র রাসূল ইরশাদ করলেন ঃ

اِنَّ مِنْ مُوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَذْلُ الطَّعَامِ وَاِفْشَاءُ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ

'মাগফিরাত তোমার জন্য অবশ্যম্ভাবী, যদি তুমি মানুষকে খাওয়া-দাওয়া করাও, সমাজে সালামের প্রচলন ঘটাও এবং লোকজনের সাথে মিষ্ট ভাষায় কথা বল।'

---

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১৯

নামাযে খুশু-খুজূ বা হুযূরে ক্বাল্‌ব

বর্ণিত আছে, হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস্ সালাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন,—'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আসমানে একজন অতি সম্মানিত ফেরেশ্‌তা দেখেছি, যিনি একটি পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট, চতুর্দিকে সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা তাকে ঘিরে বসে আছে ; সকলেই তার খেদমতে নিয়োজিত। এ ফেরেশ্‌তার প্রতিটি নিঃশ্বাস থেকে আল্লাহ্ তা'আলা এক একজন ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করেন। কিন্তু সেই সম্মানিত ফেরেশ্‌তা বর্তমানে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় 'ক্বাফ পর্বতে' বসে বসে কাঁদছেন এবং তার সুন্দর ডানাগুলো ভেঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। আমাকে দেখে তিনি বললেন ঃ 'হে জিব্‌রাঈল! তুমি কি আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করবে?' আমি তার এ করুণ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন,—'হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাত্রিতে আমার পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন; তখন আমি তার অভিবাদনে না দাঁড়িয়ে পালঙ্কের উপরেই বসা ছিলাম। আমার এই অবহেলার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ শাস্তি দিয়েছেন।' হযরত জিব্‌রাঈল বলেন ঃ 'অতঃপর আমি তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি করে সুপারিশ করলাম।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'হে জিব্‌রাঈল! আমি তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পারি, যদি সে আমার প্রিয় হাবীবের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে।' অতঃপর সেই ফেরেশ্‌তা দরূদ শরীফের বদওলতে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছেন।'

হাদীস শরীফে আছে,—'ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব লওয়া হবে। নামায যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তা' হলে অপরাপর আমলও গ্রহণযোগ্য হবে। নতুবা তার নামাযের সঙ্গে অন্যান্য সকল আমলও প্রত্যাখ্যান করা হবে।' হাদীসে আরও আছে,—'বস্তুতঃ ফরয নামায হচ্ছে অন্যান্য সকল

www.banglakitab.weebly.com

আমলের জন্য মাপকাঠি স্বরূপ ; যার ফরয নামায পরিপূর্ণ থাকবে, তার অবশিষ্ট আমলও পরিপূর্ণ প্রতীয়মান হবে।' হযরত বুরাইদ রাক্কাশী (রহঃ) বলেন,—'বস্তুতঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামমের নামায ছিল সম্পূর্ণ নিখুঁত, সুন্দর ও আদর্শ।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'দুই ব্যক্তি একই সাথে নামাযে দাঁড়িয়েছে, উভয়ের রুকূ'-সিজদা দৃশ্যতঃ একই ; কিন্তু তাদের প্রত্যেকের মধ্যে যমীন ও আসমানের প্রভেদ থাকে।' বস্তুতঃ এ প্রভেদ নামাযে খুশু-খুজূ ও হুযূরে ক্বাল্বের পার্থক্যের কারণেই হয়ে থাকে।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ওইসব লোকের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি করবেন না, যারা নামাযের রুকূ'-সিজদায় কোমর সোজা করে না।'

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি নিয়মিত উযূ করে পরিপূর্ণ রুকূ'-সিজদা ও খুশু-খুজূ সহকারে সঠিক সময়ে নামায আদায় করে, তার নামায আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়। কবুলিয়তের জন্য যখন ঊর্ধ্ব আকাশে আরোহণ করতে থাকে, তখন তা' উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় দেখায় এবং বলতে থাকে,—'হে নামাযী! তুমি আমাকে যেমন হেফাযত করেছো, আল্লাহ্ পাকও তোমাকে হেফাযত করুন।' পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি অপূর্ণ উযূ, অপূর্ণ রুকূ'-সিজদা সহকারে অন্যমনস্ক অবস্থায় সঠিক সময়ের বাইরে নামায পড়ে, তার নামায আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয় না ; বরং তা' ঊর্ধ্বারোহণের সময় বিশ্রী কালো বর্ণ ধারণ করে এবং বলতে থাকে,—'খোদা তোমাকে ধ্বংস করুন, যেভাবে আমাকে তুমি ধ্বংস করেছো।' অতঃপর আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী এক জায়গায় পৌঁছলে সেই নামাযকে ছেঁড়া কাপড়ের মত গুজা দিয়ে রেখে দেওয়া হয়।'

হাদীস শরীফে আরও আছে, রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,—'নিকৃষ্টতম চোর হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে নামাযে চুরি করে।'

হযরত ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন,—'বস্তুতঃ নামায হচ্ছে নিক্তি স্বরূপ ; যে ব্যক্তি পুরাপুরি পরিমাপ করবে সেই পুরাপুরি পাবে আর যে

www.banglakitab.weebly.com

ব্যক্তি মাপে ত্রুটি করবে, তার সতর্ক হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝

'যারা মাপে কম করে তাদের জন্য দুর্ভোগ।' (তাৎফীফ ঃ ১)

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন ঃ 'নামাযের উদাহরণ হচ্ছে,—ব্যবসায়ী ব্যক্তির ন্যায় ; তাকে লাভবান হতে হলে যেমন, তার মূল পুঁজি সঠিক ও নিখুঁত হতে হয়, তেমনি আল্লাহ্র দরবারে নফল ও অতিরিক্ত ইবাদত কবুল হতে হলে ফরয নামায ও অন্যান্য ফরয ইবাদত নিখুঁত ও সঠিক হতে হয়।'

হযরত আবু বকর (রাযিঃ) নামাযের সময় বলতেন,—চল, নামাযের দিকে চল ; স্বীয় পাপের দ্বারা তুমি যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছো, নামাযের সাহায্যে তা' নির্বাপিত কর।'

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হচ্ছে,—

اِنَّمَا الصَّلٰوةُ تَمَسْكُنٌ وَتَوَاضُعٌ

'বস্তুতঃ নামায হচ্ছে বিনয় ও আনুগত্যের মূর্ত প্রতীক।'

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ 'নামায যাকে অশুভ ও গর্হিত কাজ হতে বিরত না রাখে, তার নামায তাকে খোদা তা'আলা হতে আরও দূরে সরিয়ে নেয়।'

তিনি বলেন,—'অবহেলিত নামায কখনো অশুভ ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখতে পারে না।'

আরও ইরশাদ হয়েছে,—

كَمْ مِّنْ قَائِمٍ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ قِيَامِهٖ اِلَّا التَّعَبُ وَالنَّصَبُ

'অনেক নামাযী লোক রয়েছে, যারা শুধু নামাযের পরিশ্রমই করে থাকে, হাকীকত বলতে তাদের কিছুই হাসিল হয় না।' অর্থাৎ,—গাফেল নামাযীদের অবস্থা এরূপই হয়ে থাকে।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'বান্দা

www.banglakitab.weebly.com

নামাযের যতটুকু অংশ নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও উপলব্ধি সহকারে আদায় করে, ততটুকু অংশেরই সে সওয়াবপ্রাপ্ত হবে ; অতিরিক্ত নয়।'

আল্লাহ্‌র যথার্থ পরিচয়-প্রাপ্ত আরিফগণ বলেছেন ঃ চারটি বিষয়ের সমন্বয়ে নামায পরিপূর্ণ হয়। এক, যথার্থ উপলব্ধি ও মনোযোগ সহকারে নামায আরম্ভ করা। দুই, লজ্জা ও অনুতাপ সহকারে দাঁড়ান। তিন, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে নামায আদায় করা। চার,ভয় ও আশংকা সহকারে নামায সমাপ্ত করা।' এক বুযুর্গ বলেছেন,—'যে নামাযে আল্লাহ্‌র সম্মুখে নিজের বিনয় ও বন্দেগীর বিকাশ না হয়, মূলতঃ সেই নামায দুরস্ত হয় না।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'বেহেশ্‌তে 'আল-আফ্‌যাহ্ (প্রশস্ত)' নামক একটি ঝর্ণা আছে। আল্লাহ্ তা'আলা সেই ঝর্ণার ধারে বেহেশ্‌তবাসীদের উপভোগের জন্য যাফরান দ্বারা অসংখ্য 'যাফরানী হূর' সৃষ্টি করে রেখেছেন। এরা মুক্তার দানা ও পদ্মরাগ মনির দ্বারা খেলা-ধূলা করে এবং সত্তর হাজার ভাষায় আল্লাহ্ তা'আলার গুণ-কীর্তন করে। তাদের কণ্ঠস্বর হযরত দাউদ (আঃ)-এর কণ্ঠস্বরের চাইতেও বেশী আকর্ষণীয় ও মুগ্ধকর। তারা বলে,—'আমরা ওইসব লোকের জন্য যারা খুশু-খুজু ও হুযূরে ক্বল্‌বের সাথে নামায আদায় করে।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,—অবশ্যই আমি তাদেরকে জান্নাত দান করবো এবং আমার দীদার নসীব করবো।'

বর্ণিত আছে,—আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট ওহী পাঠিয়েছিলেন,—'হে মূসা! তুমি যখন আমাকে স্মরণ করো এবং আমার যিক্‌রে মগ্ন হও, তখন তোমার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন অকেজো ও অবসাদ-গ্রস্ত হয়ে যায় আর অন্তর যেন নিষ্ঠা, একগ্রতা ও হুযূরে ক্বাল্‌বের দ্বারা আবাদ হয়ে যায়। অনুরূপ যখন তুমি আমার যিক্‌রে মগ্ন হও, তখন তোমার জিহ্বাকে অন্তরের পশ্চাতে রাখ, আমার সম্মুখে যখন দণ্ডায়মান হও, তখন নেহায়েত বিনয়ের সাথে দাসানুদাসের ন্যায় থাক। ভীত-শঙ্কিত অন্তঃকরণ এবং মিথ্যার কলুষ হতে মুক্ত জিহ্বার দ্বারা মোনাজাত কর।'

রেওয়ায়াতে আছে,—আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট (আরও) ওহী পাঠিয়েছেন,—'হে মূসা! তোমার উম্মতের অবাধ্যদের বলে দাও, তারা যেন আমাকে স্মরণ না করে। কেননা, আমি আমার নিজের

www.banglakitab.weebly.com

সত্তার কসম করেছি যে, আমাকে যে স্মরণ করবে আমি তাকে স্মরণ করবো ; কিন্তু অবাধ্য ও না–ফরমান লোকেরা যদি তওবা না করে আমাকে স্মরণ করে বা যিক্‌রে মগ্ন হয়, তা' হলে আমি তাদেরকে লা'নত ও অভিশাপের সাথে স্মরণ করবো।' এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, উপরোক্ত অভিশাপের সম্পর্ক ওইসব লোকের সাথে, যারা আল্লাহ্‌র না–ফরমান বটে ; কিন্তু তাঁর স্মরণ হতে গাফেল নয়। সুতরাং এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র হতে গাফলতি ও অবাধ্যতা উভয়টা একত্রিত হলে, অবস্থা আরও কত মারাত্মক রূপ ধারণ করবে।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই এ কথা বলেছেন যে, 'দুনিয়াতে যে ব্যক্তির নামায যেরূপ হবে ; খুশু–খুজু, হুযূরে ক্বাল্‌ব ও স্বাদ–আস্বাদের দৃষ্টিতে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে সেই অনুপাতে আরাম–আয়াশে হাশরের ময়দানে উঠাবেন।'

একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করলেন যে, এক ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় দাড়ি সঞ্চালন করছে। তখন তিনি বলেছেন যে, এই ব্যক্তির অন্তরে যদি খুশু–খুজু ও হুযূরে ক্বাল্‌ব থাকতো, তা' হলে তার অঙ্গ–প্রত্যঙ্গও শান্ত থাকতো। বস্তুতঃ যে নামাযে খুশু–খুজু থাকে না, সেই নামায আল্লাহ্‌ তা'আলা কবূল করেন না।' এজন্যেই আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে নামাযে একাগ্রতা ও হুযূরে ক্বাল্‌বের প্রশংসা করেছেন।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন ঃ 'নামাযী লোকের অভাব নাই ; কিন্তু মনোযোগ ও হুযূরে ক্বাল্‌ব সহকারে নামায পাঠকারী খুবই কম। হজ্জ্ব পালনকারী বহু আছে ; কিন্তু হজ্জ্বে মাব্‌রূর ক'জন করেছে ; দুনিয়াতে বহু রকমের পাখী আছে ; কিন্তু বুলবুল পাখী খুবই বিরল।'

বস্তুতঃ বিনয় ও একাগ্রতা প্রকাশের জন্য নামাযের চেয়ে উত্তম বস্তু আর নাই। এই বিনয় ও একগ্রতার দ্বারা নামায আল্লাহ্‌র দরবারে কবূলিয়তের মর্যাদায় পৌঁছতে সক্ষম হয়। নতুবা যে নামাযে একাগ্রতা ও হুযূরে ক্বাল্‌ব নাই, তা' হয় কেবল দায়সারা নামায ; ফরযিয়তের দায়িত্ব চুকানোর জন্য তা' হয়ে থাকে। এরূপ নামায়ের দ্বারা কবূলিয়তের মর্যাদা লাভ হয় না।

www.banglakitab.weebly.com

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلاً فِيْهِمَا عَلَى اللّٰهِ بِقَلْبِهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে পুরাপুরি রুজু হয়ে অত্যন্ত মনোযোগ ও একাগ্রতা সহকারে দুই রাকাত নামায আদায় করবে, সে পাপ থেকে এমন মুক্ত ও পবিত্র হবে, যেমন সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু।'

এ কথা স্মরণ রেখো যে, নামাযের ভিতর আজে-বাজে খেয়াল ও অহেতুক বিষয়ের চিন্তা আসলে নামাযের মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায় এবং গাফলতি ও অন্যমনস্কতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং এসব খেয়াল ও চিন্তাকে দূর করার নিয়ম হলো,—শোরগোল থেকে দূরে কিছুটা অন্ধকারে নামায পড়া চাই। পরিহিত পোশাকের প্রতি আকর্ষণ থাকা চাই না, অথবা এমন পোশাক পরিধান করে নামায পড়া চাই, যার প্রতি মনে আকর্ষণ সৃষ্টি না হয়। কেননা লেবাসের চাকচিক্যের প্রতি দৃষ্টি পড়লে নামাযের খুশু-খুজু অক্ষুন্ন থাকতে পারে না।

একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জাহ্‌মের দেওয়া একখানি সুন্দর ও চমৎকার চাদর পরিধান করে নামায পড়েছেন; কিন্তু নামায শেষ করার পর তৎক্ষণাৎ তা' খুলে ফেললেন এবং বললেনঃ 'তোমরা এ চাদরখানি আবু জাহ্‌মকে ফেরৎ দাও, কেননা, এটা আমাকে নামাযের ভিতর অনেকটা অন্যমনস্ক করে ফেলেছে।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা নির্দেশ প্রদান করলেন, যেন তার জুতার নতুন 'তস্‌মা' পরিবর্তন করে পুরাতন 'তস্‌মা' লাগিয়ে দেওয়া হয়।' এর কারণ ছিল, নামাযের সময় নতুন তস্‌মার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় নামাযের একাগ্রতা ও খুশু-খুজু নষ্ট হয়ে যায়।

একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর বসা ছিলেন, স্বর্ণ হারাম হওয়ার পূর্বে তার অঙ্গুলিতে যে আংটি ছিল, তা' তিনি খুলে দূরে নিক্ষেপ করে বললেন,—এটি আমাকে আল্লাহ্‌ থেকে প্রায় অন্যমনস্ক করে ফেলে। আবার কখনও আমার দৃষ্টি এটার উপরে

www.banglakitab.weebly.com

পড়ে, আবার কখনও তোমাদের উপর। অর্থাৎ,—তোমাদের সাথে কথা বলার জন্যেও একাগ্রচিত্তে মনোযোগী হতে পারছি না।

হযরত আবূ তাল্‌হা (রাযিঃ) একদা তার নিজস্ব একটি বাগানে নামায আদায় করছিলেন। বাগানটি ছিল খুবই উন্নত, তাতে ফলের বৃক্ষ ছিল খুবই ঘন ঘন। হঠাৎ একটি পাখী বাগানে আটকা পড়ে বাইরে যাওয়ার পথ তালাশ করছিল ; কিন্তু ঘন বৃক্ষের কারণে সম্ভব হচ্ছিল না। হযরত আবূ তাল্‌হার দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি ভুলে গেলেন যে, কত রাকাত নামায পড়েছেন। অতঃপর তিনি হুযূরের দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি আনুপূর্বিক বর্ণনা করে আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এ বাগানটি আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিলাম, আপনি যে কাজে ভাল মনে করেন এটিকে ব্যবহার করুন।'

আরও এক বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে,—তাঁর প্রচুর খেজুরবৃক্ষের একটি বাগান ছিল। প্রতিটি বৃক্ষে পাকা খেজুর ধরেছিল। একদা নামাযের সময় বাগানের মালিকের দৃষ্টি সেদিকে যাওয়ায় তিনি নামাযের রাকাত সংখ্যা ভুলে গেছেন ; অতঃপর তিনি হযরত উসমান (রাযিঃ)–এর নিকট হাজির হয়ে গোটা বাগান আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিলেন এবং হযরত উসমানকে বললেন,—'আপনি যেভাবে ভাল মনে করেন, এ বাগানটিকে দ্বীনের খেদমতে ব্যবহার করুন। অতঃপর হযরত উসমান বাগানটিকে পঞ্চাশ হাজারে বিক্রি করে দ্বীনের কাজে লাগিয়েছেন।'

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'নামাযের ভিতর এ চারটি কাজ অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় ঃ এক, নামাযে অন্যমনস্ক হওয়া। দুই, নামাযরত অবস্থায় মুখমণ্ডলে হাত বুলানো। তিন, কঙ্কর সরানো। চার, মানুষের আসা–যাওয়ার পথকে সম্মুখে রেখে নামায আরম্ভ করা।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلٌ عَلَى الْمُصَلِّيْ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ ـ

'নামাযরত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যমনস্ক না হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন।'

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন মনে

www.banglakitab.weebly.com

হতো যেন একটি প্রোথিত স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে।' কোন কোন সাহাবীর নামাযের অবস্থা এই ছিল যে, যখন রুকূ'তে যেতেন, তখন এমন অনড় ও শান্ত হতেন, যেন পাখীরা জড়-পাথর মনে করে তাদের পিঠের উপর এসে বসে পড়বে। বস্তুতঃ শরীয়তের হুকুম ছাড়াও সরল স্বভাব ও যুক্তির তাগিদও তাই ; পার্থিব রাজদরবারে উপস্থিত হলে যদি সুশান্ত ও বিনয়ী থেকে সেই দরবারের যথার্থ মর্যাদা পালন করা হয়, তা' হলে মহান রাব্বুল-আলামীনের পবিত্র দরবার সেজন্য অধিকতর যোগ্য, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

পবিত্র তাওরাত গ্রন্থে আছে,—'হে আদম সন্তান! আমার সম্মুখে যখন দণ্ডায়মান হও, তখন বিনয়ের সাথে এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় দণ্ডায়মান হও। কেননা আমি আল্লাহ্ তোমার প্রভু ; আমি তোমার অন্তর থেকেও তোমার অধিক নিকটবর্তী।'

একদা হযরত উমর (রাযিঃ) মিম্বরে বসে জনসমক্ষে বক্তব্য রেখে বলেছেন, বহু লোক এমন রয়েছে, যারা ইসলামের উপর জীবন অতিবাহিত করে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছে ; তবুও তারা নিজেদের নামায ঠিক করতে পারে নাই। অর্থাৎ,—খুশু-খুজু ও হুযুরে কাল্‌বের অভাবে নামাযে তারা প্রাণবন্ততা আনতে পারে নাই।

হযরত আবুল-আলিয়া (রহঃ)-কে নিম্নের এ আয়াতটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝

'যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে খবর।' (মাঊন ঃ ৫)

তিনি বলেছেন ঃ অত্র আয়াতে ওইসব লোকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা নিজেদের গাফিলত ও অমনোযোগের কারণে নামাযে রাকাতের সংখ্যা ভুলে যায় ; স্মরণ থাকে না যে, দুই রাকাত পড়েছে কি তিন রাকাত।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ উক্ত আয়াতে ওইসব লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা গাফলতি করে নামাযের সময় পার করে দেয় ; 'সাহূন' শব্দটির এটাই মর্ম।

www.banglakitab.weebly.com

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَا يَنْجُوْ مِنِّىْ عَبْدِىْ اِلَّا بِاَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔

'বান্দার উপর আমি যেসব ইবাদত ফরয করেছি, সেগুলো আদায় না করা পর্যন্ত সে আমার আযাব হতে রক্ষা পাবে না।'

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

অধ্যায় ঃ ২০

গীবত ও চুগলখোরী

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় গীবত ও পরনিন্দার দোষ ও ক্ষতিকর হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। গীবতকারী ব্যক্তিকে আপন ভাইয়ের মৃতদেহের গোশ্ত ভক্ষণকারীর সাথে উপমা দিয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط

'তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর।' (হুজুরাত ঃ ১২)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

'এক মুসলমানের হক বিনষ্ট করা অপর মুসলমানের উপর হারাম— রক্তপাত করা, সম্পদ লুণ্ঠন করা, অপমান করা সবই হারাম।'

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالْغِيْبَةَ فَاِنَّ الْغِيْبَةَ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا -

'তোমরা গীবত থেকে বেঁচে থাক। কেননা, গীবত ব্যভিচারের চাইতেও জঘন্য।'

গীবতের উক্তরূপ জঘন্যতার কারণ হচ্ছে,—মানুষ ব্যভিচার করে আল্লাহ্র কাছে সনিষ্ঠ তওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা' কবুল করেন। কিন্তু গীবত হচ্ছে হক্কুল–এবাদ ; বান্দা যে পর্যন্ত ক্ষমা না করবে পাপীর এই পাপ

www.banglakitab.weebly.com

মোচন হবে না। গীবতকারী ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে,—যেমন কোন ব্যক্তি তোপ বা আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা চক্ষু বন্ধ করে চতুর্দিকে গোলা-বারুদ ছুঁড়ছে। বস্তুতঃ এভাবেই সে স্বীয় পুণ্য ও নেক আমলকেও ধ্বংস করছে। আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন গীবতকারী ব্যক্তিকে জাহান্নামের পুলের উপর দাঁড় করে রাখবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আগুনের দহনে তার অন্তর গীবতের কলুষ হতে বিমুক্ত না হয়।

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ 'গীবত হচ্ছে কারো অসাক্ষাতে তার সম্পর্কে এমনসব কথাবার্তা বলা, যেগুলো শুনলে সে অপছন্দ করবে।' এসব দোষচর্চা সে ব্যক্তির দেহ, বংশ, কথা, কাজ, ধর্ম, দুনিয়া, আখেরাত, এমনকি তার পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আরোহণের জন্তুর সাথে সম্পর্কিত হলেও তা' গীবত বলে পরিগণিত হবে।

আদর্শ পূর্বসূরীদের একজন বলেছেন,—যদি এ কথা বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তির গায়ের পোশাকটি লম্বা অথবা খাটো, তা' হলে এটাও গীবতের মধ্যে গণ্য করা হবে। অতএব ব্যক্তির পোশাক সম্পর্কে এতটুকু বলার দ্বারা যদি গীবত হয়, তা' হলে স্বয়ং ব্যক্তির দোষচর্চা ও সমালোচনা করা কত জঘন্য ও মারাত্মক হবে!

বর্ণিত আছে,—একদা বেটে একজন মহিলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কোন প্রয়োজনে উপস্থিত হয়। প্রয়োজন শেষে মহিলা বিদায় নেওয়ার পর হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বললেন, 'মহিলাটি কি বেটে!' হুযূর বললেন ঃ 'হে আয়েশা! এ দ্বারা তুমি সেই মহিলার গীবত করলে।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'তোমরা অপরের গীবত করা থেকে সর্বদা নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা কর। কারণ, গীবতের ভিতর তিনটি মারাত্মক আপদ রয়েছে ঃ এক, গীবতকারী ব্যক্তির দো'আ কবুল হয় না। দ্বিতীয়, তার কোন নেক আমল আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। তৃতীয়, তাকে অসংখ্য পাপরাশির বোঝা বহন করতে হয়।'

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ক্বিয়ামতের দিন চুগলখোর ব্যক্তির অবস্থা নিকৃষ্টতম হবে, দুনিয়াতে সে কিছু লোকের কাছে এক প্রকার বলতো, অন্যদের কাছে সে পূর্বের বিপরীত বলে

www.banglakitab.weebly.com

ফেতনা সৃষ্টি করতো—এ ধরণের দু'মুখা লোকদের শাস্তিস্বরূপ তাদের দু'টি আগুনের জিহ্বা হবে।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ۔

'চুগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে বহু মাখ্লুক সৃষ্টি করেছেন এবং সকলকে জিহ্বা দিয়েছেন ; তন্মধ্যে কিছু এমন যারা বুঝিয়ে বলতে পারে আর কিছু পারে না ; কিন্তু মাছের মুখে কোন জিহ্বা নাই—এর কারণ কি? উত্তর,—এর কারণ হচ্ছে,—আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করার পর ফেরেশ্তাদের হুকুম করলেন তাকে সিজদা করতে। তখন এক ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করলো। আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে শাস্তিস্বরূপ দুনিয়াতে বিতাড়িত করলেন। অতঃপর সে সমুদ্রের দিকে গমন করে। সেখানে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয় মাছের সাথে। মাছকে আদম সৃষ্টির সংবাদ শুনিয়ে ইবলীস বললো,—'তিনি সমুদ্র এবং স্থলভাগের প্রাণীদেরকে শিকার করবেন।' ইবলীসের মুখে এ কথা শুনে মাছ সমুদ্রের অপরাপর প্রাণীদেরকে উক্ত সংবাদ জানিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মৎস্যকে জিহ্বা থেকে বঞ্চিত করে দেন।

হযরত আমর ইব্নে দীনার (রহঃ) বলেন ঃ জনৈক মদীনাবাসী লোকের এক ভগ্নি মদীনার অদূরেই এক জনপদে বাস করতো। একদা ভগ্নি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। পর থেকে সে প্রতিদিন সেবা-শুশ্রূষার জন্য ভগ্নির খেদমতে হাজির হতো। একদিন হঠাৎ সেই ভগ্নি মারা যায়। মৃত্যুর পর তাকে যথারীতি দাফন করা হয়। কিন্তু দাফনের পর ভাইয়ের মনে আসলো, ভুলবশতঃ টাকার একটি থলিও মাটিতে দাফন করা হয়ে গেছে। প্রতিবেশী একজনের সহযোগিতায় থলিটি উঠিয়ে নেওয়া হয় ; কিন্তু তখন তারা প্রত্যক্ষ করে যে, কবরের ভিতরে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। ভাই তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে মা'কে ভগ্নির আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মা' বললো,—তোমার বোন পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়ে গোপনে তাদের কথাবার্তা শুনে অন্যদের

www.banglakitab.weebly.com

কাছে সে কথা পৌঁছিয়ে চুগলখোরী করতো।' একথা শুনে ভাই বুঝতে পারলো,—কবরে ভগ্নির আযাব কেন হচ্ছে। অতএব যে ব্যক্তি কবরের আযাব থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, সে যেন কখনও গীবত ও চুগলখোরীতে লিপ্ত না হয়।

একদা হযরত আবুল্লাইস বুখারী (রহঃ) হজ্জের উদ্দেশে সফরে বের হলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর দু'টি মাত্র দেরহাম। তিনি কসম খেয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন,—'হজ্জের এই পবিত্র সফরে বাড়ীতে ফেরা পর্যন্ত সময়ের কোন এক মুহূর্তেও যদি আমি দোষ-চর্চায় লিপ্ত হই, তা' হলে অবশ্যই আমি উক্ত দুই দেরহাম আল্লাহ্‌র রাস্তায় খয়রাত করে দিবো।' তাঁর প্রতিজ্ঞা এতোই দৃঢ় ছিল যে, তিনি হজ্জের সম্পূর্ণ সফর সুচারুরূপে সম্পন্ন করে বাড়ী ফিরে এলেন এবং তাঁর দেরহাম দু'টি পকেটেই রয়ে গেল। অর্থাৎ,—এই দীর্ঘ সফরে তিনি কারও গীবতে লিপ্ত হন নাই। হযরত ইব্‌নে দীনারকে গীবতের ব্যাপারে উক্তরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন ঃ 'আমার বিশ্বাস যে, একশতবার ব্যভিচার করা যত জঘন্য, একবার গীবত করা তার চাইতে অধিকতর জঘন্য।

আবূ হাফ্‌স কবীর (রহঃ) বলেন,—'এক রমযান মাস রোযা না রাখা এতটুকু জঘন্য নয়, যতটুকু জঘন্য একজন লোকের গীবত করা।' তিনি আরও বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন আলেম বা ধর্মজ্ঞানী লোকের গীবত করবে, সে ক্বিয়ামতের দিন এভাবে উত্থিত হবে যে, তার মুখমণ্ডলে লেখা থাকবে ঃ 'এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত।'

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন,—হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ মি'রাজের রাত্রিতে আমি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করেছিলাম, যারা (মর্মান্তিক শাস্তিস্বরূপ) নিজেদের মুখমণ্ডল বিরাটকায় ধারালো নখের দ্বারা আঁচড়াতে ছিল এবং গলিত পচা লাশ ভক্ষণ করছিল। জিব্‌রাঈলকে এদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বললেন ঃ 'এরা দুনিয়াতে (অন্যের গীবত করে) মরা লাশের গোশ্‌ত ভক্ষণ করতো।'

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন,—'দেহের জন্য দুস্বল (মারাত্মক ফোঁড়া) যতটুকু ক্ষতিকর, মু'মিন ব্যক্তির জন্য অপরের গীবত করা তদপেক্ষ বহুগুণ

www.banglakitab.weebly.com

বেশী ক্ষতিকর।'

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন,—'মানুষের অবস্থা এই যে, অন্যের দোষ দেখতে গিয়ে কারও চোখে যদি সামান্য কণা পড়ে, তাও বড় আকারে দৃষ্ট হয় ; কিন্তু নিজের বেলায় বৃক্ষকাণ্ডটিও ছোট করে দেখা হয়।'

এক সফরে হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) হযরত উমর ও আবূ বকরের সঙ্গে ছিলেন এবং প্রয়োজনে তিনিই খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতেন। এক স্থানে পৌঁছার পর হযরত সালমান খানার প্রয়োজন দেখা তিনি রন্ধন করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে খাওয়ার কিছু নিয়ে আসতে হযরত সালমানকে পাঠালেন ; কিন্তু সেখানেও কিছু ছিল না। তখন হযরত আবূ বকর ও উমর মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'সে যদি কোন কুঁয়ার ধারেও যায়, তবুও সেটাকে শুষ্ক পাবে।' এ কথার উপর পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ..... فَكَرِهْتُمُوهُ ط

'তোমাদের কেউ কারও গীবত করো না.....। (হুজুরাত ঃ ১২)

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কারও (গীবত করে তার) গোশ্‌ত ভক্ষণ করেছে, ক্বিয়ামতের দিন তার সম্মুখে গীবতকৃত ব্যক্তির গোশ্‌ত পেশ করে বলা হবে, 'এই নাও দুনিয়াতে যার জীবিত অবস্থায় গোশ্‌ত ভক্ষণ করেছিলে, এখন তার মৃতদেহের গোশ্‌ত ভক্ষণ কর।' অতঃপর তাকে এই পচা গোশ্‌ত খেতে বাধ্য করা হবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا (তোমরা কেউ কি স্বীয় মৃত ভ্রাতার মাংস খেতে পছন্দ করবে?)

হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন,—হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে গীবতের দুর্গন্ধ অনুভব করা যেতো, কারণ তখন গীবতের অস্তিত্ব ছিল খুবই কম। কিন্তু এখনকার সময় গীবতের প্রাদুর্ভাবের কারণে লোকজন এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ফলে, এর দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না। যেমন কোন

www.banglakitab.weebly.com

অনভ্যস্ত ব্যক্তি চামড়ার গুদামে গমন করে, তা'হলে দুর্গন্ধের কারণে সেখানে কিছু সময়ও অবস্থান করতে পারে না ; কিন্তু চামড়া শুষ্ককারী ব্যবসায়ীদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত, তারা চামড়ার উপর বসে খাওয়া-দাওয়া করছে, তবুও অভ্যস্ত হওয়ার কারণে কোনরূপ দুর্গন্ধ অনুভব করছে না, গীবতের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ।

হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলেন,—আমি কোন আসমানী গ্রন্থে পড়েছি ঃ 'গীবত এমন এক জঘন্য অভ্যাস, যদি কেউ এ থেকে তওবা করে মারা যায়, তবুও সে সকলের শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যদি গীবতের গুনাহে লিপ্ত থেকে মারা যায়, তা'হলে সে জাহান্নামে সর্বপ্রথম প্রবেশকারীদের মধ্যে হবে।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝

'প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ।' (হুমাযাহ ঃ ১)

অর্থাৎ,—এহেন লোকদের শাস্তি খুবই মর্মন্তুদ। 'হুমাযাহ' অর্থ,— অসাক্ষাতে নিন্দাবাদকারী আর 'লুমাযাহ্' অর্থ,—সাক্ষাতে নিন্দাবাদকারী।

উপরোক্ত আয়াতখানি ওলীদ ইব্নে মুগীরা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, সে আল্লাহ্র রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে নিন্দাবাদ করতো। আয়াতখানি যদিও এক ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে নাযিল হয়েছে ; কিন্তু এর উদ্দেশ্য সকলের জন্য ব্যাপক।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'তোমরা গীবত থেকে অত্যন্ত সতর্ক থাক ; পুরাপুরিভাবে তা' পরিহার কর, কেননা, গীবত ব্যভিচারের চাইতেও জঘন্য। কারণ, ব্যভিচারী ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তওবা করলে তিনি ক্ষমা করে দিবেন ; কিন্তু গীবতের জন্য গীবতকৃত ব্যক্তির মার্জনা ব্যতীত আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না। অতএব, গীবত করে থাকলে প্রথমতঃ বান্দার নিকট থেকে মাফী হাসিল করা উচিত, সেই সঙ্গে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে তওবা করা চাই, যাতে আল্লাহ্র হুকুমের অমান্যতাও মাফ হয়ে যায়। তাহলেই পূর্ণ মুক্তির আশা করা যেতে পারে।

www.banglakitab.weebly.com

হাদীস শরীফে আছে ঃ 'ক্বিয়ামতের দিন গীবতকারী ব্যক্তির চেহারা পিছন দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'

গীবতকারী ব্যক্তির উচিত,—মজলিস থেকে উঠার পূর্বেই তওবা ও এস্তেগফার করা, যাতে যার গীবত করা হয়েছে, তার কাছে নিন্দাবাদ পৌঁছার পূর্বাহ্নেই তওবা হয়ে যায় ; এভাবে তার তওবা শীঘ্র কবুল হবে। অন্যথায় বান্দা মাফ না করা পর্যন্ত তার এই অপরাধ ক্ষমা হবে না।

অনুরূপ যদি কেউ কোন বিবাহিতা মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তা'হলে কেবল তওবা করলেই গুনাহ্ মোচন হবে না, যাবৎ সেই মহিলার স্বামী তাকে ক্ষমা না করবে।

অনন্তর নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ যদি কেউ পরিহার করে থাকে, তা'হলে তা' থেকে তওবা করতে হবে এবং সেইসঙ্গে অতীত জীবনের পরিত্যক্ত সবগুলোকে ক্বাযা করতে হবে, তবেই আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমার আশা করা যেতে পারে।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ২১
যাকাতের বিবরণ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝

'যারা যাকাত দান করে থাকে (তারা সফলকাম হয়ে গেছে)।'

(মু'মিনূন ঃ ৪)

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিকের উপর যাকাত ফরয হওয়ার পর সে যদি যাকাত প্রদান করতঃ সম্পদের হক আদায় না করে, তা'হলে কিয়ামতের দিন তার সম্পদ একত্র করে আগুনের পাত বানানো হবে এবং সেই পরিমাণে তার শরীরকে প্রশস্ত করা হবে। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নি দ্বারা সেই পাতকে উত্তপ্ত করে তার পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। যখন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তখন পুনরায় উত্তপ্ত করে অনুরূপ দাগ দেওয়া হবে এবং এভাবে উপর্যুপরি এক দিবস হতে থাকবে, যে দিবসটির দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাজার বছরকাল হবে। অতঃপর হিসাব-কিতাব শুরু হবে এবং নিজ প্রাপ্য স্থান জান্নাতে বা জাহান্নামে যাবে।'

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ۭ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝

www.banglakitab.weebly.com

'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং ব্যয় করে না আল্লাহ্‌র পথে, তাদের কঠোর আযাবের সংবাদ শুনিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা' উত্তপ্ত করা হবে এবং এর দ্বারা ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। (সেদিন বলা হবে,) এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।' (তওবা ঃ ৩৪, ৩৫)

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'কিয়ামতের দিন ধনী লোকদের ধ্বংস ও আফসূসের সীমা থাকবে না, যাদের উপর যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও গরীব-মিসকীনের হক তারা নষ্ট করেছে।' হকদার গরীব ও ফকীর মিসকীনরা সেদিন আল্লাহ্‌র দরবারে নালিশ করে বলবে,—'এরা আমাদের হক আদায়ের ব্যাপারে আপনার আরোপিত ফরয পরিত্যাগ করে আমাদের উপর জুলুম করেছে।' আল্লাহ্ বলবেন,—'আমার সম্মান ও প্রতাপের কসম, আমি তাদের থেকে অবশ্যই তোমাদের হক আদায় করবো এবং তাদেরকে আমার রহমত থেকে বহু দূরে নিক্ষেপ করবো।' অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের আয়াতখানি তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۝ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝

'এবং যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক আছে যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতের (তারা মুক্তি পাবে)।' (মা'আরিজ ঃ ২৪,২৫)

রেওয়ায়েতে আছে,—হুযুর সাল্লাল্লাহু মি'রাজের রাত্রিতে জঘন্য শাস্তিপ্রাপ্ত কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন,যাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে ছেঁড়া ও জীর্ণ কাপড়ের টুকরা লাগিয়ে রাখা হয়েছে, চতুষ্পদ জানোয়ারের মত জাহান্নামের উত্তপ্ত গরম ও কন্টকপূর্ণ জঙ্গলে তারা চরছে। আল্লাহ্‌র রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা? হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা ওইসব লোক যারা যাকাত আদায় করতো না ; অথচ তাদের উপর যাকাত ফরয ছিল ; বস্তুতঃ এদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা কোন প্রকার জুলুম করেন নাই ; তিনি জুলুম হতে পবিত্র।

www.banglakitab.weebly.com

সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী তাবেয়ী যুগের কয়েকজন বুযুর্গ হযরত আবূ সিনান (রাযিঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হোন। পরক্ষণেই তিনি বললেন,—'চলুন, আমাদের একজন প্রতিবেশীর ভাইয়ের ইনতেকাল হয়েছে ; তার প্রতি শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে আসি।' ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বুযুর্গ মুহাম্মদ ইব্নে ইউসুফ ফিরয়াবী বলেন ঃ 'অতঃপর আমরা সকলেই যখন সেই প্রতিবেশীর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম, তখন সে সজোরে চিৎকার করে বিলাপ করছিল—মনে হচ্ছিল যে দুঃখে তার কলিজা ফেটে যাবে। আমরা সকলেই তাকে বিভিন্ন ভাবে প্রবোধ দিচ্ছিলাম ; কিন্তু সে শান্ত হচ্ছিলো না। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম,—'তুমি কি জানো না? মৃত্যু সকলের জন্য এক অবধারিত সত্য, তারপরেও তুমি এভাবে রোদন করছো কেন?' সে বললো,—'অবশ্যই আমি তা' জানি ; কিন্তু আমার ভাইয়ের দিবা–রাত্রি অবিরত আযাব হচ্ছে।' আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, এ বিষয়ে তুমি কি করে জানলে? সে বললো,—'আমার ভাইকে দাফন করার পর সকলেই কবরের পার্শ্ব থেকে চলে যায় ; কিন্তু আমি একাকী সেখানে বসেছিলাম, হঠাৎ কবরের ভিতর থেকে আওয়ায আসলো,—'হায়! সকলেই আমাকে ছেড়ে চলে গেলো ; আমাকে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে ; অথচ আমি নিয়মিত নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি।' একথা শুনে আমি কাঁদতে আরম্ভ করলাম। তৎক্ষণাৎ কবরের উপর থেকে মাটি সরিয়ে দেখি,—ভিতরে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে এবং ভাইয়ের গলদেশে আগুনের বেড়ী লাগিয়ে রাখা হয়েছে। ভাইয়ের কষ্টে অস্থির হয়ে সমবেদনায় আমি তার গলদেশ থেকে আগুনের বেড়ীটি খুলে ফেলার জন্য হাত বাড়ালাম, সাথে সাথে আমার অঙ্গুলি ও হাত পুড়ে গেল ; এই দেখুন অবস্থা।' আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করলাম, আগুনে দগ্ধ হয়ে তার হাত কালো হয়ে গেছে। সে আরও বলতে লাগলো,—তারপর অপারগ হয়ে কবরে পুনরায় মাটি দিয়ে আমি ফিরে আসলাম। এখন আপনারাই বলুন, আমি কেন রোদন করবো না? আমরা জিজ্ঞাসা করলাম,—তোমার ভাই দুনিয়াতে এমন কি পাপ করতো? সে বললো,—'আমার ভাই দুনিয়াতে মাল–সম্পদের যাকাত দিতো না।' আমরা বললাম,—এক্ষেত্রে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মই বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে ঃ

www.banglakitab.weebly.com

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۭ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط

'আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন এমন ধারণা না করে যে, এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে।' (আলি-ইমরান ঃ ১৮০)

আর তোমার ভাইকে কিয়ামতের পূর্বেই আযাব দিয়ে শেষ করে নেওয়া হচ্ছে। অতঃপর আমরা সেখান থেকে প্রস্থান করে সাহাবী হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে উক্ত ঘটনা উল্লেখপূর্বক জিজ্ঞাসা করি যে, ইহুদী-খৃষ্টানদের মৃত্যুর পর আমরা এ ধরণের ঘটনা প্রত্যক্ষ করি না ; অথচ মুসলমানের ব্যাপারে তা প্রত্যক্ষ করলাম, এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ ইহুদী-খৃষ্টানদের জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই ; সেজন্যে ঈমানদার লোকদের ব্যাপারে কদাচিৎ এ ধরণের ঘটনা ঘটিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সতর্ক করেন এবং শিক্ষা প্রদান করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۭ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝

'অতএব যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।'

(আন'আম ঃ ১০৪)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'যাদের উপর যাকাত ফরয হয়েছে, তারা যদি যাকাত আদায় না করে, তা' হলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তারা ইহুদী-নাসারাদের পর্যায়ভুক্ত, অনুরূপ যারা 'উশর' বা উৎপন্ন শস্যের এক দশমাংশ প্রদান করে না তারা মজূসী তথা অগ্নিপূজকদের পর্যায়ভুক্ত। আর যারা উভয় প্রকারের কোনটাই আদায় করে না, তারা ফেরেশ্তা এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক

www.banglakitab.weebly.com

অভিশপ্ত। তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) আরও বলেন ঃ সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে যাকাত ও উশর প্রদান করে ; ক্বিয়ামতের দিবস তার কোন প্রকার শাস্তি হবে না। কবরের আযাব তার মাফ হয়ে যাবে, তার দেহ জাহান্নামের উপর হারাম করে দেওয়া হবে, বিনা হিসাবে সে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে এবং ক্বিয়ামতের দিবস তার কোনরূপ পিপাসা দেখা দিবে না।

---

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ২২

জেনা বা ব্যভিচার

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ

'এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, (তারা সফলকাম হয়ে গেছে)। (মু'মিনূন ঃ ৫)

অর্থাৎ,—নিজেদের লজ্জাস্থানকে যারা (অশ্লীল ও গর্হিত কার্যাবলী হতে সংরক্ষণ করে, তারা সফলকাম।

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ

'নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য।'

(আন'আম ঃ ১৫১)

অর্থাৎ,—সর্বপ্রকার অশ্লীল ও লজ্জাকর কাজ থেকে দূরে থাক। চাই সেটা বড় হোক কিংবা ছোট ধরণের হোক যেমন জেনা–ব্যভিচার, পর মহিলাকে চুম্বন করা, তাকে স্পর্শ করা, তার প্রতি কামাতুর দৃষ্টিপাত করা ইত্যাদি।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'মানুষের হাত, পা এবং চোখের দ্বারাও জেনা হয়।' তাই আল্লাহ্ পাক হুকুম করেছেন ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۭ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۭ

'মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের

www.banglakitab.weebly.com

যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা রয়েছে।' (নূর ঃ ৩০)

আল্লাহ্ তা'আলা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন স্বীয় চোখের সাহায্যে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে সংযত থাকে। অনুরূপ লজ্জাস্থানকে সর্ববিধ গর্হিত ও অশ্লীল ক্রিয়া-কর্ম থেকে হেফাযত করে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকখানি আয়াতে জেনা ব্যভিচারের নিষিদ্ধতা ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۝

'যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।' (ফুরকান ঃ ৬৮)

অর্থাৎ,—এহেন লোকদেরকে দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হবে। 'আছাম' জাহান্নামের একটি অংশের নাম। কেউ কেউ বলেছেন,—'আছাম' হচ্ছে জাহান্নামের একটি গহ্বর ; যখন এর মুখ খোলা হয়, তখন দোযখবাসীরা সেই গহ্বরের দুর্গন্ধে দিশাহারা হয়ে বিকট আওয়াযে চিৎকার করতে থাকে।

এক সাহাবী বলেন ঃ 'তোমরা সর্বদা জেনা থেকে পরহেয কর এবং এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন কর। কেননা, জেনা বা ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তি ছয় প্রকার আপদ ও ক্ষতিতে পতিত হয়। তন্মধ্যে তিন প্রকার দুনিয়াতে এবং অপর তিন প্রকার আখেরাতে। দুনিয়ার তিন প্রকার হচ্ছে,—এক, রোযী-রোযগারে অভাব দেখা দেয়। দ্বিতীয়, আয়ু কমে যায় অথবা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তওবা নসীব হয় না। তৃতীয়, চেহারা কালো হয়ে যায়। অপর তিন প্রকার আপদ—যা আখেরাতে দেখা দিবে তা' হলো,—এক, আল্লাহ্ তা'আলা রাগান্বিত থাকবেন। দ্বিতীয়, হিসাব-নিকাশে কঠোরতা করা হবে। তৃতীয়, সে ব্যক্তি জাহান্নামী হবে।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম আরজ করেছিলেন,—'ইয়া রব্ব্! ব্যভিচারী ব্যক্তির শাস্তি কি?' আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ তাকে আগুনের এমন একটি পোষাক পরিয়ে দেওয়া হবে, যদি সেই পোষাক কোন বিরাটকায় পর্বতের উপর রাখা হয়, তা' হলে সেই পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

কথিত আছে, ইবলীস শয়তান একজন অসতী মহিলাকে এক হাজার

www.banglakitab.weebly.com

অসৎ পুরুষ অপেক্ষা অধিক পছন্দ করে।

'আল-মাসাবীহ' গ্রন্থে আছে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيْمَانُ وَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذٰلِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيْمَانُ ـ

'যখন কোন বান্দা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে, তখন তার অন্তর হতে ঈমান বের হয়ে আসে এবং তার মাথার উপর ছত্রের ন্যায় অবস্থিত থাকে ; অতঃপর যখন সে উক্ত অপকাজ হতে বিরত হয়, তখন ঈমান তার নিকট প্রত্যাবর্তন করে।'

'আল-ইকনা' কিতাবে আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ্‌র নিকট মানুষের এর চাইতে বড় গুনাহ্ আর হতে পারে না যে, সে এমন কোন গর্ভাশয়ে বীর্যপাত করবে, যা তার জন্য বৈধ ও হালাল নয়।'

এর চাইতে অধিকতর জঘন্য অপরাধ হলো, সমকামিতা বা পুং মৈথুন। হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি সমকামিতায় লিপ্ত হবে, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না ; অথচ পাঁচ বছরের দূরত্ব হতেও জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে।'

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) একদা আপন গৃহের দরজার পার্শ্বে বসা ছিলেন। এমন সময় সুন্দর সুশ্রী একটি বালকের উপর তাঁর দৃষ্টি পতিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখান থেকে উঠে গৃহে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করলেন,—কিহে, সেই ফেতনা কি এখনো আছে, না চলে গেছে? আরজ করা হলো, 'চলে গেছে।' অতঃপর তিনি দরজা খুলে বাহিরে আসলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো,—' হে আবদুল্লাহ! আপনি কি এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রাসূলের পবিত্র যবানে কোন হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ 'খবরদার! এ বয়সের বালকদের প্রতি দৃষ্টি করা হারাম, তাদের সাথে কথা বলা হারাম, তাদের সাথে উঠা-বসাও হারাম।'

www.banglakitab.weebly.com

কাজী ইমাম (রহঃ) বলেছেন,—আমি এক বুযুর্গকে বলতে শুনেছি যে, একজন স্ত্রীলোকের সাথে শয়তান থাকে একটি ; কিন্তু একজন বালকের সাথে শয়তান থাকে আঠারোটি।'

বর্ণিত আছে,—যে ব্যক্তি কোন বালককে কামাতুর হয়ে চুম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পাঁচশত বছর পর্যন্ত শাস্তি দিবেন। আর কোন স্ত্রীলোককে কামাতুর হয়ে চুম্বন করা সত্তরজন কুমারীকে ধর্ষণ করা অপেক্ষাও জঘন্য। অনুরূপ যদি কেউ একজন কুমারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তা' হলে সে যেন সত্তর হাজার বিবাহিতা মহিলার সাথে জেনা করলো।'

'রওনাকুত্-তাফাসীর' গ্রন্থে ইমাম কাল্বী (রহঃ) থেকে বর্ণিত,—সর্বপ্রথম লূত জাতির অপকর্মটির (পুং মৈথুন) সূচনা করেছে চির অভিশপ্ত ইবলীস শয়তান। সে একটি সুন্দর-সুশ্রী কিশোর বালকের আকৃতি অবলম্বন করে লূত জাতির কাছে উপস্থিত হয়ে নিজের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। অতঃপর তারা ইবলীসের সাথে সর্বপ্রথম কুকর্মে লিপ্ত হয়। তারপর থেকে প্রত্যেক নবাগত মুসাফিরের সাথেই তাদের উক্ত কর্ম চলতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সতর্ক করার জন্য হযরত লূত আলাইহিস্ সালামকে প্রেরণ করেন তিনি তাদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে উক্ত কুকর্ম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন এবং একনিষ্ঠ চিত্তে এক আল্লাহ্র ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ দেন, কিন্তু তারা বিরত হয় নাই। অতঃপর হযরত লূত তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব ও গজবের ভয় প্রদর্শন করেন। তাতেও অসভ্যরা সেই কর্ম থেকে বিরত না হয়ে বরং আল্লাহ্র নবীকে বলতে লাগলো ঃ 'তুমি যদি সত্য নবী হয়ে থাক, তা' হলে আমাদের উপর আল্লাহ্র গজব নাযিল করে দেখাও।' অবশেষে হযরত লূত আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্র কাছে এই বলে দো'আ করলেন ঃ

رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْتَ ۝

'প্রভু! আমাকে এই দুর্বৃত্ত জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য করুন।'

আল্লাহ্ তা'আলা আসমানকে হুকুম করলেন লূত জাতির উপর পাথর বর্ষণ করতে। প্রতিটি পাথরে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম লেখা ছিল। কুরআনের

www.banglakitab.weebly.com

ভাষা مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ এর মর্ম এটাই। এভাবে প্রচণ্ড পাথর বর্ষণ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

বর্ণিত আছে, লূত জাতির উপর আল্লাহ্‌র গজব নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে তাদের একজন লোক ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে মক্কায় গমন করেছিল। আল্লাহ্‌র গজবের নির্ধারিত একটি পাথর সেই লোকটিকে ধ্বংস করার জন্য মক্কার হেরেম শরীফে উপস্থিত হয়; কিন্তু হেরেমের সংরক্ষক ফেরেশ্‌তাগণ পাথরটিকে এই বলে বাধা দিয়েছেন যে, 'হেরেমের ভিতর তাকে তুমি ধ্বংস করতে পারবে না; এটা সংরক্ষিত ও নিরাপদ এলাকা।' অতঃপর পাথরটি হেরেমের বাইরে প্রত্যাবর্তন করে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে শূন্যালোকে অপেক্ষা করতে থাকে। দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর লোকটি হেরেমের সীমানা থেকে বের হলে সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পাথরটি তার মাথায় পতিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ লোকটি আল্লাহ্‌র এই গজবে ধ্বংস হয়ে যায়।

হযরত লূত আলাইহিস্ সালামের সাথে তাঁর স্ত্রীও আযাব থেকে বাঁচার জন্য বের হয়ে এসেছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুম ছিল কোন ঈমানদার ব্যক্তি যেন গজব নাযিলের সময় পশ্চাতে স্বীয় সম্প্রদায়ের দিকে চোখ ফিরেও না দেখে। তা' সত্ত্বেও হযরত লূত আলাইহিস্ সালামের স্ত্রী যখন আযাবের ভীষণ গর্জন শুনে পিছন দিকে তাকালেন এবং আফসূস করে বলতে লাগলেন, হায় আমার জাতি! হায় আমার সম্প্রদায়! তখন সাথে সাথে একটি কংকর এসে তাকে চিরতরে ধ্বংস করে দিল।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ 'পরদিন ভোরে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং গোটা বস্তিকে সমূলে উৎপাটন করে স্বীয় ডানার একপার্শ্বে রেখে আকাশের অতি নিকটবর্তী হলেন; তখন আসমানের ফেরেশ্‌তাগণ সেই বস্তির মোরগের ডাক ও কুকুরের আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলেন। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) সেখান থেকে গোটা বস্তিকে উল্টিয়ে সজোরে মাটিতে আছড়ে মারলেন। এভাবে লূত সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেই আযাবে লিপ্ত করে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরা ছিল মোট পাঁচটি নগরের অধিবাসী। তন্মধ্যে 'সাদূম' শহরটি ছিল সর্ববৃহৎ। সূরা বারা'আতে উক্ত শহরের উল্লেখ রয়েছে। এ শহরের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল চল্লিশ লক্ষ।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ২৩

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার ও পিতা-মাতার হক

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ط

'আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর।' (নিসা ঃ ১)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ۝

'ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।' (মুহাম্মদ ঃ ২২, ২৩)

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۠ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ط أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

www.banglakitab.weebly.com

'(বিপথগামী ওরাই) যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তা' ছিন্ন করে আর দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে, ওরা যথার্থ ক্ষতিগ্রস্ত। (বাক্বারা ঃ ২৭)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ
اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ
لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝

'এবং যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে দৃঢ় ও পাকা-পোক্ত করার পর তা' ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তা' ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, ওরা ঐ সমস্ত লোক যাদের জন্যে রয়েছে অভিসম্পাত এবং ওদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব।' (রা'দ ঃ ২৫)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা যখন সমগ্র সৃষ্টিজগতকে সৃজনের মহান কার্য সমাপ্ত করলেন, তখন আত্মীয়তার রেহেম দাঁড়িয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আশংকা করে তা' থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করলো। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবে, আমি তার অনুকূলে থাকবো, আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা ছিন্ন করবে, তার থেকে আমি আমার ভালবাসা ছিন্ন করে ফেলবো। আল্লাহ্‌র এ কথা শুনে রেহেম সম্মতি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করলো। অতঃপর নবীজী কুরআনের একখানি আয়াত তিলাওয়াত করলেন, যার মর্মার্থ হচ্ছে ঃ 'ক্ষমতা লাভ করলে তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরক বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করে দেন।' (মুহাম্মদ ঃ ২২, ২৩)

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলে করীম

www.banglakitab.weebly.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'জুলুম-অত্যাচার এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করা অপেক্ষা জঘন্য কোন গুনাহ নাই। এ অপরাধের শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই দেওয়া হবে।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ -

'আত্মীয়তা ছেদনকারী ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না।'

নির্ভরযোগ্য এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,—'বনী আদমের আমল প্রতি জুমার রাত্রিতে পেশ করা হয় ; কিন্তু আত্মীয়তা ছেদনকারীর আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না।'

ইবনে হাব্বান প্রমুখ রেওয়ায়াত করেছেন ঃ 'তিন প্রকার লোক বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক, মদ্যপায়ী। দ্বিতীয়, আত্মীয়তা ছেদনকারী। তৃতীয়, যাদু-টোনায় বিশ্বাসী।'

ইমাম আহমদ, ইবনু আবিদ্দুন্‌য়া ও ইমাম বায়হাক্বী রেওয়ায়েত করেছেন যে, এই উম্মতের বেশ কিছু লোকের ব্যাপারে এ ঘটনা ঘটবে যে, একদা রাত্রিতে তারা পানাহার, আনন্দ-উল্লাস ও ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত থাকবে ; সকল বেলা তাদের চেহারা-ছুরত বানর ও শূকরের আকৃতিতে পরিবর্তন করে মাটিতে পুঁতে দিয়ে তার উপর পাথর বর্ষণ করা হবে। অন্যান্য লোকেরা পরস্পর বলাবলি করবে,—অদ্য অমুক গোত্রকে অথবা অমুক বাড়ীর লোকদেরকে মাটি গ্রাস করে ফেলেছে। এদের অনেকের উপর লূত সম্প্রদায়ের ন্যায় পাথর বর্ষণ করা হবে আবার অনেকের উপর ধ্বংসাত্মক তুফান ও ঝড়ো হাওয়া চালিয়ে দেওয়া হবে, যেমন আদ জাতির বেলায় করা হয়েছিল, তবে এ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে না হয়ে সীমিত আকারে হবে। এরা ওইসব লোক যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করে থাকে, নর্তকী ও গায়িকা নিয়ে বিনোদনে মত্ত থাকে, সূদের লেন-দেন করে, আত্মীয়-স্বজনের হক নষ্ট করে। এখানে আরও এক প্রকার লোকের উল্লেখ ছিল ; কিন্তু বর্ণনাকারী জা'ফর তা' বিস্মৃত হয়ে গেছেন।

হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন ঃ একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে তশরীফ এনে বলেছেন,—'ওহে মুসলমান!

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কর ; কেননা আত্মীয়তার হক প্রতিপালনের ন্যায় শীঘ্রতর ফলপ্রদ নেক আমল আর দ্বিতীয়টি নাই। অনুরূপ কারও প্রতি জুলুম-অত্যাচার করা থেকে বিরত থাক ; কেননা জুলুম-অত্যাচার অপেক্ষা শীঘ্রতর নগদ শাস্তি আনয়নকারী পাপ অপরটি নাই। অনুরূপ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাদের উপকার ও হিত সাধন কর। কেননা মানুষ হাজার বৎসরের ব্যবধান হতে বেহেশ্‌তের সুগন্ধ পাবে ; কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, আত্মীয়তা ছেদনকারী, বৃদ্ধ ব্যভিচারী এবং যে ব্যক্তি অহংকারভরে মাটিতে চাদর হেঁচড়িয়ে চলে, এসব লোক বেহেশ্‌তের সুঘ্রাণ হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকবে।' (তাব্‌রানী আওসাত)

একদা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে বললেন,—'অদ্যকার এ মজলিসে আত্মীয়তা ছেদনকারী কোন লোক যেন না বসে।' তৎক্ষণাৎ একজন যুবক মজলিস থেকে উঠে তার খালার নিকট গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে—ইতিপূর্বে তাদের পরস্পর মনোমালিন্য ছিল—খালা তাকে মা'ফ করে দেওয়ার পর পুনরায় সে মজলিসে এসে শরীক হয়।' (ইস্‌বাহানী)

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَنْزِلُ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ -

'আত্মীয়তা ছেদনকারী লোকদের উপর কখনও আল্লাহ্‌র রহমত ও দয়া বর্ষিত হয় না ; এরা চিরকাল বঞ্চিত হয়ে থাকে।'

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একদা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন,—আত্মীয়তা ছেদনকারী কোন ব্যক্তি যেন এ মজলিশে উপস্থিত না থাকে। মজলিসে উপবিষ্ট এক যুবকের ফুফুর সাথে কয়েক বৎসর যাবৎ মনোমালিন্য ছিল, তৎক্ষণাৎ সে মজলিস হতে উঠে ফুফুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে অন্তর স্বচ্ছ করে নিয়েছে।

হাদীসে আছে, যাদের মধ্যে আত্মীয়তা ছিন্নকারী একজন লোকও থাকে, তাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয় না। (তাব্‌রানী)

হযরত আ'মাশ থেকে বর্ণিত, একদা হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) ফজরের নামাযান্তে বললেন, 'আত্মীয়তা ছিন্নকারী ব্যক্তিকে আমি আল্লাহ্‌র

www.banglakitab.weebly.com

শপথ করে বলছি, যেন সে অত্র মজলিস থেকে উঠে যায়। কেননা আমরা এখন আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করবো ; দো'আর মজলিসে আত্মীয়তা ছেদনকারী লোক থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা দো'আ কবুল করেন না।' (তাব্‌রানী)

হাদীসে আছে,—'আত্মীয়তার রেহেম আল্লাহ্‌র আরশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে এবং প্রতিনিয়ত সে বলছে,—আমার বন্ধন যে রক্ষা করবে, আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করুন, আমার বন্ধন যে ছিন্ন করবে, আল্লাহ্ তাকে ছিন্ন করুন।' (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আউফ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমি রহমান অর্থাৎ দয়ালু। আত্মীয়তা রেহেম অর্থাৎ দয়ারই নামান্তর। আমার 'রহমান' (দয়া) নাম হতে ছাঁটাই করে এই 'রেহম' নাম সৃষ্টি করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি রেহেম তথা আত্মীয়তার হক পালন করে, আমি তার প্রতি সদয় হই, আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা ছিন্ন করে, আমি তার সাথে আমার ভালবাসা ছিন্ন করে ফেলি।'

হাদীস শরীফে আছে,—'সর্বাপেক্ষা বড় জুলুম হচ্ছে কোন মুসলমানকে অপমান করা। আর আত্মীয়তার রেহেম রহমানুর রাহীম আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত বৃক্ষশাখা। এটিকে যে ছিন্ন করবে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না।' (মুসনাদে আহমদ)

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে,—'রাহমান বৃক্ষের সাথে জড়িত রেহেম আল্লাহ্‌র কাছে নালিশ করে থাকে, ওগো খোদা! আমাকে ছিন্ন করা হয়েছে, ওগো খোদা! আমার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, ওগো খোদা! আমার উপর জুলুম করা হয়েছে, ওগো খোদা! ওগো খোদা!—এভাবে সে আর্তনাদ করতে থাকে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তুমি কি রাজী নও যে, তোমার সাথে যে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখবে, আমি তার সাথে ভালবাসা বজায় রাখব, আর তোমাকে যে ছিন্ন করে, আমিও তার সাথে মহব্বত ছিন্ন করবো? (আহমদ ও ইব্‌নে হাব্বান)

রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে,—'রেহেম গো-কীট সদৃশ বস্তু, আল্লাহ্‌র আরশকে সে চিমটে ধরে রেখেছে। প্রতিনিয়ত সে তীব্র ভাষায় চিৎকার করে বলছে,—'হে আল্লাহ্! আমার বন্ধন যে রক্ষা করেছে, আপনি তাকে

www.banglakitab.weebly.com

রক্ষা করুন, আর আমাকে যে ছিন্ন করেছে, আপনি তাকে ছিন্ন করুন। (মুসনাদে বায্যার)

মুসনাদে বায্যার কিতাবে আরও উল্লেখ হয়েছে,—'আরশের সাথে তিনটি বস্তু ঝুলন্ত অবস্থায় সম্পৃক্ত রয়েছে। এক, রেহেম,—সে বলছে ঃ আয় আল্লাহ্! আমি আপনার সাথে সম্পৃক্ত, আমাকে যেন ছিন্ন না করা হয়।দ্বিতীয়, আমানত,—সে বলছে ঃ আয় আল্লাহ্! আপনার সাথে জড়িত হয়ে রয়েছি, আমাকে যেন খেয়ানত করে পৃথক না করা হয়। তৃতীয়, নে'আমত,—সে বলছে ঃ আয় আল্লাহ্! আমি আপনার সান্নিধ্যে রয়েছি, না-শোকরী করে আমাকে যেন দূরে নিক্ষেপ না করা হয়।

বায়হাক্বী শরীফে আছে,—আরশের নিম্নতলে সীলমোহর লাগানোর সরঞ্জাম রক্ষিত আছে। যখন আত্মীয়তার হক নষ্ট করা হয়, তখন রেহেম আল্লাহ্র কাছে অভিযোগ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্তা পাঠিয়ে আত্মীয়তার হক বিনষ্টকারীর অন্তরে সীলমোহর লাগিয়ে দেন। পরিণামে সে হতবুদ্ধি ও জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং হাশরের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন মেহমানের আতিথেয়তা করে, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে এবং তার উচিত যেন কথা বললে ভাল কথা বলে, নতুবা খামোশ থাকে।'

আরও বর্ণিত হয়েছে,—'যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু ও সচ্ছল জীবিকা কামনা করে, সে যেন আত্মীয়তার হক পালন করে।' (বুখারী, মুসলিম)

বুখারী ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে,—'তোমরা নিজেদের বংশ-পরম্পরা শিক্ষা করে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নাও এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। কেননা, আত্মীয়তার হক প্রতিপালনে পারস্পরিক ভালবাসা

www.banglakitab.weebly.com

বৃদ্ধি পায়, সম্পদে প্রাচুর্য আসে এবং আয়ু দীর্ঘ হয়।'

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُمَدَّ لَهُ فِيْ عُمُرِهِ وَيُوَسَّعَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيْتَةَ السُّوْءِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

'যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু ও স্বচ্ছল জীবিকা কামনা করে এবং অপমৃত্যু হতে আত্মরক্ষা করতে চায়, সে যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং আত্মীয়তার হক পালন করে।' (বায্‌যার, হাকেম, যাওয়ায়েদুল-মুসনাদ)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'তওরাত গ্রন্থে লিখিত রয়েছে যে, দীর্ঘায়ু ও স্বচ্ছল জীবিকা কামনাকারী ব্যক্তি যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করে।' (বায্‌যার, হাকেম)

আবূ ইয়'লা মাওসেলী (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'দান-খয়রাত এবং আত্মীয়তার হক প্রতিপালনের দ্বারা আল্লাহ্ তা'অলা দীর্ঘায়ু দান করেন, অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করেন এবং আপদ-বিপদ দূরীভূত করেন।'

আবূ ইয়া'লা মাওসেলী (রহঃ) আরও রেওয়ায়াত করেন ঃ 'খাস্‌'আম' গোত্রের একজন লোক বর্ণনা করেছেন, একদা আমি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ 'ঈমান।' আমি বললাম, অতঃপর? তিনি বললেন ঃ 'আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ 'শির্‌ক।' আমি বললাম, অতঃপর? তিনি বললেন ঃ 'আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।' আমি বললাম, অতঃপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ 'অসৎ কাজে উৎসাহিত করা এবং সৎকাজে বাধা সৃষ্টি করা।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে,—একদা জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে উষ্ট্রীর লাগাম ধরে ফেললো। আল্লাহ্‌র রাসূল তখন সফররত অবস্থায় ছিলেন। লোকটি

www.banglakitab.weebly.com

জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোন আমলের নির্দেশনা করুন, যদ্দারা আমি দোযখ থেকে বাঁচতে পারি এবং বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর বিরতি করে সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ লোকটির উদ্দেশ্য সৎ। অতঃপর হুযুর লোকটিকে তার জিজ্ঞাসার পুনরাবৃত্তি করতে বললেন। সে আরজ করলে তিনি বললেন ঃ

تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِي الزَّكٰوةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ۔

'তুমি এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর, তার সাথে কাউকে শরীক করো না, নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আত্মীয়তার হক পালন কর।' লোকটি বিদায় নেওয়ার পর হুযুর বললেন ঃ 'যদি সে আমার উপদেশ অনুযায়ী আমল করে, তা'হলে অবশ্যই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে।'

'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে,—'বিনয় ও মহত্ত্ব দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ আনয়ন করে। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার দীর্ঘায়ু ও স্বচ্ছল জীবন দান করে।'

রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَتْقَاهُمْ لِلرَّبِّ وَاَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ وَاٰمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

'সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছে,—যে আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করে, সকল আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং তাদেরকে সৎকাজে উৎসাহিত ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করে।' (ইব্‌নে হাব্বান, বায়হাক্বী)

হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,—'আমার পরম প্রিয় দোস্ত হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ওসীয়ৎ করেছেন ঃ এক,—দুনিয়ার ব্যাপারে যারা আমার অপেক্ষা উন্নত, আমি যেন তাদের সাথে নিজেকে তুলনা না করি। দুই,—যারা আমার তুলনায়

www.banglakitab.weebly.com

কষ্টে এবং অবনত অবস্থায় আছে, আমি যেন তাদের প্রতি দৃষ্টি করে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করি। তিন,—গরীব মিসকীনকে যেন ভালবাসি এবং সর্বদা তাদের নিকটবর্তী হয়ে থাকি। চার,—আত্মীয়-স্বজনকে যেন প্রসন্ন রাখি ; যদিও তারা আমার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। পাঁচ,—দ্বীনের ব্যাপারে যেন কাউকে পরওয়া না করি। ছয়,—তিক্ত হলেও যেন হক কথা বলতে দ্বিধা না করি। সাত,—অধিক পরিমাণে যেন 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করি। কেননা এটি বেহেশতের ধনভাণ্ডারসমূহের একটি।' (তাব্‌রানী, ইব্‌নে হাব্বান)

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'শ্রেষ্ঠতম গুণ কোন্‌টি? আমি কি তোমাদেরকে তা বলে দিবো না? শুন, 'যদি কেউ তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ কর, কেউ যদি তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর এবং যদি কেউ তোমার প্রতি অত্যাচার করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর।' (তাব্‌রানী)

হাদীস শরীফে আছে,—'সর্বাধিক প্রশংসনীয় ও শ্রেষ্ঠতম আমল হচ্ছে, সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা, বঞ্চিতকারীকে দান করা এবং গালি-গালাজকারীকে ক্ষমা করা।' (তাব্‌রানী)

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক আমলের নির্দেশনা করবো না? সাহাবায়ে কেরাম তীব্র উৎসাহ প্রকাশ করলেন। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ

تَحْلُمُ عَلٰى مَنْ جَهِلَ عَلَيْكَ وَ تَعْفُوْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَ تُعْطِىْ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ

'যদি কেউ তোমার সাথে মুর্খতা ও গোয়ারতুমীর ব্যবহার করে, তুমি তার সম্মুখে ধৈর্য ও গাম্ভীর্য সহকারে পেশ আস। যদি কেউ তোমার প্রতি জুলুম করে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। যদি কেউ তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর। যদি কেউ তোমা হতে বিচ্ছিন্ন হয়, তুমি তাকে

www.banglakitab.weebly.com

ভালবাসার সূত্রে গেঁথে নাও।' (তাবরানী)

হাদীস শরীফে আছে,—'কারও উপকার ও হিতসাধন করা এমন ইবাদত, যা' সর্বাপেক্ষা শীঘ্র সওয়াবের ভাগী করে। আর কারও প্রতি জুলুম-অত্যাচার করা এমন পাপ, যা সর্বাপেক্ষা শীঘ্র আযাব ও শাস্তির উপযুক্ত করে তোলে।' (ইব্নে মাজাহ্)

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে,—'আত্মীয়তা ছেদন, খিয়ানত ও মিথ্যার চাইতে বড় গুনাহ আর নাই ; এগুলোতে লিপ্ত ব্যক্তি দুনিয়াতে শীঘ্র নগদ শাস্তি-প্রাপ্ত হয় এবং আখেরাতেও তার শাস্তি পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে আত্মীয়তার হক প্রতিপালন এমন পুণ্যকাজ, যার পুরস্কার ও প্রতিফলন দুনিয়াতেই নসীব হয় ; হক প্রতিপালনকারীর ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে বরকত হয় ; যদিও আত্মীয়বর্গ জঘন্য পাপে লিপ্ত থাকে, তথাপি তার বরকতে কোনরূপ ঘাটতি দেখা দেয় না।'

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ২৪

পিতা-মাতার হক

হযরত ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা আমি রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল কোন্টি? তিনি বলেছেন ঃ 'নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা।' আমি আবার জিজ্ঞাসা করেছি, তারপর কোন্টি? তিনি বলেছেন ঃ 'পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।' আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেছি, তারপর কোন্টি? তিনি বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা।' (বুখারী, মুসলিম)

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে,—'কোন মানুষই পিতার হক আদায় করতে পারে না, তবে যদি কোন সময় তাঁকে ক্রীতদাস অবস্থায় দেখতে পায় এবং খরিদপূর্বক মুক্ত করে দেয়, তাতে পিতার হক (কথঞ্চিৎ) পালন হতে পারে।'

মুসলিম শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে,—একদা জনৈক ব্যক্তি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হিজরত এবং জিহাদের অঙ্গীকারে আপনার হাতে বায়আত হচ্ছি।' আল্লাহ্র রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কি কেউ জীবিত আছেন? লোকটি বললো, তারা উভয়ই জীবিত আছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ 'তুমি যদি আল্লাহ্র কাছে আজ্র ও ছওয়াব পেতে চাও, তা'হলে তুমি তোমার পিতা-মাতার খেদমতে ফিরে যাও এবং তাদের কাছে উপস্থিত থেকে সদ্ব্যবহার কর।'

একদা এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনে তীব্র বাসনা থাকা সত্ত্বেও আমি জিহাদ করতে অক্ষম, সেই শক্তি ও সামর্থ আমার নাই।' আল্লাহ্র রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কি কেউ জীবিত আছেন?

www.banglakitab.weebly.com

লোকটি বললো, আমার মা জীবিত আছেন। হুযূর বললেন ঃ 'যাও, তুমি তোমার মা'র খেদমতে নিয়োজিত থাক ; তা'হলে তুমি উমরাহ এবং জিহাদের সওয়াব পাবে।' (আবূ ইয়া'লা, তাব্‌রানী)

তাব্‌রানী কিতাবে আরও বর্ণিত হয়েছে,—এক ব্যক্তি আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদ করবো। আল্লাহ্‌র রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তোমার মা কি জীবিত আছেন?' লোকটি বললো, হাঁ, জীবিত আছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ

اِلْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ.

'তুমি তোমার মায়ের পদতলে পড়ে থাক, এখানেই তোমার জান্নাত।'

ইব্‌নে মাজাহ শরীফের রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে,—'এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'সন্তানের উপর পিতা-মাতার কি কি হক রয়েছে?' আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন ঃ

هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ.

'তাঁরাই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।'

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি এসে জানালো যে, আমার পিতা আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার হুকুম করেছেন, এমতাবস্থায় আমার কি করণীয়। হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) বললেন,—'আমি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবানে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ

اَلْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَحَافِظْ عَلٰى ذٰلِكَ اِنْ شِئْتَ اَوْ دَعْ

'পিতা হচ্ছেন জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা, ইচ্ছা হয় তুমি সেই দরজার হেফাযত কর, অথবা স্বেচ্ছায় তুমি তা' ধ্বংস কর।' (তিরমিযী)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বলেন ঃ 'আমার এক স্ত্রীর সাথে খুবই ভালবাসা ছিল ; কিন্তু আমার পিতা হযরত উমর (রাযিঃ)

www.banglakitab.weebly.com

তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। একদা হযরত উমর স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আমি অস্বীকার করলাম। অতঃপর তিনি হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার হুকুম করলেন।' (ইব্নে হাব্বান, তিরমিযী)

'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে,—হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُمَدَّ لَهُ فِيْ عُمُرِهِ وَ يُزَادَ فِيْ رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔

'যে ব্যক্তি স্বীয় জীবনের দীর্ঘায়ু ও সচ্ছল জীবিকা কামনা করে, সে যেন পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করে এবং আত্মীয়-স্বজনের হক প্রতিপালন করে।'

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে,—আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে সন্তান পিতা-মাতার খেদমত করবে, তাকে সুসংবাদ যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দীর্ঘায়ু দান করবেন।' (মুসনাদে আবূ ইয়া'লা, হাকেম)

'ইব্নে মাজাহ' শরীফে বর্ণিত হয়েছে,— হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ পাপাচার মানুষের রিযিকে অভাব ও দরিদ্রতা আনয়ন করে। তকদীরকে একমাত্র দো'আই ফিরিয়ে রাখতে পারে আর জীবনের দীর্ঘায়ু একমাত্র পিতা-মাতার খেদমতের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে।

বর্ণিত আছে,—'পরপুরুষের স্ত্রী'র প্রতি দৃষ্টি করো না। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র ও সংযমশীল থাক। তা'হলে তোমার স্ত্রী'ও পাকদামান থাকবে। অনুরূপ স্বীয় পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, তা'হলে তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তোমার কোন ভাই যদি তোমার সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে আসে, তা'হলে সে ন্যায়ভাবে আসুক বা অন্যায়ভাবে অবশ্যই তুমি তাকে অভিনন্দন জানাও এবং তার অভিপ্রায়

www.banglakitab.weebly.com

গ্রহণ করে নাও। অন্যথায় হাশরের ময়দানে হাউজে কাউসারে তোমার উপস্থিতি নিষিদ্ধ হয়ে থাকবে।'

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একদা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার বলতে লাগলেন, 'লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক, নাকে খত লাগুক।' লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এহেন অপমানকর বদ্‌দো'আ আপনি কার জন্য করলেন? তিনি বললেন, ওই ব্যক্তির জন্য যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা যেকোন একজনকে দুনিয়াতে বৃদ্ধাবস্থায় পাওয়া সত্ত্বেও তাদের খেদমত করে নিজের জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা করে নিতে পারলো না।

তাব্‌রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে,—'একদা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর আরোহণপূর্বক বললেন, আমীন, আমীন, আমীন। অতঃপর তিনি নিজেই বললেন, এক্ষণে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) এসে বললেন,—'হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় জীবদ্দশায় রমযান মাস পাওয়া সত্ত্বেও এর বরকত ও ফযীলতের ওসীলায় আপন পাপ মোচন করতে পারলো না ; বরং মৃত্যুর পর তার দোযখেই প্রবেশ করতে হয়, এমন লোকের উপর ধিক, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে সে বহু দূরে পড়ে থাকুক। অতঃপর আমি এই বদ্‌দো'আর সমর্থনে 'আমীন' বলেছি।'

ইব্‌নে হাব্বানের বর্ণনায়,—'হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বদ্‌দো'আ করেছেন, বিতাড়িত হোক ওইসব লোক, যারা স্বীয় পিতা-মাতা উভয়কে বা যেকোন একজনকে পেল ; অথচ তাদের খেদমত করে বেহেশ্‌ত অবশ্যম্ভাবী করে নিতে পারলো না। অতঃপর সমর্থনে আমি বলেছি 'আমীন।'

হাকেম রেওয়ায়াতটি পূর্ণভাবে উল্লেখ করেছেন। তাতে সর্বশেষ অংশটি এভাবে রয়েছে,—হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বরের তৃতীয় সিঁড়িতে কদম রাখলেন, তখন হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বলেছেন,—যে সন্তান পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তাদের খেদমত করে নিজে জান্নাত লাভ করতে পারলো না, তার প্রতি ধিক্, 'সে বিতাড়িত হোক।' আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন,—'আমীন'।

'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে,—'যদি কেউ কোন মুসলমান ক্রীতদাসকে খরিদ করে মুক্ত করে দেয়, তা'হলে আল্লাহ্ তাকে দোযখের

www.banglakitab.weebly.com

অগ্নি থেকে মুক্তি দান করবেন। আর যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা-মাতাকে পেয়েও তাদের খেদমত করে আল্লাহ্‌র নিকট হতে ক্ষমা হাসিল করতে পারলো না, তার উপর ধিক্, রহমত হতে সে বহু দূরে।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে,—'এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সেবা ও সদ্ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা অধিক হকদার কে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তোমার মা।' লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, তারপর কে? হুযূর বললেন ঃ 'তোমার মা।' লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেও হুযূর বললেন ঃ 'তোমার মা।' লোকটি চতুর্থবার জিজ্ঞাসা করলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'অতঃপর তোমার পিতা তোমার সেবা ও সদ্ব্যবহারের হকদার।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ বকর তনয়া হযরত আসমা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,—একদা আমার মা আমার নিকট আসলেন। হুযূরের যুগে তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলাম,—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা মুসলমান নন ; এমতাবস্থায় কি আমি তাঁর প্রতি সদ্ব্যবহার করবো? আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ 'অবশ্যই তুমি তোমার মা'র খেদমত করবে এবং তাঁর প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।'

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

رِضَا الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِيْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِيْ سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ ـ

'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে। অনুরূপ পিতা-মাতাকে যদি অসন্তুষ্ট করা হয়, তা'হলে আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। (ইব্‌নে হাব্বান ও হাকেম)

হাদীস শরীফে আছে, এক ব্যক্তি আরজ করেছে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অনেক বড় পাপ করে ফেলেছি, আমার জন্য কি তওবা'র কোন সুযোগ আছে? হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন,—'তোমার মা কি জীবিত আছেন?'

www.banglakitab.weebly.com

সে বললো, 'জ্বী না।' হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার খালা কি জীবিত আছেন? সে বললো, 'জ্বী হাঁ।' হুযুর বললেন ঃ 'তুমি তোমার খালার খেদমত কর এবং তার প্রতি সদ্ব্যবহার কর।' (তিরমিযী, ইব্নে হাব্বান, হাকেম)

এক ব্যক্তি রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর তাঁদের জন্য আমার কি হক পালন করতে হবে? তিনি উত্তর করলেন ঃ 'তাদের পাপ-মুক্তির জন্য আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে দো'আ কর, তাঁদের সাথে তোমার কৃত প্রতিশ্রুতি এবং তাঁদের কৃত ওসিয়ৎ পালন কর। তাঁদের বন্ধু-বান্ধবের সম্মান কর এবং তাঁদের আত্মীয় ও প্রিয়জনের প্রতি সদ্ব্যবহার কর।' (আবূ দাউদ ও ইব্নে মাজাহ)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে উমর (রাযিঃ)-এর সাথে মক্কার এক জায়গায় জনৈক মরুচারী বেদুঈন লোকের সাক্ষাৎ হয়। তাকে দেখে তিনি সালাম নিবেদন করলেন, স্বীয় উষ্ট্রীর উপর তাকে আরোহণ করালেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে নিজের মাথার পাগড়িখানা উপহার দিলেন। সফরসঙ্গী হযরত ইব্নে দীনার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'এরা বেদুঈন লোক, সামান্য সম্মানেই এরা তুষ্ট, আপনি এতো অধিক সম্মান প্রদর্শন করলেন এর কারণ কি? হযরত ইব্নে উমর বললেন ঃ 'এই বেদুঈনের পিতা আমার পিতার (হযরত উমরের) দোস্ত ছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,—পিতার প্রতি সন্তানের সবচেয়ে বড় হক ও কর্তব্য হচ্ছে, সন্তান পিতার বন্ধু-বান্ধব ও তাদের আত্মীয়-প্রিয়জনদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।' (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবূ বুরদাহ্ (রাযিঃ) বলেন,—একদা আমি মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করলে হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে উমর আমার নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন,—'আপনি জানেন? আমি আপনার নিকট কেন উপস্থিত হয়েছি? অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'আমি রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে সন্তান পিতার মৃত্যুর পরেও তার সাথে সদ্ব্যবহার করতে চায়, সে যেন পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করে। সেমতে আমার পিতার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব ছিল, আমি চাই আপনার প্রতি আমার সেই

www.banglakitab.weebly.com

হক পালন করতে।' (ইব্‌নে হাব্বান).

সহীহ বুখারী ও মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে এ হাদীসখানি বর্ণিত হয়েছে ঃ পূর্বকালের তিনজন লোক কোথাও চলার পথে বৃষ্টি এসে তাদেরকে এক পর্বতগুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল। তারা সেই গুহায় প্রবেশ করার পর একটি বৃহৎ পাথর খসে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। অতঃপর তারা পরস্পর বলতে লাগলো—তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের খাঁটি আমলকে ওসীলা বানিয়ে দো'আ করলে এই পাথরের বিপদ থেকে মুক্তি পাবে। তাদের একজন বললো ঃ 'হে আল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা ছিলেন অত্যন্ত বৃদ্ধ, আমি তাঁদেরকে আমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততির পূর্বেই দুধ পান করিয়ে দিতাম। একদিন কাঠের সন্ধানে আমাকে বহু দূর যেতে হয়েছিল। যথাসময়ে বাড়ী ফিরে আসতে না পারায় তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমি তাঁদের জন্য দুধ দোহন করে এসে দেখি তাঁরা ঘুমিয়েই রয়েছেন। এমতাবস্থায় তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা আমি পছন্দ করি নাই। আবার তাঁদের পূর্বে পরিবারবর্গকে দুধ খাওয়াতেও ভাল লাগে নাই। কাজেই আমি দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে অপেক্ষমান রইলাম। এদিকে আমার সন্তান-সন্ততি ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমার পায়ের কাছে কান্নাকাটি করছিল। এ অবস্থায় ভোর হয়ে গেল এবং তাঁরা জেগে উঠে দুধ খেয়ে নিলেন। হে আল্লাহ্! যদি আমি এ কাজটি একমাত্র তোমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে করে থাকি, তা'হলে এই পাথরের দরুন আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা' দূর করে দাও। এতে পাথরটি কিছুটা সরে গেল ; কিন্তু এর ফাঁক দিয়ে তারা বের হতে পারলো না।

অন্য একজন বললো ঃ হে আল্লাহ্! আমার এক চাচাত বোন ছিল, তাকে আমি খুব বেশী ভালবাসতাম। একদা আমি তার সঙ্গে মিলনের আকাংখা প্রকাশ করলাম। কিন্তু সে রাজী হলো না। অতঃপর এক দুর্ভিক্ষের সময় সে আমার নিকট এলে আমি তাকে নির্জনে মিলনের শর্তে একশত বিশটি স্বর্ণ-মুদ্রা দিলাম। এতে সে রাজী হয়ে গেল। আমি যখন তাকে পেলাম এবং তার দুই পায়ের মাঝখানে বসলাম, তখন সে বললো ঃ 'আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং অবৈধভাবে আমার কৌমার্য নষ্ট করো না।' এ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ আমি তাকে ছেড়ে চলে গেলাম। হে আল্লাহ্! আমি যদি এ কাজ

www.banglakitab.weebly.com

একমাত্র তোমারই সন্তোষ লাভের উদ্দেশে করে থাকি, তা'হলে আমাদের এই বিপদ দূর করে দাও। এতে পাথরটি আরও কিছুটা সরে গেল ; কিন্তু এই ফাঁক দিয়েও তারা বের হতে পারলো না।

তৃতীয় ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহ্! আমি কয়েকজন শ্রমিক রেখেছিলাম, তাদের সবাইকে পারিশ্রমিক দিয়েছি ; কিন্তু একজন তার প্রাপ্য হক ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমি তার সেই হক ব্যবসায় খাটিয়েছি। তাতে ধন-দওলত অনেক বেড়ে গেছে। কিছুকাল পর সেই ব্যক্তি আমার কাছে এসে বললো ঃ হে আল্লাহ্র বান্দা! আমার হক দাও। আমি বললাম ঃ যত উট, গরু, ছাগল, গোলাম দেখছো সবই তোমার হক। সে বললো ঃ হে আল্লাহ্র বান্দা তুমি আমার সাথে উপহাস করো না। আমি তাকে বললাম ঃ আমি উপহাস করছি না। তারপর সে সবকিছু নিয়ে চলে গেল এবং কিছু রেখে গেল না। হে আল্লাহ্! আমি যদি তোমারই সন্তোষ লাভের জন্য এ কাজ করে থাকি, তা'হলে আমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও। তারপর পাথরটি সরে গেল এবং তারা সকলেই বের হয়ে আসলো।

---

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ২৫

যাকাত ও কৃপণতা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

'আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে 'এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে' তারা যেন এমন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করেছে, সে সমস্ত ধন–সম্পদকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে।' (আলি–ইমরান ঃ ১৮০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

'মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দেয় না।' (হা–মীম সিজদাহ ঃ ৭)

যারা যাকাত আদায় করে না, তাদেরকে উক্ত আয়াতে মুশরিক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا مِنْ اَحَدٍ لَا يُؤَدِّيْ زَكَاةَ مَالِهٖ اِلَّا مُثِّلَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ حَتّٰى يُطَوَّقَ بِهٖ عُنُقُهٗ

'যে ব্যক্তি স্বীয় ধন–সম্পদের যাকাত আদায় করবে না, ক্বিয়ামতের দিন তার এসব পুঞ্জীভূত সম্পদ বিষাক্ত অদ্ভুত এক টেকো সাপের আকার

www.banglakitab.weebly.com

ধারণ করবে এবং তার গলা পেঁচিয়ে ধরে তাকে দংশন করতে থাকবে।'

রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'হে মুহাজিরগণ! পাঁচ প্রকারের দোষ ও অসৎ স্বভাব হতে আমি সর্বদা তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকি।

এক,—যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার ব্যাপক হয়ে যায়, তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার গযব নাযিল হয় এবং তারা এমন এমন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, যা ইতিপূর্বে তাদের পূর্ব পুরুষরা কখনও দেখে নাই।

দুই,—কাজ-কারবারে মাপ ও ওজনে কম করা। যে জাতি এহেন গর্হিত কাজে অভ্যস্থ থাকবে, তাদের মধ্যে দারিদ্র্য, অভাব-অনটন মারাত্মক আকার ধারণ করবে। জালেম বাদশাহ তাদের শাসনকর্তা হবে এবং প্রতিনিয়ত প্রজার উপর তার জুলুম-অত্যাচার চলতে থাকবে।

তিন,—যাকাত প্রদান না করা। আল্লাহ্ তা'আলা এহেন জাতিকে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে দেন। দুনিয়াতে চতুষ্পদ জন্তু না থাকলে অনাবৃষ্টিতে তাদের মারাত্মক দশা হতো।

চার,—আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুকে প্রবল ও জয়ী করে দেন ; তাদের ধন-সম্পদ শত্রুরা যবর দখল করে নেয়।

পাঁচ,—আল্লাহ্র আইন পরিত্যাগ করা। যে জাতি আল্লাহ্র আইন পরিত্যাগ করে অন্যান্য আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে, তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কখনও দূর হয় না ; তারা সর্বদা অর্ন্তদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা কৃপণ ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন এবং দানশীল ব্যক্তিকে ভালবাসেন।'

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'মু'মিন ব্যক্তির মধ্যে দু'টি অভ্যাস একত্রিত হতে পারে না ঃ কৃপণতা ও অসৎ স্বভাব।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ 'কৃপণ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে

www.banglakitab.weebly.com

না।'

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ 'তোমরা কৃপণতার অভ্যাস পরিত্যাগ কর। কেননা এটা এমন এক অভিশাপ যে, এরই কারণে মানুষ যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, এমনকি খুন-খারাবী পর্যন্ত হয়।'

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'ধন-সম্পদে কৃপণতা করা অতিশয় নীচতা ও সঙ্কীর্ণতার লক্ষণ।

হযরত হাসান (রাযিঃ)-কে কৃপণতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন ঃ 'কৃপণতা হচ্ছে, মানুষের এ কথা চিন্তা করা যে, আমি ব্যয় করলাম তো ধ্বংস হয়ে গেল, আর জমা করে রাখলাম তো এটাই আমার বড় কাজ হলো।'

বস্তুতঃ কৃপণতার উৎসমূল হচ্ছে, ধনলিপ্সা, দুর্লোভ-দুরাশা, দারিদ্র্যের আশংকা, সন্তানের মোহ-মায়া। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,—'সন্তান-বাৎসল্য মানুষকে অনেক সময় কৃপণ ও কাপুরুষ বানিয়ে দেয়।'

অনেক সময় এমনও লোক দেখা যায় যে, তারা যাকাত প্রদান করতে অসম্মত, কেবল টাকা-পয়সার প্রতি দৃষ্টি করে চোখ জুড়ায়, অর্থ-কড়ি গণনা করে তৃপ্তি লাভ করে, হাতের মুঠোতে রেখে স্বাদ গ্রহণ করে অথচ সে খুব ভাল করেই জানে যে, একদিন মরতে হবে, মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

হযরত বিশ্‌র (রহঃ) বলেছেন ঃ 'বখীলের (কৃপণ) সাথে দেখা-সাক্ষাত করাও আপদের কারণ হয়। কেননা তার দিকে তাকালে হৃদয় পাষাণ হয়ে যায়।'

তদানীন্তন কালেও আরবের লোকেরা কৃপণতা ও কাপুরুষতাকে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও দোষণীয় মনে করতো। যেমন এ বিষয়ের উপর জনৈক কবির বিবৃতি হচ্ছে ঃ 'তোমরা কাজে-কর্মে নিশ্চিন্তে ব্যয় করতে থাক, দারিদ্র্যকে মোটেও ভয় করো না। কেননা, রিযিক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পূর্বেই নির্ধারিত পরিমাণে বন্টিত হয়ে গেছে।'

বখীল (কৃপণ) ব্যক্তির অপমান ও হেয় প্রতিপন্নতার জন্য এ শাস্তিই

www.banglakitab.weebly.com

যথেষ্ট যে, ১. ধন-সম্পদ সে অপরের জন্য জমা করে ; নিজের জন্য ব্যয় করাটা তার ভাগ্যে জুটেনা। ২. অথচ এ সম্পদের জের হিসাবে আবর্তিত যাবতীয় কায়-ক্লেশ ও প্রায়শ্চিত্ত সব তারই পোহাতে হয়। ৩. সঞ্চিত সম্পদের আস্বাদ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকে। ৪. কোনরূপ আনন্দ ও পুলক অনুভব করেনা ; সর্বদা বিষন্নমন হয়ে থাকে। ৫. মালের কল্যাণ থেকে মাহ্রূম থাকে।

'আল-হেকামুল মানসূরা' গ্রন্থে আছে,—'বখীলকে একথা চূড়ান্তভাবে শুনিয়ে দাও যে, তার কুক্ষিগত ধন-সম্পদ হয় ধ্বংস হয়ে যাবে নতুবা তৎসমুদয় উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তর হবে। নিজে উপভোগ করা কোনক্রমেই তার ভাগ্যে জুটবে না।'

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেছেন ঃ 'বখীল ব্যক্তি কখনও ন্যায়-নিষ্ঠ ও আমানতদার হয় না। অতএব তার ব্যাপারে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করা আমি সমীচীন মনে করি না। কেননা মজ্জাগত খেয়ানতের ফলশ্রুতিতে নিজের অভাব ও স্বল্পতার ভয়ে সে অন্যের মাল অধিক পরিমাণে দখল করে থাকে।'

হযরত ইয়াহ্য়া আলাইহিস্ সালাম একদা ইবলীসকে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ 'ওহে ইবলীস! আচ্ছা, বল দেখি মানুষের মধ্যে কে তোমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় আর কে সবচেয়ে বেশী অপছন্দ?' সে বলেছে,—'আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় হচ্ছে, যে ব্যক্তি মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও বখীল, আর সবচেয়ে বেশী অপছন্দ হচ্ছে, যে ফাসেক হওয়া সত্ত্বেও ছখী (মহৎ ও দানশীল)।' হযরত ইয়াহ্য়া জিজ্ঞাসা করলেন, এর কারণ কি? ইবলীস বললো,—বখীল ব্যক্তির বুখ্ল বা কৃপণতা এমন একটি দোষ যে, সে মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও আমি তার মন্দ পরিণামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকি। কিন্তু ছাখাওয়াত বা মহত্ত্ব ও দানশীলতা এমন এক গুণ যে, আমার সর্বদা আশংকা হয় ফাসেক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর ইবলীস বিদায় নেওয়ার সময় বলে গেলো,—'আপনি যদি আল্লাহ্র নবী ইয়াহ্য়া না হতেন, তবে আমি একথা কিছুতেই বলতাম না।'

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ২৬

দুর্লোভ, দুরাশা ও উচ্চাভিলাষ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اِثْنَتَانِ طُوْلُ الْأَمَلِ وَ اتِّبَاعُ الْهَوٰى وَاِنَّ طُوْلَ الْأَمَلِ يُنْسِى الْآخِرَةَ وَاتِّبَاعِ الْهَوٰى يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ۔

'তোমাদের ব্যাপারে যে দু'টি ক্ষতিকর বিষয়ের আমি সর্বাধিক আশংকা বোধ করি তা' হচ্ছে,—এক, দুর্লোভ ও দুরাশা। দুই, প্রবৃত্তির খাহেশ ও কামনা–বাসনার অনুসরণ।' বস্তুতঃ দীর্ঘ আশার পরিণামে মানুষ আখেরাতকে ভুলে যায় এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে হক ও সঠিক পথ হতে বিচ্যুত করে দেয়।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'তোমাদেরকে আমি এরূপ তিনটি বিষয়ের কথা বলছি, যারা এগুলোতে লিপ্ত হবে, তারা তিন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে,—এক, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ও মোহগ্রস্ত ব্যক্তি এমন অভাব ও দারিদ্র্যে পতিত হবে, যা কোনদিন দূর হওয়ার নয়। দুই, দুনিয়ার প্রতি লোভী ব্যক্তি সর্বদা এমন ব্যস্ততায় থাকবে, যা কোনদিন শেষ হওয়ার নয়। তিন, ধন–দৌলতের ব্যাপারে কৃপণতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি এমন বিষন্ন ও চিন্তাগ্রস্ত থাকবে, যা কোনদিন দূর হওয়ার নয়।'

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) হিম্‌স্‌বাসীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন,– 'তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত, এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করছো, যেগুলোতে তোমরা চিরকাল বসবাস করতে পারবে না। তোমরা অন্তরে দুর্লোভ ও দীর্ঘ আশা পোষণ করেছো, যেগুলো কোনদিন পূরণ হওয়ার নয়। তোমরা প্রচুর ধন–ঐশ্বর্য কুক্ষিগত করেছো, যেগুলো কোনদিন খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তোমাদের পূর্বপুরুষরা তোমাদের

www.banglakitab.weebly.com

অপেক্ষা অনেক বেশী মজবুত ও পাকা-পোক্তা অট্টালিকা প্রস্তুত করেছে, অনেক বেশী সম্পদ জমা করেছে এবং তোমাদের তুলনায় অধিক দীর্ঘ আশা পোষণ করেছে ; কিন্তু কোথায়, আজকে তাদের কোন অস্তিত্ব আছে? সবই তাদের ধ্বংস হয়ে গেছে, লয় ও বিলুপ্তির অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।'

হযরত আলী (রাযিঃ) হযরত উমর (রাযিঃ)-কে বলেছিলেন ঃ 'আপনি যদি আপনার দুই পূর্বসূরীর পদাংকানুসরণ করতে চান, তা' হলে আপনার পরিধেয় পোশাক তালি লাগান, নিজের পাদুকা নিজেই মেরামত করুন। দীর্ঘ আশা পরিহার করুন, পরিতৃপ্ত হওয়ার পূর্বেই পানাহার শেষ করুন।

হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম স্বীয় পুত্র হযরত শীস্ (আঃ)-কে পাঁচটি বিষয়ের ওসীয়ৎ করেছেন এবং পরবর্তীতে নিজের সন্তানদিগকেও এ ওসীয়ৎসমূহ প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

এক,—পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি আস্থাশীল হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ো না ; চিরস্থায়ী জান্নাতের নায-নে'আমতের উপর নির্ভরশীল হয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, পরিণামে আমাকে সেখান থেকে বের হতে হয়েছে।

দুই,—স্ত্রীলোকের খাহেশ ও আরজুর অনুসরণ করো না ; আমি আমার স্ত্রী'র কথায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়েছিলাম। পরিণামে আমাকে চরম লজ্জিত হতে হয়েছে।

তিন,—যে কোন কাজ করতে মনস্থ কর, সর্বপ্রথম সেই কাজের শেষ পরিণাম কি হবে, সে বিষয়ে চিন্তা করে নাও ; কেবল এতটুকু বিষয় চিন্তা না করার কারণে আমাকে বহু দুঃখ পোহাতে হয়েছে।

চার,—যে কোন কাজ করতে যদি তোমার মনে দ্বিধা বোধ হয়, তা' হলে সেই কাজ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ কর ; নিষিদ্ধ বৃক্ষের প্রতি ধাবিত হওয়ার পর আমার দ্বিধা অনুভূত হয়েছিল ; তবুও ভক্ষণকার্য ত্যাগ না করার পরিণামে আমাকে লজ্জিত হতে হয়েছে।

পাঁচ,—প্রতিটি কাজে পরামর্শ গ্রহণ কর ; আমিও যদি ফেরেশ্তাদের সাথে পরামর্শ করে নিতাম, তা' হলে আমাকে এ দুর্ভোগ পোহাতে হতো না।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন,—হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাযিঃ)বলেছেন ঃ সকালে ঘুম থেকে উঠে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচার আশা করো না, আবার সন্ধ্যায়ও পরবর্তী সকাল পর্যন্ত বাঁচার আশা করো না ; প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাক, আর জীবনের নিঃশ্বাস যে পর্যন্ত আছে, প্রতিটি মুহূর্তকে সুযোগ মনে করে আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। অনুরূপ পীড়াগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থ দেহে কিছু করে নাও ; কেননা তুমি নিশ্চয় করে জাননা যে, পরবর্তী মুহূর্তটিতে তুমি বেঁচে থাকবে।

একদা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তোমরা সকলেই কি জান্নাত লাভ করতে চাও?' তাঁরা বললেন ঃ 'অবশ্যই, ইয়া রাসুলাল্লাহ্!' তখন আল্লাহ্র রাসূল বললেন ঃ 'তা' হলে তোমরা আশা খাট করে নাও এবং হক আদায় করে যথার্থভাবে আল্লাহ্কে লজ্জা কর।' সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ 'আমরা তো আল্লাহ্কে লজ্জা করি।' হুযুর বললেন ঃ

لَيْسَ ذٰلِكَ بِالْحَيَاءِ وَلٰكِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ تَذْكُرُوا الْمَقَابِرَ وَالْبِلٰى وَتَحْفَظُوا الْجَوْفَ وَمَا وَعٰى وَالرَّاْسَ وَمَا حَوٰى وَمَنْ يَشْتَهِى كَرَامَةَ الْاٰخِرَةِ يَدَعُ زِيْنَةَ الدُّنْيَا فَهٰذَالِكَ اسْتِحْيَاءُ الْعَبْدِ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

'কেবল এতটুকুই নয় ; বরং প্রকৃত লজ্জা হচ্ছে, তোমরা সর্বদা কবর ও কবরের অভ্যন্তরের কঠিন পরীক্ষা ও জটিল সমস্যার কথা স্মরণ কর, স্বীয় উদর ও উদরস্থিত এবং মস্তক ও মস্তকস্থিত (যাবতীয় পানীয়, খাদ্য, পরিচ্ছদ, চিন্তা–ভাবনা, কল্পনা–পরিকল্পনা) সবকিছুর হেফাজত কর। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আখেরাতে শান্তি ও পুরস্কার কামনা করে, সে দুনিয়ার চাকচিক্য ও আকর্ষণে বে–পরওয়া হয়ে তা' পরিত্যাগ করে। মূলতঃ এটাই হচ্ছে আল্লাহ্কে লজ্জা করার মর্ম।' এভাবে জীবন গড়েছে যারা, তারাই আল্লাহ্র ওলী এবং তাঁর বন্ধুত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'এই উম্মতের সংশোধন ও কল্যাণের সূচনা হয় দুনিয়া ত্যাগ ও আখেরাতের

www.banglakitab.weebly.com

প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও অনুরাগ থেকে, আর ধ্বংস ও বিনাশের পূর্ণতা ও সমাপ্তি ঘটে কৃপণতা ও দীর্ঘ আশায় গিয়ে।'

হযরত উম্মে মুনযির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশা'র সময় লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ 'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে লজ্জা কর না?' সকলেই জিজ্ঞাসা করলো,—তা' কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হুযূর বললেন ঃ 'তোমরা এতো প্রচুর মাল-সম্পদ জমা করেছো, যেগুলো ভোগ করে শেষ করতে পারবে না, এতো দীর্ঘ আশা পোষণ করছো, যেগুলো পূর্ণ হওয়ার নয় এবং বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করছো যেখানে চিরকাল বাস করতে পারবে না।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, একদা হযরত উসামা (রাযিঃ) একটি দাসী খরিদ করলেন। যার দাম এক মাস পর দেওয়ার কথা ছিল। এ কথা শুনে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ 'উসামা কত দীর্ঘ আশাই না করেছে! ওই সত্তার কসম, যার পবিত্র মুঠোতে আমার প্রাণ, একবার চক্ষু উন্মীলন করার পর পরবর্তী পলকের আশা আমি করতে পারি না ; আশংকা হয় এ-ই বুঝি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত। খাদ্য এক লুকমা মুখে উত্তোলন করার পর চিবানো পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করতে পারি না।' অতঃপর তিনি আরও বললেন ঃ 'তোমাদের যদি অনুভূতি থাকে, তা' হলে তোমরা নিজেদেরকে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। কারণ মৃত্যু তোমাদের জন্য অবধারিত নিতান্ত সত্য প্রতিশ্রুতি, যেকোন মুহূর্তে তা' উপস্থিত হতে পারে তখন সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার তোমাদের কোনই ক্ষমতা থাকবে না।'

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন,—হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির উদ্দেশে সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছিলেন, কিন্তু পানি পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই তিনি তায়াম্মুম করে নিলেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পানি সন্নিকটেই তো আছে। হুযূর (সঃ) ইরশাদ করলেন ঃ 'জানি না, পানি পর্যন্ত পৌঁছতে মৃত্যু আমাকে অবকাশ দিবে কিনা।'

একদা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি কাঠি হাতে নিয়ে একটি সম্মুখে, দ্বিতীয়টি পার্শ্বে এবং তৃতীয়টি বেশ দূরে মাটিতে গেড়ে উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা জান? এগুলো কি?

www.banglakitab.weebly.com

সাহাবীগণ উত্তর করলেন,—আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। অতঃপর তিনি সম্মুখস্থ কাঠির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন ঃ 'এটা হচ্ছে মানুষ, আর পার্শ্বেই হচ্ছে তার মৃত্যু, আর ঐ দুর প্রান্তে দেখা যাচ্ছে তার আশা-আকাঙ্খা, যেগুলো অন্তরে বহন করে বেচারা আদমের সন্তান ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করে ; কিন্তু তৎপূর্বেই মৃত্যুর বাধা এসে তাকে চিরবঞ্চিত ও অপমানিত করে ফেলে।'

একদা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম লক্ষ্য করলেন, জনৈক বৃদ্ধ কোদাল দিয়ে মাটি কাটছে। তিনি দো'আ করলেন ঃ 'ইয়া আল্লাহ্! এই বৃদ্ধের দুনিয়ার আশা তুমি রহিত করে দাও।' তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ কোদাল রেখে বসে পড়লো। কিছুক্ষণ পর হযরত ঈসা আবার দো'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ্! তার আশা-আকাংখা আবার ফিরিয়ে দাও।' তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ উঠে পুনরায় কাজ আরম্ভ করে দিল। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, বৃদ্ধ বললো ঃ 'কাজ করতে সময় মনে আমার চিন্তা আসলো, আর কতকাল এ বৃদ্ধ বয়সে আমি পরিশ্রম করে যাবো,—এই ভেবে আমি কোদাল রেখে বসে গেছি। কিছুক্ষণ পর আবার খেয়াল আসলো, যতদিন হায়াত আছে বেঁচে থাকবো ; তখন পুনরায় কোদাল হাতে নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি।'

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ২৭

সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র ইবাদত ও দাসত্বমগ্নতা এবং হারাম বিষয়াবলী বর্জন করা

আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও ইবাদতের অর্থ হচ্ছে, বান্দার প্রতি আরোপিত প্রতিটি ফরযকার্য যথাযথভাবে পালন করা, নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়সমূহ পরিহার করা, তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান কায়মনোবাক্যে প্রতিফলিত করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَ لَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

'এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।' (কাসাস ঃ ৭৭)

হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ উক্ত আয়াতের মর্ম হচ্ছে, বান্দা যেন প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও ইবাদতে মগ্ন থাকে।

স্মরণ রেখো,—প্রকৃত ইবাদত হচ্ছে,—আল্লাহ্ তা'আলার যথার্থ পরিচয় ও মর্যাদার উপলব্ধি হাসিল করা এবং সর্বদা অন্তরে তা' জাগরুক রাখা, সর্বদা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত-শঙ্কিত থাকা, একমাত্র তাঁরই কাছে আশা-আকাংখা প্রকাশ করা, সর্ববিষয়ে আল্লাহ্‌র মর্জ্জিমত চলা এবং প্রতিনিয়ত নিজের চুলচেরা ও সচেতন হিসাব-নিকাশ নিতে থাকা। বান্দা যদি এরূপ সদ্‌গুণাবলী থেকে বঞ্চিত হয়, তা' হলে প্রকৃত প্রস্তাবে সে ঈমানের হাকীকত থেকেই মাহ্‌রূম। কেননা, আল্লাহ্‌র যথার্থ পরিচয় ব্যতিরেকে বান্দার ইবাদত-বন্দেগীই শুদ্ধ হবে কি-করে? সুতরাং বান্দার উপর ফরয ও অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে, অনাদি-অনন্ত সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র মা'রেফাত হাসিল করা, যার জ্ঞানের পরিধির কোন সীমা ও পরিমণ্ডল নাই, তাঁকে ছাড়া আর সবই সসীম। সকল সসীমের অনন্ত ঊর্ধ্বে যার স্থান, যার কোন নযীর বা দৃষ্টান্ত নাই ; তিনিই একমাত্র সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা।

www.banglakitab.weebly.com

এক বেদুঈন হযরত মুহাম্মদ ইব্নে আলী ইব্নে হুসাইনকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—ইবাদতের সময় আপনি কি আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রত্যক্ষ থাকেন? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছেন ঃ 'অবশ্যই ; যদি না–ই দেখি, তবে তার ইবাদত করি কেন?' বেদুঈন জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি তাঁকে কিভাবে দেখেন?' তিনি বললেন ঃ 'স্থূলদ্রষ্টারা তাঁকে দেখতে সক্ষম নয় ; তাঁকে দেখতে হলে প্রয়োজন অর্ন্তদৃষ্টির ঃ ঈমানের হাকীকত যাদের নসীব হয়েছে, তারাই তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।'

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানীকে আধ্যাত্মজ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছেন ঃ 'এটা একান্ত রহস্যাবৃত খোদায়ী ভেদ, স্বীয় প্রিয়জনদেরই আল্লাহ্ তা'আলা তা' দান করে থাকেন, নিকটতম কোন ফেরেশ্তাও তা' জানতে পারে না।'

হযরত কা'ব আহ্বার (রাযিঃ) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্র কুদরত ও মহিমা সম্পর্কে যদি আদম–সন্তানের এক সরিষার দানা পরিমাণও একীন হাসিল হয়, তবে সে পানির উপর দিয়ে পদব্রজে চলতে আরম্ভ করবে।' বস্তুতঃ এটা আল্লাহ্ তা'আলার পরম করুণা যে, তিনি তাঁর 'পরিচয়লাভে অপরাগতার স্বীকৃতি'কেও 'ঈমান' বলে গণ্য করেছেন, যেমন আল্লাহ্র 'যথার্থ শোকর আদায় করতে অক্ষমতা' প্রকাশ করাকে 'শোকর' হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। মাহ্মূদ ওয়াররাক বলেছেন ঃ 'বস্তুতঃ আল্লাহ্র নে'আমতের শোকর আদায় করা'ও আমার প্রতি তাঁর এহ্সান ও স্বতন্ত্র আরেকটি নে'আমত, সুতরাং একবার শোকর আদায়ের পর পুনরায় শোকর আদায় করা আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। অতএব দুনিয়াতে যত দীর্ঘকালই বেঁচে থাকি না কেন, তাঁর শোকর আদায় করে শেষ করা যাবে না।'

বস্তুতঃ আল্লাহ্র রুবূবিয়্যত ও একচ্ছত্র প্রভুত্বের জ্ঞান যার হাসিল হয়েছে, তার অবশ্যই স্বীয় উবূদিয়্যত ও দাসত্বের স্বীকৃতি প্রতিফলিত হবে। সুতরাং উক্ত জ্ঞান ও স্বীকৃতির অনিবার্য ফলশ্রুতিতে বান্দার অন্তরে ঈমান পরিপক্ক হবে এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ও প্রতি মুহূর্তে আমল ও ইবাদত সুদৃঢ়তর হবে। অনন্তর ঈমান দুই প্রকারে বিভক্ত ঃ বাহ্যিক ও আন্তরিক। শুধু মুখে স্বীকার করার নাম বাহ্যিক ঈমান। আর আন্তরিক ঈমান হচ্ছে, মনেপ্রাণে সর্বতোভাবে একীন করা। আর এই ঈমানের ব্যাপারে ঈমানদারদের মধ্যে

www.banglakitab.weebly.com

পদমর্যাদায় তারতম্যও থাকে অবশ্য। ফলে, ইবাদত–বন্দেগীতেও পারস্পরিক মর্যাদার তারতম্য পরিস্ফুটিত হয় ; কিন্তু এতদসত্ত্বেও সকলের জন্য 'ঈমান' শব্দটি প্রযোজ্য। অবশ্য নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের স্বল্পতা ও আধিক্যের অনুপাতে ঈমানের মধ্যেও পার্থক্য ও তারতম্য ঘটে থাকে ঃ

এক,—ইখ্লাস। ইখ্লাসের সারকথা হচ্ছে, স্বীয় আমল ও ইবাদতের প্রতিদান আল্লাহ্র কাছে দাবী না করা ; কেননা তোমাকে এই ইবাদতের তাওফীকটুকুও তিনিই দিয়েছেন, তিনিই তোমার আমলকে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং এতে তোমার কোনই কৃতিত্ব নাই। অতএব যদি সওয়াবের লোভও শাস্তির ভয়ে ইবাদত কর, তা' হলে এটা হবে নিছক ইখ্লাস–পরিপন্থী কাজ। কারণ তখন তুমি নিজের স্বার্থে ইবাদত করলে ; আল্লাহ্র জন্যে নয়।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কেউ সেই কুকুরের মত হয়ো না, যাকে ভয় দেখিয়ে কাজ নিতে হয়, অনুরূপ সেই মজদূরের ন্যায়ও হয়ো না সে পরিশ্রমিক না পেলে কর্ম ত্যাগ করে।'

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ نِ اطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ۭ

'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত।' (হজ্ব ঃ ১১)

বরং বান্দার উপর আল্লাহ্র ইবাদত ও দাসত্ব পূর্বাহ্নেই ফরয ও অপরিহার্য হয়েছে, কারণ তিনি পূর্বেই আমাদের প্রতি অসংখ্য অগণিত এহ্সান ও কৃপা করেছেন। সেইসঙ্গে তিনি আমাদেরকে ইবাদতের হুকুম করেছেন

www.banglakitab.weebly.com

অধিকতর পুরস্কার ও সওয়াব প্রদানের জন্য। এরপরেও যারা অবাধ্যতা করে পাপাচারে লিপ্ত হলো, তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়সঙ্গতভাবে শাস্তির বিধান করবেন—এটা তাঁর আদ্‌ল ও ইনসাফ।

দুই,—তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুলের সারমর্ম হচ্ছে—নিজের প্রতিটি প্রয়োজনে এবং মুসীবতে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবে, অতঃপর কোনরূপ হতাশ না হয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে। এজন্যেই তাওয়াক্কুলকারীগণ উত্তমরূপে বিশ্বাস করেন যে, দুঃখ-মুসীবত ও প্রয়োজনের দাবী প্রভৃতি তকদীরের নির্ধারিত বিধানেরই ফলশ্রুতি এবং সকল আসবাব ও উপকরণও তাঁরই ক্ষমতাধীন। তাই আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারীগণ কখনও আল্লাহ্ থেকে বিমুখ হয়ে গায়রুল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হন না।

তিন,—রেজা। 'রেজা'র অর্থ হচ্ছে,—সর্বাবস্থায় তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা। জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'যারা তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকে তারাই আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়।' আরেক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'অনেক আনন্দের বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলো মূলতঃ দুঃখ, আবার অনেক দুঃখের বিষয় এমন রয়েছে যেগুলো মূলতঃ আনন্দ।'

বস্তুতঃ উক্ত বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার এ ফরমানই যথেষ্ট ঃ

وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

'তোমাদের কাছে যা ভারী মনে হয়, তাই তোমাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে।' (বাকারা ঃ ২১৬)

স্মরণ রেখো,—আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত পরিপূর্ণভাবে করতে হলে দুনিয়ার মায়া-মোহ পরিপূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হবে। জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'সর্বাপেক্ষা সারগর্ভ নসীহত হচ্ছে, আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারে তোমার অন্তরে যেন কোনরূপ শৈথিল্য ও অন্তরায় সৃষ্টি না হয়। এসব কলুষ ও অন্তরায় দুনিয়ার মায়া-মোহ থেকেই উৎপন্ন হয়ে থাকে ; অথচ দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়বস্তু মুহূর্তকালের জন্য লীলা-খেলা মাত্র। সুতরাং এই অত্যাল্প সময়টুকু তুমি ইবাদতে নিয়োজিত করতে পারলেই আখেরাতের জীবনে অনন্ত সাফল্য লাভ করে চিরধন্য হতে পারবে।'

জনৈক সাহাবী আরজ করেছিলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট

www.banglakitab.weebly.com

মৃত্যু পছন্দনীয় নয় ; এর কারণ কি?' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন,—'তোমার কাছে কি মাল-দৌলত আছে?' বললেন, হাঁ। হুযূর ইরশাদ করলেন ঃ

قَدِّمْ مَالَكَ فَإِنَّ الْمَرْءَ عِنْدَ مَالِهِ ·

'প্রথমে তুমি নিজের মাল-দৌলতকে পাঠিয়ে দাও ; কেননা মানুষের অন্তর মালের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং মাল আগে পাঠিয়ে দিলে পরে নিজেরও যেতে ইচ্ছা হবে।'

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম বলেছেন ঃ 'নেকী হাসিল করার তিনটি উপকরণ রয়েছে,—কথা, দৃষ্টি ও নীরবতা। কথা হওয়া চাই আল্লাহ্র যিকর ও স্মরণের সাথে ; তা' না-হলে সেটা হবে অর্থহীন প্রলাপ। দৃষ্টি হওয়া চাই শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ; তা' না-হলে সেটা হবে ভ্রষ্টতা। নীরবতা হওয়া চাই আখেরাতের ফিকিরের সাথে ; তা' না-হলে সেটা হবে নিরর্থক ক্রীড়া-কৌতুক।'

দুনিয়ার মায়া-মোহ ত্যাগ করার পন্থা হচ্ছে, অন্তরে কখনও জাগতিক বিষয়বস্তুর চিন্তা-কল্পনা আনয়ন করবে না এবং এগুলোকে হৃদয়ে কোনরূপ স্থান দিবে না। কেননা চিন্তা-ফিকিরের সাথে মানব-প্রবৃত্তির গভীর সম্পর্ক আছে বিধায় অন্তরের এর মাধ্যমে পার্থিব লোভ-লালসার অনুপ্রবেশ ঘটে।

অনুরূপ দৃষ্টিকে সংরক্ষণ করতে হলে অবৈধ দৃশ্যের প্রতি তাকাবে না। কেননা এহেন অবৈধ দৃষ্টির দ্বারা মানবাত্মা নিশ্চিতভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'কুদৃষ্টি শয়তানের অব্যর্থ তীরসমূহের একটি ; যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে নিজকে কুদৃষ্টি হতে বিরত রাখবে, তার উন্নততর ঈমান নসীব হবে, যার স্বর্গীয় আস্বাদ অন্তরে অন্তরে অনুভব করবে।'

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি স্বীয় দৃষ্টিকে সংযত না করে স্বাধীন-বেয়াড়া ছেড়ে দিয়েছে, সে অর্ন্তজ্বালায় দগ্ধিভূত হয়, পরন্তু লোকজনের সম্মুখে অপমানিত হয় এবং দোযখে তার অবস্থান দীর্ঘতর হয়।'

আফ্লাতুনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মানবাত্মার জন্য মানুষের কোন

www.banglakitab.weebly.com

অঙ্গটি অধিক ক্ষতিকর? বলেছিলেন ঃ কর্ণ অথবা চক্ষু। এ দুটি আত্মার জন্য দুই ডানাস্বরূপ। পাখীর ন্যায় সে উক্ত ডানাদ্বয়ের সাহায্যে স্বাভাবিক চলাফেরা করে। তন্মধ্যে একটি কেটে গেলে অপরটির সাহায্যে বড় কষ্টে তার চলতে হয়।

মুহাম্মদ ইব্নে যাউ' বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্র সম্মুখে এবং বুদ্ধিমান লোকদের দৃষ্টিতে একজন মানুষ হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, স্বীয় নজরকে সে স্বাধীন ছেড়ে রেখেছে ; সুযোগ পেলেই অবৈধ দৃষ্টিপাত করে।'

জনৈক বুযুর্গ একজন লোককে সুদর্শন একটি বালকের সাথে হাসি-তামাশায় লিপ্ত দেখে বলেছিলেন ঃ 'ওহে! এ হীন কার্যে মত্ত হয়ে তুমি তোমার জীবনকে ধ্বংস করছো ; জ্ঞান-বুদ্ধি, অন্তরের পবিত্রতা ও দৃষ্টির স্বচ্ছতা বর্বাদ করে দিচ্ছো। তোমার নেকী-বদী লিপিবদ্ধকারী এবং তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশ্তাদেরকে কি তুমি মোটেই লজ্জা কর না, ভয় কর না? এসব কার্য তারা লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছে ; তোমার দিকে তারা তাকিয়ে দেখছে, এই হীন অবস্থায় তুমি লিপ্ত রয়েছো, তারা আল্লাহর দরবারে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হচ্ছে, এটা তোমার প্রকাশ্য খেয়ানত ; এভাবে তুমি নিজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছো।'

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেছেন ঃ বস্তুতঃ কুদৃষ্টি হচ্ছে, শয়তানের জাল; এরই সাহায্যে সে সাধককে ফাঁদে আটকিয়ে নেয়। চোখের দৃষ্টির অনুসরণে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও প্রতারিত হয়। সুতরাং দৃষ্টির হেফাযত প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হেফাযতের নামান্তর। এভাবে সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাযত করে সাধক অনন্ত সাফল্যের চূড়ান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়। অন্যথায় তার সকল আমল-ইবাদত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে মুবারক (রহঃ) বলেছেন ঃ প্রকৃত ঈমান হচ্ছে, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত দ্বীনের প্রতি সর্বান্তঃকরণে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। সুতরাং কুরআনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী আমল করবে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। অনুরূপ যে ব্যক্তি হারাম দ্রব্যাদি পরিহার করবে, তার তওবা ও খোদা-প্রাপ্তি নসীব হবে। যে হালাল রিযিক গ্রহণ করবে, সে

www.banglakitab.weebly.com

তাকওয়া ও খোদা-ভীরুতার গুণে ভূষিত হবে। যে ফরযসমূহ পালন করবে, সে প্রকৃত মুসলিম হবে। যার রসনা সংযত হবে, সে যাবতীয় স্খলন থেকে রক্ষা পাবে। যে বান্দার হক আদায় করবে, সে কেসাস-দণ্ড থেকে মুক্ত থাকবে। যে সুন্নতের অনুসরণ করে চলবে, তার সমস্ত আমল পবিত্র ও বরকতময় হবে। আর যার ইখ্লাস ও নিষ্ঠা থাকবে, তার আমল ও ইবাদত আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে।

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একদা উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি বলেছিলেন ঃ 'পবিত্র ও হালাল জীবিকা উপার্জন কর, নেক আমল কর, আল্লাহ্র নিকট একদিনের অধিক রিযিক কামনা করো না এবং নিজকে সর্বদা মৃত বলে জ্ঞান কর।'

ঈমানদারের কর্তব্য,—স্বীয় আমলের কারণে আত্মগৌরব ও অহমিকায় লিপ্ত না হওয়া। কারণ, এটা মস্ত বড় আপদ ; সাধকের আমল ও ইবাদতকে ধ্বংস করতে এই আত্মগৌরব ও অহমিকাই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। বস্তুতঃ স্বীয় আমল ও ইবাদতে গৌরবান্বিত হওয়া আল্লাহর প্রতি কৃপা প্রদর্শনেরই নামান্তর ; অথচ স্বীয় কৃত ইবাদতের অবস্থা কি?—গৃহীত না উপেক্ষিত—সাধকের তা' কিছুই জানা নাই। বরঞ্চ ইবাদত করে আত্ম-গরিমায় লিপ্ত হওয়ার চেয়ে সেই পাপ অধিকতর উত্তম, পরিণামে যা তওবা, অনুতাপ ও আত্ম-সমর্পণের কারণ হয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ○

'তারা দেখতে পাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করতো না।' (যুমার ঃ ৪৭)

অর্থাৎ,—দুনিয়াতে তারা যেসব আমলকে খাঁটি ইবাদতরূপে আন্জাম দিয়েছিল, সেগুলোই আখেরাতে তাদের আমলনামায় পাপ হিসাবে স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতে রিয়াকারী ও আত্মগর্বিত আবেদদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ○

www.banglakitab.weebly.com

'স্বীয় পালনকর্তার ইবাদতে সে যেন কাউকে শরীক না করে।'
(কাহফ ঃ ১১০)

ইবাদতে শির্‌ক করার অর্থ হচ্ছে, রিয়া করা এবং অহেতুক লজ্জাবশতঃ ইবাদত বর্জন করা অথবা লজ্জাবশতঃ গোপনে ইবাদত করা।

এ প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ এ আয়াতটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

'ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরাপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।' (বাক্বারাহ ঃ ২৮১)

হযরত দাঊদ (আঃ) হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামকে নসীহত করেছেন ঃ 'তিনটি বিষয় আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের দৃঢ়তার লক্ষণ ঃএক,—যা পাও নাই, তা' সম্পর্কে আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট চিত্তে তাওয়াক্কুল করবে। দুই,—যা পেয়েছো, সে জন্যে আল্লাহ্‌র প্রতি রেজা' ও শোকর প্রকাশ করবে। তিন,—যা থেকে বঞ্চিত হয়েছো, তার উপর ছবর করবে।'

'আল-হেকামুল-মানসূরা' কিতাবে আছে,—'মুসীবতের সময় যে ধৈর্যধারণ করে, সে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়।'

ছবরের কয়েকটি শাখা-প্রশাখা রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে ঃ এক,—ফরয ইবাদতের উপর ছবর করা, অর্থাৎ,—উত্তম সময় নির্বাচন করে ফরযকার্য সম্পাদন করা। দুই,—নফল ইবাদতসমূহের উপর ছবর করা, অর্থাৎ,—অধ্যবসায়ের সাথে নফল ইবাদত করা। তিন,—প্রিয়জন ও প্রতিবেশীর উৎপীড়নে ছবর করা। চার,—রোগ-শোকে ছবর করা। পাঁচ,—অর্ধাহার, অনাহার ও দারিদ্র্যে ছবর করা। ছয়,—পাপকার্য পরিহার করার ব্যাপারে ছবর করা, অর্থাৎ,—রিপুর তাড়না, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা দমন করা, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাযত করা এবং সর্ববিধ সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিহার করে চলা।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ২৮

মৃত্যুর চিন্তা

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَازِمِ اللَّذَّاتِ ـ

'তোমরা দুনিয়ার আমোদ-প্রমোদ ধ্বংসকারী মওতের কথা বেশী পরিমাণে স্মরণ কর।' অর্থাৎ,—মওতের কথা চিন্তা করলেই তোমাদের অন্তরে মায়া-মোহ ক্রমশঃ দুর্বল হতে দুর্বলতর হতে থাকবে এবং এভাবে অচিরেই মন থেকে দুনিয়ার মহব্বত বিদূরিত হয়ে আখেরাত ও আল্লাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট হবে।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'মানুষ যেমন মওতের কথা অবগত আছে, জীব-জন্তুরাও যদি তেমনভাবে অবগত থাকতো, তবে তোমাদের খাওয়ার উপযুক্ত কোন তাজা জীবই পাওয়া যেতো না ; সকল জীবই মৃত্যুর চিন্তায় দুর্বল-কৃষ হয়ে যেতো।'

একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাশরের দিন শহীদদের সঙ্গে আরও কোন লোক শাহাদতের ফযীলত-প্রাপ্ত হবে কি?' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ 'হাঁ, যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রি বিশবার মৃত্যুকে স্মরণ করে, সে-ও শহীদের দলভুক্ত হবে।'

মৃত্যুর ধ্যান ও চিন্তার এতো অধিক ফযীলত হওয়ার কারণ হচ্ছে,—এদ্বারা মানুষ পার্থিব জগতের মায়া-মোহ থেকে মুক্ত ও নিবৃত্ত থাকে এবং আখেরাতের জন্য প্রস্তুতিকার্যে সদা নিমগ্ন থাকে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ ـ

'মৃত্যু মু'মিনের জন্য উপহারস্বরূপ।'

www.banglakitab.weebly.com

কেননা দুনিয়া তার জন্য বন্দীখানা ; এখানে দুঃখে-কষ্টে জীবন কাটাতে হয়, নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে চলতে হয়, প্রবৃত্তির তাড়নাকে সংযত করে শয়তানের মুকাবেলা করতে হয়,—অতঃপর মৃত্যুই তাকে এসব দুঃখ-যাতনা হতে রেহাই প্রদান করে।

হাদীস শরীফে আরও উক্ত হয়েছে ঃ

اَلْمَوْتُ كَفَّارَةٌ لِّكُلِّ مُسْلِمٍ -

'মৃত্যু মুসলমানকে পাপ থেকে পাক পবিত্র করে দেয়।'

তবে শর্ত হলো, সত্যিকার অর্থে মুসলমান হতে হবে, আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়া-কলাপে অপর কেউ কষ্ট পেলে হবে না। একজন মুসলমানের সৎগুণাবলী যা হওয়া উচিত, সবই তার মধ্যে থাকতে হবে ; সকল কবীরা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে, সকল ফরয দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে হবে, তবেই মৃত্যু এই মুসলমান ব্যক্তির জন্য ছগীরা গুনাহসমূহ থেকে মুক্তির কারণ হবে।

একদা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলতে ও হাসি-ঠাট্টা করতে দেখলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'হাসি-ঠাট্টার অহেতুক আসরকে যে বস্তুটি তিক্ত করে দেয়, তোমরা সেই বস্তুটিকে স্মরণ কর।' জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তা কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ!' বললেন ঃ 'মৃত্যু'।

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ فَاِنَّهٗ يُمَحِّصُ الذُّنُوْبَ وَ يُزْهِدُ فِي الدُّنْيَا -

'তোমরা মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর ; কেননা মৃত্যুর চিন্তা পাপরাশিকে বিলুপ্ত করে দেয়, দুনিয়ার প্রতি অন্তরে ঘৃণা জন্মায়।' হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

كَفٰى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا -

www.banglakitab.weebly.com

'মানুষের উপদেশের জন্য মৃত্যুই যথেষ্ট।'

একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে যাওয়ার সময় একদল লোককে কথাবার্তা ও হাসি-ঠাট্টা করতে দেখে বললেন ঃ

اذكروا الموت اما والذى نفسى بيده لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ـ

'মৃত্যুকে স্মরণ কর, আল্লাহ্‌র কসম! যদি তোমরা তা জানতে, যা আমি জানি, তা'হলে তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জনৈক ব্যক্তির খুবই প্রশংসা করা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ 'সে ব্যক্তি কি মৃত্যুর চিন্তা করে?' লোকেরা বললো, মৃত্যুর চিন্তা সে করে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তা'হলে সে প্রশংসিত হওয়ার যোগ্য নয়, যা তোমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করলে।'

হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বলেন ঃ একদা আমরা দশজন লোক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম ; সর্বশেষে উপস্থিত হয়েছি আমি। তখন একজন আনসারী লোক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও সম্মানী ব্যক্তি কে?' বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে, মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সে-ই প্রকৃত জ্ঞানী, দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানী ও সফলকাম।'

রবী ইব্‌নে খায়সাম (রহঃ) বলেন ঃ 'অদৃশ্য বস্তুসমূহের মধ্যে মৃত্যুর চাইতে উত্তম আর কিছু নাই, যেটির জন্য মু'মিন ব্যক্তি অপেক্ষমান থাকে।' তিনি আরও বলতেন ঃ 'আমার খোঁজ তোমরা কাউকে দিও না; আমি নির্জনতা ভালবাসি ; আমার মঙ্গলের জন্য তোমরা আল্লাহর নিকট দো'আ করো।'

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী স্বীয় ভ্রাতাকে উপদেশ দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ 'মৃত্যুকে ভয় কর, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর, এমন এক জগতে (আখেরাতে) পৌঁছার পূর্বেই তুমি উক্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নাও, যেখানে তোমাকে চিরকাল

www.banglakitab.weebly.com

জীবিত থাকতে হবে।'

হযরত ইব্নে সীরিন (রহঃ)–এর সম্মুখে মৃত্যুর আলোচনা করা হলে তিনি শঙ্কিত হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে যেতেন।

হযরত উমর ইব্নে আবদুল আযীয (রহঃ) প্রতি রাতে মওতের আলোচনার জন্য ফক্বীহ্গণের মজলিস অনুষ্ঠান করতেন, তারা যখন মৃত্যু এবং ক্বিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার কথা আলোচনা করতেন, তখন তিনি তা' শুনে রীতিমত বিলাপ করে কাঁদতে থাকতেন।

হযরত ইব্রাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন ঃ 'দু'টি বিষয়ের চিন্তা দুনিয়াকে আমার নিকট বিষাদময় করে দিয়েছে। এক,—মৃত্যু, দ্বিতীয়, আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়।' হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি মৃত্যুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছে, দুনিয়ার মুসীবত ও দুঃখ–কষ্টে ধৈর্যধারণ করা তার পক্ষে সহজতর হয়ে গেছে।'

হযরত আশ্'আস (রহঃ) বলেন,—হযরত হাসান (রাযিঃ)–এর মজলিসে যখনই আমরা উপস্থিত হতাম, কেবল মৃত্যু, আখেরাত ও দোযখের আলোচনাই শ্রবণ করতাম।

হযরত সাফিয়্যাহ (রাযিঃ) বলেন,—একদা হযরত আয়েশার নিকট জনৈকা মহিলা স্বীয় অন্তরের কাঠিন্যের কথা আরজ করলে তিনি উপদেশ দিয়েছেন ঃ 'মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, তা'হলে তোমার মন নরম হবে। অতঃপর সেই মহিলা উপদেশ অনুযায়ী মৃত্যুর ধ্যান করলে তার মন বস্তুতই নরম হয়েছে এবং এজন্যে পরবর্তীতে একদিন সেই মহিলা হযরত আয়েশা'র খেদমতে শোকরিয়া জ্ঞাপন করতে এসেছেন।

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের সম্মুখে মৃত্যুর আলোচনা করা হলে তাঁর দেহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার উপক্রম হতো। হযরত দাউদ (আঃ) মৃত্যুর চিন্তায় অধীর হয়ে এতো বেশী কাঁদতেন যে, তাঁর শরীরের গ্রন্থিসমূহ পৃথক হয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো, পুনরায় যখন আল্লাহর রহমত ও দয়ার আলোচনা করা হতো তখন তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতেন।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ 'বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও মৃত্যু থেকে পলায়ন করে না বা দুঃখিত হয় না।' হযরত উমর ইব্নে আবদুল

www.banglakitab.weebly.com

আযীয (রহঃ) জনৈক বুযুর্গের নিকট নসীহত প্রার্থনা করলে তিনি বলেছিলেন ঃ 'আপনি সর্বপ্রথম খলীফা যিনি নিহত না হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত আপনার সকল পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ মৃত্যু থেকে রেহাই পায় নাই, এখন আপনার পালা এসেছে।' এ কথা শুনে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। হযরত রাবী' ইব্নে খায়সাম (রহঃ) স্বীয় বাসগৃহে কবর খনন করে রেখেছিলেন, প্রতিদিন কয়েকবার সেখানে তিনি শয়ন করতেন এবং মৃত্যুকে বারবার স্মরণ করে বলতেন,—'আমি যদি এক মুহূর্তের জন্যেও মৃত্যুবিস্মৃত হই, তা'হলে ধ্বংস হয়ে যাবো।'

হযরত মুতার্‌রিফ ইব্নে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন ঃ মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে বিধায় প্রচুর ধনৈশ্বর্যের অধিকারী লোকেরা মুক্ত মনে স্বীয় সম্পদ উপভোগ করতে পারে না ; সুতরাং এমন নে'আমত (বেহেশ্‌তের চিরশান্তি) কামনা কর যা উপভোগ করতে মৃত্যুর বাধা সৃষ্টি না হয়।' হযরত উমর ইব্নে আবদুল আযীয (রহঃ) হযরত আস্‌বাসাহ্‌কে বলেছেন ঃ 'মৃত্যুকে অধিকতর স্মরণ কর ; কেননা যদি পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে থাকো, তা'হলে সেটাকে হ্রাস করা উচিত, আর যদি অভাবী হয়ে থাকো, তা'হলে ধৈর্য-সহিষ্ণুতার প্রয়োজন,—এ উভয়ই পয়দা হয় মৃত্যুর চিন্তা থেকে। হযরত আবূ সুলাইমান দার্‌রানী (রহঃ) বলেন ঃ 'আমি উম্মে হারূণকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি মৃত্যু কামনা কর? সে বললো,—যেক্ষেত্রে আমি সাধারণ কোন মানুষের অবাধ্যতা করলে তার সম্মুখীন হতে লজ্জাবোধ করি, সেখানে আহকামুল-হাকেমীন আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের অবাধ্য হয়ে কিভাবে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে সাহস করতে পারি?

হযরত আবূ মূসা তামীমী (রহঃ) বলেন ঃ প্রখ্যাত কবি ফারায্‌দাকের স্ত্রী'র জানাযায় বড় বড় মনীষী উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত হাসান বসরীও ছিলেন। তিনি ফারায্‌দাককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—'পরকালের জন্যে তুমি কি করেছো?' সে বলেছে,—দীর্ঘ ষাট বৎসর যাবৎ কালেমা তাইয়্যিবা 'লা' ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দিয়ে আসছি। স্ত্রী'র দাফনকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সে কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করেছিলো, সেগুলো বস্তুতই প্রণিধানযোগ্য। পংক্তিগুলোর সারমর্ম হচ্ছে ঃ 'আমি কবরের

www.banglakitab.weebly.com

পরবর্তী ঘাঁটিগুলো সম্পর্কে অধিকতর ভীত-সন্ত্রস্ত, ওগো খোদা! যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন, তবে সেই ভীষণ ও মর্মন্তুদ আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমার কোন উপায় নাই। হাশরের সেই ভয়াবহ দিনে আমি ফারায্দাকের কি দশা হবে, যেদিন অগ্রে-পশ্চাতে ফেরেশতাগণ তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। সেদিন সেই আদম সন্তানটি কতইনা দুর্ভাগা, যাকে বেড়ী পরিয়ে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।'

---

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ২৯

আকাশমণ্ডলী ও অন্যান্য বস্তুর সৃষ্টি

বর্ণিত আছে,—আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম জওহর বা মূল পদার্থকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেই পদার্থের প্রতি তিনি তাঁর অনন্ত কুদরত ও প্রতাপের দৃষ্টি করেন। ফলে তা' বিগলিত হয়ে যায় এবং ভয়ে কাঁপতে থাকে। এভাবে সমগ্র পদার্থ কম্পমান পানিতে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই পানির প্রতি স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের দৃষ্টি করেন। তাতে সমগ্র পানির অর্ধেক পরিমাণ জমাট হয়ে যায়। এই জমাট অংশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আরশ সৃষ্টি করেন। তারপর এই আরশও কাঁপতে থাকে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আরশের উপর লিখে দেন কালেমা তাইয়্যিবাহ্ ঃ

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

ফলে, আরশ সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু অবশিষ্ট পানির অংশটি কম্পমান অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে, জগতের সমস্ত পানি অদ্যাবধি কম্পমান অবস্থায় রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ

'এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর।' (হূদ ঃ ৭)

এরপর সেই পানিতে প্রচণ্ড ঊর্মিসংঘাত ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়ে তা' থেকে বাষ্প উৎপন্ন হয় এবং তা' ক্রমান্বয়ে ভাঁজ ভাঁজ হয়ে ঊর্ধ্বে শূন্যের দিকে আরোহণ করে। বস্তুতঃ তাতে ছিল ফেনার উপকরণ। এ দিয়েই আল্লাহ্ তা'আলা উপরিভাগে সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী এবং নিম্নভাগে পৃথিবী। প্রথমতঃ এ উভয় সৃষ্টি ছিল পরস্পর সংলগ্ন ও অবিচ্ছিন্ন। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোর ভিতর বায়ুর সঞ্চার করে আসমান ও যমীনের ভিন্ন ভিন্ন স্তর

www.banglakitab.weebly.com

সৃষ্টি করলেন এবং সবগুলোকে পৃথক পৃথক অবস্থান দান করলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ

'অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন, যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ।' (হা-মীম সিজ্‌দাহ ঃ ১১)

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলীকে ধুম্রকুঞ্জ থেকে সৃষ্টি করেছেন ; বাষ্প থেকে নয়। এর কারণ হচ্ছে, ধুম্র সৃষ্টিগতভাবে শান্ত এবং এর এক অংশ অপর অংশকে উত্তোলিত করে রাখে। পক্ষান্তরে, বাষ্প সর্বদা বিশৃঙ্খল ও অবিন্যস্ত থাকে। বস্তুতঃ এ সবকিছু আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের অনন্ত মহিমা ও অসীম প্রজ্ঞার অকাট্য দলীল।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পানির প্রতি পুনরায় অনুগ্রহের দৃষ্টি করেন। ফলে, তা শান্ত হয়ে যায়।

পৃথিবী ও নিম্নতম আকাশের মাঝে দুরত্বের পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ শত বছরের পথ। অনুরূপ, এক আকাশ থেকে অপর আকাশ পর্যন্ত দুরত্বও তাই। এমনিভাবে, প্রত্যেক আসমানের স্থূলতাও পাঁচ শত বছরের পথ।

কথিত আছে,—নিম্নতম আকাশ তথা পৃথিবীর আসমানের প্রকৃত রং হচ্ছে শুভ্র ; কিন্তু 'ক্বাফ' পর্বতের নীলিমায় (প্রতিবিম্বিত হয়ে) তা' দৃশ্যতঃ নীল বর্ণের দেখায়। এ আসমানের নাম হচ্ছে 'রক্বীয়া'। দ্বিতীয় আসমান হচ্ছে লৌহজাত বস্তুর। এটির নাম ফায়দূম বা মাউন। সর্বদা এ আসমান নূরের জ্যোতির ন্যায় চমকাচ্ছে। তৃতীয় আসমান তামা দ্বারা গঠিত। এর নাম মালাকূত বা হারিয়ূন। চতুর্থ আসমান হচ্ছে অত্যুজ্জ্বল শুভ্র রূপার দ্বারা গঠিত, বিদ্যুতালোকের ন্যায় তা' এমনভাবে চমকাচ্ছে যেন দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিবে। এ আসমানের নাম 'যাহেরাহ্'। পঞ্চম আসমানটি হচ্ছে লাল স্বর্ণের। এর নাম 'মুযাইয়্যানাহ্' বা 'মুসাহ্হারাহ্'। ষষ্ঠ আসমান জওহর তথা মহামূল্য পাথর দ্বারা গঠিত। নূরের জ্যোতিতে অতি উজ্জ্বল এ আসমান। নাম 'খালেসাহ্'। সপ্তম আকাশ হচ্ছে মহামূল্য ইয়াকূত তথা লাল বর্ণের প্রবাল পাথর দিয়ে তৈরী। এর নাম 'লাবিয়াহ্' অথবা 'দামিয়াহ্'। আর এ

www.banglakitab.weebly.com

আসমানেই রয়েছে বাইতুল-মা'মূর, যার কোণ-চতুষ্টয়ের একটি লাল ইয়াকূত রত্নের, দ্বিতীয়টি সবুজ পান্না রত্নের, তৃতীয়টি শুভ্র রূপার এবং চতুর্থটি লাল স্বর্ণের তৈরী। বর্ণিত আছে,—'বাইতুল-মা'মূর মহামূল্য আকীক পাথরে তৈরী। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা এর তওয়াফ করে। একবার তওয়াফ করে যায়, ক্বিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয়বার তাদের আর সুযোগ হয় না।' নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ তথ্য প্রমাণিত যে, যমীন আসমানের তুলনায় অধিক ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কারণ, আম্বিয়ায়ে কেরামকে এ থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এখানেই তাঁদেরকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। আর যমীনের সকল স্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে, এ পৃথিবী যা সর্বোচ্চ স্তর। কারণ, এ থেকেই সমগ্র জগতবাসী উপকৃত হয়ে থাকে।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—আকাশমণ্ডলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে, যে আকাশের ছাদ আল্লাহ্‌র আরশের সাথে মিলিত। আর আরশের সংলগ্নতার কারণে এখানেই কুরসীর অবস্থান। অনুরূপ, এ আকাশেই প্রোথিত রয়েছে মানবের কল্যাণার্থে সকল নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ। তবে বড় বড় সাতটি গ্রহ প্রোথিত রয়েছে সপ্ত আকাশে। যথা ঃ সপ্তম আকাশে রয়েছে শনিগ্রহ, ষষ্ঠ আকাশে রয়েছে বৃহস্পতি, এমনিভাবে পঞ্চম আকাশে মঙ্গলগ্রহ, চতুর্থ আকাশে সূর্য, তৃতীয় আকাশে শুক্র, দ্বিতীয় আকাশে বুধ এবং প্রথম আকাশে চন্দ্র।

আল্লাহ্ তা'আলার অনুপম কুদরত ও প্রজ্ঞার নিদর্শন হচ্ছে যে, তিনি সপ্ত আকাশকে ধুম্রকুঞ্জ থেকে সৃষ্টি করেছেন ; অথচ এগুলোর পরস্পরে কোন সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য নাই। অনুরূপ, আকাশ থেকে তিনি বৃষ্টিপাত করে একই পানি দিয়ে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষলতা ও রকমারী ফলমূল সৃষ্টি করেন ; কোনটা সাদা, কোনটা লালচে, কোনটা হলদেটে, আবার কোনটা মিষ্ট, কোনটা টক, কোনটা পানসে ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ

وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ

'আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দেই।' (রা'দ ঃ ৪)

এমনিভাবে অঞ্চল ভেদে মানুষের বর্ণ বৈষম্য ; কেউ শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ লালচে এবং কেউ হলদেটে। আবার কেউ উৎফুল্ল, কেউ

www.banglakitab.weebly.com

চিন্তাগ্রস্ত ; কেউ মু'মিন, কেউ কাফের, কেউ আলেম, কেউ জাহেল ; অথচ সকলেই একই আদমের সন্তান এবং তাঁরই বংশধর। বস্তুতঃ এ হচ্ছে মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলার অনন্ত প্রজ্ঞা ও সৃষ্টি নৈপুণ্য।

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

(নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কত কল্যাণময়।)

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৩০

কুর্‌সী, আরশ, ফেরেশ্‌তা রুজি-রোজগার ও তাওয়াক্কুল

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

'তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে।' (বাক্বারাহ্‌ ঃ ২৫৫)

আয়াতে উল্লেখিত 'কুরসী'-র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেছেন ঃ 'এতদ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলার অনন্ত ইল্‌মকে বোঝানো হয়েছে।' আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ 'এ দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলার একক রাজত্ব ও মহাপরাক্রম-শীলতাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।' কেউ কেউ 'কুরসী' বলতে সুনির্দিষ্ট একটি আসমানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে এ সম্পর্কে যে তথ্য বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে,—তিনি বলেন ঃ 'কুরসী হচ্ছে মহামূল্য মোতি অর্থাৎ মুক্তার তৈরী ; এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ যে কত অধিক তা একমাত্র আল্লাহ্‌ পাকই জানেন।' এক বর্ণনায় প্রকাশ,—'কুরসীর সঙ্গে সাত আসমান ও সাত যমীনের তুলনা হচ্ছে, বিরাট ময়দানে ফেলে দেওয়া একটি আংটির মত।' ইব্‌নে মাজাহ্‌ শরীফে আছে,—'আকাশমণ্ডলীর অবস্থান হচ্ছে কুরসীর গর্ভে, আর কুরসীর অবস্থান হচ্ছে আরশের সম্মুখে।'

হযরত ইক্‌রিমাহ্‌ থেকে বর্ণিত,—'সূর্যের কিরণ কুরসীর নূরের সত্তর ভাগের এক ভাগ। আর আরশ নূরের সত্তর হাজার পরতের একাংশ।' বর্ণিত আছে,—'আরশ বহনকারী ও কুরসী বহনকারী ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে সত্তর হাজার অন্ধকারের পর্দা এবং সত্তর হাজার নূরের পর্দা রয়েছে।' এগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিমাণ পাঁচ শত বছরের পথ। যদি এসব পর্দা না হতো, তা' হলে কুরসী বহনকারী ফেরেশ্‌তাগণ জ্বলে ছাই হয়ে যেতো। আর আরশ যেহেতু কুরসীর উপরে অবস্থিত জ্যোতিষ্মান পদার্থ, তাই সেটা স্বতন্ত্র

www.banglakitab.weebly.com

বস্তু। তবে হাসান বসরী (রহঃ) এ ব্যাপারে দ্বিমত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন ঃ আরশ মহামূল্য লাল বর্ণের ইয়াকুত তথা প্রবাল পাথরের তৈরী। আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ আরশ সাদা মোতির তৈরী। কেউ কেউ সবুজ জওহরের তৈরী বলেও অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ নূরের সৃষ্টি বলে মন্তব্য করেছেন। তবে সবচেয়ে নিরাপদ ও চমৎকার অভিমত হচ্ছে,—'এ ব্যাপারে কোনরূপ মন্তব্য না করে বিরতি অবলম্বন করাই উচিত।'

জ্যোতির্বিদগণ আরশকে 'নবম আকাশ' বলে অভিহিত করেছেন এবং এই আরশকেই তাঁরা কখনও 'ফালাকে আ'লা' (উচ্চতম আকাশ), কখনও 'ফালাকুল-আফ্লাক' (আকাশমণ্ডলীর আকাশ), আবার কখনও 'ফালাকে আত্লাস' (গ্রহ-নক্ষত্রশূন্য আকাশ) নাম দিয়ে থাকেন। কেননা, প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের অভিমত অনুযায়ী সমগ্র গ্রহ-নক্ষত্র অষ্টম আকাশে প্রোথিত এবং এই অষ্টম আকাশকে তাঁরা 'ফালাকে বুরূজ' (গ্রহ-নক্ষত্রের আকাশ) নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর শরীয়ত অনুসারীদের দৃষ্টিতে এ (অষ্টম) আকাশই হচ্ছে 'কুরসী' যা সমগ্র সৃষ্টির জন্য ছাদের অবস্থানে রয়েছে, যার ঘেরাও সমগ্র সৃষ্টিকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। বান্দার জ্ঞান-গবেষণা এ পর্যন্ত পৌঁছেই শেষ হয়ে যায় ; এরপর কি তা উদঘাটন করার ক্ষমতা বান্দার নাই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

'এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে যায়, তবে বলে দাও, আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কারও বন্দেগী নাই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।' (তওবা ঃ ১২৮)

উক্ত আয়াতে 'আরশ'-এর জন্য বিশেষণ রূপে 'আজীম' অর্থাৎ, 'মহান' শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ার কারণ হচ্ছে, আরশ সমগ্র জগতে আল্লাহ্র সর্ববৃহৎ সৃষ্টি।

আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত উপরোক্ত তাওয়াক্কুল ও ভরসার সর্বতোভাবে

www.banglakitab.weebly.com

হক আদায় করেছেন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ জন্যেই পবিত্র আসমানী গ্রন্থ তাওরাত প্রভৃতিতে তাঁকে 'মুতাওয়াক্কেল' (আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসাকারী) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটাই ছিল স্বাভাবিক। কেননা তাওয়াক্কুল হচ্ছে মূলতঃ আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও তাঁর যথার্থ পরিচয় প্রাপ্তির অনিবার্য ফলশ্রুতি। আর হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম হচ্ছেন সমস্ত একত্ববাদী ও আল্লাহ্‌র পরিচয়প্রাপ্ত আরেফীনের মহান সরদার।

এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, কাজে-কর্মে চেষ্টা-তদবীর করা এবং উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা মোটেও তাওয়াক্কুলের বিপরীত নয় ; বরং এর জন্যে রীতিমত হুকুম করা হয়েছে। একদা জনৈক বেদুঈন লোক হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো,—'ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমার উষ্ট্রীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবো, না বাঁধনমুক্ত অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবো?' তিনি জওয়াবে বললেন ঃ 'সর্বাগ্রে উষ্ট্রীকে দড়ি দিয়ে বাঁধ, তারপর তাওয়াক্কুল কর।'

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَ تَرُوْحُ بِطَانًا۔

'তোমরা যদি সঠিকভাবে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করতে, তা' হলে পাখীদের তিনি যেভাবে রিযিক পৌঁছিয়ে দেন, তোমাদেরও তেমনি পৌঁছিয়ে দিতেন। পাখীরা সকালে ক্ষুধা নিয়ে বের হয়, সন্ধ্যায় পেটপুরে তৃপ্ত হয়ে ফিরে।' 'পাখীরা বের হয়' এ অংশটুকু দ্বারা হাদীস শরীফে উপায়াদি অবলম্বনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

একদা বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত শকীক বলখী (রহঃ)-এর সঙ্গে ইব্‌রাহীম আদ্‌হামের মক্কা মুকাররামায় সাক্ষাৎ হয়। শকীক বলখীকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'বুযুর্গীর এ উচ্চতম পর্যায়ে আপনি কিভাবে উন্নীত হলেন?' তিনি বললেন ঃ 'একদা আমি তরুলতা বিহীন বিজন এক প্রান্তরে একটি পাখী

www.banglakitab.weebly.com

পড়ে থাকতে দেখি। পাখীটির দু'টি ডানাই ভেঙ্গে অকেজো হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থা দেখে পঙ্গু পাখীটির জীবিকার ব্যবস্থা কি? তা' অবলোকন করার জন্য একটু দূরে বসে সেদিকে লক্ষ্য করতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পেলাম, একটি সুস্থ-সক্ষম পাখী ঠোঁটে করে একটি ফড়িং এনে তাকে খাওয়াইয়ে চলে গেল। এ দৃশ্য দেখে আমি চিন্তা করলাম, যে মহান সত্ত্বা এই পঙ্গু পাখীটির জীবিকার জন্য আরেকটি পাখী নিয়োগ করে রেখেছেন, তিনি অবশ্যই আমাকে যেকোন অবস্থায় রিযিক দান করার ক্ষমতা রাখেন। অতঃপর আমি কাজ-কারবার পরিত্যাগ করে একনিষ্ঠভাবে ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন হয়ে পড়ি।' এ কথা শুনে হযরত ইব্রাহীম আদ্হাম বললেন,—'হে শকীক! এর চাইতেও উচ্চতর মর্যাদা হলো, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى

'দাতার হাত গ্রহীতার হাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।'

সুতরাং প্রকৃত মু'মিন সর্বদা চেষ্টা করবে সর্ববিষয়ে সর্বোচ্চ মর্যাদা হাসিল করতে ; এভাবে সে 'আবরার'-এর মর্যাদায় পৌঁছতে সক্ষম হবে। হযরত ইব্রাহীম আদ্হামের মুখে উক্তরূপ বক্তব্য শুনে শকীক (রহঃ) শ্রদ্ধাবনত হয়ে তাঁর হস্ত চুম্বন করলেন এবং বললেন ঃ 'হে আবূ ইসহাক! (ইব্রাহীম আদ্হামের উপনাম) আজ থেকে আপনি আমার উস্তায ও দীক্ষাদাতা।' বস্তুতঃ কাজে-কর্মে মানুষ যদিও উপায়-উপকরণ অবলম্বন করবে ; কিন্তু এগুলোর প্রতি সে মোটেও দৃষ্টি করবে না ; একমাত্র ভরসা ও নির্ভর করবে আল্লাহ্ তা'আলার উপর। যেমন ভিক্ষুক হাতে থলি নিয়ে যখন লোকদের নিকট যায়,তখন তার দৃষ্টি কখনও স্বীয় থলির প্রতি থাকে না, বরং সর্বক্ষণ সে দাতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। হাদীস শরীফে আছে ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَكُوْنَ اَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا عِنْدَ اللّٰهِ اَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِىْ يَدَيْهِ۔

'যে ব্যক্তি জীবিকার ব্যাপারে অধিকতর নিশ্চিন্ত হতে চায়, সে যেন

www.banglakitab.weebly.com

নিজের (কাছে রক্ষিত) সম্পদের চাইতে আল্লাহ্‌র (কাছে রক্ষিত) সম্পদের প্রতি বেশী আশাবাদী ও ভরসাকারী হয়।'

বর্ণিত আছে,—হযরত হুযাইফা মারআসী হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম (রহঃ)-এর খাদেম ছিলেন। একদা লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—'আপনি দীর্ঘকালব্যাপী হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হামের সংসর্গে ছিলেন। তাঁর মধ্যে অত্যাশ্চর্যকর কি অলৌকিক বিষয় দেখেছেন, তা বলুন। হযরত হুযাইফা বললেন ঃ 'একবার আমরা উভয়ে মক্কা শরীফ অভিমুখে গমন করছিলাম। পথিমধ্যে আমরা উভয়ে অতিশয় ক্ষুধাতুর হয়ে পড়লাম। কুফা শহরে পৌছে আমরা একটি মসজিদে বসলাম। তখন ক্ষুধার লক্ষণ আমার মধ্যে বড় ভীষণভাবে প্রকট হয়ে পড়েছিল। আমার অবস্থা দেখে তিনি বললেন ঃ ক্ষুধার কারণে তুমি কি বড় দুর্বল হয়ে পড়েছো?' আমি বললাম ঃ 'হাঁ'। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ 'কাগজ, কলম ও দোয়াত আন।' আমি আদেশ পালন করলে তিনি কাগজে লিখলেন ঃ 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম, আয় আল্লাহ্‌! সর্বাবস্থায় একমাত্র তুমিই আমাদের উদ্দেশ্য, সকলের লক্ষ্য তোমারই দিকে, আমরা সর্বদা তোমার প্রশংসা, শোকরগুযারী ও যিকরে মগ্ন থাকি, কিন্তু বিবস্ত্র, নিরন্ন ও ধ্বংসন্মুখ অবস্থায় কালাতিপাতি করছি। তোমার প্রশংসা, শোকরগুযারী ও যিকর এই তিন কার্য আমার কর্তব্য বানিয়ে নিয়েছি ; এগুলোর জন্য আমি দায়ী। তুমি অপর তিন বস্তু অর্থাৎ, অন্ন, পানি ও বস্ত্র আমাকে সরবরাহ কর এবং এগুলোর জন্য তুমি জামিন থাক। আমি যদি তোমাকে ছাড়া আর কারও প্রশংসা করি, তবে সেটা হবে আমার জন্য অগ্নিকুণ্ড। ফলে, দোযখের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া ছাড়া আমার ভাগ্যে আর কিছু থাকবে না।' এই কথাগুলো লিখে কাগজখণ্ডটি আমার হাতে দিয়ে বললেন ঃ 'এটি নিয়ে বের হয়ে যাও এবং একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর কিছুতে মন লাগিয়ো না। প্রথমেই যার প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়ে, তার হস্তে এই কাগজখণ্ডটি প্রদান কর।' আমি কাগজখণ্ডটি নিয়ে বাইরে এসেই দেখলাম, এক ব্যক্তি উষ্ট্রারোহণে পথ অতিক্রম করছে। আমি তার হস্তে সেই কাগজখণ্ডটি দিলাম। কাগজখণ্ডটি পাঠ করে সে কাঁদতে লাগলো। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'এই চিঠির লিখক কোথায় আছেন?' আমি তাঁর ঠিকানা দিলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি ছয় শত দীনারপূর্ণ একটি থলি আমার

www.banglakitab.weebly.com

হাতে দিলেন। আমি পার্শ্ববর্তী লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করে তার পরিচয় জানতে পারলাম, তিনি একজন খৃষ্টান। অতঃপর আমি হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হামের খেদমতে হাজির হয়ে সমস্ত কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন ঃ 'থলিতে হাত লাগিয়ো না, এই থলির মালিক শীঘ্রই এখানে আসছে।' ইতিমধ্যে সেই খৃষ্টান লোকটি এসে উপস্থিত হলো এবং হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হামের পদচুম্বন করে তাঁর হস্তে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করলো।'

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আরশ বহনকারী ফেরেশ্‌তাদেরকে সৃষ্টি করে হুকুম করলেন ঃ 'তোমরা আমার আরশ বহন কর।' কিন্তু তারা তা' বহন করতে অক্ষম হলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বহনকারী ফেরেশ্‌তার সহযোগিতার জন্য সমগ্র জগতে বিস্তৃত ফেরেশ্‌তাকুলের সমপরিমাণ আরও ফেরেশতা সৃষ্টি করে সমবেতভাবে সকলকে আরশ বহন করার হুকুম করলেন। কিন্তু এবারও তারা অপারগ হলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হুকুম করলেন,—তোমরা সকলেই لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়ে নাও। এভাবে তারা আল্লাহ্ তা'আলার মহান আরশকে উত্তোলন করতে সক্ষম হলো ; কিন্তু তাদের পদভর যমীনের সপ্তম তবকের বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়ে গেল। ফলে, সকলেই নিম্নদিকের আশংকাজনক অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার জন্য আরশকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে এবং সর্বদা শঙ্কিত অবস্থায় প্রতি মুহূর্তে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পাঠে নিমগ্ন রয়েছে। এ হলো মহামহিয়ান আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের আরশ বহনকারী ফেরেশ্‌তাদের অবস্থা। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই তাদেরকে এই মহান কাজের তাওফীক দিচ্ছেন। বস্তুতঃ এটা তাঁর অনন্ত কুদরত ও অসীম ক্ষমতার সামান্যতম প্রকাশ মাত্র।

বর্ণিত আছে,—'যে ব্যক্তি উপরোক্ত আয়াতখানি (حَسْبِيَ اللّٰهُ ..... الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ) সকাল-সন্ধ্যা সাতবার করে পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সমস্ত কাজ সহজ করে দিবেন এবং সকল দুশ্চিন্তা ও বালা-মুসীবত দূর করে তাকে সাহায্য করবেন।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৩১

দুনিয়ার অপকারিতা ও দুনিয়াত্যাগ

দুনিয়ার অপকারিতা ও অসারতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বহুসংখ্যক আয়াত রয়েছে। কুরআন মজীদের বৃহত্তর অংশে দুনিয়ার তুচ্ছতা ও অপকারিতার কথাই আলোচিত হয়েছে। উদ্দেশ্য, বান্দাদিগকে দুনিয়ার প্রতি নিরুৎসাহিত ও আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট করা। বরং তা-ই ছিল সমস্ত নবী-রসূলের আগমনেরও উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনের এতদসম্পর্কিত দলীলসমূহ সুস্পষ্ট। তাই, বর্ণনা করার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে এখানে আমরা কিছু সংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত করছি।

বর্ণিত আছে,—'রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মরা বকরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে তিনি সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের ধারণা কি এই যে,—এ বকরীর মালিকের দৃষ্টিতে এটি মূল্যহীন ছিলো? তাঁরা বললেন, মূল্যহীন ও অপদার্থ ভেবেই তো দুরে নিক্ষেপ করেছে। হুযুর বললেন, ঐ আল্লাহ্র কসম যার হাতে আমার প্রাণ, সমগ্র দুনিয়া আল্লাহ্র নিকট এ মৃত বকরীর চেয়েও নিকৃষ্ট। আল্লাহ্র কাছে দুনিয়ার মূল্য যদি মশার ডানা বরাবরও হতো তা' হলে কোন কাফেরকে তিনি এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।'

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

'দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের জন্য বেহেশ্তখানা।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا اِلَّا مَا كَانَ لِلّٰهِ مِنْهَا ـ

'দুনিয়া অভিশপ্ত, দুনিয়ার মধ্যকার সবকিছু অভিশপ্ত ; কেবল ঐ হিস্যাটুকু ছাড়া যা আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত।'

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আবু-মূসা আশ্আরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهٖ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهٗ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى۔

'যে দুনিয়াকে ভালবাসে, সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যে আখেরাতকে ভালবাসবে, সে দুনিয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই তোমরা চিরস্থায়ীকে ক্ষয়িষ্ণু ও ধ্বংসশীলের উপর প্রাধান্য প্রদান কর।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ۔

'দুনিয়ার মহব্বত ও লিপ্সা সমস্ত গুনাহের মূল।'

হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আবু-বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ছিলাম। তিনি কোন পানীয় চাইলেন। তাঁর সম্মুখে পানি ও মধু পেশ করা হলো। পান করার জন্য হাতে নিয়েই তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সঙ্গীরাও কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তাদের কান্না থামলো। কিন্তু হযরত আবু-বকর (রাযিঃ)-এর কান্না থামলো না। তাঁর অশ্রুধারা যেন আরও প্রবাহিত হচ্ছে। উপস্থিতরা ভাবলেন, তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করার কোন উপায় নাই। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি চোখের পানি মুছলেন। লোকেরা আরজ করলেন, হে রাসূলে খোদার সত্য খলীফা! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। দেখলাম, তিনি কি যেন অপসারণ করছেন, অথচ আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি সরাচ্ছেন? তিনি বললেন, তা ছিল দুনিয়া। আমার সম্মুখে হাজির হয়েছিল। আমি তাকে বললাম, আমার কাছ থেকে সরে যাও। সরে গিয়ে সে আবার ফিরে এসে বলতে লাগলো, আপনি যদিও আমা থেকে দূরে থাকছেন, আপনার পরবর্তীরা কিন্তু আমা হতে দূরে থাকবে না।

www.banglakitab.weebly.com

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ চিরনিবাস আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসীদের দেখে বিস্ময় লাগে যে, (কিভাবে তারা) ধোকার আবাস দুনিয়ার জন্য মেহনত করে চলেছে। বর্ণিত আছে, একদা তিনি এক আবর্জনা স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, দুনিয়ার পানে আস! এই বলে, আবর্জনার মধ্য হতে একটা পচা অংশ তুলে নিলেন যাতে পুরানো হাড্ডিসমূহ পড়েছিল। অতঃপর বললেন, এই হলো দুনিয়া। এতে ইশারা ছিল যে, দুনিয়ার যত রূপ-রঙে অচিরেই পচন ধরবে, তা ঐ পচা আবর্জনাখণ্ডের মত। এই সুন্দর শরীর অচিরেই কেবল হাড্ডি আর হাড্ডিতে পরিণত হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

'দুনিয়া সবুজ (মনোহারা), মিষ্টি (ও লোভনীয়)। আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে এর মালিক বানিয়ে দেখতে চান যে, তোমরা কি আমল কর, কিরূপ জিন্দেগী বানাও।'

বনী ইসরাঈলদের যখন বিপুল প্রাচুর্যের অধিকারী করে দেওয়া হলো তখন তারা নারী, অলঙ্কার, পোশাক-আশাক ও সুগন্ধ দ্রব্যাদির মধ্যে ডুবে গেলো। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, তোমরা দুনিয়াকে নিজেদের 'রব্ব' করো না ; অন্যথায় দুনিয়া তোমাদেরকে তার গোলামে পরিণত করবে। যা তোমার 'নিজস্ব সম্পদ' তা নিজের হিফাযতে রাখ, তা বরবাদ হবে না। কারণ, পার্থিব স্বার্থে সম্পদ জমাকারীদের উপর সমূহ বিপদের আশংকা। কিন্তু 'আল্লাহ্র সম্পদের' যারা অধিকারী তাদের কোন বিপদের আশংকা নাই।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ হে আমার সাহায্যকারী বন্ধুগোষ্ঠী! তোমাদের স্বার্থে আমি দুনিয়াকে তার মুখের উপর নিক্ষেপ করেছি। তাই, আমার পরে তোমরা যেন শ্রদ্ধা-ভক্তি শুরু না কর। কারণ, দুনিয়ার অন্যতম অপকারিতা হলো, আখেরাত বিসর্জন দেওয়া ব্যতীত 'দুনিয়া' মিলে না। তাই, দুনিয়ার প্রীতিমুক্ত থেকেই জীবন কাটিয়ে দাও। দুনিয়াকে আবাদ করো না। এও মনে রাখ যে, দুনিয়ার মোহই

www.banglakitab.weebly.com

সকল পাপের মূল। অনেক সময় কিছুক্ষণের মোহগ্রস্ততা দীর্ঘকালের দুঃখ ও বিপদ ডেকে আনে।

তিনি আরও বলেন, দুনিয়াকে তোমাদের জন্য বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমরা তার পিঠে সওয়ারও হয়ে গেছ। এখন রাজন্যবর্গ ও নারীদের যেন দুনিয়ার প্রশ্নে তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া না করতে হয়। দুনিয়ার জন্য তাদের সাথে সংঘর্ষ করো না। কারণ, তোমরা যদি দুনিয়াকে তাদের হাতে ছেড়ে দাও এবং তাদের সঙ্গে ভাগ না বসাতে চাও, তা' হলে তারাও তোমাদের সঙ্গে কোন ঝগড়া-ঝাটি বাঁধাবে না। আর নারীদের থেকে আত্মরক্ষার পথ হলো, তোমরা রোযা রাখতে ও নামায পড়তে থাকবে।

তিনি আরও বলেন ঃ

اَلدُّنْيَا طَالِبَةٌ وَمَطْلُوبَةٌ فَطَالِبُ الْاٰخِرَةِ تَطْلُبُهُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَسْتَكْمِلَ فِيْهَا رِزْقَهُ وَطَالِبُ الدُّنْيَا تَطْلُبُهُ الْاٰخِرَةُ حَتّٰى يَجِيْئَ الْمَوْتُ فَيَأْخُذُ بِعُنُقِهِ

'দুনিয়া স্বয়ং প্রার্থী এবং প্রার্থিতও। যে আখেরাত অন্বেষণ করে, দুনিয়া তাকে খুঁজে বেড়ায়। ফলে, রিযিক পরিপূর্ণ হয়ে তার হাতে পৌঁছে যায়। আর যে দুনিয়াকে খুঁজে বেড়ায়, ওদিকে আখেরাত তাকে খুঁজে কাটায়। অবশেষে মৃত্যু এসে তার ঘাড় ধরে টান মারে।'

হযরত মূসা বিন ইয়াসার (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَاِنَّهُ مُنْذُ خَلَقَهَا لَمْ يَنْظُرْ اِلَيْهَا۔

'আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার চাইতে ঘৃণ্য-জঘন্য আর কিছু সৃষ্টি করেন নাই। তাকে সৃষ্টি করবার সময় আল্লাহ্ পাক তার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই।'

বর্ণিত আছে, হযরত সুলাইমান ইব্নে দাউদ (আলাইহিমাস সালাম) তাঁর সেই 'তখতে সুলাইমানী'তে কোথাও যাচ্ছিলেন। পাখীরা উপর হতে

www.banglakitab.weebly.com

ছায়া করে রেখেছিল। ডানে-বামে ছিল মানব ও জ্বিনের দল। সিংহাসনটি জনৈক আবেদের (বুযুর্গের) নিকট দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ্‌র কসম, হে দাউদের পুত্র! আল্লাহ্ তোমাকে বিশাল রাজত্বের অধিপতি করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত সুলাইমান (আঃ) তাঁর কথাটা কানে পৌঁছতেই জবাব দিলেন, শোন,—একবার সুব্‌হানাল্লাহ্ সেই বস্তুর (দুনিয়ার) চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমাকে যার অধিপতি করা হয়েছে। কারণ, দাউদের ছেলে যে জিনিসের অধিকারী তা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু ; আল্লাহ্‌র তস্‌বীহ চিরদিন বাকী থাকবে, কোনদিন তার ধ্বংস নাই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পবিত্র কুরআনে আছে ঃ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝

'প্রাচুর্যের মোহ ও প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে আল্লাহ্-ভোলা করে রেখেছে।' (তাকাসুর ঃ ১) আদম-সন্তান কেবল বলে বেড়ায়, আমার মাল, আমার মাল। অথচ, তোমার মাল শুধু অতটুকু যা তুমি খেয়ে শেষ করেছ কিংবা পরিধান করে পুরাতন করেছ অথবা সদ্‌কা করে আল্লাহ্‌র কাছে জমা করেছ।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَّا دَارَ لَهٗ وَمَالُ مَنْ لَّا مَالَ لَهٗ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَّا عَقْلَ لَهٗ وَعَلَيْهَا يُعَادِىْ مَنْ لَّا عِلْمَ لَهٗ وَعَلَيْهَا يَحْسُدُ مَنْ لَّا فِقْهَ لَهٗ وَلَهَا يَسْعٰى مَنْ لَّا يَقِيْنَ لَهٗ ـ

যার (দ্বিতীয়) কোন ঘর নাই, দুনিয়া তার ঘর। যার মাল বলতে কিছু নাই, দুনিয়া তার মাল। যার আকল-বুদ্ধি বলতে নাই, সে-ই দুনিয়ার জন্য জমা করে। যার বিদ্যা-জ্ঞান মোটেও নাই, সে-ই দুনিয়ার প্রশ্নে শত্রুতা করে। যার কোন বুঝ নাই সে-ই তার জন্য হিংসা করে। যার মধ্যে ইয়াকীন নাই সে-ই তার মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

www.banglakitab.weebly.com

তিনি আরও বলেন ঃ

مَنْ اَصْبَحَ وَ الدُّنْيَا اَكْبَرُ هَمِّهٖ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْئٍ اِلخ

'দুনিয়াই সবচে বড় ফিকির'—এই অবস্থায় যার সকাল হয়— তার (ভালাইর) কোন যিম্মাদারী আল্লাহ্‌র উপর থাকে না। আল্লাহ্ পাক চারটি জিনিসকে তার অন্তরের আবশ্যিক অনুসঙ্গ করে দেন ঃ এমন পেরেশানী যা থেকে কখনও নিষ্কৃতি মিলে না, এমন ব্যস্ততা যদ্দরুণ কখনও ফুরসৎ মিলে না, এমন অভাব-অনটন যা তাকে সচ্ছলতার মুখ দেখতে দেয় না, এমন আশা যা কোনদিন পুরা হয় না।'

হযরত আবূ-হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন ঃ হে আবূ-হুরায়রাহ্! আমি কি তোমাকে দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা আছে—সব দেখিয়ে দিবো? আমি বললাম, জ্বী-হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তিনি আমার হাত ধরে আমাকে মদীনার এক উপত্যকায় নিয়ে গেলেন—যেখানে আবর্জনার একটা স্তূপ পড়েছিল। তা ছিল মাথার খুপরি, পচা-গলিজ, পুরনো-জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড ও কঙ্কালের স্তূপ। বললেন, হে আবূ-হুরায়রাহ্! এই খুপরিগুলোও তোমাদের মত কত লালসা, কত রকমের আশা পোষণ করতো। আজ দেখ, তা হাড্ডিসার হয়ে পড়ে আছে। তাদের চামড়াগুলো খাক হয়ে গেছে। এই যে ময়লার ডিপো দেখছো, এ হলো তোমাদের উদরের খাদ্যসমূহ, যা তোমরা বিভিন্ন জায়গা হতে উপার্জন করেছিলে এবং উদরে ভরেছিলে। কিন্তু পেট সেগুলো বাইরে ঢেলে দিয়েছে। মানুষ আজ তাদের দেখে ঘৃণা করছে। আর এই জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড হচ্ছে তোমাদের পোশাক-আশাক যা তোমাদের দেহের শোভা ছিল। আজ তা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর এই যে কঙ্কালগুলো, এ সেই কঙ্কাল যার উপর ভর করে শহর-বন্দর চষে বেড়াচ্ছিলে। দুনিয়ার পরিণতির জন্য কারো যদি কাঁদতে ইচ্ছা হয়, তবে এ করুণ দশা দেখে সত্যি কাঁদা উচিত।—বর্ণনাকারী বলেন, হুযূরের এ কথা শ্রবণে আমাদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেলো।

দাউদ ইব্নে হেলাল (রহঃ) বলেন, ইব্রাহীমী সহীফাসমূহে লেখা ছিল ঃ হে দুনিয়া! দেখ, নেক মানবদের চোখে তুমি কত মূল্যহীন, অথচ

www.banglakitab.weebly.com

তুমি তাদের শোভা-সৌন্দর্য ছিলে। কিন্তু, আমি তাদের অন্তরে তোমার প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করেছি, তাদেরকে তোমা থেকে দূরে রেখেছি। ঘৃণ্য ও ধ্বংসশীল বস্তুনিচয়ের মধ্যে তোমাকেই আমি সর্বাধিক নিকৃষ্ট করে সৃষ্টি করেছি। আমার ফয়সালা এই যে, তুমি কারো জন্য চিরস্থায়ী হবে না এবং কেউ তোমার চিরসাথী হবে না ; চাই দুনিয়াদার লোকেরা যত কার্পণ্য-কঞ্জুসীই করুক না কেন। আর যাদের হৃদয় সত্য, খাঁটিত্ব, সত্যের উপর মজবুতি ও অবিচলতা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্টির দৌলতে পরিপূর্ণ, সেই নেক্-মানবদের প্রতি আমার সুসংবাদ। তাদের জন্য আমার অন্যতম পুরস্কার এই যে, কবর হতে উত্থানকালে তাদের সম্মুখে থাকবে নূর ও জ্যোতি এবং ফেরেশ্‌তাগণ চতুর্দিক হতে তাদের বেষ্টন করে রাখবে। এভাবে তাদেরকে আমার 'রহ্‌মত' পর্যন্ত পৌছিয়ে দিবে—অন্তরে যে রহ্‌মতের তারা আশা পোষণ করছিল।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ পাক দুনিয়াকে সৃষ্টি করার পর তা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত ছিল। আল্লাহ্ পাক তার প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করেন নাই। কিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্‌কে বলবে ঃ হে মহান প্রতিপালক! আপনার ওলীদিগের মধ্যে আমার কিছু অংশ বিতরণের জন্য আজ আমায় অনুমতি দিন। আল্লাহ্ বলবেন, ওরে নিকৃষ্ট, তাদেরকে তোর মত নিকৃষ্টের কিছু অংশ দিতে দুনিয়াতেই আমি রাজী ছিলাম না। আজ (ওদের পরম ইয্যত ও পুরস্কার দিবসে) কিভাবে তাতে আমি সম্মত হতে পারি?

বর্ণিত আছে, হযরত আদম (আঃ) যখন নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন, তখন তার পেটের ভিতর মল নিঃসারণের জন্য মোড় দিয়ে উঠে। এ ত্রুটি বেহেশ্‌তের বৃক্ষরাজির মধ্যে অন্য কোনটিতে ছিল না। বস্তুতঃ এজন্যই নিষেধ করা হয়েছিল। যাক, হযরত আদম (আঃ) তখন বেহেশ্‌তের মধ্যে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগলেন। আল্লাহ্ পাক জনৈক ফেরেশ্‌তাকে বললেন, আদমকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, সে চায় কি? তিনি জবাব দিলেন, কষ্টদায়ক গলীয় বাইরে নিক্ষেপ করতে চাই। আল্লাহ্ পাক ফেরেশ্‌তাকে বললেন, জিজ্ঞাসা কর, কোথায় ফেলতে চায়, ফরাশের উপর না পালংকের উপর? নাকি নহরের মাঝে না বৃক্ষের ছায়ায়? এ কাজের উপযুক্ত কোন স্থান আছে বেহেশ্‌তের

www.banglakitab.weebly.com

মাঝে? নাই। এজন্যই তাকে দুনিয়াতে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন এমন বহু লোককেও হাজির করা হবে যাদের আমল হবে তেহামার পাহাড় সম ; কিন্তু তাদের দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তারা কি নামাযী? তিনি বললেন, হাঁ, তারা নামাযও পড়বে রোযাও রাখবে। কিন্তু রাত্রিকালে পাপে লিপ্ত হবে এবং দুনিয়া লাভের সুযোগ পেলে লাফিয়ে ছুটবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক খুৎবায় বলেছিলেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ بَيْنَ اَجَلٍ قَدْ مَضٰى لَا يَدْرِىْ مَا اللّٰهُ صَانِعٌ فِيْهِ وَبَيْنَ اَجَلٍ قَدْ بَقِىَ لَا يَدْرِىْ مَا اللّٰهُ قَاضٍ فِيْهِ فَلْيَتَزَوَّدِ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهٖ لِنَفْسِهٖ وَمِنْ دُنْيَاهُ لِاٰخِرَتِهٖ وَمِنْ حَيَاتِهٖ لِمَوْتِهٖ وَمِنْ شَبَابِهٖ لِهَرَمِهٖ فَاِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَاَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْاٰخِرَةِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ وَلَا بَعْدَ الدُّنْيَا مِنْ دَارٍ اِلَّا الْجَنَّةُ اَوِ النَّارُ

মু'মিন দু' প্রকার ভয়ের মাঝখানে জীবন কাটায় ঃ এক. অতীত জীবনের ভয়। কারণ, সে জানে না, অতীতের কার্যকলাপের জন্য আল্লাহ্ পাক কি ফয়সালা করেন। দুই. অবশিষ্ট জীবনের ভয়। কারণ, সে সম্পর্কেও আল্লাহ্র কি ফয়সালা তা জানা নাই। এজন্যই বান্দার উচিত এ দীর্ঘ পথের সম্বল যোগাড় করা, দুনিয়াতেই আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা, বেঁচে থাকতে মৃত্যুর সামান সঞ্চয় করা, যৌবনেই বার্ধক্যের জন্য বিহিত ব্যবস্থা করা। কারণ, দুনিয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের জন্য আর তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে আখেরাতের জন্য। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, মৃত্যুর পরে ক্লান্তি-শ্রান্তির কোন কাজ আর নাই এবং দুনিয়ার পরে বেহেশ্ত

www.banglakitab.weebly.com

বা দোযখ ছাড়া দ্বিতীয় কোন ঘর-বাড়ী নাই।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, আগুন আর পানি যেমন এক পাত্রে একত্রিত হতে পারে না, তদ্রূপ মু'মিনের দিলে দুনিয়া ও আখেরাতের মহব্বতও সমান শিকড় গাড়তে পারে না।

বর্ণিত আছে, হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) হযরত নূহ্ (আঃ)-কে বলেছিলেন, নবীকুলের মধ্যে সর্বাধিক দীর্ঘজীবি হে নবী! দুনিয়াকে আপনি কেমন পেলেন? তিনি বললেন, যেমন অনেকগুলো দরজাবিশিষ্ট একটা ঘর—যার এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আর এক দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলাম।

কেউ হযরত ঈসা (আঃ)-কে বলেছিল, থাকার একটা ঘর বানিয়ে নিন না। তিনি জবাব দিলেন, আমার পূর্ববর্তীরা যে ঘর বানিয়ে রেখে গেছে, আমার জন্য যথেষ্ট।

হযরত হাসান (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মাঝে আগমন করলেন। বললেন, তোমরা কি চাও যে, তোমাদের অন্ধত্ব দূর হয়ে তোমরা চক্ষুষ্মান হয়ে যাও? মনে রেখো, যে যে-পরিমাণ দুনিয়ার মোহগ্রস্ত হয় এবং দীর্ঘ আশা পোষণ করে, আল্লাহ্ পাক সে-অনুযায়ী তার দিলকে অন্ধ করে দেন। আর যে দুনিয়া-বিমুখ হয় এবং আশাকে স্বল্প ও সংযত রাখে, আল্লাহ্ পাক তাকে শিক্ষা করা ছাড়াই ইলম্ দান করেন, কারো বাতলানো ছাড়াই হিদায়তের সরল পথ-প্রাপ্ত করেন। মনে রেখো, তোমাদের পর এমন কিছু লোকের জন্ম হবে যাদের রাজত্ব হবে হত্যা ও অত্যাচারের রাজত্ব। গর্ব ও কার্পণ্যই হবে তাদের বড় সম্পদ; মনের কু-পরামর্শাদির অনুসরণই হবে তাদের 'ভালবাসা'। মনে রেখো, কেউ যদি সেই যমানা পাও তবে ধনবান হওয়ার ক্ষমতা সত্ত্বেও দারিদ্র্য নিয়েই ছবর করবে। অসৎদের সাথে মহব্বতের ক্ষমতা থাকলেও তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণকেই মেনে নিও, পরাক্রমের ক্ষমতা সত্ত্বেও দূর্বল থাকাই মেনে নিও। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই যদি হয় এ সবকিছুর একমাত্র উদ্দেশ্য, তা' হলে আল্লাহ্ পাক তাকে পঞ্চাশ সিদ্দীকিনের বরাবর ছওয়াব দান করবেন।

বর্ণিত আছে, একদা মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতসহ প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত

www.banglakitab.weebly.com

হচ্ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) তখন কোন আশ্রয় খুঁজছিলেন। দূর হতে একটা তাঁবু দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখেন, তাঁবুর মধ্যে রয়েছে একজন মেয়ে মানুষ। তাই সেখান থেকে সরে আসেন। অতঃপর পাহাড়ের একটা গুহা লক্ষ্য করে সেখানে চলে যান। গিয়ে দেখেন, গুহার মধ্যে এক সিংহ। তিনি তার পিঠে হাত রেখে দো'আ করতে লাগলেন ঃ 'হে আল্লাহ্! সবার জন্যই আপনি কোন আশ্রয়স্থল রেখেছেন। কিন্তু আমার কোন আশ্রয়ঘাঁটি নাই। আল্লাহ্ পাক তখন ওহী নাযিল করলেন, হে ঈসা! আমার রহমতই তোমার আশ্রয়ঘাঁটি। ক্বিয়ামতের দিন আমার হাতে সৃষ্ট একশত হূরের সঙ্গে তোমাকে বিবাহ দেবো। চার হাজার বছর নাগাদ তোমার ওলীমার খানা খাওয়াবো—যার এক একটি দিন হবে দুনিয়ার বয়সের সমান। আমি ঘোষণাকারীদের হুকুম করবো, তারা ঘোষণা করবে ঃ কোথায় দুনিয়াত্যাগী বান্দারা? হে দুনিয়াত্যাগী যাহেদগণ! ঈসা ইব্নে মরিয়মের শাদী-মোবারকে অংশগ্রহণ করুন।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ দুনিয়াদারদের বরবাদির জন্য আক্ষেপ! কিভাবে তাদের মৃত্যু হবে? ধোকার দুনিয়া, শোভা-সৌন্দর্য ও যাবতীয় মালিকানা ত্যাগ করে রওনা হতে হবে। ধোকাগ্রস্তদের প্রতি আক্ষেপ! কি হালত হবে যখন তারা তাদের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি (আযাব) দেখবে আর যা (দুনিয়া) ছিল তাদের পরম বাঞ্ছিত তা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কারণ, প্রতিশ্রুত সেই দিনটি আসবেই। ——দুনিয়াই যার একমাত্র ধান্দা আর আমল বলতে শুধু গুনাহ্ আর গুনাহ্—হায়, কি ধ্বংসাত্মক পরিণাম হবে তাদের। পাপের প্রায়শ্চিত্তে তাদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হবে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করেছিলেন ঃ 'হে মূসা! যালিমদের ঘরের সাথে তোমার কিসের সম্পর্ক? তা তোমার ঘর কিছুতেই নয়। এই ঘরের খেয়াল তুমি দিল থেকে বের করে দাও, দূর করে ফেল। যালিমদের ঘর জঘন্য ঘর। হাঁ যে-ব্যক্তি সেখানে নেক আমল করে তার জন্য তা' কল্যাণময় ঘর বটে। হে মূসা! আমি যালিমদের জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছি। আমি মযলূমের প্রতিশোধ অবশ্যই নিবো।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ-

www.banglakitab.weebly.com

উবাইদাহ্ ইবনুল-জাররাহ্ (রাযিঃ)-কে বাহ্‌রাইনে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বহু মালামাল সহ বাহ্‌রাইন থেকে ফিরে আসেন। আনসারগণ এ খবর শুনলেন এবং হুযূরের সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর তাদের দিকে মুখ করে বসলেন। তিনি তাদের দেখে মৃদু হেসে বললেন, আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ যে, আবূ-উবাইদাহ্ কিছু নিয়ে এসেছে। তারা বললেন, জ্বী-হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! অতঃপর তিনি ইরশাদ করলেন, ঠিক আছে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং আল্লাহ্ যা কিছু দান করেন তার আশা রাখ। কিন্তু, আল্লাহ্‌র কসম, দারিদ্র্যকে আমি তোমাদের জন্য আশংকাজনক মনে করি না। বরং আমার ভয় হয় যে, না-জানি তোমাদেরকে দুনিয়ার বিপুল ভাণ্ডারের অধিকারী করে দেওয়া হয়, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের বেলায় তা' ঘটেছিল। অতঃপর তোমরা দুনিয়া-কামাইর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে যাও, যেভাবে তারা অবতীর্ণ হয়েছিল। পরিণামে দুনিয়া তোমাদের ধ্বংস করে দেয়, যেভাবে তাদের ধ্বংস করেছিল।

হযরত আবূ-সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যে-জিনিসটিকে তোমাদের জন্য সর্বাধিক ভীতিপ্রদ মনে করি, তা-হলো, আল্লাহ্ কর্তৃক পৃথিবীর বরকত-ভাণ্ডার খুলে দেওয়া। জিজ্ঞাসা করা হলো, পৃথিবীর বরকত-ভাণ্ডার মানে? তিনি বললেন, দুনিয়ার ধন-সম্পদ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিজেদের অন্তরসমূহকে দুনিয়ার ভাবনায় মশগুল রেখো না। দুনিয়া উপার্জন দূরের কথা, দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনা থেকেও তিনি নিষেধ করেছেন।

হযরত আম্মার বিন সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত ঈসা (আঃ) এক বস্তির উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে, বস্তিবাসীরা ঘরের আঙ্গিনায় ও রাস্তার মধ্যে লাশ হয়ে পড়ে আছে। তিনি বলে উঠলেন ঃ হে আমার হাওয়ারী দল! আল্লাহ্‌র গযব এদের মৃত্যু ঘটিয়েছে। তা' না-হয়ে যদি অন্য কিছু হতো তা'হলে অবশ্যই তারা দাফনকৃত থাকতো। তারা বললেন, হে রূহুল্লাহ্! এদের কি খবর তা' জানতে আমাদের আগ্রহ। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট এ মর্মে দো'আ করলেন। আল্লাহ্ পাক ওহী

www.banglakitab.weebly.com

করলেন যে, রাত্রি এলে ওদের আওয়ায দিও, ওরা তোমাকে জবাব দিবে। রাত্রিবেলা তিনি তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ হে বস্তিবাসীরা! জবাব এলো, লাব্বাইক ইয়া রূহুল্লাহ্। তিনি বললেন, বল দেখি, তোমাদের কি ঘটনা? তাদের একজন বললো, আমরা নিরাপদে রাত যাপন করছিলাম। সকাল হলেই আমরা এ লাঞ্ছনার শিকার হলাম। তিনি বললেন, এর কারণ কি? বললো, দুনিয়ার ভালবাসা আর না–ফরমানদের অনুকরণ–অনুসরণ। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা দুনিয়াকে কিরূপ ভালবাসতে? জবাব এলো ঃ যেভাবে শিশু তার মা–কে ভালবাসে। মা কাছে আসলে সে আনন্দিত হয় আর চলে গেলে সে বিষন্ন হয়ে যায় এবং কান্না আরম্ভ করে—আমাদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। আবার জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা, তোমার সঙ্গীদের কি অবস্থা? তারা যে কোন জবাব দিচ্ছে না? সে বললো, কারণ, তারা নিষ্ঠুর–নির্দয়–কঠিনপ্রাণ ফেরেশ্তাদের হাতে 'আগুনের লাগাম' পরানো অবস্থায় রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, তা' হলে তুমি কিভাবে জবাব দিচ্ছো? সে বললো, কারণ, আমি তাদের মাঝে বাস করতাম বটে, তবে আমি তাদের অনুসারী ছিলাম না। কিন্তু, যখন তাদের উপর আযাব আসলো তা' আমাকেও গ্রাস করলো। আমি এখন জাহান্নামের তীরে পড়ে আছি, জানিনা আমার মুক্তি হবে, নাকি মস্তক নিম্নমুখী করে জাহান্নামেই নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর হাওয়ারীদিগকে বললেন ঃ মোটা লবন দিয়ে রুটি খাওয়া, মোটা কাপড় পরিধান করা এবং আঁস্তাকুড়ের নিদ্রাও অনেক বড় কিছু—যদি তাতে অন্তরের শান্তি ও দোজাহানের কল্যাণ থাকে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর উষ্ট্রী 'আয্বা' (এত দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিল যে,) কেউ তার আগে যেতে পারতো না। একদা জনৈক বেদুঈনের উষ্ট্রী আয্বা–র আগে চলে গেলে সাহাবীদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহ্ পাকের বিধান যে, যে–কোন বস্তুর উত্থানের পর আবার তিনি তার পতন ঘটান, (জোয়ারের পর ভাটাও সৃষ্টি করেন)।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ সাগরের তরঙ্গের উপর কি কেউ প্রাসাদ নির্মান করে? দুনিয়াটাও ঠিক অনুরূপ। তাই, এখানে 'সুখের নীড়' গড়তে

www.banglakitab.weebly.com

যেওনা। লোকেরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে বলেছিল যে, আপনি আমাদিগকে এমন একটা ইল্‌ম শিখিয়ে দিন যার ফলে আল্লাহ্ পাক আমাদের মহব্বত করবেন। তিনি উত্তর দিলেন, দুনিয়াকে ঘৃণা কর তা' হলে আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন।

হযরত আবু-দারদা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যা আমি জানি তা যদি তোমরা জানতে তা' হলে তোমরা কম হাসতে, বেশী বেশী কাঁদতে এবং দুনিয়া তোমাদের চোখে মূল্যহীন হয়ে যেত ; আখেরাতকে তোমরা সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিতে। হযরত আবু-দারদা (রাযিঃ) উক্ত হাদীস শোনানোর পর নিজের পক্ষ থেকে বললেন, যা আমি জানি তা যদি তোমরা জানতে তা' হলে তোমরা জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিতে, নিজেদের জীবনের জন্য অশ্রু ঝরাতে, যাবতীয় সম্পদ-সম্পত্তি তোমরা পাহারাদার বিহীন ফেলে রাখতে, অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া সেসবের কোন খোঁজ-খবরই নিতে না। কিন্তু, ব্যাপার হলো, দুনিয়ার মোহ-মায়া তোমাদের মন থেকে আখেরাতের চিন্তা-ভাবনা মুছে দিয়েছে। ফলে, দুনিয়া তোমাদের প্রভু আর তোমরা তার গোলামে পরিণত হয়েছ। তোমরা যেন আজ নির্বোধদের দলভুক্ত। চতুষ্পদ জন্তুরা যেমন পরিণাম চিন্তা করে কোন বিপদজ্জনক পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকে না—আজ তোমাদের অনেকের অবস্থা অবিকল সে-রকম। তোমরা একই দ্বীনের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের মাঝে পারস্পরিক ভালবাসা, কল্যাণকামিতা নাই। আসলে তোমাদের অন্তর বড় জঘন্য, সেই জঘন্য মন-মানসিকতাই তোমাদিগকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তোমরা সবাই যদি সৎ ও নেক হয়ে যেতে তা' হলে অবশ্যই তোমাদের মাঝে সম্প্রীতি গড়ে উঠতো। তোমাদের হলো কি, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে যেমনটা উদ্দীপিত হও, অন্যদেরও তাতে সহায়তা কর কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে তোমাদের মাঝে সেই উৎসাহ অনুরাগের আদান-প্রদান পরিলক্ষিত হয় না। তোমরা তোমাদের প্রিয়জনদের নসীহত কর না। এটা তোমাদের অন্তরে ঈমানের দূর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়। দুনিয়াতে লাভ-ক্ষতিকে যেরূপ বিশ্বাস কর, আখেরাতের লাভ-ক্ষতি, শান্তি-অশান্তিকে যদি সে-রকম বিশ্বাস করতে, তা'হলে নিশ্চয়ই তোমরা আখেরাতের কাজের প্রাধান্য দিতে—সবকিছুর উর্ধ্বে জানতে। কারণ, আখেরাতের চেতনা

www.banglakitab.weebly.com

জীবনের সবকিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তার করে। যদি এই প্রশ্ন তোল যে নগদের প্রতি আকর্ষণ স্বভাবতই প্রবল থাকে ; তা' হলে বলবো, তোমরা দুনিয়ার বহু নগদ স্বার্থকে কোন বিলম্বিত স্বার্থের জন্য জলাঞ্জলি দিচ্ছো, পরন্তু সেজন্য কঠিন পরিশ্রমও করে চলেছো। অথচ, এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তা তোমাদের হাতে আসার নিশ্চয়তা থাকে না। এ–তো জ্বলন্ত সত্য। তাই বড়ই নিকৃষ্ট সমাজ তোমরা, আজও তোমরা তোমাদের ঈমানকে বলিষ্ঠ ও যৌবন–প্রাপ্ত করতে পার নাই। আর যদি তোমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর আনীত দ্বীন সম্পর্কেই সন্দেহের শিকার হয়ে গিয়ে থাক তা' হলে আস, তোমাদের সেই নূর ও আলোকোজ্জ্বল পথ দেখিয়ে দিই যা তোমরা আন্তরিকভাবে মানতে বাধ্য হবে। তোমরা এতটা নির্বোধ নও যে, তোমাদের নির্দোষ কিংবা দায়িত্বমুক্ত বলা যেতে পারে। দুনিয়ার কার্যাবলীর ক্ষেত্রে তো তোমরা পাকা বুদ্ধির পরিচয় পেশ কর। সেক্ষেত্রে তো কোন অসাবধানতা বা নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায় না। কি আশ্চর্য! দুনিয়ার সামান্য অংশ লাভেও তোমরা উল্লাসে ফেটে পড় আর সামান্য ক্ষতির জন্য দুঃখিত হও এবং তা তোমাদের চোখে মুখে, কথা–বার্তায়ও ফুটে উঠে। নিজেদেরকে বড় বিপদগ্রস্ত বলে চিৎকার শুরু করে দাও। অথচ তোমাদের অধিকাংশরাই দ্বীনের প্রায় সবকিছুই বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু কই, তাদের চেহারায় বা হাল–অবস্থায় কোন বিষন্নভাব দেখা যায় না। আমার মনে হয়, আল্লাহ্ পাক তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চলেছেন।

তোমাদের অবস্থা হলো, তোমরা পরস্পর হাসি–মুখে মিলিত হও, কারো সাথে এমন আচার–আচরণ থেকে বিরত থাক যা তার কাছে অপছন্দীয়। যাতে সে তোমার সাথে কোন অবাঞ্ছিত আচরণ না করে সেজন্যই তুমি অনুরূপ কর, অথচ, হিংসা–বিদ্বেষে ভিতরটা ভর্তি হয়ে আছে। তোমাদের কামনা–বাসনার বহর অনেক দীর্ঘ। মৃত্যুকে সম্পূর্ণ ভুলে বসেছ। মন চায়, আল্লাহ্ পাক আমাকে তোমাদের থেকে মুক্ত করেন এবং যাদের দীদারের জন্য আমি পাগলপারা, তাদের কাছে যেন আমাকে পৌছিয়ে দেন। যদি তাঁরা বেঁচে থাকতেন তবে তোমাদের মাঝে কিছুতেই তাঁরা টিকতে পারতেন না। আমার যা বলার ছিল আমি তা' বলে গেলাম ; সদিচ্ছা থাকলে এটুকুই

www.banglakitab.weebly.com

যথেষ্ট। তোমরা যদি সেই দৌলত খোঁজ কর যা আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে তবে খুব সহজেই তা' লাভ করতে পার। আমি আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করি।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ হে আমার বন্ধুগণ! তোমরা দ্বীনকে সুস্থ ও নিরাপদ রেখে দুনিয়ার সামান্য অংশের উপর সন্তুষ্ট থাক, যেভাবে দুনিয়াদারেরা তাদের দুনিয়াদারীকে সুস্থ ও নিরাপদ রেখে দ্বীনের সামান্য অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট রয়েছে।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ দুনিয়ার রাজা-বাদশা, আমীর-উমরারা সামান্য কিছু দ্বীনদারী নিয়েই তুষ্ট, অথচ জাগতিক সুখ-সম্ভোগের বেলায় তো তাদের অল্পের উপর তুষ্ট থাকতে দেখলাম না। অতএব, হে খোদাপ্রেমিক! যেভাবে ওরা দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরেছে, তুমিও তদ্রূপ ওদের দুনিয়াকে তাচ্ছিল্যভরে দূরে নিক্ষেপ করে দিয়ে দ্বীনকে আঁকড়ে ধর।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ হে দুনিয়ার ভিক্ষুক! তুমি নেক হতে চেষ্টা কর। আর নেক হতে হলে তুমি দুনিয়া ত্যাগ কর।

আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পরে তোমাদের কাছে 'দুনিয়া' আসবে এবং তা তোমাদের ঈমানকে সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলবে যেভাবে আগুন শুকনো কাষ্ঠকে খেয়ে সাবাড় করে।

আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে ওহীযোগে বলেছিলেন, হে মূসা! দুনিয়ার মহব্বতে জড়িয়ে পড়ো না। কারণ, এর চাইতে জঘন্য পাপ আর নাই। একবার হযরত মূসা (আঃ) কোথাও যাওয়ার পথে জনৈক ব্যক্তিকে কাঁদতে দেখলেন। আবার ফিরার সময়ও অনুরূপ ক্রন্দনরত দেখতে পেলেন। হযরত মুসা (আঃ) বললেন ঃ পরওয়ারদেগার! তোমার বান্দা তোমার ভয়ে কাঁদছে। আল্লাহ্ পাক বললেন ঃ হে ইব্‌নে ইমরান! তার চোখের পানির সঙ্গে তার মগজও যদি গলে গলে প্রবাহিত হয় এবং মুনাজাতে হাত তুলে রাখতে রাখতে হস্তদ্বয় যদি সম্পূর্ণ অকেজোও হয়ে যায় ; তবু তাকে ক্ষমা করবো না যতক্ষণ সে দুনিয়াকে মহব্বত করবে।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, যে-ব্যক্তি ছয়টি গুণের অধিকারী হবে, জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম হতে মুক্তির আর কোনও পথ তাঁকে খুঁজতে

www.banglakitab.weebly.com

হবে না ঃ অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌কে চিনলো এবং তার আনুগত্য করলো ; শয়তানকে চিনলো এবং তার অবাধ্যতা করলো ; সত্যকে চিনলো এবং তার অনুসরণ করলো ; বাতিলকে চিনলো এবং তা থেকে বিরত রইলো ; দুনিয়াকে চিনলো এবং তাকে দূরে নিক্ষেপ করলো ; আখেরাতকে চিনলো এবং আখেরাত অন্বেষণে মশগুল হলো।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্ পাক রহমত বর্ষণ করুন ঐ সকল লোকদের প্রতি, যাদের হাতে দুনিয়া অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা দুনিয়ার আমানত বহনের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের হাতে তা সোপর্দ করে দিয়ে নিজের বোঝা হালকা করে নিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, কেউ যদি তোমার সাথে দ্বীনের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করে তা' হলে তুমিও তার সাথে প্রতিযোগিতা কর। আর যদি দুনিয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় নামে তবে দুনিয়ার বোঝাটা তার গর্দানে তুলে দাও।

হযরত লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে বলেছিলেন, প্রিয় বৎস! দুনিয়া এক গভীর সাগর, অসংখ্য মানুষ তাতে ডুবে ধ্বংস হয়েছে। অতএব, এ অকূল সাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য তুমি তাক্ওয়ার নৌকা তৈরী কর, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান দ্বারা সেই নৌকা ভর্তি কর এবং সে নৌকার নোঙর হবে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল। তবেই তুমি নাজাত পেতে পার। কিন্তু আমার মনে হয় না যে তুমি নাজাত পেতে পারবে।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন, এ আয়াত সম্পর্কে আমি যতই ভাবি, আমার ভাবনা কেবল দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে থাকে ঃ

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝

'যমীনের উপরের বস্তুনিচয়কে আমি যমীনের জন্য 'সৌন্দর্য-শোভা' করেছি। এভাবে আমি মানুষদের পরীক্ষা করে দেখবো যে তাদের কারা কারা আমল ও জীবনকে সুন্দর করে। অনন্তর যমীনের উপরের সবকিছুকে অচিরেই আমি শূন্য ময়দানে পরিণত করবো।' (কাহ্‌ফ ঃ ৭, ৮)

www.banglakitab.weebly.com

কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, আজ তুমি জগতের যে বস্তুর মালিক হচ্ছো, লক্ষ্য কর, তোমার পূর্বে অন্য কেউ এর মালিক ছিল, তোমার পরেও অন্য কেউ এর মালিক হবে। তোমার বলতে দুনিয়াতে শুধু রাতের এক বেলা খানা ও দিনের এক বেলা খানা ছাড়া আর কিছুই নাই। তাই, মাত্র এক গ্রাস খাবারের জন্য নিজেকে তুমি ধ্বংস করে ফেলো না। রোযাদারের খানা-পানির মত তুমি দুনিয়া ত্যাগের রোযা রাখ এবং আখেরাতে গিয়ে ইফতার করো। দুনিয়ার মূলধন হলো খাহেশাত, কামনা-বাসনা। এর লভ্যাংশ হলো জাহান্নাম।

জনৈক রাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, যমানাকে আপনি কেমন মনে করেন? তিনি বললেন, যমানা মানবদেহকে পুরানো করে দেয়, নতুন নতুন আশার জালে আবদ্ধ করে, মৃত্যুকে নিকটবর্তী করে ; কিন্তু মাকসূদকে দূরে সরিয়ে রাখে। প্রশ্ন করা হলো, তা' হলে যমানার লোকদের সম্পর্কে আপনার কি মন্তব্য? তিনি বললেন, সাফল্য অর্জনকারীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আর ব্যর্থকামীরা কষ্টকর পরিশ্রমে লিপ্ত আছে। জনৈক বুযুর্গ এ কথাটাই বলেছেন এ ভাবে ঃ 'দুনিয়ার কিছু সুখ সুবিধার জন্য যাকে আজ তুমি পঞ্চমুখ দেখতে পাচ্ছ, অচিরেই দেখতে পাবে, সেই ব্যক্তিটাই দুনিয়াকে কিরূপ গাল-মন্দ করছে। দুনিয়া হাসিলে যে ব্যর্থ হয়েছে, সে শুধুই আক্ষেপ করতে থাকে। আর দুনিয়া যাকে ধরা দিয়েছে, অন্তহীন চিন্তা-ভাবনা তাকে গ্রাস করেছে।'

কোন জ্ঞানীজন বলেছেন, এক সময় দুনিয়া ছিল কিন্তু আমি ছিলাম না। আবার এক সময় দুনিয়াও যাবে, আমিও থাকবো না। তাই, দুনিয়াতে আমি মন লাগাবো না। কারণ, দুনিয়ার সুখ-শান্তি ক্ষণস্থায়ী, এর স্বচ্ছ বস্তুটাও ময়লাযুক্ত। দুনিয়াবাসীরা খোদ দুনিয়ার পক্ষ হতেই বহু আশংকাগ্রস্ত। হয়তঃ প্রাপ্ত নে'আমত হারানের কিংবা কোন অজানা বিপদে আক্রান্ত হবার কিংবা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আশংকা সর্বক্ষণ।

জনৈক জ্ঞানী বলেছেন, দুনিয়ার একটা দোষ এই যে, সে কোন হকদারকেই তার আসল প্রাপ্য আদায় করে দেয় না। হয়ত প্রাপ্যের চাইতে কম দিবে অথবা ক্ষমতারও বেশী ঘাড়ে চাপিয়ে দিবে।

সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার তাবৎ ভোগ্য বস্তুনিচয় যেন

www.banglakitab.weebly.com

গযবগ্রস্ত। কারণ, তা কেবল অযোগ্যদেরই হস্তগত হয়। তোমরা কি বিষয়টা লক্ষ্য কর না?

সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন ঃ দুনিয়ার মহব্বতে পড়ে যে দুনিয়া হাসিলের চেষ্টা করে, যত পাবে ততই আরও দুনিয়া লাভের মোহগ্রস্ত হবে। অনুরূপ যে আখেরাতের মহব্বতে আখেরাত চায়, আখেরাতের পথে তার যতই অগ্রগতি সাধিত হবে ততই তার আগ্রহ ও চেষ্টার তীব্রতা আরও বেড়ে যাবে। তাই, না এইটির কোন শেষ আছে, না সেইটির কোন শেষ আছে।

এক ব্যক্তি আবু হাযেম (রহঃ)–কে বলল, হুযূর! আমি তো দুনিয়ার মোহে আক্রান্ত ; অথচ দুনিয়া আমার বাড়ী নয়। তিনি বললেন, 'দেখ, আল্লাহ্ পাক তোমাকে যা–কিছু দান করেছেন, তার হালালটুকুই তুমি গ্রহণ কর এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তা' খরচ কর। তা' হলে দুনিয়ার মোহ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' এভাবে জবাব দানের কারণ এই যে, এতটুকুর জন্যও যদি তাকে শাসাতেন তা' হলে তার উপর এতটা চাপ পড়তো যে, দুনিয়ার প্রতি চরম অতিষ্ঠতা পয়দা হয়ে দুনিয়া হতে বের হয়ে যাওয়ার পথ খুঁজতে শুরু করতো।

ইয়াহ্ইয়া বিন মু'আয (রহঃ) বলেন, দুনিয়া শয়তানের দোকান। সে দোকান থেকে কিছু চুরি করো না। অন্যথা তার মালের সন্ধানে এসে তোমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন, দুনিয়া যদি স্বর্ণেরও হতো যা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর আখেরাত যদি মাটির ঢেলাও হতো যা চিরদিন থাকবে, তা'হলে ধ্বংসশীল স্বর্ণের পরিবর্তে চিরস্থায়ী মাটির ঢেলা গ্রহণই হতো আমার যথোচিত কর্তব্য। অথচ, আজ আমরা চিরস্থায়ী স্বর্ণের পরিবর্তে ধ্বংসশীল মাটির ঢেলাই তুলে নিচ্ছি। কি হবে আমাদের অবস্থা?

আবু হাযেম (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার ব্যাপারে তোমরা সাবধান থাক। কারণ, আমার কাছে এইমর্মে একটি রেওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, কেউ যদি দুনিয়াকে বড় জানে, তা' হলে কাল কিয়ামতের মাঠে তাকে হাযির করা হবে এবং বলা হবে ঃ আল্লাহ্ যাকে ঘৃণা করতেন এই লোকটা তাকে বড় বলে জানতো।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত ইব্নে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, প্রতিটি মানুষই মেহমান, আর তার মালও ধারকৃত। মেহমানকে বিদায় হতে হবে। ধারকৃত মালও মালিকের হাতেই ফেরত যাবে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا الْمَالُ وَالْاَهْلُوْنَ اِلَّا وَدِيْعَةٌ
وَلَا بُدَّ يَوْمًا اَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ

'মাল ও আত্মীয়-স্বজন সবই আমানত। আর আমানত অতি অবশ্যই ফেরত দিতে হয়।'

হযরত রাবে'আ (রহঃ) তাঁর কতিপয় শাগরেদকে দেখতে পেলেন, তারা দুনিয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন এবং দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছেন। তিনি বললেন, হে, তোমরা চুপ কর, দুনিয়ার আলোচনা বন্ধ কর। দুনিয়ার প্রতি কোন গুরুত্ববোধ যদি তোমাদের অন্তরে না থাকতো, তা' হলে দুনিয়া সম্পর্কে এত বেশী আলোচনাও করতে না। যে যাকে ভালবাসে, তার কথা বেশী বেশী মুখে আসে।

হযরত ইব্রাহীম ইব্নে আদ্হাম (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন ঃ 'আমরা নিজেদের দ্বীনকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তদ্দ্বারা দুনিয়ার দেহে তালি দিচ্ছি। এতে আমাদের দ্বীনও ধ্বংস হচ্ছে, তালিযুক্ত দুনিয়াও ধ্বংস হচ্ছে। তাই, বড় ভাগ্যবান সেই বান্দা, যে তার পালনকর্তা আল্লাহ্কে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় দুনিয়াকে কোরবান করেছে।'

এ সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে ঃ 'আমি দেখেছি, দুনিয়া অন্বেষণকারী যত দীর্ঘজীবনই লাভ করুক এবং যত আরাম ও সুখের প্রাচুর্যই গড়ে তুলুক না কেন, তার অবস্থা ঠিক ঐ ব্যক্তিরই মত যে কোন মযবুত ইমারত নির্মাণ করেছে। যখনই সে তার প্রাসাদে আরোহণ করলো, মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেলো। আরও কেউ বলেছেন ঃ 'ধর, দুনিয়া যদি আপনাতেই তোমার কাছে ধরা দেয়, একদিন কি তা তোমাকে ছেড়ে যাবে না? ওরে, দুনিয়া হলো ছায়ার মত। কিছুক্ষণ তোমাকে ছায়াদান করে হঠাৎ ঘোষণা করবে যে, আমি চললাম।'

www.banglakitab.weebly.com

হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, হে প্রিয় বৎস! আখেরাতের স্বার্থে তুমি দুনিয়াকে বিক্রি করে দাও। তা' হলে দুনিয়া–আখেরাত দু'টিতেই তুমি লাভবান হবে। কিন্তু দুনিয়ার স্বার্থে আখেরাতকে বিক্রি করো না। তা'হলে দুনিয়া–আখেরাতে দু'টিতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক দুনিয়াকে তিন ভাগ করেছেন, একভাগ মু'মিনের জন্য, একভাগ মুনাফিকের জন্য, একভাগ কাফেরের জন্য। তাই, মু'মিন নিজের সম্বল সংগ্রহে ব্যস্ত, মুনাফিক বিলাসের মোহগ্রস্ত, আর কাফেরগোষ্ঠী ভোগে মত্ত।

জনৈক বুযুর্গ বলেন, দুনিয়া মুর্দা লাশ। তাই, যে দুনিয়ার কোন অংশ চায়, সে যেন নিজেকে কুকুরদের সমাজভুক্ত থাকার জন্য প্রস্তুত রাখে। এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ 'হে দুনিয়ার সাথে বিবাহের প্রস্তাবকারী! এ প্রস্তাব হতে ফিরে আসাতেই তোমার মঙ্গল। যাকে তুমি আপন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করতে চাও, সে যে বড় গাদ্দার। বিবাহের অনতি পরেই তোমার জীবনে শোকের ছায়া নেমে আসবে।'

হযরত আবু–দার্দা (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়া যে আল্লাহ্র কাছে নিকৃষ্ট তার অন্যতম কারণ এই যে, আল্লাহ্র যত না–ফরমানী এ দুনিয়াতেই সংঘটিত হয়। আল্লাহ্র কাছে কিছু পেতে হলে দুনিয়াকে বর্জন করতেই হবে এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ 'কোন বুদ্ধিমান যদি দুনিয়াকে পরীক্ষা করে দেখে, তা'হলে স্পষ্টতঃই বুঝতে পারবে যে, দুনিয়া তার পক্ষে বন্ধুর লেবাসে শত্রু বৈ কিছু নয়।'

আরও বলা হয়েছে ঃ 'রাতের প্রথমাংশে সুখনিদ্রায় মগ্ন হে ব্যক্তি! বিপদ কখনও ভোররাতেও কিন্তু অবতীর্ণ হয়।' দিন–রাতের গমনাগমন ঐশ্বর্যশালী বহু জাতি–গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।' 'সময়ের পরিবর্তনধারা কত রাজা–বাদশাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, যারা কখনও উন্নতি–অবনতির বড় হোতা, ভাঙ্গা–গড়ার অগ্রজ নেতা ছিল।' 'ধ্বংসশীল দুনিয়ার সাথে আলিঙ্গনকারী হে মানুষ, যে দুনিয়ায় তুমি আজ সকালে কোথাও আছ তো সন্ধ্যাবেলা অন্য কোথাও।' 'কেন তুমি দুনিয়ার সাথে আলিঙ্গন করা বর্জন কর না। তবে তো তুমি জান্নাতুল–ফেরদাউসে আজনম কুমারী হূরদের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হবার সৌভাগ্য লাভ করতে। 'তুমি যদি জান্নাতুল–খুল্দের

www.banglakitab.weebly.com

চির-অধিবাসী হবার আশা পোষণ কর তাহলে জাহান্নাম থেকে নির্ভয় হওয়া তোমার উচিত হবে না।'

হযরত আবু-উমামা বাহেলী (রহঃ) বলেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবী হিসাবে আবির্ভূত হলেন, ইবলীসের লশকরেরা তার নিকট আগমন করে আরজ করলো, হুযূর, একজন নবী এসেছেন, নতুন এক উম্মতের আবির্ভাব হয়েছে। ইবলীস বলল, তারা দুনিয়াকে মহব্বত করে? লশকরেরা বলল, জ্বী হাঁ। ইবলীস বলল, তারা যদি দুনিয়াকে মহব্বত করে তবে মূর্তি পূজা না করলেও আমার কোন পরোয়া নাই। আমি প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় তিনটি বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে তৎপরতা চালাবো ঃ না-হক মাল উপার্জন ও ভক্ষণ করা, না-হক পথে খরচ করা, হক ও ন্যায়সঙ্গত পথে খরচ না করা। এ তিনটি বিষয়ই সকল অপকর্মের উৎস।

এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাযিঃ)-কে বলল, হে আমীরুল-মু'মিনীন! আমাদেরকে দুনিয়া সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন, এমন ঘর সম্পর্কে আমি কি বলবো? যার সুস্থ ব্যক্তিরা অসুস্থ হয়ে পড়ে, যারা সেখানে নিশ্চিন্ত থাকে তাদের লজ্জিত হতে হয়, যারা অভাবগ্রস্ত থাকে তাদের পেরেশান হতে হয়, আর যারা ধনী ও স্বনির্ভর তারা বহু সমস্যায় জর্জরিত। দুনিয়ার হালালেরও হিসাব হবে, হারামের জন্য আযাব হবে, সন্দেহযুক্ত মালের জন্যও শাসানো হবে। আর একবার তাঁকে দুনিয়ার পরিচয় দিতে বলা হলে তিনি বললেন, সংক্ষেপে বলবো না বিস্তারিতভাবে? উত্তর এলো, সংক্ষেপেই বলুন। অতঃপর তিনি বললেন, এর হালালেরও হিসাব হবে এবং হারামের জন্য আযাব হবে।

মালেক ইব্নে দীনার (রহঃ) বলেন, এই যাদুকারিণী দুনিয়া হতে সাবধান থাক, সে আলেমদের অন্তরেও তার যাদুর প্রভাব বিস্তার করে।

আবু-সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন, 'অন্তরে যদি আখেরাত থাকে তবে দুনিয়া তার বিরুদ্ধে লড়তে আসে। আর অন্তরে যদি দুনিয়া থাকে তবে আখেরাত তার মোকাবেলায় আসে না। কারণ, 'আখেরাত' ভদ্র আর দুনিয়া হচ্ছে কমীন ও অভদ্র।' কি সাংঘাতিক কথা? ছাইয়ার ইবনুল-হাকাম (রহঃ) আরও সাফ করে বলেছেন ঃ দুনিয়া আখেরাত উভয়ই অন্তরমাঝে

www.banglakitab.weebly.com

একত্রিত হয়। অতঃপর একটি বিজয়ী হলে আর একটি তার অনুগত দাসে পরিণত হয়।

মালেক ইব্নে দীনার (রহঃ) বলেছেন, 'তুমি যে পরিমাণ দুনিয়ার চিন্তায় পড়বে, সেই পরিমাণ আখেরাতের চিন্তা তোমার দিল হতে বের হয়ে যাবে। আসলে এটি হযরত আলী (রাযিঃ)-এর কথারই ভিন্ন অভিব্যক্তি। তিনি বলেছেন, দুনিয়া ও আখেরাত হলো জোড়া-সতীন। যে পরিমাণ একজনের প্রতি সন্তুষ্ট হবে, সেই পরিমাণ আর একজন থেকে বঞ্চিত হবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি এমন লোকদের দেখেছি যাদের চোখে এই দুনিয়া দু'পায়ে দলিত মাটির চেয়েও তুচ্ছ ছিল। তারা চিন্তাও করতেন না যে, দুনিয়া নামক সূর্যটা উদয় হলো না অস্ত গেলো। এদিকে এলো না সেদিকে গেলো।

এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-কে বললো, আল্লাহ্ পাক এক ব্যক্তিকে সম্পদশালী করেছেন। সে ঐ সম্পদ হতে দান-খয়রাত করে, আত্মীয়-স্বজনকেও দেয়। এ অবস্থায় এ সম্পদ দিয়ে সুখের জীবন-যাপন কি তার জন্য উচিত হবে? তিনি বললেন, না। সে যদি সমগ্র দুনিয়ার মালিক হয় তবুও জীবন রক্ষার পরিমাণই সে খরচ করবে। বাকী সব তার 'অভাবের দিনের' ক্বিয়ামতের জন্য জমা করবে।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন, দুনিয়াকে যদি অত্যন্ত সজ্জিত-সুশোভিত করেও আমার কাছে পেশ করা হয় এবং তা পুরাপুরি হালালও হয়, এমনকি আখেরাতে এর কোন হিসাবও না নেওয়া হয় তবুও আমি তাকে তদ্রূপ ঘৃণা করবো যেরূপ তোমরা কোন মুর্দা জানোয়ারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ঘৃণায় নাক চেপে ধর এবং কাপড় বাঁচিয়ে দ্রুত সরে যাও।

বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাযিঃ) যখন শাম দেশে গমন করলেন, হযরত আবূ উবাইদাহ্ ইব্নুল জার্‌রাহ্ (রাযিঃ) তাঁকে এগিয়ে নিতে এলেন। তিনি একটি উটের উপর সওয়ার ছিলেন যার লাগাম ছিল একটি রশি। অতঃপর তাঁদের মধ্যে সালাম-কালাম ও কুশল বিনিময় শেষে তিনি হযরত আবূ উবাইদার গৃহে তশরীফ নিলেন। ঘরের ভিতর একটি তলোয়ার, একখানা ঢাল ও একটি হাওদা ছাড়া আর কোন সামানই তিনি পেলেন না। বললেন, হে আবূ উবাইদাহ্! কিছু সামানও তো তৈরী করে নিতে

www.banglakitab.weebly.com

পারতে ; ভাল হতো না? আবু উবাইদাহ্ (রাযিঃ) বললেন, হে আমীরুল-মু'মিনীন, সেই নিদ্রালয় (কবর) পর্যন্ত এ' দিয়েই আমি পৌঁছতে পারবো।

হযরত সুফ্ইয়ান (রহঃ) বলেন, তোমার দেহের খোরাক দুনিয়া থেকে গ্রহণ কর, আর অন্তরের খোরাক আখেরাত হতে গ্রহণ কর।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম, বনী ইসরাঈল যে আল্লাহ্র উপর আবার মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছিল তার একমাত্র কারণ ছিল দুনিয়ার মহব্বত।

হযরত ওয়াহ্ব (রহঃ) বলেন, আমি কোন কিতাবে পড়েছি যে, দুনিয়া জ্ঞানীদের জন্য গণীমত, জাহেলদের জন্য গাফলতের সামান, দুনিয়া হতে বের না হওয়া পর্যন্ত তারা দুনিয়াকে চিনতে পারে না। সেদিন বুঝবে এবং আবার দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে, কিন্তু তা আর হবে না।

হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, হে বৎস! যেদিন তুমি দুনিয়াতে এসেছ সেদিন থেকেই দুনিয়াকে পিছনে ফেলতে শুরু করেছ এবং আখেরাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছ। তাই, যে ঘরের দিকে তুমি অগ্রসর হচ্ছ সে ঘর তোমার নিকটবর্তী। আর দুনিয়ার ঘর সেই তুলনায় অবশ্যই দূরবর্তী। (কথাটা মনে রেখো, ধ্যানে রেখো)।

সাঈদ ইব্নে মাসউদ (রহঃ) বলেন, যখন দেখতে পাও যে, কোন বান্দার দুনিয়া বেড়ে যাচ্ছে ও আখেরাত কমে যাচ্ছে আর সে এতে সন্তুষ্ট—বুঝবে যে, সে ধোকায় পড়েছে, অজ্ঞাতসারে আপন চেহারাকেই সে খেলার বস্তু বানিয়েছে।

হযরত আমর ইবনুল-আছ্ (রাযিঃ) একবার মিম্বরে বসে বলেন, আল্লাহ্র কসম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জিনিসকে বর্জন করে চলেছেন সে জিনিসের প্রতি তোমাদের মত এত মদমত্ত হতে আর কাউকে দেখিনি। তাঁর উপর তিনটি দিনও কখনও এভাবে অতিবাহিত হয়নি যখন সুখের চাইতে কষ্টের মাত্রা বেশী ছিল না।

হযরত হাসান (রহঃ) একদা এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ق ف

www.banglakitab.weebly.com

'দুনিয়ার জিন্দেগী তোমাদের যেন ধোকাগ্রস্ত না করে।'

(লুকমান ঃ ৩৩ ঃ)

অতঃপর তিনি বললেন, যে-ব্যক্তি দুনিয়ার কথা বলে, তাকে বল যে, কে এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন? এবং কে সে সম্পর্কে অধিক জানেন? সাবধান, দুনিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ো না। দুনিয়ার ব্যস্ততার কোন সীমা নাই। যে ব্যক্তি দুনিয়াবী ব্যস্ততার এক দরজা খুলবে, সে একটিই তাকে আরও দশটির দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

মিসকীন ইব্নে আদম (রহঃ) বলেছেন, মানুষ এমন ঘর নিয়ে খুশী যার হালালেরও হিসাব দিতে হবে, হারামের জন্য আযাব ভুগতে হবে। হালালভাবে ব্যবহার করলে হিসাব, আর হারামভাবে ব্যবহার করলে আযাব। আদম সন্তান তার মালকে কম মনে করে, অথচ আমলকে কম বলে ভাবে না। তার দ্বীনের বিপর্যয় ঘটলে সে আনন্দ করে আর দুনিয়ার ক্ষতি হলে অস্থির হয়ে যায়।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) উমর ইব্নে আবদুল আযীয (রহঃ)-কে এক পত্রে লিখেছেন ঃ 'সালামুন্ আলাইকা। যাদের মৃত্যুর ফয়সালা হয়েছে, মনে হয় আপনিই তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি এবং মনে হয় আপনি মরেও গেছেন।' জবাবে হযরত উমর ইব্নে আবদুল আযীয (রহঃ) লিখছেন ঃ 'সালামুন আলাইকা। মনে হয় দুনিয়াতে থেকেও আপনি দুনিয়াতে নাই। আপনি যেন সর্বদা আখেরাতেই বাস করছেন।'

ফুযাইল বিন ইয়ায (রহঃ) বলেন, দুনিয়াতে প্রবেশ করা (লিপ্ত হওয়া) সহজ, কিন্তু বের হওয়া কঠিন।

এক বুযুর্গ বলেন, সেই ব্যক্তিকে দেখে আশ্চর্য লাগে যে জাহান্নামকে জানে, বিশ্বাস করে, তারপরও কিভাবে হাসতে পারে? আশ্চর্য! যে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের হাজারো চড়াই-উৎরাই দেখতে পেয়েও দুনিয়াতে মন লাগাচ্ছে। আশ্চর্য! যে তকদীরকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, কিভাবে সে শান্ত ও স্তিমিত হয়ে যেতে পারে?

নাজ্রান নিবাসী দুই শ' বছর বয়সের এক ব্যক্তি হযরত মু'আবিয়া রাযিয়াল্লাহু আন্হুর নিকট আগমন করলো। তিনি বললেন, দুনিয়াকে তুমি কেমন পেলে? সে বললো, কয়েক বছর দুঃখের, আর কয়েক বছর সুখের।

www.banglakitab.weebly.com

আজ সুখ তো কাল দুঃখ। এ রাতে সুখ তো সে রাতে শোক। একদিকে কোন সন্তান জন্ম হয়, আর একদিকে কারও মৃত্যু হয়। যদি সন্তান জন্ম না হতো তবে মানুষের অস্তিত্বও ধ্বংস হয়ে যেত। আর মৃত্যু যদি না হতো তবে পৃথিবী তার বাসীন্দাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যেত। হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ) বললেন, তোমার যা কিছু ইচ্ছা হয়, চাইতে পার। সে বললো, যে জীবন শেষ হয়ে গেল তা ফিরিয়ে দিবেন এবং মৃত্যু এলে তার প্রতিরোধ করবেন? তিনি বললেন, এর মালিক তো আমি নই। লোকটি বললো, তা'হলে আপনার কাছে আমার কোন দরকারও নাই।

দাউদ ত্বাঈ (রহঃ) বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার আশা পুরা হয়েছে দেখে তুমি আনন্দে আত্মহারা, অথচ এ আশা পূরণের জন্য পুরা জিন্দেগী শেষ করেছ। আর আজ কাল ক'রে আমলের ক্ষেত্রে নিজেকে ফাঁকি দিয়েছ, মনে হয় যেন আমল করে তাতে তোমার না হয়ে বরং অন্য কারুর লাভ হতো।

হযরত বিশ্‌র (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়ার দরখাস্ত করে, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দীর্ঘ হিসাব গ্রহণেরই আবেদন করে।

আবূ হাযেম (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার যেকোন বস্তু তোমাকে আনন্দিত করে, আল্লাহ্ পাক সেই সাথে এমন কোন কিছু অবশ্যই যুক্ত রেখেছেন যা তোমাকে ব্যথিত করবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আদম সন্তানের যখন রূহ্ বের হয় তখন তার মনে তিনটি আক্ষেপ থাকে ঃ যা কিছু জমা করলাম, প্রাণভরে তা ভোগ করতে পারলাম না ; আমার যা আশা ছিল তা তো পূর্ণ হলো না ; আজ যে পথে যাত্রা করেছি সে পথের উপযুক্ত সম্বলও আমি যোগাড় করি নাই।

আবূ সুলাইমান (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার মোহজাল হতে একমাত্র সে ব্যক্তিই পরিত্রাণ পেতে পারে যার অন্তরে এমন দৌলত আছে যা তাকে আখেরাতের কাজে মশগুল রাখে।

মালেক ইব্‌নে দীনার (রহঃ) বলেন, আমরা যেন দুনিয়াকে ভালবাসার সমঝোতা করে নিয়েছি। সেজন্যই আমরা একে অন্যকে সৎকাজের দিকে

www.banglakitab.weebly.com

ডাকি না, অন্যায় থেকে বারণ করি না। এই অবস্থায় আল্লাহ্ কিন্তু আমাদের এভাবে ছেড়ে দিবেন না। হায়, নাজানি আল্লাহ্ আমাদের উপর কোন্ আযাব নাযিল করে বসেন!

আবূ হাযেম (রহঃ) বলেন ঃ 'দুনিয়ার সামান্য অংশও আখেরাতের বিপুল নে'আমত হতে বঞ্চিত করে দেয়।'

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, দুনিয়াকে তোমরা তুচ্ছ বিশ্বাসে তুচ্ছ করে রাখ। আল্লাহ্র শপথ, দুনিয়াকে যে তুচ্ছ জানে, দুনিয়া তার পক্ষেই অধিক মুবারক ও কল্যাণকর হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্ পাক যখন কোন বান্দার জন্য ভালোর ইচ্ছা করেন, খুশী মনে তাকে দুনিয়ার কিছু অংশ দান করেন। অতঃপর বিরত থাকেন। যখন তা শেষ হয়ে যায় তখন আবারও দান করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র চোখে তুচ্ছ গণ্য হয়, আল্লাহ্ পাক তার হাতে দুনিয়ার বিপুল পরিমাণ ছেড়ে দেন।

মুহাম্মদ ইব্নে মুন্কাদির (রহঃ) বলেন, কেউ যদি সারা বছর রোযা রাখে, সারা রাত্র বিনিদ্র ইবাদত করে, সমস্ত মাল সদ্কা করে দেয়, আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করে এবং সকল হারাম জিনিস থেকে দূরে থাকে ; কিন্তু কাল ক্বিয়ামতে যদি তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে, আল্লাহ্ পাক যে জিনিসকে তুচ্ছ জেনেছেন, এই ব্যক্তি তাকে বড় জেনেছে এবং আল্লাহ্র নজরে যা বড় ছিল, এই ব্যক্তির চোখে তা তুচ্ছ ছিল, তা' হলে তার কি অবস্থা হবে? আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে দুনিয়াকে বড় মনে করে না? তদুপরি কত যে পাপেরও আসামী।

আবূ হাযেম (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার কাজও কষ্টকর, আখেরাতের কাজও কষ্টকর। কিন্তু আখেরাতের কাজে তুমি কোন সহযোগী পাবে না। আর দুনিয়ার যে কোন বিষয়ে হাত বাড়ালেই দেখতে পাবে কোন না কোন বদ্কার তোমার আগেই তাতে লিপ্ত হয়েছে।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়াটা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত মোশকের মত ; যেদিন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেদিন থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে চিৎকার করছে ঃ হে রব্ব, হে মাবুদ, আপনি আমায় কেন ঘৃণা করেন? আর আল্লাহ্ পাক জবাবে বলেন ঃ হে নালায়েক, চুপ কর।

www.banglakitab.weebly.com

আবদুল্লাহ্ ইব্নে মুবারক (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার মহব্বত ও পাপের উৎসাহ যার অন্তরকে ঘিরে রেখেছে, ভালাই তার কাছে কিভাবে পৌঁছতে পারে?

ওয়াহ্ব ইব্নে মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন ঃ 'দুনিয়ার কোন সামান্য ব্যাপারেও যার অন্তরে ফূর্তি অনুভব হয় তার হিকমত ও জ্ঞান ভ্রান্তিপূর্ণ। আর যে ব্যক্তি কু-প্রবৃত্তিকে দু' পায়ে দলিত করে, শয়তান তার ছায়া দেখলেও ভয় পায়। যার ইল্ম তার কু-প্রবৃত্তিকে পরাজিত করে সে-ই সত্যিকার বিজয়ী।'

বিশ্রে হাফী (রহঃ)-কে সংবাদ বলা হলো যে, অমুক ব্যক্তি মারা গেছে। তিনি বললেন, হাঁ, দুনিয়া জমা করে অবশেষে আখেরাতে পাড়ি দিতে হয়েছে। জীবনটাকে বরবাদ করেছে। কেউ বললো, হুযুর, সেতো বহু ইবাদত ও বহু নেক কাজ করতো। তিনি বললেন, একদিকে দুনিয়া জমা করা, আর একদিকে ইবাদত করা—এতে কি ফল হবে?

জনৈক বুযুর্গ বলেন, দুনিয়া আমাদের সম্মুখে নিজেই নিজেকে ঘৃণারূপে পেশ করে, তবু আমরা তার প্রেমে পড়ি। যদি প্রিয় ও সুন্দররূপে পেশ করতো তা' হলে আমাদের কি অবস্থা যে হতো!

জনৈক জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, দুনিয়া কার জন্য? তিনি বললেন, তার জন্য যে তাকে বর্জন করে। প্রশ্ন করা হলো, আখেরাত কার জন্য? বললেন, যে আখেরাত তালাশ করে।

আরেক জ্ঞানী বলেছেন, দুনিয়া বিরান ঘর। তদপেক্ষা অধিক বিরান ঐ ব্যক্তির দিল্ যে দুনিয়াকে আবাদ করে। আর আখেরাত আবাদ ও সুন্দর ঘর। তদপেক্ষা বেশী আবাদ ও সুন্দর ঐ ব্যক্তির দিল্ যে আখেরাত তালাশ করে।

জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ছিলেন সেই খোদা-প্রেমিকদের শ্রেণীভুক্ত যাঁরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র মুখপাত্র হয়ে কথা বলেন। তিনি তাঁর এক দ্বীনি ভাইকে উপদেশ দান ও ভীতি প্রদর্শন করে বলেছিলেন, হে আমার ভাই! দুনিয়া পদস্খলনের স্থান, অপমানের জায়গা, এর সকল প্রাসাদ ও আবাদী একদিন ধ্বংস হবে, এর বাসিন্দারা একদিন কবরে যাবে, এখানকার যেকোন ঐক্যের ভাঙ্গন অনিবার্য, এর অর্থ-বিত্ত

www.banglakitab.weebly.com

সব হারিয়ে একদিন কাঙ্গাল হতেই হবে, এর পরিমাণ অধিক হওয়াতেই বিপদ ও অশান্তি, এখানে অভাব-অনটনের মধ্যেই রয়েছে শান্তি। অতএব, কালবিলম্ব না করে আল্লাহ্‌র দিকে ছুট, আল্লাহ্‌র দেওয়া হিস্যার উপর খুশী থাক। ক্ষণস্থায়ী ঠিকানার পেরেশানীতে পড়ে চিরস্থায়ী বাড়ীর কথা ভুলে যেও না। কারণ, এ জীবন একটা ছায়া যা কিছুক্ষণ পর বিলীন হবেই ; এ জীবন একটা দেওয়াল যা ভেঙ্গে পড়বেই। তাই, আমল বেশী কর, আশা কম কর।

হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌নে আদ্‌হাম (রহঃ) এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন, তোমার কাছে স্বপ্নের এক দিরহাম বেশী প্রিয়, না জাগ্রত অবস্থার এক দীনার? সে বললো, জাগ্রত অবস্থার এক দীনার। তিনি বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। কারণ, দুনিয়ার যে বস্তুকে ভালবাসছ, তা যেন ঘুমন্ত অবস্থায় ভালবাসছ। আর আখেরাতের যা-কিছু তুমি উপেক্ষা করছ তা যেন জাগ্রত অবস্থায় উপেক্ষা করছ।

ইসমাঈল বিন আইয়াশ (রহঃ) বলেন, আমাদের খোদা-প্রেমিক মনীষীগণ দুনিয়াকে 'শূকর' বলে আখ্যায়িত করে বলতেন, হে শূকর, আমাদের কাছ হতে দূরে সর। তারা যদি আরও কোন নিকৃষ্ট নাম পেতেন তবে সেই নামে তাকে অভিহিত করতেন।

হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়ার প্রতি তোমরা এত বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়বে যে, অবশেষে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের পূজা করবে।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে মু'আয আর-রাযী(রহঃ) বলেন, জ্ঞানী তিন প্রকার ঃ এক, যে দুনিয়াকে বর্জন করে দুনিয়া তাকে বর্জন করার আগে ; দুই, যে কবর তৈরী করে রাখে কবরে প্রবেশের আগে (অর্থাৎ যে নিজেকে মৃত মনে করে কবরবাসীর মত জীবন-যাপন করে।) এবং তিন, যে তার সৃষ্টিকর্তাকে খুশী করে দেয় তার সঙ্গে সাক্ষাত হওয়ার আগে। তিনি আরও বলেন, দুনিয়া তার নিকৃষ্টতা ও অপকারিতার চরমে পৌঁছেছে। তাই, দুনিয়ার প্রতি কামনা-বাসনাও তোমাকে আল্লাহ্‌র বন্দেগী থেকে গাফেল করে দিবে। আর দুনিয়াতে যদি লিপ্ত হয়ে পড়, বল—তখন কি ভয়াবহ অবস্থা হবে।

বকর বিন আবদুল্লাহ্ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাহায্যে দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকতে চায়, সে যেন শুক্‌না খড়কুটা দ্বারা আগুন নিভাতে

www.banglakitab.weebly.com

চেষ্টা করছে।

হযরত বুন্দার (রহঃ) বলেন, দুনিয়াদারদেরকে যখন দুনিয়া ত্যাগের আলোচনা করতে দেখ, বুঝবে যে, ওরা শয়তানের বিদ্রূপাত্মক কাণ্ডে মেতেছে। তিনি বলেন, যে দুনিয়ার দিকে অগ্রসর হবে, দুনিয়ার লেলিহান শিখা তাকে পুড়ে শেষ করবে—অর্থাৎ লোভ-লালসা তাকে ধ্বংস করবে। এমনকি, সে ভস্মস্তূপে পরিণত হবে। আর যে আখেরাতের দিকে অগ্রসর হবে, আখেরাতের আগুন তাকে সেই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন সোনার মত করে দিবে যদ্দ্বারা সমূহ কল্যাণ সাধিত হয়। আর যে আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হবে, তাওহীদের আগুন তাকে সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দিবে। ফলে, সে এমন হীরা-জওহারে পরিণত হবে যার দাম অসীম, কল্পনাতীত।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়া বলতে মাত্র ছয়টি বস্তু ঃ খাদ্য, পানীয়, পোশাক, সওয়ারী, বিবাহ ও সুগন্ধ। সর্বোত্তম খাদ্য মধু, অথচ সেই মধু হলো মাছির খোরাক এবং মাছির ঝুটা। সর্বোৎকৃষ্ট পানীয় বস্তু পানি। সেই পানিতে সৎ-অসৎ সকলের সমান অধিকার। সবচেয়ে উত্তম পোশাক রেশম। তা' হলো পোকাদের লালার তৈরী। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সওয়ারী ঘোড়া। সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে মানুষ হত্যা করা হয়। বিবাহের প্রধান বিষয় স্ত্রী, প্রস্রাবের দরজার ভিতর দিয়ে প্রস্রাবের ভাণ্ড লাভই যার সার কথা। মেয়েরা নিজেদের যত উৎকৃষ্টভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখুক না কেন, তাদের থেকে নিকৃষ্ট বস্তুই হয় উদ্দেশ্য। আর সবচেয়ে উত্তম খোশবু মেশক। সেই মেশকের হাকীকত হচ্ছে রক্ত।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৩২

দুনিয়ার অপকারিতা

(পূর্ব প্রসঙ্গ)

এক বুযুর্গ বলেন, হে লোক সকল! ধীর চিত্তে আমল করতে থাক, আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক, আশার জালে পড়ে এবং মৃত্যুকে ভুলে ধোকা খেওনা। দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। কারণ, দুনিয়া হচ্ছে শক্ত গাদ্দার, মস্তবড় ধোকাবাজ। সে নানা রঙে সেজে তোমাদের ধোকা দেয়, হাজারো আশা–লালসার দ্বারা তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে। তোমাদেরকে তার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য পরমা সুন্দরী দুল্‌হানের ন্যায় নিজেকে সাজিয়েছে। এমনি তার সাজা–কাজা যে, সকলের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ, সকল হৃদয়ে তার মযবুত আসন, লক্ষ মন তার জান–কোরবান আশেক। হায়, দুনিয়া তার অসংখ্য প্রেমিককে কি নির্মমভাবে হত্যা করেছে, কতনা আশাবাদীকে নিরাশ করেছে, কতনা ভক্ত বিশ্বাসীকে অপদস্থ করেছে। তাই বলি, হাকীকতের চোখ দিয়ে তাকে চিনতে চেষ্টা কর। দুনিয়া এমন ঘর যেখানে ঘটনাই বেশী। দুনিয়ার স্রষ্টাই তাকে খারাপ ও ক্ষতিকারক বলেছেন। এখানে এমন কোন নতুন নাই যা পুরানো হবে না, এমন কোন রাজত্ব নাই যা ধ্বংস হবে না, এমন কোন সম্মানিত নাই যে অপমানিত হয় না। এখানের যেকোন প্রাচুর্যই লয়প্রাপ্ত হবে, প্রিয়দের মৃত্যু হবে, মাল–দৌলত সবকিছু হারাতে হবে। ভায়েরা, আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি রহম করুন, তোমরা গাফলত থেকে জেগে উঠ, সেই দিনের আগেই ঘুম ভাঙো যেদিন কেউ বলবে, অমুক অসুস্থ, অমুক জীবনের শেষ অবস্থায় পতিত, তখন কি আর কোন ওষুধ মিলবে? সত্যই কোন ডাক্তার খুঁজে পাওয়া যাবে? কি হবে হাজার ডাক্তার ডেকে—যখন সেই রোগ হতে সেরে উঠারই কোন পথ থাকবে না। হঠাৎ কেউ খবর দিবে, অমুক তার মালের শেষ হিসাব সেরেছে, এই ওছীয়ত করেছে। হঠাৎ শোনা যাবে, আহা, তার কথা বন্ধ হয়ে গেছে, কত আপনজন পাশে বসে আছে, কিন্তু হায়, কথা বলার শক্তি নাই, কাউকেই আর চিনতে

www.banglakitab.weebly.com

পারছে না। (হে বন্ধু!) যখন তোমার এ অবস্থা আসবে, তোমার কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যাবে, বুকের ভিতর হতে কোঁকানি ও গোঙানির শব্দ উঠতে থাকবে, মউত হাযির হবে, চোখের দৃষ্টি কমে যাবে, জিহ্বা স্থিরতা হারাবে, ভাই-বেরাদররা কাঁদতে শুরু করবে। কেউ বলবে, এই দেখ, এ' হলো তোমার অমুক সন্তান, এ' হলো তোমার অমুক ভাই। কিন্তু, তোমার জিহ্বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। তুমি কথা বলতে পারছ না, তোমার জিহ্বার উপর মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই জিহ্বা কাজ করছে না। এখন বিলকুল মরণ-মুহূর্ত, সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে রূহ্ বের করা হচ্ছে, রূহ্ বের করে তা আসমানের দিকে তুলে নেওয়া হচ্ছে। এখন তোমার আত্মীয়-স্বজনের ভিড় লেগে গেছে, কাফনের কাপড়ও এসে গেছে, তোমাকে গোসল দিচ্ছে, কাফন পরাচ্ছে, এখন আর কেউ তোমার পরিচর্যা করতে আসবে না, আর কেউ হিংসা বা শত্রুতা করবে না, ওরা আজ নিরস্ত্র হয়ে গেছে। তোমার পরিবারবর্গ ধন-সম্পদ বন্টন করে নিচ্ছে। এই কবর ঘরে এখন তুমিই আছ আর তোমার আমল।

এক বুযুর্গ জনৈক বাদশাহ্কে বলেছিলেন, যে দুনিয়ার প্রাচুর্য ও আসবাবের বেশী অধিকারী, দুনিয়াকে অধিক ঘৃণা করা ও খারাপ মনে করা তার পক্ষে অধিক কর্তব্য। কারণ, তার সম্পদের উপর কোন বিপদ এসে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। অথবা তার আত্মীয়-স্বজনের উপর কোন মুসীবত এসে তাদের ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে পারে, রাজত্বের উপর কোন বিপদ নেমে এসে সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারে। অথবা তার দেহের উপর কোন বালা নাযিল হয়ে তাকে টুকরা টুকরা করে ফেলতে পারে। অথবা যে বস্তুটি তার বন্ধুদের মাঝে বিতরণ করতেও তার বেদনা বোধ হয় সেই বস্তুর ব্যাপারেও কোন ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। তাই দুনিয়া সাংঘাতিক ঘৃণার বস্তু। দুনিয়া কিছু দিয়ে আবার তা কেড়ে নেয়। সে কারো কাছে এসে তাকে উল্লসিত করে, আবার অন্যদেরকে তার প্রতি বিদ্রূপের হাসি হাসায়। দুনিয়া কারো জন্য কাঁদে, আবার অন্যদেরকে তার জন্য কাঁদতে বাধ্য করে। আজ সে দানের হাত প্রসারিত করে, কাল সেই হাত বাড়িয়েই সব ছিনিয়ে নেয়। আজ যার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলো, কাল তাকেই মাটির তলে চাপা দেয়। তাই, দুনিয়ার আসা-যাওয়া, দান করা,

www.banglakitab.weebly.com

কেড়ে নেওয়া সব বরাবর, সবই ধ্বংসশীল। আজ যা এলো, কাল তা গেলো। আসা আর যাওয়া এবং দেওয়া আর কাড়ার পালা বরাবর চলতে থাকে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) উমর ইব্নে আবদুল আযীয (রহঃ)–কে পত্র লিখেছিলেন ঃ দুনিয়ার ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে, এ ঘরে চিরদিন থাকা যাবে না। হযরত আদম (আঃ)–কে যে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল তা শাস্তিস্বরূপ পাঠানো হয়েছিল। অতএব, হে আমীরুল–মুমিনীন! দুনিয়াকে ভয় করুন, দূরে থাকুন। যে দুনিয়াকে বর্জন করে, দুনিয়া তার জন্য কল্যাণকর তোশা। যে দুনিয়ার ধনী, সেই প্রকৃত অভাবী। দুনিয়ার জন্য প্রতি মুহূর্তে কত যে বনী আদম হত্যার শিকার হচ্ছে। যে দুনিয়াকে ইয্যত দিবে, দুনিয়া তাকে অপমান করবে। যে দুনিয়া জমা করবে, দুনিয়া তাকে অভাবে ফেলবে। দুনিয়া হচ্ছে সর্বনাশা বিষ, যারা তার পরিচয় জানে না তারাই তাকে ভক্ষণ করে তার হাতে অপমৃত্যু বরণ করে। অতএব, দুনিয়াতে এভাবে থাক যেভাবে কেউ তার জখমে ঔষধ ব্যবহার করে, আসন্ন দীর্ঘ বিপদের ভয়ে সাবধানে চলে এবং রোগ বেড়ে যাবার ভয়ে তিতা ঔষধও বাধ্য হয়ে সেবন করে। গাদ্দার, ধোকাবাজ এ দুনিয়া হতে দূরে থাক, সে ধোকা দিয়ে মানুষের জীবনের অকল্যাণ ডেকে আনার জন্যই নানা রঙে সাজে এবং শত রকম আশা দেয়। চাতুর্য্যের সাথে আজকে না হলে কালকের ওয়াদা করে। সে ঐ রূপসী দুল্হানের মত, যার রূপ ও অপরূপ সাজ সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়, মনোলোভা সৌন্দর্যের দ্বারা পাগল করে তোলে। দুনিয়া নামের রূপসী তার সব স্বামীর সঙ্গেই শত্রুতার আবরণ করে, না দ্বিতীয় স্বামীকে সে অতীত স্বামীর মত সম্মান করে, না প্রথম স্বামীর প্রতি অনুরাগী হয়ে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ থেকে বিরত থাকে, না কোন ওলী আল্লাহ্র উপদেশ গ্রহণ করে কেউ তার পাণি গ্রহণ থেকে দূরে থাকে। কোন কোন প্রেমিক সেই রূপসীর স্বাদ আস্বাদন করে ধোকাগ্রস্ত হয়, তখন সীমালংঘন করতে থাকে এবং পরকাল ভুলে যায়। বিবেক–বুদ্ধিকে দুনিয়ার হাতে বন্ধক দিয়ে পরিণামে পদে পদে শুধুই আছাড় খেতে থাকে। ফলে, তাকে সাংঘাতিক ভাবে লজ্জিত ও অপমানিত হতে হয়। তখন শুধু আক্ষেপ আর আক্ষেপ করা ব্যতীত কোনই উপায় থাকে না। হঠাৎ করে মৃত্যুর যন্ত্রণাপদ বিভীষিকা

www.banglakitab.weebly.com

তাকে গ্রাস করে ফেলে, আর জীবনের ব্যর্থতার শত আক্ষেপ তাকে দগ্ধীভূত করে। এই রূপসী নববধূর এমন প্রেমিকও আছে, যারা তার কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম হয়েছে, তবু তাকে লাভ করার কষ্টকর চেষ্টা থেকে নিজেকে অবসর দেয়নি। ফলে, অপ্রস্তুত অবস্থায় খালি হাতে তাকে পরকালের পথে রওয়ানা হয়ে যেতে হয়। অতএব, হে আমীরুল-মুমিনীন, এ দুনিয়া থেকে দূরে থাকুন, যত বেশী সম্ভব গোপন ও সাবধান থাকুন। যখনই কেউ দুনিয়ার কিছু পেয়ে উৎফুল্ল হয়, আর একদিকে সে তাকে দুঃখজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন করে। এখানের ক্ষতিকারীরা ষড়যন্ত্রবাজ, হিতাকাংখীরাও গাদ্দার ও ক্ষতিসাধক। এখানের শান্তি ও প্রাচুর্য সমস্যা-জর্জরিত। এখানের সবকিছুরই ধ্বংস অনিবার্য। এ জন্যই এর সুখও হাজার দুঃখ ভরা। যা গেল তা আর ফিরে আসে না। ভবিষ্যতে কি আসবে বা আসবে না তাও অজানা। তাই, ভবিষতের আশাও তোমার বৃথা। সকল আকাংখাই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, সব আশাই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। এখানের স্বচ্ছও ময়লাযুক্ত, আনন্দও বেদনাযুক্ত। জীবন সর্বদাই আশংকাপূর্ণ। প্রকৃত বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে চিন্তা করলে সুখের উপকরণকেও বিপজ্জনক এবং বিপদকে আরও ভয়ানক দেখতে পাবে। আল্লাহ্ পাক যদি এতদসংক্রান্ত কোন খবরও না দিতেন এবং কোন দৃষ্টান্তও উপস্থাপন না করতেন তবুও দুনিয়ার স্বরূপ দেখেই ঘুমন্তের ঘুম ভাঙ্গা উচিত ছিল, গাফেলের হুশ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তদুপরি, আল্লাহ্র পক্ষ হতে যখন সতর্ককারী এবং উপদেশদাতা এসেছেন তারপরও ঘুমিয়ে থাকার কোনও অবকাশ আছে? আল্লাহ্র নিকট এ দুনিয়ার এতটুকু মূল্য নাই। যেদিন তাকে সৃষ্টি করেছেন সেদিন হতে কখনও তার দিকে চোখ তুলে দেখেন নাই। আল্লাহ্ পাক দুনিয়ার সমূহ ভাণ্ডার তার চাবিসহ আপনার নবীর সম্মুখে পেশ করেছিলেন, তা গ্রহণ করলে তাতে আল্লাহ্র অনন্ত ভাণ্ডারে মশার এক ডানা পরিমাণও কমতো না। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নাই। তিনি ভেবেছেন, দুনিয়াকে গ্রহণ করে আল্লাহ্র হুকুমের খেলাফ করা যাবে না, তাঁর স্রষ্টার নযরে যা ঘৃণ্য, তাকে ভালবাসা যাবে না, তাঁর মালিক যে বস্তুকে দূরে নিক্ষেপ করেছেন সে বস্তুকে তুলে নেওয়া উচিত হবে না। এ জন্যই তিনি পরীক্ষার মানসে সালেহীনকে (সৎকর্মশীলদেরকে) দুনিয়া দান করেন নাই, আর শত্রুদের জন্য তা ঢেলে দিয়েছেন, ওদের

www.banglakitab.weebly.com

ধোকাগ্রস্ত করার জন্য। তাই তো ঐ ধোকাগ্রস্তরা দুনিয়ার শক্তি ও প্রাচুর্যের ফলে নিজেদেরকে অন্যদের উপর মর্যাদাবান মনে করে। ওরা ভুলে যায় যে, সেরা মর্যাদাবান হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সাথে কি আচরণ করেছেন, যিনি পেটে পাথর পর্যন্ত বেঁধেছিলেন।

বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)–কে বলেছিলেন ঃ 'যদি ধন আসতে দেখ তা' হলে বুঝবে, এটা আমার কোন পাপের নগদ সাজা। আর যদি দারিদ্র্য আসতে দেখ, তা' হলে বলবে, মার্হাবা! এ–যে নেক্ মানবদের বৈশিষ্ট্য।'

যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে হযরত ঈসা কালিমাতুল্লাহ্র অনুসরণ করতে পার। তিনি বলতেন ঃ 'ক্ষুধা আমার তরকারী, খোদার ভয় আমার বৈশিষ্ট্য, পশম আমার পোশাক, চন্দ্র আমার প্রদীপ, পদযুগল আমার সওয়ারী আর যমীন যা কিছু খাদ্য ও ফল–মূল উৎপাদন করে তা–ই আমার খোরাক। আমি শূন্য হাতে রাত্রি যাপন করবো, নিঃস্ব অবস্থায় আমার সকাল হবে, অথচ, পৃথিবীর বুকে আমার চেয়ে ধনী আর কেউ নাই।'

ওয়াহ্ব বিন মুনাব্বিহ্ (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক যখন হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আলাইহিমাস্সালাম)–কে ফেরআউনের নিকট পাঠিয়েছিলেন তখন তাঁদেরকে বলেছিলেন, ফেরআউনের জাগতিক প্রতাপ ও প্রভাব যেন তোমাদের ভীত না করে। ওর ভাগ্য তো আমার হাতে। সে আমার হুকুম ছাড়া কথাও বলতে পারে না, দেখতেও পায় না, শ্বাসও গ্রহণ করতে পারে না। তার ভোগ–বিলাসের উপকরণাদিও যেন তোমাদের বিস্মিত না করে। কারণ, তা' হলো ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জিন্দেগীর সুখের সামান এবং তা অহংকারীদের সৌন্দর্যের উপকরণ। তোমরা যদি চাও তা' হলে আমি তোমাদেরকে এমনভাবে দুনিয়ার সুখ–সৌন্দর্যের সামানাদির অধিকারী করে যা দেখলে ফেরআউন তোমাদের শক্তির সামনে নিজেকেও শক্তিহীন মনে করবে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে এ থেকে ফিরে থাকতে বলি, দুনিয়াকে তোমাদের থেকে দূরে রাখতে চাই। আমি আমার ওলীদের সাথে এ রকমই ব্যবহার করি। আমি তাদেরকে জাগতিক সুখের উপকরণাদি হতে দূরে সরিয়ে রাখি, যেভাবে কোন মেহেরবান রাখাল তার বক্রীপালকে বিপজ্জনক

www.banglakitab.weebly.com

চারণভূমিসমূহ থেকে সরিয়ে রাখে। আমি তাদেরকে দুনিয়াতে কোন আশ্রয়স্থল বানাতে দিই না, যেভাবে কোন মমতাময় রাখাল তাদের মেষপালকে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে আশ্রয় নিতে দেয় না। আমার ওলীদেরকে যে এভাবে দুনিয়া হতে দূরে সরিয়ে রাখি তা এজন্য নয় যে, তারা আমার কাছে মর্যাদাহীন, বরং এজন্য যে, যাতে তারা তাদের জন্য রক্ষিত আমার নে'আমতসমূহের পরিপূর্ণ অধিকারী হতে পারে। আমার ওলীগণ আমার জন্য নিজেদেরকে মিস্কীনি, ভয়, বিনয় ও তাকওয়ার দ্বারা সজ্জিত করে। এসব গুণাবলী তাদের অন্তরে উৎপন্ন হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তা প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ এ-ই তাদের পোশাক যা তারা পরিধান করে, এ-ই তাদের সৌন্দর্যের চাদর এবং নাজাত-সাফল্যের উছীলা। এ-ই তাদের আশা-ভরসা, এতেই তাদের মান-মর্যাদা এবং এই গুণাবলীর দ্বারাই তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের সাথে দেখা হলে তাদের সম্মুখে আন্তরিকভাবে নত হয়ে যাও, আদব ও বিনয়ের সাথে কথা বল এবং তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আচার-আচরণেও শ্রদ্ধা ও বিনয় প্রকাশ কর এবং বিশ্বাস রাখ, যে আমার কোন ওলীকে ভয় প্রদর্শন করলো, বস্তুতঃ সে আমার সাথে যুদ্ধের জন্য মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলো। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন আমি এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

হযরত আলী (রাযিঃ) একদা তাঁর একটি ভাষণে বলেছিলেন, বিশ্বাস কর, অবশ্যই তোমরা মরবে, মৃত্যুর পর আবার তোমাদের জীবিত করা হবে, তোমাদের আমলসমূহের হিসাব হবে এবং সে আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে। অতএব, দুনিয়ার জীবন তোমাদের যেন ধোকাগ্রস্ত না করে। এই দুনিয়া সম্পূর্ণ বিপদঘেরা, ধ্বংসশীল বলে পরিচিত, গাদ্দার নামে অভিহিত। দুনিয়ার মধ্যকার সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানে কেবলই পালাবদল হতে থাকে, এখন কারো হাতে, তখন কারো হাতে। দুনিয়ার কোন অবস্থাই স্থায়ী থাকে না। দুনিয়াতে যারা অবতরণ করে তাদের কেউই তার অনিষ্ট হতে রক্ষা পায় না। এখানে কোনকিছুর স্থিতি নাই, এই সুখ, এই মুসীবত। প্রাচুর্যও ক্ষণস্থায়ী। এখানের জীবনটাই কলুষতাপূর্ণ। দুনিয়াবাসীদের প্রত্যেকে আপন আপন লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে, কেউ একদিকে, কেউ আর একদিকে। কিন্তু সকলের মৃত্যু নির্ধারিত। ভাগ্যও নির্ধারিত। হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! যে দুনিয়ায় তোমরা বাস করছ, তোমাদের পূর্বে এখানে ঐ সকল

www.banglakitab.weebly.com

লোকেরা বাস করেছে যারা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী বয়স পেয়েছিল, তোমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী, অধিক খ্যাতিসম্পন্ন। তারা দুনিয়াকে তোমাদের চাইতে বেশী আবাদ করেছে। কিন্তু তাদের আওয়াজ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের প্রতাপ নিভে গেছে, মহাকালের গর্ভে তারা হারিয়ে গেছে। তাদের দেহসমূহ পচে গেছে, তাদের বাড়ীঘর, প্রাসাদমালা, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তাদের সকল কীর্তি ও নিদর্শনাবলী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সু-উচ্চ প্রাসাদমালা, খাট-পালঙ্ক ও দামী দামী শাল ও বিছানার বদলে পাথর আর মাটির পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছে। আজ তারা কবরদেশে বন্দী। তাদের আবাসস্থল দূরে নয়। কিন্তু তারা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকল জনপদে অপরিচিত হয়ে গেছে। মহল্লাবাসীরাও তাদের কোন খবর রাখে না। তারা চিন্তা করে না যে, এখানে আর একটা জনপদ আছে। ঘরবাড়ী নিকটে হওয়া সত্ত্বেও তারা এদের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও প্রতিবেশীসুলভ ব্যবহার করে না। আর তাদের মধ্যে সম্পর্ক থাকবেই বা কিরূপে? কারণ, পাথর, মাটি আর কীটপাল যে তাদের খেয়ে শেষ করেছে। আনন্দময় জীবনের অবসানের পর তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছে। বন্ধু-বান্ধবদের শোকাহত করে তারা মাটির নীচে গভীর নিদ্রামগ্ন। আর কোনদিন ফিরে আসবে না। হায় আফসোস্! পবিত্র কুরআন এ' কথাই তো বলেছে ঃ 'ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত তারা বর্‌যখে পড়ে থাকবে।' মনে মনে ধ্যান কর যে, তোমরাও যেন তাদের মত বিপদের সম্মুখীন হয়েছ, কবরের বিজন ঘরে পৌঁছেছ, সেই নিদ্রালয়ে শুয়ে আছ। হায়! তখন কি অবস্থা হবে, যখন তোমরা আযাবের ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে পাবে, কবর হতে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, অন্তরের গোপন বিষয়াদিও প্রকাশ হয়ে যাবে, তোমার কর্মের রিপোর্টের জন্য প্রতাপশালী বাদশার সম্মুখে খাড়া করা হবে? যখন পাপাচারের ভয়ে কাঁপতে থাকবে, পর্দাসমূহ সরিয়ে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য তামাম দোষ প্রকাশ হয়ে যাবে? যখন সবাইকে তার কর্মফল ভোগে বাধ্য করা হবে? যেমন খোদ আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاۤؤُا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۚ

www.banglakitab.weebly.com

'আল্লাহ্ পাক পাপীদেরকে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিবেন এবং নেক্কারদিগকে নেক্ কাজের প্রতিদান দিবেন।' (নাজ্‌ম ঃ ৩১)

তিনি আরও বলেছেন ঃ

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ

'এবং আমলনামা খুলে দেওয়া হবে। তুমি দেখবে, তখন পাপীরা সে আমলনামার অবস্থা দেখে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।' (কাহ্‌ফ ঃ ৪৯)

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে তাঁর কিতাব মুতাবিক আমলের তৌফিক দিন, তাঁর ওলীদের অনুসরণের তওফীক দিন, যাতে তাঁর করুণায় আমরা বেহেশ্‌তবাসী হতে পারি। আল্লাহ্ বড়ই প্রশংসিত ও পরম সম্মানিত।

জনৈক জ্ঞানী বলেছেন ঃ দিনগুলো হচ্ছে তীর আর মানুষ হচ্ছে লক্ষ্য বস্তু। যমানা প্রতিদিন তোমাকে তীর মেরে চলেছে, দিন-রাতের পরিবর্তন দ্বারা তোমাকে ক্ষত-বিক্ষত করে পচিয়ে দিচ্ছে। এভাবে তোমার সমস্ত শরীর চুরমার করে ফেলবে। তাই, দিন-রাতের আগমন-প্রত্যাগমন যখন অব্যাহত, তাহলে কি করে তুমি নিরাপদ থাকতে পার? এই দিন-রাত যে তোমার কি সর্বনাশ করেছে তা যদি তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে তুমি উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে, এক-একটা দিন তোমার কাছে ভারী মনে হবে, এক-একটি মুহূর্তকে তুমি বোঝা বলে ভাববে। অবশ্য, আল্লাহ্ পাকের শক্তি সকল চেষ্টা-তদবীরের চেয়ে বড়। এজন্যই মানুষ দুনিয়ার সমূহ অনিষ্ট হতে নিরাপদ থেকে দুনিয়াকে ভোগ করতে পারছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া হচ্ছে হাকীমের তিতা দাওয়া। দুনিয়ার সীমাহীন অপকারিতার বর্ণনা দেওয়ার মত ক্ষমতা কারো নাই। উপদেশদাতাগণ যতটুকু বলতে সক্ষম হন, দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক তাণ্ডব তার চেয়ে বহুগুণ বেশী। হে আল্লাহ্। আমাদের সরল পথে চালাও।

এক বুযুর্গ দুনিয়ার জিন্দেগীর স্থায়ীত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, চোখের পাতা ফেলতে যতটুকু সময় লাগে, দুনিয়ার জিন্দেগী এর চেয়ে বেশী নয়। কারণ, জীবনের যে অংশ চলে গেছে, তা তুমি কিছুতেই আর ফিরে পাবে না। আর এই মুহূর্তের পরবর্তী মুহূর্ত সম্পর্কে তোমার কিছুই

www.banglakitab.weebly.com

জানা নাই যে, কি হবে। কালের প্রতিটি রাত মৃত্যুর সংবাদ দেয়, এক–একটি মুহূর্ত যমানাকে ধ্বংস করতে থাকে। যমানার তাণ্ডবলীলা মানুষের জীবনকে বরবাদ করতে থাকে। যমানা মানুষের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করে, জনপদসমূহ ধ্বংস করে, রাজত্বের উত্থান–পতন ঘটায়। আশা তো অনেক বড়, কিন্তু জীবন যে খুবই ছোট। আর জীবনের সবকিছুই যে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

একদা হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) খুৎবা দিচ্ছিলেন যে, হে লোক সকল, তোমরা এমন একটা কাজের জন্য সৃষ্টি হয়েছ যা স্বীকার করে নিলে তোমাদের আহমক বলা হবে, আর যদি তা অস্বীকার ও প্রত্যাখান কর, তবে নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংস করবে। তোমাদের চিরদিন এখানে থাকার জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। এ জগত ছেড়ে তোমাদের আর এক জগতে যেতে হবে। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, তোমরা এমন এক জগতে আছ, যেখানে কিছু খাওয়াও বিপদ, পান করলেও অপমান। এখানে এমন কোন ভোগ্য বস্তু নাই যা কষ্ট–তকলীফমুক্ত ও আনন্দদায়ক। সুখের কোন উপকরণ হাতে আসে, আর একদিকে অন্যটা হাতছাড়া হয়ে যায়। যদিও তা তোমার ইচ্ছা–বিরুদ্ধ, কিন্তু, তোমাদের করারও কিছু নাই। তাই, যেখানে যেতে হবে, যেখানে চিরদিন থাকতে হবে, সেখানের জন্যে আমল কর, উপার্জন কর। অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং মিম্বর থেকে নেমে গেলেন।

একবার হযরত আলী (রাযিঃ) খুৎবার ভিতর বলছিলেন ঃ আমি তোমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উপদেশ দিই যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, দুনিয়াকে বর্জন কর, যে–দুনিয়া তোমাদেরকে বর্জন করবে ; যদিও তোমরা তাকে ছাড়তে চাও না। দুনিয়া তোমাদের দেহকে অকেজো ও পুরাতন করে দিচ্ছে, অথচ তোমরা কেবলই তাকে নতুন সাজে সাজাচ্ছো। তোমাদের অবস্থা সেই কাফেলার মত যারা সফরের উদ্দেশে কোন পথ বেয়ে চলছে, এখনও পথেই রয়ে গেছে। কিন্তু, তাদের ধারণা যে, তারা পথ অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। অথচ, তাদের কেউ হয়ত গন্তব্যে পৌঁছেছে ঠিকই, কিন্তু কেউ কেউ এখনও পথেই রয়ে গেছে। অথচ, তার জীবনের আর একটিমাত্র দিন বাকী আছে। অসংখ্য মানুষ আছে যারা পাগলপারা হয়ে

www.banglakitab.weebly.com

দুনিয়াকে খুঁজতে খুঁজতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। অতএব, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের দরুন পেরেশান হয়ো না। দুনিয়ার ধন-সম্পদের জন্যও আনন্দিত হয়ো না। কারণ, দুনিয়ার সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই দুনিয়াদারকে দেখে আমি বিস্মিত হই যে দুনিয়া অর্জনে ব্যস্ত, অথচ মৃত্যু তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে মৃত্যু থেকে গাফেল হয়ে আছে কিন্তু, মৃত্যু তার থেকে মোটেও গাফেল নয়।

মুহাম্মদ বিন হুসাইন (রহঃ) বলেন, উলামা, আওলিয়া ও আরেফগণ যখন জানতে পারলেন যে, আল্লাহ্ পাক দুনিয়াকে ঘৃণা করেন এবং আপন ওলীদের জন্য তা পছন্দ করেন না, কারণ, তা ভীষণ অবজ্ঞার বস্তু—এবং রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াকে ত্যাগ করেছেন, তাঁর সাহাবীগণকেও দুনিয়ার ফেতনা সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন। তাঁরা প্রয়োজন বশতঃ কিছু খেয়েছেন, আর আখেরাতের জন্য প্রচুর পরিমাণে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যতটুকু না হলে চলে না, ততটুকু গ্রহণ করেছেন, আবার যতটুকু হলে তা খোদা থেকে গাফেল করে দিবে, তা বর্জন করেছেন। মোটামুটিভাবে শরম-সম্ভ্রম রক্ষা হয়—পোশাকের ব্যাপারে এতটুকুই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। ক্ষুধা নিবারণ হয়ে যায়—এতটুকুই ছিল তাঁদের খাদ্য। দুনিয়াকে তাঁরা এই দৃষ্টিতে দেখতেন যে, দুনিয়া অবশ্যই ধ্বংসশীল। আর আখেরাতকে দেখতেন এই নজরে যে, আখেরাতই চিরস্থায়ী! তাই, দুনিয়াতে মুসাফিরের মত কাটিয়েছেন আর আখেরাতের সম্বল জোগাড় করেছেন। তাঁরা দুনিয়াকে বরবাদ এবং আখেরাতকে আবাদ করেছেন। হৃদয়ের চোখ দিয়ে তাঁরা আখেরাত অবলোকন করতেন। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস ছিল, খুব শীঘ্রই আখেরাতের পথে পাড়ি দিতে হবে এবং স্বচক্ষে তা দেখতে হবে, সশরীরে সেখানে উপস্থিত হবে। অল্পদিনের কষ্টের বিনিময়ে তাঁরা অনন্তকালের সুখের সামান নিয়ে গেছেন। এবং তা ছিল তাঁদের মাওলা-প্রদত্ত তওফীকের ফসল। আল্লাহ্ যা পছন্দ করেছেন, তাঁরা তাই পছন্দ করেছেন। আর আল্লাহ্ যে জিনিসকে ঘৃণা করেছেন, তাঁরা তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেছেন।

---

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৩৩

ক্বানাআত বা 'অল্পে তুষ্টি'র কল্যাণ ও ফযীলত

মনে রেখো, আল্লাহ্ যাকে গরীব করেন তার উচিত অল্পে তুষ্ট থাকা, অন্যের কাছ থেকে কোন আশা না করা, অন্যের ধন–সম্পদের দিকে নযর না করা এবং কোনক্রমেই মাল হাসিলের লালসায় না পড়া। এসব গুণের অধিকারী হওয়া তখনই সম্ভব হবে যদি খানা–পিনা, পোশাক–পরিচ্ছদ, বাড়ী–ঘরের ব্যাপারে প্রয়োজন পরিমাণের উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারে এবং তাতেও নিম্ন শ্রেণীর, কম দামের, কম মানেরটা গ্রহণ করতে পারে। এবং শুধু একদিনের অথবা অতিরিক্ত এক মাসের যা প্রয়োজন, শুধু ততটুকুরই চিন্তা–ফিকির করবে ; এক মাসের বেশীর চিন্তা আদৌ করবে না। যদি সে প্রাচুর্য লাভের আগ্রহী হয় কিংবা লম্বা–লম্বা আশা পোষণ করে তাহলে ক্বানাআতের (অল্পে তুষ্ট থাকার) ইয্যত থেকে বঞ্চিত হবে এবং লোভ–লালসার কলংক তাকে অপদস্থ করবে। এবং এই লোভ–লালসার জঘন্য চরিত্র ও মানবতাবিরোধী জঘন্যতম কার্যকলাপের দিকে ঠেলে দিবে। তদুপরি, লোভ–লালসা ও অল্পে তুষ্টির অভাব তো মানুষের মধ্যে জন্মগত ভাবেই বিদ্যমান।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغٰى لَهُمَا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ ـ

'কোন মানুষ যদি দুই–দুইটা উপত্যকা বোঝাই স্বর্ণেরও মালিক হয়,

www.banglakitab.weebly.com

তবু সে আরেকটি স্বর্ণের উপত্যকা খুঁজে বেড়াবে। (কবরের) মাটি ব্যতীত আর কিছুতেই এ আদম জাতের পেট ভরবে না। বস্তুতঃ যে তওবা করে, আল্লাহ্ পাক তার তওবা কবূল করেন।'

আবূ ওয়াকেদ লাইছী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন কোন ওহী নাযিল হতো, সে বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য আমরা তার কাছে আসতাম, তিনি আমাদের শিক্ষা দিতেন। সেই সূত্রে একদিন আমি তাঁর কাছে আগমন করি। তিনি বললেন, আল্লাহ্ পাক বলছেন ঃ আমি মাল দিয়েছি নামায কায়েম করার জন্য, যাকাত আদায় করার জন্য। আদম জাত যদি স্বর্ণের একটা উপত্যকার মালিক হয়ে যায় তবে আর একটা উপত্যকা কামনা করবে। দ্বিতীয়টাও যদি পেয়ে গেল তবে তৃতীয় আর একটা চাইবে। মাটি ব্যতীত আর কিছুই এ আদম জাতের পেট ভরাতে পারবে না। বস্তুতঃ যে আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়, আল্লাহ্ও তার দিকে নযর করেন।

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন যে, সূরায়ে তওবার মত একটি সূরা নাযিল হয়েছিল, পরে তা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে ; তা থেকে শুধু এ অংশটুকু মনে আছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ اهـ

আল্লাহ্ পাক এমন সব লোকদের দ্বারাও দ্বীন ইসলামের শক্তি যোগান যাদের ইসলামে কোন অংশ নাই। আদম সন্তান যদি দু'টি উপত্যকা পরিমাণ মালের অধিকারী হয় তাহলে সে তৃতীয় একটা উপত্যকার খোঁজে লেগে যাবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ব্যতীত আর কোন বস্তুই ভরতে পারবে না। আর যে আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়, আল্লাহ্ও তার দিকে রোখ করেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই লোলুপের কোনদিন পেট ভরে না ঃ যে ইল্মের প্রতি লালায়িত এবং যে মালের প্রতি লালায়িত। তিনি আরও বলেছেন ঃ

يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَ يَشِبُّ مَعَهُ اثْنَتَانِ

www.banglakitab.weebly.com

اَلْحِرْصُ وَحُبُّ الْمَالِ (اوكما قال)

'মানুষ বুড়ো হয়, কিন্তু দু'টি বস্তু তার মধ্যে জোয়ান হতে থাকে ঃ লোভ ও মালের মোহ।' যেহেতু এগুলো মানুষের জন্য ধ্বংসাত্মক ও বিপথগামীকারক চরিত্র, এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্পে তুষ্ট থাকার প্রশংসা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

طُوْبٰى لِمَنْ هُدِىَ لِلْاِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهٗ كَفَافًا وَقَنَعَ بِهٖ ـ

'ঐ সকল লোকদের জন্য সুসংবাদ যারা ইসলামের হিদায়াতে ধন্য হয়েছে এবং প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক-প্রাপ্ত হয়েছে ও তা নিয়ে খুশী রয়েছে।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

مَا مِنْ اَحَدٍ فَقِيْرٍ وَلَا غَنِيٍّ اِلَّا وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَّهٗ اُوْتِىَ قُوْتًا فِى الدُّنْيَا ـ

'ধনী-গরীব নির্বিশেষে প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিন আরজু প্রকাশ করবে, আহা, কত ভাল ছিল, যদি আমি দুনিয়াতে জীবন-ধারণ পরিমাণ রুযিই শুধু পেতাম।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ

لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ اِنَّمَا الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ ـ

'ধন বেশী হলে ধনী হয় না। বরং আত্মার ধনীই প্রকৃত ধনী।' তিনি অধিক লোভ-লালসা থেকে বারণ করেছেন। বলেছেন ঃ

اَلَا اَيُّهَا النَّاسُ اَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ فَاِنَّهٗ لَيْسَ لِعَبْدٍ اِلَّا مَا كُتِبَ لَهٗ وَلَنْ يَذْهَبَ عَبْدٌ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى يَاْتِيَهٗ مَا كُتِبَ لَهٗ مِنَ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ ـ

www.banglakitab.weebly.com

'হে মানুষ, (মাল ইত্যাদি লাভের) চেষ্টাকে সংক্ষিপ্ত কর। কারণ, প্রতিটি বান্দা তা-ই পাবে যা তার ভাগ্যে লেখা আছে। এবং কোন বান্দাই ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভাগে লিখিত দুনিয়াটুকু নাক মলতে মলতে তার কাছে এসে হাযির না হয়।'

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) তাঁর প্রতিপালককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, (হে খোদা,) আপনার বান্দাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বড় ধনী? আল্লাহ্ পাক বললেন ঃ আমি যতটুকু দিয়েছি ততটুকুর উপর যে সন্তুষ্ট। আবার প্রশ্ন করলেন ঃ আপনার বান্দাদের মধ্যে কে সর্বাধিক ইনসাফগার? আল্লাহ্ পাক বললেন ঃ যে নিজের (আত্মা ও জীবনের) প্রতি ইনসাফ করে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, রূহুল-কুদ্স্ (জিব্রাঈল আঃ) ওহীযোগে আমার অন্তরে একথা ঢেলেছিলেন যে, কোন প্রাণীই তার জন্য বরাদ্দ রিযিক পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার আগে মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সুন্দর ও সীমিত পরিশ্রম কর।

হযরত আবূ হুরাইয়াহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

يَا اَبَا هُرَيْرَةَ ! اِذَا اشْتَدَّ بِكَ الْجُوْعُ فَعَلَيْكَ بِرَغِيْفٍ وَكُوْزٍ مِّنْ مَّاءٍ وَعَلَى الدُّنْيَا الدَّمَارَ ـ

'হে আবূ হুরাইরাহ্! তোমার যখন খুব বেশী ক্ষুধা লাগে তখন একটা রুটি আর এক পেয়ালা পানি খেয়ে নিও। আর দুনিয়ার উপর ঘৃণা বর্ষণ কর।' হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

وَكُنْ وَرِعًا تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ اَشْكَرَ النَّاسِ وَاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ

www.banglakitab.weebly.com

لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَنَهَى عَنِ الطَّمَعِ -

তুমি পরহেযগার (পাপাচার মুক্ত) হও, তাহলে তুমি হবে শ্রেষ্ঠ ইবাদত গুযার ; প্রাপ্ত হিস্সার উপর তুষ্ট থাক, তাহলে তুমি হবে সর্বাধিক শোকর-গুযার, নিজের জন্য যা পছন্দ কর অন্যদের জন্যও তা পছন্দ করবে, তবেই তুমি হবে প্রকৃত মু'মিন। এবং তিনি লোভ-লালসা বর্জন করতে বলেছেন।

হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক বেদুঈন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এসে আরজু করল ঃ আমাকে উপদেশ দিন এবং সংক্ষেপ করুন। হুযূর বললেন ঃ যখন তুমি নামায পড়বে, চিরবিদায়গ্রহণকারীর মত নামায পড়বে। এমন কথা বলবে না যে জন্য আগামীকাল ওযর ও ত্রুটি স্বীকার করতে হবে। অন্যের সম্পদের আশা থেকে মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখবে।

আওফ ইব্নে মালেক আশজাঈ (রাযিঃ) বলেন, আমরা সাত-আট জন সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে ছিলাম। তিনি বলে উঠলেন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্র রাসূলের হাতে বাইআত হবে না? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা কি ইতিপূর্বেই আপনার হাতে বাইআত গ্রহণ করি নাই? এতদসত্ত্বেও তিনি আবার বলতে লাগলেন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্র রাসূলের হাতে বাইআত হবে না? এতে আমরা বাইআতের উদ্দেশে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমাদের একজন বললেন, আমরা তো আগেই বাইআত হয়েছিলাম, এখন এ বাইআত কিসের উপর? তিনি বললেন, এখন এ বাইআত গ্রহণ কর যে, তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং কোন বস্তুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না ; পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে ; (দ্বীনি আমীরের কথা) শুনবে এবং মানবে। এরপর আস্তে করে একটা কথা বললেন যে, তোমরা লোকের কাছে কোন কিছু চাইবে না। বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর ঐ বাইআতকারীদের কারো কারো এমন অবস্থাই হলো যে, (সওয়ারীর পিঠে আরোহণ অবস্থায়) হাতের লাঠিটা পড়ে গেলেও কাউকে তা তুলে দিতে বলতেন না।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, লালসাই দারিদ্র্য এবং লালসামুক্ত থাকাই

www.banglakitab.weebly.com

প্রাচুর্য। যে অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ করবে না, সে তাদের মুখাপেক্ষী হবে না।

কোন জ্ঞানীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ধন বা প্রাচুর্যের অর্থ কি? উত্তরে তিনি বললেন আশা কম করা এবং যতটুকু হলে তোমার চলে যায় ততটুকুর উপর সন্তুষ্ট থাকা। এক বুযুর্গ এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ জীবন মানে কয়েকটি মুহূর্ত যা অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, আর কতগুলো অবাঞ্চিত ঘটনার সমষ্টি যা বার বার হামলা করছে। তাই, জীবন-যাপনের উপকরণে অল্পে তুষ্টির নীতি গ্রহণ কর, তাহলে তুমি সুখে থাকবে। আর খায়েশ-খুশী বর্জন করে চল, তুমি স্বাধীন জীবন লাভ করবে। কারণ, সোনা-চান্দি, মুক্তা-মানিক বহু মানুষের ধ্বংস ও অপমৃত্যু ঘটিয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াছে' (রহঃ) শুক্না রুটি পানিতে ভিজিয়ে নিতেন আর বলতেন, এতটুকুর উপর যে সন্তুষ্ট থাকবে, তাকে কারো মুখাপেক্ষী হতে হবে না।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার ততটুকু অংশ তোমাদের জন্য মঙ্গলকর যতটুকুতে তোমরা আক্রান্ত হও নাই। আর যদি তাতে লিপ্ত হয়ে গিয়ে থাক তাহলে তা থেকে যতটুকু তোমার হাতের বাইরে চলে গেল ততটুকুই তোমার কল্যাণের।

হযরত ইব্নে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, প্রতিদিন একজন ফেরেশ্তা ডেকে বলে, হে আদম সন্তান, সেই 'অল্প' যা তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়, ঐ 'বেশী থেকে উত্তম যা তোমাকে অবাধ্য বানিয়ে দেয়।

সামীত ইব্নে আজলান (রহঃ) বলেন, হে ইব্নে আদম, তোমার পেট হলো বর্গ মাপের এক বিঘত, এ ক্ষুদ্র একটা পেট কিরূপে তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে?

জনৈক জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আপনার কি কি সম্পদ আছে? তিনি বললেন ঃ দেহ ও জীবনের সৌন্দর্য ও বিমলতা, অন্তরের সততা-সরলতা এবং অন্যের সম্পদের প্রতি লোভহীনতা।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ পাক বলেন, হে আদম সন্তান, তুমি যদি সমগ্র দুনিয়ার মালিক হতে, তবুও তা থেকে তোমার খোরাক পরিমাণই তোমার ভাগে জুটতো। তাই, আমি যখন তোমাকে খোরাক পরিমাণ দান

www.banglakitab.weebly.com

করলাম, আর বৃহদাংশের হিসাব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলাম, এতে তোমার প্রতি মস্তবড় অনুগ্রহই তো করলাম।

ইব্নে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, তোমাদের কারো যদি কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তবে সহজভাবেই যেন তা অন্বেষণ করে। লোকের কাছে গিয়ে 'জনাব, জনাব, আপনি, আপনিই' করে করে নিজের হাড্ডি মাংস যেন পানি না করে দেয়। কারণ, তার কিসমতে বরাদ্দকৃত রিযিক তার কাছে পৌঁছবেই।

উমাইয়া বংশীয় জনৈক বাদশাহ হযরত আবূ হাযেম (রহঃ)-কে কসম দিয়ে লিখলেন যে, তিনি যেন তাঁর যা যা প্রয়োজন তা অতি অবশ্যই বাদশাহকে অবহিত করেন। উত্তরে তিনি লিখলেন ঃ আমার সকল প্রয়োজনের কথা আমি আমার মাওলার কাছে ব্যক্ত করেছি। সে-মতে, তিনি যা-কিছু আমাকে দান করেছেন, আমি তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছি। আর যা যা দেননি, তাঁর না-দেওয়ার উপরই আমি খুশী রয়েছি।

জনৈক জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ জ্ঞানীর জন্য কোন বস্তুটা সবচেয়ে আনন্দদায়ক? আর দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য কোন জিনিসটা সর্বাধিক সাহায্যকারী? তিনি বললেন, সবচেয়ে আনন্দদায়ক বস্তু সেই নেক আমল যা সে আখেরাতের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছে। আর দুশ্চিন্তা দূর করার সর্বাধিক সাহায্যকারী হলো, তকদীর বা আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের প্রতি আন্তরিক সন্তুষ্টি।

আর একজন জ্ঞানী বলেছেন, আমি দেখেছি, সর্বাধিক চিন্তা-পেরেশানীগ্রস্ত থাকে হিংসুক ; সর্বাধিক সুখী জীবনের অধিকারী 'যা আছে তার উপর' তুষ্টপ্রাণ মানুষ, সর্বাধিক কষ্ট সহ্য করতে হয় লালসাপূর্ণ ব্যক্তিকে। আরও দেখেছি, যারা দুনিয়াকে বর্জন করে, তারা সহজ জীবন অর্জন করে, যে আলেম শরীয়তের সীমা লংঘন করে, তাকে সর্বাধিক লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হতে হয়। কোন বুযুর্গ এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ সেই যুবকের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ, যার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে যিনি রিযিক বন্টনকারী, তিনি তার হিস্সা তাকে অবশ্যই দিবেন। এ বিশ্বাসের ফলে তার ইয্যত নিরাপদ ও নির্দাগ থাকে, তার মুখখানাও তাজা ও অমলিন থাকে। যার জীবনের আঙ্গিনা 'অল্পে-তুষ্টির' গুণে অলংকৃত হয়, জীবনে কোনদিন তাকে হোঁচট খেতে বা পেরেশান হতে হয় না।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেছিলেন ঃ আমি কি তোমাদের বলবো যে, আল্লাহ্ পাকের মালের কতটুকু আমি হালাল মনে করি? তা হলো, আমার শীত ও গরমের দুই জোড়া কাপড় এবং যতটুকু আমার হজ্জ ও উমরাহ্ পালনকালে আমার কোমর সোজা রাখবে। এরপর, আমার খোরাক ঠিক ততটুকুই যা কুরাইশের একজন সাধারণ মানুষের খোরাক। আমি তাদের চাইতে উচু না এবং নীচুও না। আল্লাহ্র কসম, আমি বুঝতে পারি না যে, এইটুকুও আমার জন্য হালাল হবে কি–না? অর্থাৎ তিনি সংশয় বোধ করছিলেন যে, 'প্রয়োজন–পরিমাণ' বলতে যা বুঝায় এবং যতটুকুর উপর সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব—উল্লেখিত পরিমাণটা তদপেক্ষা বেশী হয়ে গেলো কিনা।

এক বেদুঈন তার ভাইকে লালসার প্রশ্নে ধমকাতে গিয়ে বলেছিল ঃ আমার ভাই, তুমি তো খোঁজা–খুঁজির মধ্যে ডুবে আছ, কিন্তু, তোমাকেও যে খোঁজা হচ্ছে? তোমাকে খুঁজছেন এমন একজন, যার নাগালের বাইরে যাবার কোন পথ তুমি পাবে না। আর তুমি খুঁজছ এমন এক জিনিস (রিযিক) যা তোমাকে 'প্রয়োজন–পরিমাণ' দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, সব গোপন তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে? তুমি যেন এখন আর আগের জায়গায় নাই? আমার ভাই, মনে হয়, কোন লোভতুরকে তুমি বঞ্চিত হতে এবং কোন দুনিয়াত্যাগী মুসলমানকে রিযিক পেতে দেখ নাই।

কোন বুযুর্গ এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ তোমাকে দেখছি, যতই তোমার প্রাচুর্য বাড়ছে, ততই তোমার লালসাও বেড়ে চলেছে। তবে কি তোমার লালসার কোন শেষ প্রান্ত আছে(?) যেখানে পৌঁছলে তুমি বলবে, 'ব্যস ব্যস, যথেষ্ট, এবার আমি সন্তুষ্ট।'

ইমাম শা'বী (রহঃ) বলেন, কথিত আছে যে, এক লোক একটা ময়না পাখী শিকার করেছিল। পাখীটি বললো, তুমি আমাকে দিয়ে কি করতে চাও? সে বললো, আমি তোমাকে জবেহ্ করে খাবো। পাখী বললো, আমাকে দিয়ে না তোমার গোশতের সখ মিটবে, না তোমার ক্ষুধা নিবারণ হবে। বরং আমি তোমাকে তিনটি কথা শিক্ষা দিবো, আমাকে ভক্ষণের চেয়ে যা তোমার জন্য অধিক উপকারী হবে। প্রথমটি বলবো তোমার হাতে থাকা অবস্থায়, দ্বিতীয়টি বলবো যখন আমি বৃক্ষের উপর থাকবো, আর তৃতীয়টি

www.banglakitab.weebly.com

বলবো পাহাড়ের উপর অবস্থানের পর। শিকারী বললো, আচ্ছা, তবে প্রথমটি বল। ময়না বললো, যা তোমার হাতছাড়া হয়ে গেছে, সেজন্য কখনো আফসোস করবে না। অতঃপর বৃক্ষের ডালে গিয়ে বসার পর বললো, এবার দ্বিতীয়টি শোনাও। পাখী বললো, যা হতে পারে না তা হতে পারবে বিশ্বাস করবে না। অতঃপর উড়ে গিয়ে পাহাড়ের উপর বসে বলতে লাগল, ওরে হতভাগ্য, যদি আমাকে যবেহ করতে তাহলে আমার পেটের ভিতর দু'টি মোতি পেয়ে যেতে, যার প্রতিটি মোতি কুড়ি মিছকাল ওজনের। শিকারী একথা শুনে ঠোঁট কামড়াতে ও আফসোস করতে লাগল। এবং বললো, আচ্ছা, তৃতীয় উপদেশটিও বলে ফেল। ময়না বললো, প্রথম দু'টি যখন ভুলে গিয়েছ, তবে তৃতীয়টি বলে আর কি ফায়দা। আমি কি বলিনি যে, যা হাতের বাইরে চলে গেছে তার জন্য আক্ষেপ করবে না। এবং যা হতে পারে না তা হওয়ার বিশ্বাস করবে না। আমার গোশত, রক্ত, পালক সব মিলিয়েও তো কুড়ি মিছকাল হবে না। তাহলে, আমার পেটে চল্লিশ মিছকাল ওজনের দুই-দুইটি মুক্তার কথা তুমি কিরূপে বিশ্বাস করতে পারলে? এই বলে ময়না উড়ে চলে গেল। এ হচ্ছে মানুষের সীমাহীন লালসার একটা উদাহরণ। লালসা মানুষকে অন্ধ-নির্বোধ করে দেয়, ফলে, সত্যকে বুঝার ক্ষমতা থাকে না। যদ্দরুন, অসম্ভবকেও সে সম্ভব বলে ধারণা করে।

হযরত ইব্নে ছিমাক (রহঃ) বলেন, আশা হচ্ছে তোমার অন্তরে (লক্ষ্য-বস্তুকে বেঁধে রাখার) একটা রশি এবং তোমার পায়ের বেড়ী। তাই আশাকে তোমার অন্তর হতে বের করে দাও, তাহলে তোমার পদযুগলও বেড়ীমুক্ত হয়ে যাবে। আবূ মুহাম্মদ ইয়াযীদী (রহঃ) বলেন, একদা আমি বাদশাহ্ হারুনুর রশীদের দরবারে প্রবেশ করে দেখি, তিনি চান্দির পাতায় সোনার অক্ষরের একটা লেখা পড়ছেন। আমাকে দেখে তিনি মৃদু হাসলেন। আমি বললাম, হে আমীরুল-মুমিনীন, আল্লাহ্ আপনার ভাল করুন, এটি কি কোন কাজের জিনিস? তিনি বললেন, হাঁ, বনি-উমাইয়াদের এক রত্নাগার হতে দুই ছন্দবিশিষ্ট এ লেখাটি আমি সংগ্রহ করেছি। ছন্দ দু'টি আমার কাছে ভাল লেগেছে। এর শেষে তৃতীয় একটি ছন্দ আমি যোগ করেছি। অতঃপর তিনি তা পড়ে শোনালেন ঃ

এক, তোমার প্রয়োজনের সময় এক দরজা যদি বন্ধ দেখতে পাও,

www.banglakitab.weebly.com

তাহলে ঐ দরজা বাদ দিয়ে আর এক দরজা খোঁজ কর, সেই দরজা তুমি খোলা দেখতে পাবে।

দুই, কারণ, পেটের থলেটা কোন রকম ভরতে পারলেই তো হলো। অতটুকু তুমি পেয়ে যাবে। আর অবাঞ্ছিত পরিণাম হতে বাঁচার জন্য অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ হতে বেঁচে থাকাই তোমার রক্ষাকবচ।

তিন, তুমি নিজেই তোমার ইয্যত বরবাদ করো না। এবং গুনাহের পিঠে সওয়ার হয়ো না, তাহলে আযাবও তোমার পিঠে সওয়ার হবে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (রাযিঃ) হযরত কা'ব (রাযিঃ)–কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, মেহনত করে ইল্‌ম অর্জন ও হৃদয়স্থ করার পর আলেমদের অন্তর হতে ইল্‌মকে উঠিয়ে নিয়ে যায় কোন বস্তু? তিনি বললেন, লোভ–লালসা এবং দুনিয়াবী স্বার্থ–সুবিধার পেছনে ছুটা। এক ব্যক্তি হযরত ফুযাইল (রাযিঃ)–কে বললেন, হযরত কা'ব (রাযিঃ)–র কথাটা আমাকে বুঝিয়ে দিন। এর অর্থ হলো, মানুষ তার কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এতটা ডুবে যায়, যদ্দরুন তার দ্বীনই বরবাদ হয়ে যায়। সে চায় যে, তার কোন চাওয়াই যেন না–পাওয়া না থাকে। তাই, তার এক–একটা উদ্দেশ্যের জন্য এক–এক পথ অবলম্বন করে, শতজনের কাছে ধন্না দেয়। যার দ্বারা উদ্দেশ্য পুরা হয়ে গেল সে তার নাকে রশি লাগিয়ে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে নিয়ে যেতে থাকে। তখন, এমনও যদি হয় যে, তোমার হাজতসমূহ তার কাছ থেকে আর পুরা হচ্ছে না, তবুও তোমাকে নতজানু হয়েই থাকতে হয়। যার সাথে তোমার দুনিয়ার কারণে ভালবাসা থাকবে, তাকে দেখলে সালাম করবে, সে অসুস্থ হলে তার পরিচর্যায় যাবে। কিন্তু, তোমার এ সালাম বা পরিচর্যা তুমি আল্লাহ্‌র জন্য করবে না। তাই, তার সাথে যদি জাগতিক স্বার্থের সম্পর্ক না পয়দা হতো, তবে তা–ই ছিল তোমার জন্য মঙ্গলকর।

---

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৩৪

আল্লাহ্‌র দরবারে গরীবের মর্যাদা ও গরীবির ফযীলত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

خَيْرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ فُقَرَاؤُهَا وَاسْرَعُهَا تَضَجُّعًا فِى الْجَنَّةِ ضُعَفَاؤُهَا۔

'গরীবেরা হলো এই উম্মতের সবচেয়ে উত্তম মানুষ। এবং বেহেশ্‌তে প্রবেশে দুর্বলেরা হবে সবচেয়ে দ্রুতগামী।' তিনি আরও বলেন, আমার দু'টি পেশা আছে, যে তাকে ভালবাসলো, সে আমাকে ভালবাসলো, আর যে তাকে ঘৃণা করলো, সে আমাকে ঘৃণা করলো। তা হলো ঃ দারিদ্র্য এবং জিহাদ।

বর্ণিত আছে, একবার হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট অবতরণ করে বললেন, হে মুহাম্মদ, আল্লাহ্ আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করছেন যে, আপনি কি চান যে, এ পাহাড়সমূহকে আমি সোনা বানিয়ে দিই, আপনি যখন যেখানে যাবেন, এ পাহাড়সমূহও আপনার সাথে সাথে যাবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে থাকলেন। অতঃপর বললেন, 'হে জিব্‌রাঈল, দুনিয়া ঠিকানাহীনের ঠিকানা, সম্পদহীনের সম্পদ। বিবেকশূন্যরাই দুনিয়ার জন্য জমা করতে থাকে।' অতঃপর জিব্‌রাঈল বললেন, 'হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আল্লাহ্ আপনাকে ঈমানের দৃঢ় কথার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন।'

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) কোন এক সফরে পথের মধ্যে এক ঘুমন্ত ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, সে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। তিনি তাকে জাগালেন। বললেন যে, হে ঘুমন্ত, উঠ, আল্লাহ্‌র যিকির কর। সে বললো, এতে আপনার কি উদ্দেশ্য? আমি তো দুনিয়াকে বর্জন করে এসেছি।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, বন্ধু, তাহলে তুমি ঘুমাও।

হযরত মূসা (আঃ) কোথাও যাওয়ার পথে দেখলেন, এক ব্যক্তি মাটির উপর ঘুমিয়ে আছে। তার বালিশ হলো একখানা কাঁচা ইট। চেহারা ও দাড়িতে মাটি লেগে আছে। পরনে আছে একখানা লুঙ্গি। হযরত মূসা (আঃ) বলে উঠলেন, হে খোদা, তোমার এ বান্দার জীবনটা বুঝি এভাবে বরবাদ হবে। আল্লাহ্ পাক বললেন, হে মূসা, তুমি কি জাননা যে, আমি আমার যে বান্দার প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাই, সমগ্র দুনিয়াকে আমি তার থেকে আলাদা করে দিই।

হযরত আবূ রাফে' (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কয়েকজন মেহমান আগমন করেন। তাদের মেহমানদারী করার মত কোন কিছুই ছিল না। তিনি আমাকে খায়বরের এক ইয়াহুদীর কাছে এই বলে পাঠালেন যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রজবের চাঁদ উঠা পর্যন্তের জন্য কিছু আটা ধার কিংবা বিক্রি হিসাবে দেওয়ার জন্য তোমাকে অনুরোধ করেছেন। হযরত আবূ রাফে' বলেন, আমি সে ইয়াহুদীর কাছে গেলাম। সে বললো, কিছু বন্ধক রাখ, নতুবা দেওয়া যাবে না। আমি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি আসমানবাসীদের নিকট আমাতদার এবং এ যমীনবাসীদের মধ্যেও আমানতদার। ধার কিংবা বিক্রি—যেভাবেই সে দিতো, অবশ্যই আমি তা পরিশোধ করে দিতাম। যাও, আমার এ বর্মটি নিয়ে যাও। অতঃপর আমি তা ঐ ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রাখি। —এই সাহাবী যখন সেখান থেকে বের হয়ে এলেন ঠিক তখনই এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

'আমি যে ওদের অনেককে জাগতিক সুখের উপকরণাদি দিয়েছি, আপনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না।' (আম্বিয়া ঃ ১৩১) এ আয়াত নাযিলের উদ্দেশ্য, দুনিয়া ত্যাগের প্রশ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দান

www.banglakitab.weebly.com

করা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দারিদ্র্য মু'মিনের জন্য অশ্বের গালে চন্দ্রিম চিহ্ন অপেক্ষা অধিক শোভনীয়। তিনি আরও বলেন ঃ

مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِىْ جِسْمِهٖ اٰمِنًا فِىْ سِرْبِهٖ عِنْدَهٗ قُوْتُ يَوْمِهٖ فَكَاَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا

'তোমাদের মধ্যে যার এভাবে সকাল হলো যে, সেদিনের খোরাক তার মওজুদ, সমগ্র দুনিয়াই যেন তার কাছে জমা আছে।'

হযরত কা'বুল আহ্বার (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ্ পাক হযরত মুসা (আঃ)–কে বলেছিলেন, হে মূসা, যদি দারিদ্র্যকে তোমার দিকে এগুতে দেখ তাহলে বলবে ঃ মার্হাবা, হে ছালেহীনের আচ্ছাদন।

হযরত আতা–খোরাসানী (রহঃ) বলেন, পূর্ববর্তী এক নবী (আঃ) নদীর উপকূল দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে মাছ শিকার করতে দেখলেন। সে বিস্মিল্লাহ্ বলে জাল ফেললো, কিন্তু, আদৌ কোন মাছ তাতে উঠলো না। তারপর আর এক মাছ শিকারীকে দেখতে পেলেন, সে 'বিস্মিশ্ শাইত্বান' (শয়তানের নামে) বলে জাল ফেললো। এতে এত বেশী মাছ পড়লো যে, তাকে ঝুঁকে ঝুঁকে জাল টানতে হচ্ছিল। নবী (আঃ) বললেন, হে পরোয়ারদেগার, আমি বিশ্বাস করি যে, উভয় ঘটনার চাবিই তোমার হাতে। কিন্তু, এর রহস্য কি? তখন আল্লাহ্ পাক ফেরেশ্তাগণকে হুকুম করলেন ঃ আমার প্রিয় বান্দাকে উভয়ের স্থান দেখিয়ে দাও। অতঃপর নবী (আঃ) যখন আল্লাহ্র দরবারে প্রথম জনের মর্যাদার আসন ও দ্বিতীয় জনের অপমানকর অবস্থান দেখতে পেলেন, তখন বলে উঠলেন, হে মা'বুদ, আমি খুশী হয়ে গেলাম।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি জান্নাতের ভিতর দৃষ্টি ফেলে দেখলাম, জান্নাতীদের অধিকাংশই গরীব মানুষ। আর জাহান্নামের মাঝে দৃষ্টি ফেলে দেখলাম, জাহান্নামীদের অধিকাংশই ধনী লোক ও মেয়ে মানুষ। অন্য এক বর্ণনায় শুধু মেয়েদের কথা উল্লেখিত

www.banglakitab.weebly.com

হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম যে, এর কারণ কি? উত্তরে বলা হলো, দুই লাল জিনিস তাদের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে ঃ সোনা এবং যাফরান।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দারিদ্র্য মু'মিনের ইহকালীন তোহ্‌ফা। অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবীগণের মধ্যে সবার শেষে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবেন সুলাইমান আলাইহিস্‌-সালাম। কারণ, তাঁর উপর রাজত্বের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। আর আমার সাহাবীদের মধ্যে সবার শেষে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবেন—আবদুর রহমান ইব্‌নে আওফ (রাযিঃ)। কারণ, তিনি মালদার ছিলেন। এক বর্ণনায় বলেছেন, আমি তাকে দেখলাম হামাগুড়ি দিয়ে বেহেশ্‌তে যাচ্ছেন।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, ধনী ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশ করা বড় কঠিন। আহ্‌লে বাইত কর্তৃক বর্ণিত এক রেওয়াতে হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্‌ পাক যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন। আর যখন অত্যন্ত বেশী ভালবাসেন তখন তাকে খাসভাবে বাছাই করেন। জিজ্ঞাসা করা হলো যে, খাসভাবে বাছাই করার কি অর্থ? তিনি বললেন, মানে, আল্লাহ্‌ পাক তার আওলাদ-পরিজন, ধন-সম্পদ কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না। আর এক বর্ণনায় আছে, যদি দারিদ্র্যকে তোমার দিকে অগ্রসরমান দেখ, তাহলে বল, মার্‌হাবা! এ-যে আওলিয়ায়ে-ছালেহীনের ভূষণ ও বৈশিষ্ট্য? আর যদি প্রাচুর্য আসতে দেখ, তা'হলে বুঝবে, এ হচ্ছে আমার কোন পাপের নগদ সাজা।

হযরত মূসা (আঃ) বলেছিলেন, আপনার প্রিয় বান্দা কারা? আপনার জন্য তাদেরকে আমি ভালবাসবো। আল্লাহ্‌ পাক বললেন ঃ প্রতিটি গরীব বান্দা। হযরত ঈসা (আঃ) বলতেন, আমি মিস্‌কীনকে ভালবাসি এবং জাগতিক সুখের প্রাচুর্যকে ঘৃণা করি। কেউ তাঁকে 'হে মিস্‌কীন' বলে সম্বোধন করলে তাতে যে-কোন সম্বোধন অপেক্ষা তিনি অধিক খুশী হতেন।

আরবের কাফের সর্দারগণ ও ধনিক শ্রেণী নবীয়ে-আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রস্তাবে রেখেছিল যে, আপনি একদিন আমাদের জন্য নির্ধারণ করুন, সেদিন ওসব গরীবেরা আসবে না। আর এক দিন গরীবদের জন্য নির্ধারিত করুন, সেদিন আমরা আসবো না। এসব গরীব

www.banglakitab.weebly.com

বলতে তারা হযরত বেলাল, হযরত সালমান, হযরত সুহাইব, হযরত আবূ যর, হযরত খাব্বাব ইবনুল-আরত্, হযরত আম্মার ইব্নে ইয়াসির, হযরত আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হুম ও আস্হাবে সুফ্ফার সহায়-সম্বলহীন সাহাবীদেরকে বুঝাচ্ছিল। নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। কারণ, তারা এ অভিযোগ তুলেছিল যে, এদের শরীর ও পোশাকের দুর্গন্ধে আমাদের কষ্ট হয়। কারণ, তাঁরা প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও পশমের পোশাক পরিধান করতেন। যখন তাঁরা ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন তখন তাঁদের পোশাকাদি হতে একটা দুর্গন্ধ বের হতো যা ঐ ধনীদের জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিলো। ঐ প্রস্তাবকারীদের মধ্যে ছিল ঃ আক্রা ইব্নে হাবেছ, উইয়াইনাহ্ বিন হিছ্ন্ ফাযারী, আব্বাস বিন মেরদাস সুলামী ও অন্যান্য। প্রিয়নবী (দ্বীনের স্বার্থে) তাদের প্রস্তাব মতে উভয় শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক মজলিসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

'আপনি নিজেকে কঠোরভাবে তাদের সাহচর্যেই নিয়োজিত রাখুন যারা সকাল-সন্ধ্যা (সব সময়) তাদের পালনকর্তা মা'বুদের সন্তুষ্টির তালাশে তাঁর যিক্র ও ইবাদতে মশগুল থাকে। তাদের (অর্থাৎ এ সকল গরীবদের) থেকে আপনি দৃষ্টি ফিরাবেন না। আপনি কি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য চান? (নাকি আখেরাতের সৌন্দর্য চান?) (কাহ্ফ ঃ ২৮)

অনুরূপ ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

'আপনি ওদের বলে দিন যে, ওদের রব্-এর পক্ষ হতে 'সত্যের' আগমন ঘটেছে। অতএব, যার ইচ্ছা, ঈমান গ্রহণ করবে, যার ইচ্ছা কুফরী

www.banglakitab.weebly.com

করবে।

অনুরূপ, কুরাইশের একজন অভিজাত কাফের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট উপবিষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উম্মে–মাকতুম (রাযিঃ) তাঁর কাছে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ

عَبَسَ وَتَوَلّٰىۙ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰىؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىۙ
اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰىؕ

'তাঁর (হুযূরের) নিকট দৃষ্টিশক্তিহীন বান্দার আগমনে তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠলো এবং তিনি তাঁর দিকে লক্ষ্য করলেন না। (হে রাসূল,) আপনি কি জানেন? হয়ত সে সংশোধিত হতো অথবা নসীহত গ্রহণ করতো। ফলে, নসীহত তার জন্য উপকারী হতো।'

(আবাসা ঃ ১–৪)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দরিদ্রদের সঙ্গে তোমরা অধিক পরিচয় ও সম্পর্ক গড়ে তোল তাদের কাছ থেকে সাহায্য লাভের পথ করে নাও। কারণ, তারা এক বিশেষ দৌলতের অধিকারী। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তাদের দৌলত কি? তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা দেখ, কে তোমাদের এক টুকরা রুটি খেতে দিয়েছিল কিংবা এক ঢোক পানি পান করিয়েছিল অথবা একখানা বস্ত্র দিয়েছিল। তার হাত ধরে তাকে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাও।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করলাম। তখন আমার সম্মুখে কারো পদসঞ্চালনের আওয়ায শুনতে পেলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম, সে হচ্ছে বেলাল (রাযিঃ)। তারপর বেহেশ্‌তের সর্বোচ্চ স্তরের দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম, সেখানে রয়েছে আমার উম্মতের দরিদ্র–গরীবেরা। আর সর্বনিম্ন স্তরে দেখলাম, ধনী ও নারীদেরকে। তাও অল্প সংখ্যক। আমি বললাম, হে মা'বুদ, একি? ওরা ওখানে কেন? আল্লাহ্

www.banglakitab.weebly.com

পাক বললেন, নারীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সোনা এবং রেশম। আর ধনী লোকেরা তো লম্বা হিসাবের মধ্যে ব্যস্ত ছিল। যাক, আমি আমার সাহাবীদিগকে খুঁজছিলাম। তাদের মধ্যে আবদুর রহমান ইব্নে আওফকে দেখলাম না। কিছুক্ষণ পর সে কাঁদতে কাঁদতে আগমন করলো। জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কাছে আসতে তোমার বিলম্বের কারণ কি? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, আপনার নিকট পৌঁছতে আমাকে বহু দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। ভাবছিলাম যে, আপনাকে দেখার ভাগ্য বুঝি আমার হবে না। হুযুর বললেন, সে-কি ব্যাপার? কেন? উত্তরে তিনি বললেন, কারণ, আমার কাছে আমার ধন-দৌলতের হিসাব নেওয়া হচ্ছিল। প্রিয় বন্ধু, চিন্তা কর, ইনি সেই আবদুর রহমান ইব্নে আওফ্ (রাযিঃ) যিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন মস্তবড় মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী। এবং তিনি 'আশারা-মুবাশ্শারা'র একজন, যাঁদেরকে বিশেষভাবে বেহেশ্তের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এবং তিনি সেই ধনীদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মাল মালদারের জন্য ক্ষতিকর ; কিন্তু যারা মালকে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে। এতদসত্ত্বেও তিনি ধনের দরুন এতটুকু হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক গরীবের কাছে গমন করেন। দেখলেন যে, সম্পদ বলতে তার কিছুই নাই। তখন তিনি ইরশাদ করলেন ঃ এই গরীবের নূর যদি সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়, তাহলে তা তাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বলতে লাগলেন, আমি কি তোমাদের বলবো যে, বেহেশ্তীদের বাদশাহ্ কারা হবে? সাহাবীগণ বললেন, জ্বী-হাঁ অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। তিনি বললেন ঃ ঐসব দুর্বল, ধুলি-মলিন, অগুছালো-কেশ, ফাটা-পুরানো কাপড় পরিধানকারী, যাদেরকে অন্যরা হেয়, দুর্বল, অধর্তব্য বলে গণ্য করে ; কিন্তু, আল্লাহ্র উপর জোর দাবী জানিয়ে কোন বিষয়ে কসম করে বসলে তিনি তাদের কসম পুরা করে দেন।

হযরত ইমরান ইব্নে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে খুবই মহব্বত ও ইয্যতের নযরে দেখতেন। একদা তিনি বললেন, ইমরান, আমার কাছে তুমি বিশেষ ইয্যত

www.banglakitab.weebly.com

ও মর্যাদার অধিকারী, (তুমি আমার খাস মানুষ)। তাই, অসুস্থ ফাতেমা বিন্‌তে রাসূলুল্লাহ্‌র পরিচর্যায় যেতে ইচ্ছা কর কি? আমি বললাম, জ্বী–হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌, আমার মা–বাপ আপনার উপর কোরবান হোন। অতঃপর আমি তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হয়ে গেলাম। হযরত ফাতেমার দুয়ারে দাঁড়িয়ে তিনি দরজা খটখটালেন। আস্‌সালামু আলাইকুম বলে প্রশ্ন করলেন ঃ ভিতরে আসতে পারি? হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বললেন, জ্বী–হাঁ, আসুন। হুযুর বললেন, আমি এবং আমার সাথী উভয়েই? তিনি বললেন, আপনার সাথে কে? হুযুর বললেন ঃ ইমরান। হযরত ফাতেমা বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, আমার দেহে শুধু একখানা চাদরই আছে। তিনি হাতের ইশারায় বললেন যে, এভাবে জড়িয়ে নাও। হযরত ফাতেমা বললেন, শরীরটা তো (কোন রকম) ঢেকে নিয়েছি, কিন্তু মাথা ঢাকবার তো কোন উপায় দেখছি না। এতদশ্রবণে হুযুর তাঁর সঙ্গের একখানা বস্ত্র ফাতেমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এটি মাথায় বেঁধে নাও। অতঃপর তিনি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে প্রবেশ করে বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমার স্নেহের দুলারী, আজ সকালে কেমন থেকেছ? ফাতেমা বললেন, ওয়াল্লাহ্‌, সকালে ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। সেইসাথে খাবারের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষুধার যন্ত্রণা ব্যথাকে যেন দ্বিগুণ করে তুলেছে। অনাহার আমাকে দুর্বল করে ফেলেছে। ফাতেমার এ কথায় হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, দুলারী আমার, চিন্তা করো না, অস্থির হয়ো না। ওয়াল্লাহ্‌, আমিও আজ তিন দিন যাবত কিছুই মুখে দেই নাই। অথচ, অবশ্যই আমি আল্লাহ্‌র নিকট তোমার চাইতে অধিক প্রিয় ও সম্মানিত। আমি যদি আমার পালনকর্তার কাছে চাইতাম তাহলে অবশ্যই তিনি আমাকে খাওয়াতেন। কিন্তু, আমি দুনিয়ার উপর আখেরাতের প্রাধান্য দিয়েছি। অতঃপর তিনি ঈষৎ জোরে ফাতেমার কাঁধে হাত রাখলেন এবং বললেন, সুসংবাদ নাও, আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি বেহেশ্‌তী বেগমদের সর্দার। হযরত ফাতেমা বললেন, তাহলে, ফেরআউনের স্ত্রী আছিয়া এবং মরিয়ম বিন্‌তে ইমরান? হুযুর বললেন, আছিয়া হবেন তাঁর সময়কার বিশ্ব–নারীদের সর্দার এবং মরিয়মও হবেন

www.banglakitab.weebly.com

তাঁর সময়কার বিশ্ব–নারীদের সর্দার। আর তুমি হবে তোমার সময়কার সমগ্র নারীজগতের সর্দার। তোমরা এমন ঘরে বাস করবে যা হবে খোশবূদার ঘাসের, যেখানে থাকবে না কোন দুঃখ–কষ্ট ও কোনও শোরগোল। অতঃপর বললেন, ফাতেমা, চাচাতো ভাই আলীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাক। শোন, আমি তোমাকে এমন স্বামীর সাথে বিবাহ দিয়েছি যিনি দুনিয়াতেও সর্দার, আখেরাতেও সর্দার।

হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন মানুষ ফকীর–গরীবদিগকে ঘৃণা করবে, উচুঁ–উচুঁ ইমারত তৈরী করবে, টাকা–কড়ি উপার্জনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পথ অবলম্বন করবে, তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে চারটি বিপদে নিক্ষেপ করবেন ঃ কালের দুর্ভিক্ষ, রাজার জুলুম, সরকারী কর্মচারীদের খিয়ানত, শত্রুদের দাপট।

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) বলেন, দুই টাকার মালিক—এক টাকার মালিক অপেক্ষা অধিক সংকট ও শক্ত হিসাবের সম্মুখীন হবে।

হযরত উমর (রাযিঃ) সাঈদ ইব্নে আমের (রাযিঃ)–র জন্য এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়েছিলেন। এতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও বিষন্ন হয়ে ঘরে ফিরলেন। বিবি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার, কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে? তিনি বললেন, বরং আরও মারাত্মক কিছু ঘটেছে। অতঃপর বললেন, আচ্ছা, তোমার পুরাতন দোপাট্টাখানা দাও তো। তা নিয়ে তিনি খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন এবং তা দিয়ে থলে বানিয়ে ঐ দীনারগুলো বিলিয়ে দিলেন। অতঃপর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কাঁদতেছিলেন। সকাল পর্যন্তই এ অবস্থা অব্যাহত ছিল। তারপর বলতে লাগলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

يَدْخُلُ فُقَرَاءُ اُمَّتِيْ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ
حَتّٰى اَنَّ الرَّجُلَ مِنَ الْاَغْنِيَاءِ يَدْخُلُ فِيْ غَمَارِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهٖ فَيُسْتَخْرَجُ

'আমার উম্মতের দরিদ্রগণ ধনীদের পাঁচশত বছর আগে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। এজন্য কোন ধনী তাদের ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করবে, কিন্তু তার হাত ধরে তাকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হবে।'

www.banglakitab.weebly.com

জনৈক ব্যক্তি বলেন, একবার একজন ফকীর হযরত সুফ্ইয়ান সওরী (রহঃ)-র মজলিসে আগমন করেছিল। তিনি বললেন, তুমি সবার আগে এসে বস। ধনী হলে তোমাকে এত নিকটবর্তী করতাম না। তাঁর ধনী বন্ধু ও শাগরেদগণ আকাংখা করে বলতেন যে, হায়, আমরা যদি গরীব হতাম। এর, কারণ, হযরত সওরী (রহঃ) গরীবদেরকে অত্যধিক ভালবাসতেন, সম্মান করতেন, কাছে ডাকতেন। আর ধনীদের থেকে এড়িয়ে চলতেন। হযরত মুয়াম্মাল (রহঃ) বলেন, ধনীদেরকে হযরত সওরী (রহঃ)-এর মজলিসে যতটা ছোট ও নীচু থাকতে দেখেছি, এমনটা দ্বিতীয় কোথাও দেখি নাই। অনুরূপ, গরীবদেরকে তাঁর মজলিসে যে রকম মর্যাদা ও সম্মান পেতে দেখেছি, তেমনটি দ্বিতীয় কোথাও নযরে পড়েনি।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, মানুষ কত যে নির্বোধ! কারণ, সে দারিদ্র্যকে যতটুকু ভয় করে, জাহান্নামকে যদি এতটুকুও ভয় করতো তাহলে, দারিদ্র্য ও জাহান্নাম উভয় থেকেই সে নাজাত পেয়ে যেত। তদ্রূপ, যতটা সে ধনী হওয়ার আকাংখা করে, বেহেশ্তের জন্য ততটুকুও যদি আকাংখা পোষণ করতো তাহলে উভয়টাই সে পেয়ে যেত। অনুরূপ, যতটা সে প্রকাশ্যে মাখ্লুককে ভয় করে, আল্লাহ্কে অপ্রকাশ্যে অতটুকু ভয়ও যদি করতো তাহলে সে ইহ-পরকালের তামাম সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে যেত।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন; যে ব্যক্তি কাউকে ধনের জন্য সম্মান এবং দারিদ্র্যের জন্য অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, সে অভিশপ্ত।

হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়েছেন ঃ খবরদার, কারো পরনে ছেঁড়া-পুরানা কাপড় দেখে তাকে ঘৃণা করবে না। কারণ, তোমার খোদা ও তার খোদা একই খোদা।

হযরত মু'আয ইব্নে জাবাল (রাযিঃ) বলেন, গরীবদেরকে মহব্বত করা নবী-রসূলগণের আখলাক, তাদের উঠা-বসার অগ্রাধিকার দান করা আওলিয়ায়ে-ছালেহীনের বৈশিষ্ট্য, আর তাদের উঠা-বসা থেকে দূরে থাকা বা ঘৃণা করা মুনাফিকদের আলামত।

পূর্ববর্তী কোন আসমানী কিতাবের বরাতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ পাক কোন এক নবীর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন ঃ তুমি এই বিষয়ে ভয় কর যে, আমি যদি তোমার প্রতি ক্ষুব্ধ হই এবং সেজন্য তুমি আমার

www.banglakitab.weebly.com

করুণার নজর থেকে বঞ্চিত হও, তাহলে দুনিয়াকে আমি তোমার জন্য বৃষ্টির মত ঢেলে দেব।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ও ইব্নে আমের (রহঃ) প্রমুখ হযরত আয়েশা (রাযিঃ)–র জন্য যে হাদিয়া পাঠাতেন তিনি তা থেকে প্রত্যেক দিন এক হাজার দেরহাম বিলিয়ে দিতেন। অথচ, তাঁর দোপাট্টা তালিযুক্ত ছিল। একদা রোযাদার আয়েশা (রাযিঃ)–কে তাঁর বাঁদী বললেন, যদি একটিমাত্র দেরহামের গোশত খরিদ করতেন, তা দিয়ে ইফতার করতে পারতেন। তিনি বললেন, তুমি স্মরণ করিয়ে দিলেই তো পারতে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ওছীয়ত করে বলেছিলেন, তুমি যদি আমার সাথে মিলতে চাও তাহলে অবশ্যই গরীবের জীবন–যাপন করবে, ধনীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকবে এবং দোপাট্টায় তালি লাগানোর আগে তা খুলে রাখবে না।

এক ব্যক্তি হযরত ইব্রাহীম ইব্নে আদহাম (রহঃ)–এর জন্য দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা পেশ করলে তিনি তা প্রত্যাখান করেন। লোকটি জোর অনুরোধ জানাতে থাকলে তিনি বললেন, তুমি কি চাও যে, দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে আমি গরীবদের রেজিষ্টার থেকে আমার নাম মুছে ফেলি? আমি কক্ষনো তা করব না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

طُوْبٰى لِمَنْ هُدِىَ اِلَى الْاِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهٗ كَفَافًا وَقَنَعَ بِهٖ۔

'বড়ই খোশ্–নসীব সেই ব্যক্তি যে ইসলামের হেদায়াতপ্রাপ্ত হলো এবং প্রয়োজন–পরিমাণ উপজীবিকাপ্রাপ্ত হয়ে তাতেই সন্তুষ্ট থাকলো।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ 'হে গরীবেরা, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তোমরা দারিদ্র্যের জন্য আল্লাহ্–প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করবে, অন্যথায় নয়।' এই হাদীসের দ্বারা সন্দেহ জাগতে পারে ধনের প্রতি লালায়িত গরীব দারিদ্র্যের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু, ব্যাপকার্থবোধক হাদীসসমূহের প্রতি গভীরভাবে নজর করলে বুঝা যায় যে, এ ধরণের গরীবগণও দারিদ্র্যের জন্য সওয়াবের অধিকারী হবে। পরে এ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করা হবে। অতএব, উল্লেখিত হাদীসে আল্লাহ্র

www.banglakitab.weebly.com

প্রতি সন্তুষ্ট না থাকলে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ হলো, আল্লাহ্ পাক যে তাকে সম্পদ দান করেন নাই, আল্লাহ্র এ ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া। কারণ, আল্লাহ্র ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্টি সওয়াবকে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু, এমনও বহু গরীব আছে যারা সম্পদের আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক তাদের সম্পদহীন করার দরুণ তাদের মনে কোন অভিযোগ বা অসন্তুষ্টি নাই। (ফলে, তাদের সওয়াবও বাতিল হবে না।)

হযরত উমর ইবনুল-খাত্তাব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ لِكُلِّ شَيْئٍ مِفْتَاحًا وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ الْمَسَاكِيْنَ وَالْفُقَرَاءِ لِصَبْرِهِمْ هُمْ جُلَسَاءُ اللّٰهِ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'প্রত্যেক বস্তুর একটা চাবি থাকে। বেহেশ্তের চাবি হলো গরীব-মিসকীনদের মহব্বত করা, এজন্য যে, তারা আল্লাহ্র জন্য ছবর অবলম্বন করছে। কিয়ামতের দিন গরীব-মিসকীনরা হবে আল্লাহ্ পাকের অধিকতর নিকটবর্তী।'

হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয় বান্দা ঐ গরীব যে আল্লাহ্র দেওয়া রিযিকে তুষ্ট এবং আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوْتَ اٰلِ مُحَمَّدٍ كَفَافًا۔

'আয় আল্লাহ্, মুহাম্মদের পরিবারবর্গকে জীবনধারণ পরিমাণ রিযিক দান কর।'

তিনি বলেছেন ঃ

مَا مِنْ اَحَدٍ غَنِيٍّ وَّلَا فَقِيْرٍ اِلَّا وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَّهٗ كَانَ اُوْتِيَ قُوْتًا فِي الدُّنْيَا

'কিয়ামতের দিন ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাই আক্ষেপ করবে যে, দুনিয়াতে

www.banglakitab.weebly.com

যদি তাকে প্রয়োজন পরিমাণ রিযিকই দেওয়া হতো।'

আল্লাহ্ পাক হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করেছেন যে, আমাকে তালাশ কর ভাঙ্গা-হৃদয় লোকদের কাছে। তিনি বললেন, ভাঙ্গা-হৃদয় কারা? আল্লাহ্ পাক বললেন, সত্যপন্থী গরীবেরা।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দরিদ্রের চাইতে উত্তম কেউ নাই যদি সে আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। তিনি আরও বলেন যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক বলবেন, আমার বাছাইকৃত-মনোনীত বান্দাগণ কোথায়? ফেরেশ্তাগণ বলবেন, হে খোদা, তারা কারা? আল্লাহ্ পাক বলবেন যে, এরা ঐ সকল দরিদ্র মুসলমান, যারা আমার দেওয়া হিস্সার উপর তুষ্ট ছিল, আমার নির্ধারিত তকদীরের উপর খুশী ছিল। তাদেরকে বেহেশ্তে দাখিল করে দাও। অতঃপর তারা বেহেশ্তে প্রবেশ করে খেতে থাকবে এবং পান করতে থাকবে, অথচ তখনও লোকেরা হিসাবে ব্যস্ত থাকবে।

অল্পে তুষ্টি বা আল্লাহ্র হিস্সার উপর খুশী থাকা সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। অল্পে-তুষ্টির বিপরীতে রয়েছে লোভ-লালসা। এ সম্পর্কে হযরত উমর (রাযিঃ) বলেছেন ঃ লালসাই দারিদ্র্য, আর লালসামুক্ত থাকাতেই প্রাচুর্য। কারণ, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ না করে বরং নিজের যা আছে তার উপর সন্তুষ্ট থাকবে, কোন মানুষের কাছে তাকে তোয়ায-নোয়ায করতে বা ধন্না দিতে হবে না।

হযরত ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ প্রত্যহ আরশের নীচ থেকে একজন ফেরেশ্তা আওয়ায দিয়ে বলে, হে আদম সন্তান, যে 'অল্প' তোমার প্রয়োজন মিটাতে যথেষ্ট তা ঐ 'বেশী' অপেক্ষা উত্তম যা তোমাকে অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী করে দেয়।

হযরত আবূ দার্দা (রাযিঃ) বলেন, প্রতিটি মানুষের বিবেক-বুদ্ধিই ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, সে দুনিয়ার প্রাচুর্য দেখলে ফূর্তিতে নেচে উঠে। অথচ, দিবা-রাতের অশ্রান্ত চাকা যে তার মূল্যবান জীবনকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে সেজন্য তার কোন ভাবনা নাই, বেদনা নাই। হায় মানুষ, কি সর্বনাশ করছ! সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়াসে ব্যস্ত থাকছ অথচ, জীবন যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, ধন বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন,

www.banglakitab.weebly.com

আশা কম করা এবং প্রয়োজন-পরিমাণের উপর সন্তুষ্ট থাকা।

কথিত আছে যে, হযরত ইব্রাহীম ইব্নে আদ্হাম (রহঃ) খোরাসানের স্বচ্ছন্দ ও আয়েশী জীবন-যাপনকারী এক বাদশাহ ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর বালাখানার উপর থেকে লক্ষ্য করে দেখেন, একটি লোক তাঁর মহলের একপ্রান্তে তার হাতের একটি রুটি খাচ্ছে, খাওয়ার পর সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লো। তিনি তাঁর কোন গোলামকে বললেন, লোকটি জেগে উঠলে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। কিছুক্ষণ পর ঘুম ভাঙলে গোলাম তাকে ইব্রাহীমের কাছে নিয়ে গেলো। তিনি বললেন, আচ্ছা, তুমি যে রুটি খাচ্ছিলে, তা কি ক্ষুধার্ত অবস্থায়? সে বললো, জ্বী-হাঁ। আবার প্রশ্ন করলেন, তবে কি তুমি ঐ একটি রুটিতে পরিতৃপ্ত হয়েছিলে? সে বললো, জ্বী-হাঁ। তিনি বললেন, আচ্ছা, তুমি যে ঘুমালে, আরামেই ঘুমালে? সে বললো, জ্বী-হাঁ। ইব্রাহীম তখন আপন মনে ভাবতে লাগলেন, কি হবে আমার এই দুনিয়া, এই ঐশ্বর্যভাণ্ডার দিয়ে? কারণ, জীবন ধারণের জন্য এতটুকুই তো যথেষ্ট দেখছি।

হযরত আমর ইব্নে আবদুল কায়স (রহঃ) লবন দিয়ে তরকারী খাচ্ছিলেন। এমন সময় একটি লোক তাঁর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। সে বললো, আল্লাহ্র বান্দা, দুনিয়ার জীবনে এ কিঞ্চিতের উপরই আপনি সন্তুষ্ট? তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিবো যে নিকৃষ্ট বস্তুর উপর সন্তুষ্টচিত্ত? সে বললো, জ্বী, বলুন। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আখেরাতের বদলে 'দুনিয়া' নিয়ে সন্তুষ্ট।

হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াসে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থলে থেকে একখানা শুকনা রুটি বের করে পানিতে ভিজিয়ে লবন দিয়ে খেয়ে নিতেন। আর বলতেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে এতটুকুর উপর সন্তুষ্ট থাকে, তাকে কারুরই মুখাপেক্ষী হতে হয় না।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্ পাক যাদের কসম খেয়ে বলার পরও তারা আল্লাহ্র কথায় বিশ্বাস করে নাই, তাদের উপর লা'নত বর্ষিত হোক। অতঃপর তিনি এই আয়াত আবৃত্তি করলেন ঃ

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝ فَوَرَبِّ

www.banglakitab.weebly.com

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ

'আসমানে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সবকিছু। আসমান ও যমীনের রব্ব-এর কসম, এটি ধ্রুব সত্য।'

(যারিয়াত ঃ ২২, ২৩)

একদা হযরত আবূ যর (রাযিঃ) লোকদের নিয়ে মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় তাঁর বিবি এসে বলতে লাগলেন, আপনি এখানে মজলিস করছেন? অথচ, আপনার ঘরে মুখে দেওয়ার মত কিছুই নাই। তিনি বললেন, হে বিবি! আমাদের সম্মুখে এক দুর্গম ঘাঁটি বিদ্যমান। সেই ঘাঁটি হতে তারাই নাজাত পাবে যারা হাল্কা সহজ জীবন-যাপন করে। এতদশ্রবণে তাঁর বিবি সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরে যান।

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন, যে ক্ষুধা-পীড়িত ধৈর্য্যহীন হয়ে পড়ে, সে কুফরের নিকটবর্তী হয়ে যায়।

জনৈক বুযুর্গ জিজ্ঞাসিত হলেন ঃ আপনার কি কি ধন-সম্পদ আছে? তিনি বললেন ঃ কর্মজীবনের স্বচ্ছ ও সৎ কর্মশীলতা, হৃদয়ের ঈমানসিক্ত সরলতা এবং পরের ধন-সম্পদের প্রতি লোভহীনতা।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বাবতীর্ণ কোন কিতাবে বলেছেন ঃ হে আদম সন্তান, সমগ্র পৃথিবীও যদি তোমার হয় তবে তোমার ভাগ্যে জুটবে শুধু তোমার নির্ধারিত খোরাকটুকু। অতএব, আমি যখন তোমাকে শুধু তোমার ভোগ্য খোরাকটুকু দান করি, আর বাকীটুকুর হিসাব অন্যদের গর্দানে চাপিয়ে দিই, বস্তুতঃ এতে আমি তোমার বৃহত্তম উপকারই করি।'

কোন বুযুর্গ ক্বানাআত বা 'অল্পে-তুষ্টি' প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ কাঁদতে হয় আল্লাহ্র কাছে কাঁদ, আল্লাহ্র কাছে মিনতি কর, মানুষের কাছে মিনতি করা বৃথা। আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাক, মানুষের থেকে কিছুর আশা করো না। বিশ্বাস কর, নির্লোভ থাকাতেই তোমার ইয্যত। ঘনিষ্ঠ অ-ঘনিষ্ঠ কারুরই মুখাপেক্ষী হয়ো না। কারণ, পরের ধনে যে লোভ করে না সে-ই প্রকৃত ধনী।

আর এক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'এ সম্পদের স্তূপে তো ওয়ারিশদের জন্যই

www.banglakitab.weebly.com

স্তূপীকৃত। তোমার সম্পদ তো তা-ই যা তুমি আল্লাহ্‌র জন্য খরচ করেছ। আসলে, সেই হৃদয় বড়ই শান্তিপূর্ণ যার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, সকলের রিযিক বন্টনকারী আমাকেও অবশ্যই রিযিক দিবেন। এ বিশ্বাস তার ইয্যতকেও নির্দাগ-নিরাপদ রাখে, তার চেহারাকেও সজীব ও অমলিন রাখে। বস্তুতঃ 'ক্বানাআত' (খোদা-প্রদত্ত হিস্‌সাতে সন্তুষ্টি) যদি কারো জীবনের আঙিনায় অবতরণ করে, ক্বানাআতের শীতল ছায়া তাকে সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করে দেয়।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৩৫

গায়রুল্লাহকে বন্ধু বা সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ،

'তোমরা যালিমদের প্রতি ঝুঁকো না ; অন্যথায়, জাহান্নামের আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে।' (হূদ ঃ ১১৩)

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে, ركون বলতে কোন বস্তুর প্রতি ঝুঁকে পড়া ও আকৃষ্ট হওয়াকে বুঝায়, চাই তা কম মাত্রায় হোক কিংবা অধিক মাত্রায় হোক। হযরত ইকরিমা (রাযিঃ) বলেন, এ আয়াতের মর্মার্থ হলো ঃ 'তোমরা যালিমদিগকে আপন বলে গ্রহণ করো না।' বস্তুতঃ উক্ত আয়াতের যাহেরী অর্থ হয় ঃ তোমরা কাফের মুশরেক ও ফাসেক মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো না। আল্লামা নিশাপুরী (রহঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ এর অর্থ, যুলুমবাজদের যুলুম–অত্যাচার ও তাদের নির্যাতনমূলক রীতি–নীতির সমর্থন, গুণ–কীর্তন বা প্রশংসা করা এবং তাদের যে কোন অন্যায়কর্মে সহযোগিতা বা অংশগ্রহণ করা। কিন্তু তাদের যুলুম ও অন্যায় পদক্ষেপের প্রতিবাদ–প্রতিরোধের উদ্দেশে কখনও কখনও তাদের কাছে যাতায়াত করা উক্ত আয়াতের নিষিদ্ধ সম্পর্কের আওতায় পড়ে না। (ইমাম গায্যালী (রহঃ) বলেন,) আমার ধারণায় এ যাতায়াতের বৈধতা কেবলমাত্র সামাজিক জীবনের নীতি–আদর্শের অন্তর্ভুক্ত এবং রুখসত্ বা 'অবকাশ'–এর পর্যায়ভুক্ত। অন্যথায়, যালিমদের থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকাই হচ্ছে তাকওয়ার দাবী। কারণ, আল্লাহ্ই তার বান্দার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ط

'আল্লাহ্ই কি যথেষ্ট নন তার বান্দার জন্য?' (যুমার ঃ ৩৬)

তাই, তাদের প্রতি আকৃষ্ট বা সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ার মূল গোড়াই উৎপাটন করে ফেলা দরকার, বিশেষ করে আশংকা-সংকুল বর্তমান যমানায়। কারণ, আজ অন্যায়ের প্রতিবাদ ও সত্য-ন্যায়ের প্রতি আহ্বানই যেন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, তাদের কাছে যাতায়াত ধোকা ও ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে মুক্ত নয়। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আয়াতের বক্তব্য অনুসারে যেকোন যুলুমে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে সামান্য সম্পর্ক বা যাতায়াতই যখন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার কারণ, তাহলে, চরম ধরণের যালিম, নিপীড়ক ও সীমালংঘনকারীদের সাথে যারা গভীর সম্পর্ক রাখে, অহরহ যাতায়াত করে, তাদের সাহচর্য ও বন্ধুত্ব লাভের জন্য জান কুরবান করে দেয়, এমনকি তাদের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ জীবন-যাপন, চলা-ফেরা, উঠা-বসা করে এবং তাদের চাল-চলন, লেবাস-পোশাক অনুসরণ করে তৃপ্তি অনুভব করে, তাদের উন্নত ও আকর্ষণীয় আহার-বিহার ও উপকরণাদি দর্শনে ঈর্ষান্বিত হয়— তাদের পরিণতি কত বেশী লাঞ্ছনাকর ও ভয়াবহ হতে পারে? আসলে হাকীকতের দৃষ্টিতে তাকালে দেখবে, তাদের বিপুল ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ্র নিকট তা একটিমাত্র দানা বা মশার ক্ষুদ্র পালক বরাবরও নয়। বন্ধুগণ, তাহলে এও কি কোন কামনার যোগ্য বস্তু? ধিক্ এমন কামনাকারীর প্রতি, ধিক্ সেই কাম্য বস্তুর প্রতি। দেখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَّنْ يُّخَالِلُ

'মানুষ তার অন্তরঙ্গ-বন্ধুর রীতি-আদর্শের অনুসারী, সঙ্গগুণে রঙ্গ ধরে। অতএব, প্রত্যেকেরই লক্ষ্য করা দরকার যে, কাকে, কেমন মানুষকে সে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে।'

বর্ণিত আছে যে, সৎ সঙ্গীর উদাহরণ মেশক বহনকারীর মত। মেশক তোমাকে নাইবা দিল কিন্তু, তার সুঘ্রাণ তুমি অবশ্যই আঘ্রাণ করবে। আর অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ কর্মকারের জাঁতার মত ; তোমাকে না পোড়ালেও

www.banglakitab.weebly.com

তার ধোঁয়া অবশ্যই পৌঁছবে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ط

'যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদেরকে বন্ধু বা সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে, তাদের অবস্থা ঠিক মাকড়সার বুনা জালের মত।' (আন্কাবুত ঃ ৪১)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ عَظَّمَ غَنِيًّا لِغِنَاهُ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَا دِيْنِهِ.

'যে ব্যক্তি কোন ধনীকে তার ধনের জন্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলো, তার দ্বীনের দুই তৃতীয়াংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।' তিনি আরও বলেন ঃ

اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ وَاهْتَزَّ لِذٰلِكَ الْعَرْشُ

'কোন ফাসেকের প্রশংসা করা হলে আল্লাহ্ পাক গোস্বান্বিত হন এবং এতে তার আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠে।'

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ج

'(সেই দিনকে স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রতিটি মানুষকে তার ইমাম সহকারে তলব করবো।' (ইসরা ঃ ৭১) অর্থাৎ ক্বিয়ামতের ময়দানে।

এখানে তফসীরকারগণ 'ইমাম' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ করেছেন। ইব্নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতে ইমাম বলতে আমলনামাকে বুঝানো হয়েছে। অতএব, এর অর্থ হবে, যেদিন আমরা প্রত্যেককে তার আমলনামা সহ ডাকবো। নিম্নবর্ণিত আয়াতটি এ অর্থকেই সমর্থন করে ঃ

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ

'যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে.....।'

(আল-হাক্কাহ ঃ ১৯)

www.banglakitab.weebly.com

ইব্‌নে যায়দ (রহঃ) বলেছেন যে, এখানে ইমাম মানে, নাযিলকৃত আসমানী কিতাব। অর্থাৎ লোকদিগকে 'হে তাওরাতওয়ালা, হে ইন্‌জীলওয়ালা, হে কুরআনওয়ালা ইত্যাদি বলে ডাকা হবে। হযরত মুজাহিদ ও হযরত ক্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, 'প্রত্যেকের ইমাম' মানে তার নবী। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্‌ পাক ঘোষণা করবেন যে, ইব্‌রাহীম (আঃ)–এর অনুসারীদের হাযির কর, মূসা (আঃ)–এর অনুসারীদের হাযির কর, ঈসা (আঃ)–এর অনুসারীদেরকে হাযির কর, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর অনুগামীদের হাযির কর ইত্যাদি। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন যে, ইমাম মানে নেতা বা অনুসৃত ব্যক্তি। অর্থাৎ যে–সময় লোকেরা যার আদেশ–নিষেধ মেনে চলতো তাদেরকে সেই নেতা সহকারে তলব করা হবে। সহীহ্‌ হাদীসে হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ)–এর রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ্‌ পাক যখন ক্বিয়ামত দিবসে পূর্ববর্তী পরবর্তী সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন তখন প্রত্যেক গাদ্দারের (অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর) জন্য এক–একটি (অপমানকর) ঝাণ্ডা বুলন্দ করা হবে এবং ঘোষণা করা হবে যে, এটি হচ্ছে অমুকের সন্তান অমুকের গাদ্দারীর নিশান।

তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ হুরাইরাহ্‌(রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, নেক বান্দাদের এক–একজনকে ডাকা হবে এবং ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। এবং তার দেহকে ষাট হাতে বর্ধিত করা হবে, চেহারাকে উজ্জ্বল করে দেওয়া হবে, মাথায় ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ মুক্তা নির্মিত মুকুট পরানো হবে। অতঃপর তার সাথীদের দিকে যেতে শুরু করবে। সাথীরা তাকে দূর হতে দেখেই বলতে থাকবে ঃ হে আল্লাহ্‌, তাকে আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও এবং তার উছীলায় আমাদেরকেও বরকতমন্ডিত কর। এতক্ষণে সে তাদের কাছে এসে পৌঁছবে এবং বলবে ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই অনুরূপ নে'আমত ও মর্যাদা।

আর কাফেরের চেহারাকে কালো–কুৎসিত করে দেওয়া হবে। হযরত আদম (আঃ)–এর মত তার দেহকে ষাট হাতে বর্ধিত করা হবে। তার মাথায়ও এক বিশেষ ধরনের মুকুট থাকবে। তার সাথীরা তাকে দেখে বলতে

www.banglakitab.weebly.com

শুরু করবে ঃ এই লোকটার অনিষ্ট হতে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই। আয় আল্লাহ্, একে আমাদের কাছে আসতে দিবেন না। তবুও সে তাদের কাছে এসে পৌঁছবে। তখন সাথীরা বলবে, আয় আল্লাহ্, একে লাঞ্ছিত করুন। সে তখন বলবে, আল্লাহ্‌র রোষানল তোমাদের প্রতি। শোন, তোমাদের প্রত্যেকেরই এই পরিণতি হবে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝

'যখন এ যমীন প্রচণ্ডভাবে কম্পিত হবে এবং তামাম বোঝাসমূহ বাইরে নিক্ষেপ করবে।' (যিলযাল ঃ ১, ২)

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ অর্থাৎ ভূতলসহ সমগ্র যমীন থরথর করে কাঁপতে থাকবে এবং তার অভ্যন্তরস্থ মৃতদেহ ও তামাম রত্নরাজি বাইরে নিক্ষেপ করবে।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতখানা পাঠ করলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝

'সেদিন এ যমীন সমস্ত খবর বলে দিবে।' (যিলযাল ঃ ৪)

অতঃপর বললেন, তোমরা জান, জমীন কি খবর বলবে? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক অবগত। হুযূর বললেন, প্রত্যেক বান্দা-বান্দি যমীনের উপর যা কর্ম করেছে, যমীন সে-সবকিছুরই সাক্ষ্য প্রদান করবে। হুযূর বলেন ঃ তোমরা যমীন থেকে নিজেদের হিফাযত কর। কারণ, যমীন সবকিছুই প্রকাশ করে দিবে। —ত্বাবরানী

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৩৬

ইসরাফীল (আঃ)-এর শিঙ্গায় ফুৎকার, কিয়ামতের বিভীষিকা ও কবর হতে হাশরের মাঠে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ

كَيْفَ انْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّوْرِ قَدِ التَقَمَ الْقَرْنَ وَحَنَى الْجَبْهَةَ وَ اَصْغٰى بِالْاُذُنِ يَنْتَظِرُ مَتٰى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخُ ـ

'কিভাবে আমি আনন্দ-উল্লাস করবো, অথচ, ইস্‌রাফীল (আঃ) মুখে শিঙ্গা লাগিয়ে শির অবনত করে গভীর মনোযোগে কান পেতে অপেক্ষা করছেন—কখন শিঙ্গায় ফুঁকদানের হুকুম আসে।'

হযরত মুকাতিল (রহঃ) বলেন, শিঙ্গাটা শিং-এর মত! হযরত ইস্‌রাফীল (আঃ) শিঙ্গা মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। শিঙ্গার গোলাকার মুখটি সাত আসমান-যমীনের পরিধি বরাবর। তিনি অপলক নেত্রে আরশের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করছেন যে, কখন আদেশ করা হয়। প্রথম বার যখন শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন, আকাশ ও পৃথিবীর বাসিন্দারা তাতে বেহুঁশ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ভীষণ ভীতিগ্রস্ত হয়ে সমস্ত প্রাণীই মারা যাবে, মাত্র কয়েকজন ছাড়া। তারা হলেন, জিব্‌রাঈল, মীকাঈল, ইস্‌রাফীল ও মালাকুল-মউত। অতঃপর আল্লাহ্ পাক মালাকুল-মউতকে যথাক্রমে জিব্‌রাঈল, মীকাঈল ও ইস্‌রাফীলের রূহ্ কবযের হুকুম দিবেন ; অতঃপর মালাকুল-মউতও আল্লাহ্‌র হুকুমে মৃত্যুপ্রাপ্ত হবেন। এই ফুৎকারে সমগ্র বিশ্বপ্রাণীকুলের মৃত্যু ঘটার পর চল্লিশ বছর যাবত তারা আলমে-বর্‌যখে একরূপ অবস্থাতেই পড়ে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক ইস্‌রাফীলকে জীবিত করে দ্বিতীয়বার ফুঁকের হুকুম দিবেন। (প্রথম ফুঁককে বলা হয় 'নাফ্‌খায়ে উলা' এবং দ্বিতীয় ফুঁককে 'নাফ্‌খায়ে ছানিয়া') আল্লাহ্ পাক এ নাফ্‌খায়ে ছানিয়ার কথাই বলেছেন এই আয়াতে ঃ

www.banglakitab.weebly.com

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ۝

'অতঃপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। তৎক্ষণাৎ তারা (জীবিত) হয়ে (আপন পদযুগলের উপর) দাঁড়িয়ে (পুনরুত্থানের বিস্ময়কর দৃশ্য) অবলোকন করতে থাকবে।' (যুমার ঃ ৬৮)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'শিঙ্গা ফুৎকারক ফেরেশ্‌তা পুনর্জীবিত হবার পর আবার শিঙ্গার কাছে এসে তা মুখে লাগাবেন। এবং এক পা আগে ও আর এক পা পিছনে স্থাপন করে দ্বিতীয় ফুৎকারের হুকুমের প্রতীক্ষায় থাকবেন।' বন্ধুগণ, শিঙ্গায় ফুকের কথা স্মরণ কর, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। চিন্তা কর, দ্বিতীয় ফুৎকারে সবাই যখন পুনর্জীবিত হবে তখন সেই ফুৎকারের বিভীষিকা দেখে তারা কিরূপ ভীত সন্ত্রস্ত হবে, কিরূপ পেরেশান ও অসহায় বোধ করবে। তদুপরি, পরবর্তী ফয়সালার ভয়ে কিরূপ কম্পমান থাকবে যে, রহমত ও জান্নাতের ফয়সালা হয়, নাকি লা'নত ও গযবের। তুমিও সেদিন তাদের মত দিশাহীন ও অসহায় বোধ করবে। আর যদি তুমি দুনিয়াতে রাজা-বাদশা বা দাম্ভিক ঐশ্বর্যশালী হয়ে থাক তবে মনে রাখ, প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী রাজা-বাদশা ও ঐশ্বর্যশালীরা সেদিন সর্বাধিক বিপন্ন, বিষন্ন ও ঘৃণ্য সাব্যস্ত হবে। মানুষের পদস্রোত তাদের পিপীলিকার মত নিষ্পেষিত করবে।

সেইদিন জঙ্‌লী জানোয়াররা মাথা নীচু করে পাহাড়-পর্বত ও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবে, প্রকৃতিগতভাবে মানবভীরু হওয়া সত্ত্বেও সেদিন তারা মানুষের মাঝে এসে ভিড় করবে। এ তাদের কোন অপরাধের শাস্তি নয় বরং হাশর দিবসের ভীতি, প্রচণ্ড আওয়ায ও শিঙ্গায় ফুৎকারের বিকটতায় ওরা মানুষের থেকে দূরে থাকার অনুভূতি বিস্মৃত করে দিবে। আল্লাহ্ পাক একথাই বলেছেন ঃ

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝

'যখন জঙ্‌লী প্রাণীরা একত্রিত হবে।' (তাকভীর ঃ ৫)

সেদিন সমস্ত শয়তান, বড় বড় না-ফরমান ও সীমালংঘনকারীরাও আল্লাহ্‌র সম্মুখে হাযিরার ভয়ে কাতর ও অবনত হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআন বলে ঃ

www.banglakitab.weebly.com

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝

'আপনার প্রতিপালকের কসম, আমি ঐ কাফেরদিগকে ও শয়তানদিগকে পুনরুত্থিত করবো এবং তাদেরকে উপুড় করা অবস্থায় জাহান্নামের পার্শ্বে এনে উপস্থিত করবো।' (মারইয়াম ঃ ৬৮)

হে মানুষ, চিন্তা কর, তখন তোমার কি পরিস্থিতি হবে, তোমার মন-মানসিকতার কি করুণ দশা হবে।' তারপর চিন্তা কর, পুনরুত্থানের পর কি অবস্থা দাঁড়াবে। সমস্ত মানুষদিগকে খৎনাহীনভাবে খালি পায়ে, উলঙ্গ দেহে হাশর-ময়দানের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। সে ময়দান তৃণ-লতাশূন্য সমতল ময়দান। এমন কোন টিলা থাকবে না যার আড়ালে লুকানো যাবে, এমন কোন নিম্নভূমিও থাকবে না যে, ফাঁকি দিয়ে তথায় পালিয়ে যাওয়া যায়। বরং তা হবে সম্পূর্ণ সমতল বিশাল ময়দান। দলে দলে সকলকে সেদিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সুবহানাল্লাহ্! কত বড় শক্তিধর সেই খোদা যিনি সমগ্র পৃথিবীর আনাচ-কানাচ হতে হাজারো-লাখো রং-রূপ ও লাখো কিসিমের মাখলূককে একটি ময়দানে একত্রিত করবেন। বাস্তবিকই, সেইদিন হৃদয়সমূহের প্রকম্পিত হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না, মস্তক ও দৃষ্টি অবনত করা ব্যতীত কোন গত্যন্তর থাকবে না।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ

'যেদিন যমীন ও আসমানসমূহকে ভিন্নতর যমীন ও আসমানে রূপান্তরিত করা হবে।' (ইবরাহীম ঃ ৪৮)

এর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্নে-আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ যমীনের ভিতর সংকোচন ও পরিবর্ধন সংঘটিত হবে, বৃক্ষরাজি, পাহাড়-পর্বত, মাঠ-ঘাট সবকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, উকাযী চামড়ার মত দীর্ঘায়িত করে চান্দির মত সাদাভ যমীনে পরিবর্তিত করা হবে—যার উপর কোন রক্তপাত, কোন পাপাচার সংঘটিত হয় নাই। আর আসমানের চন্দ্র, সূর্য, তারকামণ্ডলীও ধ্বংসপ্রাপ্ত

www.banglakitab.weebly.com

হবে। হে মিসকীন, হে সম্বলহীন! চিন্তা কর, সে-দিনটি কিরূপ ভয়াবহ ও সঙ্গীন হবে। হায়, সমস্ত মাখলূক যখন ঐ যমীনের উপর একত্রিত হবে তখন তাদের উপর হতে আকাশের তারকাসমূহ নীচে পড়তে থাকবে, চাঁদ-সূরুজ আলোহীন হয়ে যাবে, ফলে, সমগ্র পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে যাবে। এমনি অবস্থায় আসমান তাদের মাথার উপর ঘুরতে শুরু করবে এবং এই কঠিন, শক্ত ও মোটা আসমান পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে থাকবে। ফেরেশ্‌তাগণ বিভিন্ন প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকবেন। হায়, কি ভয়াবহ অবস্থা হবে, কি ভীষণ ও বিকট আওয়ায হবে যখন এ কঠিনতম আসমান খান-খান হতে থাকবে, অতঃপর হলুদাভ রঙে প্রবাহিত হতে থাকবে। পাহাড়-পর্বত তুলার মত হয়ে উড়তে থাকবে, মানুষ উলঙ্গ দেহে, উলঙ্গ পায়ে বিক্ষিপ্ত পঙ্গ-পালের মত দিশাহারা হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানিত স্ত্রী হযরত সাওদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি লজ্জার কথা! ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ হালতে একজন আর একজনের দিকে দেখবে। তিনি বললেনঃ নিজ নিজ পরিস্থিতির ফলে সেই অবকাশই কারো হবে না।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝

'প্রতিটি মানুষ সেদিন এমন অবস্থার সম্মুখীন থাকবে যা তাকে অন্য সবকিছুর কথা বিস্মৃত করে দিবে।' (আবাসা ঃ ৩৭)

অতএব, হে মানুষ, সেই ভয়াবহ দিনের কথা স্মরণ কর যেদিন সকলের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে যাবে, তবুও একজন আর একজনের দিকে তাকাবার উপায় হবে না। আর তা সম্ভবই বা কিভাবে? কারণ, কেউ সেখানে উপুড় হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলবে, কেউ মাথার উপর চলবে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্বিয়ামতের দিন মানুষ তিন অবস্থায় হাশরের মাঠে আসবে ঃ সওয়ার হয়ে, পায়ে হেঁটে এবং চেহারার দ্বারা হেঁটে। একজন প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, চেহারার দ্বারা হাঁটবে কিরূপে? তিনি বললেন, যে খোদা পায়ের দ্বারা হাঁটিয়েছিলেন, তিনি চেহারার সাহায্যে হাঁটাবারও ক্ষমতা রাখেন।

www.banglakitab.weebly.com

মানুষ যে বস্তুকে ইন্দ্রিয়শক্তির দ্বারা উপলব্ধি করে না তাকে অস্বীকার করাই মানুষের স্বভাব। সাপ যে বিনা পায়ে পেটের উপর বিদ্যুৎগতিতে হাঁটে তা যদি সে স্বচক্ষে অবলোকন না করতো তবে বিনা পায়ে হাঁটতে পারাকেও অস্বীকার করতো। অতএব, দুনিয়ার উপর অনুমান করে ক্বিয়ামাতের বিস্ময়কর ঘটনাবলী অস্বীকার করা হতে বিরত থাক। কারণ, দুনিয়াতেও অনেক বিস্ময়কর জিনিস আছে যা স্বচক্ষে দেখার আগে তুমি অস্বীকারই করতে।

অতএব, হে বান্দা, তুমি ধ্যান কর যে, ক্বিয়ামতের ময়দানে তুমি উলঙ্গ, অপমানিত-অপদস্থ অবস্থায় দিশাহারা হয়ে অপেক্ষা করছ যে, তোমার সম্পর্কে বেহেশ্‌তের ফয়সালা হয়, নাকি জাহান্নামের। সেই পরিস্থিতিকে অতি কঠিন বলে বিশ্বাস কর ; কারণ, সত্যিই তা যারপর নাই কঠিন। তারপর চিন্তা কর যে, সাত আসমান, সাত যমীনের সমস্ত মাখলূকাত তথা ফেরেশ্‌তা, জ্বিন-ইনসান, শয়তান, বন্য পশু, হিংস্র জন্তু, পশু-পক্ষী সবাই সেখানে একত্রিত হয়ে প্রচণ্ড ভিড় সৃষ্টি হয়েছে। সূর্য্য আগের মত নাই, বরং তা দুই ধনুক পরিমাণ নিকটবর্তী হয়ে তাদের মাথার উপর প্রচণ্ড তাপ ঢালছে। আল্লাহ্‌র আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নাই। একমাত্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণই সেই ছায়া লাভে ধন্য হচ্ছে। আর বাকী সকলে প্রখরতর সূর্য্যতাপে জ্বলে-পুড়ে শেষ হচ্ছে। সূর্য্যের তেজ যেন তাদের গলিয়ে ফেলছে। অগ্নিঝরা তাপে মানুষ দিশাহীন হয়ে পড়েছে। পরন্তু প্রচণ্ড ভীড়ের দরুন ধাক্কা-ধাক্কি ও পায়ে-পায়ে ঘর্ষণ লাগছে। তদুপরি, মহা প্রতাপশালী আল্লাহ্‌র সম্মুখে হিসাবের লজ্জা ও অপমানবোধ তো আছেই। হায় কি বিভীষিকা! একদিকে সূর্য্যের অগ্নিঝরা উত্তাপ, অসংখ্য প্রাণীর নিঃশ্বাসের উত্তাপ, আর একদিকে লজ্জা, ভীতি ও অপমানবোধের দরুন হৃদয়ের অগ্নিসম যন্ত্রণার উত্তাপ। প্রতিটি চুলের গোড়া হতে ঘাম প্রবাহিত হয়ে ক্বিয়ামাতের মাঠ ছেয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌র দরবারে যার যার স্তর হিসাবে সেই ঘাম কারো হাঁটুর সমান, কারো কোমর সমান, কারো কানের লতি পর্যন্ত ডুবিয়ে ফেলছে। কেউ কেউ তো ঘামের ভিতর একেবারেই যেন ডুবে যাচ্ছে।

হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেদিন মানুষ রাব্বুল-আলামীনের সম্মুখে হিসাবের

www.banglakitab.weebly.com

জন্য দণ্ডায়মান হবে, সেদিন অনেকেই নিজের ঘামে কান পর্যন্ত ডুবে যাবে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ক্বিয়ামতে মানুষের শরীর থেকে অজস্র ঘাম ঝরতে থাকবে।সেই ঘাম যমীনের সত্তর গজ তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছবে। —বুখারী, মুসলিম

আর এক হাদীসে আছে, মানুষ দণ্ডায়মান অবস্থায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকবে এবং সীমাহীন কষ্টের দরুন ঘাম ঝরে ঝরে গলা পর্যন্ত পৌঁছবে।

হযরত উক্বা ইব্নে আমের (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্বিয়ামত দিবসে সূর্য্য যমীনের নিকটবর্তী হবে ; ফলে, মানুষ ঘর্মাক্ত হতে থাকবে। কারো ঘাম পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত, কারো অর্ধহাঁটু, কারো হাঁটু, কারো উরু, কারো কোমর, কারো মুখ পর্যন্ত পৌঁছবে। কারো মাথা পর্যন্ত ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে।

হে মিসকীন! হে সহায়-সম্বলহীন। হাশর ময়দানের ঘামের দরুন পরিস্থিতি ও সীমাহীন কষ্টের কথা চিন্তা করে দেখ। ঐ অবস্থায় অনেকে বলতে শুরু করবে, হে খোদা, আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে হলেও এ কঠিন বিপদ ও প্রতীক্ষার কষ্ট হতে মুক্তি দাও। অথচ তখনও হিসাব-কিতাব শুরু হয় নাই, কোন শাস্তিও দেওয়া হয় নাই। হে মানুষ, তুমিও তো তাদেরই একজন হবে। তোমার কি জানা আছে যে, কি পরিমাণ ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে? মনে রেখো, আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশে হজ্জ, জিহাদ, রোযা, নামায, কোন মুসলমানের উপকারের জন্য যাতায়াত, কল্যাণের প্রতি আহ্বান ও অন্যায়-অনাচার হতে বিরত রাখার কাজে যদি তোমার ঘাম না ঝরে থাকে তবে কাল ক্বিয়ামতের মাঠে লজ্জা, শংকা ও ভীতি তোমার সেই ঘাম বের করে ছাড়বে। তখন সেই কষ্টের কোন সীমা থাকবে না। মানুষ যদি মূর্খতা, অজ্ঞতা ও দম্ভ-অহংকারের শিকার না হয় তা'হলে খুব সহজেই উপলব্ধি করবে যে, আল্লাহ্র বিধান ও বন্দেগী পালনের কষ্ট সময় ও পরিমাণের দিক থেকে ক্বিয়ামতের নিদারুণ কষ্ট ও দীর্ঘ প্রতীক্ষার সময়কাল ও পরিমাণের তুলনায় অনেক তুচ্ছ, অতীব সামান্য। কারণ, সেই কষ্ট অতি ভীষণ ও অত্যন্ত দীর্ঘ।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৩৭

মাখলুকাতের বিচারের বয়ান

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ 'বলতে পার, নিঃস্ব-নিঃসম্বল কাকে বলে? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাদের বিবেচনায় নিঃস্ব-নিঃসম্বল তো সেই ব্যক্তি যার টাকা-কড়ি, ধন-সম্পদ বলতে কিছুই নাই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত নিঃসম্বল হলো সেই ব্যক্তি যে কাল কিয়ামতে নামায-রোযা, সদ্‌কা-যাকাত প্রভৃতি আমল নিয়ে হাযির হবে। কিন্তু সে কাউকে গাল-মন্দ করেছিল, কাউকে চারিত্রিক অপবাদ দিয়েছিল। অন্যায়-ভাবে কারো মাল ভক্ষণ করেছিল, কারো রক্ত ঝরিয়েছিল, কাউকে প্রহার করেছিল— ফলে, ঐ সকল মযলূমকে তার নেকীসমূহ বন্টন করে দেয়া হবে। তাদের ক্ষতিপূরণের আগেই যদি তার নেকীসমূহ খতম হয়ে যায় তবে তাদের গোনাহসমূহ তার গর্দানে চাপানো হবে এবং পরিণামে তাকে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।'

অতএব, হে বন্ধু, চিন্তা কর, সেদিন তোমার কি দুর্দশা হবে। কারণ, তোমার কোনও নেক আমল কি রিয়া ও শয়তানের ফেরেবমুক্ত আছে? নাই। তাই, দীর্ঘদিনেও যদি দু'য়েকটি দোষমুক্ত নেকী করেও থাক, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরাই তো তা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কেড়ে নিয়ে যাবে। তুমি যদি আজীবন লাগাতার নফল রোযা ও রাতভর ইবাদতে অভ্যস্ত থাক তবুও নিজেই নিজের হিসাব নিলে দেখতে পাবে যে, এমন কোন দিন যায় নাই যেদিন তোমার জিহ্বা মুসলমানদের এমনসব গীবত করে নাই যার ক্ষতিপূরণে জীবনের যাবতীয় নেক আমলই তামাম হয়ে যাবে। তাহলে, আরও যে সকল গুনাহসমূহ রয়েছে—যেমন, হারাম মাল, হারাম রুযি ভক্ষণ, সন্দেহযুক্ত কাজ বা বস্তু ব্যবহার, ইবাদতে ত্রুটি প্রভৃতির কি পরিণাম হবে! তুমি পরের হক হরণ ও যুলুমের প্রায়শ্চিত্ত হতে মুক্তি লাভের কি আশা

www.banglakitab.weebly.com

করতে পার? অথচ, সেদিন শিংবিহীন জানোয়ারের প্রতি শিংওয়ালা জানোয়ারের যুলুমেরও প্রতিশোধ নেওয়া হবে। হযরত আবু যর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি বকরীকে পরস্পর গুতোগুতি করতে দেখে বললেন, হে আবু যর, বলতে পার, কি জন্য ওরা গুতোগুতি করছে? আমি বললাম, জ্বী–না। তিনি বললেন, আল্লাহ্ পাক কিন্তু জানেন এবং ক্বিয়ামত দিবসে ওদের মাঝে তার ফয়সালা করবেন।

আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ط

'পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রাণীসকল ও দু' ডানায় ভর করে উড্ডয়নকারী পাখীর দল তোমাদেরই মত।' (আন্আম ঃ ৩৮)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, ক্বিয়ামত দিবসে তাবৎ প্রাণীকুল তথা চতুষ্পদ জন্তু, যমীনে বিচরণকারী অন্যান্য জীব–জানোয়ার ও পাখীর দল—সকলকেই একত্রিত করা হবে। আল্লাহ্ পাক তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত বিচার অনুষ্ঠান করবেন, শিংহীনের জন্য শিংদারের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। অতঃপর বলবেন ঃ তোমরা মাটি হয়ে যাও, তখন তারা মাটি হয়ে যাবে। তা দেখে কাফেররা বলতে শুরু করবে ঃ হায়, আমরা যদি মাটি হয়ে যেতাম।

হে মিসকীন! কি অবস্থা হবে, যখন তুমি দেখবে যে, বহু কষ্টের বিনিময়ে অর্জিত নেকীসমূহ তোমার আমলনামায় নাই। তুমি বলবে, আমার নেকীগুলো কোথায় গেল? তখন বলা হবে ঃ তা তোমার বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত অভিযোগকারীদের আমলনামায় দেওয়া হয়েছে। আরও দেখবে, তোমার আমলনামা এমনসব পাপাচারে পূর্ণ হয়ে আছে যেসকল পাপাচার হতে তুমি কঠিন সাধনা ও কষ্টের দ্বারা নিজেকে বিরত রেখেছিলে। তুমি বলবে, হে খোদা, এ সকল পাপাচারে তো আমি কখনও লিপ্ত হই নাই। তখন জবাব আসবে ঃ এ হচ্ছে ঐ সকল মানুষের পাপরাশি যাদের তুমি গীবত করেছিলে, ভর্ৎসনা

www.banglakitab.weebly.com

করেছিলে, যাদের অনিষ্টের চিন্তা করেছিলে, লেন-দেনে, প্রতিবেশীত্বে, কথায়-বার্তায়, আলাপ-আলোচনায় যাদের প্রতি অন্যায় করেছিলে ইত্যাদি।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরবের যমীনে মূর্তিপূজার ব্যাপারে শয়তান সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু, সেই তুলনায় ছোট ধরনের পাপে লিপ্ত দেখেই আনন্দিত হবে, অথচ, এ পাপাচারই তোমাদের ধ্বংস করে দিবে। অতএব, তোমরা যুলুম হতে বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর। কারণ, মানুষ ক্বিয়ামতের দিন পাহাড়সমূহ পরিমাণ নেকী নিয়ে আসবে। সে ধারণা করবে যে, এই নেকীর উসীলাতেই সে নাজাত পেয়ে যাবে। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে অভিযোগ করবে, হে আল্লাহ্, এই ব্যক্তি আমার উপর এই যুলুম করেছিল, হক নষ্ট করেছিল। তখন হুকুম হবে যে, তার নেকীসমূহ থেকে তা পূরণ করে নাও। এভাবে হতে হতে তার একটিমাত্র নেকীও অবশিষ্ট থাকবে না। তার অবস্থা এ রকম যে, কিছু মুসাফির কোন জঙ্গলে অবতরণ করলো। তাদের সঙ্গে জ্বালানি নাই। তাই, তারা জ্বালানি সংগ্রহ করে অতঃপর খুব করে আগুন জ্বালিয়ে দিল এবং নিজেদের ইচ্ছামত যা করার করলো। অনুরূপ, যুলুমের গুনাহ্ও নেকীসমূহকে বরবাদ করে দেয়।

যখন পবিত্র কুরআনের এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ۝

'হে নবী! অবশ্যই তোমার মৃত্যু হবে এবং অবশ্যই তাদেরও মৃত্যু হবে। অতঃপর তোমরা কিয়ামত দিবসে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।' (যুমার ঃ ৩০, ৩১)

তখন হযরত যুবায়ের (রাযিঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, দুনিয়াতে আমাদের মধ্যে যা-কিছু সংঘটিত হয়েছে, অপরাধের ধারা স্বরূপ তা কি সেখানে উত্থাপিত হবে? তিনি বললেন, হাঁ, তা পুনরায় উত্থাপিত হবে, যতক্ষণ না তোমরা প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করে দাও। হযরত যুবায়ের

www.banglakitab.weebly.com

বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, এ তো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। হায়, কি সঙ্গীন সেই দিনটি যেদিন মযলুমের পক্ষ হতে তিলমাত্র সহানুভূতি থাকবে না, একটি থাপ্পড়ও ক্ষমা করা হবে না, এমনকি একটি অন্যায় বচনও মাফ করা হবে না—যতক্ষণ না যালিমের নিকট হতে মযলুমের জন্য যথাযথ প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্‌ পাক বান্দাদিগকে ধূলিমলিন ও সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তিনি এক আওয়ায দিবেন যা দূর থেকেও তেমনি শোনা যাবে যেভাবে নিকট হতে শোনা যাবে। তিনি বলবেন ঃ আমি বাদশাহ্‌, আমি হিসাব গ্রহণকারী, প্রতিফলদাতা। কোন বেহেশ্‌তী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার উপর কোন দোযখীর কোন হক রয়েছে, যতক্ষণ আমি তার কাছ থেকে প্রতিশোধ না গ্রহণ করি। অনুরূপ, কোন জাহান্নামীও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যার উপর কোন জান্নাতীর হক রয়েছে যতক্ষণ না আমি তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করি। এমনকি, আমি একটা চপেটাঘাতেরও আজ প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। আমরা আরজ করলাম,ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌, কিভাবে আমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে, অথচ, আমরা থাকবো উলঙ্গ দেহ, ধূলি-মলিন, সহায়-সম্বলহীন? তিনি বললেন, তোমাদের নেকীসমূহের দ্বারা আর নেকী না থাকলে মযলূমের পাপরাশি যালিমের গর্দানে চাপিয়ে দেওয়ার দ্বারা। অতএব, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা, আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি যুলুম থেকে বাঁচ, কারো মাল হরণ, মানহানি, হৃদয়ে আঘাত করা, আচার-আচরণে দুর্ব্যবহার করা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কারণ, আল্লাহ্‌ ও বান্দার মধ্যকার ব্যাপারসমূহ তো খাস বিষয়, তা দ্রুততর মাফ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু, যার উপর, মানুষের প্রতি যুলুম বা অন্যান্য পাওনা দাঁড়িয়ে গেছে এবং ঐ সব অন্যায় থেকে তওবা করতঃ বিরতও হয়েছে, কিন্তু, হকদারের কাছ থেকে ক্ষমা লাভ করতে পারে নাই, তার জন্য উচিত অধিক পরিমাণে নেকী হাসিল করতে থাকা, যাতে তা ঐ প্রতিফল দিবসে তার কাজে আসে। এবং অতি গোপনে একান্ত এখলাছ ও নিষ্ঠার সাথে এমন কিছু নেক আমল করা উচিত যা একমাত্র সে ও আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কেউ জানতে না পারে।

www.banglakitab.weebly.com

হয়ত বা ঐ সকল আমল তাকে আল্লাহ্ পাকের এমন নিকটতর ও প্রিয়পাত্র করে দিবে যে, আল্লাহ্ পাকের ঈমানদার বান্দাগণের জন্য তার বিশেষ অনুগ্রহবশতঃ তিনি তার প্রতি মেহেরবান হয়ে পাওনাদারদের যাবতীয় প্রাপ্য পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন। যেমন, হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে তশরীফ রাখছিলেন। হঠাৎ তিনি হেসে উঠলেন যাতে তাঁর সম্মুখের দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছিল। হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কোরবান যাক, আপনি হাসছেন কেন? তিনি বললেন, আমার উম্মতের দুই ব্যক্তিকে হাঁটুমুখী করে আল্লাহ্র দরবারে হাযির করা হবে। তাদের একজন বলবে, হে আমার রব্ব, আমার এ ভাইয়ের কাছ থেকে আমার হক আদায় করে দিন। আল্লাহ্ পাক বলবেন, হে ব্যক্তি, তোমার ভাইয়ের হক আদায় করে দাও। সে বলবে, আয় খোদা! আমার একটা নেকীও যে অবশিষ্ট নাই। আল্লাহ্ পাক তখন দাবীদারকে বলবেন, ওর তো কোন নেকীই অবশিষ্ট থাকে নাই, বল, এখন কি করতে চাও? সে বলবে, হে প্রতিপালক, সে আমার পাপের বোঝা বহন করুক। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন এবং তাঁর দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি বললেন, সত্যি সে দিনটি কি কঠিন ছিল! মানুষ সেদিন এমন সঙ্গীন বিপদে পড়বে যার জন্য তার পাপের বোঝা আর একজনের ঘাড়ে তুলে দিতে প্রয়াস পাবে। তিনি বললেন, অতঃপর আল্লাহ্ পাক ঐ দাবীদারকে বলবেন, মাথা তুলো, বেহেশ্তের দিকে তাকাও। সে মাথা তুলে দেখবে। হে আল্লাহ্, এ-যে মূল্যবান চাঁদির সু-উচ্চ শহরসমূহ ও মুক্তাখচিত সোনার বালাখানাসমূহ দেখতে পাচ্ছি। এসকল নে'আমত কোন্ নবীর জন্য? কোন্ সিদ্দীকের জন্য? অথবা কোন্ শহীদের জন্য? আল্লাহ্ বলবেন, এ তার জন্য যে আমাকে এর মূল্য দিতে পারবে। সে বলবে, আয় আল্লাহ্! কার সাধ্য সে, এর মূল্য দিতে পারে? আল্লাহ্ বলবেন, তুমিই তা পার। সে বলবে, তার মানে? আল্লাহ্ বলবেন, তুমি যদি তোমার ভাইকে মাফ করে দাও। সে বলবে, হে মাওলা, এ ভাইকে আমি মাফ করে দিলাম। আল্লাহ্ বলবেন, যাও, তোমার ভাইয়ের হাত ধর এবং তাকে বেহেশ্তে নিয়ে যাও।—রাসূলুল্লাহ্

www.banglakitab.weebly.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর ইরশাদ করলেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক দুরুস্ত রাখ, পারস্পরিক মনোমালিন্যের ইছলাহ্ ও সংশোধন করে নাও। কারণ, আল্লাহ্ পাক মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের ইছলাহ্ ও সংশোধন করে তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন সৃষ্টি করেন।

বস্তুতঃ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উক্ত নে'আমত পাওয়ার জন্য নিজেকে আল্লাহ্‌র আখলাকে গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নসহ অন্যান্য চরিত্রসমূহের অনুকরণ কর। এখন তুমি মনে মনে চিন্তা কর যে, তোমার আমলনামা যদি অন্যের হক থেকে মুক্ত থাকবে কিংবা থাকলেও তা ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং তুমি নিশ্চিত কামিয়াবী লাভ করতে পার তাহলে তোমার কি আনন্দ হবে যখন তুমি কাজীর দরবার হতে মুক্তি লাভ করবে, যখন তোমার প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা দেওয়া হবে, যখন তোমাকে শংকামুক্ত সৌভাগ্যের ও চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে। তখন তোমার প্রাণ আনন্দে ভরে যাবে, তোমার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত প্রোজ্জ্বল হয়ে যাবে। তুমি লোকদের মাঝে উল্লসিত মনে মাথা উঁচু করে হেলে-দুলে চলবে। তোমার উপর কারো কোন বোঝা থাকবে না। তোমার মুখমণ্ডলে সুখের আভা ফুটে উঠবে, তোমার ললাটে তৃপ্তি ও সন্তুষ্টির শীতলতা মুক্তার মত চমকাতে থাকবে। তাবৎ মানবসম্প্রদায় তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, তোমার সৌন্দর্য ও আনন্দ দেখে তারা ঈর্ষান্বিত হবে। তোমার সামনে ও পিছনে আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তারা চলতে থাকবে। তারা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতে থাকবে যে, ইনি অমুকের সন্তান অমুক, আল্লাহ্ পাক তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাকেও সন্তুষ্ট করে দিয়েছেন। সে এমন সাফল্য ও সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে যার পর আর কখনও কোন দুঃখ-দুর্গতি আসবে না।

হে মানুষ, দুনিয়ার জীবনে রিয়া, দ্বীনে শিথিলতা, কৃত্রিমতা ও কৃত্রিম সাজ-সজ্জা দ্বারা তুমি মানুষের মনে যতটুকু সম্মান লাভ করতে পারতে,—এই সম্মান ও মর্যাদাকে সেই তুলনায় অনেক বড় মনে কর না? যদি তুমি বিশ্বাস কর যে, এই সম্মান দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্মানের চাইতে অনেক বড়—আর মূলতঃ সেই মান-মর্যাদার সাথে দুনিয়ার মান মর্যাদার

www.banglakitab.weebly.com

তো কোন তুলনা করাই ভুল—তাহলে তুমি নির্মল হৃদয়, সাচ্চা নিয়ত ও সর্ব বিষয়ে আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বস্ত ও আস্থাপূর্ণ সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে সেই মর্তবা লাভের চেষ্টা কর। এতদ্ব্যতীত আর কোন পথেই তা অর্জন করা সম্ভব নয়।

হে মানুষ, আল্লাহ্ পানাহ্! তোমার অবস্থা যদি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ তোমার আমলনামায় যদি এমন কোন অপরাধ দেখা যায় যাকে তুমি তুচ্ছ ভেবেছিলে, অথচ তা আল্লাহ্‌র নিকট খুবই সঙ্গীন, তাহলে আল্লাহ্ পাক তোমার প্রতি রোষান্বিত হয়ে বলবেন ঃ হে নিকৃষ্ট বান্দা, তোমার উপর আমার লা'নত ; আমি তোমার কোন ইবাদতই কবুল করব না। এই ঘোষণা কর্ণগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার চেহারা কালোবর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্‌কে গোসান্বিত দেখে ফেরেশ্‌তাগণও তোমার উপর ক্ষেপে যাবে। এবং বলবে, তোমার উপর আমাদের লা'নত এবং সমগ্র মাখলূকের লা'নত। ঠিক ঐ মুহূর্তে 'যাবানিয়া' নামক আযাবের ফেরেশ্‌তারা তোমার দিকে অগ্রসর হবে। আল্লাহ্‌কে গোস্বান্বিত দেখে তারাও গোস্বায় ফেটে পড়বে। তারা তোমার প্রতি অত্যন্ত কঠোর ও নিষ্ঠুর আচরণ করবে। তাদের চেহারা এবং গঠনও হবে খুবই ভীতিপ্রদ। তারা তোমাকে উপুড় করে তোমার কপালের চুল ধরে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যাবে। লোকেরা তোমার কালো-কুশ্রী চেহারা ও তোমার এ অপমান ও লাঞ্ছনা দেখতে থাকবে। আর তুমি 'হায় ধ্বংস, হায় বরবাদি' বলে চিৎকার করতে থাকবে। জবাবে ফেরেশ্‌তারা বলবে, আজ শুধু একটি ধ্বংস আহ্বান করো না বরং শত শত ধ্বংসের দো'আ কর। তারা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করবে যে, এই ব্যক্তিটি অমুকের সন্তান অমুক ; আল্লাহ্ পাক তার অপকীর্তিসমূহ প্রকাশ করে দিয়েছেন, তাকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করেছেন ; তার কুকর্মসমূহের দরুন তার উপর লা'নত করেছেন। ফলে, তার কপাল এমন পোড়াই পুড়েছে যে, কোনদিন আর এই কপালে জোড়া লাগবে না ; ভাগ্যের এ বিড়ম্বনা থেকে তার কখনও মুক্তি নাই। হে মানুষ, বহুক্ষেত্রে এ ধরণের পরিণতি ভুগতে হবে এমনসব গুনাহের দরুন যা তুমি লোকচক্ষুর আড়ালে গোপনে করেছ অথবা মানুষের অন্তরে মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠার জন্য তা করেছ, অথবা লোক-লজ্জার ভয়ে তাতে লিপ্ত হয়েছ। ছি, তুমি কত বড় মূর্খ (?) যে, তুমি ক্ষণস্থায়ী

www.banglakitab.weebly.com

দুনিয়ার গুটিকয়েক মানুষের কাছে লজ্জার তোয়াক্কা করছ, অথচ ক্বিয়ামতের অপার ময়দানের বিশাল মানব কাফেলার সম্মুখে অপদস্থ হবার কথা ভাবছো না। সেখানে তো শুধু অপমানই হতে হবে না বরং আল্লাহ্‌র রোষানলে পতিত হবে, ভীষণ যন্ত্রণাপদ আযাব হবে, 'যাবানিয়া' নামক আযাবের ফেরেশ্‌তারা টেনে নিয়ে দোযখের মাঝে নিক্ষেপ করবে।

হে মানুষ, এ–ই হবে সেদিন তোমাদের অবস্থা। অথচ, তুমি ভয়হীন, বেপরোয়া।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৩৮

ধন-সম্পদের অপকারিতার বয়ান

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিরা যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্র ইয়াদ বিস্মৃত না করে দেয়। যারা তা করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (মুনাফিকূন ঃ ৯)

তিনি আরও বলেছেন ঃ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

'তোমাদের সম্পদ ও আওলাদ হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষা। এবং আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে বৃহৎ পুরস্কার।' (তাগাবুন ঃ ১৫)

অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে গিয়ে পুরস্কার লাভের উপর সন্তান ও জাগতিক ধন-সম্পদের প্রাধান্য দিবে সে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

'যারা কেবল পার্থিব জীবন ও এর জাঁকজমক কামনা করে, আমি তাদেরকে

www.banglakitab.weebly.com

তাদের কৃতকর্মগুলো দুনিয়াতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান করে দিই ; এবং তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য আখেরাতে দোযখ ছাড়া আর কিছুই নাই, আর তারা যা কিছু করেছিল, তা সমস্তই আখেরাতে অকেজো হবে। (হূদ ঃ ১৫, ১৬)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى ۝ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى

'সত্য সত্যই, নিঃসন্দেহে মানুষ সীমালংঘন করে, এই কারণে যে, সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে।' (আলাক ঃ ৬, ৭)

আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝

'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে উদাসীন ও খোদাবিস্মৃত করে রেখেছে।' (তাকাসুর ঃ ১)

রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সম্পদ ও সম্মানের মোহ হৃদয়ে কপটতা উৎপন্ন করে, যেভাবে পানি শস্য উৎপাদন করে।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ اُرْسِلَا فِيْ زَرِيْبَةِ غَنَمٍ بِاَكْثَرَ اِفْسَادًا فِيْهَا مِنْ حُبِّ الشَّرَفِ وَالْمَالِ وَالْجَاهِ فِيْ دِيْنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ۔

'দুটি হিংস্র বাঘকে কোন বকরীর পালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হলে তা ঐ বকরী পালের জন্য অত বেশী ক্ষতিকর নয় যতটা ক্ষতিকর সম্পদ ও সম্মানের মোহ যেকোন মুসলমানের দ্বীনের জন্য।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ অধিক সম্পদশালী ব্যক্তিদের ধ্বংস অবধারিত; তবে যারা সেই সম্পদ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। কিন্তু, তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। একদা প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট

www.banglakitab.weebly.com

কারা? তিনি বললেন, ধনী ব্যক্তিরা (যদি তারা সৎপথে আয় ও ব্যয় না করে থাকে।)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন যে, তোমাদের পর এমনসব লোকেরা দুনিয়াতে আসবে যারা সব রকমের উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করবে, রকমারী উৎকৃষ্ট ঘোড়ায় সওয়ার হবে, বিভিন্ন রঙের সুন্দরী নারীদেরকে বিবাহ করবে, বিভিন্ন রং–রূপের উৎকৃষ্টতম লেবাস–পোষাক পরিধান করবে। কিন্তু অল্পতে তাদের পেট ভরবে না, অনেক পেয়েও তাদের সাধ মিটবে না ; দুনিয়ার জন্য তারা হবে পাগলপারা, দিনরাত দুনিয়ার পিছনেই পড়ে থাকবে। আল্লাহ্‌কে ছেড়ে দুনিয়াকেই তারা মা'বূদ বানাবে, দুনিয়াকেই তাদের পালনকর্তা জ্ঞান করবে। দুনিয়াই হবে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং তারা স্ব–স্ব প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে। অতএব, তোমাদের পরবর্তীদের মধ্যে যারা সেই যমানা পাবে তাদের প্রতি মুহাম্মদ ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর কঠোর নির্দেশ, তারা যেন ঐ সব লোকদের সালাম না দেয়, তাদের রোগীদের পরিচর্যায় না যায়, তাদের জানাযায় শরীক হবে না, তাদের বড়দের প্রতি সমীহ প্রদর্শন করবে না! যে ব্যক্তি তা করবে, সে ইসলামকে ধ্বংসের কাজে সাহায্য করবে।

তিনি আরও বলেছেন, দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের জন্য ছেড়ে দাও। যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অধিক দুনিয়া হাসিল করে, নিজের অজান্তে সে নিজেরই মৃত্যু ডেকে আনে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِىْ مَالِىْ وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ اِلَّا مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ.

'মানুষ তো 'আমার মাল, আমার মাল' বলে বেড়াচ্ছে। অথচ, তোমার মাল তো শুধু এতটুকু যা তুমি খেয়ে শেষ করেছ কিংবা পরিধান করে পুরাতন করে ফেলেছ, অথবা দান–সদ্‌কা করে আখেরাতের জন্য জমা করেছ।'

এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার কি হলো যে, আমি মৃত্যুকে

www.banglakitab.weebly.com

ভালবাসতে পারি না? হুযূর বললেন, তোমার কাছে কোন মাল আছে? সে বললো, জ্বী-হাঁ, আছে। হুযূর বললেন, তোমার মালকে (আখেরাতের পথে) আগেই পাঠিয়ে দাও। কারণ, মু'মিনের অন্তরে তার সম্পদের প্রতি টান থাকে। অতএব তা অগ্রে পাঠিয়ে দিলে সেই প্রেরিত মালের কাছে চলে যেতে আগ্রহ পয়দা হবে। আর যদি মালকে পিছনে ফেলে যায় তবে মালের সাথে নিজেরও থেকে যেতে ইচ্ছা হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَخِلَّاءُ ابْنِ اٰدَمَ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ اِلٰى قَبْضِ رُوْحِهٖ وَالثَّانِىْ اِلٰى قَبْرِهٖ وَالثَّالِثُ اِلٰى مَحْشَرِهٖ فَالَّذِىْ يَتْبَعُهُ اِلٰى قَبْضِ رُوْحِهٖ فَهُوَ مَالُهُ وَالَّذِىْ يَتْبَعُهُ اِلٰى قَبْرِهٖ فَهُوَ اَهْلُهُ وَالَّذِىْ يَتْبَعُهُ اِلٰى مَحْشَرِهٖ فَهُوَ عَمَلُهُ.

'তিনটি বস্তু আদম সন্তানের বন্ধু ; তন্মধ্যে একটি তার রূহ্-কবয পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকবে, আর একটি কবর পর্যন্ত, আর একটি হাশরের মাঠ পর্যন্ত। প্রথমটি তার মাল, দ্বিতীয়টি তার আত্মীয়-স্বজন, তৃতীয়টি হচ্ছে তার আমল।'

হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) হযরত আবূ দার্দা রাযিয়াল্লাহু আন্হুর নিকট পত্র লিখেছিলেন ঃ আমার ভ্রাতা! দুনিয়ার ধন-সম্পদ এই পরিমাণ সঞ্চিত করোনা যার শোকর তুমি আদায় করতে পারবে না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ধন-সম্পদের ব্যাপারে যে আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলেছে এমন মালদারকে হাশর মাঠে হাযির করা হবে এবং তার মাল তার সম্মুখে থাকবে। যখন তার পুলছেরাত পার হবার সময় আসবে তখনই সে কেঁপে উঠবে, কিন্তু মাল তাকে বলবে, নিশ্চিন্তে পার হয়ে যাও। কারণ, আমার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের যে হক ছিল তা তুমি আদায় করেছ। অতঃপর এমন মালদারকে হাযির করা হবে যে মালের ব্যাপারে আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলে নাই। মালকে তার গর্দানের

www.banglakitab.weebly.com

উপর রাখা হবে। যখনি সে পুলছেরাত থেকে পড়ে যাবার উপক্রম হবে, মাল তাকে বলবে ঃ তোমার ধ্বংস হোক, তুমি আমার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হক আদায় কর নাই। তুমি ধ্বংস হও, বরবাদ হও।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বান্দা যখন মারা যায় তখন ফেরেশ্‌তারা বলে ঃ সে কি কি আমল পাঠিয়েছে? আর লোকেরা বলে? সে কি কি রেখে গেলো?

তিনি আরও বলেছেন ঃ

لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَحَبُّوا الدُّنْيَا

'তোমরা জায়গা-জমির আয়োজন করো না, অন্যথায় দুনিয়ার মোহ-মায়া তোমাদের গ্রাস করে ফেলবে।'

বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু দার্‌দা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। তখন হযরত আবু দার্‌দা (রাযিঃ) বললেন, আয় আল্লাহ্‌, যে ব্যক্তি আমার সাথে দুরাচার করলো, তুমি তাকে স্বাস্থ্যবান করে দাও, দীর্ঘ জীবন দান কর এবং অঢেল সম্পদের মালিক করে দাও।' এতে বুঝা যায় যে, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনের সাথে যদি বিপুল সম্পদও থাকে তাহলে তা মুসীবতে পরিণত হয়। কারণ, নিশ্চয় সে ব্যক্তি অন্যায় ও সীমালংঘনের দিকে পা বাড়াবে।

একদা হযরত আলী (রাযিঃ) একটি দেরহামকে হাতের তালুতে রেখে বললেন, হে দেরহাম, (রৌপ্য মুদ্রা), আমি জানি, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার কাছ থেকে সরে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার কোন উপকারে আসবে না।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত উমর (রাযিঃ) দূত মারফত যয়নব বিন্‌তে-জাহ্‌শ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার নিকট কিছু হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। হযরত যয়নব তা দেখে বললেন, এ কি জিনিস? উপস্থিত ব্যক্তিগণ বললেন, আপনার জন্য হযরত উমর (রাযিঃ)-এর পাঠানো হাদিয়া। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ উমরকে মাগফিরাত করুন। অতঃপর তিনি তাঁর একটা দোপাট্টাকে ছিড়ে কতগুলো থলে বানালেন। এবং ঐ হাদিয়ার মাল থলেতে পুরে আহ্‌লে-বাইত্‌, আত্মীয় স্বজন ও ইয়াতীমদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। অতঃপর

www.banglakitab.weebly.com

হাত তুলে দো'আ করলেন ঃ আয় আল্লাহ্ উমরের হাদিয়া এই বৎসর পর আর কখনো যেন আমার কাছে পৌঁছতে না পারে। এর পর তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইমি ওয়াসাল্লাম–এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হন।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম, যে কেউ টাকা–কড়িকে বড় মনে করে, আল্লাহ্ পাক তাকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করে দেন।

কথিত আছে যে, সর্বপ্রথম যখন দিরহাম ও দীনার (রৌপ্য মুদ্রা ও স্বর্ণ মুদ্রা) বানানো হয় তখন ইবলীস ঐ দিরহাম–দীনারকে সযত্নে তুলে নিয়ে তার কপালে লাগায়। অতঃপর চুম্বন করে বললো, যারা তোমাদের ভালবাসবে, তারাই আমার প্রকৃত গোলাম।

হযরত সুমাইত বিন আজ্লান (রহঃ) বলেন, টাকা–পয়সা, সোনা–চান্দি হচ্ছে মুনাফিকদের লাগাম, এই লাগাম ধরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

ইয়াহ্ইয়া ইব্নে মু'আয (রহঃ) বলেন, টাকা–পয়সা হলো বিষাক্ত বিচ্ছু ; যদি তাকে বশ করার মন্ত্র না জান তাহলে তা স্পর্শই করো না। কারণ, এ বিচ্ছু তোমাকে দংশন করলে তার বিষে তোমার মৃত্যু অবধারিত। জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কি সেই মন্ত্রটি? তিনি বললেন, হালাল পথে উপার্জন করা এবং হক–হালাল ক্ষেত্রে ব্যয় করা।

আলা ইব্নে যিয়াদ (রহঃ) বলেন, দুনিয়া পরমা সুন্দরীর বেশে আমার সম্মুখে হাযির হয়েছিল। তখন আমি বললাম, হে দুনিয়া, আমি আল্লাহ্র নিকট তোর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। জবাবে সে আমাকে বললো, আল্লাহ্র নিকট আমা হতে আশ্রয় পাওয়াতেই যদি তোমার সুখ–শান্তি বিশ্বাস কর তবে টাকা–কড়ি ও সোনা–চান্দিকে ঘৃণা কর। কারণ, এটাই হচ্ছে দুনিয়ার সবকিছু। কারণ, এর দ্বারা দুনিয়ার সবকিছুই অর্জন করা যায়। অতএব, যে ব্যক্তি এ থেকে বিরত থাকবে, তার পক্ষেই সম্ভব হবে দুনিয়া হতে দূরে থাকা।

মাসলামাহ্ বিন আবদুল আযীয (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর ইব্নে আবদুল আযীয (রহঃ)–এর মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর নিকট গমন করেন। অতঃপর তাকে বললেন, হে আমীরুল–মু'মিনীন, আপনি দ্বীনের

www.banglakitab.weebly.com

জন্য ও মানুষের কল্যাণে নযীরবিহীন দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। কিন্তু, আপনার তেরটি সন্তানের কারো জন্যই তো আপনি একটি কানাকড়িও রেখে গেলেন না। জবাবে উমর ইব্নে আবদুল আযীয (রহঃ) বললেন, আপনি যে বললেন যে, আমি তাদের জন্য কানাকড়িও রেখে যাই নাই, কিন্তু আমি তো তাদের কোন হক অনাদায়ী রেখে যাই নাই এবং তাদের কোন হক আমি অন্যকে দিয়ে দিই নাই। কথা এই যে, আমার সন্তানেরা হয়তঃ আল্লাহ্র অনুগত হবে অথবা নাফরমান। যদি তারা আল্লাহ্র আনুগত্য করে তবে আল্লাহ্ই তাদের জন্য যথেষ্ট ; কারণ, আল্লাহ্ পাক নেককারদের ব্যবস্থাপক ও মুরব্বী। আর যদি তারা অবাধ্যতা করে তবে সেজন্য আমার কোন দায়িত্ব থাকবে না।

বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মদ ইব্নে কা'ব কুরাযী (রহঃ) বহু সম্পদের অধিকারী ছিলেন। (কিন্তু সবকিছুই আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে ফেলতেন)। কেউ তাঁকে বললেন, এই সম্পদ আপনার সন্তানদের জন্য রেখে গেলে তাদের কল্যাণ হতো না? তিনি বললেন, না, আমি তা করবো না। বরং এ সম্পর্কে আমি আমার কল্যাণে আমার আল্লাহ্র কাছে জমা করছি। আর সন্তানদের জন্য সম্পদ নয় বরং সেই আল্লাহ্কে রেখে যাচ্ছি।

বর্ণিত আছে, এক বুযুর্গ আবু আবদি-রাব্বিহী (রহঃ)-কে বললেন ঃ হে আমার ভ্রাতা, তুমি বিপদের বোঝা কাঁধে নিয়ে বিদায় হবে আর সন্তানদেরকে সুখে রেখে যাবে—তা করো না। এতদশ্রবণে তিনি সম্পদ থেকে এক লক্ষ রোপ্য মুদ্রা ফী সাবীলিল্লাহ্ বিলিয়ে দিলেন।

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্নে মু'আয (রহঃ) বলেন, মৃত্যুর সময় মানুষ তার সম্পদের ব্যাপারে এমন দু'টি ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয় যে, এর চাইতে বড় বিপদের কথা কেউ কোনদিন শোনে নাই। জিজ্ঞাসা করা হলো যে, সে কি? তিনি বললেন ঃ মৃত্যুকালে তার সমস্ত মাল-দৌলতই রেখে দেওয়া হয় ; পরন্তু, তাকে সমস্ত মালের হিসাব দিতে হয়।

---

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৩৯

আমল, মীযান পাল্লা ও জাহান্নামের আযাবের বয়ান

আমার ভাই! মীযান পাল্লার চিন্তা–ফিকির থেকে উদাসীন থেকো না। আমলনামা ডান হাতে মিলবে না বাম হাতে সেই বিষয়ে গাফেল থেকো না। কারণ, সওয়াল–জওয়াবের পর মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক শ্রেণী হবে সম্পূর্ণ নেকীশূন্য। পাখীরা যেভাবে ঠোঁট মেরে দানা তুলে নেয় অনুরূপভাবে জাহান্নাম থেকে একটি 'কালো গর্দান' বের হয়ে তাদের গ্রাস করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আগুন তাদের সম্পূর্ণ গিলে ফেলবে। এবং ঘোষণা করা হবে ঃ ওদের কপাল খারাপ হয়ে গেছে, আর কোনদিন তা ভাল হবে না।

আর এক শ্রেণী হবে যাদের কোনই পাপ নাই। তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হবে ঃ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র গুণগানকারীগণ উঠ, চল। অতঃপর তারা বেহেশ্‌তের দিকে রওয়ানা হয়ে যাবে। অনুরূপ 'রাত্রিজাগরণকারী'দের সম্পর্কে এবং দুনিয়ার ব্যবসা–বাণিজ্য যাদেরকে আল্লাহ্‌র ইয়াদ ও বন্দেগী থেকে গাফেল করতে পারে নাই—তাদের সম্পর্কেও ঐ ঘোষণা করা হবে এবং তারাও বেহেশ্‌তে চলে যাবে। অতঃপর তাদের সকলের ব্যাপারে ঘোষণা দেওয়া হবে ঃ ওরা চির নেকবখ্‌ত ও সৌভাগ্যশীল ; এরপর কখনও কোন দুর্ভোগ–দুর্ভাগ্য তাদেরকে স্পর্শ করবে না।

এরপর তৃতীয় শ্রেণীটি রয়ে যাবে, আর তাদের সংখ্যাই হবে সর্বাধিক। তারা ভালও করেছে, খারাপও করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ওসব কু–কর্ম তাদের অজ্ঞাত থাকলেও আল্লাহ্‌ পাকের নিকট তা গোপন থাকে নাই। হয়তঃ তাদের নেকীর পরিমাণ বেশী অথবা বদীর পরিমাণ বেশী হবে। কিন্তু, অবশ্যই মহান আল্লাহ্‌ তাদের সম্মুখে সবকিছুই তুলে ধরবেন যাতে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হলেও আল্লাহ্‌র করুণা উপলব্ধি করে, অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত হলেও

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ্‌র ইনসাফ তাদের কাছে প্রকাশিত থাকে। নেকী-বদীর বিবরণ সম্বলিত আমলনামাসমূহ উড়তে শুরু করবে এবং মীযান পাল্লা খাড়া করা হবে। সকলের দৃষ্টি আমলনামার দিকে নিবদ্ধ থাকবে যে, তা ডান হাতে আসছে নাকি বাম হাতে। অতঃপর মীযানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে যে, পাপের পাল্লা ভারী হচ্ছে না নেকীর পাল্লা। হায়, সে সময়টি হবে ভীষণ আতঙ্কজনক ; মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি তখন স্থির থাকবে না।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার কোলে শির-মুবারক রেখে আরাম করছিলেন। তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। ইতিমধ্যে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আখেরাতের কথা স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা-মুবারকের উপর পতিত হলে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি বললেন, আয়েশা! তুমি কাঁদছ কেন? হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বললেন, আখেরাতের কথা মনে পড়েছে। আচ্ছা, তখন আপনার স্ত্রী-পরিজনের কথা কি আপনি স্মরণ করবেন? হুযুর বললেন ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ فِىْ ثَلَاثِ مَوَاطِنَ فَاِنَّ اَحَدًا لَا يَذْكُرُ اِلَّا نَفْسَهٗ اِذَا وُضِعَتِ الْمَوَازِيْنُ وَوُزِنَتِ الْاَعْمَالُ حَتّٰى يَنْظُرَ ابْنُ اٰدَمَ اَيَخِفُّ مِيْزَانُهٗ اَمْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الصُّحُفِ حَتّٰى يَنْظُرَ اَبِيَمِيْنِهٖ يَاْخُذُ كِتَابَهٗ اَوْ بِشِمَالِهٖ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ ـ

'সেই আল্লাহ্‌র শপথ—যার হাতে আমার জীবন-মরণ, তিন জায়গায় তো কারুরই কারো কথা স্মরণ থাকবে না ঃ যখন মীযান পাল্লা স্থাপন করতঃ আমলের পরিমাপ করা হবে। মানুষ ভীতি বিহ্বল থাকবে যে, তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়, নাকি বদীর পাল্লা। আমলনামা বিতরণের সময় তা ডান হাতে আসে নাকি বাম হাতে। আর পুলসিরাত পার হওয়ার সময়।'

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক আদম সন্তানকে মীযানের পাল্লাদ্বয়ের সম্মুখে এনে খাড়া করা হবে। প্রত্যেকের উপর একজন ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করা হবে। যদি তার নেকীর পাল্লা ভারী হয় তাহলে উক্ত ফেরেশ্‌তা এত বুলন্দ আওয়াযে ঘোষণা করবে যে, সমস্ত মানুষ তা শুনতে পাবে ঃ অমুকের সন্তান অমুক চির সাফল্য ও সৌভাগ্য-প্রাপ্ত হয়েছে ; এরপর কখনো সে দুর্ভোগ-দুভার্গ্যে পতিত হবে না। আর পাল্লা হাল্‌কা দেখতে পেলে সে ঘোষণা করবে ঃ অমুকের সন্তান অমুক চির হতভাগ্য হয়ে গিয়েছে, কোনদিন সে সৌভাগ্যের মুখ দেখবে না। তাছাড়া 'যাবানিয়া' নামক আযাবের ফেরেশ্‌তারা আগুনের পোশাক পরিহিত অবস্থায় লৌহ নির্মিত বিরাট বিরাট হাতুড়ী হাতে করে তার দিকে এগিয়ে যাবে। এবং ঐ জাহান্নামী দলকে ধরে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা এক ঘোষণা দিবেন, সেখানে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামও থাকবেন। বলবেন, হে আদম, যাও, জাহান্নামীদেরকে পাঠাও। হযরত আদম (আঃ) বলবেন, জাহান্নামীরা সংখ্যায় কত? আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ হাজারে নয় শ' নিরানব্বই জন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে এই হাদীস শ্রবণের পর সাহাবীগণ এমনই দিশাহারা হয়ে পড়লেন যে, তাঁদের হাসি একদম খতম হয়ে গেল। হুযুর তাদের এ অবস্থা দেখে ইরশাদ করলেন ঃ তোমরা আমল করে যাও এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। সেই আল্লাহ্‌র কসম, যার হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন-মরণ, তোমাদের সাথে আরও দু'টি জাতি থাকবে যাদের সংখ্যা সমগ্র বনী আদম ও বনী ইবলীসের (জ্বিনজাতি) ধ্বংসপ্রাপ্তদের চাইতেও বেশী হবে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এরা কারা? হুযুর বললেন ঃ ইয়াজুজ ও মাজুজ। এই সংবাদ শ্রবণে সাহাবীদের অস্থিরতা দূরীভূত হয়। হুযুর বললেন, তোমরা আমল করে যাও এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর, সেই সত্তার কসম, যার মুঠোয় মুহাম্মদের জীবন, কিয়ামতের জনসমুদ্রে তোমরা হবে উটের পাঁজরের তিলকের মত কিংবা অন্য কোন জানোয়ারের সম্মুখের পায়ের চিহ্নের মত। (অর্থাৎ সহজেই তোমাদেরকে চিনে নেওয়া যাবে)।

www.banglakitab.weebly.com

হে গাফেল, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সাজ-সামানের মোহে ধোকাগ্রস্ত, যে স্থান ত্যাগ করে তোমাকে চলে যেতে হবে তার চিন্তা পরিত্যাগ কর ; যে ঘাটে তোমাকে যেতে হবে সেই ঘাটের চিন্তামগ্ন হও। তোমাকে বলা হয়েছে যে, জাহান্নাম অতিক্রম করা ব্যতীত কারুরই কোন গত্যন্তর নাই।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝

'তোমাদের প্রত্যেককেই জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে। এটি আল্লাহ্র অবধারিত সিদ্ধান্ত। অতঃপর আমরা খোদাভীরুদেরকে নাজাত দিবো, আর যালিম-পাপিষ্ঠদিগকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।'

(মারইয়াম ঃ ৭১, ৭২)

তাহলে তোমার জাহান্নাম অতিক্রম চূড়ান্ত বিষয়, কিন্তু নাজাত পাওয়াটা অনিশ্চিত। তাই, অন্তর মাঝে সেই ভীতিপ্রদ ঘাঁটির দৃশ্যটা অনুভব কর, হয়তঃ তাতে তোমাকে নাজাতের প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে। চিন্তা কর, হাশরের মাঠের এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে মানুষের কি অবর্ণনীয় দুর্ভোগ হবে। তারা কিয়ামতের প্রকৃত খবরাখবর ও সুপারিশকারীদের সুপারিশের অপেক্ষায় থাকবে, হঠাৎ করে ভয়াবহ রকমের অন্ধকার পাপিষ্ঠদিগকে ঘিরে ফেলবে ; দোযখের লেলিহান শিখা তাদের উপর দিয়ে বিস্তৃত হয়ে যাবে ; তারা দোযখের বিকট চিৎকার ও গোস্বান্বিত গর্জন শুনতে পাবে। সেই মুহূর্তে বিশ্বাস করবে যে, ধ্বংস অবধারিত ; এমনকি সৎলোকেরাও অশুভ পরিণামের আশংকাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এক আযাবের ফেরেশ্তা চিৎকার করে বলবে, অমুকের পুত্র অমুক কোথায়—দুনিয়াতে যে নাকি অনেক বড় বড় আশা দিয়ে নিজেকে ধোকা দিয়েছে, জীবনকে অন্যায় কাজে ধ্বংস করেছে। ফেরেশ্তারা লোহার হাতুড়ী নিয়ে তার দিকে ছুটে যাবে, কঠোর ধমকা-ধমকি শুরু করবে এবং তাকে মাথা নীচু করে কঠিন শাস্তির জাহান্নামের গভীরে নিক্ষেপ করবে এবং বলবে ঃ

www.banglakitab.weebly.com

ذُقْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۝

'হাঁ, মজা চাখো, তুমি কিনা খুব প্রতাপশালী ও মর্যাদাশীল মানুষ। হায়, তাদেরকে এক সংকীর্ণ পরিসর, চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন, ধ্বংসাত্মক উপকরণে পূর্ণ এমন এক কারাগারে বন্দী করা হবে যেখানের বন্দীর কোন মুক্তি নাই। পরন্তু, দোযখকে উত্তরোত্তর অধিকতর দাহিকাশক্তিতে প্রজ্জ্বলিত করা হবে। জ্বলন্ত 'জাহীম' তাদের আবাস, অত্যন্ত গরম পানি তাদের পানীয়। 'যাবানিয়া' নামক আযাবের ফেরেশ্‌তারা হাতুড়ীর দ্বারা তাদের মস্তক গুঁড়িয়ে দিবে। 'হাবিয়া' নামক দোযখ তাদের বক্ষে চেপে ধরবে। তাদের আশা–আকাংখা বলতে সেখানে শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস। কোন মতেই আর মুক্তি নাই, সুখ নাই স্বস্তি নাই। মাথা ও পদযুগল একত্র করে বাঁধা হবে। পাপের তিমিরে চেহারা থাকবে বিশ্রী কালো। চতুর্দিকে ওদের গগনবিদারী চিৎকার ধ্বনিত হবে ঃ 'হে মালেক! (দোযখের দারোগা), প্রতিশ্রুত আযাবের দুর্ভোগে শেষ হলাম। হে মালেক! কি শক্ত লোহা, কি ভারী হাতুড়ী। হে মালেক! আমাদের চামড়া দগ্ধিভূত হয়ে সারা। হে মালেক! আমাদের বের কর, মুক্তি দাও ; আর কোনদিন অন্যায়ের দিকে পা বাড়াবো না।' তখন আযাবের ফেরেশ্‌তারা বলবে ঃ না, না, কিছুতেই তোমরা 'আমান' পাবে না ; অপমানকর এ বন্দীশালা থেকে মুক্তি জুটবে না ; এখানেই লাঞ্ছিত হতে থাক, খবরদার! মুখ খুলবে না। তোমাদের মুক্তি দিলেও আবার তোমরা নিষিদ্ধ পথেই ছুটে চলবে। এতদশ্রবণে তারা নিরাশ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার জন্য আক্ষেপ করতে থাকবে। কিন্তু, সেই আক্ষেপ অনুতাপ তাদের কোন কাজে আসবে না। বরং জিঞ্জিরাবদ্ধ অবস্থায় উপুড় করে ফেলে দেওয়া হবে। উফ্! তাদের উপরে আগুন, নীচে আগুন, ডানে আগুন, বাঁয়ে আগুন ; আগুনের ভিতর ডুবে থাকবে। আগুন তাদের খাদ্য, আগুন তাদের পানীয়, আগুন তাদের পোশাক, আগুন তাদের বিছানা–বালিশ।

মোটকথা, সর্বদিকে শুধু লেলিহান অগ্নিশিখা, আলকাতরার পোশাক, হান্টারের প্রচণ্ড আঘাত, জিঞ্জিরের দুর্বহ ভার। ভীড়ের মাঝে অস্থির ও নড়বড় পায়ে চলবে। মগজ অগ্নির উত্তাপে ফুটন্ত হাঁড়ির মত টগবগ করতে থাকবে। 'হায় ধ্বংস, হায় বরবাদি' চীৎকারে বাতাস ভারী করে তুলবে।

www.banglakitab.weebly.com

যখনই তারা 'হায় ধ্বংস' বলে চিৎকার করবে তখনই তাদের মাথার উপর গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে, তাদের পেটের ভিতরের সবকিছু এবং চামড়া দগ্ধীভূত হয়ে যাবে। তদুপরি, হাতুড়ীর প্রচণ্ড আঘাতে কপাল গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে ; সেই যখমের পুঁজ মুখ দিয়ে বের হবে ; পিপাসার জ্বালায় কলিজা ফেটে যাবে ; চোখের মনি পানি হয়ে গালের উপর প্রবাহিত হবে। গালের গোশত খসে পড়ে যাবে। শরীরের সমস্ত, এমনকি চামড়াও জ্বলে-গলে টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে পড়বে। চামড়া যখন চরমভাবে জ্বলে-জ্বলে কয়লা হবে তখন আবার তাকে নতুন চামড়ায় পরিণত করা হবে। রূহ্ হাড্ডিসার দেহের রগ ও হাড়ে বিরাজমান থাকবে। তাও অগ্নিশিখায় জ্বালায় কাতর আর্তনাদ করতে থাকবে। তারা অসহ্য যন্ত্রণায় মৃত্যু কামনা করবে কিন্তু, মরতেও পারবে না। গরম পানির দরুন তাদের কালো চেহারা ও দৃষ্টিশক্তিহীন চোখের দিকে দেখলে তোমার কেমন লাগবে? তাদের জিহ্বা বাকশক্তিহীন, পিঠ ও হাড্ডিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ, কান কাটা, চামড়া ছিন্ন-ভিন্ন, হস্তযুগল গর্দানের সঙ্গে জিঞ্জিরাবদ্ধ। মাথা ও পা একসাথে বাঁধা। তারা চেহারা দ্বারা আগুনের উপর হাঁটবে, তখন লৌহ-শলাকা চোখের ভিতর ঢুকবে, আগুনের শিখা গোপন অঙ্গসমূহেও ছড়িয়ে পড়বে। জাহান্নামের ভয়ানক সাপ-বিচ্ছুরা দংশন করতে থাকবে। এ হচ্ছে তাদের অবর্ণনীয় মুসীবতের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র।

এখন তাদের ও জাহান্নামের তফসীলী পরিস্থিতি যে কি হতে পারে তাও একটু লক্ষ্য কর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দোযখের ভিতর সত্তর হাজার 'ওয়াদী' হবে, প্রতিটি ওয়াদীতে সত্তর হাজার ঘাঁটি থাকবে। প্রতিটি ঘাঁটিতে সত্তর হাজার অজগর ও সত্তর হাজার বিচ্ছু থাকবে। কাফের ও মুনাফিক জাহান্নামে পৌঁছার পর এ সবগুলোই তাদের উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ চালাবে।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা 'জুব্বল্-হুয্ন্' (দুর্গতির গর্ত) ও 'ওয়াদীল-হুয্ন্' (দুশ্চিন্তাপূর্ণ নিম্নভূমি) থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ চাও। সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, 'দুশ্চিন্তা-দুর্গতিপূর্ণ গর্ত বা নিম্নভূমি'র কি অর্থ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে জাহান্নামের এমন একটা এলাকা যা থেকে জাহান্নাম নিজেই সত্তরবার

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ চায়। আল্লাহ্ পাক তা রিয়াকার ক্বারী ও আলেমদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। এ হচ্ছে জাহান্নামের বিশালতা ও তার ওয়াদীসমূহের শাখাসমূহ। আর সেই ওয়াদীর সংখ্যা হবে মূলতঃ দুনিয়ার ওয়াদী তথা খাহেশাতের সংখ্যা হিসাবে। মানুষ যেহেতু বিশেষতঃ সাতটি অঙ্গের দ্বারা পাপ করে তাই সে অনুপাতে জাহান্নামেরও সাতটি দরজা হবে, একটি আর একটির উপর। সর্বোচ্চ হবে জাহান্নাম, তারপর 'ছাকার', তারপর 'লাযা', তারপর 'হুতামাহ্' তারপর 'ছাঈর', তারপর 'জাহীম', তারপর 'হাবিয়া'। তাহলে চিন্তা কর, হাবিয়ার গহীনতা কত গভীর। তার গভীরতার কোন সীমা-পরিসীমা নাই, যেরূপ দুনিয়ার খাহেশাতের কোন সীমা নাই। তাই, বলতে হয় যে, হাবিয়ার গভীরতার শেষ প্রান্ত নিরূপণ করতে যাওয়া মানে, হাবিয়া অপেক্ষা গভীরতর কোন হাবিয়ার সন্ধান করা। গহীন হাবিয়ার প্রান্ত মানে প্রান্তহীন আর এক হাবিয়া।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম, হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি বললেন, 'জান, এ কিসের শব্দ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। তিনি বললেন, এ হচ্ছে একটি পাথর যা সত্তর বছর আগে জাহান্নামের ভিতর ছোঁড়া হয়েছিল, এইমাত্র তা জাহান্নামের তলদেশে গিয়ে পৌঁছলো।' অতএব, চিন্তা কর, জাহান্নামের স্তরসমূহের মধ্যকার ব্যবধান কত যে বিপুল। প্রতিটি স্তর যেমন বিশালায়তন, তেমনি তাদের দূরত্বও অনেক বিপুল। মানুষের দুনিয়ার দিকে ঝোঁক-প্রবণতায় যেমন ব্যবধান আছে, কেউ তো এত বেশী দুনিয়ামগ্ন যেন সে দুনিয়ার মধ্যে ডুবে আছে, কেউ তাতে আরও কম প্রবেশে করেছে ইত্যাদি—সেই অনুপাতেই তারা জাহান্নামের আগুনে ডুবে যাবে। কারণ, আল্লাহ্ পাক কারুর উপর তিলমাত্রও যুলুম করবেন না। তাই, সব জাহান্নামীর আযাব সমান হবে না। বরং প্রত্যেকের আযাব তার অপরাধেরই অনুপাতে হবে। তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হাল্‌কা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, তাকে যদি সমগ্র দুনিয়ার মালিক করে দেওয়া হতো—তাহলে সেই সবকিছু দিয়েও সে ঐ আযাব হতে নাজাতের চেষ্টা করত।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'জাহান্নামে সর্বাধিক

www.banglakitab.weebly.com

লঘু শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এক জোড়া আগুনের পাদুকা পরানো হবে যদ্দরুণ তার মস্তক ফুটতে থাকবে।' সর্বাধিক লঘু শাস্তির হাদীস থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। এ লঘুই যদি এত কঠিন হয় তবে কঠিনের অবস্থা কি। তোমার একটা আঙ্গুল আগুনের নিকটবর্তী করে তা কিছুটা অনুমান কর। কিন্তু, তোমার অনুমানে অবশ্যই তুমি ভুল করবে। কারণ, জাহান্নামের আগুনের সাথে দুনিয়ার আগুনের কোন তুলনাই চলে না। তবু, যেহেতু দুনিয়াতে এই আগুনের শাস্তিই সবচেয়ে কঠিনতর শাস্তি, সেজন্য জাহান্নামের আগুনকেও দুনিয়ার আগুনের উপমা দিয়েই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু, হায়! জাহান্নামীরা যদি সেখানে দুনিয়ার আগুন দেখতো তবে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য আনন্দ-উল্লাসে তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়তো।

এজন্যই কোন-কোন হাদীসে এসেছে যে, দুনিয়াতে প্রেরিত এ আগুনকে রহমতের সত্তর কিসিম পানির দ্বারা ধৌত করা হয়েছিল, যাতে করে দুনিয়াবাসীরা তা বরদাশত করতে পারে। বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং জাহান্নামের আগুনের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে জাহান্নামকে এক হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে। ফলে তা একদম লাল হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আবার এক হাজার বৎসর যাবত প্রজ্জ্বলিত করার পর একদা শ্বেতবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারপর আরও এক হাজার বৎসর ধরে প্রজ্জ্বলনের পর তা একদম কৃষ্ণবর্ণ ও অন্ধকারে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জাহান্নাম আল্লাহ্র কাছে অভিযোগ করেছিল যে, হে মা'বুদ, আমার এক অংশকে আর এক অংশ খেয়ে ফেলছে। এতে আল্লাহ্ পাক তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি প্রদান করেন ; একটি শীতকালে আর একটি গ্রীষ্মকালে। তোমরা গরমের দিনে যে প্রচণ্ড তাপ অনুভব কর তা ঐ নিঃশ্বাসের তাপ, আর শীতকালে যে প্রচণ্ড শীত অনুভব কর তাও ঐ জাহান্নামের প্রচণ্ড শীতল অংশের শীত প্রবাহ।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়ার সর্বাধিক সুখী-স্বচ্ছন্দ কাফেরকে হাযির করা হবে। হুকুম হবে ঃ ওকে জাহান্নামের ভিতর একটা চুবানি দিয়ে আনো। চুবানির পর তাকে প্রশ্ন করা হবে ঃ জীবনে কখনো সুখ-

www.banglakitab.weebly.com

স্বাচ্ছন্দ্য দেখেছিলে? সে বলবে, না, কখনও দেখি নাই। অতঃপর দুনিয়াতে সর্বাধিক দুঃখ-কষ্টপ্রাপ্ত একজন মু'মিনকে আনা হবে। হুকুম হবে, তাকেও একটা চুবানি দিয়ে নিয়ে আস। অতঃপর প্রশ্ন করা হবে ঃ জীবনে কখনও কোন কষ্ট দেখেছ? সে বলবে, জ্বী-না, দেখি নাই।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, মসজিদের ভিতর যদি এক লক্ষ বা লক্ষাধিক লোক থাকে এবং এক জাহান্নামী এসে তাদের মধ্যে একটা নিঃশ্বাস ফেলে তবে তৎক্ষণাৎ তাদের মৃত্যু ঘটবে।

পবিত্র কুরআনে যে বলা হয়েছে ঃ

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ

কোন কোন আলেম এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ জাহান্নামের আগুন তাদের চেহারায় একটিমাত্র থাবা মারবে এবং সেই একটিমাত্র লেলিহান শিখাতেই তাদের সমস্ত দেহ থেকে মাংসগুলো খসে পায়ের গোড়ালির কাছে থুবড়ে পড়বে। আরও চিন্তা কর, জাহান্নামীদের দেহ থেকে প্রবাহিত পুঁজ রক্তের কি বীভৎস দুর্গন্ধ হবে; অথচ,জাহান্নামীরা সে পুঁজের মধ্যে ডুবে যাবে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের এক বালতি পুঁজ যদি দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হয় তবে সমগ্র দুনিয়াবাসী সেই দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। জাহান্নামীরা যখন পিপাসার দহনে ছটফট করতে থাকবে এবং পানির জন্য ফরিয়াদ জানাবে তখন এই পুঁজই তাদেরকে পানি হিসাবে পান করতে দেওয়া হবে। তারা ডগডগ করে তা গলধঃকরণ করতে থাকবে, কিন্তু, তা গলা পর্যন্ত গিয়ে আটকে যাবে। এভাবে চতুর্দিক থেকে মৃত্যু যেন তাদেরকে গ্রাস করে ফেলছে। কিন্তু, সেখানে যে কারো মৃত্যু নাই। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝

'তারা যদি (পিপাসার জ্বালায়) আর্তনাদ করে তবে তেলের গাদের মত

www.banglakitab.weebly.com

পানি দ্বারা তাদের জবাব দেওয়া হবে ; যা তাদের চেহারাকে ঝলসিয়ে দিবে। অতীত বিশ্রী সে পানীয় এবং কি জঘন্য সেই আবাস!'

(কাহ্‌ফ ঃ ২৯)

তারপর দোযখীদের 'যাক্‌কূম' নামক খাদ্যের কথাও স্মরণ কর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۝ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ
مِّنْ زَقُّوْمٍ ۝ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝ فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ
الْحَمِيْمِ ۝ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۝

'হে পথ ও মতিভ্রষ্ট মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা, পরন্তু 'যাক্‌কূম' বৃক্ষ হতে তোমরা খাদ্য গ্রহণ করবে এবং তা দিয়েই তোমরা উদর ভর্তি করবে। তদুপরি, গরম পানি পান করবে। আর তা পান করবে পিপাসাকাতর উষ্ট্রের মত।' (ওয়াকিয়াহ্ ঃ ৫১–৫৫)

অন্যত্র বলেছেন ঃ

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ۝ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ۝
فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا
لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ۝ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ ۝

'তা (যাক্‌কূম) হচ্ছে একটি বৃক্ষ যা জাহান্নামের মূল থেকে উৎপন্ন হবে। সে বৃক্ষটির মাথাটা হবে সর্পরাজির মস্তকসমূহ সদৃশ। ওরা ঐ বৃক্ষ হতে খাদ্য গ্রহণ করবে, এমনকি, তা দিয়ে উদর ভর্তি করবে। তদুপরি, পুঁজমিশ্রিত ফুটন্ত গরম পানি পান করানো হবে।' (সাফ্‌ফাত ঃ ৬৪–৬৮)

আরও বলেছেন ঃ

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝

www.banglakitab.weebly.com

'(একদল মানুষ) জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে ; তাদেরকে ফুটন্ত গরম ঝর্ণার পানি পান করানো হবে।' (গাশিয়াহ্ ঃ ৪,৫)

একস্থানে বলেছেন ঃ

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا

'আমাদের নিকট রয়েছে (আগুনের) শিকলসমূহ, জ্বলন্ত জাহীম, এমন সব খাদ্য যা গলায় আটকে পড়বে এবং বহু যন্ত্রণাপদ শাস্তি।'

(মুয্যাম্মিল ঃ ১২, ১৩)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাক্কূমের একটি বিন্দুও যদি দুনিয়ার সমুদ্রমালায় পতিত হতো, তাহলে তা সমগ্র দুনিয়াবাসীর জীবনধারাকে বিপন্ন করে দিতো।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেছেন ঃ সেই জিনিসের আরজু-আগ্রহ কর যে জিনিসের প্রতি স্বয়ং আল্লাহ্ তোমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। এবং যে জিনিসের ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছেন সেই আযাব গযব ও জাহান্নামকে ভয় কর। কারণ, তোমাদের এই দুনিয়ার মধ্যে জান্নাতের একটি মাত্র বিন্দু ও যদি তোমাদের সঙ্গে থাকতো, তবে ঐ একটি বিন্দু তোমাদের জন্য সমগ্র দুনিয়াকে শান্তি ও আনন্দময় করে দিত। পক্ষান্তরে, দোযখের একটিমাত্র ফোঁটাও যদি এ দুনিয়ায় তোমাদের সঙ্গে থাকতো তবে ঐ একটি ফোঁটাই সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে খবীস-গলীয ও নোংরা করে ফেলতো।

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীদেরকে এমনি কঠিনতর ক্ষুধার যন্ত্রণাক্লিষ্ট করা হবে যা তাদের সমস্ত আযাবের বরাবর হয়ে যাবে। ফলে, তারা খাবারের জন্য চিৎকার করতে থাকবে। জবাবে তাদেরকে এমন খাবার দেওয়া হবে যা তাদের গলার ভিতর আটকে যাবে। হঠাৎ তাদের মনে হবে, দুনিয়াতে আমরা পানীয় বস্তু দ্বারা গলায় আটকানো খাদ্য অপসারণ করতাম। অমনি তারা কোন পানীয়ের জন্য চিৎকার করবে। ফলে, টাটকা গরম পানি তাদের

www.banglakitab.weebly.com

মুখের কাছে তুলে ধরা হবে, লৌহ-শলাকা দ্বারা। ঐ পানি তাদের মুখের কাছে যেতেই সম্পূর্ণ চেহারাটাকে ঝলসিয়ে দিবে। ঐ পানি পেটের মধ্যে ঢুকতেই আঁত ইত্যাদিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে। তখন পরস্পর বলাবলি করবে, চল, জাহান্নামের মুহাফিয ফেরেশ্‌তাদের কাছে ফরিয়াদ করি। অতঃপর ফরিয়াদ জানিয়ে বলবে, তোমাদের মা'বুদকে ডেকে বল, তিনি যেন অন্ততঃ একদিনের জন্য আযাবকে আমাদের প্রতি হাল্‌কা করে দেন। জবাবে ফেরেশ্‌তাগণ বলবে ঃ

اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا بَلٰى ۚ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝

'কেন, তোমাদের নিকট তোমাদের নবী-রাসূলগণ প্রমাণাদি সহকারে আগমন করেছিলেন না? তারা বলবে ঃ তা অবশ্যই। ফেরেশ্‌তাগণ বলবে ঃ তাহলে চিৎকার পাড়তে থাক ; কাফের গোষ্ঠীর অনর্থক চিৎকারে কিছু যায় আসে না।' (গাফির ঃ ৫০)

জাহান্নামীরা বলবে, চল, মালেক ফেরেশ্‌তাকে ডেকে দেখি। অতঃপর মালেককে ডেকে বলবে ঃ হে মালেক! তোমার মা'বুদকে বল, তিনি যেন আমাদেরকে ধ্বংসই করে দেন! মালেক বলবেন ঃ তোমাদেরকে চিরকাল এখানেই অবস্থান করতে হবে।

হযরত আ'মাশ (রহঃ) বলেন, আমার কাছে একটি হাদীস পৌঁছেছে যে, তাদের ফরিয়াদ ও মালেকের উক্ত জবাবের মাঝখানে এক হাজার বৎসর পেরিয়ে যাবে। হুযুর বলেন, অতঃপর জাহান্নামীরা পরস্পর বলবে ঃ সবাই নিজেদের আল্লাহ্‌কে ডাক, কারণ, আল্লাহ্ অপেক্ষা উত্তম আর কেউ নাই। তখন আল্লাহ্‌কে ডেকে বলবে ঃ

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ ۝ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ۝

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দোষেই দুর্ভাগ্য আমাদের উপর

www.banglakitab.weebly.com

প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আপনি আমাদের জাহান্নাম হতে মুক্তি দান করুন। এরপরও যদি আমরা আবার অন্যায় করি তবে নিশ্চয়ই আমরা যালিম সাব্যস্ত হবো।' (মু'মিনূন ঃ ১০৭)

জবাবে আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ

اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ○

'এই জাহান্নামের ভিতরেই লাঞ্ছিত হতে থাক ; আমার সাথে কথা বলবে না।' (মু'মিনূন ঃ ১০৮)

এতে তারা সর্বদিক থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে হায় আক্ষেপ, হায় ধ্বংস বলে বুক ফাটা চিৎকার শুরু করবে।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ

'তাদেরকে পানিস্বরূপ পুঁজ পান করানো হবে, ডগডগ গিলতে শুরু করবে, গলার নীচে পার করার উপায় হবে না।' (ইব্রাহীম ঃ ১৬, ১৭)

হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ পুঁজ নিকটে নেওয়া হবে, তখন তার ঘৃণা লাগবে। যখন আরও নিকটবর্তী করা হবে তখন তার মুখমণ্ডল ঝলসে যাবে, ফলে, মাথার খুলির উপর থেকে চামড়াটা খসে পড়ে যাবে। পান করার সঙ্গে সঙ্গে আঁতগুলো ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ○

'ওদেরকে টাটকা গরম পানি পান করানো হবে, ফলে, ঐ পানি তাদের আঁতসমূহকে কেটে টুক্‌রা টুক্‌রা করে দিবে।' (মুহাম্মদ ঃ ১৫)

এই হলো জাহান্নামীদের খাদ্য-খাবার ও যন্ত্রণাকাতর পিপাসিতের পানীয় পানি।

এবার জাহান্নামের বিশালকায় সাপ-বিচ্ছুর বিষম বিষাক্ত দংশনের

www.banglakitab.weebly.com

হৃদয়বিদারক দৃশ্যগুলোও দেখে নাও। এ সাপ-বিচ্ছুকে তাদের উপর নিযুক্ত করা হবে, ওরা তাদের শরীরে অবিরতভাবে দংশন করতে থাকবে, কামড়ের চোটে মাংস ও চামড়াকে ছিন্ন-ভিন্ন ও ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকবে। এতে এক মুহূর্তেরও বিরতি নাই।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে-ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক মাল দিয়েছেন কিন্তু, সে মালের যাকাত আদায় করে নাই, ঐ মালকে বিষাক্ত সর্পে পরিণত করে তার গর্দানের জিঞ্জির বানিয়ে দিবেন। ঐ সর্প তার চোয়ালে জড়িয়ে ধরে তাকে দংশন করবে আর বলবে ঃ আমি তোমার মাল, আমি তোমার সম্পদ-ভাণ্ডার। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামের ভিতর বুখতী উষ্ট্রের দীর্ঘ গর্দানের মত অসংখ্য সাপ থাকবে। ঐ সাপ মাত্র একবার দংশন করলে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বিষ-জ্বালা অনুভব হতে থাকবে। এবং খচ্চরের মত বিরাট বিরাট বিচ্ছু থাকবে যা একবার দংশন করলে চল্লিশ বৎসর যাবত দংশন-জ্বালা অনুভব হবে। এই সাপ-বিচ্ছু ঐ সকল লোকদের উপর নিয়োজিত হবে যারা দুনিয়াতে বখীল (কৃপণ) ছিল, দুশ্চরিত্র ছিল এবং যারা মানুষকে কষ্ট দিত। যারা এসব অপরাধে অপরাধী ছিল, তারাই এ আযাব ভুগবে, আর যারা এসব অপরাধ করে নাই, এসকল সর্পের দংশন থেকে তারা নিরাপদ থাকবে।

এখন তুমি জাহান্নামীদের বিশালায়তন দেহের কথা চিন্তা কর। আল্লাহ্ পাক তাদের দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বৃহদায়তন করে দিবেন যাতে ঐ বিশাল দেহের প্রতিটি অংশ একই সঙ্গে আগুনের লেলিহান শিখা এবং সাপ-বিচ্ছুর দংশনে জর্জরিত হতে থাকে। হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামে কাফেরের মাড়ির দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মত এবং শরীরের চামড়া হবে তিন দিনের সফরের দূরত্ব পরিমাণ মোটা। তিনি আরও বলেছেন ঃ কাফেরের নীচের ঠোঁট তার বুকের উপর ঝুলবে, আর উপরের ঠোঁট উপরের দিকে কুঞ্চিত হয়ে চেহারাকে

www.banglakitab.weebly.com

ঢেকে ফেলবে। অন্যত্র বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন কাফেরের জিহ্বাকে টেনে দীর্ঘ করা হবে এবং লোকেরা সেই জিহ্বাকে দু'পায়ে দলে চলবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ যখনি তাদের চামড়া জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে তখন আমরা সে-স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করে দেবো।' (নিসা ঃ ৫৬) জাহান্নাম তাদেরকে প্রতিদিন সত্তর হাজার বার দগ্ধীভূত করবে। এক-একবার দগ্ধীভূত হওয়ার পর হুকুম হবে ঃ আবার আগের মত হয়ে যাও তখন আগের মত হয়ে যাবে।

এখন জাহান্নামীদের চিৎকার ও ক্রন্দনের কথা শোন। আহা, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই তাদের নিদারুন চিৎকার ও কান্না শুরু হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামত দিবসে জাহান্নামকে (হাশর মাঠের দিকে) আনা হবে। জাহান্নামের দেহে সত্তর হাজার লাগাম থাকবে, প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশ্তা থাকবে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দোযখীদের মধ্যে ক্রন্দনরোল সৃষ্টি হবে। কাঁদতে কাঁদতে অশ্রুজল নিঃশেষ হয়ে চক্ষুযুগল হতে রক্ত ঝরতে থাকবে। এতে তাদের চেহারার ভিতর গর্তের মত হয়ে যাবে যাতে নৌকা চালাতে চাইলে তাও সম্ভব হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কান্না ও চিৎকারের অনুমতি প্রাপ্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তবুও এক রকম স্বস্তি থাকবে। অবশেষে তাও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে।

মুহাম্মদ বিন কা'ব (রহঃ) বলেন ঃ জাহান্নামীরা পাঁচবার আল্লাহ্কে ডাকবে, তন্মধ্যে চারবার তিনি জবাব দিবেন। পঞ্চম বারের পর আর কখনও তাদের সাথে কথা বলবেন না। তারা বলবে ঃ

رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝

হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি-ই তো আমাদেরকে দুই-দুইবার মৃত্যু দান করেছেন এবং দুই-দুইবার জীবন দান করেছেন ঃ তবে কি আমাদের

www.banglakitab.weebly.com

মুক্তির কোনও পথ আছে? (গাফির ঃ ১১)

জবাবে আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗ اِذَا دُعِىَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِىِّ الْكَبِيْرِ ۝

'তোমাদের এই দশা এই জন্য যে, এক আল্লাহ্কে ডাকা হতো, তোমরা তা প্রত্যাখান করতে এবং তার সাথে শরীক করা হলে আস্থা-বিশ্বাস ভরে তা গ্রহণ করতে। ফলে, সেই আল্লাহ্র ফয়সালাই হবে কার্যকর, যিনি প্রতাপশালী এবং চির মহীয়ান।' (গাফির ঃ ১২)

অতঃপর তারা বলবে ঃ 'হে পরোয়াদেগার, আমরা স্বচক্ষে দেখলাম এবং স্বকর্ণে শুনলাম। তাই, আপনি আমাদের পুনরায় দুনিয়াতে পাঠান, আমরা সৎকর্মই করবো।' জবাবে আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ

اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۝

'ইতিপূর্বে তোমরাই কি কসম করে বলতে-না যে, তোমাদের নাকি কোন লয়-ক্ষয় নাই?' (ইব্রাহীম ঃ ৪৪)

ওরা বলবে, হে রব্ব, আমাদের মুক্তি দিন ; অতীতে যা করেছি তা আর হবে না, এখন শুধু সৎকর্মই করবো।'

আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ۖ

'আমি কি তোমাদের এতটুকু পরিমাণ বয়স দিয়েছিলাম না, যাতে যেকোন উপদেশ গ্রহণকারীর উপদেশ গ্রহণের যথেষ্ট অবকাশ ছিল? পরন্তু, তোমাদের কাছে সতর্ককারীরও তো আগমন ঘটেছিল।' (ফাতির ঃ ৩৭)

অতঃপর তারা বলবে, হে রব্ব, আমরা নিজেরাই নিজেদের কপাল মন্দ করেছি, বস্তুতঃই আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আপনি আমাদের মুক্তি দিন। আবারও যদি সে-নিষিদ্ধ পথে যাই, তাহলে আমরা যালিম বলে প্রতিপন্ন হবো।'

www.banglakitab.weebly.com

এইবার আল্লাহ্ পাক জবাব দিবেন ঃ

اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ○

'এখানেই লাঞ্ছিত হতে থাক। এবং আমার সাথে আর কথা বলো না।' (মুমিনূন ঃ ১০৮)

এরপর আর কোনদিন তারা আল্লাহ্র সাথে কথা বলতে পারবে না। হায়! কি কঠিন সে-আযাব!

পবিত্র কুরআনে যে আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ○

'আমাদের ছটফটে চিৎকার ও ধৈর্যধারণ ; সবই বরাবর ; আমাদের যে কোনও পরিত্রাণ নাই।' (ইব্রাহীম ঃ ২১)

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, হযরত যায়দ ইব্নে আসলাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ ওরা একশত বৎসর ধৈর্যধারণ করে থাকবে, অতঃপর একশত বৎসর ছটফট ও চিৎকার করতে থাকবে, আবার একশত বৎসর যাবত ধৈর্যধারণ করে থাকবে, অতঃপর বলবে ঃ 'আমাদের ছটফট করা ও ছবর করা সবই বরাবর।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামত দিবসে মৃত্যুকে একটি সুদর্শন ভেড়ার আকৃতিতে বেহেশ্ত ও দোযখের মাঝখানে হত্যা করা হবে। এবং বলা হবে, হে বেহেশ্তবাসীরা চির জীবনের পয়গাম লও, আর কোন মৃত্যু নাই ; হে জাহান্নামীরা, চির জীবনের সংবাদ শোন, আর কোনও মৃত্যু নাই।

হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি এক হাজার বৎসর পর জাহান্নাম হতে মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। তিনি বলতেন, হায়, সেই ব্যক্তিটি যদি আমি হতাম। একবার হযরত হাসান (রাযিঃ)-কে এক কোণায় বসে ক্রন্দনরত দেখা গেলো। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমার ভয় হয় যে, না-জানি আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয় কিনা। এবং আল্লাহ্র জন্য তা খুবই সামান্য ব্যাপার।

এ হচ্ছে জাহান্নামের বিভিন্ন প্রকার আযাবের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র। বস্তুতঃ

www.banglakitab.weebly.com

তাদের ব্যাপক দুঃখ-বেদনা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, আক্ষেপ-অনুতাপের তো কোন সীমা নাই। কঠিন যন্ত্রণাপদ শাস্তির সাথে সাথে আরও যেসব কঠিনতর মানসিক শাস্তি তারা ভুগবে, তা হলো ঃ বেহেশ্‌তী সুখ ও নে'আমতের বঞ্চনা, আল্লাহ্‌র দীদারের বঞ্চনা, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির বঞ্চনা। এই অনুভূতি তাদের মর্মপীড়াকে আরো বৃদ্ধি করবে যে, তারা এ অমূল্য নে'আমত হারিয়েছে সামান্য ক'টা কানাকড়ি তথা ক্ষণকালীন জাগতিক স্বার্থে। সামান্য ক'দিনের ঘৃণ্য ভোগ-বিলাস ও অস্বচ্ছ সুখের বিনিময়ে আজ এই দুর্গতি! এই বঞ্চনা! মনে মনে আক্ষেপ ও অনুতাপ করবে যে, হায়, কেন আমরা আপন পালনকর্তার আনুগত্য ছিন্ন করে মূলতঃ নিজেদেরকে ধ্বংস করলাম। কেন আমরা সামান্য ক'টা দিন নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখলাম না! আহা, যদি তা করতাম, তাহলে শেষ হয়ে যাওয়া সেই দিনগুলো তো শেষ হয়েই যেত ; কিন্তু, আজ আমরা পরোয়ারদেগারের পরম সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি প্রাপ্ত এবং পুরস্কৃত হতাম।

বন্ধুগণ, ওদের অনুতাপের খবর যদি তোমাদের পথ দেখায়। হায় কি বঞ্চনা! কি করুণ দুর্গতি ও ভোগান্তি। জাগতিক কোন সুখ বা সুখের উপকরণ তো রইল না। পরন্তু, বেহেশ্‌তী নে'আমতরাজি না দেখতে পেলেও তো মর্মজ্বালা এত বাড়তো না। বেহেশ্‌তের নে'আমতসমূহ তাদেরকে দেখিয়ে নেওয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্বিয়ামত দিবসে কতিপয় মানুষকে দোযখের দিক হতে বেহেশ্‌তের দিকে নিয়ে আসা হবে। যখন তারা বেহেশ্‌তের নিকটবর্তী হবে, বেহেশ্‌তের সুঘ্রাণ শুঁকতে লাগবে, বেহেশ্‌তের সু-উচ্চ প্রাসাদমালা ও বেহেশ্‌তীদের জন্য আল্লাহ্‌ কর্তৃক আয়োজিত তাবৎ নে'আমতসমূহের দিকে চোখ ধরবে, এমন সময় হুকুম আসবে, হে ফেরেশ্‌তারা, এখান হতে ওদের হটাও ; এ ওদের নসীবে নাই। ফলে, অবর্ণনীয় আক্ষেপ-পীড়িত মনে ওরা ফিরে যাবে। এবং বলবে, আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার প্রিয় বান্দাগণকে কত-কি নে'আমত ও পুরস্কারাদি দান করলেন, তা দেখানোর আগেই যদি আমাদেরকে জাহান্নামে ফেলে দিতেন, তাহলে জাহান্নাম আমাদের পক্ষে আরও সহজ হতো। জবাবে আল্লাহ্‌ পাক বলবেন ঃ আমি যে তা দেখালাম, এ উদ্দেশেই তো দেখালাম।

www.banglakitab.weebly.com

তোমরা নির্জনতায় ভয়ংকর পাপরাশিতে লিপ্ত হয়ে যেন দস্তুরমত আমার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করতে, আবার জন-কোলাহলে নিজেকে 'খোদার ধ্যানে মগ্ন' বলে প্রকাশ করতে অথচ, তা ছিল আমার সাথে তোমাদের অন্তরের হালতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তোমরা লোকের ভয় করলে ; কিন্তু, আমাকে ভয় করলে না ; মানুষের প্রতি সম্ভ্রম-সমীহ প্রদর্শন করলে কিন্তু, আমার বেলায় তা করলে না। মানুষের কত কিছু বর্জন করলে, কিন্তু, আমার জন্য বুঝি বর্জন করা গেলো না। তাই, চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি তোমাদের জন্য হারাম করেই দিয়েছি, সেই সাথে এই মর্মন্তুদ শাস্তিও তোমাদের চাখাচ্ছি!

হযরত আহমদ বিন হারব্ (রহঃ) বলেন, আফসোস, আমাদের প্রত্যেকেই সূর্যতাপের উপর ছায়াকে প্রাধান্য দেয়, কিন্তু, জাহান্নামের উপর জান্নাতকে প্রাধান্য দেয় না।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ হায়, কত-না সুস্থ-সবল দেহ, সুন্দর-সুদর্শন চেহারা এবং কত-না বাগ্মী ও ললিত কণ্ঠধারী জাহান্নামের অতলে পড়ে বিলাপ ও চিৎকার করছে।

হযরত দাউদ (আঃ) বলেছিলেন, হে আল্লাহ্, আপনার সূর্যের তাপই আমি সইতে পারি না, তবে কিরূপে আমি জাহান্নামের অগ্নিতাপ সহ্য করবো! আপনার রহমতের (বারিধর মেঘের) গর্জনই আমি সইতে পারি না ; তাহলে কিভাবে আমি আযাবের গর্জন সহ্য করবো!

হে মিসকীন মানুষ, এ'বড় ভয়ংকর বিপদসমূহের কথা ভেবে দেখ। জেনে রাখ, আল্লাহ্ পাক জাহান্নাম ও তার সমূহ ভয়ংকরতা যেমন সৃষ্টি করেছেন, তাতে তিলমাত্র বেশীকম হবে না। তাই, এটা স্থিরীকৃত চূড়ান্ত বিষয়। আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

'তাদেরকে 'পরিতাপ দিবসের' ভীতি প্রদর্শন কর, যখন চূড়ান্ত ফয়সালা করা হবে। অথচ, তারা গাফলতির মধ্যে ডুবে আছে এবং ঈমান গ্রহণ

www.banglakitab.weebly.com

করছে না।' (মারইয়াম ঃ ৩৯)

আমি কসম করে বলছি, যদিও এতে 'ক্বিয়ামত দিবসে ফয়সালা হবে' বলে বলা হয়েছে, কিন্তু, আসলে তা অনাদিতেই চূড়ান্তকৃত সিদ্ধান্ত, যা ক্বিয়ামত দিবসে প্রকাশিত হবে। উফ, কি আশ্চর্য! তবু তুমি হেসে-খেলে বেড়াচ্ছ, তুচ্ছ দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছ। অথচ, তোমার জানা নাই যে, তোমার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে আছে। তুমি যদি জানতে চাও যে, তোমার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং তোমার কি পরিণাম হবে তাহলে তোমাকে একটা আলামত বলে দিচ্ছি যা দ্বারা তুমি একটা 'মোটামুটি ধারণা' করতে পার এবং তোমার 'আশার বাস্তবতা' যাচাই করে দেখতে পার। তা হলো, তুমি তোমার জীবনধারা, তোমার কার্য-কলাপের প্রতি লক্ষ্য কর। কারণ, প্রত্যেকেই যে-লক্ষ্যের জন্য সৃষ্ট, সে-লক্ষ্যের সহায়ক তওফীকও সে প্রাপ্ত হয়। তাই, যদি নিজেকে সৎকর্মসমূহে লিপ্ত এবং তওফীকপ্রাপ্ত দেখতে পাও, তাহলে তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। অবশ্যই তুমি জাহান্নাম হতে মুক্তিপ্রাপ্তদের একজন। আর যদি তোমার অবস্থা এমন হয় যে, যেকোন ভাল কাজে অগ্রসর হলে হাজার বাধা তোমাকে ঘিরে ধরে এবং তোমাকে শক্তভাবে প্রতিহত করে ; আবার কোন অন্যায়ের ইচ্ছা করলে তার সহায়ক তামাম উপকরণ সহজলভ্য হয়ে যায়, তাহলে তুমি ধরে নিতে পার যে, তোমার পরিণতি ভাল নয় ; কারণ, মানুষের কার্য-কলাপ তার পরিণামের ইঙ্গিতবাহক, যেভাবে বৃষ্টিপাত ভাল ফলনের এবং ধোঁয়া আগুনের ইঙ্গিতবাহক।

স্বয়ং আল্লাহ্ পাকই তো বলেছেন ঃ

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝

'সৎকর্মশীলগণ হবে জান্নাতবাসী আর অপকর্মকারীরা হবে জাহান্নাম-বাসী।' (ইনফিতার ঃ ১৩, ১৪)

অতএব, তুমি নিজেকে এ আয়াতের সম্মুখে ধর, তোমার অবস্থান নির্ণয়ের দ্বারা শেষ গন্তব্যও নির্ণীত হয়ে যাবে। তবে হাঁ, প্রকৃত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আল্লাহ্ই সম্যক পরিজ্ঞাত।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৪০

বন্দেগীর মর্তবা, আনুগত্যের মর্যাদা

হে স্নেহাস্পদ, তুমি বিশ্বাস কর, সকল সুখের মূল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও আনুগত্য। এ জন্যই আল্লাহ্ পাক তাঁর কিতাবে বারংবার আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। এবং সেই একই উদ্দেশ্যে তিনি নবী–রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন, যাতে তাঁরা মানব–সম্প্রদায়কে সর্বরকম পঙ্কিলতার সমূহ অন্ধকার হতে মুক্ত করে 'কুদ্‌সী মা'রিফাত' তথা আল্লাহ্‌র পরিচয় ও তাঁর প্রেম–বন্ধনের নূর ও আলোর দিকে নিয়ে যান ; যাতে তারা 'চির শান্তির জাহান' বেহেশ্‌তে মুত্তাকীদের জন্য তৈয়ার করে রাখা ঐ সকল নে'আমতের অধিকারী হতে পারে যা কেউ কোনদিন দেখে নাই, কোনদিন কানে শুনে নাই, এমনকি কারো মনে যার কল্পনাও কোনদিন জাগে নাই। সত্যি, আল্লাহ্ তো মানুষকে অহেতুক সৃষ্টি করেন নাই। বরং তিনি এজন্যেই সৃষ্টি করেছেন যে, অন্যায়কারীদের তিনি সমুচিত জবাব দিবেন এবং সৎকর্মশীলদের শান্তিময় পুরস্কার দান করবেন। যদিও তিনি কারো আনুগত্যের মুখাপেক্ষী নন এবং কারো অবাধ্যতাও তার কোন ক্ষতি করতে পারে না, কিংবা তার মহত্বে ও বড়ত্বেও কোনরূপ আঘাত হানে না। মাটির মানুষ দম্ভ–অহংকারে তার আনুগত্য ছিন্ন করলে তাতে তার কিছু যায়–আসে না ; স্বয়ং নূরের ফেরেশ্‌তারাই তো দিবারাত অব্যাহতভাবে তার তাস্‌বীহ্ ও গুণগানে রত। তাই, যে ভালো করবে, তাতে তার নিজের লাভ, আর যে খারাপ করবে তাতে আপনার ক্ষতি বৈ–কি। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তো বে–নিয়ায, লা–মোহ্‌তাজ, আর তোমরা সবাই ভিখারী, তার মোহ্‌তাজ।

কি আশ্চর্য! আমরা যদি একটা গোলাম খরিদ করি, তাহলে আমরা চাই যে, গোলাম যেন তার তামাম খিদমত ও দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়, সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী কানাকড়ির বিনিময়ে তাকে খরিদকারী মনিবের প্রতি যেন সম্পূর্ণ অনুগত থাকে। আবার মনিবও এক–একটি পদস্খলনের জন্যও তার উপর ক্ষোভ ও রোষ প্রকাশ করে। কখনও তার ভাতা কিংবা

www.banglakitab.weebly.com

দানা–পানিও বন্ধ করে দেয়া হয় অথবা তাকে বিতাড়িত কিংবা বিক্রয়ই করে ফেলে। তাহলে, কি কারণে আমরা আমাদের আসল মনিবের আনুগত্য করি না– যিনি আমাদের এত সুন্দর গড়নে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের পদস্খলন অজস্র বারিধারার বিন্দুমালার চেয়েও অনেক বেশী। তবু তিনি আমাদের প্রতি তার সেই নে'আমত ও অনুগ্রহসমূহ বন্ধ করেন নাই যা না–হলে আমাদের ধ্বংসই ছিল অনিবার্য। অথচ, একটিমাত্র অপরাধের জন্যেও তো তিনি আমাদের শক্তভাবে পাকড়াও করতে পারেন। কিন্তু তিনি তা করেন না, বরং আমাদেরকে অবকাশ দেন, যাতে আমরা তওবা করতে পারি ; ফলে, তিনিও আমাদেরকে ক্ষমাদান ও পাপরাশি গোপন করতঃ আমাদের তার কাছে টানতে পারেন। আসলে, প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি অবশ্যই বুঝতে পারে যে, কে তার আনুগত্য পাওয়ার আসল ও উপযুক্ত অধিকারী। তাই, সে তার দিকে রোখ করে এবং জীবনের বাগডোর সম্পূর্ণ তার হাতে তুলে দেয়। কখনও কোন অন্যায় হয়ে গেলেও তওবা করে আপন স্রষ্টার দিকে রুজু হয়। আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয় না। সে আল্লাহ্‌র সমূহ নে'আমতের শোকর ও আনুগত্যের মাধ্যমে 'তার প্রিয়পাত্র' হতে অদম্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে, থেমে যায় না। কারণ, তার বুকভরা আশা যে, হয়তঃ সে–ও আশেকীনদের একজন হিসাবে গৃহীত হবে। সত্যি, একদিন সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে—যখন সে তার মাওলার জন্য পাগলপারা এবং মাওলাও তার জন্য তদপেক্ষা অধিক দেওয়ানা।

হযরত আবু দার্‌দা (রাযিঃ) হযরত কা'ব আহ্‌বার (রাযিঃ)–কে বলেছিলেন যে, তাউরাতের কোন আয়াত শুনান না। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ নেক্‌কাররা আমাকে দেখার জন্য পাগলপারা। আর আমি ওদের সাথে মিলনের জন্য ওদের চেয়ে অধিকতর পাগলপারা। এ আয়াতের পার্শ্ববর্তী এক আয়াতে আছে ঃ যে আমাকে তালাশ করে, সে আমাকে পায়। যে আমি ব্যতীত আর কাউকে তালাশ করে, সে তো আমাকে পেতে পারে না। তাউরাতের এ আয়াত শ্রবণ শেষে হযরত আবু দার্‌দা (রাযিঃ) বলতে লাগলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হুবহু এই কথাগুলো আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পবিত্র মুখে শুনেছি।

হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌ পাক হযরত দাউদ

www.banglakitab.weebly.com

(আঃ)-কে বললেন ঃ হে দাউদ! যমীনবাসীদের এ খবর পৌঁছিয়ে দাও যে, যে আমাকে ভালবাসে, আমিও তাকে ভালবাসি, যে আমার সাথে বসে, আমিও তার সাথে বসি, যে আমাকে স্মরণ করে আনন্দ পায়, আমিও তাকে স্মরণ করে আনন্দ পাই ; যে আমাকে সঙ্গী করে, আমিও তাকে আমার সঙ্গী করি ; যে আমাকে পছন্দ করে, আমিও তাকে পছন্দ করি ; যে আমার আনুগত্য করে, আমিও তার আনুগত্য করি। আমি যদি দেখতে পাই যে, অমুক বান্দা সত্যিকার অর্থেই প্রাণ দিয়ে আমাকে ভালবাসে, সে-ভালবাসা আমি গ্রহণ করি। এবং আমি তাকে এত বেশী মহব্বত করি যে, জগতে আর কেউই তার সমকক্ষ থাকে না। যে প্রকৃতঃই আমাকে খোঁজে, তার তো আমাকে পাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। অতএব, হে যমীনবাসী অহংকার ও অহমিকার জাল ছিন্ন করে আমার দেওয়া সম্মান, আমার বন্ধুত্ব ও আমার সাথে বৈঠকের সাথীত্ব গ্রহণ কর ; আমার সঙ্গে প্রেম কর ; আমিও তোমাদের প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হবো এবং আবদ্ধ করবো। কারণ, আমি আমার প্রিয়দের সৃষ্টি করেছি সেই মাটি দিয়ে যে-মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি আমার খলীল ইব্‌রাহীমকে, মুসা কালীমুল্লাহ্‌কে, বাছাইকৃত পরম বন্ধু মুহাম্মদকে ; সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর আমার প্রেমিকদের হৃদয় সৃষ্টি করেছি আমার খাস নূর দিয়ে এবং সে-হৃদয়সমূহকে সমৃদ্ধ করেছি আমার জালাল, প্রতাপ ও গরমি দিয়ে।

জনৈক বুযুর্গ থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক তার কোন সিদ্দীকীন মর্তবার ওলীকে ইল্‌হামযোগে অবহিত করেছিলেন যে, আমার একদল বান্দা আছে যারা আমাকে চায় এবং আমিও তাদেরকে চাই ; তারা আমার জন্য প্রেমবিহ্বল, আমিও তাদের জন্য প্রেমবিহ্বল ; তারা আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাদেরকে স্মরণ করি ; তাদের চক্ষু আমাকে খোঁজে, আমার চক্ষু তাদেরকে খোঁজে। তুমি যদি তাদের পথ ধর, তাহলে তুমিও আমার ভালবাসা পাবে ; আর যদি তাদের পথ এড়িয়ে চল তাহলে আমার রোষানলে পতিত হবে। উক্ত ওলী বললেন, আমার রব্ব, তাদের আলামত কি? আল্লাহ্ পাক বললেন, তারা দিনের বেলা ছায়াঘেরা স্থান খুঁজে ফিরে, যেভাবে কোন দয়ালু রাখাল তার ছাগপালের দিকে সযত্ন নজর রাখে ; অধীর আগ্রহে সূর্যাস্তের অপেক্ষায় থাকে, যেভাবে পাখীরা আপন-আপন বাসায় গমনের

www.banglakitab.weebly.com

জন্য সূর্যাস্তের সাথে সাথে ব্যাকুল হয়ে ছুটে। যখন রাত নামে, চারদিক অন্ধকারে ডুবে যায়, সকলে যার যার খাটের উপর আরামের বিছানা পাতে এবং প্রিয়-প্রিয়তমারা একান্ত নির্জনতায় মিলিত হয়, তারা তখন আপন পদযুগলের উপর দাঁড়িয়ে যায়, আমার সম্মুখে চেহারা ও মস্তক বিছিয়ে দেয়, আমাকে আমার 'কালাম' পড়ে শোনায়, আমার প্রদত্ত নে'আমতের কথা প্রেমের ভঙ্গিতে স্বীকার করে। ওদের কি এক নিদারুণ হালত হয়, কারো অশ্রু ঝরতে থাকে, কেউ চিৎকার করতে থাকে, কারো বুক চিরে আহ্ আহ্ ধ্বনিত হতে থাকে, কারো মুখ হতে অভিমান ভরে অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকে। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে, কেউ রুকূ'তে, কেউ সিজদাতে। আমি দেখতে থাকি যে, আমার পাগলেরা আমার জন্য কত কষ্ট করছে, আমার মহব্বতে কত-কি ফরিয়াদ ও বেদনা প্রকাশ করছে। ওদেরকে আমি সর্বপ্রথম তিনটি পুরস্কার দান করি ঃ আমার নূরের একটা অংশ তাদের অন্তরে ঢেলে দিই ; ফলে, তারা সেই নূরের তারে আমার খোঁজ-খবর পায় যেভাবে আমিও তাদের খোঁজ-খবর পাই। দুই, সপ্ত আকাশ, সপ্ত যমীন ও তার মধ্যকার সবকিছুকেও যদি ওদের মীযানে তুলে দেওয়া হয়, 'ওদের' সম্মুখে ঐ সবকিছুই আমার কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ লাগে। তিন, সর্বদা আমি ওদের প্রতি দৃষ্টিমান থাকি। তাহলে, শুধু তুমি কেন, প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, যার প্রতি স্বয়ং মাওলা সর্বদা দৃষ্টিমান থাকে তাকে তিনি কি পুরস্কার দান করবেন।

হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কিত এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্ পাক তাকে বলেছেন ঃ হে দাউদ! আমার প্রেমপাগল বান্দাদের বলে দাও যে, যদিও আমি বিশ্ব-মাখলুকের দৃষ্টি হতে লুকিয়ে আছি, কিন্তু ; আমার ও তোমাদের মাঝখান থেকে তো পর্দা সরিয়ে দিয়েছি—যাতে তোমরা হৃদয়ের চোখ দিয়ে আপন মাওলাকে দেখতে পার—বল, এরপরও কি তোমাদের কোন মুশ্‌কিল? আমি দুনিয়াকে তোমাদের থেকে ছিন্ন করেছি ; কিন্তু, উদার হস্তে তোমাদেরকে আমি দ্বীন দিয়েছি। বল, এরপরও তোমাদের ক্ষতির কিছু আছে? বল, আমার সন্তুষ্টি যখন তোমাদের অন্বেষা, তাহলে, তামাম মাখলূকের অসন্তোষেও কি তোমাদের কোন ক্ষতি হবে?

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৪১

শোকর ঃ কায়মনোবাক্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আল্লাহ্ পাক শোকরকে যিকিরের সাথে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝

'তোমরা আমার যিকির কর, তবে আমিও তোমাদের যিকির করবো ; এবং আমার শোকর কর, আমার অকৃতজ্ঞতা করো না।'

(বাকারাহ্ ঃ ১৫২)

অথচ, তিনি যিকিরকে সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ বলেছেন ঃ

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

'নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্র যিকিরই সবচেয়ে বড়।' (আনকাবূত ঃ ৪৫)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেছেন ঃ

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ

'আল্লাহ্র তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কি দরকার (?) যদি তোমরা শোকর কর এবং তাকে বিশ্বাস কর।' (নিসা ঃ ১৪৭)

অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ۝

'অবশ্য আমার শোকর-গুযার ও কৃতজ্ঞদের আমি 'বিনিময়' দান করবো।' (আলি-ইমরান ঃ ১৪৫)

অভিশপ্ত ইবলীস্ আল্লাহ্কে সম্বোধন করে বলেছিল ঃ

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

www.banglakitab.weebly.com

'আমি তাদের (মানবজাতির) সরলপথে ওঁৎ পেতে বসবো।'
(আ'রাফ ঃ ১৬)

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এই 'সরলপথ' মানে 'শোকরের পথ'। অভিশপ্ত ইবলীস বলেছে ঃ হে আল্লাহ্, আপনার অধিকাংশ বান্দাকেই আপনি শোকর-গুযার পাবেন না।' (আ'রাফ ঃ ১৭)

স্বয়ং আল্লাহ্ পাকও বলেছেন ঃ

وَ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ

'আমার বান্দাদের মধ্যে শোকরগুযারের সংখ্যা নগণ্য।' (সাবা ঃ১৩)

আবার তিনি শোকরের ক্ষেত্রে 'নে'আমত বর্ধনের' নিশ্চিত ঘোষণা দিয়েছেন। বলেছেন ঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ

'যদি তোমরা শোকর কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে অতি অবশ্যই আরো বেশী দান করবো।' (ইব্রাহীম ঃ ৭)

কিন্তু, পাঁচটি ক্ষেত্রে তিনি পাঁচটি বস্তু প্রদানকে নিশ্চিত না করে বরং শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন। তা-হলো, দৌলত প্রদান, বিপদাপন্ন হালতে দো'আ শ্রবণ, রিযিক, গুণাহ্-ক্ষমা ও তওবা কবূল করা। তিনি বলেছেন ঃ

এক

فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اِنْ شَاءَ

দুই

فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ

তিন

وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

চার

وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ج

www.banglakitab.weebly.com

পাঁচ

وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ط

এক. আল্লাহ্ পাক অবিলম্বে তোমাদেরকে ধনবান করে দিবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন। (তওবাহ অ ২৮)

দুই. তোমরা যে-সংকট হতে উদ্ধারের জন্য তাকে ডাকছো, তিনি তা দূরীভূত করে দিবেন, যদি তার ইচ্ছা হয়। (আনআম ঃ ৪১)

তিন. আল্লাহ্ পাক 'যাকে ইচ্ছা' বে-হিসাব রিযিক দান করেন। (বাকারাহ্ ঃ ২১২)

চার. তিনি তা (শির্ক) ব্যতীত আর সব রকম গুনাহ্ই ক্ষমা করে দেন, যার জন্য তার সে-অভিপ্রায় হয়। (নিসাঃ৪৮/১১৬)

পাঁচ.আল্লাহ্ পাক 'যার জন্য ইচ্ছা হয়' তার তওবা কবুল করেন। (তওবাহ্ ঃ ১৫)

পরন্তু, শোকর ও কৃতজ্ঞতা রব্বুল-আলামীনের রব্ব্-সুলভ একটি চরিত্রগুণও বটে। তিনি বলেছেন ঃ

وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

'এবং আল্লাহ্ অত্যন্ত শোকর-গুযার (কৃতজ্ঞ) এবং অত্যন্ত সহনশীল।' (তাগাবুন ঃ ১৭)

আল্লাহ্ পাক শোকরকেই বেহেশ্তীদের 'কথার প্রারম্ভিকা' বলেও বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ

'এবং তারা (বেহেশ্তীরা) বলবে, আল্লাহ্ পাকেরই হাম্দ ও শোকর, যিনি আমাদেরকে তার প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখালেন।' (যুমার ঃ ৭৪)

অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

www.banglakitab.weebly.com

'তাদের আখেরী কথা হবে আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল-আলামীন।'
(ইউনুস ঃ ১০)

শোকর সম্পর্কিত বর্ণনায় হাদীসের ভাণ্ডারও ভরপুর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ ـ

'শোকর-গুযার ভক্ষকের মর্তবা ছবরওয়ালা রোযাদারের মত।'

হযরত আতা (রহঃ) এর বর্ণনা, তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার খিদমতে হাযির হলাম। এবং বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আপনার দেখা সর্বাধিক বিস্ময়কর যে-ঘটনাটা, তা আমাকে শোনান। এতদ্‌শ্রবণে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, তাঁর কোন্ বিষয়টাই এমন ছিল যা বিস্ময়কর নয়। এক রাতের ঘটনা। তিনি আমার ঘরে আসলেন। আমার বিছানায় আমার লেপে আমার সাথে শয্যা গ্রহণ করলেন। এতটা ঘেঁষে শুইলেন যে, আমার শরীরের চামড়া তাঁর শরীর মুবারকের চামড়াকে স্পর্শ করছিল। অতঃপর তিনি বলে উঠলেন, হে আবু বকর তনয়া, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার রব্বের ইবাদতে মগ্ন হবো। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি বললাম, আপনার সান্নিধ্য আমার প্রিয় বস্তু ; কিন্তু, আপনার ইচ্ছাকেই আমি প্রাধান্য দিচ্ছি। এই বলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি উঠে গিয়ে একটি পানির মশক নিয়ে তা থেকে উযূ করলেন। উযূতে পানি বেশী একটা লাগান নাই। অতঃপর তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযে তিনি কাঁদতে লাগলেন। এমনকি, তাঁর অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে তাঁর বুকের উপর গিয়ে পড়ছিল। অতঃপর তিনি রুকূ' করলেন, রুকূ'তেও কাঁদলেন। অতঃপর সিজদায় পড়েও কাঁদলেন। সিজদা থেকে বসেও কাঁদলেন। এভাবেই নামায ও কান্না আর কান্নারত অবস্থায়ই হযরত বেলাল এসে তাঁকে ফজরের নামাযের জন্য আহ্বান করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার এত কান্নার কারণ কি? অথচ, আল্লাহ্ তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের (আপনার ধারণাকৃত) সর্বরকম ভুল-বিচ্যুতির ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا ـ

'তবে কি আমি তার 'শোকর–গুযার গোলাম' হবো না?' আমি কেন তা করবো না, অথচ, আল্লাহ্ পাক আমার উপরেই তো এ আয়াত নাযিল করেছেন ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْاٰيَةَ

'আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টিতে অসংখ্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।' (বাকারাহ্ঃ ১৬৪) এ আয়াত তো দাবী করে যে, কান্না যেন কখনো বন্ধ না হয়। এই ভেদের প্রতিই ইঙ্গিত করে একটি বর্ণনা, যাতে বর্ণিত আছে যে, একজন পয়গম্বর একটি ক্ষীণকায় পাথরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ছোট্ট এ পাথরটি থেকে বিপুল পানির ধারা প্রবাহিত হতে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। আল্লাহ্ পাক তখনি পাথরটিকে বাকশক্তিমান করে দিলেন। পাথরটি বললো, যেদিন থেকে আমি এ আয়াতখানা শুনেছি ঃ

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ـ

'জাহান্নামের জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর', (বাকারাহ্ ঃ ২৪) সেই ভয়ে সেদিন থেকে আমি কাঁদছি। এ শুনে উক্ত পয়গম্বর (আঃ) পাথরটিকে জাহান্নাম হতে মুক্তিদানের জন্য দো'আ করলেন। আল্লাহ্ পাক তার মুক্তি মন্যুর করলেন।

উক্ত পয়গম্বর বেশ কিছুদিন পর আবার সেদিকে অতিক্রমকালে আবারো তাকে ক্রন্দনরত দেখে আরজ করলেন, হে পাথর, এখন আবার কান্না কেন? পাথর বললো, তা ছিল ভয়ের কান্না, আর এখন কাঁদছি শোকর ও আনন্দের কান্না।

বস্তুতঃ মানুষের দিলও পাথরের মত, বরং তদপেক্ষা কঠিন। এ কাঠিন্য তখনি দূর হয় যখন বান্দা ভয়ের হালতে ভয়ের কান্নাও কাঁদে, আবার কৃতজ্ঞতার হালতে শোকরের কান্নাও কাঁদে। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

يُنَادِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَقُمِ الْحَمَّادُوْنَ ـ

ক্বিয়ামত দিবসে ঘোষণা দেওয়া হবে যে, 'হাম্মাদীন্‌রা' উঠ।' তখন একটি দল দাঁড়িয়ে যাবে। তাদের জন্য একটি 'পতাকা' স্থাপিত হবে এবং তারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। কোন সাহাবী প্রশ্ন করলেন যে, হাম্মাদীন কারা? জবাবে আঁ-হযরত বললেন ঃ যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র শোকর করে। আর এক বর্ণনা মতে, যারা সুখেও এবং দুঃখেও আল্লাহ্‌র শোকর করে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلْحَمْدُ رِدَاءُ الرَّحْمٰنِ ـ

'হাম্‌দ ও শোকর হচ্ছে পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র চাদর।'

আল্লাহ্ পাক হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর নিকট ওহী পাঠিয়েছিলেন যে, আমি আমার নে'আমতসমূহের বিনিময়ে আমার ওলীগণের শোকর পেয়েই খুশী হয়ে যাই। তাঁর নিকট প্রেরিত অন্য এক ওহীতে ছবরকারীদের সম্পর্কে বলেছেন যে, ছবরকারীদের আবাস হবে চির শান্তি-নিকেতন জান্নাতে। জান্নাতে প্রবেশের পর আমি তাদের অন্তরে শোকরের সর্বোত্তম ভাষা ঢেলে দিবো। যখন শোকর করবে তখন আমি আরও বেশী শোকর দাবী করবো। যখন তারা আমার দিকে তাকাবে তখন আমি 'বিরাট ও বিপুল' দান করবো।

স্বর্ণ-চান্দি ও সম্পদরাজি সম্পর্কে যখন পবিত্র কুরআনে ভীতি-উচ্চারক আয়াতসমূহ নাযিল হলো হযরত উমর (রাযিঃ) তখন জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আমরা কোন্ কোন্ মাল সংগ্রহ করতে পারি? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

لِيَتَّخِذْ اَحَدُكُمْ لِسَانًا ذَاكِرًا وَ قَلْبًا شَاكِرًا ـ

'তোমাদের প্রত্যেকে সংগ্রহ করবে একটি যিকিরে-মশগুল যবান ও একটি শোকর গুযার দিল্।' এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালের বদলে 'কৃতজ্ঞ দিল্' যোগাড়ের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রাযিঃ)

www.banglakitab.weebly.com

বলেছেন ঃ

اَلشُّكْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ

'শোকর ঈমানের অর্ধেক।'

এখানে জ্ঞাতব্য যে, শোকর কলবের দ্বারাও হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাও হয়। কল্‌বী শোকর মানে, নেকী ও ভালাইর সংকল্প করা এবং সেই নেক সংকল্পকে সমগ্র মাখলুক থেকে গোপন রাখা। 'যবানী শোকর' অর্থ, মুখের দ্বারা আল্লাহ্‌র নে'আমতরাশির জন্য তার কৃতজ্ঞতা ও গুণকীর্তন করা। আর 'আঙ্গিক শোকর' অর্থ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আল্লাহ্ প্রদত্ত নে'আমতসমূহকে তার বন্দেগী ও আনুগত্যের কাজে নিয়োজিত করা এবং খোদা-প্রদত্ত কোনও নে'আমতকে পাপ ও অন্যায়ের কর্মে না লাগানো। এমনকি, যে-কোন মুসলমানের দোষত্রুটি দেখলে তা গোপন রাখা চক্ষের শোকরের অন্তর্ভুক্ত। যে-কোন মুসলমানের কোন দোষের কথা শুনতে পেলে তা গোপন রাখা কানের শোকর। এভাবে, এ কাজগুলোও আল্লাহ্‌র নে'আমতের শোকর বলে বিবেচিত। আর মুখের দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তোষ ও প্রশংসা করে 'যবানী শোকর' আদায় করতে হয় ; শরীঅতে এরও নির্দেশ আছে। একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজকের সকালটা কেমন কাটলো। সে বললো, ভালো। তিনি আবারো সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলেন। সেও একই উত্তর দিলো। তৃতীয় বারের জিজ্ঞাসার জবাবে বললো, আল্‌হামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্‌র শোকর, ভালো। তিনি বললেন, এ কথাটাই আমি শুনতে চেয়েছিলাম।

আমাদের অতীত বুযুর্গগণ এভাবে পরস্পর কুশল বিনিময় করতেন। এতে তাদের নিয়ত থাকতো শোকরের আমল করা। ফলে, জিজ্ঞাসিত জন হতেন শোকর আদায়কারী ও বন্দেগীকারী ; সাথে সাথে তার শোকর ও বন্দেগীর 'মাধ্যম' হিসাবে জিজ্ঞাসাকারীও বন্দেগী সম্পাদনকারীই হয়ে যেতেন। এ ধরনের কুশল বিনিময়ে নিছক ভাব বিনিময়ের প্রকাশ ঘটিয়ে রিয়া বা প্রদর্শন-প্রীতি তাদের উদ্দেশ্য হ'তো না।

স্মর্তব্য যে, মানুষের কুশল জানতে চাইলে হয়তঃ কেউ হাম্‌দ ও শোকর প্রকাশ করবে, কেউ অভিযোগ ও আপত্তিসূচক কিছু বলবে, আর কেউবা

www.banglakitab.weebly.com

নিশ্চুপ থাকবে। তন্মধ্যে শোকর তো ইবাদত।

আল্লাহ্ওয়ালাদের মুখ থেকে অভিযোগ প্রকাশ হওয়া জঘন্য পাপ। সকল রাজার রাজা ঘটিত কোন বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন অপরাধ নয় তবে কি? অথচ, সবকিছু তো তারই হাতে। আর বান্দা হচ্ছে তার সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন গোলাম। তাই, বালা-মুসীবতে, দুঃখ-কষ্টে ছবর করা যদি কঠিন হয় এবং সেজন্য কোন শেকায়েত করতেই হয়, তাহলে, বান্দার উচিত, তা স্বয়ং আল্লাহ্র সম্মুখে পেশ করা। কারণ, মুসীবত ও পরীক্ষা তারই পক্ষ হতে। এবং মুসীবত হটানোর ক্ষমতাও তাঁরই হাতে। বস্তুতঃ মনিবের সম্মুখে গোলামের যিল্লত ও মিনতিতেই তার ইয্যত। আর অন্যের কাছে মনিবের বিরুদ্ধে দুই কথা বলাতে নিজেরই লাঞ্ছনা ও যিল্লত। বান্দার কাছে বান্দার অভিযোগ—কি ঘৃণ্যতম কাজ।

আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ط

'তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করছ, তারা তো তোমাদেরকে রিযিক দানের ক্ষমতা রাখে না। অতএব, আল্লাহ্র কাছে রিযিক চাও, আল্লাহ্র ইবাদত কর, আল্লাহ্র শোকর-গুযার কর।' (আনকাবূত ঃ ১৭)

অন্যত্র বলেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ

'তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকছো, তারা তো তোমাদের মত বান্দাই।' (আ'রাফ ঃ ১৯৪)

এ সকল আয়াত ও হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, মৌখিক শোকরও শোকরের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)-এর নিকট একটি প্রতিনিধিদলের আগমন ঘটেছিল। তাদের মধ্য হতে একটি যুবক

www.banglakitab.weebly.com

হযরত উমর (রহঃ)–এর সাথে কথা বলার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। তিনি বললেন, কোন বয়োজ্যেষ্ঠকে মওকা দাও, বয়োজ্যেষ্ঠকে। যুবকটি বললো, হে আমীরুল–মু'মিনীন, বয়সই যদি মাপকাঠি হতো, তবে মুসলমানদের মধ্যে আপনার চেয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ লোক মওজুদ আছে। অতঃপর হযরত উমর (রহঃ) বললেন, আচ্ছা, বল কি বলবে। যুবক বললো, আমরা কোন 'আবেদন বহনকারী' প্রতিনিধি নই। কারণ, আপনার করুণাদৃষ্টি আবেদনের আগেই আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু আমাদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিয়েছে। আমরা কোন ভীতি হতেও উদ্ধারপ্রার্থী নই। কারণ, আপনার ইনসাফ ও সুবিচার আমাদেরকে নিশ্চিত নিরাপত্তা দান করেছে। আমরা কেবল 'কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক প্রতিনিধি' আমরা শুধু এ জন্যেই এসেছি যে, মৌখিকভাবে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেই বিদায় হবো।

---

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৪২

অহংকারের কুৎসা ও অপকারিতা

আল্লাহ্ পাক তাঁর কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় অহংকারী দাম্ভিকের জঘন্যতা ও জঘন্য পরিণতি বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

এক

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط

দুই

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ٥

তিন

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۙ

চার

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ٥

পাঁচ

لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا ٥

ছয়

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ٥

www.banglakitab.weebly.com

এক. আমি আমার আয়াত ও নিদর্শনাবলী হতে ফিরিয়ে রাখবো ঐ সকল লোকদেরকে যারা পৃথিবীতে না-হক অহংকার করে। (আ'রাফ ঃ ১৪৬)

দুই. আল্লাহ্ তা'আলা এভাবেই প্রত্যেক দাম্ভিক অহংকারীর হৃদয়কে মোহরযুক্ত করে দেন। (গাফির ঃ ৩৫)

তিন. রাসূলগণ ফয়সালা চাইতে লাগলেন এবং প্রত্যেক অবাধ্য হঠকারী ব্যর্থকাম হল। (ইব্রাহীম ঃ ১৫)

চার. নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীদের ভালবাসেন না। (নাহ্ল ঃ ২৩)

পাঁচ. তারা তাদের হৃদয়ে অহংকার লালন করে এবং তারা মারাত্মক সীমালংঘন করেছে। (ফুরকান ঃ ২১)

ছয়. যারা দম্ভ-অহংকারে আমার ইবাদত করতে নাক সিটকায়, অচিরেই তারা লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (গাফির ঃ ৬০)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে বেহেশ্তে যেতে পারবে না। এবং যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে, সে জাহান্নামী হবে না। হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মহান আল্লাহ্ (হাদীসে-কুদ্সীতে) ঘোষণা করেছেন ঃ

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَ الْعَظْمَةُ اِزَارِيْ فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا اَلْقَيْتُهُ فِيْ جَهَنَّمَ وَ لَا اُبَالِيْ-

'অহংকার আমার চাদর ; মহত্ত্ব ও বড়ত্ব আমার ইযার (পোষাক বিশেষ)। অতএব, যে এতদুভয়ের যেকোন একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানিতে লিপ্ত হবে, লা-পরওয়া আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।'

হযরত আবূ সালামা ইব্নে আবদুর রহমান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার 'সাফা' এলাকায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আমর ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাযিঃ)-এর মধ্যে পারস্পরিক সাক্ষাত ঘটে। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আমর (রাযিঃ) চলে গেলেন আর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাযিঃ) সেখানেই অবস্থান করলেন। তিনি তখন রোদন করছিলেন। তাই, উপস্থিত লোকজন তাঁকে বললেন, হে আবদুর

www.banglakitab.weebly.com

রহমানের বাপ, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আমর (রাযিঃ) বলে গেলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ

مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبْرٍ اَكَبَّهُ اللّٰهُ فِي النَّارِ عَلٰى وَجْهِهٖ

'যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকবে, আল্লাহ্ পাক তাকে উল্টামুখী জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।'

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন ঃ

لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهٖ حَتّٰى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِيْنَ فَيُصِيْبُهٗ مَا اَصَابَهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ۔

মানুষ নিজেকে বড় ভাবতে থাকে। এভাবে একদিন সে আল্লাহ্র দরবারে দাম্ভিক-অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তখন তার উপর ঐ সকল আযাব-গযব নাযিল হতে থাকে যা পূর্বেকার দাম্ভিকদের উপর নাযিল হয়েছিল।

একদা হযরত সুলাইমান ইব্নে দাউদ (আলাইহিমাস্-সালাম) মানুষ, জ্বিন, পাখী ও চতুষ্পদ জন্তুদের বের হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা তাঁর সাথে বের হবার প্রস্তুতি গ্রহণ করলো (এবং তখ্তে আরোহণ করলো)। তাদের মধ্যে মানুষের সংখ্যা ছিল দুই লাখ আর জ্বিনেরাও ছিল দুই লাখ। হযরত সুলাইমান (আঃ) তখ্তে আরোহণ করে বহু উর্ধ্বে উড়ে গেলেন, এমনকি, তিনি আকাশের মধ্য হতে ফেরেশ্তাদের তাসবীহ্ পাঠের ঝংকার শুনতে পেলেন। আবার তিনি তখ্তকে নীচে অবতরণের নির্দেশ দিলেন এবং এত নীচুতে পৌঁছলেন যে, তাঁর পদযুগল সমুদ্রের পানি ছুঁয়ে গেল। তখন একটা অদৃশ্য আওয়ায শোনা গেল ঃ

لَوْ كَانَ فِيْ قَلْبِ صَاحِبِكُمْ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ لَخَسَفْتُ بِهٖ اَبْعَدَ مِمَّا رَفَعْتُهٗ

www.banglakitab.weebly.com

'তোমাদের সহচরের (হযরত সুলাইমানের) অন্তরে যদি এক কণা অহংকারও থাকতো, তাহলে, আমি তাঁকে যতটা ঊর্ধ্বে তুলেছিলাম, তদপেক্ষা বহু নীচে তাঁকে ধ্বসিয়ে দিতাম।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জাহান্নামের মধ্য থেকে এমন একটা 'বিস্ময়কর গর্দান' বের হবে যার শ্রবণশক্তিসম্পন্ন দু'টি কান থাকবে, দৃষ্টিরত দু'টি চোখ থাকবে, এবং বাকশক্তিমান একটি জিভ্ থাকবে। সে বলতে থাকবে ঃ আমি তিন শ্রেনীর মানুষের আযাবের জন্য নিয়োজিত—হঠকারী-দাম্ভিক, আল্লাহ্ ভিন্ন আর কাউকে মা'বুদ স্বীকারকারী এবং প্রাণীর মূর্তি নির্মাণকারী। আর এক হাদীসে বলেছেন, কৃপণ, দাম্ভিক ও দুরাচারী বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না। অন্য এক হাদীসে বলেছেন যে, জান্নাত ও জাহান্নামের একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জাহান্নাম বললো, আল্লাহ্ আমাকে অহংকারী ও দাম্ভিকদের ঠিকানা মনোনীত করেছেন। জান্নাত বললো, আমার গর্ব এই যে, আল্লাহ্ পাক আমাকে দুর্বল, অক্ষম, অসহায় ও জিজ্ঞাসাকারীবিহীনদের আশ্রয় মনোনীত করেছেন। জবাবে আল্লাহ্ পাক জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার 'রহমত' ; আমার যে বান্দার প্রতি আমার ইচ্ছা হয়, তোমার মাধ্যমেই আমার করুণা প্রকাশ করবো। আর জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার আযাব ; যাকে ইচ্ছা, তোমার দ্বারাই আমি শাস্তি প্রদান করবো। এবং তোমাদের প্রত্যেককেই পরিপূর্ণ করে দেওয়া হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدٰى. وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الْاَعْلٰى
بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاخْتَالَ. وَنَسِيَ الْكَبِيْرَ الْمُتَعَالَ
بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ غَفَلَ. وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلٰى. بِئْسَ الْعَبْدُ
عَبْدٌ عَتٰى وَبَغٰى وَنَسِيَ الْمَبْدَأَ وَالْمُنْتَهٰى

'কত জঘন্য সেই বান্দা যে দম্ভ-অহংকার প্রদর্শন করে এবং সীমালংঘন করে ; সবচেয়ে 'বড় দাম্ভিকের' (আল্লাহ্র) কথা তার মনে থাকে না।

www.banglakitab.weebly.com

কত জঘন্য সেই বান্দা যে দম্ভ দেখায়, বড়ত্ব ফুটায় ; সেই মহান সত্তার কথা সে মনে রাখে না যিনি মহীয়ান-গরীয়ান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। কি জঘন্য সেই বান্দা যে গাফেল ও উদাসীন হয়ে আছে ; কবরস্থান ও পচন-গলনের কথা ভুলে বসে আছে। কি জঘন্য সেই বান্দা যে সীমাতিক্রম করে, অন্যায়-অবিচার করে ; নিজের শুরু এবং শেষকে ভুলে থাকে।'

হযরত সাবিত (রহঃ) বলেন, আমরা একটি হাদীসে জানতে পেরেছি, একদা কেউ বলছিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, অমুক ব্যক্তিটি সাংঘাতিক অহংকারী। হুযুর বললেন ঃ তাকে কি মরতে হবে না?

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হযরত নূহ্ আলাইহিস্ সালাম তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর পুত্রদ্বয়কে ডেকে বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে দুইটি বিষয়ে হুকুম দিচ্ছি এবং দুইটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাদের নিষেধ করে যাই, খবরদার! কখনো শিরক করবে না, অহংকার করবে না। আর তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়ার জন্য। কারণ, সাত আসমান, সাত যমীন ও তন্মধ্যকার সবকিছুকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-কে আর এক পাল্লায় রাখা হয়, তবে অবশ্যই, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র পাল্লা ভারী হবে। এবং সাত আসমান, সাত যমীন ও তন্মধ্যকার সবকিছু দিয়ে যদি একটি বৃত্ত তৈরী হয় এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্কে সেই বৃত্তের উপর রাখা হয়, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র ভারে সেই বৃত্তটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তোমাদেরকে আরো নির্দেশ দিচ্ছি সুবহানাল্লাহি ওয়া-বিহামদিহী পড়ার জন্য। কারণ, তা হচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর তাস্বীহ্ এবং এরই বরকতে তারা সকলে রিযিকপ্রাপ্ত হয়।

হযরত ঈসা-মাসীহ্ আলাইহিস্ সালাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যাকে তার কিতাবের জ্ঞান দান করেছেন, অতঃপর সে দম্ভ-অহংকারমুক্ত মৃত্যুবরণ করেছে, তাকে সুসংবাদ, মোবারকবাদ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীরা বদ-স্বভাব, উজবক, দাম্ভিক, সম্পদ স্তূপীকার ও কৃপণ হয়, আর জান্নাতীরা হয় দুর্বল, স্বল্পমাল। প্রিয়নবী আরও বলেছেন ঃ আখেরাতের জীবনে তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট চরিত্রবানরাই হবে আমাদের অধিকতর নিকটবর্তী ও প্রিয়তম। এবং বকবককারী, চিবিয়ে-

www.banglakitab.weebly.com

চিবিয়ে, শানিয়ে-শানিয়ে কথনাভ্যাসী ও গরিমাকারীরা জাহান্নামী।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্বিয়ামতে অহংকারীদের হাশর হবে পিপীলিকার আকৃতিতে, তারা মানুষের পদযুগলে দলিত হতে থাকবে। তাদের ক্ষুদ্রাকৃতির ফলে প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকেও তাদের চাইতে বড় দেখাবে। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের 'বুলাস' নামক বন্দীশালায় নিয়ে বন্দী করা হবে। ভয়ংকর আগুন চতুর্দিক হতে তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। জাহান্নামীদের দেহ-গলিত রক্ত-পূঁজ তাদেরে পান করতে দেওয়া হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন ঃ অহংকারীরা ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ পাকের নিকট তুচ্ছতা ও ঘৃণ্যতার জন্য পিপীলিকার আকারে মানুষের পদপিষ্ট হবে। হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াছে' (রহঃ) বলেন, একবার আমি বেলাল ইব্নে আবি বুরদার নিকট গেলাম। এবং তাকে বললাম, তোমার পিতা তাঁর পিতার সূত্রে আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামের ভিতর 'হাবহাব' নামক একটি ওয়াদী আছে, আল্লাহ্ পাক যতসব দম্ভ-দর্পকারীদের তাতে নিক্ষেপ করবেন। অতএব, হে বেলাল, সাবধান! তা যেন তোমার আবাস না হয়।

প্রিয় নবী আর এক হাদীসে বলেছেন ঃ জাহান্নামে একটি ইমারত আছে, অহংকারীদেরকে তাতে ঢুকিয়ে পরে তার সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। তিনি আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ نَفْخَةِ الْكِبْرِيَاءِ-

'আয় আল্লাহ্, আমি আপনার কাছে দম্ভ-অহংকারের ফুৎকার হতে পানাহ্ চাই।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ যার দেহ থেকে প্রাণ বিচ্ছিন্ন হয় এবং সে তিনটি দোষ—অহংকার, ঋণ ও আত্মসাৎ থেকে মুক্ত থাকে, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলেন, কোনও মুসলমান কোনও মুসলমানকে অবজ্ঞা করবে না। কারণ, ছোট মুসলমানও আল্লাহ্র নিকট বড় ও সম্মানীয়।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত ওয়াহ্‌ব (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্ পাক 'জান্নাতে আদ্‌ন্'কে সৃষ্টি করার পর তার দিকে নজর করে বললেন ঃ অহংকারীদের জন্য তুমি হারাম। হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে হুসাইন ইব্‌নে আলী (রহঃ) বলেন, কারো অন্তরে কম-বেশী যতটুকু অহংকার ঢুকবে, ঠিক ঐ পরিমাণে তার বুদ্ধি-বিবেক হ্রাস পাবে।

হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এমন কি বদী আছে যার বর্তমানে নেকী নিস্ফল হয়ে দাঁড়ায়? তিনি বললেন ঃ অহংকার।

হযরত নো'মান ইব্‌নে বশীর (রহঃ) মিম্বরে বসে বলেছিলেন যে, শয়তানের কতগুলো জাল আছে, যদ্দ্বারা সে শিকার করে এবং শিকারের কতগুলো ক্ষেত্রও আছে। তা' হলো, আল্লাহ্-প্রদত্ত নে'আমতের দরুন দম্ভ-গর্ব করা, আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর অহংকার করা, নিজেকে বড় ধারণা করা, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিবিরুদ্ধ ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। আমরা আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাই, তিনি যেন ইহ-পরকালে এই মুসীবত থেকে নিরাপদ রাখেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلٍ يَجُرُّ اِزَارَهٗ بَطَرًا.

'যে-ব্যক্তি টাখনুর নীচে লুঙ্গী (কোর্তা, পায়জামা) টেনে চলে, আল্লাহ্ পাক তার দিকে নজর করেন না।'

তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি একটি চাদর পরিধান করে অহংকারী ভঙ্গিতে ডান-বাম কাঁধের উপর দৃষ্টি ফেলে মনে মনে ফুলে উঠছিল। আল্লাহ্ পাক তাকে যমীনের ভিতর ধ্বসিয়ে দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে অতল তলে ধ্বসে যেতে থাকবে। হযরত যায়দ্ বিন আসলাম (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাযিঃ)-এর দরবারে গিয়েছিলাম। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ওয়াকিদ তাঁর নিকট দিয়ে একটি নতুন কাপড় পরিহিত অবস্থায় কোথাও যাচ্ছিল। হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বলে উঠলেন, হে প্রিয় বৎস, লুঙ্গিটা উপরে তুলে নাও। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهٗ خُيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

www.banglakitab.weebly.com

'যে-ব্যক্তি অহংকারের জন্য কাপড় হেঁচড়িয়ে চলে, আল্লাহ্ পাক ক্বিয়ামতের দিন তার দিকে তাকিয়ে দেখবেন না।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন ঃ যখন আমার উম্মত অহংকার সহকারে চলবে এবং রোম ও পারস্য তাদের খিদমতগার হবে তখন আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে তাদের এক পক্ষকে অপর পক্ষের উপর লেলিয়ে দেওয়া হবে। প্রিয়নবী আরও বলেছেন ঃ

مَنْ تَعَظَّمَ فِيْ نَفْسِهٖ وَاخْتَالَ فِيْ مِشْيَتِهٖ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ غَضْبَانُ.

'যে অন্তরে নিজেকে বড় ভাবে, চাল-চলনে অহংকারী ভঙ্গী প্রদর্শন করে, যখন সে আল্লাহ্র দরবারে হাজির হবে তখন আল্লাহ্ পাক তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন।'

আবু বকর হুযালী (রহঃ) বলেন, আমরা হাসান বসরী (রহঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। ইবনুল-আহ্তাম কয়েক ভাঁজে পুরুষ্ট করে বানানো একটি রেশমী জুব্বা পায়ের গোছা পর্যন্ত ঝুলিয়ে বাড়ীতে যাচ্ছিল, জুব্বার দুই পাটের মাঝখান থেকে কাবা (পোশাক বিশেষ) দেখা যাচ্ছিল। সে ডান ও বাম কাঁধের দিকে চেয়ে-চেয়ে অহংকারপূর্ণ ভঙ্গীতে চলছিল। হযরত হাসান তার দিকে তাকালেন এবং বলতে লাগলেন, উফ্, নাক উঁচু করে, গাল বাঁকা করে, দুই পাঁজরে দৃষ্টি ঢেলে-ঢেলে কিরূপ দাম্ভিক চালে হেলে দুলে চলছে। হে আহ্মক, দুই বাহুর প্রতি তোর এ সদম্ভ দৃষ্টি? অথচ, আল্লাহ্র দেওয়া অসংখ্য নে'আমতের শোকর আদায়ের কোন তোয়াক্কা নাই, কোন নে'আমতের ব্যবহার সম্পর্কে আল্লাহ্র কি নির্দেশ আছে, সেই মোতাবেক আমল নাই, তাতে আল্লাহ্র যে প্রাপ্য আছে তা পূরণের চেষ্টা নাই। ওর প্রতিটি অঙ্গেই তো আল্লাহ্ এক-একটি নে'আমত ; অথচ, এখন ওর প্রতিটি অঙ্গেই শয়তানের দখল। আল্লাহ্ কসম, সে যদি স্বাভাবিকভাবে চলতো কিংবা পাগলের মত উঠ-পড়-খাড়াও ঢঙ্গেও হাঁটতো, তবু তা-ই ছিল এ চলন অপেক্ষা অনেক ভালো। ইবনুল-আহতাম তাঁর এ কথাগুলো শুনে তাঁর নিকট এসে অপরাধ স্বীকার করলো। তিনি বললেন, আমার কাছে অপরাধ স্বীকারের দরকার নাই। তুমি আল্লাহ্র নিকট তওবা কর। তুমি কি শোন নাই যে, আল্লাহ্ পাক কি বলেছেন (?) ঃ

www.banglakitab.weebly.com

وَ لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ۝

'তুমি যমীনের উপর সদম্ভে চলো না ; নিশ্চয়ই তুমি যমীনকে চিরতে পারবে না এবং পাহাড় সমান উচুতেও পৌছতে পারবে না!'(ইস্‌রা ঃ ৩৭)

আর একবার সুন্দর রেশমী পোশাক পরিহিত একটি যুবক হযরত হাসান বসরী (রহঃ)–এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে ডাকলেন এবং বললেন, হে আদম সন্তান, তোমার মধ্যে যৌবনের বড় গর্ব, আকর্ষণীয় চাল–চলনের বড় আসক্তি! মনে হয় তুমি কবরে আছ, নিজের আমল ও ফলাফল দেখে ফেলেছ। কি সর্বনাশ! হে যুবক, তোমার অন্তরের চিকিৎসা কর। আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাদের সুস্থ ও ব্যাধিমুক্ত অন্তরই তো দেখতে চান।

হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াছে' (রহঃ) তাঁর পুত্রকে দাম্ভিক ঢঙে চলতে দেখে ডেকে এনে বললেন, ওরে, জানিস তুই কে? তোর মাকে আমি মাত্র একশত টাকায় খরিদ করেছি (অর্থাৎ এতটুকু মহরের বিনিময়ে বিবাহ করেছি)। আর তোর বাবা? আল্লাহ্ যেন মুসলিম সমাজে তোর বাবার মত আর কাউকে সৃষ্টি না করেন।

হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) এক ব্যক্তিকে গোড়ালির নীচে লুঙ্গী ছেড়ে চলতে দেখে বললেন ঃ 'শয়তানের কিছু ভাই–বেরাদর আছে।' কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

হযরত মুতার্‌রিফ ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (রহঃ) জনাব মুহাল্লাকে একটি রেশমী জুব্বা পরে অহংকৃত চোখে নিজের এ–কাঁধে ও–কাঁধে নযর করতে দেখে বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ্, এই ঢঙের চাল–চলন আল্লাহ্–রাসূলের চোখে ঘৃণ্য–জঘন্য। মুহাল্লাব বললেন, আমাকে চিনেন? তিনি বললেন, অবশ্যই ; এক বিশ্রী রক্ত ফোঁটা দিয়ে তোমার শুরু এবং দুর্গন্ধপূর্ণ একটি মুর্দা লাশ হবে তোমার পরিণতি। এ দু'য়ের মাঝখানে তুমি দুর্গন্ধপূর্ণ গলিজ বহনকারী। এতদ্‌শ্রবণে মুহাল্লাব সেখান থেকে চলে গেলেন এবং সেই অহংকারী চাল–চলন বর্জন করে দিলেন।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৪৩

দিন রাত ও আসমান-যমীনে ধ্যান করে জ্ঞান আহরণ

আল্লাহ্ পাক তাঁর পবিত্র কিতাবের অসংখ্য জায়গায় তাফাক্কুর ও তাদাব্বুর তথা চিন্তা-ভাবনা করে সত্যানুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছেন।

যেমন তিনি বলেছেন ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْآيَةَ

'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিবা-রাতের আগমন নির্গমনে অনেক নিদর্শন বর্তমান।' (বাকারাহ ঃ ১৬৪)

অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً

'আল্লাহ্ তিনি, যিনি দিন ও রাতকে পরস্পরের 'উত্তরপক্ষ' করেছেন।' (ফুরকান ঃ ৬২)

হযরত আতা' (রহঃ) বলেন, এর অর্থ, একটি আলো দেয়, তো অন্যটি অন্ধকার ছড়ায় ; একটি বৃদ্ধি পায়, তো অপরটি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।'

জনৈক ব্যক্তি কি চমৎকার বলেছেন ঃ 'হে মানুষ, অগ্রনিশিতে তুমি সুখ-নিদ্রায় নিদ্রিত। মনে রেখ, রাত পোহাতেই অসংখ্য বিপদ তোমার দরজায় হানা দিচ্ছে। 'খবরদার, পয়লা প্রহরের সহানুভূতিতে যেন খুব বিভোর হয়ে না পড়। কারণ, অনেক নিশির ঊষাকালে আগুনও জ্বলে উঠে।'

আর এক ব্যক্তি বলেছেন ঃ এ রাতগুলো দেখে মনে হয়, যেন তা মানুষের মিঠা পানির ঘাট। হয়তঃ এ জন্যই ওরা সেখানে জীবনকে কেবলই

www.banglakitab.weebly.com

বিস্তারিত ও সম্প্রসারিত করছে। কখনও বা তাকে সংকুচিত ভাবছে। দুঃখের নিশি ওদের কাছে অতি দীর্ঘ। আবার সুখের নিশিগুলো অত্যন্তই সংকীর্ণ।

আল্লাহ্ পাক তাঁর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা–গবেষণাকারীদের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ

'যারা দাঁড়ানো, বসা ও শোওয়া অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে চিন্তা–ভাবনা করে (বলে), হে প্রতিপালক, আপনি এসব অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই।' (আলি–ইমরান ঃ ১৯১)

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, অনেকে স্বয়ং আল্লাহ্ সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করে, অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

تَفَكَّرُوْا فِيْ خَلْقِ اللّٰهِ وَلَا تَفَكَّرُوْا فِي اللّٰهِ فَاِنَّكُمْ لَنْ تَقْدِرُوْا قَدْرَهٗ.

'তোমরা আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা–গবেষণা কর, কিন্তু খোদ আল্লাহ্ সম্পর্কে চিন্তা করো না। কারণ, আল্লাহ্কে তার স্ব–অবস্থানে রেখে উপলব্ধি করার ক্ষমতা তোমাদের নাই।'

এক হাদীসে আছে, একদিন তিনি কতিপয় লোকের নিকট গেলেন যারা 'তাফাক্কুর' (চিন্তা–গবেষণা) করছিল। হুযুর পুরনূর বললেন, কি ব্যাপার, তোমরা যে কোন কথা বলছ না? তারা বললো, আমরা আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করছি। তিনি বললেন, ঠিক আছে, এভাবে তার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা কর, কিন্তু তাকে নিয়ে চিন্তা করতে যেওনা। দেখ, মাগরিবে একটি শ্বেত ভূখণ্ড আছে যার আলো তার শুভ্রতা এবং তার শুভ্রতাই তার আলো। সূর্যের সেই ভূখণ্ড অতিক্রমণে চল্লিশ দিন সময় লাগে। সেখানে

www.banglakitab.weebly.com

এমন এক মাখলুক বাস করে যারা পলকমাত্রও না-ফরমানী করে নাই। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, শয়তান কি তাদেরকে আক্রমণ করে না? হুযূর বললেন, তারা জানেই না যে, শয়তান নামক কোন মাখলুক সৃষ্টি করা হয়েছে কি-না। তারা বললো, ঐ সম্প্রদায়টি কি আদমের আওলাদ? হুযূর বললেন, তারা জানেই না যে, হযরত আদম (আঃ) সৃষ্ট হয়েছেন কি-না।

হযরত আতা' (রহঃ) বলেন, একদিন আমি এবং উবাইদ বিন উমাইর হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর খিদমতে হাযির হলাম। তিনি পর্দার আড়ালে থেকে আমাদের সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন, হে উবাইদ, আমাদের এখানে আসা-যাওয়া করতে কে তোমাকে বাধা দেয়? উবাইদ বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী ঃ

زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا -

'—'মাঝে মাঝে' সাক্ষাত কর, এতে মহব্বত বাড়বে।'

অতঃপর হযরত উবাইদ (রহঃ) বললেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্ময়কর কোন ঘটনা শোনান, যা আপনি স্বয়ং অবলোকন করেছেন। এতদ্শ্রবণে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কাঁদতে লাগলেন। বললেন, ওরে, হুযূর পুরনূরের প্রতিটি বিষয়ই ছিল বিস্ময়কর। একদিন তিনি 'আমার রাত্রে' আমার কাছে সজ্জা গ্রহণ করলেন। এতটা কাছে এলেন যে, তাঁর দেহ-মুবারকের চামড়া আমার চামড়াকে স্পর্শ করছিল। অতঃপর বলতে লাগলেন, (হে আয়েশা,) আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার প্রতিপালকের ইবাদতে লিপ্ত হবো। অতঃপর তিনি একটি পানির মশক থেকে উযূ করে নিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। এবং কাঁদতে কাঁদতে দাড়ি ভিজিয়ে ফেললেন। অতঃপর সিজদায় গেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে মাটি ভিজিয়ে ফেললেন। নামায শেষে কিছুক্ষণ কাৎ হয়ে শুয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে হযরত বেলাল (রাযিঃ) এসে ফজরের নামাযের আহ্বান জানালেন। বেলাল হুযূরকে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি কাঁদছেন কেন, অথচ আল্লাহ্ পাক তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের তামাম ভুল-বিচ্যুতির ক্ষমা ঘোষণা করেছেন? হুযূর বললেন, বেলাল, তুমি কি সর্বনাশা

www.banglakitab.weebly.com

কথা বলছ, কেন আমি কাঁদবো না (?) অথচ, এ রাত্রেই আমার উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ۝

'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিন-রাতের পরিবর্তনে নিখুঁত ও প্রকৃত জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শনাবলী বিদ্যমান আছে।'

(আলি-ইমরান ঃ ১৯০)

তিনি আরও বললেন, যে এ' আয়াত পড়লো কিন্তু, এতে চিন্তা-ফিকির করলো না, তার ধ্বংস অনিবার্য। হযরত আওযাঈ (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এই চিন্তা-ফিকিরের সীমারেখা কি? তিনি বললেন, আয়াতটি পাঠ করা এবং তা বুঝা ও হৃদয়ঙ্গম করা।

হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াছে' (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ যর (রাযিঃ)-এর ইন্তেকালের পর জনৈক বসরাবাসী সফর করে তাঁর স্ত্রীর নিকট গমন করে তাঁকে হযরত আবূ যর (রাযিঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি বললেন, হযরত আবূ যর (রাযিঃ) দিনভর ঘরের এক কোণে বসে চিন্তা-ফিকির ও ধ্যানমগ্ন থাকতেন।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, মুহূর্তকালের চিন্তা-ফিকির রাতভর নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন, ফিকির হচ্ছে একটি আয়না যাতে তুমি তোমার ভাল-মন্দসমূহ দেখতে পাবে।

কেউ হযরত ইবরাহীম (রহঃ)-কে বললো ; আপনি দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তামগ্ন থাকেন। জবাবে তিনি বললেন, চিন্তা-ফিকিরই বিবেক-বুদ্ধির নির্যাস।

হযরত সুফইয়ান ইবনে উইয়াইনাহ্ (রহঃ) প্রায়শঃই জনৈক ব্যক্তির এ ছন্দটি আবৃত্তি করতেন ঃ

اِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهٗ فِكْرَةٌ فَفِىْ كُلِّ شَىْءٍ لَّهٗ عِبْرَةٌ ـ

'মানুষ যদি চিন্তা-ফিকিরে অভ্যস্ত হয় তাহলে প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই

www.banglakitab.weebly.com

সে মূল্যবান শিক্ষা খুঁজে পাবে।'

হযরত তাউস (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, হাওয়ারীগণ হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হে রূহুল্লাহ্, অদ্য এই পৃথিবীতে 'আপনার মত' আরো কেউ আছে? তিনি বললেন, হাঁ, যার কথা যিকির, যার নীরবতা ফিকির এবং যার প্রতিটি নজর একটি শিক্ষা, নিঃসন্দেহে সে আমার মত। (অর্থাৎ নবুয়তের পার্থক্য ব্যতীত আর সবকিছুতেই সে আমার সমকক্ষ।)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, যার কথা 'হিকমত' না হয়ে অন্যকিছু হয়, তা অনর্থক কথা ; যার নীরবতা চিন্তা-ফিকিরে কাটে না, সে তা ভুল করছে। যার দৃষ্টি শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য হয় না, সেটা তার গাফলতির পরিচয় বহন করছে।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ

'আমি আমার নিদর্শনাবলী থেকে ঐ সকল লোকদের বারিত ও বাধাপ্রাপ্ত করি, যারা পৃথিবীতে না-হকভাবে অহংকার প্রদর্শন করে।' (আ'রাফ ঃ ১৪৬)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ, আমি তাদের হৃদয়-সমূহকে আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার তওফীক হতে বঞ্চিত করে দিই।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَعْطُوْا اَعْيُنَكُمْ حَظَّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ.

'তোমরা তোমাদের চক্ষুদ্বয়কে তাদের প্রাপ্য ইবাদতের অংশ প্রদান কর। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, চক্ষুর সে-অংশটা কি? তিনি বললেন ঃ পবিত্র কুরআন দেখা, তার ভিতর চিন্তা-ফিকির করা এবং বিস্ময়কর বিষয়াবলী থেকে উপদেশ গ্রহণ করা।'

মক্কার নিকটবর্তী একটি এলাকার জনৈকা মহিলা বলেছেন, মুত্তাকী-পরহেযগারদের অন্তর যদি তাদের চিন্তা ও ধ্যানের চোখ দিয়ে দেখতে পেতো যে, তাদের দৃষ্টির অন্তরালে আখেরাতের কি অফুরান ও মূল্যবান নে'আমত

www.banglakitab.weebly.com

তাদের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে, তা' হলে এ ভঙ্গুর জগতে তাদের অবস্থান ও জীবন-যাপন কঠিন হয়ে যেত, তারা অস্থির ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো।

হযরত লোকমান (আঃ) দীর্ঘ-দীর্ঘ সময় একাকী বসে কাটাতেন। তাঁর মনিব তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে পেলেই বলতেন, লোকমান, তুমি এভাবে দীর্ঘ সময় একাকী বসে থাক? লোকদের সাথে বসলে তোমার ভালো লাগতো, মন উৎফুল্ল থাকতো। জবাবে তিনি বলতেন ঃ দীর্ঘতম নিঃসঙ্গ বৈঠক দীর্ঘতর ফিকিরের সহায়ক এবং দীর্ঘ ধ্যান-ফিকির জান্নাতের পথ-প্রদর্শক।

হযরত ওয়াহ্‌ব বিন-মুনাব্বিহ্ (রহঃ) বলতেন, যেকোন মানুষ দীর্ঘসময় ধ্যান-ফিকিরে কাটালে অন্তরে ইল্‌ম পয়দা হবে এবং সেই ইল্‌মের উপর আমলও নসীব হবে। হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্ পাকের নে'আমতসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করা শ্রেষ্ঠতম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (রহঃ) শান্ত ও স্থিরভাবে চিন্তামগ্ন দেখে হযরত ছাহ্‌ল ইব্‌নে আলী (রহঃ)-কে প্রশ্ন করলেন ঃ কোথায় গিয়ে পৌঁছলেন? তিনি বললেন ঃ পুলসিরাতে।

হযরত বিশ্‌র (রহঃ) বলেন, মানুষ যদি আল্লাহ্‌র মহত্ব-বড়ত্ব সম্পর্কে চিন্তা করতো, তাহলে কস্মিনকালেও তারা পাপে লিপ্ত হতো না। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ

رَكْعَتَانِ مُقْتَصِدَتَانِ فِيْ تَفَكُّرٍ خَيْرٌ مِّنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ بِلَا قَلْبٍ

'ধ্যান ও ফিকির সহকারে হাযির দিলে মধ্যম ধরনের দুই রাকআত নামায, দিল্‌বিহীন ধ্যান-ফিকিরবিহীন সারারাত্রির নফলের চেয়ে উত্তম।'

একদা হযরত আবূ শুরাইহ্ (রহঃ) পথে হাঁটছিলেন। হঠাৎ বসে পড়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, চিন্তা করেছি যে, বয়স তো শেষ হয়ে গেল, আমল তো কিছুই করতে পারি নাই, মৃত্যুও সন্নিকটবর্তী!

হযরত আবূ সুলাইমান (রহঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের চক্ষুদ্বয়কে রোদনে অভ্যস্ত কর। তিনি আরও বলেছেন, দুনিয়ার ফিকির আখেরাতকে আড়ালে

www.banglakitab.weebly.com

ফেলে দেয় এবং তা ওলীদের জন্য আযাবস্বরূপ। আর আখেরাতের ফিকির অন্তরে হিকমত ও জ্ঞান জন্মায় এবং অন্তরকে জীবন দান করে।

হযরত হাতেম আছাম (রহঃ) বলেন, কোন কিছু থেকে উপদেশ গ্রহণের দ্বারা ইল্‌ম বাড়ে, যিকরুল্লাহ্‌র দ্বারা মহব্বত বাড়ে, চিন্তা–ফিকির দ্বারা আল্লাহ্‌–ভীতি বাড়ে।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, শুভ ও সুন্দরের ফিকির সেই শুভর উপর আমলের দিকে টেনে নেয়। অন্যায়ের প্রতি অনুতাপ তা বর্জনে সহায়তা করে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রকৃত বুদ্ধিমান বান্দারা যিকিরের সাথে ফিকিরের এবং ফিকিরের সাথে যিকিরের অভ্যাসওয়ালা হয়। এর ফলে তাদের অন্তর বাকশক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং হিকমতের কথা বলতে শুরু করে। (হিকমত ঐ নিখুঁত ও গভীর নূরানী জ্ঞান যা নবীর শিক্ষার মুতাবিক হয় এবং আল্লাহ্‌র পরিচয় ও মহব্বত সৃষ্টিতে সহায়ক হয়)

হযরত ইসহাক বিন খলফ্‌ (রহঃ) বলেন, হযরত দাউদ ত্বাঈ (রহঃ) এক পূর্ণিমারাতে ঘরের ছাদের উপরে অবস্থান করে আসমান ও যমীনের বিস্ময়কর সৃষ্টিরাজি সম্পর্কে ফিকিরে মশগুল ছিলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে ক্রন্দন করছিলেন। এতই চিন্তা–বিভোর হলেন যে, আচমকা সেখান থেকে তাঁর পড়শীর বাড়ীর মধ্যে পড়ে গেলেন। বাড়ীওয়ালা কোন চোর ধারণা করে তরবারি হাতে উলঙ্গ অবস্থাতেই বিছানা ছেড়ে ছুটে এলেন। হযরত দাউদ (রহঃ)–কে দেখে তরবারি নামালেন ও বিরত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন যে, কে আপনাকে ছাদ হতে নীচে ফেলে দিলো? তিনি বললেন, আমি তো কিছুই টের করতে পারলাম না।।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মজলিশ হলো, তাওহীদের ময়দানে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসা এবং মা'রিফাতের সমীরণ আঘ্রাণ করা, এশ্‌কের দরিয়া হতে মহব্বতের শরাব পান করা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি সু–ধারণা সহকারে হৃদয়ের চোখ দিয়ে তাকে উপভোগ করা। হে মানুষ, এর চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন মজলিশ আমি জানি না, এর চাইতে সুমিষ্ট কোন শরাব আমি চিনি না। বড় ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে এ দৌলতপ্রাপ্ত হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন ঃ

اِسْتَعِيْنُوْا عَلَى الْكَلَامِ بِالصَّمْتِ وَعَلَى الْاِسْتِنْبَاطِ بِالْفِكْرِ.

'সুন্দর বাকশক্তির জন্য নীরবতার সাহায্য গ্রহণ কর এবং অনুদঘাটিত জ্ঞান উদঘাটনের জন্য চিন্তা-ফিকিরের সাহায্য গ্রহণ কর।'

তিনি আরও বলেছেন, স্রষ্টার নিদর্শনাবলীতে গভীর নযর অহংকার হতে মুক্তির ওষুধ। সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা ভ্রান্তিতে পড়া ও অনুশোচনা থেকে রক্ষা করে ; চিন্তা ফিকির সাবধানতা, দুরদর্শিতা ও চেতনা উৎপাদন করে ; জ্ঞানীদের সঙ্গে পরামর্শকরণ বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের মযবুতি ও অন্তর্দৃষ্টিতে শক্তি যোগায়। অতএব, সিদ্ধান্তের পূর্বেই চিন্তা করে নাও ; অগ্রসর হওয়ার আগেই পরামর্শ করে ফেল।

তিনি আরও বলেছেন, চারটি গুণ সম্মানের চাবিকাঠি ঃ এক. গভীর ও পোক্ত জ্ঞান (হিকমত), চিন্তা-ফিকির তার স্তম্ভ ; দুই. কলুষমুক্ত চরিত্র—মনের কুমন্ত্র-নিয়ন্ত্রণ এর মূল শক্তি ; তিন. শক্তিশীলতা—গোস্বা নিয়ন্ত্রণ এর ভিত্তি ; চার. ইনসাফ—অন্তরের পবিত্রতা ও ভারসাম্যই এর বুনিয়াদ।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৪৪
মৃত্যুর কষ্ট

হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুযন্ত্রণার আলোচনায় বলেছিলেন যে, তাতে তরবারির দ্বারা তিনশত বার আঘাতের সমান কষ্ট হয়। একবার তাঁকে মৃত্যুকষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করলেন ঃ সবচেয়ে সহজ মৃত্যুর উদাহরণ একরকম, যেমন, আকণ্ঠ কাঁটাপূর্ণ একটি গুল্মকে যদি ভেড়ার পশমের স্তূপে ঢুকিয়ে দিয়ে পুনরায় বের করে আনা হয় তবে তার সাথে সাথে অবশ্যই পশমও বেরিয়ে আসে। একবার তিনি এক মরণাপন্ন রোগীর নিকট গমন করলেন। অতঃপর বললেন, আমি জানি যে, এর কিরূপ কষ্ট হচ্ছে। এর প্রতিটি রগ-রেশা স্বতন্ত্রভাবে মৃত্যুযন্ত্রণার শিকার হচ্ছে।

হযরত আলী (রাযিঃ) লোকদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলতেন, যুদ্ধ না করলেও তোমাদের মরতে হবে। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আলীর জীবন, শয্যায় পড়ে মৃত্যুর চেয়ে তলোয়ারের সহস্র ঘা আমার নিকট অধিক হাল্কা।

হযরত আওযাঈ (রহঃ) বলেন, আমরা আমাদের ইলমে আসা এক হাদীসে জেনেছি যে, হাশরের জন্য পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্তই মুর্দা ব্যক্তি তার মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে।

হযরত শাদ্দাদ ইব্নে আওছ্ (রাযিঃ) বলেন, মৃত্যু মু'মিনের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সবচেয়ে ভয়ংকর ভীতি। মৃত্যুযন্ত্রণা করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করা, কাঁচির দ্বারা টুকরা টুক্রা করা, এমনকি, চুলার উত্তপ্ত পাতিলে উত্তাপিত হওয়ার চেয়েও অধিক যন্ত্রণাপ্রদ। মুর্দাকে যদি পুনর্জীবিত করা হতো এবং সে দুনিয়াবাসীকে তার মৃত্যুকষ্টের খবর শোনাতো, তাহলে জীবনের তাবৎ সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে যেত, আরামের ঘুম হারাম হয়ে যেত।

হযরত যায়দ বিন আসলাম তাঁর পিতার বর্ণনায় বলেন ঃ কোন মু'মিনের যদি তার পূর্বনির্ধারিত মর্তবাসমূহের কোন বিশেষ মর্তবায় পৌঁছানোর ঘাটতি

www.banglakitab.weebly.com

থাকে, তাহলে আল্লাহ্ পাক তার মৃত্যু যন্ত্রণাপ্রদ করে দেন, যাতে সে এই মৃত্যু যন্ত্রণার উছীলায় তার জন্য নির্ধারিত সেই বেহেশ্‌তী মর্তবায় উত্তীর্ণ হতে পারে। পক্ষান্তরে, কাফেরের যদি এমন কোন শুভ কর্ম থেকে থাকে যার প্রতিদান প্রাপ্ত হয় নাই, তাহলে, তার মৃত্যুকে সহজ করে দেন, যাতে সে তার শুভকর্মের প্রতিদান পেয়ে যায়। অতঃপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

জনৈক ব্যক্তি প্রত্যেক মরণাপন্ন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে ফিরতো ঃ মৃত্যুকে তুমি কেমন পাচ্ছো? যখন সে নিজেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ মৃত্যুকে আপনি কেমন অনুভব করছেন? তিনি বললেন, মনে হয় সাত আসমান ভেঙ্গে যমীনে পড়েছে, যেন সূচের ছিদ্র দিয়ে আমার জান বের করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَوْتُ الْفُجَاءَةِ رَاحَةٌ لِّلْمُؤْمِنِ وَاَسَفٌ عَلَى الْفَاجِرِ.

'আকস্মিক মৃত্যু মু'মিন ব্যক্তির জন্য নিষ্কৃতি ও আরামের কারণ হয় আর না-ফরমানের জন্য দুঃখ ও আক্ষেপের কারণ হয়।'

হযরত মাকহুল (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَوْ اَنَّ شَعْرَةً مِّنْ شَعْرِ الْمَيِّتِ وُضِعَتْ عَلٰى اَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَمَاتُوْا بِاِذْنِ اللّٰهِ لِاَنَّ فِىْ كُلِّ شَعْرَةٍ الْمَوْتَ وَلَا يَقَعُ الْمَوْتُ بِشَيْئٍ اِلَّا مَاتَ.

'মৃতের একটি চুলও যদি সাত আসমান ও যমীনবাসীদের উপর রেখে দেওয়া হতো, তবে বি-ইযনিল্লাহ্, তাদের সকলের মৃত্যুই অবধারিত হতো। কারণ, প্রতিটি চুলেই মৃত্যু বিদ্যমান। আর মৃত্যু যে বস্তুর উপরেই পতিত হবে, অবশ্যই তার মৃত্যু ঘটবে।'

এক রেওয়ায়াতে আছে ঃ মৃত্যু যন্ত্রণার একটি ফোঁটা যদি বিশ্বের পাহাড়-

www.banglakitab.weebly.com

পর্বতের উপর রেখে দেওয়া হয়, তাহলে তা পানির মত গলে যাবে। বর্ণিত আছে, হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম–এর ওফাতের পর আল্লাহ্ পাক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আমার খলীল, মৃত্যুকে আপনি কেমন পেলেন? তিনি বললেন, কোন জীবিত পশুর পশমের ভিতর লোহার কাঁটা ঢুকিয়ে পরে টান দিলে যে অবস্থা হয়। আল্লাহ্ পাক বললেন, আমি তো আপনাকে আসানী প্রদান করেছি।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ)–এর রূহ্ যখন আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছে গেল, তখন তাঁর প্রতিপালক বললেন, হে মূসা, মৃত্যুকে কেমন অনুভব করলে? তিনি বললেন, জ্বলন্ত পাতিলের ভিতর কোন জীবন্ত পাখীকে ছেড়ে দিলে পরে সে উড়েও যেতে পারছে না এবং তার মৃত্যুও হচ্ছে না যে, তবু তার একটা রক্ষা হয়ে যেতে পারে। আমার অবস্থাটা ছিল ঠিক সেই পাখীর মত। আর এক বর্ণনা মতে তিনি বলেছিলেন ঃ আমার এমন লাগছিল যেমন কসাইর হাতে কোন জীবিত বকরীর চামড়া খসানো হচ্ছে।

বর্ণিত আছে, আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ওফাতের সময় তাঁর নিকটে রাখা একটি পানির পাত্রে হাত ঢুকিয়ে সেই হাত দ্বারা নিজের চেহারা মুছে দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন ঃ اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَىَّ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ —আয় আল্লাহ্! আমার মৃত্যুর কষ্টকে লাঘব করে দাও। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) বলেছিলেন, আব্বা গো! আহা, তোমার এতো কষ্ট! হুযুর বলেছিলেন, (ফাতেমা!) আজকের পর আর কোনদিন তোমার আব্বার কোন কষ্ট হবে না।

হযরত উমর (রাযিঃ) কা'ব আহ্‌বার (রহঃ)–কে বলেছিলেন, হে কা'ব, মৃত্যু সম্পর্কে কিছু শোনাও। তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, মউতের উদাহরণ এ রকম, যেমন একটি বিপুল কাঁটাপূর্ণ শাখা কারো পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হলো এবং সেই কাঁটা যখন প্রতিটি রগে রগে বিঁধে গেল, তখন এক ব্যক্তি হেঁচকা টান দিয়ে তা বের করে আনলো। এভাবে যা বের হওয়ার তা বেরিয়ে এলো, আর যা থাকার তা রয়ে গেল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ الْعَبْدَ لَيُعَالِجُ كَرْبَ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِهِ وَاِنَّ

www.banglakitab.weebly.com

مَفَاصِلُهُ لِيُسَلِّمْ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ .....

'মৃত্যুকালে বান্দা মৃত্যু যন্ত্রণার শিকার হতে থাকে তখন তার দেহের প্রতিটি জোড়া অপর জোড়াকে আস্‌সালামু আলাইকা বলে সালাম জানায়।'

আর বলে ঃ তোমার ও আমার মাঝে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য এ বিচ্ছেদ ঘটছে। —হে ভ্রাতা! এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র ওলী ও প্রিয়জনদের মৃত্যুকষ্টের অবস্থা। তাহলে আমাদের কি অবস্থা হবে? আমরা তো দিবারাত একের পর এক কত যে পাপের মধ্যে ডুবে আছি।

পরন্তু, মৃত্যুর কষ্টের সাথে আরও অধিক বিপদ ভোগ করতে হবে। কারণ, মৃত্যুর কষ্ট তিন প্রকার ঃ রূহ্ বের হওয়াকালীন কষ্ট ; মালাকুল মউতের আকৃতি দর্শন, মালাকুল মউতকে দেখে অন্তরে ভীতি সৃষ্টি। অত্যন্ত শক্তিশালী পাপীও যদি তাকে তার আসল আকৃতিতে দেখতে পায়, তবে কিছুতেই সে তা বরদাশত করতে পারবে না। যেমন, বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম মালাকুল মউতকে বলেছিলেন, ফাসেক-ফাজেরের রূহ্-কবযের সময় তোমার যে আকৃতি হয় তা-কি আমাকে দেখাতে পার? মালাক্ বললেন, আপনার সেই ক্ষমতা নাই। তিনি বললেন, হাঁ, আছে। মালাক্ বললেন, তাহলে আপনি অন্য দিকে মুখ ফিরান। তিনি মুখ ফিরালেন। অতঃপর তিনি তার দিকে তাকিয়ে দেখেন, কালো বর্ণের একটি লোক ; খাড়া-খাড়া চুল ; দুর্গন্ধপূর্ণ দেহ ; কালো পোশাক পরিহিত ; নাক-মুখ দিয়ে অগ্নিশিখা ও ধোঁয়া বের হচ্ছে। হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর হুশ ফিরে এলো। তখন মালাকুল মউত তার প্রথম আকৃতিতে ছিলেন। তিনি বললেন, হে মালাকুল মউত, গুনাহ্‌গার বান্দা যদি মৃত্যুকালে কেবলমাত্র তোমার ঐ আকৃতিটাই দেখতে পায় তবে তা-ই যথেষ্ট।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম খুবই আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্ন লোক ছিলেন। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সবগুলো দরজা বন্ধ করে দিতেন। একদিন তিনি দরজা বন্ধ করে বের হয়ে গেলেন। অতঃপর

www.banglakitab.weebly.com

তাঁর বিবি দেখতে পেলেন, একটি লোক ঘরের ভিতরে। তিনি বললেন, কে এই লোকটিকে ঘরের ভিতর ঢুকালো? হযরত দাউদ (আঃ) এসে দেখলে তো লোকটা তাঁর কঠোর আচরণের শিকার হবে। ইতিমধ্যে হযরত দাউদ (আঃ) এসে গেলেন এবং লোকটাকে দেখলেন। বললেন, তুমি কে? সে বললো, আমি সেই ব্যক্তি যে কোন রাজা–বাদশার পরোয়া করে না এবং কারো পর্দাও আমাকে ঠেকাতে পারে না। তিনি বললেন, তাহলে অবশ্যই তুমি মালাকুল মউত। ব্যস, তিনি সেখানেই চাদর মুড়ি দিলেন।

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম একটি পড়ে থাকা খুপরির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেটিকে পায়ের দ্বারা নাড়া দিয়ে বললেন, ওহে, আল্লাহ্র হুকুমে তুমি আমার সাথে কথা বল। সে বললো, হে রূহুল্লাহ্, আমি অমুক সময়কার এক বাদশা। আমি আমার সিংহাসনারোহী ; মাথায় শাহী মুকুট ; আমার পাশেই আমার সৈন্যদল ; তার ওপর আমার শান–শওকত, শৌর্য–বীর্য। এমনি অবস্থায় মালাকুল মউত এসে আমার সম্মুখে হাযির হলো। আমার প্রতিটি অঙ্গ আমার দেহ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এবং আমার রূহ্ বের হয়ে গেল। হায়, সেই সবকিছু থেকে এভাবে আমাকে জুদা হতে হলো ; মুহূর্তের মধ্যে আমার সব পরিচিত অপরিচিত হয়ে গেল।

এ হচ্ছে মৃত্যুর বিভীষিকা চিত্র, না–ফরমানেরা যার সম্মুখীন হবে, আর আনুগত্যশীলদেরকে এ থেকে হিফাযত করা হবে। আল্লাহ্র নবীগণ সাধারণতঃ শুধু রূহ্ কবযের কষ্টের কথাই বর্ণনা করেছেন ; মউতের ফেরেশ্তার আকৃতি দর্শন আলাদা বিপদ। মানুষ স্বপ্নেও যদি সেই আকৃতিটি দেখতে পায় তবে সমগ্র জীবন তাকে একটা আতঙ্ক বহন করতে হবে। তাহলে, মৃত্যুকালের অবস্থাটা কি হতে পারে? অবশ্য, আনুগত্যশীল বান্দাগণ তাকে উত্তম ও উৎকৃষ্ট সূরতে দেখতে পাবে।

হযরত ইক্রিমা (রাযিঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) খুবই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর একটা ইবাদতের ঘর ছিল। বের হওয়ার সময় ঘরটি বন্ধ করে যেতেন। একদিন তিনি বাইরে থেকে এসে দেখলেন, তাঁর সেই ঘরের ভিতর একটি লোক। তিনি বললেন, কে তোমাকে এই ঘরে ঢুকিয়েছে?

www.banglakitab.weebly.com

সে বললো, ঘরের মালিক। তিনি বললেন, আমিই তো এর মালিক। সে বললো, যিনি আমাকে ঢুকিয়েছেন তিনি তোমার-আমার চেয়ে বড় মালিক। তিনি বললেন, তাহলে তুমি কোন্ ফেরেশ্তা? সে বললো, আমি মালাকুল মউত। তিনি বললেন, তুমি কি আমাকে তোমার সেই আকৃতিটা দেখাতে পার যে-আকৃতিতে তুমি মু'মিনের রূহ্ কবয কর। সে বললো, হাঁ। তাহলে অন্যদিকে মুখ ফিরাও। তিনি মুখ ফিরালেন। মুখ ঘুরিয়ে দেখেন, একটি সুন্দর চেহারা, সুন্দর পরিচ্ছদ ও সুগন্ধপূর্ণ যুবক। তিনি বললেন, হে মালাকুল মউত, মু'মিন তার মৃত্যুকালে আর কিছু না-হোক, অন্ততঃ তোমার চেহারাটাও যদি দেখে তবে তা-ই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

মৃত্যুকালীন আর একটি বিষয় হলো, আমলনামা-লিখক দুই ফেরেশ্তার সাক্ষাত। হযরত ওহাইব (রহঃ) বলেন, আমরা এক রেওয়ায়াতে পেয়েছি, মানুষের মৃত্যু হয় না, যতক্ষণ না সে তার আমল লিখক ফেরেশ্তাদ্বয়ের সাক্ষাতপ্রাপ্ত হয়। যদি সে আনুগত্যশীল হয় তবে তারা বলে ঃ জাযাকাল্লাহু আন্না খাইরান, কত ভাল মজলিসে তুমি আমাদের বসার সুযোগ করে দিয়েছ এবং কত যে ভাল আমল তুমি আমাদের কাছে জমা করেছ। আর যদি ফাসেক-ফাজের হয় তাহলে তারা বলে ঃ লা জাযাকাল্লাহু আন্না খাইরান, কত খারাপ মজলিসে তুমি আমাদেরকে বসিয়েছ, কত খারাপ আমল আমাদের সম্মুখে করেছ, কত খারাপ কথা আমাদেরকে শুনিয়েছ, আল্লাহ্ যেন তোমার কোন কল্যাণ না করেন। মুর্দা তখন অপলকনেত্রে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এরপর আর কখনও সে দুনিয়াতে ফিরে আসবে না।

ফাসেক-ফাজেরের জন্য মৃত্যুকালের তৃতীয় বিপদ হলো জাহান্নামের ঠিকানা দেখা। মৃত্যুকষ্টকালে তাদের সকল শক্তি খতম হয়ে যায়, রূহ্ও বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু, যতক্ষণ না তারা মালাকুল মউতের মুখে দু'টির যেকোন একটি সংবাদ শ্রবণ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের রূহ্ বের করা হবে না ঃ হয়তঃ বলা হবে, হে আল্লাহ্র দুশমন, দোযখের সুসংবাদ নাও, অথবা বলা হবে, হে আল্লাহ্র ওলী, বেহেশ্তের সুসংবাদ নাও। বস্তুতঃ এজন্যই আল্লাহ্ওয়ালাগণ ভীত-ত্রস্ত থাকেন।

www.banglakitab.weebly.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَنْ يَّخْرُجَ اَحَدُكُمْ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى يَعْلَمَ اَيْنَ مَصِيْرُهٗ وَ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ اَوِ النَّارِ ـ

'তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বের হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ঠিকানা অবগত হবে এবং যতক্ষণ না তার গন্তব্যস্থল বেহেশ্‌ত কিংবা দোযখ অবলোকন করবে।'

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৪৫

কবর ও সওয়াল জওয়াবের বর্ণনা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুর্দাকে যখন কবরের ভিতর রাখা হয় তখন কবর তাকে বলে, হে আদম সন্তান, কে তোমাকে আমার ব্যাপারে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল? তুমি কি জান নাই যে, আমি পরীক্ষার ঘর, অন্ধকার ঘর, নির্জন ঘর, পোকা-পঙ্গের ঘর? কেন তুমি আমার ব্যাপারে ধোকাগ্রস্ত ছিলে, যখন তুমিই আমার মাঝে অনেককে সোর্পদ করেছিলে? মুর্দা যদি নেককার হয় তবে এক জওয়াবদাতা কবরকে জওয়াব দিয়ে বলবে ঃ তোমার অবগত হওয়া দরকার যে, সে ভালাইর হুকুম করতো, খারাবি থেকে বারণ করতো। কবর বলবে, তাহলে আমি তার জন্য সবুজ বাগানে রূপান্তরিত হচ্ছি। তখন মুর্দার দেহটি নূরে পরিণত হবে। তার রূহ্ আল্লাহ্র দরবারে চলে যাবে।

উবাইদ বিন উমাইর লাইছী (রহঃ) বলেন, প্রতিটি কবর তার মৃতকে বলে, আমি তো অন্ধকার ঘর, নির্জন ঘর ; তুমি যদি তোমার জীবনে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যশীল থেকে থাক তাহলে অদ্য আমি তোমার জন্য রহমতস্বরূপ। আর যদি নাফরমান থেকে থাক তাহলে অদ্য আমি তোমার জন্য আযাবস্বরূপ। যে আমার মাঝে আনুগত্যশীল হিসাবে প্রবেশ করে, সে উৎফুল্ল হয়ে বের হয়ে যায়, আর যে নাফরমানরূপে প্রবেশ করে, সে বের হয় ধ্বংসের শিকার হয়ে।

হযরত মুহাম্মদ বিন সুবহ্ বলেন, আমরা একটি হাদীসে পেয়েছি যে, মুর্দাকে কবরস্থ করার পর যদি তার উপর আযাব-গযব শুরু হয় তাহলে তার প্রতিবেশী মুর্দারা বলে, হে ব্যক্তি, আমরা যারা তোমার প্রতিবেশী ছিলাম এবং তোমার আগেই বিদায় হয়ে এসেছি, আমাদের এ বিদায়ের মাঝে তোমার জন্য চিন্তা-ভাবনার বা শিক্ষাগ্রহণের কিছু ছিল না কি? তুমি কি দেখ নাই যে, আমাদের তামাম আমল বন্ধ হয়ে গেছে? তুমি তো মওকা পেয়েছিলে। তোমার অগ্রবর্তীরা যেসব ভুল করেছিল, কেন তুমি সেই ভুলমুক্ত

www.banglakitab.weebly.com

হওয়ার চেষ্টা করলে না? তাছাড়া, জগতের একেকটি মাটিখণ্ড তাকে বলবে, হে দুনিয়ার বাহ্যিক রূপে বিভ্রান্ত ব্যক্তি, কেন তুমি তোমার ঐ সব আপনজনদের দেখে শিক্ষা গ্রহণ করলে না, যারা তোমার পূর্বে অনুরূপ ধোকার শিকার হয়ে অবশেষে কবরের পেটে সোপর্দ হয়েছে? তুমি স্বচক্ষে দেখছিলে, তার বন্ধুরা তাকে খাটিয়ায় তুলে এমন এক ঠিকানার দিকে নিয়ে চলেছে যেখানে যাওয়া অবধারিত বিষয়।

হযরত ইয়াযীদ রাক্কাশী (রহঃ) বলেন, আমরা একটি রেওয়ায়াতে পেয়েছি যে, মুর্দাকে যখন কবরে রাখা হয়, তার আমলসমূহ তাকে ঘিরে ফেলে। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে বাকশক্তি দান করেন। তখন তারা তাকে বলে, হে নিঃসঙ্গ কবরবাসী, তোমার স্বজন-বন্ধুজন সকলেই তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ; তোমার আপন বলতে এখানে আর কেউ নাই।

হযরত কা'ব (রহঃ) বলেন, মুর্দাকে কবরে রাখার পর তার নেক আমলসমূহ তথা নামায-রোযা, হজ্জ, জিহাদ, সাদ্কা প্রভৃতি তাকে ঘিরে নেয়। আযাবের ফেরেশ্তারা যখন পায়ের দিক থেকে আসে, তখন নামায বলে ঃ সরে যাও ; এখানে তোমাদের কোন ক্ষমতা চলবে না ; এ দু' পায়ের উপর ভর করে সে দীর্ঘ সময় আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল। অতঃপর তারা মাথার দিক থেকে আসবে। তখন রোযা বলবে, এখানে তোমাদের কোন ক্ষমতা চলবে না ; এ বান্দা তার দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্র সন্তোষের উদ্দেশে বহু অনাহার ও পিপাসার কষ্ট বরদাশত করেছে। অতঃপর তারা তার শরীরের উপর আক্রমণ করতে চাইবে। হজ্জ ও জিহাদ তখন বলে উঠবে, সরে যাও। কারণ, সে দৈহিক কষ্ট বরদাশত করে আল্লাহ্র জন্য হজ্জ ও জিহাদ করেছে। অতএব, তার উপর তোমাদের কোন ক্ষমতা চলবে না। অতঃপর তারা তার হস্তদ্বয়কে লক্ষ্য বানাবে। তখন সদ্কা বলতে শুরু করবে, আমার সাথীর কাছ থেকে সরে যাও। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশে এই হস্তদ্বয়ের বহু দান-সদ্কা আল্লাহ্ পাকের হাতে পৌঁছেছে। তাই, তার উপর আযাবের কোনই অবকাশ নাই। তখন সেই মুর্দাকে লক্ষ্য করে বলা হবে, মোবারকবাদ গ্রহণ কর ; স্বার্থক জীবন, স্বার্থক এ মৃত্যু। ব্যস, রহমতের ফেরেশ্তাগণ এসে তার জন্য বেহেশ্তী বিছানা ও চাদর বিছিয়ে দিবে। কবরকে তার দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। এবং একটি বেহেশ্তী ফানুস

www.banglakitab.weebly.com

প্রজ্জ্বলিত করা হবে ; কবর হতে পুনরুত্থানের দিবস পর্যন্ত সেই ফানুস কবরকে আলোকিত করে রাখবে।

হযরত উবাইদুল্লাহ্ ইব্নে উবাইদ ইব্নে উমাইর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবরের ভিতর মুর্দাকে উঠিয়ে বসানো হয়, যখন সে তাকে বিদায় দিয়ে প্রত্যাবর্তনকারীদের পায়ের পতন–ধ্বনি শুনতে পায়। অতঃপর সর্বপ্রথম কবরই তাকে সম্বোধন করে বলে, ওরে সর্বনাশা আদম সন্তান, আমার ও আমার সংকীর্ণতা সম্পর্কে কি তোমাকে সাবধান করা হয় নাই? আমার দুর্গন্ধ, বিভীষিকা ও কীট–পতঙ্গের ব্যাপারে সতর্ক করা হয় নাই? বল, তবে তুমি আমার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছ?

হযরত বারা ইব্নে আযেব (রাযিঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সাথে জনৈক আনসারীর জানাযায় গিয়েছিলাম। আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা ঝুঁকিয়ে তার কবরের পাশে বসে পড়লেন। অতঃপর তিনবার বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'আয় আল্লাহ্, আমি আপনার নিকট কবর–আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি।'

অতঃপর ইরশাদ করলেন, মু'মিন যখন আখেরাতের দিকে রওয়ানা হয়, আল্লাহ্ পাক তখন এমন একদল ফেরেশ্তা প্রেরণ করেন যাদের চেহারা সূর্যের মত। তাদের সঙ্গে থাকে তার জন্য আনা হানূত (সুগন্ধ) ও কাফন। তারা তার সুদূর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বসে যায়। যখন রূহ্ বের হয়ে যায়, তখন আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তীকার ও আসমানের সকল ফেরেশ্তা তার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দো'আ করে এবং আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। প্রতিটি দরজাই চায় যেন সেই দিক দিয়ে প্রবেশ করে। যখন তার রূহ্কে আল্লাহ্র দরবারে নিয়ে যাওয়া হয় তখন এক ফেরেশ্তা বলে, আয় রব্ব, এই আপনার অমুক বান্দা। আল্লাহ্ বলেন, তাকে নিয়ে গিয়ে দেখাও যে, আমি তার জন্য কি নে'আমত তৈরী করে রেখেছি। কারণ, আমি তাকে ওয়াদা দিয়েছি ঃ

www.banglakitab.weebly.com

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ

'এই মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি এবং আবার এ মাটির মধ্যেই নিয়ে যাব।' (তোয়াহা ঃ ৫৫)

মুর্দা, প্রত্যাবর্তনকারীদের পাদুকার পতনধ্বনি শুনতে পাচ্ছে অবস্থাতেই তাকে প্রশ্ন করা হয় ঃ হে ব্যক্তি, তোমার রব্ব কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? সে বলে ঃ আমার রব্ব আল্লাহ্ ; আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ঐ মুহূর্তটায় ফেরেশ্তাদ্বয় অত্যন্ত কঠোর ধমক দিয়ে প্রশ্ন করে। এবং সেটাই হচ্ছে মৃতের আখেরী পরীক্ষা। যাক, সে যখন উপরোক্ত জবাব দেয় তখন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দান করে ঃ হে, তুমি সত্য বলেছ। বস্তুতঃ এ কথাই বলা হয়েছে এই আয়াতে-পাকে ঃ

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

'ঈমানদারদিগকে আল্লাহ্ পাক 'মযবুত বাণীর' সাহায্যে মযবুতি প্রদান করেন।' (ইব্রাহীম ঃ ২৭)

অতঃপর সুখী মুখ, সুগন্ধ দেহ, সুন্দর লেবাস পরিহিত এক আগন্তুকের আগমন। এসে বলে, সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমার প্রতিপালকের রহমতের এবং চিরস্থায়ী নে'আমতে পূর্ণ জান্নাতের। মুর্দা বলে, আপনি কে? আল্লাহ্ আপনাকে পরম সুখী রাখুন। আগন্তুক বলে, আমি তোমার নেক আমল। আল্লাহ্র শপথ, আমি অবগত আছি, তুমি ছিলে আল্লাহ্র বন্দেগীর পানে দ্রুতগতিশীল এবং তার অবাধ্যতার ক্ষেত্রে ছিলে শ্লথগতি, অতএব, আল্লাহ্ পাক তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন। অতঃপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে ঃ ওর জন্য একটা বেহেশ্তী বিছানা বিছাও ; বেহেশ্তের দিকে ওর জন্য একটা দরজা খুলে দাও। ফলে, বেহেশ্তী বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হবে এবং বেহেশ্তের দিকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। তখন সে বলে উঠবে ঃ আয় আল্লাহ্, দ্রুত ক্বিয়ামত কায়েম করুন, যাতে আমি 'আমার স্বজন-পরিজন' ও 'আমার মাল-দৌলতের' মাঝে চলে যেতে পারি।

www.banglakitab.weebly.com

আঁ-হযরত বলেন, কিন্তু কাফের, কাফেরের যখন দুনিয়া ছেড়ে পরকালের দিকে যাত্রার সময় হয় তখন তার নিকট একদল কঠিনপ্রাণ কঠোরাচরণ ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হয়। তাদের সঙ্গে থাকে আগুনের পোশাক ও গন্ধকের সালোয়ার। তারা তাকে—ঘিরে ফেলে। যখন তার রূহ্ বের হয়ে যায় তখন আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তীকার ও আসমানের সমস্ত ফেরেশ্‌তা তার প্রতি লা'নত বর্ষণ করে এবং আসমানের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রতিটি দরজাই কামনা করে যেন এই রূহ্‌কে সেদিক দিয়ে না ঢুকানো হয়। তার রূহ্ নিয়ে যখন ঊর্ধ্বে গমন করা হয়, তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। এবং ফেরেশ্‌তাদের পক্ষ হতে বলা হয়, আয় আল্লাহ্, আপনার অমুক বান্দা, কোন আসমান, কোন যমীনই তাকে গ্রহণ করলো না। আল্লাহ্ বলবেন, যাও, তাকে নিয়ে গিয়ে দেখাও যে, আমি তার জন্য কি কি আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছি। কারণ, আমি তাকে ওয়াদা দিয়েছি ঃ 'এ মাটি হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছি ; পুনরায় এ মাটির মধ্যেই তোমাদের নিয়ে যাবো।' —যাক, সে প্রত্যাবর্তনকারীদের পাদুকার পতনধ্বনি শুনতে পাচ্ছে অবস্থাতেই তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ হে, তোমার রব্ব কে? তোমার নবী কে? তোমার দ্বীন কি? সে বলবে ঃ লা আদ্‌রী—আমি তো কিছুই জানি না। তাকে বলা হবে ঃ তোমার জানার দরকারও নাই। অতঃপর কুৎসিত মুখ, দুর্গন্ধময় দেহ ও বিশ্রী পোশাক পরিহিত জনৈক আগন্তুক এসে বলবে ঃ হে, আল্লাহ্‌র অসন্তোষ ও যন্ত্রণাপ্রদ চিরস্থায়ী আযাবের সুসংবাদ নাও। কাফের বলবে, আল্লাহ্ যেন তোমাকেও আযাব-গযবেরই সুসংবাদ দান করে। আচ্ছা, তুমি কে? সে বলবে, আমি তোমার 'জঘন্য আমল' আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় তুমি ছিলে দ্রুতগামী আর আনুগত্যের ক্ষেত্রে ছিলে লেংড়াগতি। অতএব, আল্লাহ্ যেন তোমাকে জঘন্য বদলাই প্রদান করেন। অতঃপর তার উপর একজন অন্ধ-বধির-বোবা ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত হবে, তার হাতে থাকবে একটি লোহার গদা, সমগ্র জ্বিন-ইনসান মিলেও যদি সেই গদাটিকে উঠাতে চেষ্টা করে তবু তা উঠানো সম্ভব হবে না। এবং তা দ্বারা যদি কোন পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয় তাহলে সে পাহাড় মাটিতে মিশে যাবে। ফেরেশ্‌তা ঐ লৌহ-গদা দিয়ে তাকে একটি আঘাত করবে, সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে মিশে যাবে। পুনরায় রূহ্ সংযোগে

www.banglakitab.weebly.com

তাকে জীবিত করা হবে। অতঃপর তার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যখানে এমন এক আঘাত করবে যার আওয়াজ জ্বিন-ইনসান ব্যতীত আর সকলেই শুনতে পাবে। অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে ঃ ওর জন্য দু'টি আগুনের তক্তা বিছিয়ে দাও। দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। ফলে, আগুনের দু'টি তক্তা বিছিয়ে দেওয়া হবে এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে।

হযরত মুহাম্মদ বিন কা'ব আল-কুরাযী (রহঃ) এ আয়াতখানা পাঠ করতেন ঃ

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۙ لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۭ

'অবশেষে যখন মৃত্যু তাদের কাউকে গ্রাস করে ফেলে তখন বলে, হে প্রতিপালক, আমাকে আবার (দুনিয়াতে) পাঠান, আশা করি আমি নেক আমল উপার্জন করবো, যা আগে বর্জন করেছিলাম।'

(মুমিনুন ঃ ৯৯, ১০০)

তিনি বলেন, মৃত্যুকে বলা হয়, তুমি কি জিনিস চাও? কোন্ বস্তুর আগ্রহ কর? এ জন্য ফিরে যেতে চাও যে, যাতে মাল জমা করতে পার, প্রাসাদ নির্মাণ করতে পার এবং ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করতে পার? সে বলে, জ্বী-না, বরং এই আশায় যে, আমি যে অতীতে আপনার হুকুম লংঘন করেছি, এখন যেন তদস্থলে নেক আমল উপার্জন করতে পারি। জবাবে আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ 'তা কখনও না, এটা বুলিসর্বস্ব একটা কথা মাত্র, (মৃত্যুকালে) যা আওড়িয়েই থাকবে।'

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন তার কবর মাঝে বস্তুতঃ একটি সবুজ বাগানে অবস্থান করে। তার কবরকে সত্তর গজ প্রশস্ত করে দেওয়া হয় এবং এমনকি, তা পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদের মত উজ্জ্বল হয়ে যায়। জান, এ আয়াতখানা কি বিষয়ে নাযিল হয়েছে?

www.banglakitab.weebly.com

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

'অবশ্যই তার জন্য রয়েছে অত্যন্ত কঠিন-ক্লিষ্ট জীবন।'

(তোহায়া ঃ ১৩৪)

সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। হুযুর বললেন, 'এ আয়াত কাফেরের কবর আযাব সম্পর্কে অবতীর্ণ। কাফেরের উপর ৯৯টি বিষাক্ত সর্প লেলিয়ে দেওয়া হবে। বলতে পার, কি রকম হবে সেই সর্প? প্রতিটি সর্পই হবে সাত মাথা বিশিষ্ট। অনুরূপ ৯৯টি সর্প ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাকে দংশন ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকবে, তার দেহের ভিতর তাদের (বিষাক্ত ও জ্বালাময়) নিশ্বাস ছাড়তে থাকবে।'

সাপ-বিচ্ছুর এই সংখ্যা দেখে আশ্চর্যবোধের কিছু নাই। কারণ, এ সংখ্যা হবে মানুষের অশুভ চরিত্রের সংখ্যার অনুপাতে। যেমন, অহংকার, রিয়া, হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতি। কারণ, খারাপ চরিত্রের দু'টি ভাগ আছে, কতগুলো মৌলিক আর কতগুলো হচ্ছে সে মূল হতে উৎপন্ন শাখা-প্রশাখা ও তার বিভিন্ন প্রকার। বস্তুতঃ ঐ চরিত্রগুলোই সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হবে। অতএব, বেশী জঘন্য চরিত্রটি বিষধর অজগরের রূপে দংশন করবে, অপেক্ষাকৃত কম খারাপ চরিত্রটি বিষাক্ত বিচ্ছুরূপে দংশন করবে। আর এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পর্যায়ের চরিত্রসমূহ সাধারণ সাপের মত আঘাত করবে। অন্তর-চক্ষুষ্মাণ আওলিয়াগণ তাদের অর্ন্তদৃষ্টিতে হুবহু এ সকল কুচরিত্রকেই সাপ-বিচ্ছু প্রভৃতি আকারে দেখতে পান। অবশ্য নির্দিষ্ট কোন সংখ্যার বিষয়টি 'নবুয়তের নূর' ব্যতীত জানা অসম্ভব! যাই হোক, এই জাতীয় হাদীসসমূহের একটি বাহ্যিক দিক ও অর্থ আছে, তাও নির্ভুল। এবং একটি রহস্যপূর্ণ দিকও আছে যা আমাদের কাছে অদৃশ্য থাকলেও অন্তর-চক্ষুওয়ালাদের চোখে তা সুস্পষ্ট। তাই, এ ধরণের রেওয়ায়াতে মূল হাকীকত উন্মোচন সম্ভবপর না হলেও এর প্রকাশ্য দিকটিকে অস্বীকার করা কিছুতেই সঙ্গত নয়। বরং ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর হলো তা স্বীকার করা এবং মেনে নেওয়া।

---

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৪৬

ইলমুল-ইয়াকীন, আইনুল-ইয়াকীন ও বিচার দিবসের জিজ্ঞাসাবাদের বয়ান

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝

'অর্থাৎ যদি তোমরা ক্বিয়ামতকে ইয়াকীন সহকারে জানতে, তাহলে অবশ্যই তা তোমাদেরকে প্রাচুর্য ও গর্ব-গরিমার প্রতিযোগিতা হতে বিরত রাখত এবং তোমরা তোমাদের কল্যাণের পথকে গ্রহণ করতে ও অকল্যাণের পথসমূহ বর্জন করে দিতে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, তোমাদের যদি সেই ইয়াকীনি ইল্‌ম ও জ্ঞান থাকতো যা নবী-রাসূলদের মধ্যে ছিল যে, মাল ও বংশ মর্যাদার গর্ব-গৌরব ক্বিয়ামত দিবসে কোন কাজে আসবে না, তাহলে তোমরা প্রাচুর্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার গর্ব করতে না।

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝

'অবশ্যই তোমরা জাহান্নামকে অবলোকন করতে।'

আল্লাহ্ পাক এখানে কসম করে বলেছেন যে, অবশ্যই তোমরা ক্বিয়ামত দিবসে জাহান্নাম ও তার বিভীষিকা চাক্ষুষ অবলোকন করবে।

স্মর্তব্য যে, ইল্‌মুল-ইয়াকীন ও আইনুল-ইয়াকীনের মধ্যকার ব্যবধান সম্পর্কে বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা হতে পারে।

এক. ইল্‌মুল-ইয়াকীন ছিল নবী-রাসূলগণের এবং তা ছিল তাঁদের নবুয়তলব্ধ জ্ঞান। আর আইনুল-ইয়াকীন (চাক্ষুস দেখার দ্বারা অর্জিত জ্ঞান) হচ্ছে ফেরেশ্‌তাদের সাথে-সম্পর্কিত। কারণ, তারা বেহেশ্‌ত, দোযখ, লাওহে মাহ্‌ফূয, কলম, আরশ, কুরসী স্বচক্ষে অবলোকন করে।

দুই. ইল্‌মুল ইয়াকীন হচ্ছে মউত ও কবর সম্পর্কিত জীবিতদের জ্ঞান।

www.banglakitab.weebly.com

কারণ, তারা শুধু এতটুকুই জানে যে, মৃতরা কবরে শায়িত আছে। কিন্তু তাদের বাস্তব অবস্থাদি তারা জানে না। আইনুল-ইয়াকীন হচ্ছে স্বয়ং মৃতদের জ্ঞান। কারণ, তারা কবর ও কবর-জীবনকে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে যে, হয়তঃ তা তাদের জন্য দোযখের একটি গর্ত কিংবা একটি বেহেশ্‌তী বাগান।

তিন. ইলমুল-ইয়াকীন মানে, ক্বিয়ামতের বিশ্বাস, আর আইনুল-ইয়াকীন মানে, ক্বিয়ামত ও ক্বিয়ামতের দৃশ্যাবলী স্বচক্ষে অবলোকন করা।

চার. ইল্‌মুল-ইয়াকীন মানে বেহেশ্‌ত ও দোযখের বিশ্বাস, আর আইনুল-ইয়াকীন মানে বেহেশ্‌ত-দোযখকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা।

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

'পরন্তু, সেদিন তোমরা নে'আমতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'

অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে তোমরা দেহ, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, খাদ্য, পানীয় ও জীবন যাপনের উপকরণাদি প্রভৃতি যেসকল নে'আমত ভোগ করেছ সে-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা এই নে'আমতদাতার পরিচয় জেনেছিলে কিনা, তার শোকর ও বন্দেগী পালন করেছ কিনা, নাকি তার কৃতঘ্নতা ও অবাধ্যতা করেছ।

হযরত ইব্‌নে আবী হাতেম ও ইব্‌নে মারদুইয়াহ্‌ হযরত যায়দ বিন আসলাম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরায়ে তাকাসুর পাঠ করতঃ তার ব্যাখ্যা প্রদান করে বলছিলেন ঃ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ

'প্রাচুর্যের গর্ব ও প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ইবাদত হতে গাফেল করে রেখেছে।'

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

'যতক্ষণ না তোমরা কবর প্রত্যক্ষ করবে। অর্থাৎ যতক্ষণ তোমাদের মৃত্যু না হবে।'

www.banglakitab.weebly.com

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

'কক্ষণও এমন থাকবে না (বরং) যখন তোমরা কবরে ঢুকবে অবশ্যই তখন বিশ্বাস ও অবগত হয়ে যাবে।'

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

'আবার বলছি, কক্ষণও এমন থাকবে না ; কবর হতে যখন হাশর মাঠে যাবে, অবশ্যই তখন অবগতি হয়ে যাবে।'

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝

'কক্ষণও এমন থাকবে না, (বরং) অবশ্যই তোমাদের ইয়াকীন জ্ঞান ও প্রতীতি জন্মাবে যখন তোমরা তোমাদের আমলের হিসাবের জন্য আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে।'

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝

'অবশ্যই তোমরা জাহান্নামকে প্রত্যক্ষ করবে।'

কারণ, পুলসিরাত স্থাপিত হবে জাহান্নামের মধ্যখানে। সেখানে মুসলমানদের কেউ সম্পূর্ণ নাজাত পেয়ে যাবে, কাউকে খানিকটা আঁচড়ে খেতে হবে এবং কেউ কেউ দোযখেই নিক্ষিপ্ত হবে।

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

'পরন্তু, তোমরা নে'আমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'

অর্থাৎ পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করা, ঠাণ্ডা পানি পান করা, ছায়াময় গৃহে বাস করা সম্পর্কে এবং সুন্দর দেহ, স্বাস্থ্য ও নিদ্রার সুখ ও আরাম প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেছেন, এখানে 'নাঈম' (নে'আমত) মানে, আফিয়ত তথা নীরোগ ও নিরাপদ স্বাস্থ্য ও জীবন। হযরত আবূ ক্বিলাবাহ্ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ আমার উম্মত কতিপয় লোক ঘি ও খাঁটি মধু সংমিশ্রিত করে তা ভক্ষণ করবে।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত ইকরিমা (রাযিঃ) বলেন, এ আয়াত নাযিলের পর সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা আবার কোন্ নে'আমতের মধ্যে আছি? আমরা তো যবের রুটি দিয়ে আধ-পেটা আহার করে কাটাই। আল্লাহ্ পাক তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, আপনি তাদেরকে বলুন ঃ

اَلَيْسَ تَحْتَذُوْنَ النِّعَالَ وَتَشْرَبُوْنَ الْمَاءَ الْبَارِدَ؟ فَهٰذَا مِنَ النَّعِيْمِ ـ

'তোমরা কি পাদুকা পরিধান কর না? ঠাণ্ডা পানি পান কর না? এ সবই তো আল্লাহ্র নে'আমতের অন্তর্ভুক্ত।'

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন সূরায়ে তাকাসুর অবতীর্ণ হলো এবং হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা তা পাঠ করতে করতে 'আনিন্নাঈম' (নে'আমত সম্পর্কে) পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কোন্ নে'আমত সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে? আমাদের ভোগ্যবস্তু বলতে তো শুধু পানি আর খেজুর, ব্যস। পরন্তু, সর্বদাই আমরা শত্রুর সম্মুখীন। তাই, সর্বদাই আমাদের গর্দানে থাকে ঝুলন্ত তলোয়ার। এ অবস্থায় এমন কি নে'আমত আছে যা সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসা হতে পারি? আঁ-হযরত বললেন, মনে রেখ, প্রশ্ন অবশ্যই হবে (এসব সম্পর্কেও হবে।)

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্বিয়ামত দিবসে বান্দা সর্বাগ্রে জিজ্ঞাসিত হবে নে'আমত সম্পর্কে। বলা হবে, আমি কি তোমার শরীরকে সুস্থতা দান করি নাই? আমি কি তোমায় ঠাণ্ডা পানি পান করাই নাই?

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ থেকে বের হতেই হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) ও হযরত উমর (রাযিঃ)-র সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি বললেন, এই মুহূর্তে তোমাদের এখানে আগমনের কারণ কি? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ক্ষুধা আমাদেরকে আসতে বাধ্য করেছে। তিনি

www.banglakitab.weebly.com

বলতে লাগলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন-মরণ, যে-বস্তু তোমাদেরকে ঘরের বার করেছে, সেই একই বস্তু আমাকেও ঘরের বাইরে এনেছে। ঠিক আছে, আমার সঙ্গে চল। তাঁরা হুযূরের সাথে রওনা হলেন। হুযূর এক আনসারী সাহাবীর বাড়ীতে গেলেন। ঘটনাক্রমে সে বাড়ীতে ছিল না। তাঁর স্ত্রী হুযূরকে দেখতে পেয়ে মারহাবা ও মোবারকবাদ জ্ঞাপন করলো। হুযূর বললেন, সে কোথায়? মহিলা বললেন, আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গিয়েছেন। ইতিমধ্যে সে আনসারী এসে গেলেন। তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের দিকে তাকালেন এবং বলতে লাগলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا اَحَدٌ اَلْيَوْمَ اَكْرَمَ اَضْيَافًا مِنِّيْ ـ

'আলহামদুলিল্লাহ্! অদ্য আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মেহমানওয়ালা আর কেউ নাই।'

অতঃপর তিনি তাঁর বাগান হতে একটি খেজুরছড়া নিয়ে এলেন। যাতে শুকনা খেজুরও ছিল, তাজা খেজুরও ছিল। বললেন, এ থেকে ভক্ষণ করুন। অতঃপর তিনি একটি বকরী যবেহ্ করতে প্রস্তুত হলেন। হুযূর বললেন, দেখ, দুধেল বকরী যেন যবেহ্ না কর। আনসারী সেমতে (অদুগ্ধবতী) একটি বকরী যবেহ্ করলেন। তাঁরা সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে বকরীর গোশত খেলেন, ঐ খেজুর খেলেন এবং মিঠা পানি পান করলেন।

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتُسْئَلُنَّ عَنْ هٰذَا النَّعِيْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

'সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন-মরণ, অবশ্যই তোমরা ক্বিয়ামত দিবসে এই নে'আমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'

---

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৪৭

আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র বা স্মরণ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো।' (বাকারাহ ঃ ১৫২)

হযরত সাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা কখন আমাকে স্মরণ করেন, তা আমি জানি।' লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন,—'আমি যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করি, তখনই তিনি আমাকে স্মরণ করেন।'

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝

'তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।' (আহ্‌যাব ঃ ৪১)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۚ

'তোমরা যখন আরাফাত থেকে ফিরে আস, তখন মাশ্'আরে হারামের নিকটে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। আর তাকে স্মরণ কর এমনিভাবে যেমন তোমাদেরকে হেদায়াত করা হয়েছে।' (বাকারাহ ঃ ১৯৮)

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেন ঃ

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ

www.banglakitab.weebly.com

اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ط

'তোমরা হজ্জের যাবতীয় কাজ যখন পূর্ণ কর, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর যেভাবে তোমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে থাকো ; বরং আল্লাহ্‌র স্মরণ তদপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত।' (বাকারাহ ঃ ২০০)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ

'তারা (জ্ঞানবান ব্যক্তিরা) আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে দাঁড়িয়েও, বসেও শুয়েও।' (আলি-ইমরান ঃ ১৯১)

আরও বলেন ঃ

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ ج

'অতঃপর তোমরা যখন নামায সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর।' (নিসা ঃ ১০৩)

অতঃপর হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, —'এর অর্থ হচ্ছে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, অর্থাৎ,—দিবসে, রাত্রিতে, স্থলভাগে, জলভাগে, আবাসে, প্রবাসে, সুখে, দুঃখে, অভাবে, ঐশ্বর্যে, প্রাচুর্যে, সুস্থে, অসুস্থে, জাহেরে, বাতেনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর।'

আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফেকদের জঘন্যতা বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

وَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

'তারা আল্লাহ্‌র যিক্‌র (মুখে)-ও করে না ; কিন্তু খুবই কম।'(নিসা ঃ ১৪২)

যিক্‌র সম্বন্ধে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝

www.banglakitab.weebly.com

'তুমি স্বীয় অন্তঃকরণে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর বিনয়ের সাথে এবং ভয়ের সাথে। আরও স্মরণ কর প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় উচ্চস্বর ব্যতিরেকে নিম্নস্বরে। আর গফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' (আ'রাফ ঃ ২০৫)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط

'আল্লাহ্‌র স্মরণ সবচেয়ে বড়।' (আনকাবূত ঃ ৪৫)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) উক্ত আয়াতের দুই অর্থ বর্ণনা করেছেন ঃ এক,—আল্লাহ্ তা'আলার তোমাদেরকে স্মরণ করা, তোমাদের যিক্‌রের চাইতে বড়, শ্রেষ্ঠ ও মহান। দুই,—আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করা অন্যান্য সবকিছু হতে শ্রেষ্ঠ।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'গাফেলদের মধ্যে পরিণামের কথা স্মরণকারী ব্যক্তি এমন, যেমন শুষ্ক জ্বালানী কাষ্ঠের স্তূপে পত্রপল্লবশোভিত জীবন্ত বৃক্ষ।' তিনি আরও বলেছেন ঃ 'গাফেলদের মধ্যে আল্লাহ্‌কে স্মরণকারী ব্যক্তি এমন, যেমন জেহাদের ময়দান হতে পলাতক ব্যক্তির তুলনায় গাযী বা বীরপুরুষ।'

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَنَا مَعَ عَبْدِىْ مَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ شَفَتَاهُ بِىْ ـ

'আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে এবং আমার যিক্‌রে তার ঠোঁট সঞ্চালন করে, আমি তার সাথে থাকি।'

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'আল্লাহ্‌র আযাব হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যিক্‌রের চাইতে অধিক কার্যকরী আর কোন আমল নাই।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন,—ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে যিক্‌র জিহাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ? হুযুর বললেন ঃ 'হাঁ, যিক্‌র জিহাদের চাইতেও উত্তম ; তবে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে যদি তোমার তরবারী ভেঙ্গে যায় আর তুমি পুনরায় তা দিয়ে জিহাদ করতে থাকো, আবার যদি ভেঙ্গে যায় পুনরায় ভাঙ্গা পর্যন্ত লড়তে থাকো, তাহলে এ জিহাদ হবে যিক্‌রের চাইতেও শ্রেষ্ঠ।'

www.banglakitab.weebly.com

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَرْتَعَ فِيْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

'যে ব্যক্তি জান্নাতের বাগিচায় পায়চারি করতে আগ্রহী, সে যেন অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে।'

একদা হুযূরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, শ্রেষ্ঠতম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ 'মৃত্যুকালে আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌রে রসনা সিক্ত করা।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ 'তোমরা নিজেদের সকাল–সন্ধ্যা আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌ররত অবস্থায় অতিবাহিত কর, তাহলে তোমাদের এমন সময় আসবে যখনকার সকাল–সন্ধ্যায় তোমরা নিষ্পাপ হবে।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'সকাল–বিকাল আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা জিহাদের ময়দানে তুমুল লড়াই ও উদার মনে দান–খয়রাত অপেক্ষাও উত্তম।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, —আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا ذَكَرَنِيْ عَبْدِيْ فِيْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِيْ نَفْسِيْ وَاِذَا ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهٗ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِّنْ مَلَإِهٖ وَاِذَا تَقَرَّبَ مِنِّيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَاِذَا تَقَرَّبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَاِذَا مَشٰى اِلَيَّ هَرْوَلْتُ اِلَيْهِ ـ

'যদি আমার বান্দা আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে, আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে মানবদলে স্মরণ করে, আমি তাকে তদপেক্ষা উত্তম দলে স্মরণ করি। অনুরূপ বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়। আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, আর যদি সে এক হাত অগ্রসর হয় আমি উভয় বাহু বিস্তৃত পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়িয়ে যাই।'

www.banglakitab.weebly.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ
... ... رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ
مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ـ

'সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তা'আলা সেই (কিয়ামতের) দিন নিজ আরশের ছায়াতলে স্থান দিবেন যেদিন আর কোন ছায়া (আশ্রয়) থাকবে না। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হলো—ওই সব লোক যারা নির্জনে আল্লাহ্কে স্মরণ করেছে এবং ভয় ও ভক্তিতে তাদের চোখ হতে অশ্রু বয়ে পড়েছে!'

হযরত আবূ দার্দা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে ঐ আমলের কথা বলবো, যা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রিয়, তোমাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করবে, যা স্বর্ণ রৌপ্য ছদ্কা করা অপেক্ষা অধিক কল্যাণপদ, যা আল্লাহ্র শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা অপেক্ষা অধিক কল্যাণজনক, আমি কি এমন আমল সম্বন্ধে তোমাদেরকে সংবাদ দিবো? সাহাবীগণ আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বলুন, তা কোন আমল। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ

আল্লাহ্র যিক্র অর্থাৎ 'সদাসর্বদা আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করা।'

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِيْ عَنْ مَسْئَلَتِيْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِي
السَّائِلِيْنَ ـ

'যে ব্যক্তিকে আমার যিক্রের মগ্নতা আমার দরবারে দো'আ বা প্রার্থনা করা হতে বিরত রাখে, আমি তাকে প্রার্থনাকারীদের চেয়ে অধিক দান করে থাকি।'

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন ঃ আমি এক রেওয়ায়াতে পেয়েছি যে,

www.banglakitab.weebly.com

'আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,—হে আমার বান্দা! ফজরের পর কিছু সময় এবং আছরের পর কিছু সময় আমার যিক্‌র ও ধ্যান কর, তাহলে এ দু'য়ের মাঝের (দিবা-রাত্রির) জন্য আমি তোমার দায়িত্ব গ্রহণ করে নিবো।'

এক বুযুর্গ বলেছেন,—আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ'যে ব্যক্তির অন্তরে আমার যিক্‌র ও স্মরণের প্রতি অধিক আগ্রহ ও আকর্ষণ লক্ষ্য করি তার জিম্মাদার আমি হয়ে যাই। তার যাবতীয় অভাব দূর করি, সর্বদা তার তত্ত্বাবধান করি, তার সাথে কথা বলি এবং তাকে ভালবাসি।'

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ 'যিক্‌র দুই প্রকার,—এক, অন্তরে আল্লাহ্‌র স্মরণ জাগরুক রাখা—এটা অত্যন্ত চমৎকার ও ফযীলতময় আমল। কিন্তু এর চেয়েও উত্তম ও অধিক ফযীলতময় হচ্ছে যিক্‌রের দ্বিতীয় প্রকার। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র নাফ্‌রমানী ও হারাম কার্যাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা এবং তা থেকে বিরত হওয়া।'

বর্ণিত আছে, 'মৃত্যুর সময় প্রতিটি রূহ্ প্রচণ্ড পিপাসায় অস্থির হয়ে যায় এবং এ অবস্থায়ই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় ; কিন্তু একমাত্র আল্লাহ্‌র যিক্‌রকারী ব্যক্তি তখন পিপাসার্ত হয় না।'

হযরত মু'আয ইব্‌নে জাবাল (রাযিঃ) বলেন ঃ 'বেহেশ্‌তীরা বেহেশ্‌তে অবস্থানকালে কোন বিষয়ের আফ্‌সূস ও অনুতাপ করবে না, কেবল পৃথিবীতে অবস্থানকালে যে সময়টুকু তারা আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে নাই সেই সময়টুকুর জন্য আক্ষেপ ও অনুতাপ করবে।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে কোন মানব দল কোথাও বসে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে, ফেরেশ্‌তারা তাদেরকে ঘিরে নেয় এবং তাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয়। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আপন পার্শ্বচরদের (ফেরেশ্‌তাদের) নিকট তাদেরকে স্মরণ করেন।'

হাদীস শরীফে আরও উল্লেখ হয়েছে,—'যে মানব দল একমাত্র আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে একত্র হয় এবং তাঁকে স্মরণ করে, তখন আসমান থেকে এক আহ্বানকারী এই বলে ঘোষণা দেয়,—'ওহে! তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদের গুনাহের স্থলে নেকী দান করা হয়েছে।'

www.banglakitab.weebly.com

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যেসব লোক (দুনিয়াতে) কোন মজলিসে বসলো অথবা সাধারণ কোন বৈঠক করলো, যদি তাতে আল্লাহ্‌র যিক্‌র না করে বা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি দরূদ পাঠ না করে, তাহলে ক্বিয়ামতের দিন সেজন্যে তাদের আফ্‌সূস করতে হবে।'

হযরত দাউদ আলাইহিস্‌ সালাম বলেছেন ঃ 'হে মহান প্রভু প্রতিপালক! আপনি যখনই আমাকে দেখবেন আপনার যিক্‌র ও স্মরণকারীদের দল ত্যাগ করে আমি অন্যত্র যেতে মনস্থ করছি সেই মুহূর্তেই আপনি আমার পা ভেঙ্গে দিন, যাতে আমি সেখানে পৌঁছতে না পারি। কারণ যাকেরীনের জমাত আপনার দেওয়া আমার জন্য এক খাছ নে'আমত, যার কোন তুলনা হয় না।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمَجْلِسُ الصَّالِحُ يُكَفِّرُ عَنِ الْمُؤْمِنِ اَلْفَ اَلْفِ مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ السُّوْءِ۔

'নেক মজলিস ও সৎ সাহচর্য মু'মিন ব্যক্তির বিশ লক্ষ পাপানুষ্ঠানের ক্ষমার কারণ হয়।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাযিঃ) বলেন ঃ 'দুনিয়ার যে ঘরগুলোতে আল্লাহ্‌র যিক্‌র হতে থাকে, সেই ঘরগুলো উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় চমকাতে থাকে, আসমান থেকে ফেরেশ্‌তাগণ তা অবলোকন করতে থাকেন।

হযরত সুফিয়ান ইব্‌নে উয়াইনাহ্‌ (রহঃ) বলেন ঃ 'যখন কোন জমাত (মানবদল) কোথাও আল্লাহ্‌র যিক্‌রে মগ্ন হয়, তখন শয়তান ও দুনিয়া তাদের থেকে দূরে সরে যায়। শয়তান দুনিয়াকে বলে,—দেখছো না, এরা তো প্রচুর সওয়াব লুটে নিয়ে যাচ্ছে? তখন দুনিয়া বলে,—'নিশ্চিন্ত থাক,

www.banglakitab.weebly.com

তারা যিক্‌র ছেড়ে যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে আমি তাদের ঘাড়ে ধরে তোমার কাছে নিয়ে আসবো।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে। একদা তিনি বাজারে গেলেন। সেখানে লোকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, ওহে! তোমরা এখানে ঘুরাফেরা করছো, অথচ মজসিদে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাস (সম্পত্তি) বিতরণ করা হচ্ছে। এ কথা শুনে লোকেরা বাজার ছেড়ে মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হলো। কিন্তু তারা সেখানে গিয়ে কোনই সম্পত্তির সন্ধান পেলো না। হযরত আবূ হুরাইরাহ্‌র নিকট তারা এ পরিস্থিতির কথা বললে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমরা সেখানে কি দেখেছো? তারা বললো, দেখেছি কিছু লোক আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌রে মগ্ন আর কিছু লোক কুরআন তিলাওয়াতে রত। হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বললেন ঃ বস্তুতঃ এগুলোই তো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাস বা সম্পদ।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ ও আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

'আল্লাহ্ তা'আলার একদল পর্যটক ফেরেশ্‌তা রয়েছেন যারা আমলনামা লিপিবদ্ধকারীদের বাইরে ; তাদের কাজ হলো, পৃথিবীতে যিক্‌রের মজলিস তালাশ করে বেড়ানো। যখনই তারা কোন মজলিসে লোকদেরকে যিক্‌র করতে দেখেন তখন তারা একে অপরকে ডাকতে থাকেন—আস, তোমাদের কাম্যবস্তু এখানেই। অতঃপর তারা যিক্‌রকারীদেরকে আপন আপন ডানা দ্বারা আসমান পর্যন্ত ঘিরে নেন। তখন তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেন ঃ 'আমার বান্দারা কি করছে? ফেরেশ্‌তারা বলেন ঃ তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা, মহত্ত্ব ঘোষণা, প্রশংসাবাদ ও মর্যাদা বর্ণনা করছে। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ তারা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেশ্‌তাগণ বলেন ঃ আপনার কসম, তারা কখনও আপনাকে দেখে নাই। আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করেন ঃ যদি তারা আমাকে দেখতো তাহলে কি করতো? তখন ফেরেশ্‌তাগণ বলেন ঃ যদি তারা আপনাকে দেখতো তাহলে তারা আপনার আরো বেশী ইবাদত করতো এবং আরো বেশী মর্যাদা বর্ণনা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেন ঃ তারা কোন জিনিস হতে আশ্রয় চায়?

www.banglakitab.weebly.com

ফেরেশ্‌তাগণ উত্তর দেন, দোযখ হতে। তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তারা কি দোযখ দেখেছে? ফেরেশ্‌তাগণ উত্তর করেন, হে রব্ব! আপনার কসম, তারা কখনও তা দেখে নাই। তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তারা যদি দোযখ দেখতো, তাহলে কেমন হতো? ফেরেশ্‌তারা বলেন ঃ তারা যদি দোযখ দেখতো তবে তা হতে পলায়ন করতো এবং মারাত্মক ভয় করতো। আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেন ঃ তারা কি চায়? ফেরেশ্‌তারা বলেন ঃ তারা আপনার কাছে বেহেশ্‌ত চায়। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ তারা কি বেহেশ্‌ত দেখেছে? ফেরেশ্‌তারা বলেন ঃ হে রব্ব! আপনার কসম, তারা কখনও বেহেশ্‌ত দেখে নাই। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ যদি তারা বেহেশ্‌ত দেখতো তাহলে কেমন হতো? ফেরেশ্‌তাগণ উত্তর দেন ঃ যদি তারা বেহেশ্‌ত দেখতো, নিশ্চয়ই বেহেশ্‌তের লোভ করতো, আপনার কাছে প্রার্থনা জানাতো এবং তারা অধিক আগ্রহ প্রকাশ করতো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنِّيْ اُشْهِدُكُمْ اَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ.

'হে ফেরেশ্‌তারা! আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি ঃ আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম।'

তখন ফেরেশ্‌তারা বলে উঠেন; তাদের অমুক ব্যক্তি যিক্‌রকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয় ; সেতো শুধু তার নিজের কাজেই এসেছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ.

'তারা (যিকর্‌কারীগণ) এমন সভাসদ, যাদের সহচর (ও সহ-উপবিষ্ট)-ও বঞ্চিত হয় না।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের শ্রেষ্ঠতম যিক্‌র হচ্ছে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ.

'এক, লা-শরীক আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই।'

www.banglakitab.weebly.com

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ একশত বার এই দো'আটি পড়বে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ۔

'এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নাই, তিনি লা-শরীক, রাজত্ব তাঁরই, তাঁর সমস্ত প্রশংসা, যিনি সকল ক্ষমতার আধার।'

আল্লাহ্ তা'আলা এই দো'আ পাঠকারী ব্যক্তিকে দশজন গোলাম আযাদ করার সওয়াব দান করেন, তার আমলনামায় একশত নেকী লেখা হয়, একশত গুনাহ্ মাফ করা হয়, সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে শয়তান থেকে হিফাযত করা হয় এবং এরচেয়ে উত্তম আর কোন আমল হয় না। তবে হাঁ, এ দো'আই যদি কেউ অধিক পরিমাণে পাঠ করে, তবে সে অধিক ফযীলতের অধিকারী হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে আসমানের দিকে দৃষ্টি করে নিম্নের দো'আটি পড়বে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে, অতঃপর যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ۔

'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নাই, তিনি এক, তার কোন শরীক নাই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।'

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

www.banglakitab.weebly.com

সূচীপত্র All Contents



মুকাশাফাতুল কুলুব

দ্বিতীয় খন্ড

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী রহঃ

www.islamfind.wordpress.com

www.banglakitab.weebly.com

মুকাশাফাতুল-ক্বুলূব

বা

আত্মার আলোকমণি

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল

হুজ্জাতুল ইসলাম

ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গাযযালী (রহঃ)

অনুবাদ

মুফ্তী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়্যাহ্, ফরিদাবাদ, ঢাকা

খতীব, ১নং সিদ্দিক বাজার জামে মসজিদ, ঢাকা

দারুল ইফ্তা প্রকাশনী

১নং সিদ্দিক বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ

(নওয়াবপুর রোড সংলগ্ন ঢাকা হোটেলের বিপরীতে)

www.banglakitab.weebly.com

ইসলামী সাহিত্যের গৌরব, বিশিষ্ট জ্ঞানতাপস, মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের

ভূমিকা

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক লোক–শিক্ষক হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবূ হামেদ মুহাম্মদ আল–গাযালী (রাহঃ)–রচিত মুকাশাফাতুল–কুলূব একটা মহামূল্যবান গ্রন্থ। একশত এগারটি অধ্যায়ে সমাপ্ত এই বিরাটায়তন গ্রন্থটি ইমাম সাহেবের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'এহ্য়াউ উলুমুদ্দীন'–এর প্রায় সমপর্য্যায়ের। এ অমূল্য গ্রন্থটি আমাদের দেশে একপ্রকার অপরিচিত রয়ে গিয়েছিল। বৈরুত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শায়খ মুহাম্মদ রশীদ আল–কোব্বানী দুষ্প্রাপ্য সেই গ্রন্থটি সম্পাদনা করে সম্প্রতি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছেন। ফলে ইমাম গাযালীর (রাহঃ) এ গ্রন্থটির সাথেও আধুনিক বিশ্বের পরিচিতি লাভ সহজ হয়েছে।

ইমাম গাযালীকে (রাহঃ) হিজরী পঞ্চম শতকে প্রকাশিত হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা অত্যুজ্জ্বল মোজেযারূপে চিহ্নিত করা হয়। কারণ, প্রাথমিক পাঁচশো বছরের সময়কালের মধ্যে অর্জিত অকল্পনীয় পার্থিব সমৃদ্ধি মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টিকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ়করণের কথা যখন অনেকটা ভুলিয়ে দিয়েছিল, ঠিক সেরূপ একটা ক্রান্তিকালে ইমাম গাযালীর (রাহঃ) আবির্ভাব ঘটে। তাঁর সাধনাঋদ্ধ ক্ষুরধার লেখনী পথহারা মুসলিম উম্মাহকে নতু করে জাগিয়েছিল। আর সেটা ঘটেছিল আত্মার জাগরণ। বলা হয় যে, ইমাম গাযালীর (রাহঃ) লেখনী দ্বারাই পরবর্তীকালে নূরুদ্দীন জঙ্গী সালাহউদ্দীন আইয়ুবী প্রমুখ দরবেশ রাজন্যবর্গের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। ইতিহাস যাঁদে

www.banglakitab.weebly.com

করেছে উম্মতের শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে। ইমাম গাযালীর (রাহঃ) নির্দেশেই তাঁর জনৈক সাগরেদ মাগরেব বা মরক্কোয় একই ইসলামী দল গঠন ও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন।

ইমাম গাযালীর (রাহঃ) দর্শন পবিত্র কোরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ নির্ভর। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অন্তরমধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় ও আখেরাতের জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ একীন সৃষ্টি না করা পর্যন্ত পশুজীবনের সাথে মানুষের পার্থক্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। ভয় ও একীন ছাড়া মানুষ হিংস্র পশুর চাইতে কোন অংশে কম তো নয়ই বরং বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণী হওয়ার কারণে অবিশ্বাসী মানব সন্তান হিংস্র পশুর চাইতে অনেক বেশী মারাত্মক হয়ে থাকে। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত মনুষ্যত্বের জাগরণ শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা গতানুগতিক ধর্মাচরণ দ্বারা সম্ভবপর নয়। কারণ, মানুষের শত্রু তার নিজের মধ্যেই অবস্থান করে। নাফ্‌স রূপী সে শত্রুই শয়তানের বাহন। সুতরাং সে শত্রুর মুখে লাগাম এঁটে ওটা খোদাভীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব। এ উপলব্ধি তে উদ্বেলিত হয়েই যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীপুরুষ গাযালী (রাহঃ) রাজকীয় পদমর্যাদা এবং বর্ণাঢ্য জীবন পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়েছিলেন। সে যাত্রারই অমৃতময় ফসল তাঁর রচিত সবগুলি অমর গ্রন্থ।

আধ্যাত্মিকতা কি এবং তা অর্জন করার পথই বা কোন্‌টি তা অনুধাবন করার জন্য ইমাম গাযালীর গ্রন্থাবলী পাঠ করাই যথেষ্ট। জীবনের তাৎপর্য ও তা উপভোগ করার যেসব পদ্ধতি তিনি বলে গেছেন, জীবনপথে চলতে গিয়ে যে সব বৈরী শক্তির মোকাবেলা করতে হয়, সেগুলিকে যেভাবে তিনি চিহ্নিত করেছেন, তা সর্বকালেই চিরনতুন হয়ে থাকবে। প্রায় হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এখনও গাযালীর লেখা পুরাতন হয়নি। দেশ–কালের সীমানা পেরিয়ে যারাই তাঁর লেখার সাথে পরিচিতি লাভ করতে চায়, তাদের চোখেই সর্বপ্রথম যে সত্যটি ধরা পড়ে, তা হচ্ছে, ইমাম সাহেব যেন সে যুগ এবং সে যুগের লোকগুলিকে লক্ষ্য করেই কথা বলছেন। মানবমনের এতটা গভীরে অন্য কোন দার্শনিক বা লোকশিক্ষক প্রবেশ করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নাই। তাই ইমাম গাযালীর রচনা পাঠ করে কোনদিনই রেখে দেওয়া যায়

www.banglakitab.weebly.com

না। যতই পড়া যায়, ততই যেন আত্মার ক্ষুধা বাড়তে থাকে। মনে হয় প্রতিটি মানুষের নিজস্ব চিন্তা–চৈতন্য নিয়েই বুঝি তিনি কথা বলেছেন।

বাংলাভাষায় ইমাম গাযালীর (রাহঃ) বেশ কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এখনও এমন অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়ে গেছে, যেগুলির নামও এদেশে অনেকের জানা নাই। স্নেহভাজন মাওলানা মুফতী উবায়দুল্লাহ্ সাহেব বছরখানেক আগে বিশেষ একটি প্রশিক্ষণ উপলক্ষে কায়রোতে কিছুকাল অবস্থানের সুযোগে সেরূপ কয়েকখানা দুষ্পাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। তন্মধ্যে 'বিদায়াতুল–হিদায়াহ্' নামক পুস্তকখানি তিনি ইতিপূর্বে অনুবাদ করে বাংলাভাষাভাষী পাঠকগণকে উপহার দিয়েছেন। 'মুকাশাফাতুল–ক্বুলূব' তাঁর দ্বিতীয় উপহার। আলোচ্য গ্রন্থটি নিয়ে বিস্তর তাত্ত্বিক আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এতে যেন ইমাম সাহেব পাঠকগণকে সহজ–সরল পন্থায় আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। বইটি পাঠ করলে মনে হয়, পরম প্রিয় মাওলার সান্নিধ্য লাভ করাটাই বুঝি বান্দার নিতান্তই সহজাত একটা সাধনা। এ পথে জটিলতা বা রহস্যময়তা বলতে বুঝি কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই।

আমাদের দেশ আজ আধ্যাত্মিকতার নানা দাবী–দাওয়ার সয়লাবে টই–টুম্বুর হয়ে রয়েছে। কত কিছিমের মারেফাত–চর্চা যে এদেশে হচ্ছে, তা শুমার করে শেষ করাও কঠিন। আর এসব নামধারী মারেফাতসেবীদের প্রধান শিকারই হচ্ছে প্রকৃত ধর্মজ্ঞান বর্জিত সমাজের শিক্ষিত–উচ্চবিত্ত শ্রেণীটা।

উম্মতের মধ্যে যে যুগে যে ধরনের গোমরাহীর প্রাদুর্ভাব বেশী হয়, দ্বীনের সেবক আলেম সমাজের দৃষ্টি আল্লাহ পাক সে সবের প্রতিবিধান–চিন্তার দিকে ফিরিয়ে দেন। বিগত ইতিহাসের বহু ক্রান্তিলগ্নে এ সত্যটি বারবার প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইমাম গাযালী (রাহঃ) পরিবেশিত অমৃতধারার প্রয়োজনীয়তা বড় বেশী বলে মনে করি। আনন্দের বিষয় যে, এ যুগের কিছুসংখ্যক প্রতিভাদীপ্ত আলেমের শ্রম–সাধনা গাযালীর রচনাবলী বাংলাভাষায় প্রকাশ করার প্রতি নিয়োজিত হয়েছে। মাওলানা মুফতী উবায়দুল্লাহ তাঁদেরই

www.banglakitab.weebly.com

একজন। এলেম ও আমলের মাপকাঠিতে গাযালীর (রাহঃ) রচনাবলী অনুবাদ করার মত যোগ্য কর্মী বলেই আমি তাঁকে বিবেচনা করি। আমার আন্তরিক দোয়া, আল্লাহ্ পাক যেন তাঁর প্রতিভাদীপ্ত যৌবন ইমাম গাযালীর (রাহঃ) রূহানী ফয়যের দ্বারা আরও কর্মোদ্দীপ্ত করে তুলেন।

সমাজের বর্তমান সর্বগ্রাসী অবক্ষয় দৃষ্টে দুর্ভাবনাগ্রস্ত সুধীমণ্ডলীর প্রতি আবেদন, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনীষী ইমাম গাযালীর (রাহঃ) রচনাবলীর মধ্যে তাঁরা বর্তমান সমস্যার সমাধান তালাশ করে দেখতে পারেন। রোগের চিকিৎসা যেমন পরীক্ষিত ঔষধ দ্বারা করতে হয়, তেমনি রুগ্ন সমাজের চিকিৎসাও আত্মার গভীরে বিপ্লব সাধনের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব। এক্ষেত্রে গাযালীর শিক্ষা বহু পরীক্ষিত একটি মহৌষধ তাতে সন্দেহ নাই।

আল্লাহপাক আমাদিগকে হক তালাশ করে তা অনুসরণ করার তওফীক দান করুন। আমীন!!

বিনয়াবনত

মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা

৩১–১২–৮৮

www.banglakitab.weebly.com

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪৮	নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত	১৩
৪৯	বে–নামাযীর শাস্তি	১৯
৫০	দোযখ ও দোযখের ভয়াবহ শাস্তির বয়ান	৩৭
৫১	দোযখ আযাবের বিভিন্ন প্রকার	৪১
৫২	গোনাহ বা পাপকার্যে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকার ফযীলত	৫০
৫৩	তওবার ফযীলত, গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৫৯
৫৪	জুলুম–অত্যাচার	৬৮
৫৫	এতীমের উপর জুলুম–অত্যাচারের নিষিদ্ধতা	৭৪
৫৬	অহংকারের অপকারিতা	৭৯
৫৭	বিনয় ও অল্পে তুষ্টির বয়ান	৮৫
৫৮	দুনিয়ার ধোকা ও প্রতারণার বয়ান	৯২
৫৯	দুনিয়ার তুচ্ছতা ও অপকারিতা এবং দুনিয়া থেকে সতর্কীকরণ	৯৭
৬০	দান–খয়রাত ও সদ্‌কার ফযীলত	১০৭
৬১	মুসলমান ভাইয়ের উপকার সাধন ও প্রয়োজন মিটানোর চেষ্টা	১১৪
৬২	উযূর ফযীলত	১১৮
৬৩	নামাযের ফযীলত	১২২
৬৪	কিয়ামতের বিভীষিকা	১৩১
৬৫	দোযখ ও মীযান–পাল্লার বয়ান	১৩৫
৬৬	অহংকার ও আত্মগর্বের কুৎসা ও অনিষ্টকারিতা	১৪০
৬৭	এতীমের প্রতি দয়া এবং তাদের প্রতি অন্যায় উৎপীড়ন না করা	১৪৫

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬৮	হারাম খাওয়া	১৫০
৬৯	সূদের নিষিদ্ধতা	১৫৭
৭০	বান্দার হকের বয়ান	১৬৩
৭১	প্রবৃত্তির অনুসরণের জঘন্যতা ও যুহ্দের বয়ান	১৭০
৭২	জান্নাতের বিশদ বর্ণনা ও জান্নাতবাসীদের মান-মর্যাদা	১৮২
৭৩	ছবর, আল্লাহ্র ফয়সালায় সন্তুষ্টি এবং অল্পেতুষ্টির বয়ান	১৯৩
৭৪	তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব ও মর্যাদা	২০৩
৭৫	মসজিদের ফযীলত	২০৮
৭৬	রিয়াযত-মুজাহাদা ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বুযুর্গদের মর্যাদা	২১১
৭৭	ঈমান ও নেফাকের বর্ণনা	২২১
৭৮	গীবত ও চুগলখোরীর বর্ণনা	২২৮
৭৯	শয়তানের শত্রুতা	২৩৭
৮০	আল্লাহ্র প্রতি মহব্বত ও নফসের হিসাব-নিকাশ	২৪২
৮১	সৎকাজ ও পাপকার্যের সংমিশ্রণ	২৫০
৮২	জামা'আতে নামায পড়ার ফযীলত	২৫৪
৮৩	তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত	২৫৭
৮৪	উলামায়ে ছূ'বা অসৎ আলেম	২৬৪
৮৫	সচ্চরিত্রের গুরুত্ব ও ফযীলত	২৭১
৮৬	হাস্য, ক্রন্দন, পোষাক	২৭৭
৮৭	কুরআন মজীদ, ইলম ও আলেমের গুরুত্ব ও ফযীলত	২৮৩
৮৮	নামায ও যাকাতের গুরুত্ব	২৮৮
৮৯	পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও সন্তানের হক	২৯২
৯০	পাড়া-প্রতিবেশীর হক ও গরীব-দুঃখীদের সাথে সদ্ব্যবহার	২৯৮
৯১	মদ্যপান ও তার শাস্তি	৩০৪
৯২	মি'রাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	৩০৯
৯৩	জুম'আর ফযীলত	৩১৫

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৯৪	স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য	৩১৮
৯৫	স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য	৩২৫
৯৬	জিহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত	৩৩২
৯৭	শয়তানের ধোকা ও প্রতারণা	৩৩৬
৯৮	সামা'	৩৪১
৯৯	বিদআত ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে বিরত থাকা	৩৪৩
১০০	রজব মাসের ফযীলত	৩৪৯
১০১	শা'বান মাসের ফযীলত	৩৫২
১০২	রমযান মাসের ফযীলত	৩৫৭
১০৩	শবে ক্বদরের ফযীলত	৩৬১
১০৪	ঈদের মাসায়েল	৩৬৫
১০৫	যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের গুরুত্ব ও ফযীলত	৩৬৮
১০৬	আশূরা দিনের গুরুত্ব ও ফযীলত	৩৭৩
১০৭	মেহমানদারী বা অতিথিপরায়ণতা	৩৭৬
১০৮	জানাযা, কবর ও কবরস্থান	৩৮০
১০৯	দোযখ–আযাবের ভয়	৩৮৬
১১০	মীযান–পাল্লা ও পুলসিরাত	৩৯১
১১১	রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) ওফাত	৩৯৫

* * *

www.banglakitab.weebly.com

মুকাশাফাতুল কুলুব প্রথম খন্ড

মুকাশাফাতুল কুলুব দ্বিতীয় খন্ড

www.banglakitab.weebly.com

মুকাশাফাতুল-ক্বুলুব

অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ ঃ
শা'বান, ১৪১৩ হিঃ
মাঘ, ১৩৯৯ বাং
জানুয়ারী, ১৯৯৩ ইং

[সর্বস্বত্ব অনুবাদকের]

পরিবেশক ঃ
হক লাইব্রেরী
১৮, বায়তুল মুকাররম
ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র।

MUKASHAFATUL-QULOOB
Written in Arabic by : Huzzatul-Islam Imam Gajjali.
Translated into Bengali by : Mufti Muhammad Ubaidullah.

www.banglakitab.weebly.com

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৪৮

নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ٥

"নিশ্চয় মুমিনদের উপর নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা ফরয।" (নিসা ঃ ১০৩)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি সেগুলোর হক আদায় করবে এবং হাল্কা মনে করে বরবাদ করবে না, তার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে তা না করবে, তার জন্য আল্লাহ্র নিকট কোন প্রতিশ্রুতি নাই। ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন আর ইচ্ছা করলে তাকে বেহেশ্তেও প্রবেশ করাতে পারেন।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ হচ্ছে এরূপ যে, তোমাদের কারও বাড়ীর সম্মুখে যদি একটি স্বচ্ছ নহর থাকে এবং তাতে প্রচুর পানিও থাকে, সেখানে দৈনিক পাঁচবার যদি সে গোসল করে, তবে কি তার শরীরে সামান্যতম ময়লাও অবশিষ্ট থাকবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ না, সামান্যতম ময়লাও অবশিষ্ট থাকবে না। হুযূর বললেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও ঠিক তদ্রূপ ; অর্থাৎ পানির দ্বারা যেমন শরীরের ময়লা দূর হয়ে যায়, নামাযের দ্বারাও ঠিক তেমনি মানুষ পাপের ময়লা হতে স্বচ্ছ-পবিত্র হয়ে যায়।'

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ 'নামাজ এক ওয়াক্ত থেকে অপর ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত পাপসমূহের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ

www.banglakitab.weebly.com

হয় ; যদি কবীরা গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকা হয়।' যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط

"নিশ্চয় নেক আমল দূর করে দেয় পাপসমূহকে।" (হূদ ঃ ১১৪)

উপরোক্ত আয়াতে يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ শব্দের মর্ম হলো, নেক আমল অশুভ কাজের পঙ্কিলতা এমনভাবে দূর করে দেয়, যেন ইতিপূর্বে তা মোটেই ছিল না।

বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি জনৈকা স্ত্রীলোককে চুম্বন করেছিল, অতঃপর সে এসে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে সংবাদ দিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ط إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط

('নামায কায়েম কর দিনের দুই অংশে এবং রাত্রের কিছু অংশে। নিশ্চয় নেক আমল দূর করে দেয় পাপসমূহকে') তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই আয়াতের বিষয়বস্তু কি আমার জন্য বিশেষভাবে? আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, এ বিষয় আমার উম্মতের সকলের জন্যই ব্যাপক।

হযরত আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হদ্দের (শরয়ী দণ্ডের উপযুক্ত) কাজ করেছি, সুতরাং আমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করুন। একথা সে একবার কি দুইবার বলেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি কোথায়? সে দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হাজির। হুযূর বললেন ঃ তুমি কি পূর্ণাঙ্গ

www.banglakitab.weebly.com

উযূ করে আমাদের সাথে নামায আদায় কর নাই? লোকটি বললো ঃ হাঁ, আদায় করেছি। হুযূর বললেন ঃ 'তোমার কৃত গুনাহ্ মাফ হয়ে গেছে ; মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তুমি যেরূপ নিষ্পাপ ছিলে, এখন তুমি সেরূপ নিষ্পাপ'।[১] অতঃপর এই আয়াতখানি নাযিল হয় ঃ 'নামায কায়েম কর দিনের দুই অংশে এবং রাতের কিছু অংশে। নেক আমল গুনাহ্সমূহ মাফ করিয়ে দেয়।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'আমাদের এবং মুনাফেকদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায় ফজর ও ইশার জামাতে উপস্থিতির দ্বারা ; তারা এ দুই ওয়াক্তের জামাতে উপস্থিত হয় না। তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ 'নামায দ্বীনের খুঁটি বা শিকড়, যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করলো, সে দ্বীনকে ধ্বংস করলো।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সর্বোত্তম কাজ কোন্টি ? তিনি উত্তর করলেন ঃ ঠিক সময়ে নামায পড়া।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ পবিত্রতা ও উযূ সহকারে সঠিক সময়ে পাবন্দির সাথে নামায আদায় করবে, কেয়ামতের দিন সেই নামায তার জন্য জ্যোতিঃ, প্রমাণ ও মুক্তিস্বরূপ হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করবে না, কেয়ামতের দিন তার হাশর ফেরাউন ও হামানের সাথে হবে।'

হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ 'নামায জান্নাতের চাবিকাঠি।' তিনি আরও বলেন ঃ 'তওহীদ বা আল্লাহ্র একত্বের পর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ইবাদত হলো নামায। নামাযের চেয়ে আরও অধিক শ্রেষ্ঠ কোন ইবাদত যদি হতো, তবে ফেরেশ্তাগণও তাতে শরীক হতেন। অথচ, ফেরেশ্তাগণের অনেকেই রুকূ অবস্থায়, অনেকেই

---

(১) ওহী অথবা অন্য কোনরূপে হুযূর জ্ঞাত হয়েছিলেন যে, তার অপরাধ কি ছিল। তাই, সে সম্পর্কে তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। তার সে অপরাধ অকৃতভাবে হদ্দের যোগ্য ছিল না। যদিও সে মনে করেছিল তা হদ্দের যোগ্য। তাই, নামাযের দ্বারা তা মাফ হয়ে গেল।

www.banglakitab.weebly.com

সেজদাবস্থায়, অনেকেই দাঁড়ানো অবস্থায় এবং অনেকেই বসা অবস্থায় ইবাদতরত রয়েছেন।'

হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করলো, সে কুফ্‌র করলো।' অর্থাৎ ঈমানের বাঁধ খুলে যাওয়ার কারণে বা স্তম্ভ ধ্বসে যাওয়ার কারণে কুফ্‌রের অতি নিকটবর্তী হয়ে গেল।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ত্যাগ করে, তার থেকে আল্লাহ্‌র রাসূলের নিরাপত্তা উঠে যায়।'

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ). বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে নামাযের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তরে নামাযের ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে, প্রতি কদমে তার আমলনামায় একটি নেকী লেখা হয় এবং পরবর্তী কদমে একটি গুনাহ্ মোচন করা হয়। ইক্বামতের আওয়ায শোনার পর নামাযের দিকে অগ্রসর না হয়ে পশ্চাদপদ হওয়া তোমাদের মোটেই উচিত নয়। তোমাদের মধ্যে যার গৃহ অধিক দূরত্বে আল্লাহ্‌র কাছে তার পুরস্কারও অধিক। কারণ মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে তার পদচারণার সংখ্যা বেশী।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَى اللّٰهِ بِشَيْءٍ اَفْضَلَ مِنْ سُجُوْدٍ خَفِيٍّ -

'গোপন একাকীত্বে আল্লাহ্‌কে সেজদা করার চাইতে অধিক নৈকট্য দানকারী আর কোন ইবাদত নাই।'

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ 'যে কোন মুসলমান আল্লাহ্‌কে যখন সেজদা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তখন তার একটি দর্জা বুলন্দ করেন এবং একটি গুনাহ্ মাফ করেন।'

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করুন, যাতে আমি হাশরের ময়দানে আপনার শাফাআত লাভ করতে পারি এবং জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে পারি। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

'এ ব্যাপারে তুমি আমাকে বেশী বেশী সেজদার (নামাযের) মাধ্যমে সহযোগিতা করতে থাক।'

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার অধিকতর নিকটতম হয় তখন, যখন সে সেজদায় থাকে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩

"আপনি সেজদা করুন এবং আমার নৈকট্য লাভ করুন।"

(আলাক্ব ঃ ১৯)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ

"তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের মুখমণ্ডলে সেজদার চিহ্ন থাকবে।"

(ফাতহ্ ঃ ২৯)

এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী উক্ত চিহ্ন দ্বারা নামাযে খুশূ-খুযূর নূরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, আন্তরিক খুশূ-খুযূর প্রতিক্রিয়া বাহ্যিক অবয়বেও প্রকাশ পায়। অপর এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, উক্ত আয়াতে সেজদার সময় মাটিতে কপাল লাগানোর বিষয় বুঝানো হয়েছে। আরও এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী উক্ত আয়াতে সেই নূর ও ঔজ্জ্বল্যকে বুঝানো হয়েছে যা ক্বেয়ামতের দিন নামাযী ব্যক্তির চেহারায় তার উযূর কারণে প্রকাশ পাবে।

হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'পবিত্র কুরআনে সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার পর আদম-সন্তান যখন সেজদা আদায় করে, তখন ইবলীস শয়তান অদূরে বসে কাঁদতে থাকে আর বলতে থাকে ঃ হায় আফ্সূস! আদম-সন্তানকে সেজদার হুকুম করা হয়েছে এবং তৎক্ষণাৎ সে তা পালন করেছে। আর আমাকে সেজদার হুকুম করা হয়েছিল, কিন্তু আমি তা পালন করতে অস্বীকার করেছি। তাই পরিণামে এখন আমার জন্য দোযখ ছাড়া আর কিছু নাই। হযরত আলী ইব্নে আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ 'ইবলীস প্রতিদিন এক হাজার

www.banglakitab.weebly.com

বার সেজদা করতো, ফলে তার উপাধি হয়েছিল 'সাজ্জাদ' অর্থাৎ অধিক সেজদাকারী।'

বর্ণিত আছে, হযরত উমর ইব্নে আব্দুল আযীয (রহঃ) সরাসরি মাটির উপর সেজদা করতেন।

ইউসূফ ইব্নে আস্বাত (রহঃ) বলেন ঃ "ওহে যুবকেরা! সুস্থ-সবল থাকতে অতি শীঘ্র কিছু করে নাও। বর্তমানে কেবল এক ব্যক্তিই এমন রয়েছেন, যাকে আমি ঈর্ষা করি ; তিনি পূর্ণাঙ্গরূপে রুকূ-সিজদাহ্ করেন। এখন দূরত্বের কারণে তাঁর সাথে আমার মোলাকাত হয় না।"

হযরত সাঈদ ইব্নে জুবায়ের (রহঃ) বলেন ঃ এ জগতের কোন বস্তু বা বিষয়ের জন্য আমার আদৌ কোন আফসূস হয় না ; কিন্তু কখনও যদি আমার একটি সেজদা কম হয়ে যায়, তখন আফসূসের কোন সীমা থাকে না।

হযরত উক্বা ইব্নে মুসলিম (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্র সাক্ষাৎ কামনা করার গুণটি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে খুবই প্রিয়। বান্দা আল্লাহ্র সর্বাধিক কাছাকাছি হয় তখন, যখন সে সেজদায় থাকে।'

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ 'সেজদার সময় বান্দা আল্লাহ্র নিকটতম সান্নিধ্যে পৌঁছে যায়। সুতরাং এ সময়টিতে অন্তর ভরে খুব দো'আ করে নেওয়া চাই।'

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৪৯

বে-নামাযীর শাস্তি

আল্লাহ্ তা'আলা দোযখীদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ۝ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۝ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۝ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ ۝

"কোন্ বস্তু তোমাদের দোযখে দাখেল করলো? তারা বলবে—আমরা না নামায পড়তাম, আর না দরিদ্রদের খানা খাওয়াতাম, আর (যারা সত্য ধর্মকে বিলুপ্ত করার চেষ্টায় রত ছিল সেই) প্রচেষ্টাকারীদের সাথে আমরাও চেষ্টা রত থাকতাম। (মুদ্দাস্‌সির ঃ ৪২–৪৫)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ اِلَّا تَرْكُ الصَّلٰوةِ

'বান্দা ও কুফ্‌রীর মধ্যে (যোগসেতু) হলো নামায ত্যাগ করা।' (অর্থাৎ নামায ত্যাগ করলে বান্দার কুফ্‌রীতে পতিত হতে বিলম্ব থাকে না)

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ আমাদের ও তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে, তা হলো নামায। সুতরাং যে নামায ত্যাগ করবে, সে (প্রকাশ্যে) কাফের হয়ে যাবে।

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًا

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করলো, সে প্রকাশ্যে কুফ্‌রী করলো।'

www.banglakitab.weebly.com

হযরত উবাদাহ্ ইব্নে ছামেত (রাযিঃ) বলেন ঃ 'আমার প্রাণপ্রিয় দোস্ত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাকে সাতটি নছীহত করেছেন। তন্মধ্যে (চারটি এই)—এক, আল্লাহ্র সাথে কাউকে বা কোন কিছুকে শরীক করো না, এমনকি যদি তোমাকে কেটে টুক্রা টুক্রাও করে ফেলা হয় বা আগুনে নিক্ষেপ করা হয় বা শূলিতে চড়ানো হয়। দুই, স্বেচ্ছায় কখনও নামায ত্যাগ করো না। কারণ, এরূপ ব্যক্তি দ্বীন ও মিল্লাতের গণ্ডিবহির্ভূত হয়ে যায়। তিন, আল্লাহ্র না–ফরমানী ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ো না। কেননা, পাপকর্ম আল্লাহ্ তা'আলার রোষ ও অসন্তুষ্টির কারণ হয়। চার, মদ্যপান করো না। কারণ, মদ্যপান সর্ববিধ গুনাহের শিকড়।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যাবতীয় আমলের মধ্যে একমাত্র নামায ব্যতীত অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফ্রী বলে মনে করতেন না।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ 'কুফ্র ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হয় নামাযের দ্বারা ; সুতরাং যে নামায ত্যাগ করলো, সে শিরক করলো।'

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'যে নামায ত্যাগ করলো, ইসলামে তার কোন অংশ নাই। আর যার উযূ সঠিক নয়, তার নামাযও দুরুস্ত নয়।'

ত্বব্রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যার আমানতদারী নাই, তার (পূর্ণ) ঈমান নাই। আর যার নামায নাই, তার দ্বীন বলতে কিছু নাই। বস্তুতঃ দ্বীনের জন্য নামাযের গুরুত্ব এমন, যেমন শরীরের জন্য মাথার গুরুত্ব।

হযরত আবুদ্দার্দা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নছীহত করেছেন ঃ আল্লাহ্র সাথে শরীক করো না, এমনকি যদি তোমাকে কেটে খণ্ড–বিখণ্ড করে দেওয়া হয় বা আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বা শূলিতে চড়ানো হয়। ফরয নামায কখনও ত্যাগ করো না ; যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করবে, তার বিষয়ে আমার কোন দায়িত্ব থাকবে না। মদ্যপান করো না, কারণ, তা

www.banglakitab.weebly.com

সকল পাপাচারের মূল।'

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি যখন হ্রাস পেয়েছিল, তখন কেউ তাকে বলেছিল, আপনি কয়েকদিনের জন্য নামায থেকে বিরত থাকলে আমরা আপনার চিকিৎসা করে সেরে নিতাম। হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বললেন ঃ 'যে নামায ত্যাগ করবে, ক্বেয়ামতের দিন সে আল্লাহ্র সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার উপর খুবই রাগান্বিত থাকবেন।'

ত্ববরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন কিছু উপদেশ দান করুন, যে অনুযায়ী আমল করলে আমি বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারি। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ 'তোমাকে যদি কঠিন শাস্তিও দেওয়া হয় বা আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তবুও আল্লাহ্র সঙ্গে শির্ক করো না। পিতা-মাতার অবাধ্যতা করো না, এমনকি তারা যদি তোমাকে তোমার ধন-সম্পদ ও সর্বস্ব থেকে বঞ্চিতও করে দেয়, তবুও তাদের অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক। আর স্বেচ্ছায় কখনও নামায ত্যাগ করো না। কারণ, নামায ত্যাগকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুগ্রহদৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে যায়।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তোমাকে হত্যা করা হলে বা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলেও আল্লাহ্র সঙ্গে শির্ক করো না, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করো না ; তারা যদি তোমাকে তোমার ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-পরিজন থেকে পৃথক হয়ে যেতে বলে, তবুও তাদের বাধ্য থাক। ফরয নামায স্বেচ্ছায় কখনও ত্যাগ করো না। কারণ, এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্র নিরাপত্তা হতে বঞ্চিত। শরাব পান করো না। কারণ, শরাব সর্ববিধ পাপের মূল। গুনাহ্ থেকে পরহেয কর, কেননা গুনাহ্ আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও রোষের কারণ হয়। জেহাদের ময়দান হতে পলায়ন করো না, এমনকি ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি দেখা দিলেও নয়। সাধারণভাবে মৃত্যু (মহামারী) দেখা দিলেও তুমি দৃঢ়পদ থাক। সামর্থ অনুযায়ী পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ কর, তাদের প্রতি শাসনের বেত্র উত্তোলিত রাখতে অবহেলা করো না, সদা আল্লাহ্র ভয় প্রদর্শন কর।'

www.banglakitab.weebly.com

ইব্নে হাব্বানে বর্ণিত হয়েছে, 'মেঘলা দিনে সঠিক সময়ে আগে-ভাগে নামায পড়। যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করলো, সে কুফ্রী করলো।'

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার নাম দোযখের দরজায় লিখে দিবেন, যা দিয়ে সে প্রবেশ করবে।

বায়হাক্বী শরীফে আছে, যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করলো, তার এরূপ ক্ষতি হলো, যেমন তার ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-পরিজন ধ্বংস হয়ে গেল।

হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

وَاللّٰهِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَتُقِيْمُنَّ الصَّلٰوةَ وَلَتُؤْتُنَّ الزَّكَاةَ اَوْ لَاَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلاً فَيَضْرِبُ اَعْنَاقَكُمْ عَلَى الدِّيْنِ۔

'ওহে কুরাইশবংশীয় লোকেরা! শুনে রাখ,—আল্লাহ্র কসম, তোমরা অবশ্যই নামায পড়, যাকাত আদায় কর। তা-নাহলে তোমাদের উপর এমন লোককে জয়ী করে দেওয়া হবে, যে দ্বীনের জন্য তোমাদেরকে হত্যা করবে।'

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামে চারটি বিষয়কে অতি অবশ্য ও অপরিহার্য কর্তব্যরূপে ফরয করে দিয়েছেন ঃ নামায, যাকাত, রমযানের রোযা ও হজ্জে বাইতুল্লাহ ; যদি কেউ যে কোন একটিও পরিত্যাগ করে বাকী তিনটির উপর আমল করে, তবুও কোন কাজে আসবে না, যাবৎ সে সব কয়টি বিষয়ের উপর আমল না করবে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ হতে সকল তত্ত্বজ্ঞানী এ ব্যাপারে একমত যে, 'বিনা উযরে যদি কেউ নামায আদায় না করে সময় পার করে দেয়, তাহলে এরূপ ব্যক্তি কাফের।'

হযরত আইয়ূব (রহঃ) বলেন ঃ 'নামায ত্যাগ করা কুফ্র,—এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নাই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝ اِلَّا مَنْ تَابَ

"তাদের পর এমন না-লায়েক লোক জন্মালো, যারা নামায বিনষ্ট করে দিল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সুতরাং তারা শীঘ্রই বিপদ দেখবে। অবশ্য যারা তওবা করছে।" (মারইয়াম ঃ ৫৯)

হযরত ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন ঃ 'উক্ত আয়াতে উল্লিখিত اَضَاعُوا শব্দের অর্থ 'একেবারে নামায ত্যাগ করা নয় ; বরং এর অর্থ,—নামাযের নির্ধারিত সময় পার করে দেওয়া—এরূপ ব্যক্তিদের জন্য উপরোক্ত আয়াতে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যতম তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইব্নে মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন ঃ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ অর্থ হচ্ছে, তারা নামাযের ব্যাপারে এতোই গাফেল যে, যোহরের সময় পার হয়ে আছরের সময় উপস্থিত হয়ে যায়, অনুরূপ আছর পার হয়ে মাগরিব, মাগরিব পার হয়ে ইশা, ইশা পার হয়ে ফজর—তবুও তারা নামাযের ব্যাপারে সচেতন হয় না। এহেন অবস্থা থেকে যদি তারা তওবা না করে, তবে তাদের জন্য উপরোক্ত আয়াতে غَيًّا (জাহান্নামের একটি উপত্যকা)-এ পতিত হওয়ার ঘোষণা রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ۝

"হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন আল্লাহ্র স্মরণ থেকে তোমাদেরকে গাফেল করতে না পারে। আর যারা এরূপ করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (মুনাফিকূন ঃ ৯)

উক্ত আয়াতে ذِكْر দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যে সকল লোক পার্থিব ধন-সম্পদের মোহে পতিত হয়ে ক্রয়-বিক্রয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্যে বা পরিবার-পরিজনের মায়া-মমতার দরুন নামাযে

www.banglakitab.weebly.com

অবহেলা প্রদর্শন করবে, তারা নির্ঘাত ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۙ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

"অতএব বড় সর্বনাশ ঐ সকল নামাযীর জন্য যারা নিজেদের নামাযকে ভুলে থাকে।" (মাউন ঃ ৪,৫)

হযরত সা'দ ইব্নে ওয়াক্কাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমি উক্ত আয়াতের মর্ম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছেন ঃ এরা হচ্ছে ওইসব লোক, যারা নির্ধারিত সময় পার করে নামায পড়ে।' হযরত মুসআব ইব্নে সা'দ (রহঃ) বলেনঃ 'উক্ত আয়াত সম্বন্ধে আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নামাযে ভুল-ভ্রান্তি বা এদিক-সেদিক চিন্তা করা থেকে তো আমরা কেউ মুক্ত নই? তিনি বললেন ঃ আয়াতের অর্থ এই নয়, বরং এ আয়াতে ওইসব লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা নামাযের নির্ধারিত সময় পার করে দেয়।' وَيْل দ্বারা কঠিন শাস্তি বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন ঃ وَيْل জাহান্নামের একটি উপত্যকা দুনিয়ার সমস্ত পাহাড়-পর্বতকে যদি একত্রিত করে তাতে নিক্ষেপ করা হয়, তবে সেই উপত্যকার তাপে বিগলিত হয়ে যাবে। নামাযের ব্যাপারে অবহেলাকারী এবং অসময়ে নামায পাঠকারীদের জন্য তা' হবে আবাসস্থল। অবশ্য যারা সত্যিকার তওবা-অনুতাপ করবে এবং উক্ত অবহেলা পরিহার করবে তারা নিষ্কৃতি পাবে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَ اَنْجَحَ وَ اِنْ نَقَصَتْ فَقَدْ خَابَ وَ خَسِرَ.

"ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার যে আমলের হিসাব হবে, তা হচ্ছে নামায। যদি নামায সঠিক হয়, তবে সে কৃতকার্য ও উত্তীর্ণ হবে। আর

www.banglakitab.weebly.com

যদি নামায ত্রুটিপূর্ণ হয়, তবে সে অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

ত্বব্রানী ও ইব্নে হাব্বানে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَ بُرْهَانًا وَ نَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرٌ وَ لَا بُرْهَانٌ وَ لَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَ اُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ۔

"যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে, ক্বেয়ামতের দিন সেই নামায তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তিস্বরূপ হবে। আর যে ব্যক্তি এর হেফাজত করবে না, তার জন্য তা জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তিস্বরূপ হবে না। সুতরাং ক্বিয়ামতের দিন সে কারূন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইব্নে খালাফের সাথে হবে।"

নামায ত্যাগকারী লোকদের হাশর উপরোক্ত ব্যক্তিদের সাথে এজন্যে হবে যে, যে ব্যক্তিকে ধন-সম্পদের মায়া-মোহ নামায থেকে বিরত রেখেছে, তার সামঞ্জস্য হয় কারূনের সাথে, তাই এরূপ লোকের হাশর হবে তারই সাথে। যে ব্যক্তিকে রাজত্বের মোহ নামায থেকে উদাসীন করে রেখেছে, তার সামঞ্জস্য হয় ফেরাউনের সাথে, তাই এরূপ লোকের হাশর হবে তারই সাথে। আর যে ব্যক্তিকে চাকরী-নকরী বা মন্ত্রীত্বের মোহ নামায থেকে গাফেল করে রেখেছে, তার সামঞ্জস্য হয় হামানের সাথে, তাই এরূপ লোকের হাশর হবে হামানেরই সাথে। অনুরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকার্যরত লোকদের সামঞ্জস্য উবাই-ইব্নে খলফের সাথে, তাই তাদের হাশর হবে তারই সাথে।'

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি বিনা উযরে দুই ওয়াক্ত নামায (এক ওয়াক্তকে বিলম্বিত করে অপর ওয়াক্তের সাথে) একত্রিত করে পড়লো, সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলো।'

www.banglakitab.weebly.com

নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'নামাযসমূহের মধ্যে একটি নামায এমন রয়েছে, যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করলো, সে এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হলো, যেন তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল। সেটি আছরের নামায।'

অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, 'উক্ত আছরের নামায তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা এর হক রক্ষা করে নাই। এখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই নামাযের হেফাজত করবে, তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। এই নামাযের পর তারকা উদিত হওয়া (অর্থাৎ সন্ধ্যা) পর্যন্ত আর কোন নামায নাই।'

আহমদ, বুখারী ও নাসায়ী শরীফে বর্ণিত, যে ব্যক্তি আছরের নামায ত্যাগ করলো, তার আমল ধ্বংস হয়ে গেল।

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত সামুরা ইব্নে জুন্দুব (রাযিঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের কেউ কি কোন স্বপ্ন দেখেছ? কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে তাঁর নিকট বলতেন, যা আল্লাহ্ চাইতেন। একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'রাতে আমার নিকট দু'জন আগন্তুক (ফেরেশ্তা) আসলো। তারা আমাকে জাগিয়ে উদ্বুদ্ধ করে বললো, চলুন! আমি তাদের সাথে চললাম। এভাবে আমরা একজন লোকের নিকট পৌঁছলাম, সে কাত হয়ে শুয়েছিল। অপর একজন তার নিকট পাথর হাতে দাঁড়ান। সে তার মাথা লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করছে, এতে তার মাথা ফেটে যাচ্ছে, আর পাথর অনেক নীচে গিয়ে পড়ছে। সে আবার পাথরের পিছনে পিছনে গিয়ে পাথরটি নিয়ে আসতে না আসতেই তার মাথা পূর্বের ন্যায় ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে সে পুনরায় পূর্বের ন্যায় আচরণ করছে। আমি ফেরেশ্তাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, সুব্হানাল্লাহ্! বলুন, এরা কারা? তারা বললেন, সামনে চলুন। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে অপর একজনকে পেলাম, যে চিৎ হয়ে শুয়েছিল। আরেকজন তার নিকট লোহার সাঁড়াশী হাতে দাঁড়ান ছিল। সে এই সাঁড়াশী দ্বারা একের পর এক তার মুখমণ্ডলের একাংশ চিরে গলার পিছন পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। অনুরূপ তার নাসাভ্যন্তর ও চোখ চিরে পিছন পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। বর্ণনাকারী

www.banglakitab.weebly.com

বলেন, আবূ রাজা বেশীর ভাগ সময় এরূপ বলতেন, সে একদিকে কেটে অপর দিকে কাটতো। অপর দিকে কাটা শেষ হতে না হতেই প্রথম দিকটা পূর্বের ন্যায় ভাল হয়ে যেত, এভাবে বারবার এরূপই করতো যেরূপ প্রথম করেছিল। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্! বলুন, এরা দুজন কে? তারা বললেন, সামনে চলুন। সামনে আমরা একটি চুলার নিকট গিয়ে পৌঁছলাম। তিনি বললেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, আমি সেখানে শোরগোলের শব্দ শুনতে পেলাম, যাদের নীচ থেকে আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছিল। আগুনের আওতায় আসলেই তারা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে উঠতো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তাঁরা বললেন, সামনে চলুন। সামনে অগ্রসর হয়ে আমরা একটি নহরের নিকট পৌঁছলাম। আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন, সেটি ছিল রক্তের লাল নহর। নহরে একজনকে সাতরাতে দেখলাম। নহরের পাড়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, যার নিকট ছিল অসংখ্য পাথরের স্তূপ। সাতারকারী লোকটি সাতরানো শেষ করে দাঁড়ানো লোকটির নিকট এসে মুখ খুলে দিতো। আর সে তার মুখে একটি পাথর নিক্ষেপ করতো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তাঁরা বললেন, সামনে চলুন। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে একজন বীভৎস চেহারার লোক দেখতে পেলাম, যেরূপ তোমরা কোন বীভৎস চেহারার লোক দেখে থাক। তার নিকট ছিল আগুন। সে আগুন জ্বালাচ্ছিল আর তার চতুর্দিকে দৌড়াচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোক কে? তারা বললেন, সামনে চলুন। সামনে আমরা এক ঘন সন্নিবিষ্ট বাগানে উপনীত হলাম। বাগানটি বসন্তের রকমারি ফুলে সুশোভিত ছিল। বাগানের মাঝে ছিল একজন লোক। যার আকৃতি এতখানি দীর্ঘকায় ছিল যে, আমরা তার মাথা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাঁর চারপাশে এত বিপুলসংখ্যক বালক ছিল, যেরূপ আর কখনও আমি দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোক কে? আর এরাই বা কারা? তারা বললেন, সামনে চলুন, সামনে চলুন। অবশেষে আমরা এক বিরাট বাগানে গিয়ে উপনীত হলাম। এরূপ বড় ও সুন্দর বাগান আমি আর কখনও দেখি নাই। তাঁরা আমাকে বললেন, এর উপর আরোহণ করুন। আমরা তাতে আরোহণ করলে একটি শহর আমাদের নজরে পড়লো। সেটি ছিল সোনা ও রূপার ইট দিয়ে তৈরী। আমরা ওই শহরের দরজায় পৌঁছলাম। দরজা খুলতে বললে

www.banglakitab.weebly.com

আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো। ভিতরে প্রবেশ করে আমরা কিছু লোকের সাক্ষাৎ পেলাম। যাদের শরীরের অর্ধেক খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল। যেরূপ তোমরা খুব সুন্দর কাউকে দেখে থাক। আর অর্ধেক ছিল খুবই কদাকার। যেরূপ তোমরা খুব কদাকার কাউকে দেখে থাক। তারা উভয়ে ঐ লোকদের উদ্দেশ্যে বললো যাও, তোমরা এ ঝর্ণায় নেমে পড়। দেখা গেল প্রস্থের দিকে লম্বা প্রবহমান একটি ঝর্ণা রয়েছে। তার পানি ছিল সম্পূর্ণ সাদা। তারা গিয়ে ঝর্ণায় নেমে পড়লো। তারপর তারা আমাদের নিকট আসলো। দেখা গেল তাদের কদাকৃতি দূর হয়ে গেছে। এখন তারা খুব সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে গেছে। ফেরেশ্‌তাদ্বয় আমাকে জানালেন, "এটাই 'আদ্‌ন' নামক বেহেশ্‌ত, এটাই আপনার বাসস্থান। আমি উপরের দিকে তাকালাম, দেখলাম— ধবধবে সাদা মেঘের ন্যায় এক অট্টালিকা। তাঁরা আমাকে জানালেন, 'এটাই আপনার প্রাসাদ।' আমি বললাম, 'আল্লাহ্‌ আপনাদের উভয়ের কল্যাণ করুন, আমাকে ছেড়ে দিন আমি এতে প্রবেশ করবো। তাঁরা বললেন, এখন নয়, তবে এতে আপনি অবশ্যই প্রবেশ করবেন। আমি তাদের বললাম, সারা রাত্র ধরে আমি অনেক অনেক আশ্চর্য জিনিস প্রত্যক্ষ করলাম, এগুলোর তাৎপর্য কি? তারা উভয়ে বললেন, এখন আমরা তা আপনাকে জানাবো। প্রথম যে ব্যক্তির নিকট আপনি গিয়েছেন, যার মাথা পাথর মেরে মেরে চৌচির করা হচ্ছিল, সে কুরআন মুখস্থ করে (তার উপর আমল) ছেড়ে দিতো, আর ঘুমিয়ে ফরজ নামায ত্যাগ করতো। আর যে ব্যক্তির নিকট আপনি গেলেন, যার গলদেশের পিছন পর্যন্ত চেরা হচ্ছিল, আর নাসাভ্যন্তর ও তার চোখ পিঠ পর্যন্ত চেরা হচ্ছিল, সে সকাল বেলা আপন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতো আর চতুর্দিকে মিথ্যার বেসাতি করে বেড়াতো। আর ঐ উলঙ্গ নারী-পুরুষ যাদেরকে প্রজ্জ্বলিত চুলায় দেখেছেন, তারা ছিল যেনাকার পুরুষ ও যেনাকার নারী। আর যে লোক ঝর্ণায় সাঁতরাচ্ছিল, যার নিকট দিয়ে আপনি গিয়েছিলেন, যে পাথরের লোকমা খাচ্ছিল, সে ছিল সুদখোর। আর ঐ কদাকার ব্যক্তি যাকে আপনি আগুনের নিকট দেখেছিলেন আর যে আগুন জ্বালিয়ে তার চার দিকে দৌড়াচ্ছিল, সে দোযখের দারোগা মালেক ফেরেশ্‌তা। বাগানে যে দীর্ঘাকৃতির লোককে দেখেছেন, তিনি ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌ সালাম। আর তাঁর চারপাশে যে বালকদেরকে দেখেছেন,

www.banglakitab.weebly.com

তারা ছিল ঐসব শিশু যারা স্বভাবধর্মের (ইসলাম) উপর মৃত্যুবরণ করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, মুসলমানদের কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মুশরিকদের সন্তানরা কোথায়? তিনি বলেছেন, তারাও সেখানে ছিল। আর যাদের অধিক অংশ অত্যন্ত সুন্দর ছিল আরেক অংশ ছিল অত্যন্ত কদাকার, তারা ছিল ঐসব লোক, যারা ভাল-মন্দ উভয় কাজ মিশ্রিতভাবে করেছিল। আল্লাহ্ তাদের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

বায্যার সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে, অতঃপর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু লোকের পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, যাদের মাথায় প্রস্তরাঘাত করা হচ্ছে। পাথরের আঘাতে মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং নিক্ষিপ্ত পাথরগুলো ছিটকিয়ে দূরে গিয়ে পড়ছে। আঘাতকারী পাথর তুলে আনার সময়টিতে ঐ চূর্ণ-বিচূর্ণ মাথা পুনরায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে এবং পুনরায় ঐ পাথর দিয়ে তাদের মাথায় আঘাত করা হচ্ছে—এভাবে বার বার করা হচ্ছে। হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এরা কারা? তাদের অপরাধই বা কি? জিব্‌রাঈল বললেন ঃ এরা দুনিয়াতে নামায পরিত্যাগ করেছে ; এ দায়িত্বের বোঝায় তাদের মাথা ভার হয়ে রয়েছে।'

খতীব ও ইব্‌নে নাজ্জার রেওয়ায়াত করেছেন, 'নামায ইসলামের পতাকা বা উজ্জ্বল প্রতীক। এই নামাযের জন্য যে ব্যক্তি নিজের অন্তরকে ফারেগ করে নিবে এবং নির্ধারিত সময় ও সুন্নত মুতাবেক আদায় করবে, (তার সম্পর্কে বলা যায়) সে মুমিন।'

ইব্‌নে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِفْتَرَضْتُ عَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِىْ عَهْدًا اَنَّ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِىْ

'আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি এবং আমি এই অঙ্গীকার নিয়েছি, যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, আমি তাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাবো। পক্ষান্তরে,

www.banglakitab.weebly.com

যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করবে না, তার নিরাপত্তা সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্ব নাই।'

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি নামাযের ফরযিয়ত ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে পরিপক্ক একীন সহকারে তা আদায় করবে, সে বেহেশ্‌ত লাভ করবে।'

অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَاِنْ كَانَ اَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ اَتَمَّهَا قَالَ لِمَلَائِكَتِهِ انْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمِّلُوْنَ بِهَا فَرِيْضَتَهُ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذٰلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْاَعْمَالُ عَلٰى حَسَبِ ذٰلِكَ.

'ক্বেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার যে আমলের হিসাব নেওয়া হবে, তা হবে নামায। যদি তা সঠিক পাওয়া যায়, তাহলে সে সফলকাম হবে এবং নিজ লক্ষ্যে পৌঁছবে। আর যদি নামাযে গলদ থাকে, তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি তার ফরযগুলোর মধ্যে কোন কম্‌তি থাকে, তবে মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, দেখ, আমার বান্দার কিছু নফলও আছে কিনা? এর সাহায্যে তার ফরযগুলোর কম্‌তি পূরণ করে দাও। তারপর সমস্ত আমলের হিসাব এভাবেই পূরণ করা হবে।'

ত্ববরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَوَّلُ مَا يُسْئَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْظَرُ فِىْ صَلَاتِهِ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ.

'ক্বেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দাকে যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, তা হবে নামায। নামাযের হিসাব–নিকাশে যদি তাকে সঠিক পাওয়া যায়, তবে

www.banglakitab.weebly.com

সে কামিয়াব। আর যদি নামাযের বিষয়ে কোন গলদ থাকে, তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।'

ত্বায়ালিসী ও ত্বব্রানী বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'একদা আল্লাহ্র পক্ষ হতে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম আমার নিকট এসে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে সঠিক সময়ে নামায আদায় করবে এবং রুকূ সেজদা পূর্ণভাবে আদায় করবে, তার জন্য আমার নিকট প্রতিশ্রুতি রয়েছে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি তা করবে না, তার জন্য আমার নিকট কোন প্রতিশ্রুতি নাই। ইচ্ছা করলে আমি তাকে শাস্তিও দিতে পারি আর ইচ্ছা করলে মা'ফও করতে পারি।'

বায়হাক্বী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'নামাযের একটি মীযান (পাল্লা) আছে, যে ব্যক্তি (সঠিকভাবে নামায পড়ে) তা' পূর্ণ করবে, সে পরিপূর্ণ সওয়াব পাবে।'

দীলামী রেওয়ায়াত করেন, 'নামায শয়তানের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ করে দেয়, দান-খয়রাত তার পৃষ্ঠ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, একমাত্র আল্লাহ্র নিমিত্ত ও ইল্মের খাতিরে কাউকে মহব্বত করা শয়তানের মূলোৎপাটন করে দেয়, এতদ্বারা শয়তান তোমাদের থেকে এত দূরত্বে সরে যায়, যত দূরত্ব রয়েছে পূর্ব প্রান্ত ও পশ্চিম প্রান্তের মাঝে।'

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَ صُوْمُوا شَهْرَكُمْ وَادُّوا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ وَ اَطِيْعُوا ذَوِى اَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ۔

'আল্লাহ্কে ভয় কর, নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়, তোমাদের (রমযান) মাসটির রোযা রাখ, তোমাদের মালের যাকাত দাও, তোমাদের কর্মকর্তার অনুগত থাক, তাহলে তোমরা তোমাদের রব্বের বেহেশ্তে প্রবেশ লাভ করবে।'

www.banglakitab.weebly.com

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল হচ্ছে সঠিক সময়ের নামায, তারপর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার, তারপর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ।'

বায়হাক্বী শরীফে বর্ণিত, হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! দ্বীন ইসলামের কোন্ আমলটি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়? তিনি বললেন ঃ 'সঠিক ওয়াক্তে নামায পড়া ; যে ব্যক্তি নামায তরক করলো, তার দ্বীন বলতে কিছু রইল না, বস্তুতঃ নামায দ্বীনের স্তম্ভ।' বর্ণিত আছে, নামাযের উক্তরূপ গুরুত্বের কারণেই হযরত উমর (রাযিঃ)কে তাঁর অন্তিমকালীন মারাত্মক যখমীর (আহত) সময় যখন নামাযের কথা বলা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, অবশ্যই নামাযকে কোন অবস্থায়ই নষ্ট হতে দেওয়া যায় না ; কেননা, যার নামায নাই, তার মধ্যে দ্বীন-ইসলামের কোন অংশ নাই। তাই, হযরত উমর (রাযিঃ) এমন অবস্থায় নামায পড়ছিলেন, যখন তাঁর দেহ থেকে রক্ত ঝরছিল।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ে, তার নামায নূরানী হয়ে আরশ পর্যন্ত আরোহণ করে এবং নামাযীর জন্য সে এই বলে দো'আ করতে থাকে যে, তুমি যেরূপ যত্নের সাথে আমাকে সম্পন্ন করেছ, আল্লাহ্ তোমাকে তদ্রূপ যত্ন ও সস্নেহে রক্ষণাবেক্ষণ করুন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ঠিকমত নামায আদায় করে না, তার নামায কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে উর্ধ্বগগনে উত্থিত হয় এবং উক্ত নামাযকে পুরাতন ছেঁড়া কাপড়ের ন্যায় পুটুলী বেঁধে সেই নামাযীর মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'তিন শ্রেনীর লোকের নামায আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন না। তন্মধ্যে এক শ্রেনীর লোক তারা, যারা সময় পার হয়ে যাওয়ার পর নামায পড়ে।'

কোন কোন আলেম বলেছেন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

www.banglakitab.weebly.com

مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَاةِ اَكْرَمَهُ اللّٰهُ بِخَمْسِ خِصَالٍ يَرْفَعُ عَنْهُ ضِيْقَ الْعَيْشِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ وَيُعْطِيْهِ اللّٰهُ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

'যে ব্যক্তি যাবতীয় শর্তসহ যথারীতি নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পাঁচটি পুরস্কারে ভূষিত করবেন। যথা ঃ– এক, রিযিকের অভাব দূর করে দিবেন। দুই, কবরের আযাব থেকে মুক্ত রাখবেন। তিন, আমলনামা ডান হাতে দিবেন। চার, বিদ্যুৎগতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। পাঁচ, বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে।'

আর যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে গাফলতি ও অবহেলা করবে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা পনেরটি শাস্তি দিবেন ; পাঁচটি দুনিয়াতে, তিনটি মৃত্যুর সময়, তিনটি কবরে এবং তিনটি কবর থেকে বের হওয়ার পর হাশরের ময়দানে।

দুনিয়াতে পাঁচটি শাস্তি, যথা ঃ– এক, তার সময় ও জীবিকায় বরকত থাকবে না। দুই, তার চেহারায় নেক লোকের চিহ্ন থাকবে না। তিন, যে কোন নেক আমল সে করবে আল্লাহ্‌র নিকট তার কোন সওয়াব পাবে না। চার, তার কোন দো'আ কবূল হবে না। পাঁচ, নেক লোকদের কোন দো'আও তার পক্ষে কবূল হবে না।

মৃত্যুকালীন তিনটি শাস্তি, যথা ঃ– এক, অপমৃত্যু ঘটবে। দুই, অভুক্ত অবস্থায় মারা যাবে। তিন, পিপাসার্ত অবস্থায় মৃত্যু হবে ; তখন এত বেশী পিপাসা হবে যে, কয়েক সাগরের পানি পান করালেও তার পিপাসা মিটবে না।

কবরের তিনটি শাস্তি, যথা ঃ– এক, বেনামাযীর কবর এত সংকীর্ণ হবে যে, তার শরীরের দু'দিকের পাঁজর একে অপরের ভিতর ঢুকে যাবে। দুই, কবর অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হবে এবং দিবা–রাত্রি সে তাতে প্রজ্জ্বলিত হতে থাকবে। তিন, বেনামাযীর কবরে 'সুজা আক্বরা' নামক এক ভয়ংকর সাপ তার উপর নিয়োগ করা হবে। তার চোখ দুটি হবে আগুনের এবং

www.banglakitab.weebly.com

নখরগুলো হবে লোহার। প্রতিটি নখ এক দিনের পথ অর্থাৎ বার ক্রোশ দূরত্ব পরিমাণ লম্বা হবে। সাপটি মৃত ব্যক্তির সাথে কথা–বার্তা বলবে ; নিজকে 'সুজা আক্করা' বলে পরিচয় দিবে। তার আওয়ায হবে বজ্রের ন্যায় কঠিন। সে বলবে, তোমাকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার জন্যই আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। আমি তোমাকে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকব ; ফজরের নামায ত্যাগ করার দরুন যোহর পর্যন্ত, যোহরের নামায ত্যাগ করার দরুন আছর পর্যন্ত, আছরের নামায ত্যাগ করার দরুন মাগরিব পর্যন্ত, মাগরিবের নামায ত্যাগ করার দরুন ইশা পর্যন্ত এবং ইশার নামায ত্যাগ করার দরুন ফজর পর্যন্ত। এভাবে আমি তোমাকে উপর্যুপরি আঘাত হানতেই থাকবো। এই বিষাক্ত অজগরের আঘাত এতই মারাত্মক হবে যে, প্রতি আঘাতে বেনামাযী সত্তর গজ মাটির নীচে ধ্বসে যাবে। এভাবে ক্বেয়ামত পর্যন্ত বেনামাযীর শাস্তি হতে থাকবে।

ক্বেয়ামতের দিন হাশরে তিনটি শাস্তি, যথা ঃ এক, অত্যন্ত কঠিনভাবে বেনামাযীর হিসাব নেওয়া হবে। দুই, বেনামাযীর উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধে নিপতিত হবে। তিন, বহু অপমান করে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অপর এক সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে, ক্বেয়ামতের ময়দানে বেনামাযীর মুখমণ্ডলে নিম্নোক্ত তিনটি বাক্য লিখা থাকবে, যথা ঃ—এক, 'ওহে আল্লাহ্‌র হক ধ্বংসকারী। দুই, 'ওহে আল্লাহ্‌র ক্রোধে নিপতিত!' তিন, তুমি যে আল্লাহ্‌র হক নষ্ট করেছ, আজকে সেরূপ আল্লাহ্‌র দয়া ও রহমত থেকে বঞ্চিত থাক।

উপরোক্ত হাদীসের সূচনাতে যে পনের সংখ্যার কথা বলা হয়েছিল, তা পূর্ণ না হয়ে চৌদ্দটি পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে ; হয়ত বর্ণনাকারী (রাভী) একটি সংখ্যা বিস্মৃত হয়ে গেছেন।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, 'ক্বেয়ামতের ময়দানে একজন লোককে আল্লাহ্‌ তা'আলার সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার হুকুম করবেন। লোকটি বলবে, হে রব্ব! কেন আমার জন্য এই হুকুম। আল্লাহ্‌ বলবেন ঃ নামাযের বেলায় তুমি নির্ধারিত সময় পার করে দিয়েছ এবং দুনিয়াতে তুমি মিথ্যা কসমে অভ্যস্থ ছিলে।'

www.banglakitab.weebly.com

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে এই মর্মে দো'আ কর ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ فِيْنَا شَقِيًّا وَلَا مَحْرُوْمًا ـ

'আয় আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে কাউকে হতভাগা ও বঞ্চিত করো না।'

আল্লাহ্র রাসূল নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান, হতভাগা ও বঞ্চিত কে? সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলে হুযূর বললেন ঃ

تَارِكُ الصَّلٰوةِ مَحْرُوْمٌ وَشَقِيٌّ ـ

'নামায ত্যাগকারী ব্যক্তিই হতভাগা ও বঞ্চিত।'

আরও বর্ণিত আছে, ক্বেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বেনামাযী লোকদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করবে। দোযখে 'লামলাম' নামক একটি উপত্যকা আছে। সেখানে অসংখ্য সাপ রয়েছে। প্রত্যেকটি সাপ উটের ঘাড়ের ন্যায় মোটা এবং এক মাসের দূরত্ব পরিমাণ লম্বা হবে। এগুলো বেনামাযী লোকদেরকে দংশন করতে থাকবে, যার বিষ সত্তর বছর পর্যন্ত উথ্‌লে উঠতে থাকবে। ফলে, তাদের দেহ বিবর্ণ হয়ে যাবে।

বনী ইসরাঈলের একজন মহিলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, হে মূসা! আমি একটি বড় গুনাহের কাজ করেছি এবং আল্লাহ্র কাছে তওবাও করেছি, আপনি যদি আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করে দেন, তাহলে অবশ্যই আমার তওবা কবূল হবে। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এমন কি গুনাহের কাজ করেছ, যদ্দরুন এত ভীত হয়ে পড়েছো? সে উত্তর করলো, আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি এবং প্রসূত সন্তানকে হত্যাও করে ফেলেছি। হযরত মূসা (আঃ) মহিলাটির কথা শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, দূর হও এখান থেকে না জানি আসমান থেকে অগ্নি বর্ষিত হয় এবং তোমার সাথে আমরাও ভস্ম হয়ে যাই। এ কথা শুনে মহিলাটি মনক্ষুন্ন হয়ে সেখান থেকে চলে গেল। অতঃপর হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) অবতরণ করে বললেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

'হে মূসা, আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, আপনি তওবাকারীনি মহিলাটিকে কেন ফিরিয়ে দিলেন? আমি কি তার চেয়েও বড় অপরাধী কে, তা বলবো? হযরত মূসা (আঃ) জানতে চাইলে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন ঃ 'তার চেয়েও বড় অপরাধী ঐ ব্যক্তি যে জেনে শুনে স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করে।'

জনৈক বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত, তাঁর ভগ্নির মৃত্যুর পর যথারীতি তার দাফনকার্য সম্পন্ন করলেন। কিন্তু দাফনের পর ভাইয়ের মনে পড়লো, ভুলবশতঃ টাকার একটি থলিও মাটিতে দাফন করা হয়ে গেছে। থলিটি আনার জন্য লোকজন বিদায় হওয়ার পর পুনরায় কবর খুললেন। কিন্তু তখন তিনি প্রত্যক্ষ করলেন যে, কবরের ভিতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। তৎক্ষণাৎ তিনি মাটি দিয়ে কবর আচ্ছাদিত করে দিলেন। ফিরে এসে মাকে ভগ্নির কবরের অবস্থা বর্ণনা করে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মা কেঁদে ফেললেন এবং বললেন,—তোমার বোন নামাযের ব্যাপারে অবহেলা করতো এবং সময় পার করে নামায পড়তো—এ হলো তার অবস্থা যে বিলম্ব করে হলেও নামায পড়তো। এ থেকেই উপলব্ধি করে নেওয়া চাই, যে মোটেই নামায পড়ে না, তার কি দশা হবে! আর আল্লাহ্ আমাদেরকে নামাযের যাবতীয় শর্ত ও হক আদায় করে যত্ন সহকারে তা আদায় করার তওফীক দান করুন, আপনি অনন্ত মেহেরবান ও দয়াশীল।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৫০

দোযখ ও দোযখের ভয়াবহ শাস্তির বয়ান

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ

"যার (জাহান্নামের) সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেকটি দরজার (মধ্য দিয়ে যাওয়ার) জন্য তাদের পৃথক পৃথক ভাগ রয়েছে।" (হিজ্‌র ঃ ৪৪)

আয়াতে উল্লেখিত 'জুয্' শব্দ দ্বারা বিভিন্ন গ্রুপ ও দল বুঝানো হয়েছে। এক উক্তি অনুযায়ী 'আব্ওয়াব' দ্বারা স্তর অর্থাৎ উপরের ও নীচের স্তরসমূহ বুঝানো হয়েছে।

ইব্নে জুরাইজ (রহঃ) বলেন, দোযখের সাতটি (দার্ক) অধঃগামী স্তর রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে— জাহান্নাম, লাযা, হুতামাহ্, সায়ীর, সাকার, জাহীম ও হাবিয়াহ্। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম স্তরটি তওহীদে বিশ্বাসী গুনাহ্গারদের জন্য, দ্বিতীয়টি ইহুদীদের জন্য, তৃতীয়টি নাসারাদের জন্য, চতুর্থটি সাবেয়ীন সম্প্রদায়ের জন্য, পঞ্চমটি মজূসী অর্থাৎ অগ্নিপূজকদের জন্য, ষষ্ঠটি মুশ্রিকদের জন্য এবং সপ্তমটি মুনাফিকদের জন্য। এগুলোর মধ্যে 'জাহান্নাম' হলো সর্বোচ্চ স্তর। অতঃপর অন্যান্য স্তরের অবস্থান। বিষয়টির ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসের অনুসারী সাত শ্রেণীর লোকদের শাস্তি প্রদান করবেন। এক এক শ্রেণীর লোককে দোযখের এক এক স্তরে নিক্ষেপ করবেন। এর কারণ হচ্ছে, কুফ্র ও আল্লাহ্র না-ফরমানীরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং তা দোযখের স্তরের মতই বিভিন্ন। এক অভিমত অনুযায়ী এসব স্তর সাত অঙ্গ অর্থাৎ চক্ষু, কান, জিহ্বা, পেট, লজ্জাস্থান, হাত, পা অনুযায়ী রাখা হয়েছে। এসব অঙ্গের মাধ্যমেই যেহেতু অন্যায়-অপরাধ করা হয়, তাই দোযখের প্রবেশদ্বারও সাতটি নির্ণিত হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, দোযখের উপরে–নীচে সাতটি স্তর রয়েছে, প্রথম স্তরটি পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয়টি পূর্ণ করা হবে, অতঃপর তৃতীয়টি– এভাবে সবগুলো স্তরই পাপী–অপরাধীদের দ্বারা পূর্ণ করা হবে।

তারীখে বুখারী ও সুনানে তিরমিযী কিতাবে হযরত ইব্নে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে, তন্মধ্যে একটি দরজা ঐ সব লোকের জন্য যারা আমার উম্মতের উপর তলোয়ার উঠিয়েছে।"

'ত্ববরানী আওসাত' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন সময় উপস্থিত হয়েছেন, যে সময় তিনি কখনও উপস্থিত হোন না। নবীজী তৎপর হয়ে অগ্রসর হলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিব্রাঈল! আপনার কি হয়েছে ; এমন বিবর্ণ দেখা যাচ্ছে কেন আপনাকে? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা দোযখাগ্নি উত্তপ্ত করার হুকুম দিয়েছেন ; তারপরেই এসে আপনার কাছে হাজির হলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে কিছু বিবরণ শোনান। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা দোযখকে উত্তপ্ত হওয়ার জন্য হুকুম করলেন। অতঃপর সে এক হাজার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত হতে থাকে। ফলে দোযখের আগুন শ্বেত বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর আবার হুকুম করেন। এবারও এক হাজার বছর জ্বলতে থাকে, ফলে দোযখের আগুন লাল বর্ণে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় দোযখকে আরও উত্তপ্ত হওয়ার জন্য হুকুম করেন। অতএব দোযখের আগুন আরও এক হাজার বছর জ্বলতে থাকে। পরিশেষে এ আগুন কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে। বর্তমানে সেই আগুনের অবস্থা এই যে, এর স্ফুলিঙ্গের কোন শেষ নাই এবং এর লেলিহানেরও কোন অবধি নাই। ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন—একটি সুইয়ের পরিমাণ অংশও যদি দোযখের ফুটা হয়ে যায়, তাহলে জগতের সমস্ত মানুষ এর আতংকে মরে যাবে। ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন, দোযখের প্রহরীদের মধ্য হতে যদি একজনও দুনিয়াবাসীর সামনে প্রকাশ পায়, তবে সমগ্র দুনিয়াবাসী তার ভয়ে মৃত্যুবরণ

www.banglakitab.weebly.com

করবে। ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন- দোযখের শিকলসমূহের মধ্য হতে এমন একটি শিকল যার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে করা হয়েছে, যদি দুনিয়ার পাহাড়-পর্বতের উপর রাখা হয়, তবে পাহাড়সমূহ বিগলিত হয়ে যাবে এবং শিকলটি যমীনের সর্বশেষ অংশে গিয়ে থেমে যাবে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জিব্‌রাঈল, ক্ষান্ত হও, আর বলো না ; মনে হচ্ছে যেন আমার অন্তর ফেটে যাবে আর আমি এখনই মৃত্যুবরণ করবো। এ কথা বলে নবীজী হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর প্রতি তাকিয়ে দেখলেন—তিনি কাঁদছেন। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তো আপনার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। জিব্‌রাঈল (আঃ) আরজ করলেন, আমি কেন কাঁদবো না, আমার তো আরও বেশী পরিমাণে কাঁদা উচিত। কেননা, আল্লাহ্‌র কাছে যদি আমার বর্তমান অবস্থার স্থলে অন্য কোন অবস্থা হয়ে থাকে, তবে আমার কি উপায় হবে! আমি জানিনা, ইবলীসের উপর যেভাবে বিপদ এসেছে, সেরূপ আমার উপরও এসে পতিত না হয়, অথচ সেও ফেরেশ্‌তা ছিল। জানিনা, হারূত ও মারূতের উপর যেভাবে আপদ এসেছে, আমার উপরও সেরূপ এসে না পড়ে।

বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে লাগলেন, হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-ও কাঁদলেন। এভাবে উভয়ই কাঁদতে থাকলেন। এমন সময় গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো, হে জিব্‌রাঈল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের উভয়কে তার না-ফরমানী ও অবাধ্যতা থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ করে দিয়েছেন। অতঃপর হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) উর্ধ্বজগতে চলে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ থেকে বাইরে তশরীফ আনলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন কয়েকজন আনসারী সাহাবী ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত রয়েছেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে নবীজী বললেন, তোমরা হাসি-ঠাট্টা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মগ্ন রয়েছ, অথচ তোমাদের মাথার উপর রয়েছে জাহান্নাম, আমি যা জেনেছি তোমরা যদি তা জানতে, তবে খুবই কম হাসতে এবং অতি অধিক মাত্রায় ক্রন্দন করতে, খাওয়া-দাওয়া তোমাদের কাছে ভাল লাগতো না এবং নির্জন ও উজাড় জঙ্গলে আল্লাহ্‌র তালাশে তোমরা বের হয়ে যেতে। এমন সময় অদৃশ্য থেকে

www.banglakitab.weebly.com

আওয়াজ আসলো, হে মুহাম্মদ! আমার বান্দাদেরকে নিরাশ করো না, তোমাকে সুসংবাদ প্রদানকারীরূপে পাঠিয়েছি ; হতাশ করার জন্যে নয়। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সকলে দুরুস্ত ও সঠিক পথের পথিক হয়ে যাও ; হক ও সত্য থেকে দূরে সরে যেও না।"

ইমাম আহমদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)–কে জিজ্ঞাসা করেছেন, হযরত মীকাঈল (আঃ)–কে কখনও হাসতে দেখি নাই—এর কারণ কি? তিনি বললেন, যখন থেকে দোযখ বানানো হয়েছে তখন থেকে হযরত মীকাঈল (আঃ)–এর হাসি বন্ধ হয়ে গেছে।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন দোযখকে উপস্থিত করা হবে ; এর সত্তর হাজার লাগাম হবে এবং এক একটি লাগামে সত্তর হাজার করে ফেরেশ্‌তা দোযখকে টেনে হেঁচড়িয়ে নিয়ে আসবে।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৫১

দোযখ-আযাবের বিভিন্ন প্রকার

আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে— ইমাম তিরমিযী রেওয়ায়াতটিকে সহীহ্ বলেছেন—আল্লাহ্ তা'আলা যখন জান্নাত ও জাহান্নামকে সৃষ্টি করলেন, তখন হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে জান্নাতে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি জান্নাতকে দেখ এবং জান্নাতের মধ্যে আমি যা কিছু রেখেছি, সেগুলোর প্রতিও দৃষ্টিপাত করো। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) জান্নাতে গেলেন এবং জান্নাত ও তৎসঙ্গে জান্নাতীদের জন্য সৃষ্ট নেয়ামতরাজি দেখে ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহ্, আপনার অনন্ত ইয্যত ও সম্মানের কসম, জান্নাত এবং জান্নাতের আরাম ও নেয়ামতের বিষয় যে-ই শুনতে পাবে, সে তাতে প্রবেশ করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতকে কষ্ট-ক্লিষ্ট ও সাধনার দ্বারা ঢেকে দিলেন (অর্থাৎ-জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে কষ্ট-ক্লিষ্ট ও সাধনা করতে হবে)। এরপর পুনরায় হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে জান্নাতে পাঠালেন। তিনি দেখে এসে বললেন, হে আল্লাহ্, আপনার ইয্যত ও প্রতাপের কসম, জান্নাতকে কষ্ট-সাধনা ও অপছন্দনীয় বিষয়ের দ্বারা এমনভাবে ঢেকে দেওয়া হয়েছে যে, আমার আশংকা হয়— জান্নাতে কেউ প্রবেশ লাভ করতে পারবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে জাহান্নামের দিকে পাঠিয়ে বললেন, দেখ, জাহান্নামবাসীদের জন্য আমি কি কি (শাস্তি) প্রস্তুত করে রেখেছি। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) গিয়ে দেখলেন, প্রচণ্ড শাস্তি, কেবল শাস্তি আর শাস্তিরই ব্যবস্থা। ফিরে এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্, আপনার ইয্যত ও প্রতাপের কসম, যে-ই জাহান্নামের শাস্তির কথা শুনবে সে এতে প্রবেশ করতে চাবে না। অতঃপর জাহান্নামের উপর প্রবৃত্তির তাড়না ও কামনা-বাসনার পর্দা ঢেলে দেওয়া হলো। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে বললেন, পুনরায় গিয়ে দেখ। তিনি দেখে এসে বললেন,

www.banglakitab.weebly.com

আপনার ইয্যত ও প্রতাপের কসম, আমার আশংকা হয় যে, সকলকেই জাহান্নামে যেতে হবে।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)-সূত্রে রেওয়ায়াত করেন যে,

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ

"তা' (জাহান্নাম) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করতে থাকবে।" (মুরসালাত ঃ ৩২)

কুরআনের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আমি একথা বলি না যে, দোযখের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এক একটি বৃক্ষের মত বড় হবে, বরং আমি বলি এক একটি স্ফুলিঙ্গ বিরাট দূর্গের মত এবং বিরাট শহরের মত বড় হবে। আহমদ্ ইবনে মাজাহ্ ও হাকেম (রহঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, দোযখের মধ্যে 'ওয়াইল' নামক একটি উপত্যকা রয়েছে, তাতে কোন কাফের নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তলদেশে পৌছা পর্যন্ত সত্তর বছর লাগবে।

তিরমিযী শরীফে আছে, বস্তুতঃ 'ওয়াইল' হচ্ছে, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি উপত্যকা। এতে নিক্ষিপ্ত কাফের সত্তর বছরে এর তলদেশে গিয়ে পৌছবে।

তিরমিযী শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, তোমরা জুব্বুল-হুয্ন (অর্থাৎ দুঃখ-কষ্টের গর্ত) থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সে গর্তটি কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াব দিলেন, দোযখের মধ্যে এমন একটি ভয়ানক ওয়াদী (উপত্যকা) যা থেকে স্বয়ং দোযখ প্রতিদিন চারশত বার আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে। আরজ করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল, এতে কারা দাখেল হবে? তিনি বললেন, এ উপত্যকাটি লোকদেখানো মনোবৃত্তি নিয়ে কুরআন পাঠকারী লোকদের জন্য তাদের অসৎ আমলের দরুন তৈরী করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য ক্বারী সে, যে জালেম শাসকদের সাক্ষাতের অভিলাষী হয়।

ত্ববরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, দোযখের মধ্যে একটি উপত্যকা রয়েছে, যা থেকে স্বয়ং দোযখ প্রত্যহ চারশত বার পানাহ্ চেয়ে থাকে, উম্মতে-মুহাম্মদীর রিয়াকার (লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদতকারী) লোকদের জন্য

www.banglakitab.weebly.com

তা প্রস্তুত করা হয়েছে।

ইব্নে আবিদ্দুন্য়া বর্ণনা করেছেন, দোযখের মধ্যে সত্তর হাজার উপত্যকা রয়েছে, এর প্রত্যেকটি থেকে সত্তর হাজার শাখা নির্গত হয়েছে, আবার প্রত্যেকটি শাখার জন্য সত্তর হাজার ঘর রয়েছে এবং প্রতিটি ঘরে একটি করে সাপ রয়েছে—এ সাপগুলো দোযখীদের মুখে অবিরত আঘাত হানছে।

তারীখে বুখারীতে মুন্কার সনদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, দোযখে সত্তর হাজার উপত্যকা আছে, প্রত্যেকটি উপত্যকার সত্তর হাজার শাখা রয়েছে, প্রতিটি শাখার সত্তর হাজার ঘর রয়েছে, প্রতিটি ঘরে সত্তর হাজার কুয়া রয়েছে, প্রতিটি কুয়াতে সত্তর হাজার অজগর সাপ রয়েছে এবং প্রতিটি সাপের চোয়ালে (দাঁত-সংলগ্ন মুখ-গহ্বর) সত্তর হাজার বিচ্ছু রয়েছে— যখনই কোন কাফের বা মুনাফেক সেখানে পৌছে, এগুলো তাদের উপর আঘাত হানতে শুরু করে।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, একটি বড় পাথর দোযখের কিনার হতে নিক্ষেপ করা হলে সত্তর বছর যাবৎ তা দোযখের গহ্বরে ধাবিত হতে থাকবে, তবুও শেষ প্রান্তে পৌছবে না।

হযরত উমর (রাযিঃ) প্রায়ই বলতেন, তোমরা দোযখের কথা বেশী করে স্মরণ কর, কারণ দোযখাগ্নির তাপ খুবই প্রচণ্ড, এর গভীরতা বহু দূর পর্যন্ত এবং দণ্ড-প্রয়োগের চাবুক লোহার।

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের দরবারে বসা ছিলাম ; এমন সময় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম—যেন উপর থেকে কি একটা নীচে পড়লো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি জান এটা কি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা একটা পাথরের শব্দ, সত্তর বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে দোযখে নিক্ষেপ করেছেন এখন তা নীচে গিয়ে পৌছলো।

ত্বব্রানী শরীফে হযরত আবূ সাঈদ (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ভয়ানক আওয়াজ শুনতে

www.banglakitab.weebly.com

পেলেন। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) আগমন করলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি একটি পাথর, সত্তর বছর পূর্বে এটাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আর এখন তা দোযখের নীচে গিয়ে পৌঁছলো। আল্লাহ্ তা'আলার মর্জ্জি হয়েছে, আপনাকে তা শুনিয়ে দিলেন। এরপর থেকে ওফাত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখন মুখভরে হাসতে দেখা যায় নাই।

আহ্‌মদ ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে— মাথার খুলির প্রতি ইশারা করে বললেন, এমন একটি পাথর যদি আসমান থেকে যমীনের দিকে নিক্ষেপ করা হয়, তবে রাত্র হওয়ার আগেই তা যমীনে পৌঁছে যাবে, অথচ এ দুইয়ের মাঝে দূরত্ব রয়েছে পাঁচশত বছরের। কিন্তু এ পাথরটিই যদি দোযখের শিকলের শুরু-ভাগ থেকে নিক্ষেপ করা হয়, তবে শিকলের শেষ পর্যন্ত তা পৌঁছতে চল্লিশ বছর লাগবে—যদি রাত্র দিন একাধারে স্বাভাবিকভাবেও চলতে থাকে।

আহমদ, আবূ ইয়া'লা ও হাকেম রেওয়ায়াত করেন, দোযখের লোহার গদা (মুগুর) যদি যমীনের উপর রাখা হয় এবং সমগ্র জ্বিন ও মানবজাতি তা উঠাতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালায়, তবু তাদের পক্ষে তা উঠানো সম্ভব হবে না। হাকেমের বর্ণনায় রয়েছে যে, দোযখের হাতুড়ি দিয়ে যদি আঘাত করা হয়, তবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছাই-ভস্মের ন্যায় হয়ে যাবে।

ইব্‌নে আবিদ্দুন্‌য়ার রেওয়ায়াতে আছে যে, দোযখের একটি পাথরও যদি দুনিয়ার পাহাড়সমূহের উপর রাখা হয়, তবে সমগ্র পাহাড় বিগলিত হয়ে যাবে, অথচ প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি পাথর ও একটি শয়তান রয়েছে।

হাকেমের রেওয়ায়াতে আছে যে, যমীনের সাতটি স্তর রয়েছে, এবং এক স্তর থেকে অপর স্তর পর্যন্ত ব্যবধান হচ্ছে পাঁচশত বছরের। সর্বোচ্চ স্তরটি রয়েছে একটি মৎস্যের পিঠের উপর। মৎস্যটির বাহু দু'টি আসমানের সাথে মিলিত হয়েছে। আর মৎস্যটি অবস্থিত একটি পাথরের উপর। পাথরটি রয়েছে এক ফেরেশ্‌তার হাতে। দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে প্রবল ঘূর্ণি ও ঝঞ্ঝাবাত্যার বন্দীখানা। আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন ঘূর্ণিঝড়ের দারোগাকে হুকুম করলেন তাদের উপর প্রবল ঝড়ো হাওয়া

www.banglakitab.weebly.com

প্রবাহিত করে তাদেরকে ধ্বংস করতে। তখন দারোগা বলেছে, হে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য আমি কি গাভীর নাসিকা পরিমাণ ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করবো! আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, এতে সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী ধ্বংস হয়ে যাবে, বরং তাদের উপর আংটি পরিমাণ হাওয়া প্রবাহিত কর।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ۝

"তা (ঝঞ্চা বায়ু) যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হতো, তাকে এমন করে ছাড়তো যেমন কোন বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।" (যারিয়াত ঃ ৪২)

যমীনের তৃতীয় স্তরে রয়েছে দোযখের পাথর। চতুর্থ স্তরে রয়েছে গন্ধক (অগ্নি-প্রজ্জ্বলন পদার্থ) সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দোযখেরও আবার গন্ধক রয়েছে? আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ, ওই পবিত্র সত্তার কসম, যার কুদরতের মুঠোয় আমার প্রাণ, দোযখের মধ্যে গন্ধকের বহু উপত্যকা (ওয়াদী) রয়েছে, যদি এগুলোর মধ্যে অতি বৃহৎ ও মজবুত পাহাড় রেখে দেওয়া হয়, তবে তা বিগলিত ও দ্রবীভূত হয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে।

যমীনের পঞ্চম স্তরে দোযখের সাপ রয়েছে। এক একটি উপত্যকার ন্যায় বৃহৎ তাদের মুখ-গহবর। যখন কোন কাফেরকে দংশন করবে, তখন তার শরীরে গোশ্ত বলতে কিছু অবশিষ্ট রাখবে না।

যমীনের ষষ্ঠ স্তরে রয়েছে দোযখের বিচ্ছু। এক একটি বিচ্ছু মোটা খচ্চরের মত বৃহদাকার হবে। এদের দংশন এতো মারাত্মক হবে যে, কষ্টের আতিশয্যে দংশিত কাফের দোযখাগ্নির কষ্ট ভুলে যাবে।

যমীনের সপ্তম স্তরে ইব্লীস শয়তান লোহার জিঞ্জীরে পেঁচানো অবস্থায় রয়েছে। তার এক হাত সম্মুখে অপর হাত পিছনে রয়েছে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে ছেড়ে দিয়ে কোন বান্দাকে পরীক্ষা করতে চান, তখন তাকে (ইব্লীসকে) আযাদ করে দেন।

আহমদ, ত্বব্রানী, ইব্নে হাব্বান ও হাকেমে বর্ণিত আছে যে, দোযখের মধ্যে বখতী উটের গর্দানের মত মোটা ও লম্বা সাপ রয়েছে। এগুলো কাউকে

www.banglakitab.weebly.com

দংশন করলে সত্তর বছর পর্যন্ত এর বিষাক্ত ব্যথা-বেদনা যন্ত্রণা দিতে থাকবে। দোযখের অভ্যন্তরে খচ্চরের ন্যায় মোটা মোটা বিচ্ছু রয়েছে, কাউকে দংশন করলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিষ-যন্ত্রণায় অস্থির করে রাখবে।

তিরমিযী, ইব্নে হাব্বান ও হাকেমে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, কুরআনের আয়াতাংশ كَالْمُهْلِ (তৈলের গাদের ন্যায়)-এর অর্থ হচ্ছে, দোযখীদেরকে এমন তীব্র ও উত্তপ্ত তৈলের গাদের ন্যায় ঘৃণ্য পানীয় পান করতে দেওয়া হবে যে, তা নিকটে আনা মাত্র এর উত্তাপে চেহারা দগ্ধ হয়ে চামড়া খসে পড়বে।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, উত্তপ্ত গরম পানি দোযখীদের মস্তকের উপর প্রবাহিত করা হবে এবং তা মস্তক ভেদ করে পেটের অভ্যন্তরে পৌঁছে যাবে এবং পেটের সবকিছু বের করে দিবে। এমনকি পা পর্যন্ত সবকিছু জ্বালিয়ে দিবে। কুরআনের শব্দ 'হামীম' এর অর্থ হচ্ছে, উত্তপ্ত ও দগ্ধকর পানি।

হযরত যাহহাক (রহঃ) বলেন, দোযখের এই উত্তপ্ত পানি যমীন-আসমান সৃষ্টির দিন থেকে ফুটানো হচ্ছে এবং দোযখীদেরকে পান করানোর পূর্ব পর্যন্ত তা অবিরাম ফুটানো হবে।

এছাড়া আরও একটি উক্তি রয়েছে, যা কুরআনের এ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ○

"তাদেরকে (দোযখীদেরকে) ফুটন্ত পানি পান-করানো হবে। ফলে তা' তাদের নাড়ি-ভুড়িগুলোকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলবে।" (মুহাম্মদ ঃ ১৫)

আহমদ, তিরমিযী ও হাকেম রেওয়ায়াত করেন ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের আয়াত—

وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ○ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ

("পূঁজ ও রক্ত-সদৃশ পানি তাকে পান করানো হবে, যা ঢোক্ ঢোক্ করে পান করবে এবং সহজে গলধঃকরণ করতে পারবে না।"ইব্রাহীম ঃ

www.banglakitab.weebly.com

১৬)–এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, যখন এ পানি তার মুখের নিকটবর্তী করা হবে, তখন সে তা না–পছন্দ করবে এবং পান করতে চাইবে না। যখন আরও নিকটবর্তী করা হবে, তখন তার মুখমণ্ডল ঝলসে যাবে এবং মস্তকস্থিত চামড়া দগ্ধ হয়ে পড়ে যাবে। যখন পানি পান করবে, তখন তার নাড়ি–ভুড়ি কেটে যাবে এবং পিছন–পথ দিয়ে বের হয়ে পড়ে যাবে।

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেন ঃ

يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ

"মুখমণ্ডলকে ভুনে ফেলবে ; তা কতই না নিকৃষ্ট পানীয়।"

(কাহ্ফ ঃ ২৯)

আহমদ ও হাকেম রেওয়ায়াত করেন যে, 'গাস্সাক' অর্থাৎ দোযখের দূর্গন্ধময় পূঁজ এক বাল্তি পরিমাণ যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেওয়া হয়, তবে সমগ্র জগত দূর্গন্ধময় হয়ে যাবে। 'গাস্সাকে'র বিষয় কুরআনুল করীমে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ۝

"তা ফুটন্ত পানি ও পূঁজ। অতএব, তারা তা আস্বাদন করুক।"

(ছোয়াদ ঃ ৫৭)

আরও উল্লেখিত হয়েছে ঃ

اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۝

"উত্তপ্ত পানি ও পূঁজ ব্যতীত।" (নাবা ঃ ২৫)

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ)–এর অভিমত অনুযায়ী 'গাসসাক' হচ্ছে, দোযখের দূর্গন্ধময় পানি, যা কাফের ও অন্যান্যদের চামড়া বিগলিত হয়ে সৃষ্টি হবে। কোন কোন ব্যাখ্যাতা বলেন, 'গাস্সাক' হচ্ছে দোযখীদের পূঁজ।

হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলেন, 'গাস্সাক' দোযখস্থিত একটি ঝর্ণা। এ ঝর্ণার দিকে উত্তপ্ত পানির আরও অন্যান্য ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। প্রতিটি ঝর্ণা

www.banglakitab.weebly.com

সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ। দোযখী ব্যক্তিকে এর মধ্যে একবার মাত্র চুবিয়ে বের করা হবে। এতে তার অবস্থা এই হবে যে, শরীরের চামড়া ও গোশ্‌ত তার সর্বশরীর থেকে খসে পড়বে। শুধু হাড়গুলো অবশিষ্ট থাকবে। আর এসব গোশ্‌ত ও চামড়া একত্র হয়ে তার পশ্চাদ্দেশে এবং গোড়ালির সাথে ঝুলতে থাকবে। এগুলো সহ টেনে সে চলতে থাকবে, যেমন মানুষ নিজের কাপড় টেনে চলতে থাকে।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

"তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যেমন ভয় করা তাঁর হক রয়েছে। আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মরো না।" (আলি-ইম্‌রান ঃ ১০২)

অতঃপর তিনি বললেন, যদি 'যাক্কুম' (দোযখের কাটাযুক্ত খাদ্য)-এর বিন্দু পরিমাণও দুনিয়ার কোন স্থানে নিক্ষেপ করা হয়, তাতে সমগ্র জগৎবাসীর জীবন নির্বাহ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে এ 'যাক্কুম' যাকে খাওয়ানো হবে, তার কি দশা হবে? অন্য রেওয়ায়াতে আছে, সে ব্যক্তির কি দশা হবে, যার খাদ্য হবে শুধু 'যাক্কুম'।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ

"(গলায় আটকানোর মত) কাটাযুক্ত খাদ্য।" (মুয্‌যাম্মিল ঃ ১৩)

তিনি বলেন, এ কাঁটা তার গলদেশে এমনভাবে আটকে যাবে যে, তা বের করতে পারবে না এবং বমনও করতে পারবে না।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, কাফেরের দুই কাঁধের মাঝখানে দ্রুতগামী সওয়ারীর তিন দিনের পথ পরিমাণ দূরত্ব হবে।

মুসনাদে আহমদ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, কাফেরের চোয়াল-দাঁত উহুদ পাহাড়ের ন্যায় বড় হবে, তার উরু 'বায়যা' পাহাড়ের ন্যায় হবে, দোযখে তার পশ্চাদ্দেশ 'কুদাইদ' থেকে মক্কা পর্যন্ত দূরত্বের সমান হবে। যে দূরত্ব

www.banglakitab.weebly.com

অতিক্রম করতে তিন দিবস সময় লাগে। তার শরীরের চামড়ার স্থূলতা হবে জেবার অর্থাৎ ইয়ামান সম্রাটের যুগে প্রচলিত মাপ অনুপাতে বিয়াল্লিশ হাত।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, দোযখের মধ্যে দোযখী ব্যক্তির পশ্চাদ্দেশ 'রাবাযাহ্' থেকে মদীনা পর্যন্ত তিন দিনের দূরত্বের সমান হবে।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত ফুযাইল ইব্নে ইয়াযীদ (রাযিঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ কাফেরের জিহ্বা এতো বৃহৎ ও দীর্ঘ হবে যে, এক ফরসখ বা দুই ফরসখ (প্রায় আট কিঃ মিঃ) পর্যন্ত হেঁচড়াতে থাকবে। লোকেরা সেটাকে পদদলিত করবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দোযখের মধ্যে দোযখীদের দেহ এতো বৃহদাকার করে দেওয়া হবে যে, কানের নিম্নভাগ থেকে কাঁধ পর্যন্ত সাতশত বছরের দূরত্ব হবে। শরীরের চামড়া সত্তর হাত মোটা হবে চোয়াল উহুদ পাহাড়ের ন্যায় হবে।

আহমদ ও হাকেম রেওয়ায়াত করেছেন, হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন ঃ তোমরা কি জান, দোযখের প্রশস্ততা কতটুকু? আমি বললাম—না। তখন তিনি বললেন ঃ দোযখীর কানের নিম্নভাগ থেকে কাঁধ পর্যন্ত সত্তর বছরের দূরত্ব ; এর মাঝখানে পূঁজ ও রক্তের উপত্যকাসমূহ রয়েছে। আমি বললাম, ঝর্ণাসমূহ? তিনি বললেন, না, উপত্যকাসমূহ।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৫২

গোনাহ্ বা পাপকার্যে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকার ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা ও পাপকার্যে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য সবচেয়ে বেশী সহায়ক বিষয় হলো খওফে খোদা, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ভয় অন্তরে জাগরুক রাখা, তাঁর শাস্তির কথা স্মরণ করা, তাঁর অসন্তুষ্টি ও পাকড়াওয়ের কথা মনে করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

"যারা আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করে, তাদের ভয় হওয়া উচিত যে, তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, কিংবা তাদের উপর কোন যন্ত্রণাময় আযাব নাযিল হয়। (সূরা নূর, আয়াত ঃ ৬৩)

বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুমূর্ষু নওজওয়ানের নিকট তশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তার মৃত্যু একেবারেই সন্নিকটবর্তী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ মুহূর্তে তোমার ভিতরের অনুভূতি কি? সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মনে আশার সঞ্চার হয় এবং গুনাহের কারণে বড় ভয়ও অনুভব করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ এরূপ অবস্থায় কোন বান্দার অন্তরে এ দু'টি (আশা ও ভয়) বিষয় একত্রিত হলে, আল্লাহ্ পাক তাকে অবশ্যই আশানুরূপ দান করেন এবং যে বিষয় থেকে সে ভয় করেছে, তা থেকে মুক্তি দেন।"

হযরত ওয়াহ্ব ইব্নে ওয়ারদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত,—হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, "জান্নাতের মহব্বত ও দোযখের ভয় মানুষকে ধৈর্য ধারণ, পার্থিব

www.banglakitab.weebly.com

ভোগ-বিলাস বর্জন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ও পাপাচার পরিহারে অভ্যস্থ করে তোলে।" হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন, তোমাদের পূর্বে যেসব মনীষী (সাহাবায়ে কেরাম) গুজরে গিয়েছেন, তারা গোটা পৃথিবীর অসংখ্য কংকরের সমপরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করলেও পাপের ভয় ও আশংকায় শঙ্কিত থাকতেন ; পারলৌকিক মুক্তি ও পরিত্রাণের আশা পোষণ করতেন না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি যা শুনতে পাই তোমরা কি তা শুনতে পাও? আমি শুনছি—আকাশমণ্ডলী কড় কড় আওয়াজ করছে।

ওই পবিত্র সত্তার কসম, যার কুদরতের মুঠোয় আমার জীবন, আসমানে চার অঙ্গুলি পরিমাণ জায়গাও এমন নাই, যেখানে কোন ফেরেশ্‌তা আল্লাহ্‌র সামনে সেজদা অথবা দাঁড়ানো অথবা রুকূর হালতে মগ্ন না রয়েছে। আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে অবশ্যই তোমরা বেশী কাঁদতে এবং কম হাসি-রসিকতা করতে এবং তোমরা জনপদ ছেড়ে পাহাড়-পর্বতের দিকে ছুটে যেতে। সেখানে তোমরা আল্লাহ্‌র ভয়াবহ ও কঠিনতম শাস্তি থেকে পানাহ চাইতে।

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে—"তোমরা কেউ বলতে পার না, আল্লাহ্‌র কাছে তোমরা পরিত্রাণ পাবে কি পাবে না।" বকর ইবনে আব্দুল্লাহ্ মুযানী (রহঃ) বলেন, "মানুষ হাস্য-উল্লাসে পাপাচারে লিপ্ত হচ্ছে, কিন্তু তাদের কাঁদতে কাঁদতে দোযখে যেতে হবে।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মানুষ যদি জানতো, আল্লাহ্‌র কাছে কি কি আযাব রয়েছে, তাহলে তারা দোযখের শাস্তি থেকে শঙ্কামুক্ত হতে পারতো না।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আয়াত নাযিল হলো ঃ

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝

"এবং আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন।" (শুআরা ঃ ২১৪) তখন তিনি বলেছেন ঃ হে কুরাইশ গোত্রের লোকজন!

www.banglakitab.weebly.com

তোমাদের চিন্তা তোমরা নিজেরাই কর ; আল্লাহ্‌র কাছে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমি তোমাদের কিছুই করতে পারবো না। হে বনী আব্‌দে মনাফ! আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্য আমি তোমাদের কোনই কাজে আসবো না। হে আব্বাস! আমি আল্লাহ্‌র কাছে আপনার জন্যে কিছুই করতে পারবো না। হে ছফিয়্যাহ্ (নবীজীর ফুফু)! আল্লাহ্‌র কাছে আপনার জন্যে আমি কিছুই করতে পারবো না। হে ফাতেমা! আমার সম্পদ থেকে তুমি যে পরিমাণ ইচ্ছা কর নিয়ে যাও ; কিন্তু আখেরাতে আল্লাহ্‌র কাছে আমি তোমার কোন সাহায্য করতে পারবো না। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কুরআনের এ আয়াতে ঃ

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اٰتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝

(অর্থাৎ, আর যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে—যা কিছু দান করে থাকে এবং তাদের অন্তরসমূহ ভীত থাকে এ কথার জন্য যে, তাদেরকে স্বীয় রব্বের নিকট ফিরে যেতে হবে। মুমিনূন ঃ ৬০) যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা যদি চুরি করে, ব্যভিচার করে, শরাব পান করে, কিন্তু আল্লাহ্‌কে ভয় করে থাকে, তবে এরাও কি এ আয়াতের প্রশংসার অন্তর্ভুক্ত? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াব দিলেন, হে আবূ বকরের কন্যা, হে সিদ্দীকের কন্যা! এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ওই সকল লোক, যারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, দান-খয়রাত করে এবং সর্বদা শঙ্কিত থাকে যে, জানিনা আমার আমল আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হবে কি-না। (আহ্‌মদ)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল, হে সাঈদের পিতা! বলুন তো, আমরা অনেক সময় লোকদের সাহচর্যে বসি, তারা আমাদেরকে আখেরাতের ব্যাপারে কেবল আশাপ্রদ কথাই বলেন এবং তাতে আমরা এতো আনন্দিত হই, যেন আকাশে উড়তে থাকি। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, যাদের সংশ্রবে আশাপ্রদ কথা শুনছ, পরে আখেরাতে ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়—এতোদপেক্ষা উত্তম হলো, এমন লোকদের সংশ্রব অবলম্বন কর, যারা দুনিয়াতে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ও আখেরাতের ভীতি প্রদর্শন করে এবং পরিশেষে (আখেরাতে) সুখ ও শান্তিপ্রাপ্ত হও।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত উমর (রাযিঃ) জীবনের শেষভাগে যখন আঘাতপ্রাপ্ত হলেন এবং মৃত্যু অতি সন্নিকটবর্তী হলো, তখন তিনি স্বীয় পুত্রকে বললেন, ওহে! আমার গণ্ড মাটির সাথে মিশিয়ে রাখ, জানিনা আখেরাতে আমার কি পরিণতি হবে। আল্লাহ্ পাক যদি আমার উপর রহম না করেন, তবে আমার কোন উপায় নাই। হযরত উমর (রাযিঃ)–এর এই ভীতিগ্রস্ততা দেখে হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মুমেনীন, আপনি ভীত–সন্ত্রস্ত হচ্ছেন, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার দ্বারা প্রচুর এলাকা মুসলমানদের হাতে এনে দিয়েছেন, বহু শহর আপনার দ্বারা আবাদ করিয়েছেন। এ ছাড়াও ইসলাম ও মুসলমানদের আরও অনেক উপকার ও কল্যাণ আপনার দ্বারা সাধিত হয়েছে। হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, "আমি শুধু নাজাতটুকু পেয়ে যেতে চাই—অপরাধে ধরা না পড়ি।'

হযরত যয়নুল আবেদীন ইব্নে আলী ইব্নে হুসাইন (রাযিঃ) যখন উযূ করতেন এবং উযূ সম্পন্ন করে দাঁড়াতেন, তখন তিনি রীতিমত কাঁপতে থাকতেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, ওহে! তোমরা কি জানোনা, আমি কত বড় মহান সত্তার দরবারে দণ্ডায়মান হবো এবং তাঁর কাছে অতি একান্তে আরয–নিয়ায করবো?

হযরত আহ্মদ ইব্নে হাম্বল (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র ভয় আমাকে পানাহার থেকেও ফিরিয়ে রেখেছে, এমনকি খাদ্যের প্রতি আমার মনে কোনরূপ আগ্রহই সৃষ্টি হয় না।

বুখারী মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনেও আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন, যেদিন আরশের এই ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হচ্ছে, যারা একাকীত্বে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ্র সতর্কবাণী ও শাস্তির কথা স্মরণ করে, নিজের অবাধ্যতা ও গুনাহের কারণে ভীত–সন্ত্রস্ত হয়, ফলে তওবা ও অনুশোচনার অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গণ্ডদেশ সিক্ত করে।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ)–সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى۔

দোযখের আগুন সেই চক্ষুকে কোনদিন স্পর্শ করবে না, যে চক্ষু আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদেছে। এমনিভাবে যে চক্ষু আল্লাহ্ পথে প্রহরায় জাগ্রত রয়েছে, তাকেও আগুন স্পর্শ করবে না।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا عَيْنًا غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ وَعَيْنًا سَهِرَتْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَيْنًا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى

"সকল চোখই কেয়ামতের দিন রোদন করবে—কেবলমাত্র ঐ চোখগুলো ছাড়া, যেগুলো আল্লাহ্‌র নিষেধ করা বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত রয়েছে, কিংবা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ ও মুজাহাদায় মগ্ন থাকার দরুন রাতে জাগ্রত রয়েছে অথবা আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করে মক্ষিকার মস্তক হলেও পরিমাণ অশ্রুপাত করেছে।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে আরও বর্ণিত, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সে ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করবে না, যে আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদন করেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না স্তন থেকে নির্গত দুধ পুনরায় স্তনে প্রবেশ করবে (অর্থাৎ অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদনকারী ব্যক্তিরও দোযখে প্রবেশ করা অসম্ভব)। আল্লাহ্‌র পথের ধূলা ও দোযখাগ্নির ধোয়া কখনও একত্রিত হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস্ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র ভয়ে এক ফোঁটা অশ্রুপাত করা আমার নিকট এক হাজার দীনার সদকা করা অপেক্ষা প্রিয়।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আউন ইব্নে আব্দুল্লাহ্ (রহঃ) বলেন, আমার কাছে এ হাদীস পৌঁছেছে যে, আল্লাহ্র ভয়ে প্রবাহিত অশ্রু শরীরের যে অংশে পতিত হবে, সে অংশটুকু দোযখের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ্র ভয়ে রোদন করতেন তাঁর সীনা মুবারকের অভ্যন্তর থেকে এমন আওয়াজ শ্রুত হতো, যেমন উত্তপ্ত ডেগ্চির ভিতর থেকে আওয়াজ বের হয়।

হযরত কিন্দী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র ভয়ে রোদনকারীর অশ্রু কয়েক সাগর পরিমাণ অগ্নি নিভিয়ে দিতে পারে।

হযরত ইব্নে সিমাক (রহঃ) নিজেই নিজকে শাসন করে বলতেন, ওহে! তুমি খোদাভক্ত ও ধর্মনিষ্ঠ লোকের ন্যায় কথা বল কিন্তু কাজ কর মুনাফেকের মত—সেসঙ্গে আবার জান্নাতে প্রবেশের আশাও পোষণ কর ; না না; জান্নাতে প্রবেশকারী লোকজন এরূপ নয়, তাদের আমল–আখলাকই ভিন্ন, যা তোমার মধ্যে নাই।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ)–এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম, হে রাসূলের বংশধর! আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বললেন, হে সুফিয়ান! মিথ্যাবাদী কোনদিন মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে না, হিংসুক কোনদিন শান্তি পেতে পারে না, সর্বক্ষণ বিষন্ন ব্যক্তি কোনদিন কল্যাণ পেতে পারে না, রুক্ষ স্বভাবের লোক কোনদিন নেতৃত্ব লাভ করতে পারে না। আমি আরজ করলাম, হে নবীর বংশধর! আমাকে আরও নসীহত করুন। তিনি বললেন, হে সুফিয়ান! আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে চল, তাহলে তুমি আবেদ (ইবাদতকারী) হতে পারবে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ভাগ্যে যা রেখেছেন, তাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তুমি মুসলিম হতে পারবে, লোকজনের সাথে তুমি এমন ব্যবহার কর যেমন তুমি তাদের কাছে পেতে চাও, তাহলে তুমি মুমিন হতে পারবে, দুশ্চরিত্র লোকের সাহচর্য গ্রহণ করো না, তারা তোমাকে মন্দ চরিত্রই শিক্ষা দিবে। কেননা, হাদীস শরীফে আছে, "বন্ধুর অনুকরণ মানুষের সহজাত বৃত্তি, কাজেই তোমাদের কেউ কারও সাথে বন্ধুত্ব করতে চাইলে সে যেন পূর্বেই দেখে নেয় যে বন্ধুরূপে কাকে গ্রহণ করছে। " নিজের ব্যাপারে এমন লোকের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ কর, যে আল্লাহ্কে

www.banglakitab.weebly.com

ভয় করে। আমি আরজ করলাম, হে আওলাদে রাসূল! আমাকে আরও নসীহত করুন। তিনি বললেন, হে সুফিয়ান! যে ব্যক্তি গোত্র ও জনবল ব্যতীত ইয্যত-সম্মান ও বিজয় হাসিল করতে চায়, কিংবা রাজত্ব ও সাম্রাজ্য ব্যতীত মর্যাদা ও প্রভাব অর্জন করতে চায়, তার উচিত, সে যেন আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার লাঞ্ছনা হতে বের হয়ে তাঁর আনুগত্যের প্রতি আগুয়ান হয়। আমি আরজ করলাম, হে আওলাদে রাসূল! আমাকে আরও উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বললেন, আমার পিতা আমাকে তিনটি আদব শিখিয়েছেন ঃ এক, যে ব্যক্তি অসৎ লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে, সে তার অনিষ্ট হতে বাঁচতে পারবে না। দুই, যে ব্যক্তি অসৎ পরিবেশে যাবে, সে অপবাদ থেকে বাঁচতে পারবে না। তিন, 'যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, সে লজ্জিত ও অপমানিত হবে।

হযরত ইব্‌নে মুবারক (রহঃ) বলেন, আমি ওয়াহ্‌ব ইব্‌নে ওয়ারদ (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র না-ফরমানী করে সে কি ইবাদত-বন্দেগীর স্বাদ আস্বাদন করতে পারে? তিনি বলেছেন, কস্মিনকালেও না; এমনকি যে আল্লাহ্‌র না-ফরমানীর ইচ্ছাও অন্তরে পোষণ করে, সে-ও ইবাদতে স্বাদ পেতে পারে না।

ইমাম আবুল ফরজ ইব্‌নে জাওযী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র ভয়ই একমাত্র আগুন, যা কুপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে জ্বালিয়ে দিতে পারে। এ খোদা-ভীতির মাহাত্ম্য ও ফযীলত ঠিক সেই পরিমাণ যে পরিমাণ সে কামনা-বাসনাকে জ্বালাতে পারে, যে পরিমাণ সে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে বাঁচাতে পারে এবং যে পরিমাণ সে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে।

আল্লাহ্‌র খওফ ও ভয়ের প্রচুর ফযীলত ও মাহাত্ম্য এজন্যেই যে, এরই ওসীলায় মানব-চরিত্রে তাক্‌ওয়া-পরহেয্‌গারী, সততা ও সাধুতা, মুজাহাদা ও কৃচ্ছ্র সাধনা এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য পয়দা হয়। কুরআনের আয়াত ও বহু হাদীসে এ কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ○

www.banglakitab.weebly.com

"হেদায়াত ও রহমত সে সমস্ত লোকের জন্য, যারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে।" (আ'রাফ ঃ ১৫৪)

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেন ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۚ

"আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এ (সন্তুষ্টি) তাদের জন্য যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে।"

(বাইয়্যিনাহ্ ঃ ৮)

আরও ইরশাদ করেন ঃ

وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

"এবং তোমরা আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।" (আলি ইমরান ঃ ১৫৭)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۚ

"এবং যারা আপন প্রতিপালককের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয় ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে বেহেশ্তে দু'টি উদ্যান।"

(আর-রহমান ঃ ৪৬)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۙ

"উপদেশ সে ব্যক্তিই গ্রহণ করে, যে ভয় করে।". (আ'লা ঃ ১০)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্কে ভয় করে তার বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই।" (ফাতির ঃ ২৮)

এছাড়া আরও অনেক আয়াত উপরোক্ত বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ রয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

ইল্‌মের ফযীলত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসসমূহও আল্লাহ্‌-ভীতির ফযীলত ও মাহাত্ম্যকেই বুঝায়। কেননা, আল্লাহ্‌-ভীতি প্রকৃতপক্ষে ইল্‌মেরই ফলস্বরূপ।

ইব্‌নে আবিদ্দুন্‌য়া (রহঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "বান্দার অন্তর যখন আল্লাহের ভয়ে কেঁপে উঠে, তখন তার গুনাহ্‌ এমনভাবে ঝরে পড়ে যেমন শুক্‌না বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়ে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, "আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার বান্দার মধ্যে দু'টি ভয় একত্র করি না, এমনিভাবে তাকে দু'টি নিরাপত্তা বা শান্তি একসাথে প্রদান করি না—দুনিয়াতে সে যদি আমা হতে নির্ভীক থাকে, তাহলে ক্বেয়ামতের দিন আমি তাকে ভীত রাখবো। আর যদি দুনিয়াতে সে আমাকে ভয় করে, তাহলে ক্বেয়ামতের দিন আমি তাকে নির্ভয় প্রদান করবো।"

হযরত আবূ সুলাইমান দার্‌রানী (রহঃ) বলেন, যে অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় নাই, সে অন্তর উজাড় বা বিধ্বস্ত অন্তর।

আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ

إِنَّهُ لَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۝

"বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র পাকড়াও হতে কেউ নিশ্চিত হয় না কেবল ঐ সকল লোক ব্যতীত যাদের দুর্গতিই উপস্থিত হয়েছে।" (আ'রাফ ঃ ৯৯)

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৫৩

তওবার ফযীলত গুরুত্ব ও তাৎপর্য

তওবার ফযীলত, গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَ تُوبُوٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥

"হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র সমীপে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।" (নূর ঃ ৩১)

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

وَ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُونَ ۚ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ٥ يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ٥ اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥ وَ مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ٥

"আর যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন মাবূদের উপাসনা করে না এবং আল্লাহ্ যাকে (হত্যা করা) হারাম করে দিয়েছেন তাকে হত্যা করে না শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত এবং তারা ব্যভিচার করে না, আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে, তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। কিয়ামত দিবসে তার শাস্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে এতে অনন্তকাল লাঞ্ছিত অবস্থায়

www.banglakitab.weebly.com

থাকবে। কিন্তু যারা তওবা করে নেয় এবং ঈমান আনয়ন করে এবং নেক কাজ করতে থাকে, এরূপ লোকদেরকে আল্লাহ্ তাদের পাপসমূহের পরিবর্তে পুন্যসমূহ দান করবেন ; আর আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়। আর যে ব্যক্তি তওবা করে ও নেক কাজ করে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশেষভাবে প্রত্যাবর্তন করছে। (ফুরক্বান ঃ ৬৮–৭১)

তওবা প্রসঙ্গে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও প্রচুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম শরীফে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা দিবসে পাপকার্যে লিপ্ত লোকদের গুনাহমাফী ও তওবা কবূলের জন্য রাত্রিতে তাঁর দয়ার হস্ত প্রসারিত করেন এবং রাত্রিকালে পাপাচারে লিপ্ত লোকদের গুনাহ্মাফী ও তওবা কবূলের জন্য দিবসে হাত প্রসারিত করেন। পশ্চিম দিকে হতে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তওবা কবূলের জন্য ডাকতে থাকবেন।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, পশ্চিম দিকে একটি দরজা খোলা হয়েছে, তা সত্তর বৎসরের মতান্তরে চল্লিশ বৎসরের রাস্তার দূরত্ব পরিমাণ বিস্তৃত। আসমান–যমীন সৃষ্টি হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত সেই দরজা তওবা কবূলের জন্য খোলা রয়েছে এবং পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত খোলা থাকবে, কখনও বন্ধ হবে না।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, তওবাকারীদের জন্য পশ্চিম দিকে সত্তর বছরের পথ পরিমাণ দূরত্বের প্রস্থ সম্বলিত একটি দরজা আছে, সেদিক থেকে সূর্যোদয় না–হওয়া পর্যন্ত তা বন্ধ হবে না। এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا

"যেদিন আপনার প্রতিপালকের বড় নিদর্শন এসে পৌঁছবে, (সেদিন) কোন এইরূপ ব্যক্তির ঈমান তার কাজে আসবে না।" (আনআম ঃ ১৫৮)

ত্বব্রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, বেহেশ্তের আটটি দরজার মধ্যে শুধুমাত্র তওবার একটি দরজা ছাড়া আর সবকয়টি বন্ধ রাখা হয়েছে। পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত তওবার দরজাটি খোলাই থাকবে।'

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, তোমরা যদি এত অধিক পরিমাণে

www.banglakitab.weebly.com

গুনাহ্ কর, যার স্তূপ আকাশের কিনারায় গিয়ে ঠেকে ; কিন্তু পরক্ষণে যদি স্বচ্ছ–পবিত্র মন নিয়ে আন্তরিকভাবে তওবা কর, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের তওবা কবূল করে নিবেন।

হাদীস শরীফে আছে, মানুষের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় হলো, আল্লাহ্র প্রতি প্রত্যাবর্তন ও অনুরাগ সহকারে আয়ূ দীর্ঘ হওয়া।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

كُلُّ ابْنِ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَ خَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ ـ

'বনী আদম মাত্রই গুনাহ্গার ; কিন্তু উত্তম গুনাহ্গার সে–ই, যে তওবাকারী হয়।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একদা এক বান্দা গুনাহ্ করার পর অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে আল্লাহ্র দরবারে আরজ করলো, ইয়া আল্লাহ্! আমি গুনাহ্ করে ফেলেছি, আমাকে মাফ করে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ আমার বান্দার আমার প্রতি ঈমান রয়েছে—সে বিশ্বাস করে যে, আমি গুনাহ্ মাফ করে থাকি বা শাস্তি প্রদান করি। অতঃপর তাকে মাফ করে দিলেন। সেই বান্দা কিছুকাল গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার পর পুনরায় পাপে লিপ্ত হয়। ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে সে আবার আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইল। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ আমার বান্দা বিশ্বাস করে যে, আমি গুনাহ্ মাফ করি বা শাস্তি প্রদান করি। অতঃপর তাকে পুনরায় মাফ করে দিলেন। এভাবে কিছুকাল গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার পর সে পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেল এবং বললো ঃ ওগো মাওলা! আমি আবার গুনাহ্ করে ফেলেছি, আমাকে মাফ করে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ আমার বান্দা বিশ্বাস করে যে, তার একজন রব্ব আছে, যিনি গুনাহ্ মাফ করেন বা শাস্তি প্রদান করেন। অতঃপর তাকে পুনরায় মাফ করে দিলেন,—এখন যা ইচ্ছা সে করুক।

ইমাম মুনযির (রহঃ) বলেন ঃ 'এখন যা ইচ্ছা সে করুক কথাটির মর্ম হলো, বান্দার দ্বারা গুনাহ্ হয়ে যাওয়ার পর স্বচ্ছ মন ও পুনঃ গুনাহে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আন্তরিকভাবে তওবা ও এস্তেগফার করলে এই তওবা ও এস্তেগফার তার অতীতের গুনাহের জন্য কাফ্ফারাহ্

www.banglakitab.weebly.com

(প্রায়শ্চিত্য, ক্ষমা) হবে। অর্থাৎ সত্যিকার তওবা ও এস্তেগফারের জন্য আন্তরিক অনুশোচনা ও পুনরায় লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প থাকা চাই। অন্যথায় তা হবে মিথ্যুক ও কপট লোকদের তওবা, যা আল্লাহ্‌র কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, গুনাহ্ করার পর মুমিনের অন্তরে একটি কালো দাগ উদ্ভূত হয়। তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার পর যদি কৃতপাপ পরিহার করে, তবে সেই দাগ মিটিয়ে দেওয়া হয়। আর যদি উত্তরোত্তর গুনাহে লিপ্ত হতে থাকে, তবে সেই দাগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে তার অন্তর মোহরযুক্ত করে দেয়। এ'কেই বলা হয় (মরিচা)। পবিত্র কুরআনে তা এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

"কখনও এরূপ নয়, বরং তাদের অন্তরসমূহে তাদের (গর্হিত) কার্য-কলাপের মরিচা ধরেছে।" (মুতাফ্‌ফিফীন ঃ ১৪)

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দার প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার কাছাকাছি হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার কৃত তওবা কবূল করেন।

হযরত মু'আয (রাযিঃ) বলেন ঃ একদা রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হাত ধরে এক মাইল পর্যন্ত চললেন, অতঃপর বললেনঃ ওহে মুআয! তোমাকে আমি নছীহত করি ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় কর, সত্য বল, ওয়াদা পূরণ কর, আমানত রক্ষা কর, খিয়ানত পরিত্যাগ কর, এতীমের প্রতি রহম কর, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার কর, গোস্বা হজম কর, নম্র কথা বল, সালামের ব্যাপক প্রচলন কর, ন্যায়পরায়ণ শাসকের অনুগত থাক, কুরআনের মর্ম গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর, আখেরাতের প্রতি অনুরাগী হও, ক্বেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের ভয় কর, পার্থিব আশা-আকাংখা কম কর, সর্বদা নেক আমলে মশগুল থাক। হে মুআয! আমি তোমাকে আরও নছীহত করি ঃ কোন মুসলমানকে কটু বাক্য বলো না, মিথ্যাকে সত্য, সত্যকে মিথ্যা বলো না, ন্যায়পরায়ণ শাসকের অবাধ্যতা করো না, আল্লাহ্‌র যমীনে ফেৎনা-ফাসাদ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করো না।

www.banglakitab.weebly.com

হে মুআয! তুমি যেখানেই থাক না কেন, সেখানে বৃক্ষ-তরুলতাই হোক আর জড়পদার্থই হোক তুমি সর্বত্র সর্বদা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, গুনাহ্ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তওবা কর—গোপন গুনাহের জন্য গোপন তওবা আর প্রকাশ্য গোনাহের জন্য প্রকাশ্য তওবা।'

অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'অনুতাপকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রহমতের আশা করতে পারে, কিন্তু হঠ্‌কারী ব্যক্তি যেন তাঁর গজবের প্রতীক্ষায় থাকে। ওহে আল্লাহ্‌র বান্দারা! একদিন না একদিন আমলনামা অবশ্যই তোমাদের হাতে আসবে এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে প্রত্যেকেই তার ভাল-মন্দ প্রত্যক্ষ করে নিবে। কিন্তু পরিণাম তারই ভাল হবে, যার শেষাবস্থা ভাল হবে। দিবা-রাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত আপন গতিতে দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে, অতএব শীঘ্র আখেরাতের প্রস্তুতি নাও, আমলের দিকে বেগবান হও, টালবাহানা ও গাফলতিকে মোটেও প্রশ্রয় দিও না। কারণ, মৃত্যু এমন এক বস্তু, যা অকস্মাৎ এসে হাজির হয়ে যাবে, তখন তোমার করার কিছু থাকবে না। খবরদার! আল্লাহ্ পাকের অনন্ত ধৈর্য ও বাহ্যিক অবকাশ প্রদানে ধোকায় পড়ো না, আত্মবিস্মৃত হয়ো না। কারণ, দোযখের আগুন তোমা থেকে খুব বেশী দূরে নয়। অতঃপর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

"যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ নেক কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে ; আর যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ বদ্ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"
(যিলযাল ঃ ৭,৮)

ত্ববরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ.

www.banglakitab.weebly.com

"গুনাহ্ থেকে তওবাকারী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার মোটেই কোন গুনাহ্ নাই।"

বায়হাক্বী শরীফে আছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পর পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হলো, সে যেন আল্লাহ্র সাথে ঠাট্টা করলো।'

ইব্নে হাব্বান ও হাকেম রেওয়ায়াত করেন, 'তওবার মূল, বিষয়ই হচ্ছে অন্তরের অনুতাপ ও অনুশোচনা।' অর্থাৎ হজ্জের জন্য আরাফার ময়দানে অবস্থান করা যেমন রুক্ন বা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয়, তওবার জন্যে অনুতাপ-অনুশোচনা ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্তরে এরূপ প্রতিক্রিয়ার অর্থ হলো স্বীয় পাপ ও কৃতকর্মের উপর আল্লাহ্র আযাব ও শাস্তির ভয় অন্তরে জাগরুক হওয়া। ধন-সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি বা মান-সম্মানের ঘাটতি হতে বাঁচার স্বার্থে অনুশোচনা করলে, তওবার মূল বিষয়ের অবিদ্যমানতার দরুন তা হবে সম্পূর্ণ অন্তসারশূন্য ও নিস্ফল প্রয়াস ; তওবা হিসাবে তা আল্লাহ্র কাছে মোটেও গণ্য হবে না।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَا عَلِمَ اللّٰهُ مِنْ عَبْدٍ نَدَامَةً عَلٰى ذَنْبٍ اِلَّا غَفَرَ لَهٗ قَبْلَ اَنْ يَسْتَغْفِرَهٗ مِنْهُ ـ

"যে বান্দা কৃতপাপের দরুন লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়,—যা প্রকৃত পক্ষে একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানতে পারেন—সেই বান্দা ক্ষমা প্রার্থনা করার পূর্বেই আল্লাহ্ পাক তাকে ক্ষমা করে দেন।"

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যার কুদরতের মুঠোয় আমার প্রাণ, তোমরা গুনাহ্ করবে এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে—এরূপ যদি না হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যারা গুনাহে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহ্র কাছে তওবা করবে, অতঃপর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহ্র চাইতে অধিক গুণ-

www.banglakitab.weebly.com

কীর্তন ও প্রশংসা পছন্দকারী আর কেউ নয়, অতএব, তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ্‌র চাইতে অধিক আত্মমর্যাদাবান কেউ নয়, তাই তিনি অশ্লীল কার্যকলাপ হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র চাইতে অধিক উযর-আপত্তি ও অক্ষমতা কবূলকারী আর কেউ নয়, তাই তিনি কুরআন নাযিল করেছেন এবং রাসূল পাঠিয়েছেন।'

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, জুহাইনা গোত্রের একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়। সে অশ্লীল অপকর্মে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হওয়ায় তার অবৈধ গর্ভের সঞ্চার হয়েছিল। সে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হদ্দের (শরয়ী দণ্ডের) উপযুক্ত অপরাধ করেছি ; আমার উপর হদ্দ প্রয়োগ করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিভাবককে ডেকে উপস্থিত করে বললেন, তাকে যত্ন সহকারে তোমাদের তত্ত্বাবধানে রাখ, সন্তান খালাস হওয়ার পর আমার কাছে নিয়ে এসো। যথাসময়ে তাকে পুনরায় নিয়ে আসার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হলো। অতঃপর হুযূর (সাঃ) নিজে জানাযা পড়লেন। হযরত উমর (রাযিঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তার জানাযা পড়লেন, অথচ সে ব্যভিচার করেছে? হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ ওহে উমর! মহিলাটি এমন তওবা করেছে, যদি তা মদীনার প্রচুর সংখ্যক লোকদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয়, তাহলে সকলের জন্য তা যথেষ্ট হবে ; তুমি কি এরূপ তওবাকারী কখনও দেখেছ যে আল্লাহ্‌র জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছে?

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার নয় দু'বার নয়—এভাবে তিনি বলতে বলতে বললেন, সাতবারও নয় বরং আরও অধিকবার বলতে শুনেছি যে, বনী ইসরাঈল গোত্রের জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি অশ্লীল অপকর্মে অভ্যস্থ ছিল। একদা জনৈকা মহিলা তার নিকট হাজির হওয়ার পর তাকে ষাট দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদানান্তে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করলো। এভাবে লোকটি যখন স্বীয় মনোস্কামনা পূরণের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি ও উত্তেজনার আসনে বসলো, তখন স্ত্রীলোকটির সর্বশরীর থর থর করে

www.banglakitab.weebly.com

কাঁপতে আরম্ভ করলো এবং সে কাঁদতে লাগলো। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কাঁদছ কেন, তবে কি আমাকে তোমার অপছন্দ হচ্ছে। স্ত্রীলোকটি বললো ঃ না, বরং আমি জীবনে কোনদিন এহেন অশ্লীল কার্যে লিপ্ত হয় নাই, আজকে শুধুমাত্র ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এ কাজের জন্য বাধ্য হচ্ছি, এজন্যেই আমি বিচলিত, উৎকণ্ঠিত। লোকটি বললো, তোমার এহেন ভূখা–ফাকা ও দারিদ্রাবস্থায়ও তুমি এ থেকে বিরাগী আর এ কাজে তুমি জীবনেও কদর্যক্ত হও নাই ; এ দীনারগুলো তোমারই জন্য, আর আল্লাহ্‌র কসম, ভবিষ্যতে আমিও এ কাজে কোনদিন লিপ্ত হবো না। আল্লাহ্‌র মর্জী সেই রাত্রেই তার মৃত্যু হয়। লোকজন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে তার বাড়ীর দরজায় লেখা ঃ 'আল্লাহ্, তা'আলা এ লোকটিকে মাফ করে দিয়েছেন।'

হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত অতীতের এক সময়ে দু'টি জনপদ ছিল, একটি পুণ্যবান লোকদের, আরেকটি পাপী লোকদের। পাপী লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি স্বীয় জন্মভূমি ত্যাগ করে সৎলোকদের এলাকায় যাত্রা করলো। উদ্দেশ্য ছিল সৎভাবে জীবন–যাপন করবে। কিন্তু খোদার মর্জী পথিমধ্যে এক জায়গায় লোকটি মারা গেল। এখন তাকে কেন্দ্র করে রহমতের ফেরেশ্‌তা ও শয়তানের মধ্যে ঝগড়া শুরু হলো। শয়তান বললো ঃ খোদার কসম, সে কোনদিন আমার কথা অমান্য করে নাই। ফেরেশ্‌তা বললেন ঃ লোকটি বাড়ী হতে তওবা করে বের হয়েছে। করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিলেন ঃ তোমরা লোকটির মৃতদেহকে কেন্দ্র করে জরীপ করে দেখ দুই জনপদের মধ্যে সে কোন্‌টির অধিক নিকটবর্তী। দেখা গেল সে সৎলোদের এলাকার দিকে এক বিঘত পরিমাণ স্থান অধিক অতিক্রম করেছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আবার একথাও রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপন রহমতে সৎলোকদের এলাকাটিকে নিকটতম করে দিয়েছিলেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, পূর্বেকার যুগে এক ব্যক্তি ঘোর পাপী ছিল। বিনা অপরাধে সে নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করেছে। পরিশেষে নিজের কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করার ইচ্ছা করলো। সে জানতো না যে, আল্লাহ্‌র দরবারে তার তওবা কবূল

www.banglakitab.weebly.com

হবে কিনা। অতএব, সে একজন বুযুর্গ লোকের অনুসন্ধান করছিল। ইতিমধ্যে লোকমুখে একজন প্রসিদ্ধ আবেদ লোকের সন্ধান পেয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো ঃ আমি একজন ঘোর পাপী, বিনা দোষে নিরানব্বই জন নিরপরাধ লোককে আমি হত্যা করেছি, বলুন আমার তওবা কবূল হবে কিনা? দরবেশ লোকটি উত্তর করলো ঃ তোমার তওবা কবূল হবে না। এ কথা শুনে পাপী লোকটি হতাশ হয়ে এ আবেদ লোকটিকেও হত্যা করে নরহত্যার সংখ্যা একশত পূর্ণ করে নিলো। অতঃপর সে আরেকজন বিখ্যাত আলেমের সন্ধান জানতে পেরে তার খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আমি একজন ঘোর পাপী, আমার তওবা কবূল হবে কিনা? আলেম লোকটি উত্তর করলো ঃ 'তোমার তওবা কবূল হবে, কিন্তু তোমার আবাসভূমিই সর্ববিধ পাপের কারণ, তুমি অন্যত্র অমুক স্থানে চলে যাও, সেখানে বহু আবেদ লোক বাস করেন, তুমিও তাদের সাথে ইবাদতে মগ্ন হয়ে যাও।' সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থানের উদ্দেশে রওনা হলো। কিন্তু গন্তব্যস্থানে পৌঁছার পূর্বেই মধ্যপথে সে প্রাণ ত্যাগ করলো। এখন তাকে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাওয়া হবে কি দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, এ নিয়ে রহমতের ফেরেশ্‌তা ও আযাবের ফেরেশ্‌তার মধ্যে মতভেদ হতে লাগলো। প্রত্যেকে বলতে লাগলো ঃ এই লোক আমার আওতার মধ্যে। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে নির্দেশ আসলো, তোমরা পাপীর বাসগৃহ ও দরবেশদের আশ্রমের দূরত্ব জরীপ করে দেখ, মৃতদেহ থেকে কোন দিকের দূরত্ব অধিক। দেখা গেল, দরবেশদের আশ্রমের দিকে সে এক বিঘত পরিমাণ স্থান অধিক অতিক্রম করেছিল। নির্দেশ হলো তাকে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাও। তৎক্ষণাৎ রহমতের ফেরেশ্‌তা তাকে বেহেশ্‌তে নিয়ে গেল। অপর এক রেওয়ায়াতে প্রকাশ, আল্লাহ্ তা'আলা একদিকের যমীনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, দূরবর্তী হয়ে যাও এবং অপর দিকের যমীনকে নির্দেশ দিয়েছেন নিকটবর্তী হয়ে যাও। তারপর জরীপ করতে হুকুম করেছেন। ফলে, লোকটি দরবেশদের আশ্রমের দিকে নিকটবর্তী হয় এবং তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।'

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৫৪

জুলুম-অত্যাচার

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَ سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ؕ

"আর যারা জুলুম করেছে, তারা অচিরেই জানতে পারবে, কেমন স্থানে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে।" (শু'আরা ঃ ২২৭)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

"বস্তুতঃ জুলুম কিয়ামত দিবসে বহু (শাস্তি ও) অন্ধকারের কারণ হবে।" তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِّنْ اَرْضٍ طَوَّقَهُ اللّٰهُ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ

'যে ব্যক্তি অন্যের এক বিঘৎ পরিমাণ যমীনও জুলুম করে দখল করে নিবে, আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক যমীনের বোঝা বেড়িরূপে পরিয়ে দিবেন।"

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক (হাদীসে কুদসীতে) বলেন, অত্যাচারী ব্যক্তির উপর আমার ক্রোধ খুবই কঠিন (ও মারাত্মক) হবে, সে এমন ব্যক্তির উপর জুলুম করলো, যে আমাকে ছাড়া অপর কাউকে সাহায্যকারীরূপে পায় নাই।"

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ "তুমি যখন ক্ষমতার আসীনে সমাসীন থাক, তখন কারও উপর জুলুম করো না, কেননা জুলুমের পরিণাম নিশ্চিত অনুতাপ ও লজ্জা। কারও উপর জুলুম করে তুমি নিদ্রাভিভূত থাকলেও মজলূম কিন্তু বিনিদ্র রাতে তোমার বিরুদ্ধে আল্লাহ্র দরবারে

www.banglakitab.weebly.com

ফরিয়াদে মগ্ন আছে, আর অনন্ত জাগ্রত মহান আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন তা শুনছেন।

অপর একজন উপদেশ দিয়েছেন ঃ "পৃথিবীর বুকে কোন জালেমকে যখন তুমি দেখ যে, সে প্রচুর জুলুমে লিপ্ত রয়েছে, তখন তুমি তার বিচার যমানার (কুদ্‌রতের) হাতে ছেড়ে দাও ; অচিরেই সে এমন শাস্তি পেয়ে যাবে, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।"

আদর্শ পূর্বসূরীদের একজন বলেছেন, "তোমরা কমজোর-দূর্বলদের উপর জুলুম করো না, এতে তোমরা সবল হয়েও নিকৃষ্টতম গণ্য হবে।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, সরখাব (লাল রঙের হাঁস বিশেষ) পাখীও জালেমের জুলুমের ভয়ে তার ক্ষুদ্র গৃহে আত্মগোপন করে মৃত্যুবরণ করে।"

হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, যখন হাবাশা গমনকারী মুহাজির সাহাবীগণ সেখান থেকে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন আল্লাহ্‌র রসূল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন— হাবাশার কোন ঘটনা কি তোমরা আমাকে বলবে না? হযরত কুতাইবাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে হযরত আলী (রাযিঃ)-ও ছিলেন ; জবাবে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেখানে একটি ঘটনা এই ঘটেছিল—আমরা উপস্থিত ছিলাম ; এমন সময় একজন বৃদ্ধা মহিলা মাথায় একটি মাটির কলসী নিয়ে পথ অতিক্রম করছিল, তখন একটি যুবক বৃদ্ধা মহিলাটিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। ফলে, মহিলাটি উপুড় হয়ে পড়ে গেল এবং তার কলসীটি ভেঙ্গে গেল। মহিলাটি মাটি থেকে উঠে যুবকের দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার দাম্ভিক আচরণের প্রায়শ্চিত্ত অচিরেই তুমি ভোগ করবে— যখন আল্লাহ্ তা'আলা বিচারের আসনে সমাসীন হবেন, পূববর্তী ও পরবর্তী সকল আদম-সন্তানকে একত্রিত করবেন, সকলের হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীয় কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে, তখন সেই কাল ক্বিয়ামতের দিবসে তোমার-আমার এ ফয়সালা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে নিবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "এ জাতি কিভাবে পাক-পবিত্র হবে, যাদের সবল লোকেরা দূর্বলদের উপর জুলুম করে, অথচ এর কোন বিচার-প্রতিকার করা হয় না।"

www.banglakitab.weebly.com

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

خَمْسَةٌ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اِنْ شَاءَ اَمْضٰى غَضَبَهٗ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا وَاِلَّا تَوٰى بِهِمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَى النَّارِ اَمِيْرُ قَوْمٍ يَأْخُذُ حَقَّهٗ مِنْ رَعِيَّتِهٖ وَلَا يُنْصِفُهُمْ مِنْ نَفْسِهٖ وَلَا يَدْفَعُ الظُّلْمَ عَنْهُمْ وَزَعِيْمُ قَوْمٍ يُطِيْعُوْنَهٗ وَلَا يُسَوِّيْ بَيْنَ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيْفِ وَيَتَكَلَّمُ بِالْهَوٰى وَرَجُلٌ لَا يَأْمُرُ اَهْلَهٗ وَوَلَدَهٗ بِطَاعَةِ اللّٰهِ وَلَا يُعَلِّمُهُمْ اَمْرَ دِيْنِهِمْ وَرَجُلٌ اِسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَعْمَلَهٗ وَلَمْ يُوَفِّهٖ اَجْرَهٗ وَرَجُلٌ ظَلَمَ امْرَأَةً فِيْ صَدَاقِهَا

"আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ শ্রেণীর লোকের উপর রাগান্বিত ; ইচ্ছা করলে তিনি দুনিয়াতেই তাদের উপর আযাব–গজব নাযিল করবেন, অথবা পরকালে তাদেরকে দোযখের ভয়াবহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন ঃ

এক,— অত্যাচারী শাসক, যারা প্রজাদের কাছ থেকে অধিকার আদায় করে কিন্তু তাদের সাথে ইনসাফ ও ন্যায়–আচরণ করে না, তাদের উপর অপরের জুলুম–নির্যাতনেরও কোন প্রতিকার করে না।

দুই,— নেতৃস্থানীয় লোক, সাধারণ লোকজন তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করে, কিন্তু সবল ও দুর্বলের মধ্যে তারা ভারসাম্য ও সত্যিকার ন্যায় আচরণ বজায় রাখে না বরং প্রবৃত্তির অনুসরণ ও ইন্দ্রিয়জ স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত থাকে।

তিন,— গৃহকর্তা বা অভিভাবক, যারা পরিবার–পরিজন ও সন্তান–সন্ততিকে ইবাদত–বন্দেগীর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না এবং দ্বীনি বিষয়াবলী শিক্ষা দেয় না।

চার,— যে ব্যক্তি শ্রমিক–মজদূরকে পুরাপুরিভাবে খাটিয়ে কাজ নেয়,

www.banglakitab.weebly.com

কিন্তু তাদের পূর্ণ পারিশ্রমিক দেয় না।

পাঁচ,— যে ব্যক্তি স্ত্রীর মহর পরিশোধের ব্যাপারে জুলুম করে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে সালাম (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন সমস্ত মখ্লূকাত সৃষ্টি করলেন, তখন তারা মাথা উঠিয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহ্! আপনি কার সাথে আছেন? আল্লাহ্ বললেন, আমি মজলূমের সাথে আছি ; যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রাপ্য হক আদায় না করা হয়।

হযরত ওয়াহ্ব ইব্নে মুনাব্বিহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক অত্যাচারী ব্যক্তি একটি অতি মজ্বূত প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। একজন দরিদ্র বৃদ্ধা মহিলা এর পাশেই ক্ষুদ্র একটি ঘর বানিয়ে সেটিতে বসবাস করতে লাগলো। সেই অত্যাচারী ব্যক্তি একদিন অশ্বে আরোহণ করে তার প্রাসাদ পরিদর্শনের সময় বৃদ্ধার প্রাসাদটি তার নজরে পড়লে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো— এটি এক দরিদ্র বৃদ্ধার ঘর। এ কথা জেনে সে ঘরটি ধ্বসিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলো। অতঃপর তা ধ্বসিয়ে দেওয়া হলো। বৃদ্ধা এসে এহেন অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো, সেই অত্যাচারী বাদশাহ্ এ কাজটি করেছে। তৎক্ষণাৎ আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বৃদ্ধা বললো, আয় আল্লাহ্! আমি এখানে ছিলাম না, কিন্তু আপনি কোথায় ছিলেন? আল্লাহ্ হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে হুকুম দিলেন, অত্যাচারীর এ প্রাসাদটি তার উপরেই ধ্বসিয়ে দাও। সুতরাং তাই করা হলো এবং অত্যাচারী লোকটি এভাবে ধ্বংস হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে, জনৈক বর্মকী উজীর তার পুত্র সহকারে বন্দী হয়ে জেলখানায় আবদ্ধ হয়ে গেল। পুত্র জিজ্ঞাসা করলো, আব্বাজান! এতো প্রভাব ও সম্মান-প্রতিপত্তির পরও আমরা এরূপ লাঞ্ছিত হলাম—এর কারণ কি? পিতা বললো, বৎস! কোন মজলূমের বদ-দোআ রাতের অন্ধকারে ছিট্কে এসে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, আর আমরা গাফেল ছিলাম; কিন্তু অনন্ত আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন গাফেল ছিলেন না।

হযরত ইয়াযীদ ইব্নে হাকীম (রহঃ) বলেন, আমি আমার অন্তরে সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় অনুভব করি ঐ ব্যক্তির, যার উপর আমি জুলুম করে ফেলি, আল্লাহ্ ছাড়া যার কোন সাহায্যকারী নাই। সে এ কথা বলতে থাকবে যে,

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ্‌র সাহায্যই আমার জন্য যথেষ্ট ; তোমার আমার মাঝে আল্লাহ্ রয়েছেন।

হযরত আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন জালেম আসবে– সে যখন দোযখের উপর দিয়ে পুল অতিক্রম করতে থাকবে, তখন মজলূমের সাক্ষাৎ হবে। দুনিয়াতে মজলূমের উপর সে যে জুলুম করেছিল, সবই তার স্মরণ হবে। মজলূম ব্যক্তিরাও নিজ নিজ প্রাপ্য হক ওসূল করতে চাবে। তখন এই জালেম ও মজলূমের মাঝে তুমুল বিতর্ক চলতে থাকবে। পরিশেষে মজলূম ব্যক্তিরা জালেমদের সমস্ত নেকী নিয়ে নিবে। এতে যদি জালেমের নেকী শেষ হয়ে যায় এবং মজলূমের প্রাপ্য বাকী থাকে, তবে সেই পরিমাণ পাপের বোঝা মজলূমের নিকট থেকে জালেমের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। ফলে, জালেম দোযখের নিম্নতর গহ্বরে গিয়ে পৌঁছবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উনাইস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের দিন লোকদেরকে খালি পা, উলঙ্গ দেহ এবং খত্‌নাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে। তখন একজন আহ্বানকারী আওয়াজ দিবে—যা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলেই সমানভাবে শুনতে পাবে যে, আমি চরম প্রতিশোধ গ্রহণকারী বাদ্‌শাহ্, কোন বেহেশ্‌তী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত একজন দোযখী ব্যক্তিও তার কাছে কোন জুলুমের বদলা দাবী করবে ; এমনকি একটি থাপড়ও পাওনা থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে। অনুরূপভাবে, কোন দোযখী দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে না, যে পর্যন্ত তার কাছে কারও জুলুমের বদলা পাওনা থাকবে ; এমনকি একটি থাপড় হলেও তা পরিশোধ করতে হবে। বস্তুতঃ তোমার রব্ব কারও উপর জুলুম করেন না। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তখন কি অবস্থা হবে— আমরা উলঙ্গ পা, উলঙ্গ দেহ এবং খত্‌নাবিহীন অবস্থায় থাকবো? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেদিন নেকী–বদীর পূরা–পূরি বদলা দেওয়া হবে ; তোমাদের রব্ব কারও উপর জুলুম করবেন না।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে কাউকে একটি বেত্রাঘাতও করেছে, ক্বিয়ামতের দিন এর প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

www.banglakitab.weebly.com

বর্ণিত আছে, সম্রাট কিস্‌রা তাঁর পুত্রকে আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন উস্তায নিযুক্ত করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে পুত্র যখন বেশ কিছু জ্ঞান-বিদ্যার অধিকারী হলো, তখন একদিন তাকে ডেকে তার কোনরূপ অন্যায়-অপরাধ ব্যতিরেকেই উস্তায্ খুব প্রহার করলেন। এতে সম্রাটের পুত্র রাগান্বিত হলো, কিন্তু এ রাগ অন্তরে গোপন করে রাখলো। পিতার মৃত্যুর পর যখন সে বাদশাহ্ হলো, তখন উস্তায্‌কে উপস্থিত করে জিজ্ঞাসা করলো—আপনি আমাকে অমুক দিন কোনরূপ অন্যায়-অপরাধ ব্যতিরেকেই এতো কঠোরভাবে প্রহার করেছিলেন কেন? উস্তায্ জবাব দিলেন হে বাদশাহ্, আপনি জ্ঞান-বিদ্যার অনুশীলনে তখন খুবই পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন ; এবং আমি তখনই জানতাম যে, পিতার পর একদিন আপনিই বাদশাহ্ হবেন। এজন্যে আমি তখনই আপনার উপলব্ধির মধ্যে এনে দিতে চেয়েছি যে, জুলুম-অত্যাচার ও প্রহৃত হওয়ার কষ্ট কি, যাতে পরবর্তীতে অন্য কারও উপর জুলুম থেকে আপনি বিরত থাকুন। সম্রাট এ উত্তর শুনে আনন্দিত হলেন এবং উস্তায্‌কে পুরস্কৃত করে বিদায় করলেন।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৫৫

এতীমের উপর জুলুম-অত্যাচারের নিষিদ্ধতা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝

"নিশ্চয় যারা এতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে, তারা নিজেদের উদরে অগ্নি ছাড়া আর কিছুই পুরছে না, এবং অতি সত্বরই তারা জ্বলন্ত আগুণে প্রবেশ করবে।" (নিসা ঃ ১০)

হযরত ক্বাতাদাহ্ (রাযিঃ) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতটি গাত্ফান গোত্রের জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে; ব্যক্তিটি স্বীয় এতীম-নাবালেগ ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিভাবক ছিল। অবশেষে তার সম্পত্তি থেকে সে নিজেও খেয়েছিল।

আয়াতে ব্যবহৃত 'জুলমান'-এর অর্থ হলো, জুলুমবশতঃ কিংবা জুলুমরত অবস্থায়। কাজেই বিনা জুলুমে অর্থাৎ অভিভাবক যদি তার প্রাপ্য হক গ্রহণ করতে চায়, তবে এতে আপত্তির কিছু নাই। বিস্তারিত শর্ত-শরায়েত ফেক্বাহ্র কিতাবসমূহে উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

"আর যে ব্যক্তি অভাবমুক্ত, সে নিজকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবে, আর যে অভাবী, সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে।" (নিসা ঃ ৬)

অর্থাৎ প্রয়োজন পরিমাণ ব্যবহার করলে বৈধ হবে। অথবা করজ নিতে পারে, কিংবা পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। এ ছাড়া একেবারে

www.banglakitab.weebly.com

নিরুপায় অবস্থায় উপনীত হলে গ্রহণ করবে এবং স্বচ্ছলতার পর তা ফেরৎ দিবে। গ্রহণের পর স্বচ্ছল অবস্থা না হলে তার জন্য তা হালাল।

আল্লাহ্ তা'আলা এতীমের হক ও অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে অত্যন্ত জোর তাকীদ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ○

"আর এরূপ লোকদের ভয় করা উচিত যে, যদি তারা নিজেদের পশ্চাতে ছোট ছোট সন্তান ত্যাগ করে (মারা) যায়, তবে এদের জন্য তাদের (কেমন) ভাবনা হবে! সুতরাং তাদের উচিত—আল্লাহ্কে ভয় করা।"(নিসা ঃ ৯)

আশে-পাশের আয়াতদৃষ্টে উপরোক্ত আয়াতে এতীমের হক সংরক্ষণের উপরই তাকীদ করা হয়েছে বুঝা যায়। যদিও কেউ কেউ আয়াতখানিকে এক তৃতীয়াংশের অধিক ওসীয়তের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

যার অভিভাবকত্বে কোন এতীম রয়েছে, তার উচিত এতীমের সাথে সৎ ও সুন্দর ব্যবহার করা। এমনকি তাকে সম্বোধন করতেও যেন সুন্দরভাবে ডাকা হয়। নিজের সন্তানদেরকে যেভাবে আদর-সোহাগের সাথে ডাকা হয়, সেভাবে এতীমকেও যেন ডাকা হয়। নিজের সম্পদের হেফাযতের ব্যাপারে যেমন মনোযোগ ও সচেতনতা অবলম্বন করা হয়, এতীমের সম্পদের ব্যাপারেও ঠিক তেমনি করা চাই। এ ব্যাপারে যে যতটুকু নিষ্ঠা ও খাঁটিত্বের সাথে আমল করবে, কিয়ামতের দিন সে ঠিক সেই অনুপাতে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বদ্‌লা পাবে। খেয়াল রাখতে হবে— কেয়ামতের দিন তথা প্রতিদান দিবসের একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। সুতরাং সেদিন প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের ফল পাবে।

কারও মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর যদি কেউ তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক নিযুক্ত হয় এবং সে এ দায়িত্বের উপর সময় অতিক্রম করে, অতঃপর অকস্মাৎ তার মৃত্যু এসে যায়, এমতাবস্থায় সে যদি অন্যের সম্পদ ও সন্তানের বেলায় সততা ও আমানতদারীর পরিচয় দিয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যক্তির সম্পদ ও সন্তানের হেফাযতের জন্য ঠিক তদ্রূপ

www.banglakitab.weebly.com

ব্যবস্থা করে দিবেন, যেরূপ সে অন্যের বেলায় করেছিল। পক্ষান্তরে, যদি সে অন্যের ক্ষতি করে থাকে, তবে নিজ সম্পদ ও সন্তানের বেলায় সেই প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হবে। অতএব, বুদ্ধিমান লোকের উচিত, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা। দ্বীন ও আখেরাতের ক্ষেত্রে তো ক্ষতি রয়েছেই, এসব ব্যাপারে অবহেলা করলে দুনিয়াতেই সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাই, আপন তত্ত্বাবধানে লালিত এতীমদের সাথে এরূপ সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ করা চাই, যেরূপ নিজের সন্তানদের বেলায় তাদের এতীম হওয়ার পর কামনা করা হবে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের নিকট ওহী পাঠালেন ঃ "হে দাউদ! এতীমের জন্য দয়ালু পিতা এবং বিধবার জন্য স্নেহশীল স্বামীর ন্যায় হয়ে যাও। আর স্মরণ রাখ, তুমি বীজ যেরূপ বপন করবে, ফল তদ্রূপই পাবে। অর্থাৎ তোমার আচরণ যেমন হবে, তোমার সাথে সেরূপ আচরণই করা হবে। এর কারণ হচ্ছে, মৃত্যু অতি অবশ্যম্ভাবী ; কাজেই তোমাকে একদিন মরতে হবে, তোমার সন্তান-সন্ততি এতীম হবে এবং তোমার স্ত্রী-ও বিধবা হবে।"

এতীমের মাল-সামান হেফাজত, তাদের প্রতি সুন্দর-সদ্ব্যবহার এবং তাদের উপর সর্ববিধ জুলুম-অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কিত বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। বস্তুতঃ এ হাদীসসমূহ ঐসব আয়াতেরই অনুরূপ যেগুলোর মাধ্যমে লোকদেরকে এ বিষয়ে কঠোর সতর্ক করা হয়েছে এবং এতীমের প্রতি জুলুমের বিপদসঙ্কুল ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলিম শরীফ প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ "হে আবূ যর! আমি তোমাকে দুর্বল দেখছি ; তোমার জন্য আমি তাই পছন্দ করি, যা আমি নিজের জন্য করি। সুতরাং তুমি দু'টি লোকের নেতৃত্বের ভারও নিজ কাঁধে নিও না এবং এতীমের মালের তত্ত্বাবধায়ক হয়ো না।"

বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে আত্মরক্ষা করে চলো। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, সেগুলো কি? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.banglakitab.weebly.com

ইরশাদ করলেন, আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা, যাদু করা, না-হক কতল করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল খাওয়া.....।

বায্যার রেওয়ায়াত করেছেন, বড় গোনাহ্ সাতটি ; আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা, কাউকে না-হক কতল করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল খাওয়া.....।

হাকেম কর্তৃক সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, চার শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার হক রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না এবং (পরকালে) তাদেরকে কোন নেআমতের স্বাদ আস্বাদন করাবেন না। এক. মদ্যপানে অভ্যস্ত দুই. সূদখোর তিন. অন্যায়ভাবে এতীমের মাল ভক্ষণকারী চার. পিতামাতার অবাধ্য সন্তান।

সহীহ্ ইব্নে হাব্বানে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীদের প্রতি যে চিঠি হযরত আমর ইব্নে হায্মের হাতে পাঠিয়েছিলেন, তাতে এ কথাও লেখা ছিল যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বড় গোনাহ্ হচ্ছে, আল্লাহ্র সঙ্গে শির্ক করা, কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে না-হক হত্যা করা, তুমুল যুদ্ধ চলাকালে ময়দান ছেড়ে পলায়ন করা, পিতা-মাতার না-ফরমানী করা, সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা, যাদু শিক্ষা করা, সূদ খাওয়া ও এতীমের মাল খাওয়া।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ এরূপ বিচার-বুদ্ধিহারা হয়ো না যে, লোকেরা যদি এহ্সান-উপকার করে, তাহলে তুমি এহ্সান-উপকার করবে, আর তারা যদি জুলুম করে, তাহলে তুমিও জুলুম করবে। বরং এরূপ চরিত্রের অধিকারী হও যে, লোকেরা এহ্সান করলে তুমিও এহ্সান করবে আর তারা জুলুম বা দুর্ব্যবহার করলেও তুমি তা করবে না।

আবূ ইয়ালা রেওয়ায়াত করেছেন যে, কেয়ামতের দিন একদল লোক হবে, তাদেরকে কবর থেকে এরূপ অবস্থায় বের করো হবে যে, তাদের মুখ-গহ্বর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা বের হতে থাকবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, তারা কারা? তিনি বললেন, তোমরা কি লক্ষ্য কর

www.banglakitab.weebly.com

নাই, আল্লাহ্ তা'আলা পাক কালামে কি বলেছেন? ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۭ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝

"যারা অন্যায়ভাবে এতীমের মাল ভোগ করে, তারা অবশ্যই নিজেদের উদরে অগ্নি পুরে নিচ্ছে।" (নিসা ঃ ১০)

মেরাজ শরীফের হাদীসে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি হঠাৎ এমন কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদের উপর কিছু লোক মোতায়েন করে দেওয়া হয়েছে, এদের কয়েকজন তাদের মুখ–গহ্বর হা করিয়ে ধরে রাখে আর অবশিষ্টরা আগুনের পাথর এনে তাদের মুখের ভিতর ভরে দিচ্ছে, আর তা তাদের পিছন–পথ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। আমি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিব্‌রাঈল! এসব লোক কারা? তিনি বললেন, যারা এতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের উদর আগুনের দ্বারা পূর্তি করে নিচ্ছে।

তফসীরে কুরতুবী গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)–এর রেওয়ায়াত বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে রাত্রিতে আমাকে (বায়তুল–মুকাদ্দাস ও আকাশমণ্ডলীর মে'রাজ) সফর করানো হয়েছে, সে রাত্রিতে আমি দেখেছি যে, একদল লোকের ঠোঁট উটের ঠোঁটের মত ; তাদের উপর ফেরেশতা মোতায়েন করে দেওয়া হয়েছে। এঁরা তাদের ঠোঁটদ্বয় ফাঁক করে মুখের ভিতর আগুনের পাথর ঢেলে দিচ্ছে এবং তা তাঁদের পশ্চাৎপথ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিব্‌রাঈল! এসব লোক কারা? তিনি বললেন, এরা দুনিয়াতে এতীমের মাল জুলুম করে ভক্ষণ করতো।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৫৬

অহংকারের অপকারিতা

এ সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু অহংকার ও আত্মম্ভরিতার এ দুর্বৃত্তটি যেহেতু মানুষের দুশ্চরিত্রাবলীর মধ্যে অন্যতম এবং এর পরিণতি খুবই জঘন্য ও মারাত্মক, তাই এ বিষয়ের উপর পুনঃ আলোচনা আবশ্যক।

অভিশপ্ত ইবলীস থেকে সর্বপ্রথম যে গুনাহ্টি নিঃসৃত হয়েছিল তা এই অহংকার ও আত্মম্ভরিতার গুনাহ্। যার ফলশ্রুতিতে সে আল্লাহ্র অভিশপ্ত হয়ে যমীন ও আসমানের প্রশস্ততাসম বেহেশ্ত থেকে বহিস্কৃত হয়ে দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

হাদীসে কুদ্সীতে আছে, বড়ত্ব আমার চাদর, মহত্ত্ব আমার ইযার (পোষাক বিশেষ)। অতএব, এতদুভয়ের যে কোন একটি নিয়ে যে ব্যক্তি আমার সাথে টানাটানিতে লিপ্ত হবে, আমি লা-পরওয়া তাকে টুক্রা-টুক্রা করে দিবো।

বর্ণিত আছে, অহংকারী-দাম্ভিকদেরকে মানবাকৃতি বজায় রেখে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পিপিলিকার আকারে হাশরের ময়দানে উত্থিত করা হবে। সর্বদিক থেকে তাদের উপর লাঞ্ছনার বান নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে, তাদেরকে দোযখীদের যখম ও ফোঁড়ার পূঁজ ও দূর্গন্ধময় রক্ত পান করানো হবে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَ مَلِكٌ جَائِرٌ وَ عَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

www.banglakitab.weebly.com

ক্বেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তিন শ্রেণীর লোকদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি কোনরূপ (রহমতের) দৃষ্টিও করবেন না। অধিকন্তু তাদের জন্য থাকবে দোযখের মর্মন্তুদ শাস্তি। এক, বৃদ্ধ ব্যভিচারী, দুই, জালেম বাদশাহ্, তিন, দরিদ্র অহংকারী।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত উমর (রাযিঃ) নিম্নের এই আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ

অতঃপর বললেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন— এক ব্যক্তি সৎকাজের নির্দেশ প্রদানের জন্য উদ্যত হলো, আর তাকে কতল করে দেওয়া হলো, আরেকজন উঠে বললো, কিহে, তোমরা সৎকাজের প্রতি আদেশদাতাকে কতল করে ফেললে? এবার একেও কতল করে দেওয়া হলো। বস্তুতঃ অহংকারই হচ্ছে এ ধরণের জঘন্যতম অপরাধের উৎস।

হযরত ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন যে, মানুষের পাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তাকে বলা হলো, আল্লাহ্কে ভয় কর, আর সে উত্তরে বললো, যাও, তুমি তোমার কাজ কর।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলে–ছিলেন, ডান হাতে খাও। উত্তরে সে বলেছে, এটা আমার দ্বারা হবে না। হুযূর বললেন, আচ্ছা, আর না হোক। বস্তুতঃ সে অহংকার ভরে ডান হাতে খেতে অস্বীকার করেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে তার ডান হাত আর কখনও উঠাতে পারে নাই, অর্থাৎ তা অকেজো ও অবশ হয়ে যায়।

বর্ণিত আছে, হযরত সাবেত ইব্নে কায়স ইব্নে শাম্মাস (রাযিঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি স্বভাবগতভাবে রূপ–সৌন্দর্য পছন্দ করি এবং নিজে সাজ–সজ্জা গ্রহণ করে থাকি, এটা কি অহংকার? আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না এটা অহংকার নয়। বরং অহংকার হচ্ছে, হক ও সত্যকে অপছন্দ করা ; অস্বীকার করা এবং লোকদেরকে

www.banglakitab.weebly.com

তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, অথচ তারা তোমারই মত আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা অথবা তারা তোমার তুলনায় শ্রেষ্ঠও হতে পারে।

হযরত ওয়াহ্‌ব ইব্‌নে মুনাব্বেহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত মূসা (আঃ) যখন ফেরাউনকে বললেন, ঈমান আন ; তোমার রাজত্ব তোমার হাতেই থাকবে, তখন সে হামানের সাথে পরামর্শের কথা বলেছে। হামান তাকে পরামর্শ দিয়েছে—এতদিন তুমি প্রভু হিসাবে রয়েছ ; লোকেরা তোমার উপাসনা করেছে, এখন তুমি ঈমান আনবে ; ফলে তুমি হবে বান্দা এবং আরেক প্রভুর উপাসনা করতে হবে তোমাকে ; এটা ঠিক নয়। এতে ফেরাউন ঈমান আনা থেকে বিমুখ হয়ে গেল এবং তার অন্তরে হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসারীদের প্রতি ঘৃণা জন্মালো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিলেন।

কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

"তারা বললো, এ কুরআন উভয় জনপদের (মক্কা ও তায়েফের) মধ্য হতে কোন প্রধান ব্যক্তির উপর কেন নাযিল করা হয় নাই?"

(যুখ্‌রুফ ঃ ৩১)

হযরত কাতাদাহ্ (রাযিঃ) বলেন, উক্ত আয়াতে তারা 'দুই জনপদের বড় মানুষদের' দ্বারা ওলীদ ইব্‌নে মুগীরা ও আবূ মাসঊদ সাকাফীকে বুঝিয়েছে। তারা দাবী করেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তুলনায় তারা দুজন অধিকতর প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী। তারা বলতো, এই এতীম বালককে কি করে আমাদের মধ্যে নবী হিসাবে প্রেরণ করা হলো? আল্লাহ্ পাক তাদের বক্তব্যের জওয়াব দিয়েছেন ঃ

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ط

"এরা কি আপনার রব্বের রহমতকে (স্বীয় মতানুযায়ী) বন্টন করতে চাচ্ছে?" (যুখ্‌রুফ ঃ ৩২) উপরন্তু তারা আরও আশ্চর্যান্তিত হবে— তারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর সেখানে যখন মসজিদে নববীর সুফ্‌ফায়

www.banglakitab.weebly.com

(আঙ্গিনায়) অবস্থানকারী দরিদ্রদেরকে দেখবে না, তখন তারা বলবে ঃ

مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ؕ

"ব্যাপার কি? আমরা তাদেরকে দেখ্‌ছি না যাদেরকে নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে গণ্য করতাম।" (ছোয়াদ ঃ ৬২)

এক উক্তি অনুযায়ী তারা হযরত আম্মার, হযরত বেলাল, হযরত সুহাইব ও হযরত মিক্বদাদ (রাযিঃ)–কে উদ্দেশ্য করেছে।

হযরত ওয়াহ্‌ব (রাযিঃ) বলেছেন বস্তুতঃ ইল্‌মের তুলনায় হয় মেঘের সাথে, যা আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে। সুমিষ্ট ও স্বচ্ছ পানির বর্ষণ পেয়ে বৃক্ষরাজি প্রতিটি রগে রগে খুবই তৃপ্ত হয়ে পান করে। অতঃপর নিজ নিজ স্বভাব–প্রকৃতি অনুযায়ী সেই স্বচ্ছ ও মিষ্ট পানির ক্রিয়া গ্রহণ করে— তিক্ত বৃক্ষ তিক্ত ক্রিয়া গ্রহণ করে এবং তার তিক্ততা আরও বৃদ্ধি পায়, অনুরূপভাবে মিষ্ট বৃক্ষের মিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। মূলতঃ ইল্‌মের ব্যাপারটিও ঠিক অনুরূপ। ইল্‌ম অন্বেষাকারী স্বীয় পরিশ্রম ও সাধনা অনুপাতে তা অর্জন করে। কিন্তু অহংকারী ব্যক্তির অহংকার এতে আরও বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, বিনয়ী ব্যক্তি ইল্‌ম অধ্যয়ন করে আরও বিনয়ী হয় এবং তার সৎগুণাবলী উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর কারণ হচ্ছে, যার উদ্দেশ্যই অহংকার ও নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা অথচ সে মূর্খ–জাহেল, এমতাবস্থায় ইল্‌মের নাগাল পেলে সে মূলতঃ অহংকার ও বড়াই করার আরও উপকরণ হাতে পেয়ে গেল। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্‌র প্রতি যার অন্তরে ভয় আছে, সে মূর্খ হলেও ইল্‌ম হাসিল করার পর বুঝে নিবে যে, আমার উপর আল্লাহ্‌ তা'আলার দলীল কায়েম হয়ে গেছে ; সুতরাং আর অন্যথা করা যাবে না। অতএব, সে পূর্বাপেক্ষা আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করবে এবং অধিক মাত্রায় নম্রতা ও বিনয় এখ্‌তিয়ার করবে।

হযরত আব্বাস (রাযিঃ)–সূত্রে বর্ণিত এক রেওয়ায়াতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ভবিষ্যতে এমন এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু হুল্‌কূমের (গলা) নীচে তা পৌছবে না। তারা বলবে, আমরা কুরআন পড়েছি, অধ্যয়ন করেছি; আমাদের চেয়ে বড় বিজ্ঞ ও আলেম কারা? অতঃপর সাথীদের প্রতি লক্ষ্য

www.banglakitab.weebly.com

করে বললেন, এসব লোক এ উম্মতের মধ্য থেকেই হবে। বস্তুতঃ এরাই হবে দোযখের ইন্ধন।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, অত্যাচারী ও অহংকারী আলেম হয়ো না। এতে তোমার মূর্খতা দূর হবে না ; এরূপ ইল্‌ম তোমার কোন উপকারে আসবে না।

বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এক ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়েছিল। কিছুদিন পর লোকটি হুযূরের দরবারে উপস্থিত হলে সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা সেদিন যে লোকটির প্রশংসা করেছিলাম, তিনি উপস্থিত হয়েছেন। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তার চেহারায় শয়তানের প্রভাব লক্ষ্য করছি। লোকটি সালাম করে হুযূরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। হুযূর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সত্যি করে বল, তোমার মনে কি এ কথা এসেছে যে, এসব লোকের মধ্যে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নাই? লোকটি বললো, হাঁ।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়্যাতের নূর–দৃষ্টিতে তার অন্তরের গোপন বিষয়টি দিব্যি উপলব্ধি করে নিয়েছেন, যা তার চেহারায় তিনি প্রত্যক্ষ করছিলেন।

হারস ইব্‌নে জায' যুবাইদী (রাযিঃ) বলেছেন, জ্ঞানী–গুণী ও আলেমদের মধ্যে যারা হাসিমুখে পেশ আসেন, আমি তাঁদেরকে বড় পছন্দ করি। আর যারা এমন যে, তুমি তাদের সাথে হাসিমুখে খোলা মনে পেশ আস্‌ছো; কিন্তু তারা ভ্রূকুঞ্চিত করে সংকীর্ণ মন নিয়ে সাক্ষাৎ করে। বস্তুতঃ তারা নিজেদের জ্ঞান–গরিমার উপর গর্ব–অহংকারে নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে এসব লোকের আধিক্য থেকে হেফাজত করুন।

বর্ণিত আছে, হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে এক ব্যক্তির উপর কটু বাক্য প্রয়োগ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, ওহে কৃষ্ণাঙ্গিনীর পুত্র। এ কথা শুনে তিনি বললেন, হে আবূ যর! অনেক বেশী বলা হয়ে গেছে ; কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের (শুধু বর্ণ–তারতম্যের কারণে) কোনই প্রাধান্য নাই। হযরত আবূ যর গেফারী বলেন, আমি মাটিতে শুয়ে পড়লাম এবং লোকটিকে

www.banglakitab.weebly.com

বললাম তুমি উঠ এবং আমার গণ্ডদেশ পদদলন কর।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা প্রিয় আর কেউ ছিল না। এতসত্ত্বেও তাঁকে দেখে সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়াতেন না। কেননা, তাঁরা জানতেন যে, তিনি তা অপছন্দ করেন। অনেক সময় দেখা গেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে পথ চলাকালে বলতেন, তোমরা আগে আগে চল। এ কথা বলে তিনি নিজে সকলের পিছনে হাঁটতেন। এ দ্বারা সুন্দর চলন-নীতি শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য হতে পারে কিংবা নিজের নফ্সকে শয়তানী ওস্ওসা থেকে হেফাজত করাও হতে পারে।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেছেন, যদি কেউ কোন দোযখী ব্যক্তিকে দেখ্তে চায়, তাহলে সে যেন ঐ ব্যক্তিকে দেখে যে নিজে বসে রয়েছে, অথচ তার সম্মুখে অন্যান্য লোকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে (অর্থাৎ যা দাম্ভিক ও অহংকারী লোকদের অভ্যাস)

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৫৭

বিনয় ও অল্পেতুষ্টির বয়ান

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ

অর্থাৎ, "ক্ষমা করলে আল্লাহ্ পাক ক্ষমাকারী বান্দার সম্মান ও ক্ষমতা বাড়িয়ে দেন, আল্লাহ্র জন্যে বিনয় ও নম্র–ভদ্রের আচরণ করলে আল্লাহ্ পাক তাকে উন্নত করেন এবং উচ্চ পদ–মর্যাদা দান করেন।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন যে, সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে অসহায় ও উপায়হীন না হয়েও বিনয় অবলম্বন করে, সঞ্চিত সম্পদ গুনাহের কাজে ব্যয় না করে বৈধ কাজে ব্যয় করে, দরিদ্র ও দূর্বলদের প্রতি দয়া করে এবং জ্ঞানী–প্রজ্ঞাবান আলেম ও ফকীহ্দের সাহচর্য অবলম্বন করে।

বর্ণিত আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে এক গৃহে আহার করছিলেন। এমন সময় একজন পঙ্গু ভিক্ষুক (যে সাধারণতঃ ঘৃণাযোগ্য) এসে দরজায় আওয়াজ দিল। তিনি তাকে গৃহাভ্যন্তরে আসার অনুমতি দিলেন। অতঃপর তাকে আপন উরুতে বসিয়ে খেতে দিলেন। এতে জনৈক কুরাইশী ব্যক্তির মনে ঘৃণার উদ্রেক হলো। এতদ্দৃষ্টে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার রব্ব আমাকে দু'টির যেকোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন—তাঁর বান্দা ও রাসূল হবো, অথবা বাদশাহ্ নবী হবো। এতদুভয়ের মধ্যে আমি কোন্টি গ্রহণ করবো, তা স্থির করতে না পেরে আমার একান্ত বন্ধু হযরত জিব্রাঈল (আঃ)–এর প্রতি মাথা উচিয়ে তাকালাম। তিনি বললেন, প্রভুর সান্নিধ্যে

www.banglakitab.weebly.com

আপনি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করুন। অতঃপর আমি তাই গ্রহণ করে নিয়েছি।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)–এর নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, আমি সে ব্যক্তির নামায কবূল করে থাকি, যে আমার বড়ত্বের সম্মুখে বিনয় অবলম্বন করে, মখ্লূকের মোকাবেলায় নিজকে বড় মনে না করে এবং সর্বদা অন্তরে আমার ভীতি জাগরুক রাখে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْكَرَمُ التَّقْوٰى وَ الشَّرَفُ التَّوَاضُعُ وَ الْيَقِيْنُ الْغِنٰى

"ইযযত ও সম্মান নিহিত রয়েছে তাক্ওয়া–পরহেযগারীর মধ্যে, মর্যাদা ও কৌলিন্য নিহিত রয়েছে বিনয় ও নম্রতার মধ্যে এবং অমুখাপেক্ষিতা নিহিত রয়েছে একীন তথা দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যে।"

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, দুনিয়াতে যারা বিনয় অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য সুসংবাদ যে, ক্বেয়ামতের দিন তারা উন্নত মঞ্চের অধিকারী হবে, আর যারা মানুষের মধ্যে আত্মার সংশোধনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে তাদের জন্য সুসংবাদ যে, তারা ক্বেয়ামতের দিন জান্নাতুল–ফেরদাউসের অধিকারী হবে।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, আমার কাছে এ হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে ইসলাম গ্রহণের তওফীক দান করেন, অতঃপর ইসলামই হয় তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, আর সে এমন কোন কাজে জীবন কাটায় যার মধ্যে অবৈধ কিছু নাই ; এরই মাধ্যমে সে জীবিকা পায়, তার মধ্যে যদি বিনয় ও নম্র স্বভাব থাকে, তবে সে আল্লাহ্ তা'আলার নির্বাচিত বিশেষ বান্দা।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اَرْبَعٌ لَا يُعْطِيْهِنَّ اللّٰهُ اِلَّا مَنْ اَحَبَّ الصَّمْتَ وَهُوَ اَوَّلُ

www.banglakitab.weebly.com

الْعِبَادَةِ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللّٰهِ وَالتَّوَاضُعُ وَالزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا۔

"চারটি সৎস্বভাব আল্লাহ্ পাক তাকেই দান করেন, যাকে তিনি ভালবাসেন এক. চুপ থাকার অভ্যাস (অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা না বলা), দুই. আল্লাহ্র উপর ভরসা করা, তিন. বিনয় অবলম্বন করা, চার. দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হওয়া।"

বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহারে রত ছিলেন। এমন সময় বসন্ত রোগে আক্রান্ত কৃষ্ণ বর্ণের একজন লোক—যার শরীরের চর্ম বিরূপ হয়ে গিয়েছিল, যার কাছেই সে যেতো, তাকে দূর দূর করে সরিয়ে দিতো—রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলো। তিনি তাকে নিজের কাছে বসিয়ে নিলেন।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমার বড় পছন্দ হয় ঐ সব লোকদেরকে যারা হাতে কিছু বহন করে উপার্জন করে, তা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এবং এভাবে আপন স্বভাব থেকে অহংকার দূর করার প্রয়াস চালায়।

একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি হলো যে, তোমাদের মধ্যে ইবাদতের কোন স্বাদ বা মিষ্টতা লক্ষ্য করি না? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইবাদতের স্বাদ ও মিষ্টতা কি? তিনি বললেন ঃ বিনম্র স্বভাব।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُتَوَاضِعِيْنَ مِنْ أُمَّتِيْ فَتَوَاضَعُوْا لَهُمْ وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْمُتَكَبِّرِيْنَ فَتَكَبَّرُوْا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ ذٰلِكَ مَذَلَّةٌ لَهُمْ وَصَغَارٌ

"আমার উম্মতের মধ্যে যখন তোমরা বিনয়ী লোকদের সাক্ষাৎ পাও, তখন তোমরাও তাদের সাথে বিনয়সুলভ আচরণ কর, আর যখন অহংকারী–

www.banglakitab.weebly.com

দাম্ভিক লোকদেরকে দেখ, তখন তাদেরকে (বাহ্যতঃ) অহংকার প্রদর্শন কর ; এটা তাদের অপমান ও শাস্তি।"

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী উপদেশদাতা কি চমৎকার উপদেশ দিয়েছেন ঃ বিনয়ী হও, তা'হলে মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন হবে। তারকার প্রতিবিম্ব যদিও দ্রষ্টার দৃষ্টিতে পানির নীচে দেখায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার অবস্থান খুবই উচে।

ধোয়ার ন্যায় হয়ো না, শূন্যমার্গের উচুতে তাকে উড়ন্ত দেখায়, কিন্তু তার অবস্থান হয় নীচ ও হীন।

অল্পেতুষ্টির কল্যাণ ও ফযীলত ঃ

ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র এক অধ্যায়ে অল্পেতুষ্টির কল্যাণ ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

عِزُّ الْمُؤْمِنِ اِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ

"মুমিনের ইয্যত-সম্ভ্রম এরই মধ্যে নিহিত যে, সে কারও মুখাপেক্ষী হবে না। অল্পে তুষ্ট থাকবে।"

এই অল্পেতুষ্টির মধ্যেই রয়েছে নিজ স্বাধীনতা ও সম্মান। এজন্যেই জনৈক জ্ঞানীর উক্তি রয়েছে যে, তুমি যে কোন (উন্নত) ব্যক্তির মুখাপেক্ষিতা হতে নিজেকে বাঁচাবে, তুমি (অচিরেই) তার সমকক্ষ হয়ে যাবে, আর তুমি যারই সাথে দয়া ও অনুগ্রহের আচরণ করবে, তুমি তার আমীর হয়ে যাবে। যে অল্পের দ্বারা তোমার প্রয়োজন মিটে যায়, তা সেই প্রাচুর্য অপেক্ষা বহুগুণ শ্রেষ্ঠ যে তোমাকে খোদার অবাধ্যতার দিকে ঠেলে দেয়।

এক বুযুর্গ বলেছেন যে, আমার অভিজ্ঞতায় প্রাচুর্যকে আমি অল্পেতুষ্টির তুলনায় শ্রেষ্ঠ পাই নাই। এমনিভাবে দারিদ্র্যকে লালসার তুলনায় কঠিন পাই নাই। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত পংতিগুলো উচ্চারণ করলেন, যার অর্থ হচ্ছে ঃ

www.banglakitab.weebly.com

* অল্পেতুষ্টির অভ্যাসই আমাকে ইয্যতের লেবাস পরিয়েছে। এমন কোন প্রাচুর্য আছে কি যা অল্পেতুষ্টির চেয়ে বেশী ইয্যত দিতে পারে?

* ধৈর্য্য ও সবরই হচ্ছে তোমার মূল পূঁজি, এরপর তাকওয়াই হচ্ছে অমূল্য সম্পদ।

* মুহূর্তকাল সবর করে দেখ, বন্ধুর মুখাপেক্ষিতা হতে নিস্কৃতি পাবে। আরও অধিককাল সবর করলে বেহেশ্‌তে স্থান পেয়ে যাবে।

অপর এক কবি বলেছেন ঃ

* সত্যিকার প্রয়োজন যতটুকু, তোমার আত্মাকে তা দিতে কুণ্ঠিত হয়ো না। অন্যথায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে দাবী করবে।

* তোমার এই দীর্ঘ জীবনটি অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু আসল সময়ের জন্য তুমি কোনই প্রস্তুতি গ্রহণ করলে না।

আরও একজন বলেছেন ঃ

* তোমার রিযিক যদি তোমা থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে তুমি সবর কর এবং যতটুকু তোমার আছে, তা নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থাক।

* কোন কিছু হাসিল করা বা পাওয়ার জন্যে এমনভাবে লেগে যেয়ো না যে, তুমি প্রাণ উৎসর্গ করে দিবে, বরং এ কথা বিশ্বাস রেখ যে, নসীবে (লেখা) থাকলে তা অবশ্যই তুমি পাবে।

অপর একজন বলেন ঃ

* নীচ ও অসভ্য লোকদের অসহযোগিতা যদি তোমাকে তৃষ্ণার্ত করে তোলে, তাহলে অল্পে তুষ্টির চরিত্রকে আপন করে নাও ; এতে তুমি তৃপ্তি লাভ করবে।

* তুমি এমন সাধক পুরুষ হওয়ার চেষ্টা কর যে, তোমার পা যদি থাকে মাটির নীচে, তাহলে তোমার হিম্মত ও সৎসাহসের শিরটি যেন থাকে সর্বোচ্চ নক্ষত্রসম উঁচু অবস্থানে।

আরও একজন উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

* ওহে রিযিকের অন্বেষণকারী! তুমি জীবনের এত শক্তি ব্যয় করে রিযিকের তালাশে ব্যস্ত? হায় আফসূস! তুমি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিলের মধ্যে পড়ে রয়েছ।

* প্রচণ্ড শক্তিধর সিংহ তার প্রবল প্রতিপত্তি সত্ত্বেও পশুর মৃতদেহের

www.banglakitab.weebly.com

উপরই রাজত্ব করে, আর নগণ্য দুর্বল মৌমাছির রাজত্ব চলে মূল্যবান মৌচাকের উপর।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আমল ছিল– কোন বিপদের সম্মুখীন হলে তিনি ঘরের সকলকে বলতেন, তোমরা উঠ এবং নামাযে রত হয়ে যাও। তিনি আরও বলতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এরূপ হুকুম করেছেন। অতঃপর এ আয়াত তেলাওয়াত করতেন ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

"আপনি আপনার সংশ্লিষ্টদেরকে নামাযের আদেশ করতে থাকুন এবং নিজেও এর পাবন্দ থাকুন।" (তোয়াহা ঃ ১৩২)

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানীর উপদেশ হচ্ছে ঃ

* দুনিয়া এবং দুনিয়ার চাকচিক্যের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। প্রাচুর্য ও লালসার ধোকায় পতিত হয়ো না।

* অনন্ত দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য যতটুকু নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তুমি সেটুকুর উপর রাজী হয়ে যাও। বস্তুতঃ অল্পেতুষ্টি এমন এক সম্পদ যা কোনদিন শেষ হয় না।

* দুনিয়ার আরাম–আয়েশের যাবতীয় সাজ–সামানই অহেতুক ; তাই এসব কিছু তুমি ত্যাগ কর। ক্বেয়ামতের ময়দানে এগুলো তোমার কোনই উপকারে আসবে না।

আরও একজনের উপদেশ হচ্ছে ঃ

* যৎকিঞ্চিৎ যতটুকুই তোমার ভাগ্যে জুটে, ততটুকু নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থাক। কেননা, তোমার–আমার রব্ব একটি ক্ষুদ্র পিপিলিকাকেও ভুলেন না।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন ঃ

* সুন্দর–শোভন ও আকর্ষণীয় পোষাক পরিধানের মধ্যেই ইয্যত–সম্মান নিহিত নয়। কেননা, সৌন্দর্য ও শোভা বর্ধনের ধ্যান–খেয়ালে যারা মত্ত থাকে, পরিণতিতে তারা দুনিয়ার মোহগ্রস্ত হয়ে দ্বীন–ধর্মের ব্যাপারে বেপরওয়া হয়ে যায় ; এসব লোক আত্মাভিমান থেকে খুব কমই রক্ষা পায়।

www.banglakitab.weebly.com

আরবী কবি বলেছেন, যার অর্থ হচ্ছে ঃ

* দুনিয়ার অংশ থেকে প্রাপ্য হিসাবে আমি আমার জন্য দারিদ্র্যসুলভ সামান্য খাদ্য এবং একটি চুগাকেই (পোষাক বিশেষ) যথেষ্ট মনে করে নিয়েছি ; অন্তরে এর অতিরিক্ত কোন বাসনাই আমি পোষণ করি না।

* কারণ, আমি দুনিয়াকে উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করেছি। দেখেছি যে, এর কোন স্থায়িত্ব নাই। অতএব, দুনিয়াও যেমন অতি ক্ষণস্থায়ী, আমার জীবনও তাই।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৫৮

দুনিয়ার ধোকা ও প্রতারণার বয়ান

দুনিয়ার সমগ্র অবস্থা মাত্র দু'ভাগে বিভক্ত। হয় আরাম-আয়েশের অবস্থা হবে, না হয় কষ্ট-ক্লেশের অবস্থা হবে। তাই, এ দুনিয়া সমগ্র জগতবাসীর অনুকূল নয়। বরং, সে এক এক সময় এক এক রূপ ধারণ করে ; একচ্ছত্র ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলা যখন যেরূপ ইচ্ছা করেন, দুনিয়ার হালাত ও অবস্থায় তেমনি পরিবর্তন আসতে থাকে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَ لَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ۝ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ؕ

"তারা সর্বদাই মতবিরোধ করতে থাকবে, কিন্তু যার প্রতি আপনার রব্বের অনুগ্রহ হয়।" (হূদ ঃ ১১৯)

কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, রুজি-রোজগারের ব্যাপারে তারতম্য ও বিভিন্নতা হয়। যেমন, কখনও অভাব কখনও সুখ ও প্রাচুর্য। এজন্যেই কর্তব্য হচ্ছে, যদি দুনিয়া অনুকূল থাকে, তাহলে পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও শোকর আদায় করা এবং নেক কাজে মগ্নতার মাধ্যমে সর্বক্ষণ তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করা। কেননা, প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র তিনিই হচ্ছেন সমস্ত দুঃখীর অভাব-অনটন দূরকারী ও আশ্রয়দাতা। সেইসঙ্গে সদা সতর্ক থাকা যে, দুনিয়ার ধোকা ও প্রতারণার শিকার যেন হতে না হয়। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতখানি খুবই যথেষ্ট ঃ

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

"অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং ঐ প্রতারক (শয়তানও) যেন তোমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে।"

(লুকমান ঃ ৩৩)

www.banglakitab.weebly.com

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ

"কিন্তু (তোমাদের অবস্থা ছিল যে,) তোমরা নিজেদেরকে গোমরাহীতে আবদ্ধ রেখেছিলে, আর তোমরা অপেক্ষা করছিলে এবং তোমরা সন্দীহান ছিলে, বরং তোমাদের অযথা আকাংখাসমূহ তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল।" (হাদীদ ঃ ১৪)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْاَحْمَقُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ الْاَمَانِيَّ

"প্রকৃত বুদ্ধিমান সে, যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যু–পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেয় ; আমল–আখলাক ও ইবাদত–বন্দেগীতে নিমগ্ন হয়ে যায়। আর আহ্‌মক হচ্ছে সে, যে নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে, অথচ আল্লাহ্‌র কাছে বহু কিছু পেতে আশাবাদী থাকে।"

জনৈক আরবী কবি বলেছেন ঃ

* দুনিয়ার সামান্যতম সম্পদ ও উল্লাসে যে এর প্রশংসা করে, অচিরেই সে দুনিয়ার প্রতি অভাবের অভিযোগ আনবে ও ভর্ৎসনা করবে।

* দুনিয়া যখন কারও থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন সে আক্ষেপ করতে থাকে, কিন্তু এই দুনিয়াই যখন কারও লাভ হয়, তখন তার দুর্দশা ও ভোগান্তির শেষ থাকে না।

অপর একজন বলেছেন ঃ

* আল্লাহ্‌র কসম, দুনিয়ার সমগ্র সম্পদও যদি কারও জন্যে চিরস্থায়ীভাবে হাসিল হয় এবং নিরঙ্কুশ স্বচ্ছল জীবন সে অতিবাহিত করে, তবুও কোন অভিজাত ভদ্রের পক্ষে (মোহে পড়ে) দুনিয়ার জন্য নিজকে সামান্যতম লাঞ্ছিত করা উচিত হবে না। অথচ এ দুনিয়া সম্পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী ; আগামীকল্যই এর ধ্বংস অনিবার্য।

www.banglakitab.weebly.com

ইব্নে বাস্সাম বলেন ঃ

* ধিক দুনিয়ার উপর ও দুনিয়ামুখী জীবনের উপর ; এ দুনিয়া সৃষ্টিই হয়েছে কেবল দুঃখ–দুর্দশা ও ভোগান্তির জন্যেই।

* কি বাদশাহ্ কি সাধারণ লোক কারও থেকে দুনিয়ার অস্বস্তি এক মুহূর্তের জন্যেই খতম হয় না।

* দুনিয়া এবং দুনিয়ার অবস্থার উপর বিস্মিত হই যে, সে নিজে মানুষের শত্রু, অথচ মানুষ তার প্রেমিক–পাগল।

অপর এক কবি বলেন ঃ

* দুনিয়াকে জিজ্ঞাসা কর—রোম–ইরানের সম্রাট (কায়সার ও কিস্রা), তাদের বিরাট বিশাল অট্টালিকা এবং এগুলো উপভোগকারীদের সাথে সে কি আচরণ করেছে? সেকি তাদেরকে বিক্ষিপ্ত ও পৃথক পৃথক করে দেয় নাই? বস্তুতঃ সে বোকা বুদ্ধিমান নির্বিশেষে সকলকেই ধ্বংস করে ছেড়েছে।

কথিত আছে, জনৈক মরুচারী বেদুঈন লোক একটি গোত্রের নিকট অবতরণ করে। গোত্রের লোকজন তাকে খাওয়া–দাওয়া করিয়েছে। অতঃপর লোকটি একটি তাঁবুর ছায়াতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। লোকেরা যখন তাঁবু সরিয়ে নিলো, তখন রৌদ্রের তাপে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সজাগ হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করার সময় সে বলেছে ঃ

* এতে কোন সন্দেহ নাই যে, দুনিয়া একটি গৃহের ছায়ার মত ; একদিন এ ছায়া অবশ্যই খতম হয়ে যাবে।

* সতর্ক হয়ে যাও, দুনিয়া অতি অল্প সময়ের আরামস্থল ; যেখানে পথিক মুসাফির কিছুক্ষণ অবস্থান করে, অতঃপর তা ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

জনৈক জ্ঞানবৃদ্ধ নিজ সঙ্গীকে বলেছিলেন, দ্বীনের আহ্বাহক দ্বীনের প্রতি তোমাকে ডাক দিয়েছে, দুনিয়া তোমার ডাকে সাড়া দিতে অপারগতা ঘোষণা করে দিয়েছে ; বড়ই অপরাধী হবে তুমি ; এরপরেও যদি ঈমান ও একীনকে বর্বাদ করে ফেল এবং নেক আমল না কর।

হযরত ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্কে ভয় করার জন্য

www.banglakitab.weebly.com

ইল্‌মই যথেষ্ট এবং প্রতারিত হয়ে খোদা-বিমুখ হওয়ার জন্য মুর্খতাই যথেষ্ট।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ الدُّنْيَا وَ سُرَّ بِهَا ذَهَبَ خَوْفُ الْاٰخِرَةِ مِنْ قَلْبِهٖ

"যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে এবং দুনিয়ার দ্বারা আনন্দিত হয়, তার অন্তর থেকে আখেরাতের ভয় দূর হয়ে যায়।"

এক বুযুর্গ বলেছেন, দুনিয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে যে যতটুকু দুঃখ ও আক্ষেপ করবে, আখেরাতে সেই অনুপাতে তার হিসাব হবে। এমনিভাবে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পদের উপর আনন্দ-উল্লাস করবে, আখেরাতে সেই অনুপাতেই তার হিসাব হবে। আজকাল স্পষ্ট হারাম বিষয় সম্পর্কেও তোমরা নির্দ্বিধায় বলে থাক, এগুলো ব্যবহারে কোন দোষ নাই; অথচ আদর্শ পূর্বপুরুষেরা হালাল বিষয়াবলীর ব্যাপারেও কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতেন, আর হারাম বস্তু তো তাদের দৃষ্টিতে হলাহল-বিষতুল্য ছিল।

হযরত উমর ইব্‌নে আব্দুল আযীয (রহঃ) অনেক সময় মিসআর ইব্‌নে কেরামের নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করতেন ঃ

نَهَارُكَ يَا مَغْرُوْرُ نَوْمٌ وَ غَفْلَةٌ
وَ لَيْلُكَ نَوْمٌ وَ الرَّدٰى لَكَ لَازِمُ

ওহে ধোকা ও প্রতারণার শিকার! তোমার জীবনের দিনগুলোও নিদ্রা ও অবহেলায় কাটিয়ে দিচ্ছ, আর রাতের নিদ্রা তো স্বভাবতঃ রয়েছেই।এ-ই যদি হয় অবস্থা, তবে জেনে রাখ, তোমার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

يَغُرُّكَ مَا يَفْنٰى وَ تَفْرَحُ بِالْمُنٰى
كَمَا غَرَّ بِاللَّذَّاتِ فِى النَّوْمِ حَالِمُ

www.banglakitab.weebly.com

ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষয়িষ্ণু এই দুনিয়া তোমাকে ধোকায় ফেলে রেখেছে, কামনা-বাসনা ও কল্পনায় তুমি আনন্দে মেতে রয়েছে। তোমার এ আনন্দ-উল্লাস নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির স্বপ্নের আনন্দের চেয়ে অধিক কিছু নয়।

شُغْلُكَ فِيهَا سَوْفَ يَكْرَهُ غِبُّهُ

كَذٰلِكَ فِى الدُّنْيَا تَعِيْشُ الْبَهَائِمُ

খোদাবিমুখী উল্লাসময় এই মত্ততা অচিরেই তোমাকে ত্যাগ করতে হবে, তখন তোমার জন্য তা খুবই অসহনীয় হবে। বস্তুতঃ দুনিয়াতে চতুষ্পদ জন্তুরাই এরূপ জীবনাতিবাহন করে থাকে।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৫৯

দুনিয়ার তুচ্ছতা ও অপকারিতা এবং দুনিয়া থেকে সতর্কীকরণ

হযরত আবূ উমামাহ বাহেলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সা'লাবাহ্ ইব্নে হাতেব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি আল্লাহ্র কাছে দোআ করে দিন, যাতে আমি মালদার–ধনী হয়ে যাই। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমার কাছে আমার তরীকা পছন্দ নয়? তুমি কি আল্লাহ্র নবীর আদর্শের উপর থাকতে আগ্রহী নও? শুন! সেই পবিত্র সত্তার কসম, যার আয়ত্বাধীনে আমার জীবন—যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তাহলে এ পাহাড়সমূহ সোনা–রূপায় পরিণত হয়ে আমার সাথে সাথে ঘুরতো। কিন্তু এমন ধনী হওয়া পছন্দনীয় নয়। লোকটি বললো, যে পবিত্র সত্তা আপনাকে সত্য নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, যদি আপনি দোআ করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ধন–ঐশ্বর্য দান করেন, তবে আমি অবশ্যই প্রত্যেক হকদারকে তার হক ও প্রাপ্য পৌঁছিয়ে দিবো এবং আরও অন্যান্য নেক কাজ করবো। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোআ করলেন ঃ "আয় আল্লাহ্! সা'লাবাহ্কে সম্পদ দান কর।" ফলে, তার ছাগল–ভেড়ায় কীড়ার মত অসাধারণ প্রবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এমনকি মদীনায় বসবাসের জায়গাটি যখন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন সে মদীনার বাইরে একটি প্রশস্ত উপত্যকা নিয়ে নেয়। এখানে আসার পর কেবল যোহর ও আসর এই দুই ওয়াক্তের নামায মদীনায় এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জামাতে আদায় করতো এবং (পূর্বের বিপরীত) অন্যান্য নামায সেখানেই পড়ে নিতো, যেখানে তার মালামাল ছিল।

অতঃপর এসব ছাগল–ভেড়ার আরও প্রবৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে সে জায়গাটিতেও তার সংকুলান হয় না। সুতরাং মদীনা শহর থেকে আরও

www.banglakitab.weebly.com

দূরে গিয়ে কোন একটি জায়গা নিয়ে নেয়। সেখান থেকে সে শুধু জুমুআর নামাযের জন্য মদীনায় আসতো এবং অন্যান্য পাঞ্জেগানা নামাযগুলো সেখানেই পড়ে নিতো। তারপর এসব মালামাল কীড়ার মত আরও প্রবৃদ্ধি পেয়ে গেল। এখন সে জায়গাও তাকে ছাড়তে হয় এবং মদীনা থেকে বহু দূরে সরে যায়। সেখানে জুমুআ থেকেও তাকে বঞ্চিত হতে হয়। জুমুআর দিন মদীনা থেকে জুমুআ পড়ে প্রত্যাবর্তনকারীদের নিকট কেবল জিজ্ঞাসাবাদ করে সেখানকার অবস্থা জেনে নিতো।

কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের কাছে সে লোকটির অবস্থা জানতে চাইলে তারা বললো যে, তার মালামাল এতো বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে, শহরের কাছাকাছি কোথাও তার সংকুলান হয় না। ফলে, বহু দূরে কোথাও গিয়ে বসবাস করছে। এখন আর তাকে দেখা যায় না। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন,— يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ অর্থাৎ, সালাবাহ্র প্রতি আফসূস! সা'লাবাহ্র প্রতি আফসূস! সা'লাবাহ্র প্রতি আফসূস। ঘটনাক্রমে সে সময়েই মুসলমানদের থেকে সদকা আদায় করা সংক্রান্ত এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ط

"আপনি তাদের ধন–সম্পদ থেকে সদ্কা গ্রহণ করুন, যদ্দ্বারা আপনি তাদেরকে পাক–পবিত্র করে দেন এবং তাদের জন্য দোআ করুন ; নিশ্চয় আপনার দোআ তাদের জন্য শান্তির কারণ।" (তওবাহ ঃ ১০৩)

আল্লাহ্ তা'আলা সদ্কার যথাযথ আইন নাযিল করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহাইনা গোত্রের একজন এবং সুলাইম গোত্রের একজনকে মুসলমানদের নিকট থেকে সদ্কা আদায় করার জন্য পাঠালেন এবং দু'জনের নিকটেই সদ্কার লিখিত ফরমান দিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলে দিলেন ঃ তোমরা সা'লাবাহ্র নিকট যাও। এছাড়া বনী সুলাইমের আরও এক লোকের কাছে

www.banglakitab.weebly.com

যাওয়ার হুকুম করলেন, তাদের কাছ থেকে সদ্‌কা ওসূল করার নির্দেশ দিলেন।

তারা উভয়ে যখন সা'লাবাহ্‌র নিকট গিয়ে পৌঁছালেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত ফরমান দেখালেন, তখন সা'লাবাহ্ বলতে লাগলো, এ তো জিযিয়া কর হয়ে গেল, এ তো জিযিয়া কর হয়ে গেল, এ তো জিযিয়ার ন্যায়ই আরেকটা। তারপর বললো, এখন আপনারা যান, ফেরার পথে এখানে হয়ে যাবেন। অতঃপর তারা সুলাইম গোত্রের লোকটির নিকট গেলেন। লোকটি তাদের কথা এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান শুনলো। তারপর নিজের পালিত পশু উট-বকরীসমূহের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল, তা থেকে সদ্‌কার নেসাব অনুযায়ী পশু নিয়ে স্বয়ং সে দুই ওসূলকারীর কাছে হাজির হলেন। তারা পশুগুলো দেখে বললেন, আপনার উপর এরূপ উৎকৃষ্ট পশু সদ্‌কায় দান করা ওয়াজিব নয় এবং আমরাও আপনার কাছ থেকে এগুলো নিতে পারি না। সুলাইমী লোকটি বারবার বিনয় করে বললেন, আমি নিজের খুশীতে এগুলো দিতে চাই, আপনারা কবূল করে নিন।

অতঃপর এ দুই ওসূলকারী আরও অন্যান্য মুসলমানদের সদ্‌কা আদায় করে সা'লাবাহ্‌র কাছে আসলেন এবং তার কাছে পুনরায় সদ্‌কা আদায়ের কথা বললেন তখন সে বললো, দাও দেখি সদ্‌কার আইনগুলো আমাকে দেখাও। তা দেখে সে পূর্বের কথাই বলতে লাগলো, এ তো এক রকম জিযিয়া কর-ই। যা হোক, এখন আপনারা যান, আমি চিন্তা-বিবেচনা করবো।

তারা মদীনায় ফিরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। তিনি তাদেরকে দেখেই তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই আবার সে বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করলেন, যা পূর্বে বলেছিলেন। অর্থাৎ— يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ (সা'লাবাহ্‌র প্রতি আফ্‌সূস) তারপর সুলাইমীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে দোআ করলেন। অতঃপর তাঁরা দু'জন সা'লাবাহ্ ও সুলাইমী সম্পর্কিত আচার-আচরণ বিস্তারিত শুনালেন। তখন সা'লাবাহ্ সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

www.banglakitab.weebly.com

وَ مِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتَانَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ فَلَمَّا اٰتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَا اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে কোন কোন লোক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা করেছিল যে, আল্লাহ্ যদি তাদের ধন–সম্পদ দান করেন, তবে তারা দান–খয়রাত করবে এবং উম্মতের সৎকর্মশীলদের (মত সমস্ত হকদার, আত্মীয়–স্বজন ও গরীব–মিসকীনদের প্রাপ্য আদায় করে তাদের) অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর যখন আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদ দান করলেন তখন কার্পণ্য করতে লাগলো এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যে বিমুখ হয়ে গেল। তারপর এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে মুনাফেকী স্থান করে নিয়েছে, সেদিন পর্যন্ত যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা লংঘন করেছিল এবং এ জন্যে যে, তারা মিথ্যা কথা বলতো।

(সূরা তওবাহ্, আয়াত ঃ ৭৫,৭৬,৭৭)

এ আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন সা'লাবার কতিপয় আত্মীয় আপনজনও সে মজলিসে উপস্থিত ছিল। তাদের মধ্য হতে একজন সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হয়ে সা'লাবার কাছে গিয়ে পৌঁছলো এবং তাকে ভর্ৎসনা করে বললো, তোমার সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়ে গেছে। এ কথা শুনে সালাবাহ্ উদ্বিগ্ন হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ হাজির হয়ে আবেদন করলো, হুযূর! আমার সদ্‌কা কবূল করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তোমার সদ্‌কা কবূল করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এ কথা শুনে সে নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগলো।

www.banglakitab.weebly.com

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তো তোমার নিজেরই কৃতকর্ম। আমি তোমাকে হুকুম করেছিলাম ; তুমি তা মান্য কর নাই। এখন আর তোমার সদ্‌কা কবূল হতে পারে না। তখন সালাবাহ্ অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেল এবং এর কিছুদিন পরই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে যায়। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) খলীফা হলে সা'লাবাহ্ তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে সদ্‌কা কবূল করার আবেদন জানালো। সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ) উত্তর দিলেন, যে ক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবূল করেন নাই, আমি কেমন করে কবূল করবো!

হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)–এর ওফাতের পর সা'লাবাহ্ হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ)–এর খেদমতে হাজির হয়ে আবেদন জানালো। তিনিও সেই একই উত্তর দিলেন, যা হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) দিয়েছিলেন। এরপর হযরত উসমান (রাযিঃ)–এর খেলাফত আমলেও সে নিবেদন করে। কিন্তু তিনিও অস্বীকার করেন। হযরত উসমান (রাযিঃ)–এর খেলাফতকালেই সা'লাবাহ্‌র মৃত্যু হয়।

ইমাম জরীর (রহঃ) লাইস থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা এক ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ)–এর সঙ্গ অবলম্বন করে তার সাথে সাথে পথ চলতে লাগলো। সে আরজ করলো, আমি আপনার সাহচর্যেই থাকবো। দু'জন পথ চলতে চলতে সমুদ্রের তীরে পৌঁছে খানা খেতে আরম্ভ করলেন। তাদের নিকট তিনটি রুটি ছিল। দুটি খেলেন আর একটি অবশিষ্ট রয়ে গেল। হযরত ঈসা (আঃ) পানি পান করার জন্য সমুদ্রের কিনারে গেলেন। কিন্তু এসে দেখেন যে, অবশিষ্ট রুটিটি নাই। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, রুটিটি কে নিলো? সে উত্তর করলো, আমি জানি না। হযরত ঈসা (আঃ) সাথীকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলেন একটি হরিণী তার দু'টি বাচ্চা নিয়ে বিচরণ করছে। তিনি একটি বাচ্চাকে ডাকলেন। তৎক্ষণাৎ সে এসে উপস্থিত হলো। সেটিকে জবাই করে ভাজা করে তা থেকে তারা উভয়ে খেলেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) বললেন ঃ قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ "আল্লাহ্‌র হুকুমে যিন্দা হয়ে যাও।" তৎক্ষণাৎ বাচ্চাটি উঠে দৌড়ে চলে গেল। হযরত ঈসা (আঃ) লোকটিকে বললেন, আমি

www.banglakitab.weebly.com

তোমাকে ঐ পবিত্র সত্তার কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যার কুদরতে তোমাকে এ মু'জেযা দেখিয়েছি, তুমি বল—রুটিটি কে নিয়েছে? সে বললো, আমি জানি না।

অতঃপর তারা আরও অগ্রসর হয়ে একটি নদীর তীরে পৌছলেন। হযরত ঈসা (আঃ) লোকটির একটি হাত আকড়িয়ে ধরে নিলেন এবং নির্দ্বিধায় পানির উপর দিয়ে নদী পার হয়ে গেলেন। এবারও তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে পবিত্র সত্তার কুদরতে আমি তোমাকে এ মুজেযা দেখালাম তার কসম দিয়ে বলছি, তুমি সত্য করে বল—সে রুটিটি কে নিয়েছে। লোকটি বললো, আমি জানি না।

অতঃপর তারা আরও অগ্রসর হলেন এবং একটি জঙ্গলে পৌছে বসে পড়লেন। হযরত ঈসা (আঃ) একটি মাটির ঢেলা হাতে নিয়ে বললেন, সোনা হয়ে যাও। তৎক্ষণাৎ সেটা সোনা হয়ে গেল। এটাকে হযরত ঈসা (আঃ) তিন ভাগে ভাগ করলেন এবং বললেন, এক ভাগ আমার, এক ভাগ তোমার এবং অবশিষ্ট ভাগটি যে রুটি নিয়েছে তার। এ কথা শুনে লোকটি বললো, (হুযূর!) রুটি আমি নিয়েছি। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, এসব স্বর্ণই তোমাকে দিয়ে দিলাম। অতঃপর তিনি লোকটির নিকট থেকে পৃথক হয়ে গেলেন।

লোকটি জঙ্গল থেকে এখনও বের হয় নাই ; এমন সময় দুজন দস্যু এসে হাজির হলো এবং তার কাছে মূল্যবান সম্পদ পেয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। তখন লোকটি বললো, আমাকে হত্যা করো না, এই স্বর্ণ আমরা তিনজনেই সমানভাবে ভাগ করে নিলাম ; আমাদের মধ্য হতে একজনকে বাজারে পাঠাও, খাদ্য খরিদ করে আনবে, আমরা এখন সকলেই খাবো। তারা একজনকে খাদ্যের জন্য বাজারে পাঠালো। বাজারে প্রেরিত লোকটি মনে মনে চিন্তা করলো—আমি এই স্বর্ণ ভাগাভাগি হতে দেই কেন? খাদ্যের মধ্যে তাদের অজান্তে বিষ মিশিয়ে দেই ; এতে তারা দু'জন খানা খেয়েই বিষক্রিয়ায় মারা যাবে আর সম্পূর্ণ স্বর্ণ একা আমিই নিয়ে নিবো। এই চিন্তা করে সে খাদ্যের সাথে বিষ মিশিয়ে তা নিয়ে উপস্থিত হলো। ওদিকে যে দু'জন জঙ্গলে রয়ে গিয়েছিল, তারা চিন্তা করলো—আমরা সেই লোককে স্বর্ণের এক তৃতীয়াংশ কেন দেই ; বরং সে এলেই তাকে আমরা

www.banglakitab.weebly.com

হত্যা করবো এবং আমরা দু'জনেই স্বর্ণ ভাগ করে নিয়ে নিবো। ঘটনার বর্ণনাকারী বলেন, যেই চিন্তা সেই কাজ—লোকটি বাজার থেকে আসলে তাকে তারা হত্যা করে ফেললো এবং খাদ্য খেয়ে নিলো। ফলে, খাদ্যের সাথে মিশ্রিত বিষক্রিয়ায় এরা দুজনও মারা গেল। এখন শুধু স্বর্ণ এবং পার্শ্বে তিনটি লাশ খালি জঙ্গলে পড়ে রইল। হযরত ঈসা (আঃ) ফেরার পথে এদিক দিয়ে আসছিলেন, তখন তিনি তার সঙ্গীদেরকে বললেন—এরই নাম দুনিয়া ; সতর্ক থেকো, সাবধানে চলো।

একদা বাদশাহ্ যুল-কারনাইন এক সম্প্রদায়ের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে থামলেন। তাদের অবস্থা ছিল—মানুষের জন্য উপাদেয় উপকরণ বলতে যা আছে, তা কিছুই তাদের কাছে ছিল না। এরা প্রচুর পরিমাণে কবর খুঁড়ে রেখেছিল। ভোর হতেই কবরের পার্শ্বে গিয়ে উপস্থিত হতো। সেগুলোর দেখা-শুনা করতো। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতো। নামায পড়তো। চতুষ্পদ জন্তুর মত সবুজ-তাজা ঘাস ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করতো। এসব তরুলতার উপরই তারা সম্পূর্ণ জীবিকা নির্বাহ করতো।

বাদশাহ্ যুল-কারনাইন তাদের শাসন পরিচালকের নিকট লোক পাঠিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য সংবাদ দিলেন। কিন্তু সে জওয়াব দিল, তাঁকে আমার কোন প্রয়োজন নাই, বরং তার যদি আমার নিকট কোন প্রয়োজন থাকে, তবে তিনিই আমার কাছে আসুন। যুল-কারনাইন এ উত্তর পেয়ে বললেন, সে ঠিকই বলেছে। অতঃপর তিনি নিজেই শাসনকর্তার নিকট গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আপনাকে সংবাদ দেওয়ার পর আপনি উপস্থিত না হওয়াতে আমি নিজেই হাজির হলাম। সে বললো, আমার কোন প্রয়োজন থাকলে অবশ্যই আমি হাজির হতাম। যুল-কারনাইন জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার আপনাদেরকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় ব্যতিক্রমী দেখি? শাসনকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার এ কথার অর্থ কি? তিনি বললেন, অর্থাৎ দুনিয়ার সাথে কিছুমাত্র সম্পর্কও আপনাদের দেখছি না, আপনারা সোনা-রূপা প্রভৃতি কিছুই জমা করেন নাই, যদ্দ্বারা উপকৃত হবেন? শাসনকর্তা বলতে লাগলেন, আমরা এসবকে ঘৃণা করি। কারণ, দেখা গেছে, যাদের হাতেই সম্পদ হয়েছে, তারাই দুনিয়া এবং দুনিয়ার সম্পদের মোহে মত্ত হয়ে গেছে। ফলে, এতোদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ থেকে

www.banglakitab.weebly.com

তারা বঞ্চিত রয়ে গেছে। যুল-কারনাইন জিজ্ঞাসা করলেন, এর কি কারণ যে, আপনারা কবর খুঁড়ে রেখেছেন, ভোর-সকালে এসে সেগুলোর দেখা-শুনা করেন, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন? শাসনকর্তা বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন আমরা এসব কবর এবং আমাদের পার্থিব আশা-আকাংখার প্রতি দৃষ্টি করবো তখন এসব কবর আমাদেরকে দুনিয়ার আশা-আকাংখা ও লোভ-লালসা থেকে বিরত রাখবে।

যুল-কারনাইন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা তরুলতা খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন ; এছাড়া আহারের যোগ্য আরকিছু আপনাদের নিকট দেখি না, আপনারা কি চতুষ্পদ জন্তু পালন করে সেগুলোর দুধ পান করে জীবন কাটাতে পারেন না? তাছাড়া এসব জন্তুকে আপনারা সওয়ারীর কাজেও ব্যবহার করতে পারেন। শাসনকর্তা বললেন, আমরা আমাদের উদরকে জীব-জানোয়ারের কবর বানাতে পছন্দ করি না। আমাদের অভিজ্ঞতা যে, যমীনের উদ্ভিদ আহার করেই আমরা তৃপ্ত হয়ে যাই। বস্তুতঃ আদম-সন্তানের জন্য অতি সাধারণ ও মামুলী খাদ্যই যথেষ্ট ; গলধঃকরণের পর যে কোন ধরনের খাদ্যের স্বাদ আর বাকী থাকে না। এ কথা বলার পর শাসনকর্তা যুল-কারনাইনের পশ্চাৎ থেকে হাত বাড়িয়ে একটি মৃতদেহের ধ্বংসাবশেষ মাথার খুলি উঠিয়ে তাকে বললেন, আপনি কি জানেন—এ লোকটি কে? তিনি অজ্ঞতা ব্যক্ত করে লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে শাসনকর্তা বললেন, সে এ পৃথিবীর একজন বাদশাহ। বহু ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল সে। কিন্তু জুলুম-অত্যাচর, অন্যায়-অনাচার, খেয়ানত ও অবাধ্যতার সীমা অতিক্রম করার পর সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আজকে তার ধ্বংসাবশেষের অবস্থা এই। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা তার সমস্ত কৃতকর্ম লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন ; পরকালের সেই বিচার দিনে তার শাস্তি হবে। অতঃপর আরেকটি মাথার খুলি উঠিয়ে শাসনকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জানেন ইনি কে? যুল-কারনাইন অজ্ঞতা প্রকাশ করে পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, ইনিও একজন বাদশাহ, পূর্বের জালেম বাদশাহর পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অধিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু তিনি পূর্বের বাদশাহর বিপরীত জুলুম-অত্যাচার ও অন্যায়-অনাচার থেকে দূরে রয়েছেন। রাজ্যে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহর সম্মুখে বিনয় ও নিষ্ঠা অবলম্বন করেছেন।

www.banglakitab.weebly.com

পরিশেষে তিনিও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং আজকে তারও অস্তিত্বের অবস্থা এই, যা আপনি অবলোকন করছেন। কিন্তু তাঁর আমলনামাও আল্লাহর নিকট লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত রয়েছে। আখেরাতে তিনি আল্লাহর কাছে পুরস্কারপ্রাপ্ত হবেন।

অতঃপর বাদশাহ-যুল-কারনাইনের মাথার খুলির দিকে দৃষ্টি করে শাসনকর্তা বললেন, আপনার এ খুলির অবস্থাও উক্ত খুলিদ্বয়ের যে কোন একটির ন্যায় হবে। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন—কোন্ অবস্থার অনুকূলে আপনি জীবন পরিচালনা করে যাচ্ছেন। যুল-কারনাইন বললেন, হে শাসনকর্তা! আপনি কি আমার সাথীত্ব গ্রহণ করতে সম্মত আছেন? আপনাকে ভাই হিসাবে গ্রহণ করে নিবো। আপনি আমার ওজীর ও পরামর্শদাতা হবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যা কিছু দিয়েছেন, তাতে আপনাকে শরীক করে নিচ্ছি। তিনি বললেন, আপনার এবং আমার একই অবস্থানে একত্রিত হওয়া ঠিক নয়, বরং এহেন সহঅবস্থান অবলম্বন করা আমাদের উভয়ের মধ্যে কারও পক্ষে সম্ভব হবে না। যুল-কারনাইন কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, এর কারণ হচ্ছে, মানুষ আপনার শত্রু এবং আমার বন্ধু। যুল-কারনাইন বললেন, এর কারণ? তিনি বললেন, আপনার ধন-ঐশ্বর্যের কারণে তারা আপনার শত্রুতে পরিণত হয়েছে। আর আমি এসব কিছু পরিত্যাগ করেছি, কাজেই আমার শত্রু কেউ নাই। যুল-কারনাইন এতদশ্রবণে অবাক-বিস্ময়ে অভিভূত হোন এবং অন্তরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে আপন গন্তব্যের পথে বিদায় নেন।

জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন ঃ

يَا مَنْ تَمَتَّعَ بِالدُّنْيَا وَ زِيْنَتِهَا
وَ لَا تَنَامُ عَنِ اللَّذَّاتِ عَيْنَاهُ

ওহে, যে দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগ-বিলাসে মত্ত রয়েছ, এমনকি এই ভোগমত্ততার কারণে রাতের নিদ্রা পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়েছ—

شَغَلْتَ نَفْسَكَ فِيمَا لَيْسَ تُدْرِكُهُ

www.banglakitab.weebly.com

تَقُوْلُ لِلّٰهِ مَاذَا حِيْنَ تَلْقَاهُ

প্রবৃত্তির তাড়নায় তুমি এমন এক বস্তুর পিছনে পড়ে রয়েছ যা কোনদিন পাবে না। উপরন্তু যেদিন তুমি আল্লাহর সম্মুখীন হবে, সেদিন আল্লাহর কাছে তোমার কি জবাবদিহি হবে?

মাহমুদ বাহেলী (রহঃ) আবৃত্তি করেছেন ঃ

اَلَا اِنَّمَا الدُّنْيَا عَلَى الْمَرْءِ فِتْنَةٌ
عَلٰى كُلِّ حَالٍ اَقْبَلَتْ اَوْ تَوَلَّتْ

"জেনে রাখ, এ দুনিয়া হাসিল হোক আর না হোক সর্বাবস্থায়ই সে মানুষের জন্য ফেতনা ও পরীক্ষা।"

فَاِنْ اَقْبَلَتْ فَاسْتَقْبِلِ الشُّكْرَ دَائِمًا
وَمَهْمَا تَوَلَّتْ فَاصْطَبِرْ وَتَثَبَّتْ

"কাজেই দুনিয়া যদি তোমার অনুকূলে আসে, তাহলে তুমি সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যদি প্রতিকূল হয়, তবে ধৈর্য ধারণ কর এবং দৃঢ় থাক।"

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৬০

দান-খয়রাত ও সদ্‌কার ফযীলত

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, "যে ব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র খেজুর পরিমাণও হালাল উপার্জন থেকে আল্লাহ্‌র পথে দান করে—জেনে রাখ, আল্লাহ্ কেবল হালাল বস্তুই কবুল করেন–আল্লাহ্ তা'আলা সেই দানকৃত বস্তু ডান হাতে গ্রহণ করে নেন ; এতে বরকত ও কল্যাণ দিয়ে ভরে দেন, অতঃপর এটিকে দাতার অনুকূলে লালন করতে থাকেন যেমন তোমরা শিশুকে লালন কর। এভাবে সেই বস্তুটি পাহাড়সম বৃহৎ রূপ ধারণ করে। পবিত্র কুরআনে এর সপক্ষে সাক্ষ্য রয়েছে, ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ

"তারা কি অবগত নয় যে, আল্লাহ্‌ই নিজ বান্দাদের তওবা কবূল করেন, আর তিনিই সদ্‌কা-খয়রাত কবূল করেন।" (তওবাহ্ ঃ ১০৪)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَ يُرْبِي الصَّدَقَاتِ

"আল্লাহ্ সূদকে ধ্বংস করে দেন এবং সদ্‌কাকে বৃদ্ধি করে দেন।" (বাক্বারাহ্ ঃ ২৭৬)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَ مَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.

www.banglakitab.weebly.com

"দানে কখনও ধন কমে না। ক্ষমায় ক্ষমতা ও ইয্যত-সম্মান বাড়ে। আল্লাহ্‌র জন্যে বিনয় অবলম্বন ও নম্র স্বভাব উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে।"

ত্বব্‌রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "দান-খয়রাত মাল-সম্পদে কোনরূপ ঘাট্‌তি আনয়ন করে না। বান্দা দান-খয়রাতের জন্য হাত বাড়ানোর সাথে সাথে প্রদত্ত বস্তু গ্রহীতার হাতে পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করে নেন।"

আরও বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি এমন কোন বস্তুর জন্য যা না হলেও তার চলে, যদি কারও কাছে হাত পাতলো, তবে আল্লাহ্ তার অভাবের দরজা খুলে দেন, অর্থাৎ তার অভাব-অনটন লেগেই থাকবে।"

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِىْ مَالِىْ وَاِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلٰثٌ مَا اَكَلَ فَاَفْنٰى اَوْ لَبِسَ فَاَبْلٰى اَوْ اَعْطٰى فَاقْتَنٰى وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَ تَارِكُهُ لِلنَّاسِ ـ

"বান্দা বলে, আমার মাল আমার মাল। অথচ সম্পদের যে অংশটুকু সে তিন কাজে ব্যয় করতে পেরেছে, কেবল সে অংশটুকুই তার ঃ এক. যা খেয়ে শেষ করলো দুই. যা পরিধান করে পুরানো-অকেজো করলো এবং তিন. যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে জমা রাখলো। এ ছাড়া আর যা থাকবে, তা তার নয় ; অন্যদের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তি।"

বর্ণিত আছে, তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি কথা বলবেন, অর্থাৎ মাঝে কোন দু'ভাষী হবে না। সে ডানে তাকাবে, দেখবে শুধু যা পাঠিয়েছে তা। বামে তাকাবে, দেখবে শুধু যা পাঠিয়েছে তা। সামনে তাকাবে, দেখবে শুধু আগুনই আগুন ; যা তার চেহারা বরাবর বিরাজ করছে। অতএব, তোমরা আগুন থেকে বাঁচ ; খেজুরের একটি ক্ষুদ্রাংশ দিয়ে হলেও।"

www.banglakitab.weebly.com

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ـ

"পানি যেমন আগুন নিভিয়ে দেয়, দান-খয়রাত ও সদ্‌কা তেমনি পাপ মোচন করে দেয়।"

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'ব ইব্‌নে আজ্‌রাহ্ (রাযিঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلٰى سُحْتٍ النَّارِ اَوْلٰى بِهٖ الخ

"হারাম খাদ্যের দ্বারা উৎসারিত রক্ত-মাংস বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না ; বরং দোযখেরই যোগ্য। হে কা'ব ইব্‌নে আজ্‌রাহ্! সকল মানুষই দুনিয়া থেকে বিদায় হয় ; কিন্তু কেউ বিদায় হয় দোযখের আগুন থেকে নিজকে মুক্ত করে আর কেউ নিজের জীবন ধ্বংস করে দোযখের উপযুক্ত হয়ে। হে কা'ব! নামাযে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ হয় আর রোযা হচ্ছে (দোযখের আগুন থেকে আত্মরক্ষার জন্য) ঢালস্বরূপ। সদ্‌কা ও দান-খয়রাত গুনাহ্‌সমূহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন সবল লোক ভারী পাথরকে সরিয়ে দেয়। অন্য রেওয়ায়াতে আছে যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।"

বর্ণিত আছে, "সদ্‌কা ও দান-খয়রাত খোদায়ী গজবকে ফিরিয়ে রাখে, অপমৃত্যু থেকে হেফাযত করে।"

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সদ্‌কার ওসীলায় অপমৃত্যুর সত্তরটি দরজা বন্ধ করে দেন।

হাদীস শরীফে আরও আছে, "কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত দাতা ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সদ্‌কার ছায়ায় অবস্থান করবে।"

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, "কখনও এমন হয় যে, মানুষ কিছু সদ্‌কা করে, ফলতঃ শয়তানের সত্তরটি জাল ভেঙ্গে যায়।"

একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সর্বোত্তম সদ্‌কা কোন্‌টি? তিনি বললেন, "অভাবী হয়েও দান করা ; তোমার দান তাদের থেকেই আরম্ভ কর যাদের ব্যয়ভার

www.banglakitab.weebly.com

বহন করা তোমার দায়িত্ব।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, এক দেরহাম পরিমাণ দানের সওয়াব একশত দেরহামের সওয়াবকেও অতিক্রম করে গেছে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কি করে? তিনি বললেন, "এক ব্যক্তির নিকট প্রচুর পরিমাণ মাল-সম্পদ আছে, সে এক পার্শ্ব থেকে একশত দেরহাম দান করলো। অপরদিকে একজন অভাবী লোকের নিকট মাত্র দুই দেরহাম আছে, তন্মধ্য থেকে সে একটি দেরহাম দান করে দিল।"

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ ভিক্ষুক বা প্রার্থী (আব্দারকারী)-কে কখনও ফিরিয়ে দিও না। কিছু দিতে না পার—অন্ততঃপক্ষে একটি ক্ষুর হলেও তাকে দাও।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ "সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তা'আলা এমন দিনে (অর্থাৎ হাশরের দিন) আরশের নীচে ছায়াতলে স্থান দিবেন, যেদিন এ ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক তারা, যারা এমন গোপনে দান-খয়রাত করে যে, বাম হাত পর্যন্ত টের করতে পারে না যে, তাদের ডান হাত কি করছে।"

ত্বব্রানী শরীফের এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, "সৎকাজে মানুষকে বিপর্যয় ও প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করে, গোপন সদ্কা আল্লাহ্র রোষ নির্বাপিত করে এবং আত্মীয়তার সংরক্ষণ আয়ু বর্ধিত করে। বস্তুতঃ প্রতিটি নেক কাজই সদ্কা। দুনিয়াতে যারা সৎ আখেরাতেও তারা সৎ, পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যারা অসৎ আখেরাতেও তারা অসৎ। বেহেশ্তে সৎলোকেরাই প্রথম প্রবেশ করবে।"

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করেছেন- সদ্কা কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "বহু গুণ অতিরিক্ত সওয়াব যে আমলটির, সেটিই সদ্কা—আল্লাহ্র কাছে আরও অধিক সওয়াব রয়েছে।" অতঃপর এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً

"কে আছে, যে আল্লাহ্কে করজ দিবে উত্তম করজ দেওয়া, অতঃপর

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ্ এ–কে তার জন্য বর্ধিত করে দিবেন বহুগুণে।" (বাক্বারাহ্ ঃ ২৪৫) আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সর্বোত্তম সদ্‌কা কোন্‌টি? তিনি বললেন, অভাবীকে গোপনে যা দান করা হয় আর নিজের অভাব –অনটন সত্ত্বেও কষ্ট সহ্য করে যা দিয়ে অপরের সাহায্য করা হয়। অতঃপর এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

"তোমরা যদি সদ্‌কাসমূহ প্রকাশ্যে প্রদান কর সে–ও ভাল কথা। আর যদি এতে গোপনীয়তা অবলম্বন কর এবং দরিদ্রদেরকে দিয়ে দাও, তবে তোমাদের জন্য অতি উত্তম।" (বাক্বারাহ্ ঃ ২৭১)

হাদীস শরীফে আছে, কোন মুসলমান বিবস্ত্র কোন মুসলমানকে পোষাক দান করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বেহেশ্‌তের সবুজ পোষাক পরিধান করাবেন। কোন অভুক্ত মুসলমানকে খাদ্য খাওয়ালে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বেহেশ্‌তের ফল খাওয়াবেন। আর যদি কোন মুসলমান পিপাসার্ত কোন মুসলমানকে পানি পান করায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বেহেশ্‌তের সিল–মোহরযুক্ত খোশবূদার শরাব পান করাবেন।

হাদীস শরীফে আছে, মিসকীনকে দান করলে যে ক্ষেত্রে এক সদ্‌কার সওয়াব লাভ হয়, গরীব অভাবী আত্মীয়কে দান করলে দ্বিগুণ সওয়াব হয়—এক, সদ্‌কার, দ্বিতীয়, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার।

এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উত্তম সদ্‌কা কোন্‌টি? নবীজী বলেছেন, তোমার যে আত্মীয় তোমার সাথে গোপনে শত্রুতা পোষণ করে, তাকে দান করা উত্তম সদ্‌কা।

বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি একটি দুগ্ধবতী পশু (উষ্ট্রী, গাভী, ছাগল প্রভৃতি) অপরকে এই মর্মে দান করে যে, সে এ থেকে দুধ পান করবে এবং পরে তা ফিরিয়ে দিবে, অথবা কেউ যদি অপরকে ঋণ দেয় কিংবা সফরসাথীকে কেউ যদি হাদিয়া–উপহার পেশ করে, তবে এতে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব হবে।

www.banglakitab.weebly.com

বর্ণিত আছে যে,

كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ.

"ঋণদান একটি বিশেষ সদ্‌কা।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

رَأَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِى عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ.

"যে রাত্রিতে আমাকে ইস্‌রা ও মিরাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সে রাত্রিতে আমি দেখেছি—বেহেশ্‌তের দরজায় লিখিত রয়েছে যে, সদ্‌কা বা দানের সওয়াব দশগুণ আর ঋণ প্রদানের সওয়াব আঠার গুণ।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদের যে সাহায্য করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলা তার সাহায্য করবেন।

বর্ণিত আছে, একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ইসলাম কোন্‌টি? তিনি বললেন, আহার করাও এবং পরিচিত অপরিচিত সকল (মুসলমান)-কে সালাম দাও।

বর্ণিত আছে, এক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে দুনিয়ার সবকিছু সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃষ্ট। রাবী বলেন, আমি পুনরায় আরজ করলাম, আমি কি আমল করলে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবো? হুযূর বললেন ঃ আহার করাও, সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাও, আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় কর এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তুমি নামায (তাহাজ্জুদ) পড়। তাহলে তুমি নিরাপদে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে।

আরও বর্ণিত হয়েছে, যেসব কাজে আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয়, তন্মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে খানা খাওয়ানো।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজ ভাইকে তৃপ্ত করে আহার করিয়েছে, পানি পান করিয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তিকে দোযখ

www.banglakitab.weebly.com

থেকে সাত খন্দক দূরে রাখবেন। দুই খন্দকের মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিমাণ হচ্ছে পাঁচশত বছরের পথ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হে আদম-সন্তান! আমি পীড়িত হয়েছিলাম আর তুমি আমাকে দেখতে আস নাই। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি কিভাবে আপনাকে দেখতে আসবো অথচ আপনিই সমস্ত জগতের প্রতিপালক প্রভু? আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার বান্দা অমুক পীড়িত হয়েছিল আর তুমি তাকে দেখতে যাও নাই? তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে নিশ্চয় আমাকে তার নিকট পেতে?

হে আদম-সন্তান! আমি তোমার নিকট খানা চেয়েছিলাম তুমি আমাকে খানা দেও নাই। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি আপনাকে কিরূপে খানা দিতাম অথচ আপনিই সমস্ত জগতের প্রতিপালক প্রভূ? তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার বান্দা অমুক তোমার নিকট খানা চেয়েছিল আর তুমি তাকে খানা দেও নাই? তুমি কি জানতে না যে, যদি তাকে খানা দিতে নিশ্চয় তা আমার নিকট পেতে?

আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম-সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম আর তুমি আমাকে পানি পান করাও নাই। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি আপনাকে কিরূপে পানি পান করাবো, যখন আপনিই সমস্ত জগতের প্রতিপালক প্রভু? তিনি বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল আর তুমি তাকে পানি পান করাও নাই। তুমি কি জানতে না যে, যদি তাকে পানি পান করাতে তবে তা আমার নিকট পেতে?

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৬১

মুসলমান ভাইয়ের উপকার সাধন ও প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ص

"তোমরা সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অপরের সহযোগিতা কর।" (মায়িদাহ্ ঃ ২)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যার্থে তার উপকার সাধনের নিমিত্ত অগ্রসর হবে, তার আমলনামায় আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের সমতুল্য সওয়াব লেখা হবে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ لِلّٰهِ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِقَضَاءِ حَوَائِجِ النَّاسِ اِلٰى عَلٰى نَفْسِهٖ اَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ بِالنَّارِ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وُضِعَتْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يُحَدِّثُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَ النَّاسُ فِى الْحِسَابِ.

"আল্লাহ্ তা'আলার এমন কিছু মখলূক রয়েছে, যাদেরকে তিনি মানুষের উপকার সাধন ও প্রয়োজন মিটানোর জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ পাক নিজ পবিত্র সত্তার কসম করে বলেছেন—তাদেরকে তিনি দোযখ-আগুনের শাস্তি দিবেন না কখনও। ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য নূরের মঞ্চ তৈয়ার করা হবে। অন্যান্য লোকেরা যখন হিসাবে ব্যস্ত থাকবে, তখন তারা আল্লাহ্র সাথে কথোপকথনে মগ্ন থাকবে।"

www.banglakitab.weebly.com

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ سَعٰى لِاَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فِىْ حَاجَةٍ قُضِيَتْ لَهٗ اَوْ لَمْ تُقْضَ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَأَخَّرَ وَكُتِبَ لَهٗ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ-

"যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের কোন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে, অতঃপর তা সমাধা হোক না হোক, আল্লাহ্ তা'আলা তার অতীত ও ভবিষ্যতের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন এবং দু' বিষয়ের মুক্তিপত্র লিখে দিবেন ঃ এক. দোযখের আগুণ থেকে মুক্তি দুই.নেফাক (মুনাফেকী) থেকে মুক্তি।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের উপকারার্থে কোন পথে অগ্রসর হবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি কদমে সত্তরটি নেকী লিখবেন এবং সত্তরটি গুনাহ্ মোচন করবেন। যদি মুসলমান ভাইয়ের উপকার সাধন হয়, তবে সে গুনাহ্ থেকে সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় পবিত্র হয়ে যাবে। আর যদি চেষ্টারত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে বিনা হিসাবে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।"

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তার প্রয়োজন ও সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলো এবং তাকে সৎ পরামর্শ দিল, আল্লাহ্ তা'আলা দোযখ ও তার মাঝে সাত খন্দক দূরত্ব স্থাপন করে দিবেন—এক খন্দক থেকে অপর খন্দক পর্যন্ত দূরত্ব হবে যমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।"

হযরত ইব্নে উমর (রাযিঃ)–সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কোন কোন সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তা'আলা প্রচুর নেয়ামত ও ধন–ঐশ্বর্য দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত তারা মুক্ত মনে মানুষের কল্যাণ সাধন ও অভাব দূরীকরণে ব্রতী থাকে, সেই নেয়ামত তাদের কাছেই

www.banglakitab.weebly.com

স্থায়ী রাখেন। আর যদি এরা সংকীর্ণ-হৃদয় হয়ে যায়, তবে তা অন্যদেরকে দিয়ে দেন।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা কি জান—জঙ্গলের বাঘ হুংকার দিয়ে কি বলে? সাহাবীগণ আরজ করলেন, আল্লাহ্ ও রাসূলই উত্তম জানেন। তিনি বললেন, বাঘ বলে, আয় আল্লাহ্! আমি যেন কোন সৎলোকের উপর চড়াও (হামলা) না করি।

হযরত আলী (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "তোমাদের কারও যদি কোনকিছুর প্রয়োজন বা সমস্যা দেখা দেয়, তবে সেটা সমাধানের জন্য জুমারাতে (বৃহস্পতিবারে) ভোর-সকালে রওনা হও এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সূরা আলি-ইমরানের শেষ কয়েকখানি আয়াত, আয়াতুল-কুরসী, সূরা কদর ও সূরা ফাতেহা পড়ে নাও। কেননা, এতে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল মকসূদ পূরণ হয়।"

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে হাসান ইব্নে হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একদা আমার কোন একটি প্রয়োজনে আমি হযরত উমর ইব্নে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়েছিলাম। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, আপনার যখনই কোনকিছুর প্রয়োজন হয়, আমার এখানে লোক পাঠিয়ে দিবেন (আমি তৎক্ষণাৎ আপনার হুকুম পালনার্থে কাজ করে দিবো)। আমি আল্লাহ্র সম্মুখে বড় লজ্জিত হই, যখন দেখি—আপনি স্বয়ং আমার দরজায় উপস্থিত হয়েছেন।"

ইব্নে হাব্বান ও হাকেম (রহঃ) রেওয়ায়াত করেছেন যে, একদা এক ব্যক্তি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি বড় গুনাহ্ করে ফেলেছি ; আমার জন্যে কি কোন তওবা আছে? হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা জীবিত আছেন? লোকটি বললো, না। হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার খালা জীবিত আছেন? লোকটি বললো, হাঁ। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলে দিলেন, তুমি তোমার খালার সাথে সদ্ব্যবহার কর।

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.banglakitab.weebly.com

ইরশাদ করেন ঃ "সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে সদ্ব্যবহার করার নাম ছেলা–রেহ্‌মী বা আত্মীয়তা রক্ষা করা নয়, বরং প্রকৃত ছেলা–রেহ্‌মী হচ্ছে, আত্মীয়তা ছেদনকারীর সাথে আত্মীয়তা অটুট রাখা।"

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, ঐ সত্তার কসম যিনি দুনিয়ার সকল আওয়াজ শুনেন, যে কোন ব্যক্তি যদি কারও মনে আনন্দ দিতে পারে অর্থাৎ তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে, আল্লাহ্ তা'আলা এই আনন্দ দানের বিনিময়ে বান্দার জন্য 'লুতফ ও মেহেরবানী' সৃষ্টি করেন। যে কোন মুসীবতে সে পতিত হলে 'আল্লাহ্‌র মেহেরবানী' তার প্রতি উচু স্থান থেকে নিম্নপানে প্রবাহিত পানির ন্যায় দ্রুত ধাবিত হয় এবং তার মুসীবত এমন ভাবে দূর করে দেয়, যেমন নিজ শস্যখেত থেকে মালিক অন্যের উট তাড়িয়ে দেয়।

হযরত আলী (রাযিঃ) আরও বলেছেন, নীচ ও অযোগ্য লোকের কাছে নিজের প্রয়োজন অন্বেষণ অপেক্ষা গোটা প্রয়োজনটিই ভুলে যাওয়া আরও সহজতর বিষয়।

তিনি আরও বলেছেন যে, কারও কাছে নিজের প্রয়োজনের তাগিদে বারবার যেয়ো না। কেননা, গোবৎস গাভীর স্তন্যপানে সীমা অতিক্রম করলে তাকে শিং মেরে দেয়।

জনৈক আরবী কবি বলেছেন, যার সারমর্ম হচ্ছে, যতদিন তোমার সামর্থ ও সুযোগ আছে, অন্যের উপকার ও কল্যাণ সাধনে অবহেলা করো না। তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র করুণা ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর—তোমাকে তিনি অন্যের প্রতি এহ্‌সান ও অনুগ্রহ করার যোগ্য করেছেন এবং তোমাকে অপর থেকে অনেপক্ষ ও অমুখাপেক্ষী রেখেছেন।

অপর একজন বলেছেন, নিজের শক্তি সামর্থ অনুযায়ী মানুষের কল্যাণ সাধন ও অভাব দূরীকরণে ব্যাপৃত থাক। কেননা, এতে তোমার জীবনের এ দিনগুলোই হবে সর্বোৎকৃষ্ট দিন।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যার হাতকে আল্লাহ্ তা'আলা মানবের কল্যাণের নিমিত্ত কবূল করে নিয়েছেন। আর ধ্বংস ঐ ব্যক্তির যার হস্তে মানুষের ক্ষতিই সাধিত হয়।"

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৬২

উযূর ফযীলত

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَيْئٍ مِنَ الدُّنْيَا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ.

"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে দুই রাকাত নামায এমনভাবে আদায় করলো যে, পার্থিব কোন বিষয় সম্পর্কে নামাযের মধ্যে সে কোনরূপ চিন্তা করলো না, সে ব্যক্তি সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে।"

অন্য সূত্রে আরও সংযোজিত হয়ে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَلَمْ يَسْهُ فِيْهِمَا غَفَرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থাৎ—উপরোক্ত দুই রাকাতে যদি সে কোনরূপ ভুল-ত্রুটি না করে, তাহলে (এই উযূ ও নামাযের ওসীলায়) আল্লাহ্ তা'আলা তার অতীতের গুনাহ্ মা'ফ করে দিবেন।

হাদীসে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ "আমি কি তোমাদেরকে বলবো—কি কাজ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গুনাহ্ মা'ফ করবেন এবং তোমাদের মর্যাদা বুলন্দ করবেন? তবে শুন, তা হচ্ছে—কষ্ট-ক্লিষ্টের অবস্থায়ও পরিপূর্ণ উযূ করা, মসজিদে বেশী বেশী উপস্থিত হওয়া ; এক, নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করা—এ হচ্ছে রাবাত। কথাটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার উচ্চারণ করেছেন। অর্থাৎ জিহাদের সময় সীমান্ত প্রহরার যে মর্যাদা, নামাযের জন্য অপেক্ষা করারও সেই মর্যাদা রয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূর অঙ্গসমূহ একবার

www.banglakitab.weebly.com

করে ধৌত করে বলেছেন ঃ 'অন্ততঃপক্ষে একবার ধৌত না করলে এ দ্বারা নামায কবূল হবে না।' (অতঃপর) দুইবার করে ধৌত করে বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি দু'বার করে ধৌত করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন। (অতঃপর) উযূর প্রতিটি অঙ্গ তিন তিনবার ধৌত করে বলেছেন ঃ "এ হচ্ছে আমার, আমার পূর্বেকার আম্বিয়া-কেরামের এবং পরম করুণাময়ের পরম বন্ধু হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের উযূ।"

হাদীস শরীফে আছে ঃ "উযূর সময় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র যিক্র (স্মরণ) করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সমস্ত দেহকে গুনাহ্ হতে পবিত্র করে দিবেন।" আর যে যিক্র করবে না ; তার কেবল উযূর অঙ্গগুলো আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র করবেন।"

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি উযূ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও পুনরায় উযূ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার আমলনামায় দশটি নেকী লিখে দিবেন।' আরও বর্ণিত আছে ঃ 'উযূর উপর উযূ অর্থ নূর-এর উপর নূর।' বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব মহান উক্তি উম্মতকে তাজা উযূর জন্যে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যেই বিবৃত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "যখন কোন মুসলিম বান্দা উযূ করে এবং কুলি করে তখন তার গুনাহ্সমূহ মুখ হতে বের হয়ে যায়, যখন নাক ধৌত করে তখন তার গুনাহ্সমূহ নাক হতে বের হয়ে যায়, যখন চেহারা ধৌত করে তখন চেহারা হতে গুনাহ্সমূহ নির্গত হয়ে যায় এমনকি তার দুই চোখের পাতার নীচ হতেও গুনাহ্ নির্গত হয়ে যায়। অতঃপর যখন সে দুই হাত ধোয় তখন তার দুই হাত হতেও গুনাহ্সমূহ বের হয়ে যায় এমনকি দুই হাতের নখসমূহের নীচ হতেও গুনাহ্সমূহ বের হয়ে যায়। অতঃপর যখন সে মাথা মসেহ্ করে তখন তার মাথা হতে গুনাহ্সমূহ বের হয়ে যায় এমনকি তার দুই কান হতেও বের হয়ে যায়। অবশেষে যখন সে দুই পা ধোয় তখন দুই পা হতে গুনাহ্সমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার দু' পায়ের নখসমূহের নীচ হতেও বের হয়ে যায়। অতঃপর তার মসজিদের দিকে গমন ও নামায

www.banglakitab.weebly.com

হয় তার জন্য অতিরিক্ত (অর্থাৎ অধিক সওয়াবের কারণ।"

বর্ণিত আছে ঃ "বা-উযূ (যে উযূ অবস্থায় আছে) ব্যক্তি রোযাদারের ন্যায়।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূকার্য সম্পন্ন করে আকাশের দিকে দৃষ্টি করে পড়বে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ.

তার জন্য বেহেশ্‌তের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে ; যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে।"

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন ঃ "সত্যিকার উযূ তোমা হতে শয়তানকে দূরে সরিয়ে রাখবে।"

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ "তোমরা উযূ অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও এস্তেগফার করতে করতে নিদ্রা যাও, কেননা রূহ্ যে অবস্থায় কবজ করা হবে, (কিয়ামতের দিন) তাকে সে অবস্থায়ই উঠানো হবে।"

বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাযিঃ) এক সাহাবীকে কা'বা শরীফের গিলাফ আনার জন্য মিসর পাঠিয়েছিলেন। পথিমধ্যে শ্যাম দেশে এক দরবেশ ব্যক্তির বাড়ীর সন্নিকটে তিনি অবস্থান করলেন। দরবেশ ছিলেন একজন যবরদস্ত বিজ্ঞ ও আলেম লোক। তাই সাহাবী তাঁর নিকট কিছু জ্ঞানের কথা জানার জন্য তাঁর বাড়ীতে গেলেন। দরজায় আওয়ায দেওয়ার পর দরবেশ লোকটি যথেষ্ট বিলম্ব করে ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। সাহাবী তার নিকট হতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করার পর দীর্ঘ সময় বিলম্ব করে দরজা খোলার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। জওয়াবে দরবেশ বললেন ঃ "আপনি খলীফার পক্ষ হতে রাজকীয় প্রভাব ও শান-শওকত নিয়ে আসছেন—তা দেখে আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেছি এবং দরজাতেই আপনাকে থামিয়ে দিয়েছি। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে বলেছেন ঃ "যদি তুমি কারও প্রভাব ও জাঁক-জমকে ভীত হও, তবে শীঘ্র উযূ করে নিবে এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে উযূ করার

www.banglakitab.weebly.com

নির্দেশ দিবে। কেননা, যে ব্যক্তি উযূ করে নেয়, আমি তাকে নিরাপত্তার আশ্রয় দান করি।" দরবেশ বললেন ঃ "এজন্যেই আমি দরজা বন্ধ রেখেছি এবং নিজে উযূ করেছি, পরিবার-পরিজনকে উযূর নির্দেশ দিয়েছি, আর আমি নামাযও পড়েছি। ফলে, আমরা সকলেই আল্লাহ্‌র নিরাপত্তায় আশ্রিত হওয়ার পর আপনার জন্য দরজা খুলেছি।"

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৬৩

নামাযের ফযীলত

সমস্ত ইবাদতের মধ্যে নামায যেহেতু শ্রেষ্ঠতম এবং অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, তাই, পবিত্র কুরআনের রীতি (পুনঃ অবতারণা) অনুসারে পুনরায় নামাযের আলোচনা করা গেল।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَا اُعْطِىَ عَبْدٌ عَطَاءً خَيْرًا مِنْ اَنْ يُوْذَنَ لَهُ فِى رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيْهِمَا ـ

'দুই রাকাত নামায পড়ার তওফীক হওয়া বান্দার উপর (আল্লাহ্ পাকের) সবচেয়ে বড় এহ্সান।'

মুহাম্মদ ইব্নে সীরিন (রহঃ) বলেন ঃ আমাকে যদি দুই রাকাত নামায অথবা বেহেশ্ত এই দুইয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার এখ্তিয়ার দেওয়া হয়, তাহলে আমি দুই রাকাত নামাযকেই গ্রহণ করবো। কারণ, এতে রয়েছে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি, আর বেহেশ্ত প্রাপ্তিতে রয়েছে আমার সন্তুষ্টি।'

বর্ণিত আছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা সাত-আসমান সৃষ্টি করেছেন, তখন ফেরেশ্তাদের দ্বারা তা সম্পূর্ণ ভরপুর করে দিয়েছেন। তারা সকলেই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে মগ্ন। কেউ এক মুহূর্তের জন্যেও ইবাদত থেকে অন্যমনস্ক হয় না।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক আসমানের ফেরেশ্তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইবাদত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং এক আসমানের ফেরেশ্তাগণ আপন আপন পদভরে দাঁড়িয়ে ইবাদতরত রয়েছেন ; এভাবে তাঁরা ক্বেয়ামতের সিঙ্গা ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত থাকবেন। আরেক আসমানের ফেরেশ্তাগণ রুকূ অবস্থায় রয়েছেন। অপর এক আসমানের ফেরেশ্তাগণ সেজদায় পড়ে রয়েছেন। অনুরূপ, আরেক আসমানের ফেরেশ্তাগণ আপন

আপন ডানা বিছিয়ে আল্লাহ্‌র মহানত্ব ও অসীম গুণাবলীর প্রকাশে ব্যাপৃত রয়েছেন। ইল্লিয়্যীন ও আরশের ফেরেশ্‌তাগণ আরশে মু'আল্লা'র চতুর্পার্শ্বে তওয়াফরত রয়েছেন—এমতাবস্থায় তারা আল্লাহ্‌র গুণ-কীর্তন ও তসবীহ-তাহলীল এবং দুনিয়াবাসীদের জন্য মাগফেরাতের দো'আয় নিমগ্ন থাকছেন। মুসলমানদের ফযীলতময় বৈশিষ্ট্যের কারণে উপরোক্ত সর্ববিধ ইবাদতকে তাদের জন্য এক নামাযের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করে দিয়েছেন। অধিকন্তু তাদেরকে কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের সবিশেষ ইবাদতের তওফীক দানে ভূষিত করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা ও হক আদায়ের জন্য যাবতীয় শর্ত ও নিয়ম-নীতি অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের হুকুম করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ

"ঐ মুত্তাকীগণ এমন যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করে অদৃশ্য বস্তুসমূহের প্রতি এবং নামায কায়েম করে, আর আমি তাদেরকে যা রিযিক প্রদান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে।" (বাক্বারাহ্ ঃ ৩)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

"এবং নামায কায়েম কর।" (মুয্যাম্মিল ঃ ২০)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ

"এবং নামায কায়েম করুন।" (হূদ ঃ ১১৪)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ

"এবং যারা রীতিমত নামায আদায়কারী।" (নিসা ঃ ১৬২)

www.banglakitab.weebly.com

কুরআন মজীদের সর্বত্র যেখানেই নামাযের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে, সেখানেই 'নামায কায়েম করা'র কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে নামাযের বিষয় এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝

"অতএব, বড় সর্বনাশ ঐ সকল নামাযীর জন্য, যারা নিজেদের নামাযকে ভুলে থাকে।" (মাঊন ঃ ৪,৫)

অর্থাৎ, মুনাফেকদেরকে শুধু নাম মাত্র নামায পাঠকারী বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে, প্রকৃত মু'মিনদেরকে 'নামায কায়েমকারী' বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, নামায অনেকেই পড়ে, কিন্তু নামায কায়েমকারীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। গাফলত ও অবহেলাভরে নামায পাঠকারীরা কেবল প্রথানুরূপ আমল করে যায়, তারা এ বিষয় আদৌ চিন্তা করে না যে, আমার নামায আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে অনেক নামাযী এমন রয়েছে, যাদের নামাযের মাত্র এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ বা এক ষষ্ঠাংশ—এভাবে এক দশমাংশ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন—আমলনামায় লেখা হয়।' অর্থাৎ নামাযের মধ্যে যে ক্ষুদ্রাংশে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে মন নিবিষ্ট থাকে, কেবল সেই ক্ষুদ্র অংশটুকু কবূল হওয়ার যোগ্য হয়।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি হুযূরে ক্বাল্‌ব অর্থাৎ একাগ্রতা সহকারে দুই রাকাত নামায পড়ে, সে সদ্যপ্রসূত সন্তানের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যায়।

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র দরবারে নামায কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যখন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে নিজেকে নিমজ্জিত করে নামায পড়া হবে। যদি এরূপ নাহয় ; বরং নামাযের মধ্যে নানাবিধ চিন্তা ও অহেতুক কল্পনার অবতারণা হয়, তবে এর দৃষ্টান্ত হবে এরূপ,— বাদশাহ্‌র দরবারে কেউ স্বীয় অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনার মানসে দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান হলো, ঠিক যে সময় বাদশাহ্ উপস্থিত হলেন, তখন ক্ষমা প্রার্থনাকালে যদি সে এদিক সেদিক তাকাতে থাকে অথবা অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, তবে বাদশাহ্ তার

www.banglakitab.weebly.com

প্রার্থনা কতটুকু কবূল করবেন? বাদশাহ্‌র প্রতি তার ধ্যান ও মনোযোগ যতটুকু, তার আবেদন বা প্রার্থনাও ঠিক ততটুকু কবূল করা হবে। নামাযের বিষয়টিও ঠিক তদ্রূপ ; অন্যমনস্ক হয়ে অবহেলা ভরে নামায পড়লে, তা আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হবে না।

স্মরণ রেখো, নামাযের উদাহরণ হচ্ছে ওলীমার ন্যায় ; বাদশাহ্ লোকদিগকে ওলীমার দাওয়াত দিচ্ছেন, রাজকীয় দাওয়াত, আয়োজনও তদ্রূপ—নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের সমাহার। অনুরূপ, আল্লাহ্ তা'আলা লোকদেরকে নামাযের প্রতি আহ্বান করেছেন এবং এতে রয়েছে সর্বপ্রকার আমল ও যিকির। সুতরাং নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা মূলতঃ সর্ববিধ ইবাদতের আস্বাদ গ্রহণ করা। মনে কর, নামাযের আমলসমূহ সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যাদি আর যিকির বা তসবীহসমূহ সুমিষ্ট পানীয় বস্তু।

বর্ণিত আছে, নামাযের মধ্যে বার হাজার খাছলত বা গুণ-বিশেষণ রয়েছে এবং তৎসমুদয় গুণাবলীকে মাত্র বারটি খাছলতের মধ্যে জমা করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তির নামাযের প্রতি আসক্তি আছে এবং বার হাজার খাছলত বা গুণাবলী সম্বলিত নামায পড়তে চায়, সে যেন বারটি খাছলতকে হৃদয়ঙ্গম করে পরিপূর্ণভাবে অন্তরে গেঁথে নেয়। এভাবে নামায পড়লে, তবে সে নামাযই হবে কামেল ও মুকাম্মাল নামায। তন্মধ্যে ছয়টি খাছলত নামায আরম্ভ করার পূর্বের সাথে সম্পর্কিত আর ছয়টি খাছলত নামাযের ভিতরগত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। প্রথমোক্ত ছয়টি খাছলত হলো ঃ

এক, ইলম ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ইলম সহকারে যদি স্বল্প আমলও করা হয়, তবে তা জাহালতের বা অজ্ঞতার অধিক আমলের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

দুই, উযূ ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হচ্ছে, "উযূ ব্যতীত নামায হয় না।"

তিন, লেবাস ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

www.banglakitab.weebly.com

"প্রত্যেকবার মসজিদে উপস্থিত হওয়াকালে নিজেদের পোষাক পরিধান করে নাও।" (আ'রাফ ঃ ৩১)

অর্থাৎ, নামাযের সময় লেবাস গ্রহণ কর বা উন্নত পোষাক পরিধান কর।

চার, সময় ঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ○

"অবশ্যই মুমিনদের উপর নামায নির্ধারিত সময়ে ফরয।" (নিসা ঃ ১০৩)

অর্থাৎ, নির্ধারিত সময়ে নামায পড়া ফরয।

পাঁচ, ক্বেবলা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ফরমান ঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ط

"আপনার চেহারা মসজিদে-হারামের (কা'বার) দিকে ফিরিয়ে নিন। আর তোমরা যেখানেই থাক, স্বীয় চেহারা ঐ দিকেই ফিরাও।" (বাক্বারাহ ঃ ১৪৪)

ছয়, নিয়্যত ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'প্রত্যেক আমলই নিয়্যতের উপর নির্ভর করে। সুতরাং যার নিয়্যত যেরূপ হবে, তার আমলও সেরূপ হবে।'

অপর ছয়টি খাছলত যা নামাযের ভিতরগত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, তা নিম্নরূপ ঃ

এক, তকবীর ঃ হাদীস শরীফে আছে, 'তকবীর হচ্ছে নামাযের তাহ্রীমাহ্।' অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' দ্বারা নামায আরম্ভ হয় এবং নামায ব্যতীত অন্যান্য কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর সালামের দ্বারা নামায হতে বের হয়ে অন্যান্য কাজের জন্য অনুমতিপ্রাপ্তি হয়।

দুই, ক্বিয়াম বা দাঁড়ান ঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ○

"আল্লাহ্র সম্মুখে বিনয়ী অবস্থায় দণ্ডায়মান হও।" (বাক্বারা ঃ ২৩৮)

www.banglakitab.weebly.com

তিন, সূরা ফাতেহা ঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ

"যে পরিমাণ কুরআন সহজে পাঠ করা যায়, পাঠ কর।"
(মুয্যাম্মিল ঃ ২০)

চার, রুকু ঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَارْكَعُوْا

"তোমরা রুকূ কর।" (বাক্বারাহ্ ঃ ৪৩)

পাঁচ, সেজদা ঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَاسْجُدُوْا

"তোমরা সিজ্‌দা কর।" (ফুচ্ছিলাত ঃ ৩৭)

ছয়, কুউদ নামাযের বৈঠক ঃ হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ নামাযরত ব্যক্তি সর্বশেষ সেজদার পর তাশাহুদ পরিমাণ সময় বসবে—এতে তার নামায পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে।

উপরোক্ত বারোটি খাছলত নামাযের ভিতর সন্নিবেশিত হওয়ার পর সিলমোহরের প্রয়োজন। আর তা হলো, **এখলাস**। নামাযের প্রত্যেকটি খাছলত আদায়ের সময় এখলাসের প্রতি সনিষ্ঠ দৃষ্টি রাখলে সেগুলো পরিপূর্ণ ভাবে মোহরযুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ؕ

"আপনি খাঁটি বিশ্বাসে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে থাকুন।" (যুমার ঃ ২)

সেইসঙ্গে নামাযের পরিপূর্ণতার জন্য ত্রিবিধ ইলম অর্জন করাও অপরিহার্য। প্রথমতঃ নামাযে কি কি আমল ফরয এবং কি কি সুন্নত স্পষ্টভাবে সেগুলো জানা। দ্বিতীয়তঃ উযূর ফরয ও সুন্নতসমূহ জানা। উযূর এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে উযূর সমাধা করবে এবং এ উযূর দ্বারা যে নামায পড়বে, তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত নামায হবে। তৃতীয়তঃ শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া এবং হিম্মতের সাথে তা প্রতিহত করা।

www.banglakitab.weebly.com

উযূর পরিপূর্ণতা হাসিল হয় তিনটি বিষয়ের দ্বারা। এক,—হিংসা-বিদ্বেষ ও ধোঁকা-প্রতারণা থেকে অন্তর পবিত্র করে নিবে। দুই,—দেহকে পাপাচার হতে পবিত্র করে নিবে। তিন,—উযূর জন্য পানি ব্যয় করতে কোনরূপ অপচয় করবে না।

পোষাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা হাসিল হয় তিনটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখলে। এক,—হালাল মালের দ্বারা পোষাক তৈরী করবে। দুই,—পোষাক বাহ্যিক না-পাকী থেকে পবিত্র থাকা চাই। তিন,—পোষাক সুন্নত মুতাবেক হওয়া চাই ; অহংকার ও লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে না হওয়া চাই।

নামাযের জন্য সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার বিষয়টির হাসিল হবে এ তিনটি বিষয়ে অভ্যস্থ হলে ঃ এক,—তোমার দৃষ্টি যেন চাঁদ, সূর্য ও তারকার প্রতি থাকে; যখনই নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখনই তা পড়ে নিবে। দুই,—তোমার কর্ণ সর্বদা আযানের অপেক্ষায় থাকবে। তিন,—তোমার অন্তরে সময়ের গুরুত্ব থাকতে হবে এবং তৎপ্রতি মনোযোগী ও ধ্যানমান হবে।

ক্বেবলারুখ হওয়ার ব্যাপারে তিনটি বিষয় বিদ্যমান থাকতে হবে ঃ এক,—চেহারা ক্বেবলার দিকে থাকবে। দুই,—অন্তর আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকবে। তিন,—আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে খুশূ-খুযূ সহকারে বিনয়াবনত থাকবে।

নিয়্যতের পরিপূর্ণতার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে ঃ এক,-যখন যে নামায পড়ার ইচ্ছা করবে প্রারম্ভেই সেই নামাযকে নির্ধারণ করে নিবে এবং অন্তরে তা' উপস্থিত রাখবে। দুই,—অন্তরে এই ধ্যান দৃঢ় করে নিবে যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং তিনি আমাকে দেখছেন। অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়-ভীতি সহকারে নামাযে দণ্ডায়মান হবে। তিন,—নামাযরত অবস্থায় মনের অবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে—শয়তান যেন পার্থিব চিন্তা-কলহের কুমন্ত্রণায় ফেলে তোমাকে ওয়াসওয়াসাগ্রস্ত না করতে পারে।

তকবীর বা 'আল্লাহু আকবার' বলার পরিপূর্ণতা লাভ হয় তিনটি বিষয়ের দ্বারা ঃ এক,—বিশুদ্ধ উচ্চারণে দৃঢ়ভাবে তকবীর বল। দুই,—কান বরাবর

www.banglakitab.weebly.com

উভয় হস্ত উত্তোলন কর। তিন,—তকবীরের সময় অন্তর যেন নামাযে উপস্থিত থাকে, এ সময় আল্লাহ্ তা'আলার বড়ত্ব ও মহানত্বের ধ্যান করবে।

নামাযে ক্বিয়াম বা দাঁড়ানোর পরিপূর্ণতার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা অপরিহার্য ঃ এক,— তোমার চোখের দৃষ্টি সেজদার স্থানে নিবদ্ধ থাকবে। দুই,—অন্তর আল্লাহ্র পাকের ধ্যানে মগ্ন থাকবে। তিন,–ডানে–বামে তাকাবে না।

ক্বেরাআতের পরিপূর্ণতার জন্য তিন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। এক,–ধীর–স্থির ও শান্তভাবে সহীহ্শুদ্ধ ও সুন্দর প্রক্রিয়ায় সূরা ফাতেহা পড়বে। দুই,—চিন্তা–ফিকির সহকারে তেলাওয়াত করবে ; অর্থের প্রতি মনোযোগ সহকারে ধ্যান করবে। তিন,—নামাযে যা পড়, বাস্তব জীবনে সে অনুযায়ী আমল করবে।

রুকূর পরিপূর্ণতার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্যঃ এক,—পৃষ্ঠদেশ সোজা–বরাবর রাখবে ; একদিক উচু অপরদিক নীচ যেন না–হয়। দুই,—উভয় হস্ত হাঁটুর উপর এমনভাবে স্থাপন করবে যেন হাতের অঙ্গুলিসমূহ ফাঁক ফাঁক থাকে। তিন,—শান্তভাবে রুকূ করবে এবং তসবীহ্ পড়ার সময় আল্লাহ্র মহানত্বের ধ্যান করবে।

নামাযে কা'দা বা বৈঠকের পরিপূর্ণতার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে ঃ এক,—বাম পায়ের পাতার উপর বসবে এবং ডান পা সোজা খাড়া করে রাখবে। দুই,—তাশাহুদের দো'আ পড়বে এবং এতে আল্লাহ্র মহত্ত্বের প্রতি ধ্যান করবে, নিজের জন্য এবং সমগ্র ঈমানদারদের জন্য দো'আ করবে। তিন,—নামায পূর্ণ হওয়ার পর সালাম ফিরাবে।

সালামের পূর্ণতা লাভ হয় এভাবে—সত্যিকার আন্তরিকতা ও গভীর উপলব্ধি নিয়ে সালাম ফিরাবে। ডান দিকে সংরক্ষক ফেরেশ্তাগণ, উপস্থিত মুসল্লীবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে সালাম ফিরাবে। বাম দিকে সালাম ফিরাতেও অনুরূপে নিয়্যত করবে। সালাম ফিরানোর সময় দুই কাঁধ পর্যন্ত দৃষ্টি সীমিত রাখবে।

এখলাসের পরিপূর্ণতার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এক,–একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য নামায পড়বে ; অন্য কারও সন্তুষ্টি বা লৌকিকতা যেন উদ্দেশ্য না–হয়। দুই,—একথা একীন করবে যে, নামায

www.banglakitab.weebly.com

এবং সমস্ত নেক আমলের তওফীক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই প্রদত্ত; আমার নিজের কৃতিত্ব বলতে কিছুই নাই। তিন,—পঠিত নামাযের হেফাযত ও সংরক্ষণে সর্বদা সচেষ্ট ও সতর্ক থাকবে—নিজের কোন ত্রুটি বা পাপাচারের কারণে যেন নষ্ট না হয়ে যায়। বরং ক্বিয়ামতের দিন যেন এই নামায কাজে আসে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ

"যে ব্যক্তি নেক আমল নিয়ে এসেছে।' (কাসাস ঃ ৮৪)

উক্ত আয়াতে এ কথা বলেন নাই ঃ مَنْ عَمِلَ بِالْحَسَنَةِ ('যে ব্যক্তি নেক আমল করেছে।') সুতরাং আল্লাহ্র দরবারে নামায নিয়ে হাজির হওয়ার জন্য এর সংরক্ষণ জরুরী।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৬৪

কিয়ামতের বিভীষিকা

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি—ইয়া রাসূলুল্লাহ্, কিয়ামতের দিন কি বন্ধু বন্ধুকে স্মরণ করবে? তিনি বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন তিন জায়গায় কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। এক. মীযান–পাল্লার নিকট ; যে পর্যন্ত না সে জানতে পারবে যে, তার পাল্লা হালকা রয়েছে কি ভারী হয়েছে। দুই. আমলনামা বিতরণের সময় ; যে পর্যন্ত না সে জানতে পারবে যে, আমলনামা সে ডান হাতে প্রাপ্ত হবে কি বাম হাতে। তিন. যখন দোযখের মধ্য থেকে বিরাট–বিশাল একটি গর্দান বের হয়ে তাদেরকে অগ্নির লেলিহান শিখায় আবদ্ধ করে নিবে এবং বলতে থাকবে যে, আল্লাহ্ আমাকে তিন ধরনের লোকের উপর ন্যস্ত করে দিয়েছেন, দুনিয়াতে যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে মাবূদ বানিয়েছে, আর অবাধ্যতা ও হঠকারিতা করেছে, আর যারা কিয়ামতের দিনকে অবিশ্বাস করেছে। এই তিন শ্রেণীর লোকদেরকে সে পেঁচিয়ে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করবে। জাহান্নামের একটি পুল রয়েছে চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম তরবারীর চেয়েও ধারালো— এতে রয়েছে অগ্রভাগ বাঁকানো আঁকড়া বা লৌহ–শলাকা ; উপরন্তু কাঁটাদার ছোট ছোট চারা গাছ।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান–যমীন সৃষ্টি করার সময়ই (কিয়ামতের) সিঙ্গা সৃষ্টি করেছেন এবং তা হযরত ইস্রাফিল (আঃ)–এর হাতে দিয়ে রেখেছেন। তিনি আরশের দিকে তাকিয়ে অপলক নেত্রে প্রতীক্ষা করছেন যে, কখন ফুৎকারের আদেশ করা হয়। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া

www.banglakitab.weebly.com

রাসূলাল্লাহ্, সিঙ্গা কি? তিনি বললেন ঃ নূরের শিং। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তা কেমন? তিনি বললেন ঃ ঐ সত্তার কসম, যিনি আমাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন, আসমান-যমীনের প্রশস্ততা জুড়ে এর পরিধি ; তিনবার এতে ফুৎকার দেওয়া হবে— নফ্খায়ে ফাযা' (ভয়-বিভীষিকা ও ত্রাসের ফুৎকার), নফ্খায়ে সা'কু (বেহুঁশকরণের ফুৎকার) এবং নফ্খায়ে বা'ছ (পুনরুত্থানের ফুৎকার)। আর এই শেষোক্ত ফুৎকারে আত্মাসমূহ (রূহ্) বের হবে। তখন এমন দেখা যাবে, যেন অসংখ্য-অগণিত মক্ষিকায় আসমান-যমীন ভরে গেছে। অতঃপর এসব রূহ্ (আত্মা) নাকের ছিদ্র-পথ দিয়ে দেহসমূহে প্রবেশ করবে। এরপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি সে ব্যক্তি যার কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ (উন্মুক্ত) হবে। অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জিব্রাঈল, মিকাঈল ও ইস্রাফিল (আঃ)-কে যখন যিন্দা করা হবে, তখন তাঁরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের পার্শ্বে গিয়ে উপস্থিত হবেন। তাঁদের নিকট থাকবে (হুযূরের আরোহণের জন্য) বুরাক্, আরও থাকবে জান্নাতের পোষাক। কবর মুবারক বিদীর্ণ হওয়ার পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করবেন, হে জিবরাঈল। আজকে এ কোনদিন ? তিনি বলবেন, আজকে ক্বিয়ামত-দিবস। হক-নাহাকের ফয়সালার দিবস। ক্বারিয়াহ্ তথা করাঘাতকারীর দিবস। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, হে জিব্রাঈল! আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বল্বেন, আপনি সুসংবাদ নিন ; সর্বপ্রথম আপনার কবরই বিদীর্ণ হয়েছে।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বল্বেন ঃ "হে জ্বিন ও মানবকুল! আমি তোমাদের মঙ্গল চেয়েছি, এই নাও তোমাদের কর্মফল তোমাদের আমলনামায় রয়েছে। যদি ভাল হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্র প্রশংসা কর। আর যদি বিপরীত কিছু পাও, তবে অন্য কাউকে নয় নিজকেই ভর্ৎসনা কর।"

হযরত ইয়াহ্য়া ইব্নে রাযী (রহঃ)-এর মজলিসে এক ব্যক্তি এ আয়াতখানি তিলাওয়াত করেছিল ঃ

www.banglakitab.weebly.com

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۝ وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ۝

"যেদিন আমি মুত্তাকীদেরকে করুণাময়ের নিকট মেহ্মানরূপে একত্রিত করবো, আর পাপীদের তৃষ্ণার্ত অবস্থায় দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিবো।" (মার্য়াম ঃ ৮৬)

অর্থাৎ পাপীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পায়ে হাঁটিয়ে নেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন ঃ "হে লোকসকল! কোথায় দৌড়াচ্ছ—থাম, থাম ; এইতো আগামীকল্যই তোমাদেরকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে। চতুর্দিক থেকে তোমরা দলে দলে উপস্থিত হতে থাকবে এবং আল্লাহ্র সম্মুখে একা একা দন্ডায়মান হবে। জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজ সম্পর্কে তোমাদেরকে অক্ষরে অক্ষরে জিজ্ঞাসা করা হবে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে জামাআত-বন্দী অবস্থায় পরম করুণাময়ের মহান দরবারে পৌছিয়ে দেওয়া হবে। আর পাপীদেরকে পায়ে হাঁটিয়ে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় কঠিন আযাবের সোপর্দ করা হবে ; দলে দলে তারা দোযখে প্রবেশ করবে। ওহে ভাইয়েরা আমার! তোমাদের সামনে এমন একদিন রয়েছে, যে দিনটির পরিমাণ তোমাদের গণনা অনুযায়ী পঞ্চাশ হাজার বছর দীর্ঘ হবে। সে দিনটি হবে প্রকম্পনকারী সিঙ্গা-ফুঁকের দিন। মহা বিভীষিকাময় ক্বিয়ামতের দিন। বিশ্বজগতের রব্বের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার দিন। লজ্জা, অনুতাপ, অনুশোচনা ও হায় আফ্সূস করার দিন। চুলচেরা ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব-নিকাশের দিন। দুঃখ-দৈন্য অভাব-অনটন ও ঘাট্তি-কম্তির দিন। চিৎকার, আহাজারি ও আর্তনাদের দিন। হক ও সত্য প্রকাশিত হওয়ার দিন। উত্থান ও পুনর্জীবিত হওয়ার দিন। আপন কৃতকর্ম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার দিন। লাভ-লোকসান চূড়ান্ত হওয়ার দিন। চেহারা কালো কিংবা সাদা হওয়ার দিন। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে না আসার দিন- তবে হাঁ, যারা পবিত্র আত্মা নিয়ে উপস্থিত হবে। অনাচারীদের উযর-আপত্তি কোন কাজে না আসার ; উপরন্তু তাদের উপর অভিশাপ ও খারাবী বর্ষিত হওয়ার দিন।"

www.banglakitab.weebly.com

হযরত মুক্বাতিল ইব্নে সুলাইমান (রহঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সমগ্র মখ্লূক একশত বছর নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকবে ; কোনই কথা বলবে না। একশত বছর গভীর অন্ধকারে বিপন্ন ও দিশাহারা হয়ে থাকবে। আর একশত বছর উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় পরস্পর উলট-পালট খেতে থাকবে আর স্বীয় রব্বের নিকট কাতর মোকদ্দমা নিবেদন করতে থাকবে। পক্ষান্তরে, পঞ্চাশ হাজার বছর বিলম্বিত দিনটি নিষ্ঠাবান মুমিনের উপর একটি হালকা ফরয নামাযের ন্যায় স্বল্প সময়ে অতিবাহিত হয়ে যাবে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ اَرْبَعَةِ اَشْيَاءَ عَنْ عُمُرِهٖ فِيْمَ اَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهٖ فِيْمَ اَبْلَاهُ وَعَنْ عِلْمِهٖ فِيْمَ عَمِلَ بِهٖ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَ اَنْفَقَهٗ۔

"(হাশরের দিন) বান্দাকে চারটি প্রশ্ন না করা পর্যন্ত তার পদদ্বয় আপন জায়গা থেকে নড়বে না ঃ এক. তার জীবন কি কাজে ব্যয় করেছে? দুই. তার শরীরকে কি বিষয়ে সে জীর্ণ করেছে? তিন. যে বিদ্যা সে অর্জন করেছে, সেই অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? চার. ধন-দৌলত কোথা হতে উপার্জন করেছে এবং তা কিভাবে ব্যয় করেছে?"

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "প্রত্যেক নবীকে একটি মকবূল দো'আর অধিকার দেওয়া হয়েছে। সকল নবী তা দুনিয়াতেই গ্রহণ করে নিয়েছেন। কিন্তু আমি তা আখেরাতে আমার উম্মতের শাফা'আতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছি।"

আয় আল্লাহ! আমাদেরকেও তোমার প্রিয় হাবীবের শাফা'আত নসীব কর। আমীন॥

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৬৫

দোযখ ও মীযান-পাল্লার বয়ান

একই বিষয়ের আলোচনা ইতিপূর্বে যদিও হয়েছে, বিষয়বস্তু পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে পুনঃআলোচনা করা যেতে পারে। কেননা হতে পারে এ পুনরাবৃত্তির ওসীলায় উদাসীন ও বিধ্বস্ত হৃদয়সমূহের যথেষ্ট উপকার হবে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনেও দোযখ ও কিয়ামতের বিভীষিকার উল্লেখ বারবার করেছেন, যাতে বিবেকবান লোকদের এ থেকে উপকৃত হওয়া সহজতর হয়। আর এ বিষয়েও যেন সতর্কীকরণ হয়ে যায় যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া সবকিছুই বৃথা ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ এবং একমাত্র আখেরাতের জীবনই সর্বতঃ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।

আল্লাহ্ তা'আলা আপন অনুগ্রহ ও দয়াগুণে আমাদেরকে দোযখ থেকে হেফাযত করুন—দোযখের ভয়াবহতা সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, দোযখের অভ্যন্তর ভীষণ কালো-অন্ধকার ; আলোর নাম-নিশানাও সেখানে নাই। দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে। প্রতিটি দরজায় সত্তর হাজার পাহাড় রয়েছে। প্রতিটি পাহাড়ে সত্তর হাজার আগুনের শাখা রয়েছে। প্রতিটি শাখায় সত্তর হাজার আগুনের কুণ্ড রয়েছে। প্রতিটি কুণ্ডে সত্তর হাজার আগুনের উপত্যকা রয়েছে। প্রতিটি উপত্যকায় সত্তর হাজার আগুনের অট্টালিকা রয়েছে। প্রতিটি অট্টালিকায় সত্তর হাজার সর্প এবং সত্তর হাজার বিচ্ছু রয়েছে। প্রতিটি বিচ্ছুর সত্তর হাজার লেজ রয়েছে। প্রতিটি লেজের সত্তর হাজার বিষ-থলি রয়েছে। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন এ সবকিছু থেকে পর্দা অপসারণ করা হবে। এগুলো বিরাটকায় প্রাচীর হয়ে জ্বিন ও মানবকুলের ডানে, বামে, সম্মুখে, উপরে এবং পিছনে উড়তে থাকবে। এহেন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দেখে জ্বিন ও মানবকুল ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে যাবে এবং চিৎকার করে বলতে থাকবে—পরওয়ারদিগার! বাঁচাও, বাঁচাও।

www.banglakitab.weebly.com

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কিয়ামতের দিন দোযখকে এমন অবস্থায় আনা হবে যে, এর সত্তর হাজার লাগাম হবে এবং প্রতিটি লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে ; তারা দোযখকে হেঁচড়িয়ে আনতে থাকবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোযখের ফেরেশতাদের বিরাটকায় দেহের কথা বর্ণনা করেছেন, কুরআন পাকে যেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

غِلَاظٌ شِدَادٌ

"পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব।" (তাহ্‌রীম ঃ ৬)

আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "দোযখের এক একজন ফেরেশতা এরূপ বিরাট বিশাল দেহবিশিষ্ট হবে যে, কাঁধের এক পার্শ্ব থেকে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত এক বৎসরের দূরত্ব হবে। এক একজনের শরীরে এই পরিমাণ শক্তি হবে যে, হাতুড়ীর এক আঘাতেই বৃহৎ একটি পাহাড় চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সত্তর হাজার দোযখীকে এক আঘাতে দোযখের গভীর তলদেশে পৌছিয়ে দিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝

"দোযখের উপর উনিশ নিয়োজিত রয়েছেন।" (মুদ্দাস্‌সির ঃ ৩০)

এতদ্বারা যাবানিয়া তথা কঠোর শাস্তির ফেরেশতাদের সর্দারদেরকে বুঝানো হয়েছে। নতুবা সাধারণভাবে দোযখের ফেরেশতাদের সংখ্যা কত তা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন।

কুরআনে ইরশাদে হয়েছে ঃ

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

"আপনার রব্বের সৈন্যদেরকে একমাত্র তিনিই জানেন।"

(মুদ্দাস্‌সির ঃ ৩১)

www.banglakitab.weebly.com

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ)–কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—দোযখের প্রশস্ততা কতটুকু? তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমার তা জানা নাই। তবে এই রেওয়ায়াত আমার নিকট পৌছেছে যে, দোযখস্থিত প্রত্যেক আযাবের ফেরেশতার কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত সত্তর বছরের দূরত্ব এবং এর মধ্যে পঁচা ও দুর্গন্ধময় রক্ত–পূঁজের উপত্যকাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।

তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়াতে আছে, দোযখের এক একটি দেওয়ালের স্থূলতা চল্লিশ বছরের পথ পরিমাণ দূরত্ব রাখে।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ نَارَكُمْ هٰذِهٖ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِّنْ حَرِّ جَهَنَّمَ

"তোমাদের দুনিয়ার এ আগুন দোযখের প্রচণ্ড উত্তপ্ত আগুনের তুলনায় সত্তর ভাগের এক ভাগ উষ্ণতা রাখে।"

সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুনিয়ার আগুনের প্রচণ্ডতাই তো যথেষ্ট ছিল। হুযূর বললেন, আরও ঊনসত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং প্রতি গুণে দুনিয়ার অগ্নির সমপরিমাণ প্রচণ্ডতা রয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ দোযখবাসীদের মধ্য হতে একজন দোযখীও যদি তার একটি হাত জগতবাসীর উপর বের করে, তবে এর প্রচণ্ড উত্তাপে সমগ্র দুনিয়া প্রজ্জ্বলিত হয়ে যাবে। দোযখের একজন দারোগাও যদি ইহজগতে বের হয়ে আসে, তবে জগতবাসীরা তার মধ্যে আল্লাহ্‌র রোষ ও আযাব–গজবের লক্ষণাদি প্রত্যক্ষ করে মরে যাবে। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুমে দোযখবাসীর উপর ফেরেশতা যে কি পরিমাণ ক্রোধান্বিত, তা দেখে দুনিয়াবাসীরা সহ্য করতে পারবে না।)

মুসলিম শরীফ প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। তিনি বললেন, জান তোমরা এ কিসের শব্দ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক

www.banglakitab.weebly.com

পরিজ্ঞাত। তিনি বললেন, এ হচ্ছে একটি পাথর, যা সত্তর হাজার আগে জাহান্নামের আগুনের ভিতর ছোঁড়া হয়েছিল ; এতদিন পর্যন্ত তা জাহান্নামের গভীরতার দিকে যাচ্ছিল—আর এখন এইমাত্র জাহান্নামের তলদেশে গিয়ে পৌছলো।

হযরত উমর ইব্নে খাত্তাব (রাযিঃ) বলতেন, তোমরা দোযখের কথা খুব বেশী বেশী স্মরণ কর ; ধ্যান কর। কারণ দোযখাগ্নির উত্তাপ খুবই প্রচণ্ড, এর গভীরতা বহুদূর পর্যন্ত, এর বেড়ী লোহার।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলতেন, দোযখের অগ্নি দোযখবাসীদেরকে এমনভাবে গিলে ফেলবে, যেমন পাখী দানা গিলে ফেলে।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—কুরআনের আয়াত ঃ

إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ○

"যখন দোযখে তাদেরকে দূর থেকে দেখবে, তখন তারা (দোযখবাসীরা) এর তর্জন ও গর্জন শুনতে পাবে।" (ফুরকান ঃ ১২)

উক্ত আয়াতে 'দোযখের দেখা'র কথা উল্লেখিত হয়েছে ; তাহলে কি দোযখের চক্ষু আছে? হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) জবাবে বললেন, তোমরা কি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস শোন নাই— তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, সে যেন দোযখের দুই চোখের মাঝখানে স্বীয় ঠিকানা করে নেয়। আরজ করা হয়েছিল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), দোযখেরও কি চোখ আছে? তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলার এ ফরমান শোন নাই? তিনি বলেছেন ঃ

إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ

"দোযখ যখন তাদেরকে দূর থেকে দেখবে।"

এ হাদীসের সমর্থনে আরও হাদীস রয়েছে— যেমন বর্ণিত আছে, জাহান্নামের আগুনের ভিতর থেকে একটি গর্দান বের হবে ; এর দু'টো

www.banglakitab.weebly.com

চোখ থাকবে যা দিয়ে দেখবে, একটি জিহ্বা থাকবে যা দিয়ে কথা বলবে। সে বলবে ঃ আমাকে ওদের উপর নিযুক্ত করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্যকে শরীক করেছে। পাখী যেমন ক্ষুদ্র একটি তিল্‌কেও স্পষ্ট দেখতে পায় ; উক্ত গর্দান পাপাচারীকে তদপেক্ষা অধিক স্পষ্ট লক্ষ্য করবে এবং তাকে গিলে ফেলবে।

মীযান-পাল্লা

হাদীস শরীফে আছে, নেকীর পাল্লা হবে নূরের আর বদীর পাল্লা হবে অন্ধকারের।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ জান্নাতকে আরশের ডান দিকে, জাহান্নামকে আরশের বাম দিকে এবং নেকীসমূহ আরশের ডান দিকে আর বদীসমূহ আরশের বাম দিকে রাখা হবে। এভাবে নেকীসমূহ জান্নাতের (মোকাবিলায়) কাছাকাছি এবং বদীসমূহ জাহান্নামের (মোকাবেলায়) কাছাকাছি হবে।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন ঃ নেকী-বদী পরিমাপের মীযান দুই পাল্লাবিশিষ্ট হবে এবং এর মুঠি হবে একটি। তিনি আরও বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন বান্দাহর আমলসমূহ পরিমাপের ইচ্ছা করবেন, তখন এগুলোকে আকৃতি দান করবেন।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৬৬

অহংকার ও আত্মগর্বের কুৎসা ও অনিষ্টকারিতা

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে, তোমাকে এবং জগতের সকলকে দুনিয়া–আখেরাতের কল্যাণ নসীব করুন। এ কথা স্মরণ রেখো যে, অহংকার (অর্থাৎ সৎগুণাবলীতে অন্যের তুলনায় নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করা—একে 'তাকাব্বুর'ও বলা হয়) ও আত্ম–গর্ব (অর্থাৎ অন্যের দিকে লক্ষ্য না করে নিজকে মহতি গুণের অধিকারী বলে ধারণা করা—একে 'উজ্‌ব'ও বলা হয়) এমন দুই নিকৃষ্ট স্বভাব যে, এরা যাবতীয় ইবাদত–বন্দেগী ও নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়। উপরন্তু বহু অসৎ স্বভাবেরও উৎপত্তি ঘটায়। বস্তুতঃ মানবের দুর্ভাগ্যের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কল্যাণকর বিষয়াবলী ও সদুপদেশমূলক কথাবার্তার প্রতি কর্ণপাত না করে সেগুলোকে অগ্রাহ্য করে দেয়।

আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ বলেছেন, লজ্জা ও অহংকারের মাঝখানে ইল্‌ম বরবাদ হয়ে যায়। উঁচু প্রাসাদের সাথে যেমন বন্যা–স্রোতের সংঘর্ষ হয়, তেমনি অহংকারের সাথে ইল্‌মেরও হয়ে থাকে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।" তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি অহংকার ও দম্ভভরে পরিহিত পোষাক টেনে চলবে, আল্লাহ্ পাক তার প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি করবেন না।"

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, দম্ভ–অহংকারের সাথে রাজত্বও টিকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে অহংকার ও ধ্বংস–অনাচারকে একত্র উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

www.banglakitab.weebly.com

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط

"এই আখেরাতে আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য ও অনাচার চায় না।" (কাসাস ঃ ৮৩)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيَاتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

"আমি এমন লোকদেরকে আমার নিদর্শনাবলী থেকে বিমুখ করে রাখবো, যারা পৃথিবীতে অহংকার করে।" (আ'রাফ ঃ ১৪৬)

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আমি অহংকারীদেরকে দেখেছি, তাদের প্রত্যেকের অবস্থাই বিগড়ে গেছে। অর্থাৎ যে নেআমতের উপর দম্ভ করতো, তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

জাহেয্ বলেছেন, কুরাইশীদের মধ্যে মাখযুম গোত্র, উমাইয়াহ্ গোত্র আরও অন্যান্য কতক আরবীয় লোক অর্থাৎ জাফর ইব্নে কেলাব এবং যুরারাহ্ ইব্নে আদী' গোত্রের লোকেরা অহংকারী। আর পারস্যের রাজারা তো অন্যদেরকে গোলাম এবং নিজেদেরকে মালিক মনে করে।

আব্দুদ্দার গোত্রের একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—তুমি খলীফার কাছে যাও না? সে উত্তর করেছে, আমি মনে করি—তথাকার গমনপথে যে পুলটি রয়েছে, সেটি আমার মর্যাদার বোঝ বহন করতে পারবে না।

হাজ্জাজ ইব্নে আরতাতকে কেউ বলেছিল—তুমি জামাআতে শরীক হও না? সে বলেছে, সবজি বিক্রেতাদের (নিম্নপর্যায়ের) সাথে আমাকে দাঁড়াতে হবে।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত ওয়ায়েল ইব্নে হুজ্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলে তিনি তাকে এক খণ্ড জমি দান করলেন এবং মুআবিয়া (রাযিঃ)-কে তা পৃথক করে লিখে দেওয়ার জন্য বললেন। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) দ্বি-প্রহরের প্রচণ্ড গরমের মধ্যে

www.banglakitab.weebly.com

তার সাথে রওনা হলেন এবং তার উষ্ট্রীর পিছনে পায়ে হেঁটে চললেন। সূর্যের তাপ শরীরের চামড়া পুড়ে ফেলার মত অত্যধিক ছিল। তিনি ইব্নে হুজ্রকে বললেন, আমাকে তোমার উষ্ট্রীর উপর সওয়ার করিয়ে নাও। সে বললো, তুমি বাদশাহ্দের সাথে বসার উপযুক্ত নও। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বললেন, তাহলে তোমার জুতা-জোড়া আমাকে দাও। পরিধান করে রৌদ্রের তাপ থেকে কিছুটা রক্ষা পাই। সে বললো, হে আবূ সুফিয়ানের পুত্র! আমি কার্পণ্যের কারণে অস্বীকার করছি না বরং আমি অপছন্দ করি যে, তুমি যদি আমার জুতা পরিধান কর, তাহলে তুমি ইয়ামানের বাদশাহ্দের পর্যায়ে পৌছলে। কাজেই তোমার জন্য এ-ই যথেষ্ট যে, তুমি আমার উষ্ট্রীর ছায়া ঘেসে চল। কথিত আছে, পরবর্তীতে এমন এক সময় এসেছে যখন হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) খেলাফতে অধিষ্ঠিত। এই লোক তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়েছে। তখন তিনি তাকে স্বীয় পালংকের উপর নিজের সাথে বসিয়ে কথা বলেছেন ; সমাদর করেছেন। মাসরূর ইব্নে হিন্দ একজনকে বলেছিল, আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন? সে বললো, না। মাসরূর বললো, আমি মাসরূর ইব্নে হিন্দ। লোকটি বললো, আমি আপনাকে চিনি না। মাসরূর বললো, ধ্বংস সেই ব্যক্তির যে চন্দ্রকে চিনে না।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী কবির উপদেশ হচ্ছে, "দম্ভ-অহঙ্কার কেবল আহ্মক যারা তারাই করতে পারে.। তুমি যদি জানতে অহংকারের মধ্যে কি ধ্বংসাত্মক বিষ লুক্কায়িত রয়েছে, তবে তুমি কখনও অহংকার করতে না। বস্তুতঃ অহংকার যেমন মানুষের দ্বীন-ধর্মকে ধ্বংস করে দেয়, তেমনি বুদ্ধি-বিবেক ও ইয্যত-সম্মানকেও বিনাশ করে দেয়।"

বস্তুতঃ দম্ভ-অহমিকা নিতান্ত নিম্ন পর্যায়ের লোকই করে থাকে। পক্ষান্তরে বিনয় ও নম্র স্বভাব তারাই অবলম্বন করে থাকে যারা অভিজাত ও উচ্চ পর্যায়ের।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ

"তিনটি ব্যাধি মানুষকে ধ্বংস করে দেয়—অদম্য লোভ-লালসা, বেপরোয়া প্রবৃত্তি ও আত্ম-প্রশংসা।"

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ হযরত নূহ (আঃ) মৃত্যুকালে তাঁর দুই পুত্রকে উপস্থিত করে বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে দু'টি বিষয়ে হুকুম দিচ্ছি, আর দু'টি বিষয়ে নিষেধ করছি—নিষেধ করছি এই যে, তোমরা শির্ক এবং অহংকারে লিপ্ত হয়ো না। আর হুকুম দিচ্ছি যে, তোমরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর ছিফাত ও আদর্শের উপর থেকে তা পাঠ কর। কেননা, এই কালেমাকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় সাত আসমান, যমীন ও তন্মধ্যকার সবকিছুকে রাখা হয়, তবে অবশ্যই এই কালেমার পাল্লা ভারী হবে। অনুরূপ, যদি সাত আসমান, যমীন ও তন্মধ্যকার সবকিছু দিয়ে একটি বৃত্ত তৈরী হয় এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-কে সেই বৃত্তে রাখা হয়, তবে এই কালেমার ভারে বৃত্তটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আমি তোমাদেরকে আরও হুকুম করছি, তোমরা 'সুব্হানাল্লাহি ওয়াবিহাম্দিহী' পড়। কেননা, এই কালেমা প্রতিটি বস্তুর সালাত (নামায ও দো'আ)। এরই ওসীলায় সকলেই রিযিকপ্রাপ্ত হয়।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, (বড় ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি) যাকে আল্লাহ্ পাক স্বীয় কিতাবের জ্ঞান দান করেছেন, অতঃপর দম্ভ-অহংকারমুক্ত জীবন-যাপন করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, তাকে সুসংবাদ, মুবারকবাদ!

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে সালাম (রাযিঃ) একদা বাজারে গমন করেন, তখন তার মাথায় লাকড়ির একটি বোঝা ছিল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে উচ্চতর মর্যাদা দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও আপনি কেন এই কষ্ট করছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ

اَرَدْتُ اَنْ اَدْفَعَ الْكِبْرَ عَنْ نَفْسِىْ۔

"আমি আমার নফ্সের মধ্য হতে অহংকার দূর করার চেষ্টা করছি।"

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ

"তারা যেন নিজেদের পা সজোরে না ফেলে।" (নূর ঃ ৩১)

www.banglakitab.weebly.com

তফসীরে কুরতুবী কিতাবে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে যে, দম্ভ-অহংকারভরে পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হারাম। এমনিভাবে যে সকল পুরুষ জুতা পায়ে মাটির উপর সশব্দে (আঘাত হানার ন্যায়) চলে, বস্তুতঃ এরূপ চলাও হারাম। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এটা অহংকার ও আত্মাভিমানেরই অন্তর্ভুক্ত। আর তা মস্ত বড় গুনাহ্।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৬৭

এতীমের প্রতি দয়া এবং তাদের প্রতি অন্যায়-উৎপীড়ন না করা

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আমি এবং এতীমের অভিভাবক বেহেশ্‌তে এভাবে থাকবো— অতঃপর শহাদত অঙ্গুলি ও মধ্যমা অঙ্গুলি একত্র করে দেখিয়েছেন এবং দুইয়ের মাঝে কিছুটা ফাঁক রেখেছেন।"

মুসলিম শরীফে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, "নিজ আত্মীয় হোক বা না হোক, যদি কেউ এতীম-অনাথের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে, তবে আমি এবং সে জান্নাতে এভাবে থাকবো— অতঃপর শাহাদত ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয় একত্র করে দেখিয়েছেন।"

"বায্‌যার' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি এতীমের অভিভাবক হবে- সে এতীম তার আত্মীয় হোক বা না হোক— সে এবং আমি জান্নাতে এই রকম একসঙ্গে থাকবো—অতঃপর দুটি অঙ্গুলি একত্র করে দেখিয়েছেন। অনুরূপ, যে ব্যক্তি তিন কন্যার লালন-পালনের জন্য পরিশ্রম করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় এমন জিহাদকারী ব্যক্তির সওয়াব রয়েছে, যে জিহাদরত অবস্থায় রোযাদার ও গোটা রাত নামায আদায়কারী ছিল।"

ইব্‌নে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি তিনজন এতীমের লালন-পালন করবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় সওয়াব পাবে, যে গোটা রাত নামায আদায়কারী, দিনে রোযাদার এবং সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্‌র পথে তলোয়ার উত্তোলন করে জিহাদরত ছিল। আমি এবং সে ব্যক্তি জান্নাতে ভাই-ভাই থাকবো, যেমন এ দুই অঙ্গুলি,—এ কথা বলে শাহাদত ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয় একত্র করে দেখিয়েছেন।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্য হতে

www.banglakitab.weebly.com

তিনজন এতীমের পানাহারের দায়িত্ব নিয়েছে, আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই জান্নাতে দাখেল করবেন ; যদি সে ক্ষমার অযোগ্য কোন গুনাহ্ না করে (যেমন শির্ক, কুফ্র ইত্যাদি)। অপর এক রেওয়ায়াতে "এ এতীমগণ যতদিন অন্যের মুখাপেক্ষী থাকে" অংশটুকু রয়েছে।

ইব্নে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ اِلَيْهِ ... الخ

"মুসলমানদের সর্বোৎকৃষ্ট ঘর সেটি, যে ঘরে এতীম রয়েছে এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করা হয় । পক্ষান্তরে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘর সেটি যে ঘরে এতীমের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়।"

আবূ ইয়ালা' হাসান সনদে রেওয়ায়াত করেছেন যে, "আমি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে বেহেশ্তের দরজা খুলবে। কিন্তু আমি দেখবো—একজন মহিলা আমার আগেই অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করবো, তুমি কে? সে বলবে, আমি এতীমদের লালন-পালনকারীনি একজন মহিলা।

ত্বব্রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "ঐ সত্তার কসম, যিনি আমাকে হক ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন—কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দিবেন না, যে এতীমের প্রতি দয়া ও রহম করবে, কথা-বার্তায় তার সাথে সদয় আচরণ করবে, তার এতীমি ও অসহায়ত্বের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হবে এবং আপন প্রতিবেশীর সাথে নিজ প্রতিপত্তির কারণে অহংকার ও উৎপীড়ন করবে না।"

মুসনাদে আহমদ কিতাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন এতীমের মাথায় হাত বুলায়, সে তার স্পর্শ করা প্রতিটি কেশের জন্য একটা করে পুরস্কার লাভ করবে? আর যে লোক কোন এতীম বালক বা বালিকার উপকার করবে, সে এবং আমি পরস্পর একসঙ্গে হবো যেমন আমার হাতের দু'টো অঙ্গুলি।

মুহাদ্দেসীনের একটি জামাআত রেওয়ায়াত করেছেন এবং হাকেম রেওয়ায়াতটিকে সহীহ্ বলে আখ্যায়িত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত

www.banglakitab.weebly.com

ইয়াকূব (আঃ)–কে জানিয়েছেন যে, আপনার দৃষ্টিশক্তি রহিত হওয়া, পৃষ্ঠদেশ নুয়ে যাওয়া, ইউসূফ (আঃ)–এর সাথে তাঁর ভাইদের আচরণ এসবকিছুর কারণ হচ্ছে, আপনি পরিজনের জন্য একটি বকরি যবেহ্ করে নিজেরা খেয়েছিলেন, কিন্তু আগন্তুক একজন রোযাদার অভুক্ত মিসকীনকে তা থেকে খেতে দেন নাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সতর্ক করে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর সৃষ্ট জীবের সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো, তারা এতীম–মিসকীনকে ভালবাসবে, তাদের প্রতি সদয় হবে। অতঃপর তাঁকে মিসকীনদের জন্য খানা তৈরী করে তাদেরকে খাওয়ানোর হুকুম করলেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাই করলেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "বিধবা ও দরিদ্রের সাহায্যকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী ব্যক্তির সমতুল্য। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেন যে, সে ব্যক্তি সমস্ত দিনের রোযাদার এবং সমস্ত রাত্রির নামায আদায়কারীর সমতুল্য।"

ইব্নে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلسَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَ الْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكَالَّذِىْ يَقُوْمُ اللَّيْلَ وَيَصُوْمُ النَّهَارَ۔

"বিধবা ও মিসকীনের সাহায্যকারী আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর ন্যায় এবং রাতভর নামায আদায়কারী ও দিনভর রোযাদারের সমতুল্য।"

জনৈক বুযুর্গ নিজের পূর্বেকার অবস্থা ব্যক্ত করে বলেন যে, জীবনের শুরুভাগে আমি মদ্যপায়ী পাপাচারী ছিলাম। একদা একটি এতীম শিশুকে দেখে তার প্রতি আমি দয়ার্দ্র হয়ে আপন সন্তানের ন্যায় বরং তদপেক্ষা বেশী তাকে আদর–সোহাগ ও সাহায্য করলাম। অতঃপর একদা আমি স্বপ্নে দেখি—আযাবের ফেরেশতা আমাকে পাকড়াও করে দোযখের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ; এমন সময় সেই এতীম শিশুটি উপস্থিত হয়ে ফেরেশতাকে বাধা

www.banglakitab.weebly.com

দিয়ে বললো, তাকে ছেড়ে দাও, আমি আল্লাহ্‌র সাথে তার বিষয়ে কথা বলে নিই। কিন্তু আযাবের ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করলো। তৎক্ষণাৎ একটি আওয়ায আসলো—"একে ছেড়ে দাও ; সে এতীমের সাহায্য করেছে ; এ সাহায্যের বিনিময়ে আমি তাখে মুক্তি দিলাম।" অতঃপর আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে গেলাম। বস্তুতঃ সেদিন থেকেই আমি এতীমের প্রতি সাহায্য–সহযোগিতা ও দয়া প্রদর্শনে খুবই মনোযোগী হয়ে গেলাম।

আলবী খান্দানের (হযরত ফাতেমার তরফে হযরত আলী (রাযিঃ)র বংশধর) একজন বিত্তশালী লোক কয়েকটি কন্যা–সন্তান রেখে মারা যান। এদের মা–ও ছিলেন আলবী খান্দানের। স্বামীর মৃত্যুতে এ ভদ্র মহিলা এতীম শিশু–সন্তানদের নিয়ে বিপাকে পড়ে গেলেন। অভাব ও দারিদ্রের তাড়নায় সন্তানদের নিয়ে তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে গেলেন। অনাবাদ এক মসজিদে সন্তানদেরকে রেখে রুজির অন্বেষায় শহরের একজন ধনী লোকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়ে নিজের বৃত্তান্ত অবস্থা বর্ণনা করলেন। লোকটি ছিল মুসলমান। কিন্তু মহিলার কথায় সে বিশ্বাস না করে বললো, তোমার এসব দাবী–দাওয়ার উপর সাক্ষী আনয়ন কর। মহিলা বললেন, আমি অত্র এলাকায় অপরিচিতা একজন মুসাফির স্ত্রীলোক ; আমার পক্ষে সাক্ষী পেশ করা সম্ভব নয়। ফলে লোকটি তাকে কোনরূপ সাহায্য–সহযোগিতা করলো না। অতঃপর সে ভদ্র মহিলা একজন মজূসীর (অগ্নিপূজক) নিকট গিয়ে নিজের অসহায়ত্বের কথা বললেন। মজূসী লোকটি তাঁর কথায় বিশ্বাস করলেন এবং সাহায্য–সহযোগিতায় আগ্রহান্বিত হলেন এবং নিজের এক কন্যাকে পাঠিয়ে মসজিদে অপেক্ষমান শিশুদেরকে আনয়ন করলো। মা ও এতীম শিশুদেরকে সযত্নে আপন গৃহে অবস্থানের ব্যবস্থা করে খুব সেবা–যত্ন করতে লাগলো। এদিকে সেই মুসলমান লোকটি অর্ধরাতে স্বপ্ন দেখে—কিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন শির মোবারকে হামদ (প্রশংসা)–পতাকা বহন করছেন আর সম্মুখেই তাঁর বৃহৎ একটি অতি সুন্দর প্রাসাদ। সে জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ প্রাসাদটি কার জন্য? তিনি বললেন, একজন মুসলমানের জন্য। লোকটি বললো, আমিও তো একজন আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী মুসলমান। হুযূর বললেন, তুমি যে মুসলমান, এ কথার উপর সাক্ষী আনয়ন কর। লোকটি এ কথা শুনে

www.banglakitab.weebly.com

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভদ্র মহিলার সাথে তার আচরণের কথা শুনালেন। ফলে, তার অন্তরে তীব্র আক্ষেপ ও অনুশোচনার উদ্রেক হলো। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েই সে ভদ্র মহিলার তালাশে বের হয়ে গেল। বহু তালাশের পর খোঁজ পেল যে, মজূসী লোকটি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। সে মজূসী লোকটিকে বললো, ভদ্র মহিলাটিকে আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন। কিন্তু সে অস্বীকার করে বললো, আমি কস্মিনকালেও তাঁকে আমার এখান থেকে অন্যত্র দিবো না। কারণ, তাঁর ওসীলায় আমার অফুরন্ত বরকত ও কল্যাণ নসীব হয়েছে। মুসলমান লোকটি বললো, এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে আমার ওখানে পাঠিয়ে দিন। এতেও সে অস্বীকার করলো। অতঃপর তার উপর সে জোর প্রয়োগ করতে চাইলো। তখন মজূসী বলতে লাগলো, তুমি যে উদ্দেশ্যে তাঁকে নিতে চাচ্ছো, আমি সেজন্যে তোমার অপেক্ষা আরও বেশী হকদার। তুমি স্বপ্নে যে প্রাসাদটি দেখেছো, সেটি আমারই জন্যে তৈরী করা হয়েছে। তুমি আমার উপর মুসলমান হওয়ার গর্ব প্রকাশ কর? আল্লাহ্‌র কসম! আমি এবং আমার পরিজন সকলেই সেই রাত্রিতে ঘুমানোর পূর্বেই মুসলমান হয়ে গেছি এবং আমিও সে স্বপ্ন দেখেছি, যা তুমি দেখেছো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, আলবী খান্দানের মহিলাটি এবং তার সন্তানরা কি তোমার ঘরে আছে? আমি বলেছি—হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন তিনি বলেছেন, এ প্রাসাদটি তোমার এবং তোমার পরিজনের জন্য। অতঃপর সে মুসলমান নিরাশ হয়ে চলে গেল। তখন তোর মনে কি পরিমাণ দুঃখ ও আফসূস যে ছিল তা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৬৮

হারাম খাওয়া

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না।" (নিসা ঃ ২৯)

আয়াতখানির বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সূদ, জুয়া, ডাকাতি, চুরি, আত্মসাৎ, মিথ্যা সাক্ষ্য, বিশ্বাস ভঙ্গ, মিথ্যা কসম প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় পন্থাই এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন, কোন বিনিময় ছাড়া অর্জিত মালই এখানে উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত আয়াতখানি যখন নাযিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম কারও কিছু খেতে সংকোচ বোধ করতঃ তা থেকে বিরত থাকতে আরম্ভ করেন। এতে সূরা নূরের এ আয়াতখানি নাযিল হয় ঃ

وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ.... أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ.... أَوْ صَدِيقِكُمْ

"স্বয়ং তোমাদের জন্যেও কোন দোষ নাই যে, তোমরা নিজেদের পিতৃগণের গৃহ হতে কিংবা তোমাদের ভ্রাতৃগণের গৃহ হতে, কিংবা তোমাদের ভগ্নিগণের গৃহ হতে, কিংবা তোমাদের চাচাদের গৃহ হতে..... অথবা তোমাদের বন্ধুগণের গৃহ হতে। (নূর ঃ ৬১)

এক উক্তি অনুযায়ী প্রথমোক্ত আয়াতখানি দ্বারা 'ভ্রান্ত ও বিকৃতভাবে অনুষ্ঠিত লেন–দেন'কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ উক্তির স্বপক্ষে দলীল পেশ

www.banglakitab.weebly.com

করা হয়েছে যে, হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন। আয়াতখানি 'মুহ্কাম' এবং অ-রহিত, অর্থাৎ এর বিধান বলবৎ রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। বস্তুতঃ এ বিষয়টিও বাতেল পন্থায় খাওয়ার অন্তর্ভুক্ত। পূর্বোক্ত আয়াতের পরবর্তী অংশ হচ্ছে ঃ

اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً

"অন্যের অধিকারভুক্ত সে সম্পদ হারাম নয়, যা ব্যবসা-বাণিজ্য বা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে অর্জিত হয়।" নিসা ঃ ২৯)

বৈধ উপায়ে অনুষ্ঠিত তেজারত বা ব্যবসা-বাণিজ্যে উভয় পক্ষে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিনিময় থাকে। কাজেই তা বাতেলের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর করয এবং হেবার মধ্যে যদিও দু'দিকে বিনিময় বিদ্যমান থাকে না, কিন্তু শরীয়তের অন্যান্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তা বিধানগতভাবে তেজারতের ন্যায় বৈধ।

উপরোক্ত আয়াতে বিশেষভাবে 'খাওয়া'র বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে- এর অর্থ এই নয় যে, এ নিষিদ্ধতা শুধু 'খাওয়া'র বিষয়ের মধ্যেই সীমিত। বরং সাধারণতঃ যেহেতু মানুষ খাওয়ার মাধ্যমেই উপকৃত হয়ে থাকে বেশী, তাই এটাকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এর দৃষ্টান্ত আরও রয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ط

"যারা এতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, অবশ্যই তারা আগুনের দ্বারা আপন উদর পূর্তি করছে।" (নিসা ঃ ১০)

বিভিন্ন হাদীসে হারাম খাওয়া থেকে বেঁচে চলার জন্য সতর্ক এবং হালাল খাওয়ার জন্য হুকুম করা হয়েছে। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا ـ

www.banglakitab.weebly.com

"আল্লাহ্ তা'আলা নিজে পাক-পবিত্র এবং পাক-পবিত্র বস্তুই তিনি কবূল করেন।"

আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারগণকে সে হুকুমই করেছেন, যা আম্বিয়ায়ে কেরামকে করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ط

"হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর এবং নেক আমল কর।" (মুমিনূন ঃ ৫১)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

"হে ঈমানদারগণ ! যে পবিত্র বস্তু আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে তোমরা খাও।" (বাকারাহ্ ঃ ১৭২)

উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যে দীর্ঘ সফর করে ক্লান্ত-শ্রান্ত, উস্ক-খুস্ক ও ধূলি-মলিন অবস্থায় আকাশের দিকে হাত উত্তোলন করে দো'আ করে— আয় আল্লাহ্! (ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে নিষ্ঠার সাথে খুব দো'আ করে,) কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, লেবাস হারাম; হারামের উপর তার জীবিকা ; এরূপ ব্যক্তির দো'আ আল্লাহ্র কাছে কিরূপে কবূল হতে পারে? অর্থাৎ এরূপ দো'আ কবূল হয় না।

ত্ববরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হালাল রুজির অন্বেষা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। ত্ববরানী ও বায়হাকী শরীফে আছে ঃ

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرَائِضِ.

"ফরয দায়িত্বসমূহের পরপরই হালাল রুজি অন্বেষা ফরয।"

তিরমিযী ও হাকেম রেওয়ায়াত করেন ঃ

مَنْ اَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِيْ سُنَّةٍ وَاَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

www.banglakitab.weebly.com

"যে ব্যক্তি পাক ও হালাল খাদ্য খাবে, সুন্নত অনুযায়ী আমল করবে এবং তার দুরাচার থেকে লোকজন নিরাপদ থাকবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আন্হুম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজকাল এরূপ লোক আপনার উম্মতের মধ্যে অনেক রয়েছে। হুযূর বললেন ঃ আমার পরবর্তী যুগসমূহেও থাকবে।

মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি কিতাবে 'হাসান' সনদে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَرْبَعٌ اِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ اَمَانَةٍ وَ صِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خُلُقٍ وَ عِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ.

"তোমার মধ্যে চারটি গুণ যদি বিদ্যমান থাকে, তবে পার্থিব কোন সম্পদ লাভ না হলেও তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার ঃ এক,—আমানতের হেফাজত। দুই,— সত্য বলা। তিন,— সদ্ব্যবহার। চার,— হালাল খাদ্য খাওয়া।"

ত্ববরানী শরীফে আছে, সুসংবাদ সে ব্যক্তির জন্য, যার উপার্জন হালাল, যার গোপন ও অপ্রকাশ্য অবস্থাসমূহ সৎ, যার প্রকাশ্য অবস্থাসমূহ পছন্দনীয় এবং যার অনিষ্ট থেকে মানুষ নিরাপদ। আরও সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আপন ইলম অনুযায়ী আমল করে এবং অহেতুক কথা বলা থেকে বিরত থাকে। ত্ববরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হে সা'দ! হালাল খাদ্য খাও—তোমার দো'আ কবূল হবে। ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যার আয়ত্ত্বাধীনে আমার প্রাণ—একটি লুকমাও যদি কেউ হারাম মাল থেকে পেটে নিক্ষেপ করে, তবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন আমল কবূল হয় না। যে ব্যক্তির শরীরের গোশত হারাম দ্বারা লালিত হয়েছে, তা দোযখেরই বেশী উপযুক্ত।

বায্যার কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, যার আমানত নাই, তার দ্বীন নাই। তার নামাযও নাই, যাকাতও নাই। যে ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জন করলো

www.banglakitab.weebly.com

এবং তা দিয়ে কোর্তা (জামা) বানিয়ে পরিধান করলো, এ কোর্তা যতক্ষণ পর্যন্ত শরীর থেকে সে অপসারণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায কবূল হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে একদম বেপরোয়া যে, তিনি এমন কোন ব্যক্তির নামায কবূল করবেন যে হারাম মালের কোর্তা পরিহিত অবস্থায় তা আদায় করেছে।

মুসনাদে আহমদে হযরত ইব্নে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দশ দেরহাম দিয়ে একটি কাপড় খরিদ করলো, এর মধ্যে যদি একটি দেরহামও হারাম থাকে এ পোষাক পরিহিত অবস্থায় তার নামায কবূল হবে না। অতঃপর তিনি দুই কানে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়ে বললেন, একথা যদি আমি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট না শুনে থাকি, তবে আমার এ কর্ণদ্বয় বধির হয়ে যাবে।

বায়হাকী শরীফে আছে, যে ব্যক্তি জেনে-শুনে চুরির মাল খরিদ করে, সে ক্ষতি এবং গুনাহের মধ্যে চোরের সঙ্গে শরীক হয়ে গেল।

মুসনাদে আহ্মদে বর্ণিত হয়েছে, কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার জীবন—তোমাদের মধ্যে যদি কেউ দড়ি হাতে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে লাকড়ি কেটে পিঠে বোঝা বহন করে জীবিকা উপার্জন করে তা থেকে পানাহার করে, তবে এটা আল্লাহ্র নিষিদ্ধ ও হারাম খাদ্যে মুখ লাগানো থেকে অনেক উত্তম।

ইব্নে খুযাইমাহ ও ইব্নে হাব্বানে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি হারাম মাল সঞ্চয় করে তা থেকে সদকা ও দান-খয়রাত করে, তার জন্য কোন সওয়াব নাই, উপরন্তু এ জন্যে আরও (গুনাহের) বোঝা হবে।

ত্ববরানী শরীফে আছে, যে হারাম মাল উপার্জন করে তা দিয়ে (গোলাম খরিদ করে অথবা মুসলমন বন্দীকে) আযাদ করে, এসবকিছু তার জন্য (গুনাহের) বোঝা হবে।

মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে যেরূপ রুজি বন্টন করেছেন, তেমনি আখলাক-চরিত্রও বন্টন করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া এমন ব্যক্তিকেও দেন, যাকে তিনি ভালবাসেন না আবার এমন ব্যক্তিকেও দেন, যাকে তিনি ভালবাসেন। পক্ষান্তরে দ্বীন কেবল ঐ ব্যক্তিকেই দান করেন, যাকে তিনি ভালবাসেন। আর যাকে

www.banglakitab.weebly.com

তিনি দ্বীন দান করলেন বুঝে নাও যে, তিনি তাকে পছন্দ করে নিয়েছেন। ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যার মুঠোয় আমার প্রাণ—বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তর ও জিহ্বা মুসলমান না হয়। এমনিভাবে বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিবেশী তার কষ্টদায়ক আচরণ থেকে নিরাপদ না হয়। সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার কষ্টদায়ক আচরণ কি? তিনি বললেন, ধোকা এবং জুলুম। যে বান্দা হারাম উপার্জন করে এবং তা থেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে, এ খরচ কোনদিন কবুল হয় না। আর এ উপার্জিত সম্পদ যে কাজেই ব্যয়িত হবে, তাতে কোন বরকত হয় না। আর হারাম সম্পদ উপার্জন করে যা রেখে যাবে, তা দোযখের দিকে নিয়ে যাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা মন্দকে মন্দের দ্বারা মিটান না, বরং মন্দকে মোচন করতে হলে সৎ কাজে ব্যাপৃত হতে হবে। নাপাকী দিয়ে নাপাকী দূর করা যায় না।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, কোন্ জিনিস মানুষকে বেশী দোযখে দাখেল করবে? তিনি বলেছেন জিহ্বা ও গোপনাঙ্গ। আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কোন্ জিনিস মানুষকে বেশী জান্নাতে দাখেল করবে? তিনি বলেছেন, আল্লাহ্-ভীতি (তাকওয়া) এবং সদাচার।

তিরমিযী শরীফে আছে, কেয়ামতের দিন বান্দাকে চারটি প্রশ্ন না করা পর্যন্ত তার কদম (জায়গা থেকে) নড়বে না ঃ এক—জীবন কি কাজে শেষ করেছ? দুই—যৌবন কিসে ব্যয় করেছ এবং কোথায় খরচ করেছ? চার-স্বীয় ইলমের উপর কতটুকু আমল করেছ?

বায়হাকী শরীফে আছে, দুনিয়া সজীব-সুন্দর ও অতীব আকর্ষণীয়। যে ব্যক্তি তা হালালভাবে উপার্জন করে হক ও সত্যের পথে ব্যয় করে, আল্লাহ্ তাকে সওয়াব দিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি হারাম পন্থায় উপার্জন করে না-হক ও অন্যায় পথে ব্যয় করে, আল্লাহ্ তাকে অপমান ও লাঞ্ছনার স্থানে নিক্ষেপ করবেন। আর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের সম্পদে খেয়ানত করে, তাদের জন্য কেয়ামতের দিন দোযখের আগুন রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

www.banglakitab.weebly.com

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ٥

"তা (আগুন) যখনই কিছু নিস্তেজ হতে থাকবে, তখনই তাদের জন্য আরও সতেজ করে দিবো।" (বনী ইসরাঈল ঃ ৯৭)

সহীহ ইব্নে হাব্বানে বর্ণিত হয়েছে ঃ শরীরের যে অস্থি-রক্ত হারাম সম্পদে গড়েছে, তা জান্নাতে যাবে না, বরং তা দোযখেরই বেশী উপযুক্ত।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৬৯

সূদের নিষিদ্ধতা

সূদের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। হাদীস শরীফেও সূদের ব্যাপারে বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে। বুখারী ও আবূ দাঊদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীরের চামড়া ক্ষত করে সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী ; এ গর্হিত কাজের পেশাদার, সূদগ্রহীতা এবং সূদদাতার প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। কুকুর ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি প্রস্তুতকারীর প্রতিও অভিসম্পাত করেছেন।

ইমাম আহমদ, আবূ ইয়ালা, ইব্নে খুযাইমাহ্ ও ইব্নে হাব্বান (রহঃ) হযরত আব্দুলাহ্ ইব্নে মাস্ঊদ (রাযিঃ) সূত্রে রেওয়ায়াত করেন যে, সূদ গ্রহীতা, সূদ-দাতা, সূদের সাক্ষী, জ্ঞাতভাবে সূদের চুক্তিপত্রের লেখক, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শরীরের চামড়া ক্ষতকারী ; এ কর্মের পেশাজীবী, যাকাত দানে অবহেলাকারী এবং হিজরত করার পর ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হযরত মুহাম্মাদুর্ রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে এরা সকলেই অভিশপ্ত।

হাকেম (রহঃ) বর্ণনা করেন, চার প্রকার লোকের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট ; তাদেরকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না ঃ এক—মদ্যপানে অভ্যস্থ, দুই—সূদখোর, তিন—অন্যায়ভাবে এতীমের মাল ভক্ষণকারী, চার-পিতামাতার অবাধ্য সন্তান।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের সনদ-শর্তে উত্তীর্ণ হাকেমের রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সূদের মাধ্যমে তিয়াত্তরটি পাপের দরজা উন্মুক্ত হয়। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন পাপটি নিজ মা'কে বিবাহ করার সমতুল্য।

বায্যার কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সূদের মাধ্যমে সত্তরটি পাপের দরজা

www.banglakitab.weebly.com

উন্মুক্ত হয়। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন পাপটি মার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমতুল্য।

ত্বব্‌রানী কবীর কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে সালাম (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "সূদের মাধ্যমে এক দেরহাম উপার্জন করা মুসলমান অবস্থায় তেত্রিশ বার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া থেকেও জঘন্যতম।" হাদীসখানির সনদ-পরম্পরায় এন্‌কেতা' অর্থাৎ এক স্তরে রাভির শূন্যতা রয়েছে। আবার এ হাদীসখানিই ইব্‌নে আবিদ্দুনিয়া, বগভী প্রমুখ সহীহ সনদে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সালামের উক্তি বলে রেওয়ায়াত করেছেন। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে এরূপ বক্তব্যসম্বলিত রেওয়ায়াত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই বক্তব্য হিসাবে পরিগণিত। কেননা সূদের একটি মাত্র দেরহাম উপার্জনের পাপ এতো অধিক সংখ্যক ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্যতম হওয়ার বিষয়টি ওহীর মাধ্যম ছাড়া অবগত হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সালাম (রাযিঃ) হাদীসখানি সরাসরি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে শুনেই রেওয়ায়াত করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সৎ-অসৎ সকলকে দাঁড়ানোর অনুমতি দিবেন। কিন্তু সূদখোর লোক এমনভাবে দাঁড়াবে যেমন সেই ব্যক্তি যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহাভিভূত করে দেয়।

মুসনাদে আহ্‌মদ ও ত্বব্‌রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "জেনে-শুনে সূদের এক দেরহাম পরিমাণ খাদ্য ভক্ষণ করা ছত্রিশ বার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে মারাত্মক ও জঘন্যতম।"

যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজে জালেমের সাহায্য করলো, সে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আশ্রয় থেকে বের হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি সূদের এক দেরহাম পরিমাণও ভক্ষণ করলো ; সে তেত্রিশ জেনা অপেক্ষাও জঘন্যতম পাপ করলো। শরীরের যে গোশত্ হারাম খাদ্যের দ্বারা পয়দা হলো, তা দোযখে প্রবেশেরই অধিকতর যোগ্য।

ইব্‌নে মাজাহ্ ও বায়হাকী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবূ হুরাইরাহ্

www.banglakitab.weebly.com

(রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ সূদের মধ্যে সত্তরটি গুনাহ্ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্নতম হচ্ছে, মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

হাকেম (রহঃ) হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেন যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিপক্ক হওয়ার আগেই বৃক্ষের উপর রেখে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে, যখন কোন জনপদে সূদ ব্যাপক হয়ে যায়, তখন সে জনপদের অধিবাসীরা নিজেদেরকে আল্লাহ্র আজাবের উপযুক্ত করে নিলো।

আবূ ইয়ালা হযরত ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ) সূত্রে রেওয়ায়াত করেন যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الزِّنَا وَالرِّبَا إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللّٰهِ.

যে সম্প্রদায়ের মধ্যে জেনা এবং সূদ ব্যাপক হয়ে যায়, তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্র আজাবের উপযুক্ত করে নিলো।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে—

مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّشَا إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ وَالسَّنَةِ الْعَامِّ الْمُقْحِطِ نَزَلَ فِيهِ غَيْثٌ أَمْ لَا۔

"যে সম্প্রদায়ের মধ্যে সূদ ব্যাপক হয়ে যায়, তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আর যাদের মধ্যে ঘুষ ব্যাপক হয়ে যায়, তারা শত্রুর ভয়ে সর্বদা আতঙ্কগ্রস্ত থাকে এবং বৃষ্টি হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় দূর্ভিক্ষ-জর্জরিত থাকে।"

মুসনাদে আহমদ ও ইব্নে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে রাতে আমাকে মেরাজ করানো হয়েছে, আমি যখন সে রাতে সপ্তম আকাশে পৌঁছি, তখন উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি—কেবল বজ্রপাত, বিদুৎ আর ঘোর অন্ধকার। অতঃপর একদল লোকের নিকট গেলাম, তাদের পেট ছিল বিশাল ঘরের ন্যায়। বাহির থেকে এদের পেটের ভিতর সাপ, বিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল। আমি হযরত জিব্রাঈল

www.banglakitab.weebly.com

(আঃ)–কে জিজ্ঞাসা করলাম। এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সূদখোর। এ হাদীসখানি ইস্‌ফাহানীও রেওয়ায়াত করেছেন। আর মুসনাদে আহমদে বিস্তৃতভাবে এবং ইব্‌নে মাজাহ্ শরীফে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসফাহানী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাকে ঊর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়ার পর আমি দুনিয়ার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ; এখানে এমন ধরনের লোক ছিল, যাদের পেটগুলো বড় বড় ঘরের ন্যায়। এরা ফেরাউনী সম্প্রদায়ের লোকদের প্রবেশ–পথে থুবড়ে পড়ে রয়েছে। সকাল–সন্ধ্যায় এদেরকে আগুনের উপর দাঁড় করানো হয়। আর তারা বলতে থাকে—আয় রব্ব তা'আলা! কেয়ামত যেন কোনদিন কায়েম না হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের সূদখোর লোক। এরা এমনভাবে দাঁড়ায় যেমন শয়তানের স্পর্শে মস্তিস্ক–বিকৃত লোক।

ত্ববরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের পূর্বে ব্যভিচার, সূদ ও মদ্যপানের ব্যাপক প্রচলন ঘটবে।

ত্ববরানী শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত কাসেম ইব্‌নে ওয়াররাক বলেন ঃ একদা আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আওফা (রাযিঃ)–কে দেখেছি, তিনি পোদ্দারদের (মুদ্রা–পরীক্ষক) বাজারে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বলছেন, হে পোদ্দারগণ! তোমরা সুসংবাদ শ্রবণ কর। তারা বললো, হে আবূ মুহাম্মদ! (হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আওফা'র উপনাম) আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিন ; আপনি আমাদেরকে কিসের সুসংবাদ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পোদ্দারদের সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা দোযখের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

ত্ববরানী শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, তোমরা ঐ সকল গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে চল, যেগুলো ক্ষমা করা হবে না। যেমন, খিয়ানত করা। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি কোন বস্তুর খিয়ানত করবে, কিয়ামতের দিন সেই বস্তু সহকারে তাকে উপস্থিত করা হবে। আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, সূদ খাওয়া। যে ব্যক্তি সূদ খেলো, সে কিয়ামতের দিন মস্তিস্ক–বিকৃত উন্মাদের ন্যায়

www.banglakitab.weebly.com

উত্থিত হবে। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط

"যারা সূদ গ্রহণ করে,তারা সেই অবস্থা ব্যতীত দাঁড়াবে না যে অবস্থায় ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায়, যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহাভিভূত করে দিয়েছে। (বাকারাহ্ ঃ ২৭৫)

ইসফাহানীর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সূদখোর কিয়ামতের দিন উন্মাদ অবস্থায় উঠবে এবং তার শরীরের একাংশ টেনে হেঁচড়ে চলবে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط

"তারা সেই অবস্থা বতীত দাঁড়াবে না যে অবস্থায় ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায় যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহাভিভূত করে দিয়েছে। (বাকারাহ ঃ ২৭৫)

ইব্নে মাজাহ্ ও হাকেম (রহঃ) রেওয়ায়াত করেছেন ঃ

مَا اَحَدٌ اَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا اِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهٖ اِلٰى قِلَّةٍ

"অর্থের প্রাচুর্যের লক্ষ্যে যে কেউ সূদের লোন-দেন করবে, পরিণামে ঘাটতি ছাড়া কিছু হবে না।"

হাকেম (রহঃ) আরও রেওয়ায়াত করেন ঃ

اَلرِّبَا وَاِنْ كَثُرَ فَاِنَّ عَاقِبَتَهٗ اِلٰى قَلٍّ .

"সূদ যদিও প্রচুর পরিমাণের হয়, তবু তার শেষ ফল হ্রাসের দিকে।"

ইমাম আবূ দাউদ ও ইব্নে মাজাহ (রহঃ) হযরত হাসান (রাযিঃ) সূত্রে

www.banglakitab.weebly.com

এবং তিনি হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন—

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلَّا اٰكِلُ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ اَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ ـ

"এমন একদিন অবশ্যই আসবে যখন সূদ থেকে কেউই মুক্ত থাকতে পারবে না। যদি সরাসরি নাও খায় তবু এর প্রভাব তাকে আক্রমণ করবে।"

'যাওয়ায়িদুল–মুসনাদ' গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আহমদ থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াত যে, ঐ সত্তার কসম যার কুদরতের হাতে আমার জীবন, আমার উম্মতের মধ্য হতে এক দল লোক অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত অবস্থায় দম্ভ–অহংকার ও আমোদ–প্রমোদের মধ্যে রাত্র কাটাবে অতঃপর সকালেই তারা বানর ও শূকরের আকৃতি ধারণ করবে। কেননা, তারা হারামকে হালাম মনে করতো, গায়িকা নারীদেরকে আনয়ন করতো, মদ্যপান করতো, সূদ খেতো এবং রেশমী পোষাক পরিধান করতো।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) রেওয়ায়াত করেন ঃ এই উম্মতের মধ্যে এমন একদল লোক হবে, যারা পানাহার, খেলাধূলা ও আমোদ–উল্লাসে রাত কাটাবে, কিন্তু পরক্ষণেই সকালে বিকৃত হয়ে বানর ও শূকরের রূপ ধারণ করবে। কেউ কেউ মাটিতে ধ্বসে যাবে, কারও কারও উপর পাথর বর্ষিত হবে। সকালে অন্যান্য লোকেরা বলাবলি করবে—রাতে অমুক লোক মাটিতে পুতে গেছে এবং অমুক বাড়ীটি মাটিতে ধ্বসে গেছে। কোন কোন গোত্র এবং বাড়ীর উপর এমন প্রচণ্ডভাবে পাথর বর্ষিত হবে, যেমন কওমে লূতের উপর বর্ষিত হয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে, তারা মদ্যপান করতো, রেশমের বস্ত্র পরিধান করতো, গায়িকা নারী রাখতো, সূদ খেতো এবং আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতো। এখানে আরও একটি অসৎ স্বভাবের কথার উল্লেখ ছিল, কিন্তু বর্ণনাকারী সেটা ভুলে গেছেন। হাদীসখানি ইমাম আহমদ (রহঃ)–ও স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৭০

বান্দার হকের বয়ান

বান্দার হকসমূহ কি কি? যখন সাক্ষাত হয় তখন তাকে সালাম করা, সে সালাম করলে তার জওয়াব দেওয়া, দাওয়াত দিলে তা কবুল করা, যখন সে হাঁচি দেয় আর বলে—আল-হামদুলিল্লাহ্ তখন জওয়াবে বলা-ইয়ারহামুকাল্লাহ্, যখন সে অসুস্থ হয় তখন তাকে দেখতে যাওয়া, মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরীক হওয়া, বান্দা কোন বিষয়ে কসম খেলে তাকে কসম পূরণে সহায়তা করা, যখন সে উপদেশ প্রার্থনা করে তখন তাকে উপদেশ প্রদান করা, অসাক্ষাতে তার হিত-কামনা করা (গীবত না করা), নিজের জন্য যা কামনা কর তার জন্যেও তা কামনা করা এবং নিজের জন্য যা অপছন্দ কর তার জন্যেও তা অপছন্দ করা। এসবকিছু হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَرْبَعٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَيْكَ اَنْ تُعِيْنَ مُحْسِنَهُمْ وَ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمُذْنِبِهِمْ وَاَنْ تَدْعُوَ لِمُدْبِرِهِمْ وَ تُحِبَّ نَائِبَهُمْ۔

"তোমাদের উপর মুসলমানের প্রতি চারটি হক রয়েছে ঃ এক—সৎ লোকের সাহায্য করবে। দুই—পাপীদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তিন—বিদায়ীদের জন্য দো'আ করবে। চার—বিদায়ীর স্থলাভিষিক্তের প্রতি ভালবাসা পোষণ করবে।"

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) পবিত্র কুরআনের আয়াত رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (অর্থাৎ তারা পরস্পর পরস্পরের জন্য সহানুভূতিশীল)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, পুন্যবান মুসলমানেরা দুর্বলদের জন্য এবং দুর্বল মুসলমানেরা

www.banglakitab.weebly.com

পুন্যবানদের জন্য দো'আ ও কল্যাণ কামনা করবে। অর্থাৎ দুর্বলরা পুন্যবান-দেরকে দেখে দো'আ করবে—হে আল্লাহ্! তাদেরকে তুমি পুন্যের যে অংশ দিয়েছ, তাতে তুমি আরও বরকত ও বৃদ্ধি দান কর, এর উপর তাদের দৃঢ় করে দাও এবং আমাদেরকে তা থেকে উপকৃত হওয়ার তওফীক দাও। আর পুন্যবানরা দুর্বলদের দেখে দো'আ করবে—হে আল্লাহ্! তাদেরকে হিদায়াত দান কর, তাদের তওবা কবূল কর, তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও।

বান্দার হকসমূহের মধ্যে একটি হক হচ্ছে, মুমিনদের জন্য সে বিষয়টিই পছন্দ করবে, যেটি নিজের জন্যে পছন্দ কর। হযরত নূ'মান ইব্নে সাবেত (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَدُّدِهِمْ وَ تَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عُضْوٌ مِّنْهُ تَدَاعٰى سَائِرُهُ بِالْحُمّٰى وَ السَّهَرِ ـ

"পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসা এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ব্যাপারে মুমিনদের উদাহরণ হলো, একটি দেহ। যখন দেহের একটি অঙ্গ বেদনাগ্রস্ত হয় তখন সর্বশরীর জ্বর ও রাত-জাগরণের মাধ্যমে পীড়িত হয়।"

হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ـ

"মুমিন মুমিনের জন্য একটি ইমারত সদৃশ। যার এক অংশ অপর অংশকে সুদৃঢ় করছে।"

বান্দার হকসমূহের মধ্যে আরেকটি হক হচ্ছে, কোন মুসলমানকে কথায় বা কাজে কষ্ট না দেওয়া। হাদীস শরীফে আছে ঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَ يَدِهٖ

www.banglakitab.weebly.com

"প্রকৃত মুসলমান সে যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে আমলের ফাযায়েল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

فَإِنْ لَّمْ تَقْدِرْ فَدَعِ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقْتَ بِهَا عَلٰى نَفْسِكَ

"তুমি যদি এসব কল্যাণে সমর্থ না হও, তবে অন্ততঃপক্ষে মানুষের ক্ষতি করা থেকে নিজকে বাঁচাও। কেননা, এটাও একটা সদকা (পুন্যের কাজ) যা তুমি নিজের উপর করলে।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "মুসলমানদের মধ্যে উৎকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট হতে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।"

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেছেন—তোমরা কি জান, সত্যিকার মুসলমান কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই উত্তম জানেন। তিনি বললেন, সত্যিকার মুসলমান সে, যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট হতে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন—সত্যিকার মুমিন কে? হুযূর বললেন, সত্যিকার মুমিন সে, যার অনিষ্ট থেকে মুমিনদের জান-মাল নিরাপদ থাকে। সাহাবায়ে কেরাম আরও জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যিকার মুহাজির কে? তিনি বললেন, যে মন্দ কাজ পরিহার করে এবং তা বেছে চলে।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইসলাম কি? তিনি বলেছেন ঃ

اَنْ يُّسْلِمَ قَلْبُكَ لِلّٰهِ وَيَسْلَمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِكَ وَيَدِكَ

"তোমার অন্তঃকরণকে আল্লাহ্র সোপর্দ করা এবং মুসলমানগণ তোমার কথা ও কাজের অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকা।"

www.banglakitab.weebly.com

মুজাহিদ বলেন, দোযখীদেরকে খোস-পাঁচড়ায় আক্রান্ত করা হবে। তারা এতো অধিক মাত্রায় চুলকাবে যে তাদের শরীরের চামড়া ও মাংস পৃথক হয়ে হাড্ডি ভেসে উঠবে। অতঃপর আওয়াজ আসবে ; এদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে—ওহে! তোমাদের কি কষ্ট হয়? তারা বল্‌বে ঃ হাঁ। তখন বলা হবে, এ হচ্ছে তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল যে, তোমরা দুনিয়াতে মুমিনদেরকে কষ্ট দিতে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমি দেখেছি— বেহেশতের মধ্যে এক ব্যক্তি একটি বৃক্ষের উপর দোলায়মান রয়েছে। বৃক্ষটির কারণে চলার পথে মুসলমানদের কষ্ট হতো। লোকটি তা কেটে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল।

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) আরজ করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন একটা কিছু শিক্ষা দেন, যা দিয়ে আমি উপকৃত হতে পারি। হুযূর বল্‌লেন, মুসলমানদের চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা পাথর ইত্যাদি) সরিয়ে রাখ। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ زُحْزِحَ عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا يُؤْذِيْهِمْ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ حَسَنَةً وَمَنْ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ حَسَنَةً اَوْجَبَ لَهٗ بِهَا الْجَنَّةَ

"মুসলমানদেরকে চলার পথে কষ্ট দেয় এমন কোন জিনিস যে ব্যক্তি তাদের পথ থেকে সরিয়ে রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার আমলনামায় নেকী লিখবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যার জন্য নেকী লিখলেন, তার জন্য বেহেশ্‌ত অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُشِيْرَ اِلٰى اَخِيْهِ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيْهِ ـ

"কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয নয় যে, সে অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি এমন কোন ইঙ্গিতময় দৃষ্টিতে দেখবে, যাতে তার কষ্ট হয়।"

www.banglakitab.weebly.com

অপর এক হাদীসে বলেছেন ঃ

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا۔

"কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, সে অপর মুসলমানকে ভয় দেখাবে।"

তিনি আরও বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَكْرَهُ اَذَى الْمُؤْمِنِيْنَ۔

"আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না যে, কেউ মুমিনদেরকে কষ্ট দিবে।"

রবী' ইব্নে খায়সাম (রহঃ) বলেন ঃ মানুষ দুই প্রকারে বিভক্ত ঃ মুমিন; তাদেরকে কষ্ট দিওনা। আর মূর্খ–জাহেল ; তাদের সাথে মূর্খতাসুলভ আচরণ করো না।

বান্দার হকসমূহের মধ্যে আরও একটি হক হচ্ছে, প্রত্যেক মুসলমানের সাথে বিনয়–বিনম্র আচরণ করা ; কারও সাথে দম্ভ–অহমিকায় প্রবৃত্ত না হওয়া। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা দাম্ভিক ও অহংকারী লোকদেরকে পছন্দ করেন না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা বিনম্র স্বভাব অবলম্বন কর এবং সেজন্যে এতো অধিক মাত্রায় প্রচেষ্টা চালাও যে, একজনও যেন দম্ভ–অহংকার না করে। তারপরেও যদি কেউ দম্ভ–অহংকার করে, তবে এ অহংকারে তোমরা ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

"আপনি বাহ্যিক (দৃষ্টিতে তাদের সাথে যে) আচরণ (সমীচীন মনে হয়, তা) গ্রহণ করুন, আর ভাল কাজের শিক্ষা দিতে থাকুন এবং মূর্খদের থেকে একদিকে সরে থাকুন। (আ'রাফ ঃ ১৯৯)

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আবূ আউফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুসলমানের সাথে নম্র ও অমায়িক ব্যবহার করতেন, বিধবা মহিলা কিংবা দরিদ্র-মিসকীনেরও কোন অভাব দূরীকরণ বা সমস্যা সমাধানের জন্য সাথে চলতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না।

বান্দার আরেকটি হক হচ্ছে, কারও বিরুদ্ধে কারও কথা না শুনা এবং একের কথা অপরের কাছে (ক্ষতির উদ্দেশ্যে) না পৌঁছানো।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

খলীল ইব্নে আহমদ (রহঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি তোমার নিকট অন্যের চুগলী করলো ; জেনে রাখ—সে ব্যক্তি অন্যের কাছেও তোমার চুগলী করবে। তোমার কাছে অন্যের ক্ষতির কথা যে পৌঁছাতে পারলো, সে অন্যের কাছে তোমার ক্ষতির কথা পৌঁছাতে বিরত থাকবে না।"

বান্দার আরেকটি হক হচ্ছে, রাগান্বিত হয়ে পরিচিত কারও থেকে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখো না।

হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ .

"কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয় যে, সে তার অপর কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে রাখবে ; সাক্ষাৎ হলেও এড়িয়ে চলবে। এ দু'জনের মধ্যে সেই আল্লাহ্র কাছে শ্রেষ্ঠ যে বিচ্ছেদ-ভাব ভঙ্গ করে প্রথমে অপরকে সালাম করে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ اَقَالَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

www.banglakitab.weebly.com

"যে ব্যক্তি মুসলমানের ভুল-ত্রুটি মার্জনা করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন।"

হযরত ইকরিমাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে বলেছেন, আমি দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছি, এর কারণ হচ্ছে, আপনি আপনার ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন ঃ

مَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهٖ قَطُّ اِلَّا اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ - وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য কোনদিন কারো থেকে প্রতিশোধ নেন নাই। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলার বিধান লংঘন করা হলে, তিনি সেজন্যে শাস্তি দিয়েছেন।"

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন, "যদি কেউ কারও অপরাধ ক্ষমা করে দেয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই এই ক্ষমাকারীকে ক্ষমা করে দিবেন।"

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "দানে ধন কমে না, ক্ষমার বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাকারীর সম্মান বৃদ্ধি করেন ; আল্লাহ্র জন্য যে নত (বা বিনম্র) হয় তিনি তাকে উন্নত করেন।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৭১

প্রবৃত্তির অনুসরণের জঘন্যতা ও যুহ্‌দের বয়ান

[যুহ্‌দ ঃ দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও ঘৃণা]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ

"আপনি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা দেখেছেন, যে নিজের প্রবৃত্তিকে আপন মাবূদ সাব্যস্ত করেছে, আর আল্লাহ্ তাকে (সত্য উপলবিব্ধ করার) জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন?" (জাসিয়াহ্ ঃ ২৩)

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযি) বলেছেন ঃ উপরোক্ত আয়াতে কাফের ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনা ও দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকেই নিজের জন্য একটি মনগড়া ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ সে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে। তার প্রবৃত্তি তাকে যেদিকে ডাকে, সেদিকেই সে সাড়া দেয়। আল্লাহ্‌র কুরআন ও হুকুম-আহ্‌কামের কোন পরোয়াই সে করে না। এক কথায়—সে নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব অবলম্বন করে নিয়েছে।

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط

"আপনি তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেন না।" (মায়েদাহ্ ঃ ৪৮)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

www.banglakitab.weebly.com

"আপনি স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। কেননা, তা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে।" (ছোয়াদ ঃ ২৬)

প্রবৃত্তির এহেন জঘন্যতার কারণেই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে দো'আ করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَوًى مُطَاعٍ وَشُحٍّ مُتَّبَعٍ

"হে আল্লাহ্! আমি রিপুর তাড়না, কার্পণ্য ও লোভ-লালসা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ هَوًى مُطَاعٌ وَشُحٌّ مُتَّبَعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ

"তিনটি ব্যাধি ধংসাত্মক— রিপুর তাড়না, লোভ-লালসা এবং খোদ-পছন্দী বা আত্মপ্রশংসা।"

বস্তুতঃ প্রতিটি গুনাহ্ই প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিঃসৃত হয়ে ধ্বংসের কারণ হচ্ছে। আর এ অনুসরণই মানুষকে দোযখের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বাঁচার তওফীক দিন।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, দুটি বিষয়ের মধ্যে কোন্‌টি সত্য ও সঠিক, তা যদি তুমি নির্ণয় করতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত হও, তবে দেখ—কোন্ বিষয়টি তোমার প্রবৃত্তির চাহিদার বেশী নিকটবর্তী। যে বিষয়টি বেশী নিকটবর্তী সেটি তুমি ছেড়ে দাও। কারণ এটিই ভুল ও পরিত্যাজ্য। এরূপ অর্থেই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন ঃ

اِذَا جَالَ اَمْرُكَ فِيْ مَعْنَيَيْنِ
وَلَمْ تَدْرِ حَيْثُ الْخَطَا وَالصَّوَابُ

"যখন দু'বিষয়ের যে কোন একটির সত্যাসত্যে তুমি দ্বিধায় পতিত হও এবং ভুল-সঠিক নির্ণয় করতে না পার,

www.banglakitab.weebly.com

فَخَالِفْ هَوَاكَ فَاِنَّ الْهَوٰى
يَقُوْدُ النُّفُوْسَ اِلٰى مَا يُعَابُ.

"তখন তুমি তোমার কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা কর, কেননা প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে মন্দ ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে।"

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, "তুমি দু' বিষয়ের দ্বিধায় পতিত হলে, অধিক আকর্ষণীয়টি ছেড়ে দাও আর কঠিন ও কষ্টকর বিষয়টি গ্রহণ করে নাও।" এ উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে, সহজ বিষয়ের প্রতি প্রবৃত্তি আকৃষ্ট হয় বেশী আর কঠিন ও কষ্টকর বিষয় থেকে প্রবৃত্তি দূরে সরে থাকতে চায়।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, তোমরা এসব নফস ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। বস্তুতঃ এরাই বাতেল ও মন্দ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। হক ও সত্য বাহ্যতঃ ভারী হয়, বাতেল ও মন্দ কাজ বাহ্যতঃ সহজ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অসহনীয় মহা ক্ষতির কারণ হয়। গুনাহ পরিত্যাগ করা তওবা কবূল করানো অপেক্ষা সহজ। দু' একটা কামাতুর দৃষ্টি কিংবা মুহূর্তকালের মোহ-বিলাস কি স্বাদ-আস্বাদন দীর্ঘকালের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও ভোগান্তির কারণ হয়।

হযরত লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে অতি মূল্যবান নসীহত করেছেন যে, সর্বপ্রথম আমি তোমাকে তোমার নফস ও প্রবৃত্তি থেকে ভয় দেখাচ্ছি এবং হুঁশিয়ার করছি যে, মানুষ মাত্রেরই নফস ও প্রবৃত্তি রয়েছে এবং তার প্রচুর খাহেশ ও চাহিদা রয়েছে। তুমি যদি তার চাহিদা মুতাবেক খোরাক দাও, তাহলে সে তোমার সাথে অবাধ্যতা শুরু করবে ; উপরন্তু সে তোমার কাছে আরও দাবী করবে। কেননা, মানুষের অন্তরাত্মায় নফস এমনভাবে লুক্কায়িত রয়েছে, যেমন পাথরের মধ্যে আগুন। পাথরের উপর আঘাত করলে তা জ্বলে উঠে ; আগুনের হলকা বের হয়। আর যদি আঘাত না করে এমনিতেই রাখা হয়, তবে আগুন সুপ্ত ও লুক্কায়িত থাকে। জনৈক আরবী কবি তাই বলেছেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

إِذَا مَا أَجَبْتَ النَّفْسَ فِي كُلِّ دَعْوَةٍ
دَعَتْكَ إِلَى الْأَمْرِ الْقَبِيحِ الْمُحَرَّمِ

"তুমি নফসের প্রতিটি আহ্বানে যদি সাড়া দাও, তবে তোমাকে সে মারাত্মক হারাম এবং জঘন্য ও নিকৃষ্ট কাজের দিকে আহ্বান করবে।"

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْصِ الْهَوَى قَادَكَ الْهَوَى
إِلَى كُلِّ مَا فِيهِ عَلَيْكَ مَقَالُ

"মনের সাধ-অভিলাষ ও রিপুর বিরোধিতা যদি তুমি না কর, তবে এই রিপু তোমাকে এমন এমন অন্যায়-অশ্লীল কর্মের দিকে টেনে নিয়ে যাবে, যার ফলে তোমার উপর আপত্তি উঠবে।"

وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ لَنْ تَسُودَ وَلَنْ تَرَى
طُرُقَ الرَّشَادِ إِذَا اتَّبَعْتَ هَوَاكَ

"এ কথা মনের গহীনে গেঁথে নাও যে, প্রবৃত্তির অনুসরণে যদি তুমি মত্ত থাক, তাহলে কস্মিনকালেও নেতৃত্বের ধারে-কাছেও তুমি যেতে পারবে না এবং হেদায়াতের সুপথেও চলতে পারবে না।"

إِذَا شِئْتَ إِتْيَانَ الْمَحَامِدِ كُلِّهَا
وَنَيْلَ الَّذِي تَرْجُوهُ مِنْ رَحْمَةِ الرَّبِّ

"সৎ গুণাবলীর সমন্বয় তোমার মধ্যে হোক এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহে তুমি ধন্য হও—এ যদি চাও,

فَخَالِفْ هَوَى النَّفْسِ الْمُسِيئَةِ إِنَّهُ

www.banglakitab.weebly.com

لَاَعْدٰى وَارْدٰى مِنْ هَوَى الْحُبِّ

"তাহলে এ বিভৎস নফসের বিরোধিতা অবশ্যই কর। কেননা এ নফস তোমার জন্যে ভালবাসা ও প্রেমের চাইতেও বেশী মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক

هُمَا سَبَبَا حَتْفِ الْهَوٰى غَيْرَ اَنَّ فِيْ
هَوَى الْحُبِّ مَهْمَا عَفَّ بُعْدًا عَنِ الذَّنْبِ

"এ উভয়বিধ নফসের মৃত্যু হলো, এর বিরোধিতা। অবশ্য নফসের মৃত্যুর জন্য বিরোধিতার পর পাপাচার পরিহার ও সততারও প্রয়োজন রয়েছে।"

وَجَلَّ الْمَعَاصِىْ فِىْ هَوَى النَّفْسِ فَاعْتَمِدْ
خِلَافَ الَّذِىْ تَهْوَاهُ اِنْ كُنْتَ ذَا لُبِّ

"প্রবৃত্তির অনুসরণ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করণের মধ্যে বড় বড় গুনাহ্ ও পাপাচার নিহিত রয়েছে। সুতরাং তুমি যদি বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার হয়ে থাক, তবে গোড়াতেই তা পরিত্যাগ কর।"

اِنَارَةُ الْعَقْلِ مَكْسُوْفٌ بِطَوْعِ هَوىً
وَعَقْلُ عَاصِى الْهَوٰى يَزْدَادُ تَنْوِيْرًا

"প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণেই মানুষের আকল-বুদ্ধি নিষ্প্রভ হয়ে থাকে। আর যারা প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে চলে, তাদের আকল হয় তীক্ষ্ণ ধারালো।"

لَقَدْ تَرْفَعُ الْاَيَّامُ مَنْ كَانَ جَاهِلًا
وَيُرْدِىْ الْهَوٰى ذَا الرَّأْىِ وَهُوَ لَبِيْبُ

www.banglakitab.weebly.com

"সমাজ ও পরিবেশ মূর্খ লোকদেরকেও সম্মান দিতে জানে, কিন্তু প্রবৃত্তির অনুসারী বিদগ্ধ ও বুদ্ধিজীবীকে সে ধ্বংস করে দেয়।"

وَقَدْ تَحْمَدُ النَّاسُ الْفَتٰى وَهُوَ مُخْطِئٌ
وَيَعْذُلُ فِي الْإِحْسَانِ وَهُوَ مُصِيْبُ

"এমনও হয় যে, কেউ ভ্রান্ত কাজ করেও লোকের প্রশংসা পায়, আবার কেউ সঠিক কাজ করেও মানুষের ভর্ৎসনার পাত্র হয়। (আর তা কেবল প্রবৃত্তির অনুসরণেরই ফল।)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ وَقَالَ لَهٗ اَقْبِلْ فَاَقْبَلَ وَقَالَ لَهٗ اَدْبِرْ فَاَدْبَرَ فَقَالَ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَا رَكَّبْتُكَ اِلَّا فِيْ اَحَبِّ الْخَلْقِ اِلَيَّ وَ خَلَقَ الْحُمْقَ فَقَالَ لَهٗ اَقْبِلْ فَاَقْبَلَ وَقَالَ لَهٗ اَدْبِرْ فَاَدْبَرَ فَقَالَ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَا رَكَّبْتُكَ اِلَّا فِيْ اَبْغَضِ الْخَلْقِ اِلَيَّ...

"আল্লাহ্ তা'আলা আকল–বুদ্ধিকে সৃষ্টি করে বলেছেন, অগ্রসর হও। সে অগ্রসর হয়েছে। আবার বলেছেন, পিছনে হট। সে পিছনে সরেছে। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ আমার ইয্যত ও পরাক্রমশীলতার কসম, আমি তোর দ্বারা কেবল তাদেরকেই ধন্য করবো, যাদের আমি ভালবাসি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নির্বুদ্ধিতা ও বোকামীকে সৃষ্টি করে বললেন, অগ্রসর হও। সে অগ্রসর হলো। আবার বললেন, পিছনে হট। সে পিছনে সরলো। এবার আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমার ইয্যত ও পরাক্রমশীলতার কসম, আমি তোকে নিকৃষ্টতম লোকদের উপর সওয়ার করিয়ে দিবো।"

(তিরমিযী)

www.banglakitab.weebly.com

জনৈক আরবী কবির ভাষায় ঃ

وَقَدْ اَصَابَ رَأْيُهُ عَيْنَ الصَّوَابِ
مَنِ اسْتَشَارَ عَقْلَهُ فِي كُلِّ بَابِ

"যে ব্যক্তি সর্ববিষয়ে বিবেকের পরামর্শ নেয়, সে অবশ্যই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতে সক্ষম হয়।"

وَقَدْ رَاٰى اَنَّ الْهَوٰى مَهْمَا يُجِبْ
يَدْعُوْ اِلٰى سُوْءِ الْعَوَاقِبِ وَ الْعِقَابِ

"জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তির চোখে একথা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে যে, যখনই কাম-প্রবৃত্তির আহ্বানে সাড়া দেওয়া হয়েছে, তখনই কোনো না কোনো অঘটন ঘটেছে এবং মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।"

اِذَا شِئْتَ اَنْ تَحْظٰى وَاَنْ تَبْلُغَ الْمُنٰى
فَلَا تُسْعِدِ النَّفْسَ الْمُطِيْعَةَ لِلْهَوٰى

"তুমি যদি সফল জীবন যাপন করে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছুতে চাও, তবে বল্গাহীন ও স্বেচ্ছাচারী এ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।"

وَخَالِفْ بِهَا عَنْ مُقْتَضٰى شَهَوَاتِهَا
وَاِيَّاكَ اَنْ تَحْفِلَ بِمَنْ ضَلَّ اَوْ غَوٰى

"বরং প্রবৃত্তির সাধ-অভিলাষ ও কামনা-বাসনার কঠোর বিরোধিতা কর এবং ভ্রষ্ট-উদ্‌ভ্রান্ত ও আত্মম্ভরী লোকদের সংশ্রব থেকে আত্মরক্ষা করে চল।"

وَدَعْهَا وَمَا تَدْعُوْ اِلَيْهِ فَاِنَّهَا

www.banglakitab.weebly.com

لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ مِنْ هَمٍّ اَوْ مُدٰى

"ছেড়ে দাও নফস এবং নফসের কাংখিত বিষয়। কেননা সে তো আগ্রহী অসাবধানদেরকে মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দিয়ে থাকে।"

لَعَلَّكَ اَنْ تَنْجُوَ مِنَ النَّارِ اِنَّهَا ۞
لَقَاطِعَةُ الْاَمْعَاءِ نَزَّاعَةُ الشَّوٰى

"এসব সাধনার ফলশ্রুতিতে তুমি দোযখের অগ্নি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে দোযখাগ্নি এমন জ্বলন্ত হলকা যা নাড়িভুড়ি কেটে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলবে এবং শরীরের চর্ম পর্যন্ত খসিয়ে ফেলবে।"

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, "কুপ্রবৃত্তি এমন একটি নিকৃষ্ট বাহন, যা তোমাকে ঘোর অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে, এমন চারণভূমি ও তাঁবু যা তোমাকে যন্ত্রণা ও ভোগান্তির আসনে বসাবে। অতএব, হুঁশিয়ার থাকতে হবে সে যেন তোমাকে নিকৃষ্ট ও মন্দ বাহনে আরোহন করিয়ে পাপ-পঙ্কিলতার আবাসে পৌঁছিয়ে না দেয়।"

জনৈক ব্যক্তিকে বলা হয়েছিল—তুমি যদি বিয়ে করে নিতে, তাহলে কতই না ভাল হতো! জবাবে সে বলেছে, আমি যদি আমার নফস ও প্রবৃত্তিকে তালাক দিতে সক্ষম হতাম তাহলে কতই না ভাল হতো! অতঃপর সে এ পংক্তিটি পাঠ করলো ঃ

تَجَرَّدْ مِنَ الدُّنْيَا فَاِنَّكَ اِنَّمَا
سَقَطْتَ اِلَى الدُّنْيَا وَاَنْتَ مُجَرَّدٌ

"দুনিয়া থেকে পৃথক থাক। কেননা, দুনিয়াতে প্রথম যখন তুমি এসেছ, তখন একেবারে সবকিছু থেকেই শূন্য ছিলে।"

বস্তুতঃ দুনিয়া হচ্ছে নিদ্রা, আখেরাত হচ্ছে জাগ্রতবস্থা, এ দুইয়ের মাঝখানে মউত। আর আমরা মিথ্যা স্বপ্নের মাঝখানে বিভোর হয়ে পড়ে রয়েছি। যে ব্যক্তি কামাতুর দৃষ্টিতে দেখবে, সে ব্যাকুলতা অস্থিরতা ও বিব্রত বোধ করবে,

www.banglakitab.weebly.com

যে প্রবৃত্তির কাছে সমাধান চাইবে, সে নিজের উপর জুলুম করবে আর যে দীর্ঘ আশা পোষণ করবে সে চূড়ান্তে পৌঁছুতে পারবে না। বস্তুতঃ মানুষের দীর্ঘ আশার কোন সীমা-পরিসীমা নাই।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়েছেন যে, আমি তোমাকে আদেশ করছি প্রবৃত্তির সাথে তুমি জেহাদ কর। কেননা, প্রবৃত্তিই সকল নিকৃষ্ট ও মন্দ কাজের উৎস ; সৎ কাজের শত্রু। বস্তুতঃ রিপুতাড়িত প্রতিটি কাজই তোমার শত্রু। অনেক পাপাচারকে তোমার সামনে সে নেকী এবং সৎকাজের রূপ দিয়ে ধরে তোলে। এসব থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে পূর্ণ সতর্কতার সাথে দৃষ্টি রাখতে হবে ; অবহেলা মোটেই করা যাবে না। সততা অবলম্বন কর। মিথ্যাচার পরিহার কর। আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার কর। অস্বীকৃতি ত্যাগ কর। ধৈর্য ধর। অধৈর্য পরিহার কর। নিয়ত সহীহ্ কর। নিয়ত খারাপ করে নিজের আমল বরবাদ করোনা। আয় আল্লাহ্! আমাদের বিবেক-বুদ্ধিকে নফসের তাবেদারী হতে রক্ষা কর। দুনিয়ার মোহ ও প্রবৃত্তির অনুসরণে মত্ত রেখে আমাদেরকে আখেরাত থেকে বিমুখ করো না। সব সময় তোমার যিকরে মগ্ন রাখ, তোমার শোকরগুযার বান্দা হওয়ার তওফীক দাও।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয়ই হচ্ছে উৎকৃষ্টতম দ্বীনদারী। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, নেক আমলের সর্দার হচ্ছে তাকওয়া।

আরেক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

كُنْ وَرِعًا تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ وَ كُنْ قَنِعًا تَكُنْ اَشْكَرَ النَّاسِ

"তুমি মুত্তাকী-পরহেযগার হয়ে যাও (অর্থাৎ পাপকর্ম থেকে বেঁচে চল), তাহলে তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক ইবাদতগুযার বলে গণ্য হবে। অল্পে তুষ্ট থাক, তাহলে তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক শোকর-গুযার বলে গণ্য হবে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَرِعٌ يَصُدُّهُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِذَا خَلَا لَمْ يَعْبَأْ

www.banglakitab.weebly.com

اللّٰهُ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهٖ۔

"আল্লাহ্‌র ভয় যাকে গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত না রাখে, নির্জন একাকীত্বে সে আল্লাহ্‌র সর্বজ্ঞতা ছেফাতেরও পরওয়া করবে না।" (অর্থাৎ 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ–সর্বজ্ঞানী' এ কথার বিশ্বাস তাকে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে ফিরাবে না।)

হযরত ইবরাহীম আদহম (রহঃ) বলেন, 'যুহ্‌দ' অর্থাৎ পার্থিব ভোগ–বিলাসে অনাসক্তির তিনটি পর্যায় রয়েছে ঃ এক—ফরয পর্যায় ; অর্থাৎ হারাম কাজসমূহ থেকে বেঁচে চলা। দুই—নিরাপদ পর্যায় ; অর্থাৎ সন্দেহজনক কার্যসমূহ পরিহার করে চলা। তিন—ফযীলতের পর্যায় ; অর্থাৎ হালাল ক্ষেত্রসমূহেও বেঁছে বেঁছে চলা। বস্তুতঃ এটা 'যুহ্‌দে'র চমৎকার ব্যাখ্যা।

হযরত ইব্‌নে মুবারক (রহঃ) বলেন, 'যুহ্‌দ' মূলতঃ যুহ্‌দকে গোপন রাখারই নাম। যাহেদ (যুহ্‌দ অবলম্বনকারী ব্যক্তি) যখন লোকদের থেকে পলায়ন করে, তখন তোমরা তাকে তালাশ কর (এবং তার আদর্শ গ্রহণ কর) আর যদি সে লোকদেরকে তালাশ করে, তবে তোমরা তার থেকে দূরে পলায়ন কর।"

আরবী কবির ভাষায় ঃ

اِنِّيْ وَجَدْتُ فَلَا تَظُنَّنْ غَيْرَهٗ
اِنَّ التَّوَرُّعَ عِنْدَ هٰذَا الدِّرْهَمِ

"আমি প্রকৃত তথ্য পেয়ে গেছি ; বাস্তব সত্য এছাড়া আর কোনটাই নয় যে, প্রকৃত যুহ্‌দ ও পরহেযগারী এই দেরহাম–দীনার ও টাকা–পয়সার মধ্যেই রয়েছে।

فَاِذَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَرَكْتَهٗ
فَاعْلَمْ بِاَنَّ تُقَاكَ تَقْوَى الْمُسْلِمِ

www.banglakitab.weebly.com

"তোমার ক্ষমতা ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি তুমি তা পরিত্যাগ করতে পার, তাহলে বুঝে নাও—একজন সত্যিকার মুসলিমের তাকওয়া-পরহেযগারী তোমার মধ্যে আছে।"

যাহেদ প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তি হতে পারে না, যার থেকে দুনিয়া মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ; অতঃপর সে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি অবলম্বন করে। বরং প্রকৃত যাহেদ সে-ই, যার কাছে দুনিয়া প্রাচুর্য সহকারে আসে, এতদসত্ত্বেও সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং এ থেকে পলায়নপর হওয়াকেই সে প্রাধান্য দেয়। যেমন আবূ তাম্মাম বলেছেন ঃ

اِذِ الْمَرْءُ لَمْ يَزْهَدْ وَقَدْ صُبِغَتْ لَهُ
بِعَصْفَرِهَا الدُّنْيَا فَلَيْسَ يُزَاهِدُ

"যুহ্দ অবলম্বনকারী ব্যক্তির মধ্যে যদি দুনিয়ার রঙ পরিদৃষ্ট হয়, তাহলে সে প্রকৃত যাহেদ নয়।"

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানীর উক্তি হচ্ছে, দুনিয়ার জীবনে আমরা যুহ্দ অবলম্বন কেন করবো না? যখন দুনিয়ার বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, এর আয়ুষ্কাল, এর হিত-কল্যাণ এবং এর স্বচ্ছতা সবই ভেজালপূর্ণ ; এর নিরাপত্তাও ধোকাপূর্ণ। এ দুনিয়া যদি কারও লাভ হয়, তবে তাকে আহত করে, আর যদি কারও থেকে বিদায় নেয়, তবে তাকে ধ্বংস করে দেয়।

আরবী কবি বলেছেন ঃ

تَبًّا لِطَالِبِ دُنْيَا لَا بَقَاءَ لَهَا
كَأَنَّمَا هِيَ فِي تَصْرِيْفِهَا حُلُمُ

"ধ্বংস দুনিয়া-প্রার্থীর জন্য। বস্তুতঃ দুনিয়ার কোনই স্থায়িত্ব নাই। এর আবর্তন-বিবর্তন সবই স্বপ্ন বৈ কিছু নয়।"

صَفَائُهَا كَدِرٌ سَرَاؤُهَا ضَرَرٌ

www.banglakitab.weebly.com

اَمَانُهَا غَرَرٌ اَبْوَارُهَا ظُلَمٌ

"এর স্বচ্ছতা ময়লাযুক্ত, এর আনন্দ দুঃখবহ, এর নিরাপত্তা ধোকাপূর্ণ, এর আলো অন্ধকারাচ্ছন্ন।"

شَبَابُهَا هَرَمٌ رَاحَاتُهَا سُقَمٌ
لَذَّاتُهَا نَدَمٌ وِجْدَانُهَا عَدَمٌ

"এর যৌবন বার্দ্ধক্য, এর আরাম ও সুস্থতা রোগ–পীড়া ও অশান্তি, এর স্বাদ অপমান এবং একে পাওয়া মানে বঞ্চিত হওয়া।"

فَخَلِّ عَنْهَا وَلَا تَرْكَنْ لِزَهْرَتِهَا
فَاِنَّهَا نِعَمٌ فِي طَيِّهَا نَقَمٌ

"অতএব, দুনিয়াকে পরিত্যাগ কর, এর চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। কেননা এ নেয়ামত ও ধন–দৌলতের পরতে পরতে কঠোর শাস্তি লুক্কায়িত রয়েছে।"

وَاعْمَلْ لِدَارٍ نَعِيْمٍ لَا نَفَادَ لَهَا
وَلَا يُخَافُ بِهَا مَوْتٌ وَلَا هَرَمٌ

"প্রকৃত নেয়ামত ও দৌলতের স্থায়ী আবাস সেই আখেরাতের জন্যে কাজ করে যাও, যার কোন লয় নাই ক্ষয় নাই ; সেখানে মৃত্যু ও বার্দ্ধক্যেরও কোন আশংকা নাই।

ইয়াহ্য়া ইব্নে মু'আয (রহঃ)–এর উপদেশ হচ্ছে, দুনিয়ার প্রতি তোমার দৃষ্টিপাত হবে শিক্ষা হাসিলের জন্য। স্বেচ্ছায় তুমি যতটুকু না হলে না হয়, ততটুকু উপার্জন কর এবং অতি দ্রুত আখেরাতের অন্বেষায় অগ্রসর হয়ে চলো।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৭২

জান্নাতের বিশদ বর্ণনা ও জান্নাতবাসীদের মান-মর্যাদা

ওহে আধ্যাত্ম সাধনায় ব্রতী সত্য পথের পথিক! এ কথা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নাও যে, ইতিপূর্বে যে আবাসস্থল তথা জাহান্নামের ভীষণ আযাব ও সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে, ঠিক তার বিপরীতে অপর একটি আবাসও (জান্নাত) রয়েছে। এ আবাসের অফুরন্ত সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ ও নাজ-নেয়ামতের প্রতিও একটু দৃষ্টিপাত করে নাও। কেননা, যে ব্যক্তি উক্ত আবাসদ্বয়ের যে কোন একটি হতে দূর হবে, সে অবশ্যম্ভাবীভাবে অপরটির অধিবাসী হবে। কাজেই দোযখের ভয়াবহ ও মারাত্মক অবস্থাদি এবং ঘটনাবলীর উপর দীর্ঘ চিন্তা ও ধ্যান করে আপন অন্তঃকরণে এর ভীতি ও ত্রাস জাগরুক করে রাখ। পক্ষান্তরে, জান্নাতের প্রতিশ্রুত চিরস্থায়ী পুরস্কার ও নাজ-নেয়ামতের বিষয় দীর্ঘ সময়ব্যাপী ধ্যানমগ্নতার মাধ্যমে আপন হৃদয়-মনে এর প্রতি আকর্ষণ ও আশা সৃষ্টি করে রাখ। ভীতির চাবুক প্রয়োগ করে নিজকে সম্মুখপানে অগ্রসর করে চল। আশা-ভরসার সুনিয়ন্ত্রিত লাগাম ধরে সঠিক পথে বেগবান থাক। এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে তুমি এক বিশাল জগতের পুরস্কারে ভূষিত হবে ; সেই সাথে জাহান্নামের কঠিন ও মর্মন্তুদ শাস্তি থেকেও পরিত্রাণ পেয়ে যাবে।

এতদপ্রসঙ্গে জান্নাতবাসীদের পরম সুখময় জীবনের উপরও একটু দৃষ্টিপাত করে নাও—উজ্জ্বল, সজীব ও দীপ্তিমান হবে তাদের মুখমণ্ডল। সিলমোহরযুক্ত বিশুদ্ধ শরাব পান করানো হবে তাদের। চকচকে শ্বেত বর্ণের মোতি নির্মিত তাঁবুর ভিতর রক্তিম হীরকের সিংহাসনে আসন দেওয়া হবে। এর ভিতর সবুজ বর্ণের কারুকার্য-খচিত শয্যা থাকবে। পালঙ্কের উপর হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে। তা' নহরের পার্শ্বে স্থাপন করা হবে। মধু ও শরাবে ভরপুর হবে নহর। গোলাম-বালক ও খাদেমগণ সদা উপস্থিত থাকবে। শোভা

www.banglakitab.weebly.com

ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা উত্তম স্বভাবসম্পন্না বেহেশতী হূর রূপসীগণ ; যেন তারা ইয়াকুত ও প্রবাল–রত্ন। তাদেরকে পূর্বে না কোন মানুষ স্পর্শ করেছে, আর না কোন জ্বিন। তারা জান্নাতের বিভিন্ন স্থানে চলাচল করবে। বিলাসভরে যখন তারা চলে তখন তাদের প্রত্যেককে সত্তর হাজার ফেরেশতা স্কন্ধে আলিঙ্গন করে নেয়। তাদের দেহাবয়বে শ্বেত বর্ণের চকচকে রেশমের পোষাক থাকবে। যা দেখলে নয়ন ঝলসে যায়। তাদের মস্তকোপরি মুক্তা ও প্রবাল–রত্নখচিত মুকুট থাকবে। মনোলোভা অভিমান, সুন্দর স্বভাব ও অপরূপ লাবণ্যে সুশোভিত থাকবে। কাজল–মাখা চোখ, মন–মাতানো সুগন্ধময় দেহ। বার্দ্ধক্য ও অভাব কোনদিন তাদেরকে স্পর্শ করবে না। ইয়াকূত নির্মিত প্রাসাদে সুদর্শন তাঁবুর ভিতর সুরক্ষিত অবস্থায় তারা বসবাস করবে। এ সকল প্রাসাদ জান্নাতের উদ্যানের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপিত হবে। বেহেশতী হূরগণ হবে আনত দৃষ্টিসম্পন্না। তাদের ও জান্নাতবাসীগণের সম্মুখে আব–খোরা ও পান–পাত্র এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শুভ্র বর্ণের তরল শরাবে পরিপূর্ণ পেয়ালাসমূহ পরিবেশিত হবে। তাদের আশে–পাশে লুক্কায়িত–সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায় বালকগণ ঘুরে বেড়াবে। এ হবে তাদের পুরস্কার আমলের বিনিময়ে ; যা দুনিয়াতে তারা করেছে। তারা নিরাপদ স্থানে থাকবে। উদ্যান, বাগ–বাগিচা ও নহরসমূহের মধ্যে এক উত্তম স্থানে সর্বশক্তিমান বাদশাহের সান্নিধ্যে অবস্থান করবে। এইখানেই তারা বিশ্বপ্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে। তাদের মুখমণ্ডলে বেহেশতের সুখ চমকাতে থাকবে। কোনরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা তাদেরকে স্পর্শ করবে না বরং তারা পরম সম্মানিত বান্দা। তারা আপন প্রভুর নিকট হতে নানাবিধ উপঢৌকন পেতে থাকবে। সর্বদা তারা যা–ই চাবে, তা–ই পাবে। তথায় তাদের থাকবে না কোন ভয় বা দুঃখ ক্লেশ। তারা থাকবে মৃত্যু থেকে নিরাপদ সুখ–সম্পদের ভিতর। তারা বেহেশতী খাদ্য আহার করবে আর পান করবে বেহেশতী নহর থেকে অপরিবর্তনীয় স্বাদসম্পন্ন দুধ, সুস্বাদু সুরা, পরিশোধিত মধু। বেহেশতের যমীন রৌপ্যের। সুরকী প্রবাল–রত্নের। মাটি মুশকের। উদ্ভিদ জাফরানের। সুগন্ধময় ফুলের রস মেঘমালা হতে তাদের উপর বর্ষিত হবে। বেহেশতের টিলা হবে কর্পূরের। ইয়াকূত ও প্রবাল–রত্নখচিত রৌপ্যনির্মিত পেয়ালা হবে। সিল–মোহরযুক্ত বন্ধমুখ পেয়ালায় সালসাবীল

www.banglakitab.weebly.com

মিশ্রিত সুমিষ্ট পানীয় থাকবে। এর স্বচ্ছতার দরুন চতুর্দিকে জ্যোতি চমকাতে থাকবে। সূক্ষ্মতা ও রক্তিম বর্ণের দরুন পশ্চাৎ ভাগ থেকে পানীয় দেখা যাবে। কোন মানুষ তা প্রস্তুত করতে সক্ষম নয়। এর নির্মাণকার্যে কোনরূপ ত্রুটি থাকবে না। তা এমন খাদেমের হাতে থাকবে যার মুখশ্রী সূর্যরশ্মির ন্যায় উজ্জ্বল ; বরং তার লাবণ্য, শ্রী, ভ্রুকুটি ও কেশ কাঞ্চনের নিকট সূর্যরশ্মিরও তুলনা হয় না।

অতীব বিস্ময়কর বিষয় যে, যে ব্যক্তি এই অতুলনীয় বেহেশত–আগারের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে ; আরও বিশ্বাস রাখে যে, এর অধিবাসীদের মৃত্যু হবে না, চিরস্থায়ী বসবাস হবে এতে, তাদের কোন বিপদ–আপদ হবে না, কোন দুর্ঘটনা ঘটবে না, কোন পরিবর্তন–বিবর্তন হবে না, সে কিরূপে (ক্ষণস্থায়ী জগতের) এই আবাসের প্রতি ভালবাসা স্থাপন করে, যা ধ্বংস হয়ে খান্‌খান্ হয়ে যাওয়ার হুকুম রয়েছে আল্লাহ্‌র। কি করে সে এহেন নিকৃষ্ট ও ধ্বংসশীল আবাসের বসবাসে সন্তুষ্ট থাকে! আল্লাহ্‌র কসম! বেহেশ্‌তে যদি শুধুমাত্র, শরীরের সুস্থতা আর মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বিপদ–আপদ থেকে নিস্কৃতির নেয়ামতটুকুই থাকতো, তবুও এই বেহেশত লাভের বিনিময়ে সামান্যতম সাধ–অভিলাষের প্রাধান্য পাওয়া তো দূরের কথা গোটা দুনিয়াটাই প্রত্যাখ্যাত হওয়ার উপযুক্ত ছিল। অথচ বেহেশতের অধিবাসীগণ রাজন্যবর্গের ন্যায় নানাবিধ সুখ–সম্ভোগের মধ্যে নিরাপদ থাকবে। তারা যা–ই চাবে, তা–ই পাবে। তারা প্রত্যহ আরশের নিকটবর্তী থাকবে, মহান আল্লাহ্‌র দীদারে মত্ত থাকবে। এই দীদারে তারা এমন সুখ উপভোগ করবে, যার তুলনায় বেহেশতের যাবতীয় সম্পদ অতি নগন্য। চিরস্থায়ীভাবে এই নেয়ামত তারা ভোগ করবে ; এখানে বসবাস করবে। এই সুখ ও আনন্দ লোপ পাওয়ার বা কেউ তা ছিনিয়ে নেওয়ার কোনই আশংকা থাকবে না।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

يُنَادِيْ مُنَادٍ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلَا تَسْقَمُوْا

www.banglakitab.weebly.com

ابدًا وان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدًا وان لكم ان تشبّوا
فلا تهرموا ابدًا وان لكم ان تنعموا فلا تيأسوا ابدًا

"জান্নাতবাসীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে সেদিন এক ঘোষক ঘোষণা করবে—হে বেহেশতবাসীগণ! তোমাদের কাংক্ষিত সেই মুহূর্ত এসে গেছে। এখন থেকে তোমরা কেবল সুস্থই থাকবে ; কোনদিন পীড়িত হবে না। তোমরা চিরকাল জীবিত থাকবে ; কোনদিন তোমাদের মৃত্যু হবে না। চিরকাল তোমাদের যৌবন থাকবে ; কোনদিন বৃদ্ধ হবে না ; চিরকাল বেহেশতের নাজ-নেয়ামত উপভোগ করবে ; কোনদিন দুঃখ-কষ্টে পতিত হবে না।"

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক এ বিষয়টি এভাবে ঘোষণা করেছেন ঃ

ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون ○

"আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে—এই বেহেশত তোমাদেরকে দান করা হলো তোমাদের কৃতকার্যের বিনিময়ে।" (আ'রাফ ঃ ৪৩)

তুমি যখনই জান্নাতের নাজ-নেয়ামত ও বিভিন্ন আবস্থা সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা কর, তখন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও অধ্যয়ন কর ; তাতেই তুমি জান্নাতের বিবরণ পেয়ে যাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলার বয়ানের উপর আর কোন বয়ান হতে পারে না। 'সূরা রাহ্মান' (২৭ পারা)-এর আয়াত ৪৬ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত, 'সূরা ওয়াকেয়াহ' পূর্ণ এ ছাড়া আরও অন্যান্য সূরায় বেহেশতের বর্ণনা রয়েছে ; সেগুলো তেলাওয়াত কর এবং মর্ম হৃদয়ঙ্গম কর।

আলোচ্য ক্ষেত্রে জান্নাতের বিশদ বিবরণ সম্বলিত কিছু হাদীস পেশ করছি।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের আয়াত ঃ

ولمن خاف مقام ربه جنتان ۞

("আর যে ব্যক্তি নিজের রব্বের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয় ভয়

www.banglakitab.weebly.com

করতে থাকে, তার জন্য (বেহেশতে) রয়েছে দু'টি উদ্যান।")

—এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ দু'টি জান্নাত হবে রৌপ্যের। এতদুভয়ের পাত্রসমূহ এবং যাকিছু এর মধ্যে হবে সবই হবে রৌপ্যের। আর দু'টি জান্নাত হবে স্বর্ণের। এতদুভয়ের পাত্রসমূহ এবং যাকিছু এর মধ্যে হবে সবই হবে স্বর্ণের। আদন জান্নাতের মধ্যে বেহেশতবাসী এবং প্রভু রব্বে তা'আলার মাঝখানে আল্লাহ্‌র বড়ত্বের চাদর ছাড়া আর কোন পর্দা হবে না। এভাবে তারা আল্লাহ্‌র যিয়ারতে ধন্য হবে।

এরপর জান্নাতের দরজাগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর—ইবাদত-বন্দেগীর নানাবিধ প্রকারের ন্যায় জান্নাতের দরজাসমূহের সংখ্যা প্রচুর, যেমন বিভিন্ন রকমের গুনাহের অনুযায়ী দোযখের দরজাসমূহের সংখ্যাও অনেক।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دُعِيَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ كُلِّهَا وَ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: وَاللّٰهِ مَا عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ ضَرُوْرَةٍ مِّنْ اَيِّهَا دُعِيَ فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِّنْهَا كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

"যে ব্যক্তি আপন সম্পদের অংশ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করবে, তাকে জান্নাতের প্রতিটি দরজা হতে আহ্বান করা হবে। আর জান্নাতের দরজা হচ্ছে আটটি। আর যে ব্যক্তি (বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সাথে) নামাযী হবে, তাকে

www.banglakitab.weebly.com

নামাযের দরজা হতে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করবে এবং দান-খয়রাত করবে, তাকে সদকা ও দান-খয়রাতের দরজা হতে ডাকা হবে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীকে জিহাদের দরজা হতে ডাকা হবে। হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! প্রত্যেক দরজায় এমন লোক অবশ্যই হবে, যাকে সেই দরজা থেকে ডাকা হবে। কিন্তু এমন লোকও কি কেউ হবে, যাকে বেহেশতের সবগুলো দরজা থেকে ডাকা হবে? তিনি বললেন, হাঁ হবে ; এবং আমি আশা করি তুমি তাদের মধ্যে একজন হবে।"

হযরত আসেম ইব্‌নে যামরাহ (রহঃ) হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি জাহান্নামের ভয়াবহ অবস্থা ও ঘটনাবলী আমাদের সম্মুখে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বিবৃত সমস্ত কথা আমি স্মরণ রাখতে পারি নাই। এক পর্যায়ে তিনি জান্নাত সম্পর্কে এ আয়াতখানি তেলওয়াত করলেন ঃ

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط

"আর যারা তাদের রব্বকে ভয় করতো, তাদেরকে দলে দলে বেহেশতের দিকে পরিচালিত করা হবে।" (যুমার ঃ ৭৩)

অতঃপর তিনি বললেন ঃ জান্নাতবাসীগণ জান্নাতের নিকটবর্তী এক স্থানে পৌঁছে দেখবে, একটি বৃক্ষ ; তার মূলদেশ হতে দু'টি প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে। খোদায়ী নির্দেশক্রমে তারা একটি প্রস্রবণের দিকে অগ্রসর হবে। এ থেকে তারা পান করবে। ফলে, তাদের উদরে যে বেদনা বা দুঃখ-কষ্ট থাকবে, তা বিদূরীত হয়ে যাবে। অতঃপর তারা অপর প্রস্রবণটির নিকট পৌঁছে পাকী-পবিত্রতা অর্জন করবে। ফলে, তাদের সজীবতা ও লাবণ্য ফুটে উঠবে। এরপর তাদের কেশের আর কোনদিন পরিবর্তন হবে না। মস্তকের কেশ আর কোনদিন অবিন্যস্ত থাকবে না ; বরং সর্বদা তৈলমর্দিত অবস্থায় থাকবে। অতঃপর তাদেরকে বেহেশতে পৌঁছানো হবে। বেহেশতের দারোগা বলবে ঃ

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ ○

www.banglakitab.weebly.com

"তোমাদের প্রতি সালাম, তোমাদের জন্য সুসংবাদ ; তোমরা চিরকাল বেহেশতে বসবাস কর।"

অতঃপর তাদের নিকট অজানা স্থান হতে শিশু–কিশোররা আসবে। এসে তাদের চতুর্পার্শ্বে আনন্দের আতিশয্যে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে—যেমন দুনিয়াতে তারা প্রিয়জনের (মাতা–পিতার) চতুর্পার্শ্বে ঘুরতে থাকে। তারা বলতে থাকবে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর ; আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই সম্মান ও পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। এই সন্তানদের মধ্য হতে একটি কিশোর কৃষ্ণ নয়নযুগলবিশিষ্টা হূরের নিকট গিয়ে বেহেশতী লোকের (দুনিয়াতে যে নামে ডাকা হতো সেই) নাম নিয়ে বলবে, অমুক ব্যক্তি এসেছে। হূর বলবে, তুমি কি তাকে দেখেছ? সে বলবে, আমি তাকে দেখেছি ; সে আমার পশ্চাতে আসছে। এ কথা শুনে সে আনন্দের আতিশয্যে লাফিয়ে উঠবে এবং তার অপেক্ষায় দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকবে। বেহেশতবাসী তার এই গৃহে প্রবেশ করে প্রাসাদের ভিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখবে যে, তা মোতি–মুক্তার উপর স্থাপন করা হয়েছে ; এর উপর রয়েছে লাল, সবুজ ও হলুদ বর্ণের মহামূল্য রত্ন–পাথর। আবার মস্তক উত্তোলন পূর্বক দেখতে পাবে প্রাসাদের ছাদ বিদ্যুতের ন্যায় (শুভ্র ও প্রচণ্ড চাকচিক্যময়)। যদি আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রতি দৃষ্টিপাত করার ক্ষমতা না দিতেন, তাহলে চোখের দৃষ্টি বিনাশ হয়ে যেতো। অতঃপর সে তার দৃষ্টি নত করে দেখবে—তার স্ত্রীগণ উপবিষ্ট। উঁচু উঁচু আসনসমূহ, নিবেশিত পানপাত্রসমূহ আর সারি সারি তাকিয়াসমূহ রয়েছে। তারপর সে হেলান দিয়ে বসে বলবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ

"একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে এই স্থানে পৌঁছিয়েছেন। আর আমরা (এখানে) কিছুতেই পৌঁছুতে পারতাম না, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে না পৌঁছাতেন।" (আ'রাফ ঃ ৪৩)

www.banglakitab.weebly.com

অতঃপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে ঃ

تَحْيَوْنَ فَلَا تَمُوتُوْنَ اَبَدًا وَ تُقِيْمُوْنَ فَلَا تَظْعَنُوْنَ اَبَدًا وَ تَصِحُّوْنَ فَلَا تَمْرَضُوْنَ اَبَدًا۔

"তোমরা চিরকাল জীবিত থাকবে ; মৃত্যু কোনদিন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না। তোমরা চিরকাল বেহেশতে অবস্থান করবে ; কোনদিন বিদায় নিতে হবে না তোমাদের এ থেকে। তোমরা চিরকাল সুস্থ থাকবে ; অসুস্থ হবে না কখনও।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমি কেয়ামতের দিন জান্নাতের দরজার কাছে এসে তা খোলার জন্য বলবো, তখন বেহেশতের প্রহরী বলবে—আপনি কে? আমি বলবো, মুহাম্মদ। সে বলবে, আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, একমাত্র আপনি ভিন্ন আর কারও জন্যে যেন এই দরজা না খুলি।

এবার জান্নাতের বিভিন্ন কক্ষ এবং উচ্চতর মর্যাদাবলীর প্রতি লক্ষ্য কর—বস্তুতঃ আখেরাতের জীবনে যেসব মান–মর্যাদা ও পুরস্কার প্রদত্ত হবে, সেগুলোই আসল ও উচ্চতর মর্যাদা। পার্থিব মর্যাদার এগুলোর সাথে কোন তুলনাই হয় না। দুনিয়াতে যেরূপ ইবাদত–বন্দেগী ও উত্তম স্বভাব–চরিত্রের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে তারতম্য ও ব্যবধান রয়েছে, অনুরূপ আখেরাতে মান–মর্যাদা ও পুরস্কারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে তারতম্য ও ব্যবধান থাকবে। প্রকৃতই যদি তুমি পরকালীন জীবনে উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হতে চাও, তবে প্রচুর মেহনত–পরিশ্রম ও সিদ্ধি–সাধনায় ব্যাপৃত হও ; সর্ববিধ ইবাদত–বন্দেগীতে এরূপ আত্মনিয়োগ কর, যেন প্রতিযোগিতায় কেউ তোমাকে অতিক্রম করতে না পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বান্দাদেরকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ

"তোমরা তোমাদের রব্বের ক্ষমার দিকে অগ্রে ধাবিত হও।"

(হাদীদ ঃ ২১)

www.banglakitab.weebly.com

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ فِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝

"আর এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।"

(মুতাফফিফীন ঃ ২৬)

আশ্চর্যের বিষয় যে, দুনিয়ার এই জীবনে তোমার বন্ধু-বান্ধব, সমকালীন লোকজন কিংবা পাড়া-প্রতিবেশীর কেউ যদি টাকা-পয়সায় বা দালান-কোঠায় তোমার চেয়ে আগে বেড়ে যায়, তবে এতে তোমার ভারি কষ্ট অনুভব হয় এবং তোমার মন সংকীর্ণ হয়ে আসে। হিংসার দরুন তোমার জীবনধারণ দুর্বিসহ হয়ে উঠে। অথচ তোমার জন্য সর্বোত্তম পন্থা হলো এই যে, জান্নাতের ভিতর তুমি তোমার স্থায়ী ঠিকানা করে নিবে, যেখানে তুমি ঐসব লোক থেকে নিরাপদ থাকবে এবং গোটা দুনিয়ার বিনিময়ে তারা তোমাকে অতিক্রম করতে পারবে না।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন জান্নাতবাসীগণকে এরূপে দেখা যাবে, যেরূপে তোমরা দুনিয়াতে পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে নক্ষত্র দেখে থাক। অন্যদের সাথে উচ্চ মর্যাদাশীল বেহেশতবাসীগণের এই তারতম্য হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ তো আম্বিয়ায়ে কেরামদের মর্যাদা ; এ পর্যন্ত তাঁরা ব্যতীত অন্য কেউ পৌঁছুতে পারবে না। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কসম সেই পবিত্র সত্তার, যার হাতে আমার জীবন- এমনও লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতিও ঈমান এনেছে (তাদের এ মর্যাদা লাভ হবে)।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন বেহেশতীগণকে নিম্নস্তরের বেহেশতীগণ এরূপ দেখবে, যেরূপ তোমরা আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখে থাক। তাদের মধ্যে আবূ বকর ও উমর (রাযিঃ)-ও হবেন ; এঁদের জন্য এ ছাড়া আরও বহু পুরস্কার রয়েছে।

হযরত জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদেরকে বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে

www.banglakitab.weebly.com

বেহেশতের ঘরের বিবরণ শুনাবো? আমি বললাম, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ– আপনার জন্য আমাদের পিতা–মাতা কুরবান হউন। তিনি বললেন, জান্নাতে মহামূল্যবান রকমারি রত্ন ও জওহরাতে তৈরী বহু কক্ষ রয়েছে। (অনুপম স্বচ্ছতার কারণে) যেগুলোর বাইরে থেকে ভিতরটা এবং ভিতর থেকে বাইরেটা পরিষ্কার দেখা যাবে। এগুলোর মধ্যে এমন সব নেয়ামত, স্বাদের বস্তু ও আনন্দের বিষয়াবলী রয়েছে, যা মানুষ চোখে কোনদিন দেখে নাই, কানে কোনদিন শুনে নাই এবং অন্তরে কোনদিন কল্পনাও করে নাই। আমি আরজ করলাম—ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব ঘর কার জন্য? তিনি বললেন, সেই ব্যক্তির জন্যে যে সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটায়, খানা খাওয়ায়, সর্বদা রোযা রাখে এবং রাত্রিকালে যখন সকলে নিদ্রিত থাকে তখন নামায পড়ে। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এতো হিম্মত কার রয়েছে? তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যেই এ হিম্মত রয়েছে ; শোন বলছি—যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইয়ের সাক্ষাতে সালাম দেয় সে সালাম ব্যাপক করলো, যে ব্যক্তি আপন পরিবার–পরিজনকে এই পরিমাণ খাদ্য দেয় যে তারা তৃপ্ত হয়ে যায়, সে খানা খাওয়ানোর উপর আমল করলো, যে ব্যক্তি রমযান মাসে এবং প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখে, সে সর্বদা রোযা রাখলো, আর যে ব্যক্তি ইশা এবং ফজরের নামায জামাতের সহিত আদায় করে সে রাত্রিকালে মানুষ নিদ্রাভিভূত থাকা অবস্থায় নামায পড়লো।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনের এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ

"আর উত্তম গৃহসমূহে দাখিল করবেন, যা সর্বদা অবস্থানের উদ্যানসমূহে হবে।" (ছফ্ফ ঃ ১২)

তিনি বলেছেন, এগুলো হচ্ছে মুক্তা নির্মিত মহলসমূহ। প্রতিটি মহলে লাল ইয়াকূত পাথরে নির্মিত সত্তরটি ঘর রয়েছে। প্রতিটি ঘরে সবুজ জমরদ (পান্না) পাথরের সত্তরটি কামরা রয়েছে। প্রতিটি কামরায় একটি করে

www.banglakitab.weebly.com

পালংক রয়েছে। প্রতিটি পালংকে সর্বপ্রকার রংয়ের সত্তরটি বিছানা রয়েছে। প্রতি বিছানায় একজন করে পরমা সুন্দরী জান্নাতী হূর রয়েছে। প্রত্যেক কামরায় সত্তরটি দস্তরখান রয়েছে। প্রত্যেক দস্তরখানের উপর সত্তর প্রকার খানা রয়েছে। প্রতিটি কামরায় সত্তরজন খাদেম রয়েছে। প্রতিদিন সকালে একজন মুমিনকে এতটুকু শক্তি দেওয়া হবে যে, সে উপরোক্ত সবকিছু করতে পারবে।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৭৩

ছবর, আল্লাহ্‌র বিধান ও ফয়সালায় সন্তুষ্টি ও অল্পে তুষ্টির বয়ান

আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা ও বিধানের উপর প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট থাকার নাম 'রেযা'। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে এই 'রেযা'র ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

"আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট।". (মায়েদাহ্ ঃ ১১৯)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ

"এহসানের প্রতিদান এহ্সান ব্যতীত আর কি হতে পারে? (আর কিছু নয়) (সূরা আর-রাহ্মান ঃ ৬০)

আল্লাহ্ তা'আলার বান্দার প্রতি এহ্সানের শেষ পর্যায় হলো, তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্ট হওয়া। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র এ সন্তুষ্টি আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা ও বিধানের প্রতি বান্দার প্রসন্নতার সওয়াব ও পুরস্কার।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط

"আর ওয়াদা দিয়েছেন সেই উত্তম বাসস্থানসমূহের যা চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে অবস্থিত হবে, আর আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত।" (তওবাহ ঃ ৭২)

www.banglakitab.weebly.com

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টিকে 'জান্নাতে আদ্ন'-এর চেয়েও উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যেমন অপর এক আয়াতে দেখা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর যিকিরকে নামাযের উপরে মর্যাদা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

"নিশ্চয় নামায নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত রাখে ; আর আল্লাহ্র যিকিরই শ্রেষ্ঠতর বস্তু।" (আন্কাবূত ঃ ৪৫)

সুতরাং নামাযের ভিতর যে পবিত্র সত্তার যিকির করা হচ্ছে, তাঁর মুশাহাদা ও প্রত্যক্ষকরণ যেমন নামাযের চেয়েও বড় ও শ্রেষ্ঠতর, তেমনি রব্বে-জান্নাতের সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতাও জান্নাত অপেক্ষা বড় ও শ্রেষ্ঠতর। বরং এটাই জান্নাতবাসীদের চরম-পরম ও সর্বশেষ আশা-আকাংখা ও তৃপ্তি।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের জন্য (জান্নাতে দীদার দেওয়ার উদ্দেশ্যে) জ্যোতিষ্মান হবেন। তিনি বলবেন— হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা আমার কাছে চাও। তারা বলবে, আমরা আপনার সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা চাই ; সর্বদা আপনি আমাদের প্রতি রাজী-খুশী থাকুন।"

আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভ হওয়ার পরও তাঁর সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতার জন্য আবেদন জানানো এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা বেহেশ্তের মধ্যে চরম ও পরম পর্যায়ের মহা নেয়ামত।

'আল্লাহ্র ফায়সালা ও বিধানের প্রতি বান্দার সন্তুষ্টি'-এর প্রকৃত স্বরূপ কি? এ সম্পর্কে পরবর্তীতে শীঘ্র আলোচনা হবে। আলোচ্য-ক্ষেত্রে 'বান্দার প্রতি আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা'-এর হাকীকত ও স্বরূপের বিষয় অনেকটা 'বান্দার প্রতি আল্লাহ্র মহব্বত ও ভালবাসা'র স্বরূপের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। এছাড়া প্রকৃত গভীরতায় যে-তত্ত্ব ও হাকীকত রয়েছে, তা সাধারণ সমক্ষে তুলে ধরা যথার্থ পর্যায়ের যোগ্য বোধ-উপলব্ধির অভাবের দরুন অসমীচীন। আর সেই উচ্চ পর্যায়ের যাঁরা, তাঁরা নিজেরাই এ ব্যাপারে সামর্থবান ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ; তাই উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

www.banglakitab.weebly.com

মোটকথা, 'দীদারে-এলাহী' অপেক্ষা উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর কোন নেয়ামত নাই ; বেহেশ্‌তীগণ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতার আবেদনও সেই 'দীদারে-এলাহী'র চিরস্থায়িত্বের জন্যেই করবে। যেন চরম প্রাপ্তির পর পরম তৃপ্তির জন্যই তাঁদের এই আর্‌জি। তা-ও খোদ নেয়ামতদাতার নির্দেশক্রমেই তাদের এ আবেদন।

আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝

"আর আমার নিকট আরও অধিক রয়েছে।" (ক্বাফ ঃ ৩৫)

কোন কোন মুফাস্‌সির বলেছেন, 'আরও অধিক' হচ্ছে এই যে, জান্নাত-বাসীদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তিনটি পুরস্কারে ভূষিত করবেন ঃ—

এক. এমন একটি নেয়ামত দান করবেন, যা খোদ জান্নাতেও নাই। বিষয়টি এরূপ যেরূপ, আল্লাহ্‌ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ

"কারও জানা নাই যে, এইরূপ লোকদের জন্য কতকিছু নয়ন জুড়ানো আসবাব যে গায়েবী ভাণ্ডারে মওজুদ রয়েছে।" (সেজদাহ ঃ ১৭)

দুই. স্বয়ং আল্লাহ্‌ রাব্বুল-আলামীন তাদেরকে সালাম পেশ করবেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

"তাদেরকে সালাম বলা হবে দয়াময় রব্বের পক্ষ হতে।"

(ইয়াসীন ঃ ৫৮)

তিন. আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘোষণা দিবেন ঃ আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এই তোহ্‌ফা ও পুরস্কার 'সালামের' তোহ্‌ফা হতে শ্রেষ্ঠতর হবে। আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ

www.banglakitab.weebly.com

"আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত।" (তওবাহ ঃ ৭২)

অর্থাৎ বেহেশ্‌তের যাবতীয় নাজ-নেয়ামত, যা দিয়ে আজ তোমরা ধন্য, এসবই তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার রেযা ও সন্তুষ্টির ফল। আর আল্লাহ্‌র বিধান ও ফয়সালার প্রতি তোমাদের রেযা ও সন্তুষ্টির বিনিময়।

হাদীস শরীফে 'রেযা'র ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের এক জামাআতকে জিজ্ঞাসা করেছেন ঃ তোমরা কি? তাঁরা বল্‌লেন ঃ আমরা মুমিন। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের ঈমানের চিহ্ন কি? তারা উত্তর করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা বিপদে ছবর করি, নেয়ামতে শোকর করি এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিধানে সন্তুষ্ট থাকি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রব্বে-কাবার কসম, বে-শক তোমরা মুমিন।" অন্য রেওয়ায়াতে শেষ অংশটুকু এভাবে বর্ণিত হয়েছে—এই সম্প্রদায়ের লোক হাকীম ও আলেম। পূর্ণ জ্ঞানের কারণে এদের অবস্থা নবীদের অবস্থার নিকটবর্তী।

বর্ণিত আছে—সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যে দ্বীন-ইসলামের প্রতি হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে অতঃপর প্রয়োজন-পরিমাণ রিযিকের উপর সে সন্তুষ্ট রয়েছে।

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ رَضِيَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى بِالْقَلِيْلِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهُ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْعَمَلِ ـ

"যে ব্যক্তি অল্প রিযিকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট, আল্লাহ্ তা'আলাও তার প্রতি অল্প আমলে সন্তুষ্ট।"

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

www.banglakitab.weebly.com

إِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ تَعَالٰى عَبْدًا إِبْتَلَاهُ فَإِنْ صَبَرَ إِجْتَبَاهُ فَإِنْ رَضِيَ إِصْطَفَاهُ

"আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন তাকে দুঃখ-কষ্টে জড়িত করেন। এতে যদি সে ধৈর্যধারণ করে তবে তাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে নেন, আর যদি সে এ দুঃখ-কষ্টের উপর সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা প্রকাশ করে তবে তাকে খাছভাবে নির্বাচন করে নেন।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের একদল লোককে আল্লাহ্ তা'আলা পাখীর ন্যায় পাখা ও পালক দান করবেন। এর উপর ভর করে তারা বেহেশ্তের মধ্যে উড়ে বেড়াবে। ফেরেশতাগণ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন ঃ আপনাদের পাপ-পুণ্যাদি ও আমলের হিসাব-নিকাশ হয়েছে কি? দাড়ি-পাল্লায় আপনাদের আমল ওজন করা হয়েছে কি? পুলসিরাত পার হয়ে এসেছেন কি? দোযখ দেখেছেন কি? উত্তরে তারা বলবে ঃ আমরা এসব বিষয়ের কোন কিছুই দেখতে পাই নাই। তখন ফেরেশ্তাগণ পুনরায় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন ঃ আপনারা কোন্ নবীর উম্মত? তারা বলবে ঃ আমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। ফেরেশ্তাগণ বলবেন ঃ আমরা আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি— বলুন ; দুনিয়াতে আপনারা কি কি নেক আমল করেছেন, যার ফলে আজকে এমন সৌভাগ্য ও মর্যাদা লাভ হয়েছে? তারা বলবেন ঃ আমাদের মধ্যে দু'টি অভ্যাস ছিল— এক. আল্লাহ্র ভয় ও লজ্জায় আমরা নির্জন স্থানেও কোন পাপকার্যে লিপ্ত হতাম না। দুই. আল্লাহ্ তা'আলা যৎসামান্য রিযিক যা কিছু আমাদেরকে দান করতেন, আমরা তাতেই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকতাম। একথা শুনে ফেরেশ্তাগণ বলবেন ঃ অবশ্যই এই সৌভাগ্য ও মর্যাদা আপনাদেরই প্রাপ্য।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ اعْطُوا اللّٰهَ الرِّضَا مِنْ قُلُوبِكُمْ تَظْفَرُوا بِثَوَابِ فَقْرِكُمْ وَالِاَّ فَلَا ـ

"হে দরিদ্র ও অভাবী লোক সকল! তোমরা অন্তর থেকে আল্লাহ্‌র উপর রাজী ও সন্তুষ্ট হয়ে যাও ; তাহলেই তোমরা এই দারিদ্র ও অভাবের বিনিময়ে নেকী পাবে। অন্যথায় বঞ্চিত থাকতে হবে।"

বনী ইসরাঈলের লোকেরা হযরত মূসা (আঃ)–কে বলেছিল ঃ আপনি আল্লাহ্ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করুন, কোন্ আমল করলে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন? সেই আমলটি আমাদেরকে বলে দিলে আমরা তদনুযায়ী আমল করে আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও প্রসন্নতা লাভ করতে পারি। মুসা (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন, ওহী আসলো ঃ তোমরা আমার বিধানের উপর সন্তুষ্ট থাক, আমিও তোমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবো।"

ছবর ঃ

ছবরের গুরুত্ব ও ফযীলত কুরআন মজীদে নব্বইয়েরও অধিক স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। ছবরকারী বা ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তির জন্য উচ্চ মর্যাদা ও নেকীসমূহের ওয়াদা করা হয়েছে। এদের জন্য এমন এমন নেয়ামত ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, অন্য কারও জন্য এরূপ প্রতিশ্রুতি নাই। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰئِكَ هُمُ

"তাদের উপর তাদের রব্বের পক্ষ হতে বিশেষ বিশেষ করুণাসমূহ বর্ষিত হবে, এবং সেইসঙ্গে সাধারণ করুণাও হবে। আর তারাই এমন লোক যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে।" (বাক্বারাহ ঃ ১৫৭)

এ আয়াতে তিনটি নেয়ামতের কথা উল্লেখিত হয়েছে ঃ এক. হেদায়াত, দুই. সাধারণ রহমত, তিন. বিশেষ রহমত। এ সম্পর্কিত কুরআনের সমস্ত

www.banglakitab.weebly.com

আয়াত পেশ করতে গেলে দীর্ঘসূত্রিতার অবতারণা হবে, তাই আলোচ্য বিষয়ের উপর কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো ঃ

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "ছবর ঈমানের অর্ধেক।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে সব নেয়ামত দান করেছেন, তন্মধ্যে 'ইয়াক্বীন' ও 'ছবর' অতি অল্প মাত্রায়ই দান করেছেন (অর্থাৎ অতি অল্পসংখ্যক লোককেই তা দিয়েছেন)। আর যাদেরকে এই অমূল্য দুইটি সম্পদ দান করেছেন, তাদের (নফল) রোযা, নামায যা অল্প মাত্রায় হয়েছে, সেজন্যে তাদের ভয় নাই। হে আমার সাহাবীগণ! তোমরা আজ যে অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়ছে, যদি ছবর করে এই অবস্থার উপর টিকে থাকতে পার, তবে তোমাদের এই অবস্থা আমার নিকট এতো প্রিয় ও ভাল বলে বিবেচিত হবে যে, উক্ত অবস্থা থেকে ফিরে তোমাদের প্রত্যেকে তোমাদের সমষ্টিগতভাবে সকলের ইবাদতের সমান ইবাদত করলেও তা আমার নিকট প্রিয় হবে না। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার পরে তোমাদের সম্মুখে দুনিয়ার পথ প্রশস্ত হয়ে যাবে, ফলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে এবং আসমানবাসীগণ তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। অতএব, যে ব্যক্তি ছবর করবে এবং সওয়াবের আশায় থাকবে সে ব্যক্তি পূর্ণ সওয়াব প্রাপ্ত হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ٥

"যা তোমাদের কাছে আছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, পক্ষান্তরে যাকিছু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আছে তা অনন্তকাল স্থায়ী থাকবে। যারা ছবর করেছে, আমি তাদেরকে তাদের আমল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরস্কারে ভূষিত করবো।" (নাহ্ল ঃ ৯৬)

হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

www.banglakitab.weebly.com

তা কি? তিনি বলেছেন ঃ ঈমান হচ্ছে, ছবর ও উদারতা।

তিনি আরও বলেছেন ঃ "ছবর বেহেশতের রত্নভাণ্ডারসমূহের মধ্যে একটি রত্নভাণ্ডার।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ঈমান কি? তিনি বলেছেন ঃ "ঈমান হচ্ছে, ছবর করা।" হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসখানি এরূপ, যেরূপ তিনি হজ্জ সম্পর্কে বলেছেন ঃ "হজ্জ হচ্ছে, আরাফায় অবস্থান করা।" অর্থাৎ আরাফায় অবস্থান করা হজ্জের একটি বড় রুক্ন।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ مَا اُكْرِهَتْ عَلَيْهِ النُّفُوْسُ ـ

"শ্রেষ্ঠতর আমল হচ্ছে, যা আঞ্জাম দিতে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে হয় এবং কষ্ট সহ্য করতে হয়।"

বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ (আঃ)–এর প্রতি ওহী আসলো ঃ "হে দাউদ! তুমি আমার (আল্লাহ্র) আখলাকের অনুকরণ কর ; আর আমার আখলাকের মধ্যে একটি হলো—আমি 'ছাবূর' অর্থাৎ অত্যন্ত ধৈর্যশীল।

হযরত আতা (রহঃ) হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আনসারী সাহাবায়ে কেরামের কয়েকজন লোককে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

اَمُؤْمِنُوْنَ اَنْتُمْ؟

অর্থাৎ "তোমরা কি মুমিন।"

এ কথা শুনে তারা সকলেই নিশ্চুপ রইল। হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন ঃ হাঁ—ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র রাসূল পুনরায় তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা যে মুমিন এর প্রমাণ কি? তদুত্তরে তাঁরা আরজ করলেন ঃ

نَشْكُرُ عَلَى الرَّخَاءِ وَنَصْبِرُ عَلَى الْبَلَاءِ وَنَرْضٰى بِالْقَضَاءِ ـ

www.banglakitab.weebly.com

"আমরা আল্লাহ্-প্রদত্ত নেয়ামতের শোকরগুযারী করি, বিপদ-আপদে ছবর করি এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিধান ও ফয়সালার সন্তুষ্টি থাকি।"

এ কথা শুনে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

مُؤْمِنُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ـ

"কাবা শরীফের রব্বের কসম, তোমরা পাকা মুমিন।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

فِي الصَّبْرِ عَلٰى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيْرٌ

"মনের বিপরীত বিষয়ের উপর ধৈর্যধারণের মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।"

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ

اِنَّكُمْ لَا تُدْرِكُوْنَ مَا تُحِبُّوْنَ اِلَّا بِصَبْرِكُمْ عَلٰى مَا تَكْرَهُوْنَ

"যেসব বিষয়ে ধৈর্যধারণ কষ্টকর, সেসব বিষয়ে তোমরা ধৈর্যধারণ করতে না পারলে তোমাদের কাংক্ষিত ও সুখকর বিষয়েও তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে না।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, "ছবরকে যদি মানুষের আকার দেওয়া হতো, তবে সে অতিশয় দয়ালু হতো। আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।"

ছবর ও ধৈর্য সম্পর্কিত আরও বহু হাদীস ও উক্তি রয়েছে, আলোচনা দীর্ঘায়নের আশংকায় সেগুলো উল্লেখ করা হলো না।

www.banglakitab.weebly.com

অল্পেতুষ্টি ঃ

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

عَزَّ مَنْ قَنَعَ وَ ذَلَّ مَنْ طَمَعَ

"অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি মানুষের সম্মান পায়, আর লোভী ব্যক্তি অপদস্ত হয়।"

হাদীসে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَفْنٰى

'অল্পেতুষ্টি' আল্লাহ্র নেয়ামতের এমন ভাণ্ডার যার শেষ নাই।"

এ সম্পর্কিত আলোচনা ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার করা হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৭৪

তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব ও মর্যাদা

[তাওয়াক্কুল ঃ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ○

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা (তাঁর উপর) তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন।" (আলে-ইমরান ঃ ১৫৯)

আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুলকারীর মর্যাদা অতি উচ্চ। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মহব্বত করেন ; ভালবাসেন, তিনি খোদ তাঁর হেফাযতের জিম্মাদারী গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যার জিম্মাদার, মহব্বতকারী, সর্বাবস্থায় হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণকারী সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য—তাঁকে শাস্তি দিবেন না, দূরে রাখবেন না, আড়াল করবেন না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ পাক একদিন আমাকে স্বীয় নিদর্শনসমূহের কতকাংশ দেখালেন। আমি দেখতে পেলাম—পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়-পর্বত, মাঠ-প্রান্তর, বন-জঙ্গল ও সমতল ভূমি আমার উম্মতে পরিপূর্ণ রয়েছে। উম্মতের সংখ্যাধিক্য দেখে আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ আপনি খুশী হলেন কি? আমি বললাম ঃ হাঁ, খুশী হয়েছি। আমাকে পুনরায় বলা হলোঃ আপনার উম্মতমণ্ডলীর মধ্যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে কেউ আরজ করলেন ঃ যারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে, তারা কারা? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করলেন ঃ যারা মন্ত্র-তন্ত্রের ও শুভাশুভ লগ্নের এবং দেহ চিহ্নিতকরণের কার্যকারিতায় বিশ্বাস করে না এবং যারা আল্লাহ্ ছাড়া

www.banglakitab.weebly.com

অন্য কোন কিছুরই উপর ভরসা করে না। এ কথা শুনে হযরত উক্কাশাহ্ (রাযিঃ) দণ্ডায়মান হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য দো'আ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাকেও সেই সত্তর হাজার লোকের দলভুক্ত করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই দো'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ্! উক্কাশাহ্কে উক্ত সত্তর হাজার লোকের মধ্যে স্থান দান করুন। এ দেখে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে আরেকজন সাহাবী দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্যেও এরূপ দো'আ করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ

"উক্কাশাহ্ এ ব্যাপারে তোমার উপর অগ্রাধিকার নিয়ে গেছে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَ تَرُوْحُ بِطَانًا۔

"তোমরা যদি আল্লাহ্র উপর সত্যিকার অর্থে ভরসা কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে পাখীদের ন্যায় (অজানিত স্থান থেকে) রিযিক দিবেন। পাখীরা প্রাতে খালি উদরে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পূর্ণ উদরে ঘরে ফিরে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنِ انْقَطَعَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَفَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى كُلَّ مَؤُوْنَةٍ وَ رَزَقَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنِ انْقَطَعَ اِلَى الدُّنْيَا وَكَلَهُ اللّٰهُ اِلَيْهَا۔

"যে ব্যক্তি সবকিছু থেকে পৃথক হয়ে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে, তিনি তার সমস্ত কার্য নির্বাহ করে দেন এবং সর্ববিষয়ে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন, আর এমন স্থান হতে তার রিযিক সরবরাহ করেন যা কোন

www.banglakitab.weebly.com

সময় তার কল্পনায়ও আসে নাই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার বা দুনিয়ার কোন বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করে, আল্লাহ্ পাক তাকে দুনিয়ারই সোপর্দ করে দেন।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَكُوْنَ اَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا عِنْدَ اللّٰهِ اَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِيْ يَدَيْهِ۔

"যে ব্যক্তি সকল মানুষের অপেক্ষা অধিক স্বয়ংসম্পন্ন হতে চায়, সে যেন নিজ আয়ত্বে যা আছে, তা অপেক্ষা আল্লাহ্র নিকট যা আছে সেগুলোর উপর বেশী নির্ভর করে।"

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যখন তাঁর ঘরে উপবাস দেখা দিতো, তখন তিনি পরিবার-পরিজনকে বলতেন ঃ তোমরা নামাযে দাঁড়িয়ে যাও। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে হুকুম করেছেন ঃ

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ط

"আর আপনার সংশ্লিষ্টদেরকে নামাযের আদেশ করতে থাকুন এবং নিজেও এর পাবন্দ থাকুন ; আমি আপনার আপনার রিযিক চাই না।" (তোয়াহা ঃ ১৩২)

হাদীস শরীফে আছে, "যারা মন্ত্র-তন্ত্রের ও দেহ চিহ্নিতকরণের কার্যকারিতায় বিশ্বাস করে, তারা তাওয়াক্কুলকারীদের দলভুক্ত নয়।"

বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে মিন্জানীকের (নিক্ষেপণ-যন্ত্র) সাহায্যে যখন অগ্নিকুণ্ডের দিকে নিক্ষিপ্ত করা হলো, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) হাজির হয়ে তাঁকে বললেন ঃ আমি আপনাকে সাহায্য করার প্রয়োজন বোধ করেন কি? তিনি উত্তর করলেন ঃ আপনার সাহায্যের আমার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি পূর্বে 'হাসবিয়াল্লাহু ওয়া-নি'মাল-ওয়াকীল' বলে আল্লাহ্র উপর যে ভরসা করেছিলেন, সে কথার সত্যতা রক্ষার জন্যই তিনি এই উত্তর দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম

www.banglakitab.weebly.com

(আঃ)–এর প্রশংসায় বলেছেন ঃ

وَ اِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى ۝

"আর ইবরাহীম যিনি স্বীয় কথার সত্যতা রক্ষা করেছিলেন।"

(নাজম ঃ ৩৭)

হযরত দাউদ (আঃ)–কে আল্লাহ্ তা'আলা ওহী প্রেরণ করে বলেছেনঃ "হে দাউদ! পৃথিবীর সকল আশ্রয় ত্যাগ করে যে বান্দা আমার আশ্রয় গ্রহণ করবে, আমি তার সমস্ত আপদ–বিপদ ও দুঃখ–কষ্ট অবশ্যই লাঘব করবো—যদিও আসমান–যমীন প্রবঞ্চনা সহকারে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।"

হযরত সাঈদ ইব্নে জুবাইর (রাযিঃ) বলেন, একদা একটি বৃশ্চিক (বিচ্ছু) আমাকে দংশন করার পর আমার মাতা আমাকে কসম দিয়ে বললেন ঃ তুমি দষ্ট হাতটিতে ঐ ব্যক্তির (ওঝা) দ্বারা মন্ত্র পড়িয়ে নাও। আমি আমার সুস্থ হাতখানি তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। (কারণ ঐরূপ করা তাওয়াক্কুলের খেলাফ)

হযরত খাওয়াস (রহঃ) একদা কুরআন পাকের এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ ۔

"সেই চিরঞ্জীব মহান সত্তার উপর ভরসা কর, যিনি মৃত্যুবরণ করবেন না।" (ফুরকান ঃ ৫৮)

অতঃপর তিনি বললেন ঃ এই আয়াতের পর বান্দার কিছুতেই সাজে না যে, আল্লাহ্ ছাড়া সে অন্য কারও উপর কোনদিন ভরসা করবে। জনৈক বুযুর্গকে স্বপ্নযোগে বলা হয়েছে ঃ "মনে রেখো, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করেছে, মূলতঃ সে নিজকে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ করেছে।"

এক বুযূর্গের নসীহত হচ্ছে, রিযিকের জামানত গ্রহণ করে এই দায়িত্ব যখন তোমার নিকট থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে, কাজেই এর পিছনে ব্যাপৃত হয়ে আল্লাহ্প্রদত্ত আসল ও অপরিহার্য দায়িত্বাবলী পালনের ব্যাপারে মোটেও গাফেল হয়ো না। অন্যথায় তোমার পরকাল তুমি নিজেই ধ্বংস করলে—

www.banglakitab.weebly.com

وَلا تنال ولا تنال من الدنيا إلا ما قد كتب الله لك.

আর এই জাগতিক বিষয়–সম্পত্তির মধ্য হতে তুমি কেবল ততটুকু অংশই পাবে, যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

হযরত ইয়াহ্য়া ইব্নে মু'আয (রহঃ) বলেন ঃ "এ বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করা যায় যে, তলব ও অন্বেষা ব্যতিরেকেই বান্দা রিযিকপ্রাপ্ত হয় ; এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রিযিকের উপর হুকুম রয়েছে যে, সে যেন স্বয়ং বান্দাকে তালাশ করে।"

হযরত ইবরাহীম ইবেন আদহাম (রহঃ) কোন একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ আপনার রিযিক কোথা থেকে আসে? তিনি বলেছেন ঃ আমি জানি না ; আমার প্রতিপালককে জিজ্ঞাসা করুন—তিনি কোথা থেকে আমার রিযিক প্রেরণ করেন।

হযরত হরম ইব্নে হাইয়্যান (রহঃ) একদিন হযরত উয়াইস ক্বরনী (রহঃ)–কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমি কোন দেশে বসবাস করবো? তিনি বললেন ঃ তুমি শাম দেশে বসবাস কর। হযরত হরম পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সেখানে আমার রিযিকের কি ব্যবস্থা হবে? হযরত উয়াইস ক্বরনী (রহঃ) বললেন ঃ

اُفٍّ لِهٰذِهِ الْقُلُوْبِ خَالَطَهَا الشَّكُّ وَلَا يَنْفَعُهَا الْمَوْعِظَةُ.

"ঐসব হৃদয়ের প্রতি আক্ষেপ, যেসবে সংশয়–সন্দেহ বাসা বেঁধে নিয়েছে ; ফলে এখন আর নসীহত কোন কাজ করে না।"

এক বুযুর্গ বলেন ঃ "আমি আল্লাহ্র উপর রাজী হয়ে গেছি ; তিনিই আমার সবকিছুর নিয়ন্তা ; সবই তিনি সম্পাদনকারী— আমি সর্ববিধ কল্যাণের দিশা পেয়ে গেছি।" আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে তওফীক দান করুন।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৭৫

মসজিদের ফযীলত

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ

"আল্লাহ্র মসজিদগুলো আবাদ করা তাদেরই কাজ যারা আল্লাহ্র প্রতি এবং কিয়ামত–দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে।" (তওবাহ্ ঃ ১৮)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللّٰهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ.

"যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, তা যদি ছোট পাখীর বাসার ন্যায়ও হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য বেহেশতে একটি প্রাসাদ তৈরী করবেন।"

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি মসজিদকে ভালবাসে, আল্লাহ্ পাক তাকে ভালবাসেন।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন বসার পূর্বে দু' রাকআত নামায পড়ে নেয়।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "মসজিদের প্রতিবেশীর (অর্থাৎ মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তির) নামায মসজিদ ছাড়া অন্যত্র হয় না। " (অর্থাৎ বিনা উযরে মসজিদে না যাওয়া কঠিন গুনাহ্)

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাযের স্থানে বসে, তখন ফেরেশতা তার জন্য এই বলে দো'আ করতে থাকে–

www.banglakitab.weebly.com

"হে আল্লাহ্, তার উপর তোমার বিশেষ রহমত বর্ষণ কর, দয়া কর, তুমি অনুগ্রহ করে তাকে ক্ষমা করে দাও।" যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ব্যক্তি উযূ অবস্থায় থাকে বা মুসাল্লায় (নামাযের স্থানে) অবস্থান করে ফেরেশতার দো'আ অব্যাহত থাকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, "আখেরী যমানায় কিছু লোক এমন হবে, যারা বৃত্তাকারে মসজিদে বসে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে এবং দুনিয়ার প্রতি তারা আকৃষ্ট থাকবে, খবরদার! তোমরা তাদের নিকট বসো না ; তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার কোনরূপ সম্পর্ক নাই।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ ভূপৃষ্ঠে মসজিদসমূহ আমার ঘর, যারা এগুলো আবাদ করে রাখে তারা আমার যিয়ারতকারী। সুতরাং সুসংবাদ তাদের জন্য যারা নিজ গৃহে উযূ করে আমার গৃহে (মসজিদে) প্রবেশ করে এবং আমার যিয়ারত লাভ করে। আর যার যিয়ারত করা হয়, তার কর্তব্য, যিয়ারতকারীর সম্মান করা অর্থাৎ তার প্রতি দয়া করা এবং দো'আ কবূল করা)।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেনঃ "তোমরা যখন দেখ কোন ব্যক্তি মসজিদে উপস্থিত হয় এবং এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তখন তার ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারে তোমরা সাক্ষ্য প্রদান করতে পার।"

হযরত সাঈদ ইব্নে মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন ঃ মসজিদে অবস্থানরত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত ; সুতরাং সে যেন অসুন্দর কোন কথা না বলে।

বর্ণিত আছে,"মসজিদ দুনিয়াবী কথাবার্তা নেক আমলকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমন চতুষ্পদ জন্তু (চারণভূমির) ঘাস শেষ করে দেয়।"

হযরত ইমাম নাখয়ী (রহঃ) বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের অভিমত ছিল, রাতের অন্ধকারে মসজিদে গমন করা এমন একটি আমল, যা গমনকারী ব্যক্তির জন্য জান্নাত অবশ্যম্ভাবী করে দেয়।"

হযরত আনাস ইব্নে মালেক (রাযিঃ) বলেন, "মসজিদে যে ব্যক্তি বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা করে, তার জন্য ফেরেশতাগণ এবং আল্লাহ্র আরশ

www.banglakitab.weebly.com

বহনকারীগণ দো'আ করতে থাকে ; যতদিন সেই বাতির আলো বিদ্যমান থাকে, ততদিন এই দো'আ চলতে থাকে।"

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, কোন নেক বান্দার যখন মৃত্যু হয়, তখন পৃথিবীর যে যে স্থানে সে নামায পড়েছিল এবং আসমানের যে যে স্থান দিয়ে তার নেক আমল উপরে উত্থিত হতো, সেই স্থানসমূহ তার জন্য ক্রন্দন করে। অতঃপর হযরত আলী এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ۝

"তাদের জন্য না আসমান ও যমীনের কান্না আসল, আর না তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হলো।" (দুখান ঃ ২৯)

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, পুণ্যবান ব্যক্তির মৃত্যুর পর যমীন তার জন্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত কাঁদতে থাকে।"

হযরত আতা খুরাসানী (রহঃ) বলেন, ভূপৃষ্ঠের যে কোন খণ্ডে কোন বান্দা যদি আল্লাহ্র জন্য একটি সেজদাও করে থাকে তবে সেই ভূখণ্ড তার জন্য কিয়ামতের ময়দানে সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং তার মৃত্যুর দিন সে ক্রন্দন করে থাকে।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, "যমীনের যে অংশের উপর নামায আদায় করা হয়, সে অংশটি তার আশেপাশের অন্যান্য ভূখণ্ডের উপর গর্ব করে এবং আল্লাহ্র যিকর ও ইবাদতের কারণে সে পুলক বোধ করে, এমনকি এই পুলক যমীনের সাত তবক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে আর নামায আদায়কারী ব্যক্তির জন্য যমীন সজ্জিত হয়।"

বর্ণিত আছে, কোন দল যখন কোন এলাকায় অবতরণ করে, তখন সেই এলাকার ভূখণ্ড তাদের নামায ও যিক্র-আযকারের দরুন আল্লাহ্র কাছে তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের জন্য দো'আ করে, পক্ষান্তরে যদি (ইবাদত-বন্দেগীতে) অবহেলা করা হয়,তবে তাদেরকে অভিশাপ দেয়।"

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৭৬

রিয়াযত-মুজাহাদা ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বুযুর্গদের মর্যাদা

স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দার ভালাই ও মঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে স্বীয় দোষ-ত্রুটির উপর দৃষ্টি রাখার তওফীক দান করেন। যার দৃষ্টি প্রকৃতই গভীর, সে কখনও নিজের অন্যায়-অপরাধ ও দোষ-ত্রুটির বিষয়ে অচেতন থাকতে পারে না। বস্তুতঃ স্বীয় নফস ও প্রবৃত্তির এলাজ-প্রতিকার তখনই সম্ভব, যখন সংশ্লিষ্ট রোগ-ব্যাধি সম্পর্কেও সচেতন থাকা হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অধিকাংশ লোকই নিজের আয়ের ও দোষ-ত্রুটির বিষয়ে এমন গাফেল যে, অন্যের চোখের সামান্য একটি কণাও দৃষ্টিগোচর হয় ; কিন্তু নিজের চোখের শাতীর বা বৃক্ষকাণ্ডটিও দেখা যায় না।

যে ব্যক্তি নিজের রোগ-দোষ সম্পর্কে অবগত হওয়ার আগ্রহ রাখে, তার উচিত নিম্নোক্ত চার পদ্ধতির অনুশীলন করা ঃ

এক—কুরআন ও হাদীসের অনুসারী, নফসের রোগ-দোষ ও এতদ-সম্পর্কিত যাবতীয় ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে বিজ্ঞ-পরিপক্ক খাঁটী বুযুর্গের সান্নিধ্য অবলম্বন করবে। তিনি নফসের দোষ ও রোগ-ব্যাধি নির্ণয় করতঃ এর যথাযোগ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। সে ব্যক্তির কর্তব্য হবে—পূর্ণ আনুগত্য ও ভক্তি সহকারে আধ্যাত্মিক মুরুব্বীর নির্দেশিত পথে রিয়াযত-মুজাহাদা ও সাধনায় ব্রতী হওয়া। শায়খ ও মুরীদ এবং উস্তায ও শাগরেদের মধ্যে এরূপ সম্পর্কই হওয়া উচিত যে, শায়খ ও উস্তায নফ্সের রোগ ও দোষসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলোর প্রতিকার বিধান করবেন আর মুরীদ ও শাগরেদ মনোযোগ সহকারে সিদ্ধি-সাধনায় ব্যাপৃত হবে। কিন্তু বর্তমান যুগে এসব বিষয়ের অস্তিত্ব একেবারেই নগণ্য।

www.banglakitab.weebly.com

দুই—নফসের রোগ নির্ণয় করতে হলে কোন মঙ্গলকামী খাঁটী সত্যবাদী অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহণ করে নিবে। তাকে নিজের সর্ববিধ অবস্থার উপর কড়া দৃষ্টিসম্পন্ন পর্যপেক্ষক বানিয়ে নিবে। সে তোমার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ যাবতীয় দোষত্রুটি সম্পর্কে তোমাকে সতর্ক করবে। জ্ঞানী-গুণী বুযুর্গানে দ্বীনের এটাই ছিল এ সম্পর্কীয় পদ্ধতি।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে আমার দোষ-ত্রুটি আমাকে বলে দেয়। তিনি হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করতেন ঃ আপনার দৃষ্টিতে আমার মধ্যে কি কি দোষ রয়েছে? তিনি বলতেন ঃ কে আপনাকে এরূপ বিষয় বলার সাহস করবে? হযরত উমর বারবার অনুরোধ করার পর তিনি বললেন ঃ আমি জানতে পেরেছি—আপনার দস্তরখানে দুই পদের তরকারী হয়, আপনার দুই জোড়া পোষাক রয়েছে ; এক জোড়া দিবসের আরেক জোড়া রাতের। তিনি পুনরায় অনুরোধ করলেন—আমার আরও কোন দোষ বলুন। হযরত সালমান বললেন ঃ আর জানা নাই। হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন ঃ যে দু'টি বলেছেন সে দু'টিও আমার যথেষ্ট অপরাধ।

তিনি হযরত হুযাইফাহ্ (রাযিঃ)-কে সময় সময় জিজ্ঞাসা করতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নিকট মুনাফেকদের সম্পর্কে গোপন তথ্য বলতেন ; আমার মধ্যে কি আপনি নেফাকের কোন আলামত লক্ষ্য করুন? এতো প্রতাপশালী ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হযরত উমর (রাযিঃ)-এর মধ্যে আল্লাহ্র ভয় কি পর্যায়ে ছিল যে, নিজের নফসের বিষয়ে মোটেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বস্তুতঃ জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেনতা যার পরিপূর্ণতা লাভ করে তার মধ্যে কখনও অহংকার ও আত্মম্ভরিতা স্থান পেতে পারে না ; প্রতি মুহূর্তে সে নফসের চুলচেরা হিসাব নিতে থাকে। কিন্তু আজকের যুগে এরূপ লোকের অস্তিত্ব একেবারেই নগণ্য। সেইসঙ্গে এরূপ দোস্ত-আহবাব ও বন্ধু-বান্ধবেরও অভাব যারা দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ খাতির ও শৈথিল্য না করে প্রকৃত হিতাকাংখী হয়ে তোমার দোষ-ত্রুটি তোমাকে ব্যক্ত করবে কিংবা অন্ততঃপক্ষে বিদ্বেষমুক্ত মন-মানসিকতা নিয়ে স্বীয় ওয়াজিব দায়িত্বটুকু আদায় করবে। বরং বাস্তবে যা দেখা যায়, তা হচ্ছে—অধিকাংশই আজকাল হিংসা-বিদ্বেষের শিকার

www.banglakitab.weebly.com

হয়ে রয়েছে। অথবা স্বার্থের মোহান্ধতায় এমন লিপ্ত রয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে যা দোষ নয়, সেটাকে দোষ বলে ব্যক্ত করছে, কিংবা এমন শিথিলতা অবলম্বন করছে যে, যা প্রকৃতই দোষ, সেটাকে দোষ বলে অভিহিত করছে না। এ জন্যেই হযরত দাউদ তাঈ (রহঃ) লোকজন থেকে পৃথক হয়ে থাকতেন। একদা কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ আপনি জনমনুষ্যের সংশ্রবে থাকেন না কেন? তিনি বলেছেন ঃ

وَمَاذَا اَصْنَعُ بِاَقْوَامٍ يُخْفُوْنَ عَنِّىْ عُيُوْبِىْ

"যারা আমার দোষ–ত্রুটি গোপন করে রাখে ; সংশোধনের নিমিত্ত আমার নিকট ব্যক্ত করে না তাদের সংশ্রব দিয়ে আমার কি লাভ?"

বুঝা গেল, আল্লাহ্‌র ওলীগণ মনে–প্রাণে চাইতেন, তাঁদের দোষ–ত্রুটি ব্যক্ত করে তাদেরকে যেন সতর্ক করা হয়। কিন্তু আমাদের অবস্থা তো এই যে, যে ব্যক্তি আমাদেরকে সদুপদেশ প্রদান করে ; আমাদের দোষ–ত্রুটি ধরিয়ে দেয়, তাকে আমরা শত্রু মনে করি ; সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি বলে সাব্যস্ত করি। চিন্তার বিষয়—আমাদের এহেন দুরবস্থা ঈমানের নিম্নতম পর্যায়কেও অতিক্রম করে একেবারে ধ্বংসন্মুখ না করে। কেননা, মন্দ স্বভাব মূলতঃ ধ্বংসাত্মক সর্প ও বৃশ্চিকের ন্যায় ; যদি কেউ বলে, তোমার পোষাকের ভিতর একটি বৃশ্চিক বা সর্প রয়েছে, তবে এই সতর্কীকরণের জন্য আমরা তার শোকরগুযার হই এবং তৎক্ষণাৎ তা দূর করতে উঠে–পড়ে সচেষ্ট হই ; সেটাকে হত্যা না করা পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলি না। পরিশেষে আনন্দ বোধ করি যে, সর্প বা বিচ্ছু থেকে বেঁচে গেছি। অথচ এই সর্প বা বিচ্ছুর ক্ষতি আমাদের ইহজাগতিক দেহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ; এক–দু'দিন পর তা নিরাময়ও হয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে, মন্দ স্বভাব ও দুশ্চরিত্রাবলীর ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া মানুষের অন্তঃকরণকেও ধ্বংস করে দেয় এবং প্রবল আশংকা থাকে যে, মৃত্যুর পর তা চিরকাল থেকে যাবে। এতদসত্ত্বেও আমরা আমাদের দোষ–ত্রুটি ও দুশ্চরিত্রাবলীর সর্প–বিচ্ছু সম্পর্কে সতর্ককারীদের শোকরগুযার হইনা ; এসব মন্দ স্বভাব দূরীকরণে সচেষ্ট হই না। উপরন্তু হিতাকাংখী উপদেশ দাতার সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করে বলি, আপনিও তো অমুক অপরাধ ও অন্যায় কাজ করে থাকেন। এহেন আচরণের অনিবার্য

www.banglakitab.weebly.com

পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, এরূপ ব্যক্তি পাপাচারে আরও অধিক মাত্রায় বল্গাহীন হয়ে উঠে। বস্তুতঃ এর মূল কারণই হচ্ছে ঈমানের মারাত্মক দূর্বলতা। আয় আল্লাহ! আমাদেরকে সরল-সোজা পথে কায়েম রাখ, সত্যিকার সঠিক বোধ ও জ্ঞানশক্তি দান কর, নেকী ও পুণ্যের কাজে মশগুল রাখ এবং যারা আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দেয় তাদের শোকরগুযার হয়ে সে অনুযায়ী আমলে তৎপর হওয়ার তওফীক দান কর।

তিন—শত্রুর মুখে তুমি তোমার দোষ-ত্রুটি জেনে নাও। কেননা, অসন্তুষ্টি ও অপছন্দনীয়তার কারণে শত্রুর মুখ থেকে তোমার যে সমালোচনা হবে, তা সেই বন্ধুর তুলনায় বেশী উপকারী হবে যে বন্ধু নির্লিপ্ততা ও দ্বীনের ব্যাপারে শৈথিল্যের কারণে তোমার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে। কিন্তু আফসূস যে, মানুষের স্বভাবই হচ্ছে, সর্বক্ষেত্রে দুশমনকে অবিশ্বাস করা ; ফলে নিজের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারেও তাকে অবিশ্বাস করা হয়। মনে করা হয়, হিংসার বশবর্তী হয়েই সে আমার সমালোচনা ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করছে। অথচ প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি শত্রুর বক্তব্য থেকে আত্মসংশোধনের উপকরণ গ্রহণ করে থাকে।

চার—সাধারণ লোকজনের সাথে মিলেমিশে থাকবে। তাদের যেসব কাজ-কর্ম ও আচার-ব্যবহার তোমার অপছন্দ হয়, সেগুলো দিয়েই তুমি তোমার প্রবৃত্তির বিচার করবে। কারণ, মুমিন মুমিনের জন্য আয়নাস্বরূপ। কাজেই যেসব দোষ-ত্রুটি তোমার দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে ধরা পড়েছে, সেগুলো তোমার মধ্যেও আছে। কেননা, প্রকৃতিগতভাবে মানুষের পরস্পর সামঞ্জস্য রয়েছে এবং তারা একে অপরের কাছাকাছি। সুতরাং সমকালীন লোকদের কারও মধ্যে কোন দোষ থাকলে অপর জনের মধ্যে সেটির মূল উপাদান, কিংবা অধিক পরিমাণ অথবা কিছু না কিছু থাকবে। অতএব, এ দর্পণ-প্রক্রিয়া অবলম্বন করতঃ নিজের নফ্সের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে এবং দোষ-ত্রুটি হতে নিজকে সংশোধন ও পবিত্র করার চেষ্টা করবে। বস্তুতই যদি চরিত্র সংশোধন ও সজ্জিত করার জন্য এ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়, তবে দীক্ষাদাতা ছাড়াই শিষ্টাচার শিক্ষা করা যায়।

জেনে রাখ ; অতি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নাও যে, উপরোল্লিখিত বিষয়াবলীর গভীরে তুমি যদি সত্যিকার অর্থে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে চিন্তা

www.banglakitab.weebly.com

কর, তাহলে তোমার অর্ন্তদৃষ্টি খুলে যাবে এবং ইল্‌ম ও এক্বীনের নূর দ্বারা তোমার অন্তর উদ্ভাসিত হবে। ফলে, নফ্‌সের রোগ-দোষ ও চিকিৎসা-প্রতিকারের সকল পথ ও পন্থা সম্পর্কে তুমি সুস্থ ও সঠিক জ্ঞান লাভ করবে। আর যদি তুমি উক্ত পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম না হও, তবে অন্ততঃপক্ষে যোগ্য ও অনুকরণীয় ব্যক্তির আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমে ঈমান ও এক্বীনকে আঁকড়ে ধরে রাখ। কারণ, পূর্বোক্ত ইল্‌মের স্থান হচ্ছে, ঈমান ও এক্বীনের পর এবং তা পরেই অর্জিত হওয়ার বস্তু। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ط

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি করবেন যাদেরকে ইল্‌ম দেওয়া হয়েছে।" (মুজাদালাহ ঃ ১১)

সুতরাং যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে নিলো তথা এ কথার উপর ঈমান আনয়ন করলো যে, নফ্‌স ও প্রবৃত্তির বিরোধিতাই খোদাপ্রাপ্তির একমাত্র পথ, এ বিশ্বাসের পর সে উপরোক্ত তথ্যাবলীর (বিস্তৃত) ইল্‌ম অর্জনে অপারগ রইল, সে ঈমানদারগণের মধ্যেই পরিগণিত। আর যে ব্যক্তি পরবর্তী বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হলো, সে (ঈমানাদর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে) ইল্‌মপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য। আল্লাহ তা'আলা এতদুভয়ের জন্যেই মঙ্গলের ওয়াদা করেছেন।

ঈমানের তাকীদে মুমিনের উপর যেসব করণীয় ও বর্জনীয় কার্যসমূহ অর্পিত হয়, সেইসবের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াত উল্লেখিত হয়েছে। এমনিভাবে, বুযুর্গানে দ্বীনের উক্তিসমূহও রয়েছে এ ব্যাপারে প্রচুর। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۝ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ۝

www.banglakitab.weebly.com

"যারা আত্মাকে প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্ত রেখেছে, নিশ্চয় বেহেশতই তাদের বাসস্থান।" (নাযি'আত ঃ ৪০, ৪১)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ط

"তারা সেইসমস্ত লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা তাকওয়া'র জন্য বিশুদ্ধ করেছেন।" (হুজুরাত ঃ ৩)

এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তাদের অন্তর থেকে পার্থিব সাধ-অভিলাষ ও লোভ-লালসার প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করে দেওয়া হয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "মুমিন ব্যক্তি পঞ্চবিধ কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে ঃ এক. অন্যান্য মুমিন তার প্রতি ঈর্ষা করে। দুই. মুনাফিক তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। তিন. কাফের তার সাথে যুদ্ধ করে। চার. শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। পাঁচ. নফ্স তার সাথে ঝগড়া ও মোকাবেলা করে।" নফ্স ও প্রবৃত্তি যে বস্তুতই মুমিনের শত্রু, তা এ হাদীস থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল। কারণ, এই নফ্স তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সবসময়ই ঝগড়া, মোকাবেলা ও চেষ্টা করতে থাকে। কাজেই নফ্সের বিরুদ্ধে জেহাদ করা এক অপরিহার্য কর্তব্য।

বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট আল্লাহ্ তা'আলা ওহী পাঠিয়েছেন ঃ হে দাউদ! নফ্স ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিজে আত্মরক্ষা কর এবং তোমার সহচরবৃন্দকেও তা থেকে সতর্ক কর। কারণ, যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ ও পার্থিব সাধ-অভিলাষে মত্ত, তাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, ফলে তারা আমার মা'রেফাত ও পরিচয় থেকে বঞ্চিত থাকে।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, "সুসংবাদ তাদের জন্য, যারা অদৃশ্য-গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্র ওয়াদাসমূহকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষিত পার্থিব সাধ-অভিলাষ ত্যাগ করেছে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ করে প্রত্যাবর্তনকারী

www.banglakitab.weebly.com

একটি দলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ "তোমরা ছোট জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বড় জিহাদের দিকে আসলে। আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বড় জিহাদ কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ বড় জিহাদ হচ্ছে, নিজের নফ্‌সের সঙ্গে জিহাদ করা।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও হুকুম পালনে স্বীয় নফ্‌সের বিরোধিতা করতে পারে।"

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ "নফসের বিরোধিতার চাইতে কঠিন কিছু আমি অনুভব করি নাই ; কখনও সে আমার উপর বিজয়ী হয়ে যায়, আর কখনও আমি।"

হযরত আবুল আব্বাস মাওসেলী (রহঃ) স্বীয় নফসকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ "তুই রাজপুতদের সাথে মিশে দুনিয়া উপার্জনেও মনোযোগী হস্ না কিংবা নেক বান্দাদের সাথে মিশে আখেরাতের কাজেও মনোযোগী হস না ; আমি তোকে নিয়ে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে ঝুলছি; তোর শরম আসা উচিত।"

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেছেন ঃ "নফ্‌সের চেয়ে মারাত্মক অবাধ্য জানোয়ার আমি আর দেখি নাই ; এটাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য শক্ত লাগামের প্রয়োজন।"

হযরত ইয়াহয়া ইব্‌নে মুআয রাযী (রহঃ) বলেন ঃ কৃচ্ছ্র-সাধনার তরবারী দ্বারা নফ্‌সের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাও। এ সাধনা চার রকমে হতে পারে ঃ এক. খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দাও। দুই. নিদ্রা কমিয়ে দাও। তিন. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কথাই বলো না। চার. মানুষের কষ্টদায়ক আচরণ সহ্য কর। খাদ্য কমিয়ে দিলে লোভ-লালসা ও অভিলাষ-রিপুর মৃত্যু ঘটে। নিদ্রা কমিয়ে দিলে চিন্তা-চেতনা স্বচ্ছ ও পবিত্র হয়। কথা-বার্তা কম করলে বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদে থাকা যায়.। মানুষের দুর্ব্যবহার ও কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্য ধারণ করলে নিজের অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌছা যায়। নিষ্ঠুর ও কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্য ধারণ করা বস্তুতই বড় সাধনা।

মানব-প্রবৃত্তি একদিকে যদি স্বেচ্ছাচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাপাচারে লিপ্ত হতে উদ্যত হয়, তাহলে অপর দিকে খাদ্যের কমতি তাকে রক্ষা করার জন্য তাহাজ্জুদ নামায অপেক্ষা অধিকতর ধারালো তরবারীর কাজ করে। নিদ্রার

www.banglakitab.weebly.com

স্বল্পতা ও নিয়ন্ত্রণ মানুষকে নির্জনতা অবলম্বনে অভ্যস্ত করে তোলে। কথা–বার্তা কমিয়ে দিলে মানুষ উৎপীড়ন ও প্রতিশোধ থেকে নিস্কৃতি পায়। ফলে নফস ও প্রবৃত্তির ক্ষতি সাধন থেকেও তুমি বেঁচে থাকবে। পাপাচারের ঘোর অন্ধকারও তোমাকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না। এভাবে নফ্সের ধ্বংসাত্মকতা থেকে তুমি রেহাই পেয়ে যাবে। এর শুভ পরিণাম এই হবে যে, তোমার এই নফ্স জ্যোতির্ময়, স্বচ্ছ ও আধ্যাত্মিকতায় প্রভাবিত হবে, নেক আমল ও ইবাদতের পথে চলমান হবে ; যেমন তীব্র গতিসম্পন্ন ঘোড়া ময়দানে দৌড়ায় এবং বাদশাহ বাগানে ভ্রমণ করে।"

ইয়াহ্য়া ইব্নে মুআয রাযী (রহঃ) আরও বলেছেন ঃ "মানুষের শত্রু তিনটি ঃ দুনিয়া, শয়তান ও নফ্স। ঘৃণা ও অনাসক্তির মাধ্যমে দুনিয়া থেকে, বিরোধিতা করে শয়তান থেকে এবং ইন্দ্রিয়জ কামনা–বাসনা ও ভোগ–বিলাস পরিহার করে নফ্স থেকে আত্মরক্ষা কর।"

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানীর উক্তি হচ্ছে, "প্রবৃত্তি যার উপর প্রভাব বিস্তার করে, প্রকৃতপক্ষে সে লোভ–লালসা ও সীমাতিরিক্ত কামনা–বাসনার শিকার হয়ে যায়। তার নিজের নিয়ন্ত্রণে তখন আর কিছুই থাকে না ; ভীত অপদস্ত হয়ে সে প্রবৃত্তির হাতে বন্দী হয় ; লাগাম ধরে প্রবৃত্তি তাকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ঘুরায়। সর্বতোভাবে তার অন্তর নেককার্যসমূহ হতে বঞ্চিত হয়ে যায়।"

হযরত জাফর ইব্নে হুমাইদ (রহঃ) বলেন ঃ সকল জ্ঞানী–গুণী লোকেরা এ ব্যাপারে একমত যে, নেয়ামত পাওয়া যাবে নেয়ামত বর্জনে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নাই। অর্থাৎ পার্থিব ভোগ–বিলাস ত্যাগ করলেই আখেরাতের নায–নেয়ামত হাসিল হবে।

হযরত আবূ ইয়াহ্য়া ওয়ার্রাক (রহঃ) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আপন প্রবৃত্তির অনুকূলে অঙ্গ–প্রত্যাঙ্গাদির খাহেশ মিটিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজ অন্তরে লজ্জা ও অপমানের বৃক্ষ রোপণ করেছে।"

হযরত ওহাইব ইব্নে ওয়ার্দ (রহঃ) বলেন ঃ "রুটির অতিরিক্ত আর সবই প্রবৃত্তিপরায়ণতা।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ "যারা পার্থিব লোভ–লালসায় মত্ত হয়ে গেছে তারা যেন যিল্লত ও অপমানের জন্য প্রস্তুত থাকে।"

www.banglakitab.weebly.com

বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন খাদ্য–সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োজিত হয়ে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বার হাজার সর্দারকে সাথে নিয়ে বের হয়েছিলেন, তখন মিসরীয় আযীযের (বাদশাহ) স্ত্রী বলেছিলেন ঃ "পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি পাপাচারের কারণে বাদশাহদেরকে গোলামে পরিণত করেছেন আর ইবাদত–বন্দেগী ও রিয়াযত–মোজাহাদার ফলশ্রুতিতে গোলামদেরকে বাদশাহ্ বানিয়েছেন। বস্তুতঃই লোভ–লালসা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতাই বাদশাহদেরকে গোলামী পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে আর সীমালংঘনকারীদের এটাই সাজা। পক্ষান্তরে ধৈর্য ও খোদাভীতি গোলামদেরকে বাদশাহী পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

"বাস্তবিক যে ব্যক্তি গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে এবং ছবর অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'আলা এমন নেক্কার লোকদের কর্মফলকে বিনষ্ট করেন না।" (ইউসুফ ঃ ৯০)

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেছেন ঃ "এক রাতে আমি খুবই বিব্রত বোধ করছিলাম—যিকির–আযকারে মশগুল হলাম ; কিন্তু এতে আমি সেই স্বাদ ও স্বস্তি অনুভব করি নাই যা অন্য সময় হতো। নিদ্রা যাওয়ার ইচ্ছা করে শয্যা গ্রহণ করলাম। কিন্তু তা–ও সম্ভব হলো না। অতঃপর উঠে বসে পড়লাম ; কিন্তু তখন আমার বসার শক্তিও ছিল না। অবশেষে ঘর থেকে বের হয়ে দেখলাম—এক ব্যক্তি গায়ের উপর চুগা (পোষাক বিশেষ) জড়িয়ে পথের মাঝখানে পড়ে রয়েছে। সে আমার আগমন অনুভব করে বললো ঃ হে আবুল কাসেম (হযরত জুনাইদের উপনাম) ! তুমি জলদি এদিকে আস। আমি বললাম, হে আমার সর্দার! আপনি কোন প্রতিশ্রুতি ছাড়াই এসে গেলেন? তিনি বললেন, হাঁ, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করেছিলাম, আমার জন্য তোমার অন্তরকে যেন উদ্বেলিত করেন। আমি বললাম, ঠিক তাই হয়েছে ; এখন বলুন, আপনার প্রয়োজন কি? তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ নফ্সের রোগের চিকিৎসা হয় কখন? আমি বললাম ঃ "যখন নফ্স তার সাধ–অভিলাষ ও বাসনার বিপরীত চলে।" একথা শুনে তিনি

www.banglakitab.weebly.com

স্বীয় নফ্সকে সম্বোধন করে বললেন ঃ ওহে নফ্স! শুনে রাখ ; এই একই জওয়াব আমি তোকে সাত বার দিয়েছি ; কিন্তু তুই হযরত জুনাইদ ব্যতীত অন্য কারও জওয়াব শুনতে রাজী নস, এখন তো তুই তার কাছেও সেই জওয়াবই পেলি। এ কথা বলে তিনি চলে গেলেন ; আমি তাকে চিনতে পেলাম না।

হযরত ইয়াযীদ রাক্কাশী (রহঃ) বলেন ঃ

اِبَّيَاكُمْ عَنِّى الْمَاءَ الْبَارِدَ فِى الدُّنْيَا لَعَلِّى لَا اُحْرَمُهُ فِى الْاٰخِرَةِ

"তোমরা দুনিয়াতে ঠাণ্ডা পানি আমা থেকে দূরে সরিয়ে রাখ, যাতে আখেরাতে আমি এ থেকে বঞ্চিত না হই।"

এক ব্যক্তি হযরত উমর ইব্নে আবদুল আযীয (রহঃ)–কে জিজ্ঞাসা করেছিল, কথা বলার সময় কোন্‌টি? তিনি বলেছেন, যখন তোমার চুপ থাকতে মনে (প্রবৃত্তি) চায়। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলো ; চুপ থাকার সময় কোন্‌টি? তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমার কথা বলতে মনে চায়।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে চায়, সে যেন দুনিয়াতে প্রবৃত্তির লোভ–লালসা ও আশা–আকাংক্ষা বর্জন করে চলে।"

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৭৭

ঈমান ও নেফাকের বর্ণনা

[নেফাক ঃ ঈমানের ছদ্মাবরণে কুফ্‌র]

পরিপূর্ণ ঈমান হচ্ছে— খাঁটী দেলে আল্লাহ্ তা'আলা, তওহীদ ও একত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনয়ন করা দ্বীনের উপর একীন ও তদনুযায়ী আমল করা।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

"পূর্ণ মুমিন তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, অতঃপর তাতে কোন সন্দেহ করে নাই, অধিকন্তু স্বীয় ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহ্ পথে (দ্বীনের জন্য) শ্রম স্বীকার করেছে ; তাঁরাই সত্যবাদী।" (হুজুরাত ঃ ১৫)

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ج

"বরং পুণ্য তো এই যে, কোন্ ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাব এবং নবীগণের প্রতি।" (বাকারাহ্ ঃ ১৭৭)

উক্ত আয়াতে ঈমানের জন্য শর্ত আরোপ করা হয়েছে—যেমন ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরণ করা, কষ্ট-ক্লেশে ছবর ও ধৈর্য ধারণ করা ইত্যাদি—এভাবে

www.banglakitab.weebly.com

মোট কুড়িটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

"তাঁরাই প্রকৃত সত্যবাদী।" (বাকারাহ্ ঃ ১৭৭)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ط

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তাদেরও যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে।"

(মুজাদালাহ্ ঃ ১১)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ط الاية

"যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে (আল্লাহ্র পথে), ব্যয় করেছে এবং জেহাদ করেছে, তাঁরা সমান নয় ; বরং তারা ঐ সমস্ত লোক অপেক্ষা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, যারা মক্কা বিজয়ের পর ব্যয় করেছে এবং জেহাদ করেছে।"

(হাদীদ ঃ ১০)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ

"এ সমস্ত লোক মর্যাদায় আল্লাহ্র নিকট বিভিন্ন স্তরের হবে।" (আলি-ইমরান ঃ ১৬৩)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "ঈমান একটি বিবস্ত্র দেহ—যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে তাক্ওয়ার (আল্লাহ্-ভীতি) বস্ত্র পরিধান করানো হবে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ "ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের শাখা হচ্ছে পথের কাঁটা দূর করা।"

www.banglakitab.weebly.com

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহে জানা যায় যে, আমলের সাথে ঈমানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এমনিভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর 'নেফাক' ও 'শির্‌কে খফী' অর্থাৎ গোপন শির্‌ক (যেমন রিয়া) হতে পবিত্র না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে সত্যিকার ঈমান আছে বলে গণ্য হবে না। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِصٌ وَ اِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُؤْمِنٌ مَنْ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَ اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَ اِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

"চারটি দোষ যে ব্যক্তির মধ্যে আছে, সে খাঁটী মুনাফিক ; যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং দাবী করে যে, সে মুমিন। এক. যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে। দুই. যখন ওয়াদা করে, তা খেলাফ (বিপরীত) করে। তিন. যখন তার নিকট আমানত রাখা হয়, খিয়ানত করে। চার. যখন ঝগড়া করে, অশ্লীল বকে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "এ উম্মতের অধিকাংশ মুনাফিকদের অস্তিত্ব ক্বারীদের (ক্বেরাআত পাঠকারী) মধ্যে রয়েছে।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ "আমার উম্মতের মধ্যে শির্‌ক পাথরের উপর পিপিলিকার পদচারণা অপেক্ষা নিঃশব্দে এবং অধিক সন্তর্পণে বিদ্যমান থাকবে।"

হযরত হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কেউ এমন কোন কথা বলে বসতো যে কারণে সে মুনাফিক হয়ে যেতো এবং এরই উপর তার মৃত্যু হতো। আর আজকের যুগে সে ধরণের কথা আমি তোমাদের মুখে দশ দশ বার উচ্চারিত হতে শুনি।" (অথচ তোমাদের কোন পরোয়াই নাই।)

www.banglakitab.weebly.com

এক বুযুর্গ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজকে মুনাফেকী থেকে মুক্ত–পবিত্র মনে করে, সে প্রকৃতপক্ষে মুনাফেকীর অতি নিকটবর্তী হয়ে রয়েছে।"

হযরত হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ অপেক্ষা আজকের যুগে মুনাফিকদের সংখ্যা অনেক বেশী। সে যুগে তারা নিজেদের নেফাক গোপন করে রাখতো ; কিন্তু আজকে তারা দিবালোকে প্রকাশ করে বেড়ায়। এ নেফাক সত্যিকারের ঈমানের বিপরীত এবং খুবই সূক্ষ্ম বস্তু। যারা নিজেদের মধ্যে নেফাকের আশংকা বোধ করে, তারা এ থেকে দূরে রয়েছে, পক্ষান্তরে যারা নেফাক–মুক্ততার দাবী করে, তারাই আসলে এতে লিপ্ত।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)–এর নিকট জনৈক ব্যক্তি মন্তব্য করেছিল যে, এ যুগে নেফাকের অস্তিত্ব নাই। তিনি বলেছিলেন ঃ "ওহে! মুনাফিকদের যদি দুনিয়াতেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার রীতি থাকতো, তবে তোমরা আতঙ্কের কারণে ঘর থেকে বের হতে পারতে না।"

হযরত হাসান বসরী অথবা অন্য কোন বুযুর্গ বলেছেন ঃ "মুনাফিকদের যদি (চিহ্নস্বরূপ) লেজ গজানোর নিয়ম থাকতো, তবে আমরা রাস্তায় পা ফেলতে পারতাম না।"

একদা এক ব্যক্তি হাজ্জাজের বিরূপ সমালোচনা করছিল। হযরত ইব্নে উমর (রাযিঃ) তা শুনতে পেয়ে বলেছিলেন ঃ দেখ, যদি হাজ্জাজ তোমার এসব মন্তব্য শুনতে থাকতো, তাহলে কি তুমি তা করতে পারতে? লোকটি বললো ঃ না। হযরত ইব্নে উমর (রাযিঃ) বললেন ঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এটাকে মুনাফেকী মনে করতাম।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষের সাথে দ্বিমুখী আচরণ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে (শাস্তিস্বরূপ) দুই জিহ্বাবিশিষ্ট করে উঠাবেন।"

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সে, যে দ্বিমুখী আচরণ করে—একজনের সাথে সে এক রকম বলে, অপরজনের সাথে সে–কথাটিই অন্য রকম বলে।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)–এর নিকট বলা হয়েছিল যে, এক সম্প্রদায়ের লোক মনে করে যে, তাদের মধ্যে কোনরূপ মুনাফেকী নাই। তিনি বলেছেন ঃ "আমি যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে, আমার মধ্যে নেফাক অর্থাৎ মুনাফেকী নাই, তবে এটা সোনায় ভরপুর সারা জাহান অপেক্ষা আমার কাছে প্রিয়।"

হযরত হাসান (রাযিঃ) আরও বলেন ঃ মন–মুখ, প্রকাশ্য–অপ্রকাশ্য এবং ভিতর–বাইর এক না হওয়া মুনাফেকীর লক্ষণ।"

হযরত হুযাইফাহ্ (রাযিঃ)–এর নিকট এক ব্যক্তি বললো ঃ আমার আশংকা হয় যে, আমি মুনাফিক হয়ে গেলাম কিনা। তিনি বললেন ঃ তুমি যদি নিজ সম্পর্কে মুনাফেকীর আশংকা বোধ না করতে, তাহলে সত্যিই তুমি মুনাফিক হতে।

হযরত ইব্নে আবী মুলাইকাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একশত ত্রিশ জন কিংবা (অপর বর্ণনায়) একশত পঞ্চাশ জন সাহাবীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই নিজের সম্পর্কে নেফাকের আশংকা করতেন। (এ ছিল তাঁদের খোদা–ভীতি ও অতি উচ্চ পর্যায়ের ঈমানী চেতনা।)

বর্ণিত আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে মজলিসে বসা ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম আলোচনা প্রসঙ্গে একজন লোকের খুবই প্রশংসা করলেন। একটু পরেই সে লোকটিও মজলিসে এসে উপস্থিত হয় ; মাত্রই উযূ করে আসার কারণে তাঁর চেহারা থেকে উযূর পানি গড়িয়ে পড়ছিল, তাঁর হাতে ছিল পাদুকাদ্বয়, দুই চোখের মধ্যমর্তী স্থানে সিজদার চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইনিই সেই লোক, যার আমরা প্রশংসা করেছি। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তো এর মুখমণ্ডলে শয়তানের ছাপ লক্ষ্য করছি। লোকটি সালাম দিয়ে সাহাবায়ে কেরামের সাথে মজলিসে বসে গেল। হুযূর তাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ "আমি তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি সত্য করে বল—তুমি যখন এখানে উপবিষ্ট লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছো, তখন তোমার মনে কি একথা আসে নাই যে, এদের মধ্যে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ

www.banglakitab.weebly.com

লোক আর কেউ নাই? লোকটি বললো, আল্লাহ্ সাক্ষী, আমি তাই মনে করেছি। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন দো'আয় বলতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহ্! আমার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত সবকিছু থেকে আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিও ভয় ও আশংকা বোধ করেন? তিনি বললেন ঃ "সব সময়ই সন্ত্রস্ত থাকি—এছাড়া কোন উপায় নাই। কেননা, মানুষের মন সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার অনন্ত ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে ; তিনি যখন যেভাবে ইচ্ছা তাতে পরিবর্তন করে দেন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ○

"আর আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাদের সম্মুখে এমন ব্যাপার উপস্থিত হবে, যার ধারণাও তাদের ছিল না।" (যুমার ঃ ৪৭)

হযরত সির্‌রী সাক্‌তী (রহঃ) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি ফুল-বাগিচায় প্রবেশ করার পর বিভিন্ন রকমের সুন্দর পাখী যদি এক স্বরে তাকে বলতে থাকে—হে আল্লাহ্র ওলী! আপনাকে সালাম, আপনাকে সালাম, এতে যদি সে আত্মপ্রসাদ ও আনন্দ উপভোগ করে, তাহলে বুঝতে হবে—লোকটি তার প্রবৃত্তির হাতে বন্দী।

উপরোক্ত রেওয়ায়াত ও বর্ণনাসমূহের আলোকে বুঝা যায় যে, নেফাক বা ঈমানের ছদ্মাবরণে কুফর কত সূক্ষ্ম এবং গোপনভাবে থাকতে পারে। সুতরাং এ ব্যাপারে অসতর্ক হওয়া মোটেই সমীচীন নয়।

হযরত উমর (রাযিঃ) অনেক সময় হযরত হুযাইফাহ্ (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করতেন—মুনাফিকদের মধ্যে আমাকে তো উল্লেখ করা হয় নাই? অর্থাৎ নিজ সম্পর্কে তিনি নেফাকের আশংকা করতেন এবং উদ্বিগ্ন হয়ে হযরত হুযাইফাহ্ থেকে জানতে চাইতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম মুনাফিকদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন কিনা।

হযরত আবূ সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন ঃ জনৈক শাসকের মুখে একদা আমি একটি আপত্তিকর উক্তি শুনে তার প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি আশংকা করেছি যে, সে আমাকে হত্যা করার হুকুম দিবে। মৃত্যুর ভয় আমার ছিল না এবং এ জন্যেও আমি প্রতিবাদ

www.banglakitab.weebly.com

থেকে বিরত থাকি নাই। বরং আমি আশংকা বোধ করেছিলাম যে, হত্যাকালে আমার প্রাণ নির্গত হওয়ার সময় মানুষের নিকট আমার সুনামের দরুণ হয়ত আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করবো ; এ জন্যেই আমি প্রতিবাদ থেকে বিরত রয়ে গেলাম। বস্তুতঃ এটা নেফাকের সেই প্রকার যা মূল ঈমানের বিপরীত নয় ; বরং ঈমানের হাকীকত, সততা, পূর্ণতা ও স্বচ্ছতার পরিপন্থী। তাই নেফাক দুই ভাগে বিভক্ত ঃ এক. যে নেফাকের দরুণ মানুষ দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়, কাফের বলে গণ্য হয় এবং পরিণামে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়। দুই. যে নেফাকের দরুণ দীর্ঘ সময়ের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হয় কিংবা বহুলাংশে মর্যাদা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং সিদ্দীকীন থেকে মর্যাদা বহু নিম্নতর হয়ে যায়।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৭৮

গীবত ও চুগলখোরীর বর্ণনা

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে গীবত ও পরনিন্দার জঘন্যতা বর্ণনা করেছেন এবং গীবতকারীকে আপন ভাইয়ের মৃতদেহের গোশত ভক্ষণকারীর সাথে তুলনা করেছেন ঃ

ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ

"তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা একে ঘৃণাই কর।" (হুজুরাত ঃ ১২)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "এক মুসলমানের সবকিছু অপর মুসলমানের উপর হারাম ; অর্থাৎ রক্ত, সম্পদ, ইয্যত।" আর গীবত মানুষের ইয্যত নষ্ট করে তাকে অপমান করে তাই হারাম।

তার মাধ্যমে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَدَابَرُوا

"তোমরা কারও প্রতি কেউ হিংসা করো না, পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করো না, কারও দোষ–ত্রুটি খুঁজার পিছনে পড়ো না এবং পরস্পর বিচ্ছেদমূলক আচরণ করো না।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে—

www.banglakitab.weebly.com

"তোমরা গীবত করা থেকে বাঁচ। কেননা গীবত ব্যভিচারের চাইতেও জঘন্য।" এই জঘন্যতার কারণ হচ্ছে—ব্যভিচারী আল্লাহ্‌র কাছে সনিষ্ঠ তওবা করলে তিনি তা কবুল করবেন এবং তাকে ক্ষমা করবেন ; কিন্তু গীবতকৃত বান্দা যে পর্যন্ত গীবতকারীকে ক্ষমা না করবে, আল্লাহ্ তাআলাও তাকে ক্ষমা করবেন না।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَرَرْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ عَلٰى اَقْوَامٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ بِاَظَافِيْرِهِمْ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هٰؤُلَاءِ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَغْتَابُوْنَ النَّاسَ وَيَقَعُوْنَ فِىْ اَعْرَاضِهِمْ ـ

"মিরাজ–রাত্রিতে আমি এমন কিছু লোকের পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম, যারা বিরাটকায় ধারালো নখের দ্বারা নিজেদের মুখমণ্ডল মারাত্মক ভাবে কাটতে ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—হে জিব্‌রাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন ঃ এরা দুনিয়াতে মানুষের গীবত ও নিন্দাবাদ করতো আর মানুষের ইয্যত–সম্মান নষ্ট করার জন্য পিছনে লেগে থাকতো।"

হযরত সুলাইমান ইব্‌নে জাবের (রাযিঃ) বলেন, আমি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছি—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কিছু নেক আমল বলে দিন, যা দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। তিনি বল্‌লেন ঃ

لَا تُحَقِّرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَصُبَّ مِنْ دَلْوِكَ فِىْ اِنَاءِ الْمُسْتَقِىْ وَاَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِبَشْرٍ حَسَنٍ وَاِنْ اَدْبَرَ فَلَا تَغْتَبْهُ ـ

"নেক আমল ছোট হোক আর বড়—কোনটাকেই তুমি তুচ্ছ মনে করবে না। এমনকি তোমার বালতি থেকে অপরের বালতিতে পানি ভরে দিবে কিংবা প্রসন্ন চেহারায় তোমার কোন ভাইকে সাক্ষাৎ দিবে ; সে বিদায়

www.banglakitab.weebly.com

নেওয়ার পর তার কোন নিন্দাবাদ করবে না (—এসব আমল প্রকৃতপক্ষে তুচ্ছ নয়)।

হযরত বারা' ইব্নে আযেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা (বয়ান) দিলেন। এমনকি গৃহে অবস্থানরতা মহিলাদেরকেও তা শুনালেন ঃ "ওহে! তোমরা যারা মুখে মুসলমান হয়েছো অথচ অন্তরে বিশ্বাস কর নাই, তারা মুসলমানদের নিন্দাবাদ করো না, তাদের দোষ খুঁজো না। কারণ যে তার ভাইয়ের দোষ খুঁজবে, আল্লাহ্ তার দোষ খুঁজবেন। আর যার দোষ খুঁজবেন তিনি তাকে অপমানিত করবেন—যদিও সে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, "গীবত এমন এক জঘন্য অভ্যাস, যদি কেউ এ থেকে তওবা করেও মারা যায়, তবুও সে সকলের পরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি গীবতের গুনাহে লিপ্ত থেকে মারা যায় তা'হলে সে জাহান্নামে সর্বপ্রথম প্রবেশকারীরে মধ্যে হবে।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে রোযা রাখতে বললেন এবং আরও বললেন যে, আমি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা কেউ রোযা ভঙ্গ করো না। লোকেরা সকলেই রোযা রাখলো। সন্ধ্যার সময় এক একজন এসে বলতে লাগলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি রোযা রেখেছি ; আপনি অনুমতি দিলে ইফ্তার করে নেই। তিনি অনুমতি দিতেন—এভাবে লোকেরা ইফতার করে নেয়। এদের মধ্যে একজন লোক এসে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ঘরে দুইজন স্ত্রীলোক রোযা রেখেছে ; তারা আপনার খেদমতে উপস্থিত হতে লজ্জা পায় ; তাদের রোযা ভঙ্গের অনুমতি প্রদান করলে তারা ইফতার করে নিতো। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পুনরায় কথাটি আরজ করলো। তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবার আরজ করলো। তখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

তারা রোযা রাখে নাই ; যারা দিনভর মানুষের গোশ্ত খেয়েছে তাদের রোযা কেমন করে হয়? তাদেরকে গিয়ে বলো—যদি রোযাদার হয়ে থাকে

www.banglakitab.weebly.com

তাহলে যেন তারা বমন করে। লোকটি গিয়ে তাদেরকে জানালে পর তারা বমন করলো। এতে তাদের ভিতর থেকে জমাট রক্ত বের হলো। লোকটি পুনরায় এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবস্থা জানালো। তিনি বললেন ঃ কসম সেই পবিত্র সত্তার, যার হাতে আমার জান, এসব পদার্থ যদি তাদের পেটের ভিতর থেকে যেতো, তবে আগুন তাদের খেতো। অন্য বর্ণনায় ঘটনাটির শেষাংশ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলে সম্মুখ দিক থেকে এসে লোকটি বলতে লাগলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! স্ত্রীলোক দু'জন মরণাপন্ন অবস্থায় আছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উপস্থিত করতে বল্‌লেন। উপস্থিত করা হলে দু'জনের একজনকে একটি পাত্রে বমন করতে বললেন। সে বমন করলো। ফলে, পাত্রটি রক্ত এবং পূঁজে ভরে গেল। অতঃপর অপর স্ত্রীলোকটিকে বমন করতে বল্‌লেন। সে বমন করলো। এতেও একটি পাত্র রক্ত ও পূঁজে ভরে গেল। অতঃপর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ এরা রোযা রেখে আল্লাহ্‌ তাআলার হালাল খাদ্য আহার করা থেকে বিরত রয়েছে ; কিন্তু আল্লাহ্‌ কর্তৃক হারামকৃত বস্তু (মৃত) ভক্ষণ করেছে। অর্থাৎ তারা একত্র বসে পরস্পর গীবত ও পবনিন্দায় লিপ্ত হয়ে মৃতদের গোশত্‌ খেয়েছি।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সম্মুখে সূদ ও সূদের জঘন্যতা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, সূদের একটি মাত্র দিরহামও ছত্রিশ বার যেনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পাপ ; আর সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক সূদ হচ্ছে, কোন মুসলমানকে হেয় করা।

চুগলখোরী

চুগলখোরী করা অত্যন্ত জঘন্য ও নিন্দনীয় দোষ। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ○

www.banglakitab.weebly.com

"অপবাদ কারী ও চুগলখোর ব্যক্তি।" (কলম ঃ ১১)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ○

"রুক্ষ স্বভাবসম্পন্ন, তদুপরি অবৈধজাত (ও) হয়। " (কলম ঃ ১৩)

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মুবারক (রহঃ) বলেন ঃ

"যানীম' ঃ অবৈধজাত এবং যে কথা গোপন রাখে না।" হযরত ইব্নে মুবারক (রহঃ) উপরোক্ত আয়াত থেকে মর্ম আহরণ করে ইঙ্গিত আকারে এ কথা প্রমাণিত করছেন যে, যে কোন ব্যক্তি যদি কথা গোপন রাখতে না জানে এবং চুগলখোরী করে বেড়ায়—এ অভ্যাস সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবৈধজাত হওয়া বুঝায়। কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ○

"মহা দুর্ভোগ রয়েছে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য ঃ যে কারও নিন্দা করে এবং সাক্ষাতে ধিক্কার দেয়। " (হুমাযাহ্ ঃ ১)

এক ব্যাখা অনুযায়ী 'হুমাযাহ্' দ্বারা চুগলখোর ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আবূ লাহাবের স্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন ঃ

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ○

"সে কাষ্ঠ বহন করে আনে" (লাহাব ঃ ৪)

বর্ণিত আছে স্ত্রীলোকটি ছিল চুগলখোর ; একের কথা বহন করে (ক্ষতির উদ্দেশ্যে) অপরের কাছে পৌঁছিয়ে দিতো।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا

"তারা উভয়েই সেই বান্দাদ্বয়ের খিয়ানত (হক নষ্ট) করেছে, সুতরাং সে দু'জন সৎ বান্দা আল্লাহ্র মুকাবিলায় তাদের কিছুমাত্র কাজে আসতে পারে নাই।" (তাহ্রীম ঃ ১০)

বস্তুতঃ সে দুজন মহিলার মধ্যে হযরত লূত (আঃ)–এর স্ত্রীর অভ্যাস

www.banglakitab.weebly.com

ছিল, লোকদেরকে নবীর মেহ্মানদের আগমন–সংবাদ জানিয়ে দিতো (অতঃপর তারা এসে এদের সাথে জঘন্য দুর্ব্যবহার করতো। আর হযরত নূহ (আঃ)–এর স্ত্রী লোকদের কাছে তাঁকে পাগল বলে বেড়াতো।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "চুগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

"অন্য এক হাদীসে আছে ঃ কাত্তাত জান্নাতে যাবে না।" আর কাত্তাত' অর্থ হচ্ছে, চুগলখোর।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয় তারা, যাদের আখলাক–চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।—যারা বিনম্র স্বভাবের অধিকারী, সহানুভূতিশীল ও লোকদের সাথে ভালবাসা ও সদাচরণে অভ্যস্ত। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় তারা যারা চুগলখোরী করে ভাইদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। এবং সৎ ও নির্দোষ লোকদের ত্রুটি–বিচ্যুতি খুঁজে বেড়ায়।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে বলবো—সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক কারা? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, অবশ্যই বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বল্লেন ঃ যারা চুগলখোরী করে এবং ভাল মানুষের দোষ–ত্রুটি তালাশ করে।"

হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ اَشَاعَ عَلٰى مُسْلِمٍ كَلِمَةً لِيَشِيْنَهٗ بِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ شَانَهُ اللّٰهُ بِهَا فِى النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে বদনাম করার জন্য কোন কথা প্রচার করে, ক্বিয়ামতের দিন সে কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে হেয় করবেন।"

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

اَيُّمَا رَجُلٍ اَشَاعَ عَلٰى رَجُلٍ كَلِمَةً وَهُوَ بَرِئٌ لِيَشِيْنَهٗ بِهَا فِى الدُّنْيَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَشِيْنَهٗ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى النَّارِ ـ

"যদি কেউ অন্য যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুনিয়াতে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কোন অপপ্রচার করে, আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাকে অবশ্যই দোযখে নিক্ষেপ করে হেয় করবেন।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ شَهِدَ عَلٰى مُسْلِمٍ بِشَهَادَةٍ لَيْسَ لَهَا بِاَهْلٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ ـ

"যে ব্যক্তি (স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে) সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য না হয়ে কোন মুসলমানের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।"

কথিত আছে যে, কবরের এক তৃতীয়াংশ আযাব চুগলখোরীর কারণে হয়ে থাকে।

হযরত ইব্নে উমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত সৃষ্টি করে তাকে হুকুম করেছেন ঃ ওহে! কথা বল্। তখন সে বলেছে ঃ "সৌভাগ্যবান ঐসব লোক যারা আমাতে প্রবেশ লাভ করবে।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ আমার ইয্যত ও প্রতাপের কসম, আট শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না ঃ ১. মদ্যপানে অভস্ত। ২. যেনা-ব্যভিচারে অভ্যস্ত। ৩. চুগলখোর। ৪. দায়ূস (অর্থাৎ যার স্ত্রী, মা, বোন যেনাকারীতে লিপ্ত ; কিন্তু সে তাদেরকে বিরত রাখে না)। ৫. অত্যাচারী প্রহরী-পুলিশ। ৬. নপুংসক (অর্থাৎ যে স্বেচ্ছায় স্ত্রীলোকের ভাব-ভঙ্গি অবলম্বন করে ও গান-বাজনায় মত্ত হয়)।

www.banglakitab.weebly.com

৭. আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদনকারী। ৮. যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে এ কথা বলে যে, আমি যদি অমুক কাজটি না করি তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী থাকবো ; অতঃপর সে কাজটি সম্পাদন করলো না।

হযরত কাব আহবার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—একদা বনী ইস্‌রাঈলের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হযরত মূসা (আঃ) বারবার বৃষ্টির জন্য দো'আ করা সত্ত্বেও বৃষ্টি হলো না। আল্লাহ্ পাক ওহী পাঠালেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সাথে কোন চুগলখোর ব্যক্তি শরীক থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কারও দো'আ কবূল করা হবে না। হযরত মূসা (আঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনি বলে দিন—আমাদের মধ্যে চুগলখোর ব্যক্তি কে? আমরা তাকে আমাদের থেকে পৃথক করে দেই। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ হে মূসা! আমি নিজেই চুগলখোরী হারাম করেছি ; আবার তা বলে দিয়ে আমি তাতে লিপ্ত হবো? অতঃপর তারা সকলেই আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা করলো। পরে বৃষ্টিও হলো।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি সাতটি কথা জানার জন্য সাতশত ফর্‌সখ (প্রায় তিন মাইলে এক ফরসখ হয়) সফর করে এক হাকীম-তত্ত্বজ্ঞানী খেদমতে উপস্থিত হয়েছিল। সে আরজ করলো—আল্লাহ্ পাক আপনাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা থেকে কিছু আহরণ করার জন্য আমি এসেছি। আপনি বলুন—১. আসমানের ওজন কি পরিমাণ এবং আসমানের চেয়ে বেশী ওজনী কোন্ জিনিসটি? ২. জমীনের ওজন কি এবং এর চেয়ে ভারী কোন্ বস্তুটি? ৩. পাথর সম্পর্কে বলুন যে, এর চেয়েও শক্ত ও কঠিন বস্তু কোন্‌টি? ৮. আগুন সম্পর্কে বলুন যে, এর চেয়েও উত্তপ্ত কোন্ জিনিসটি? ৫. যাম্‌হারীর (সীমাহীন ঠাণ্ডা, দোযখেরও একটি নাম) সম্পর্কে বলুন যে, এরচেয়ে অধিক ঠাণ্ডা কোন্‌টি? ৬. সাগর সম্পর্কে বলুন যে, এরচেয়ে বেশী প্রশস্ত কি? ৭. এতীম সম্পর্কে বলুন যে, এরচেয়ে হেয়-লাঞ্ছিত কে?

জ্ঞানী লোকটি জবাব দিল ঃ ১. নিষ্পাপ-নির্দোষ লোকের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা আসমান অপেক্ষা-ভারী গুনাহ। ২. হক কথা যমীনের চেয়েও বেশী ওজনী। ৩. কাফেরের মন পাথরের চেয়েও বেশী শক্ত ও কঠিন। ৪. লোভ ও হিংসা আগুণের চেয়েও বেশী উত্তপ্ত। ৫. নিকটজন ও আত্মীয়ের কাছে কোন অভাব ও প্রয়োজন পেশ করার পর তা পূরণ

www.banglakitab.weebly.com

না হওয়া যাম্‌হারীর অপেক্ষা অধিক ঠাণ্ডা। ৬. অল্পেতুষ্ট ব্যক্তির অন্তর সাগর অপেক্ষাও বেশী প্রশস্ত। ৭. চুগলখোরের অপকর্ম যখন প্রকাশ পেয়ে যায়, তখন সে এতীম-অনাথের চেয়েও বেশী হেয়-অপদস্থ।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি চমৎকার নসীহত করেছেন ঃ "লোকদের মধ্যে চুগলখোরীতে যে ব্যক্তি অভ্যস্ত তার এ দুশ্চরিত্রের বৃশ্চিক ও সর্প থেকে তার বন্ধুরাও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। যেমন রাতের অন্ধকারের বন্যাস্রোত; কেউ বলতে পারে না কোনদিক থেকে এসে কোনদিকে গেল।"

অপর একজন নসীহত করেছেন ঃ "অপরের বিরুদ্ধে যে তোমার কাছে চুগলখোরী করে, সে তোমার বিরুদ্ধেও অপরের কাছে নির্দ্বিধায় চুগলখোরী করবে। কাজেই তুমি এহেন লোকদের সংশ্রব থেকে পূর্ণ সতর্ক থেকো।"

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

অধ্যায় ঃ ৭৯

শয়তানের শত্রুতা

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ মানুষের অন্তরে দুই প্রকারের খেয়াল ও চিন্তা–কল্পনার উদ্রেক হয় ঃ এক. ফেরেশ্‌তার পক্ষ থেকে। এ খেয়াল মানুষকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ এবং হক ও সত্যের দিকে ধাবিত করে। যাদের অন্তরে এরূপ খেয়াল ও ধ্যান–কল্পনা উদিত হয়, তাদের বিশ্বাস করা উচিত যে, এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি অনুগ্রহ। সুতরাং এ জন্য তার আল্লাহ্ পাকের দরবারে শোকর ও প্রশংসা আদায় করা উচিত। দ্বিতীয় প্রকারের খেয়াল ও চিন্তা–কল্পনার উদ্রেক ঘটে শয়তানের পক্ষ থেকে। এতে মানুষের মন অসৎ ও অন্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, হক ও সত্যকে অস্বীকার করে এবং সৎ ও কল্যাণকর কার্যসমূহ পরিহার করে চলে। যে ব্যক্তি তার অন্তরে এহেন অবস্থা অনুভব করবে সে যেন 'আঊযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম' পাঠ করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ

"শয়তান তোমাদেরকে অভাবগ্রস্ত হওয়ার ভয় দেখায় এবং অসৎ কাজের পরামর্শ দেয়।" (বাক্বারাহ ঃ ২৬৮)

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ "দ্বিবিধ চিন্তা–কল্পনা মানুষের অন্তরে আনাগুনা করে। এক. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর দ্বিতীয়টি শত্রুর (শয়তান) পক্ষ থেকে। আল্লাহ্ পাক রহম করুন সেই বান্দার প্রতি যে উভয়বিধ চিন্তা ও খেয়াল মাত্রই হুঁশিয়ার হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত খেয়াল ও চিন্তা–কল্পনা অনুযায়ী তাঁর আনুগত্য ও হুকুম–আহ্‌কাম পালনে ব্যাপৃত হয়ে যায়। আর শত্রুর পক্ষ থেকে আগত কল্পনার বিরুদ্ধে মোকাবিলা ও

www.banglakitab.weebly.com

সাধনায় রত হয়ে যায়।

জাবের ইব্নে উবাইদাহ্ আদাভী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী ইব্নে যিয়াদ (রাহঃ)–এর নিকট আরজ করেছি যে, আমার অন্তরে কখনও ওয়াস্ওয়াসহ বা কুমন্ত্রনা আসে না। তিনি বল্লেন ঃ "অন্তর হচ্ছে গৃহের ন্যায় ; এতে চোর প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে ; যদি ঘরে কিছু থাকে তাহলে চোর চুরি করতে পারে কিংবা ডাকাত হামলা করতে পারে। কিন্তু চোর বা ডাকাতের জন্য যদি ঘরে কিছুই না থাকে, তাহালে তাদের হামলার প্রশ্ন থাকে না। অর্থাৎ অন্তর যদি কাম–প্রবৃত্তি থেকে পবিত্র থাকে, তবে, শয়তান তাতে প্রবেশ করে না।" এ জন্যেই আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

"বাস্তবিক আমার বান্দাদের উপর তোমার কিছুমাত্র ক্ষমতা চলবে না।" (হিজর ঃ ৪২) কাজেই যে ব্যক্তি নফস ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো, সে প্রকৃতপক্ষ নফ্সেরই গোলাম ও দাস হলো ; আল্লাহ্র গোলাম সে নয়। এজন্যেই এহেন প্রবৃত্তিপূজারীদের উপর শয়তানকে নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ

"আপনি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা দেখেছেন, যে নিজের প্রবৃত্তিকে আপন মাবূদ সাব্যস্ত করেছে?" (জাসিয়াহ্ ঃ ২৩)

এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রবৃত্তিই তার খোদা ও মাবূদ, অতত্রব সে প্রবৃত্তির বান্দা হলো ; আল্লাহ্র বান্দা নয়।

হযরত আমর ইব্নে আস (রাযিঃ) একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! শয়তান আমার নামায ও ক্বিরাআতে বাধা সৃষ্টি করে।" হুযূর বল্লেন ঃ এ শয়তনের নাম 'খুন্যুব'। যখনই তুমি এটা অনুভব কর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর (অর্থাৎ আউযু বিল্লাহি মিনাশ্শায়তানির রাজীম পড়) এবং বাম দিকে তিন বার থুথু কর। হযরত অমর ইব্নে আস (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূরের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করেছি। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তা সম্পূর্ণ

www.banglakitab.weebly.com

দূর করে দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে, উযূর সময় একটি শয়তান হামলা করে থাকে এটার নাম 'ওয়ালাহান'। তোমরা এটা থেকেও আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। সর্বোপরি অন্তর থেকে শয়তানী ওয়াসওয়াসাহ্ প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আল্লাহ্‌র যিকির ও স্মরণই দূর করতে পারে। কেননা, আল্লাহ্‌র যিকির ও স্মরণ থাকলে অন্তর যেহেতু এটাতে ব্যাপৃত থাকবে, সুতরাং কোন শূন্যতা না থাকার কারণে অন্য কোন ধ্যান–খেয়াল ও কুমন্ত্রণা অন্তরে স্থান পাবে না। এ ছাড়া শয়তানের গমনাগমন ও উপস্থিতির জায়গা হচ্ছে অশ্লীল–অহেতুক ও বেহুদা গল্প–গোজারির স্থানসমূহ ; আল্লাহ্‌র যিকিরের স্থানসমূহ শয়তানের উপস্থিতি–স্থল নয়। সুতরাং যে অন্তরে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও যিকির রয়েছে, তাতে শয়তানী কুমন্ত্রণার উদ্রেক হয় না। এছাড়া আরও কারণ হচ্ছে, যে কোন ব্যাধির চিকিৎসা হয় রোগের বিপরীত প্রক্রিয়া অবলম্বনের মাধ্যমে। আর সর্ববিধ শয়তানী কুমন্ত্রণার বিপরীত হলো 'আল্লাহ্‌র যিকির' 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম' এবং 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্'। তাই এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে শয়তানী ওয়াসওয়াসাহ্ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। তবে এটা এমন সব পরহেযগার ও মুত্তাকী লোকদের কাজ যাদের জীবনে আল্লাহ্‌র যিকির প্রকৃতই প্রাধান্য পেয়েছে। আর শয়তানও ঠিক এমন লোকদের প্ররোচিত করার সুযোগের সন্ধানে থাকে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ۚ

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, যখন তাদের প্রতি শয়তানের পক্ষ হতে কোন আশংকা দেখা দেয়, তখন তারা আল্লাহ্‌র স্মরণে লিপ্ত হয়ে যায়, ফলে অমনি তাদের চক্ষু খুলে যায়।" (আ'রাফ ঃ ২০১)

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ "পবিত্র কুরআনের আয়াত রয়েছেঃ

وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

www.banglakitab.weebly.com

"কুমন্ত্রনা প্রদানকারী পশ্চাদাপসরণকারীর (অর্থাৎ শয়তানের) অপকারিতা হতে।" (নাস ঃ ৪)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, শয়তান সর্বদা মানবের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে ; যখন দেখে অন্তর আল্লাহ্‌র যিকিরে মগ্ন, তখন সে মূর্ছে পড়ে, আর যখন দেখে আল্লাহ্‌র যিকির থেকে সে গাফেল–অন্যমনস্ক তখন শয়তান অন্তরের উপর ছেয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ্‌র যিকির ও শয়তানী কুমন্ত্রণার মধ্যখানে আবর্তিত হওয়ার এ অবস্থাকে আলো এবং অন্ধকার কিংবা দিবস ও রাতের মাঝে আবর্তিত হওয়ার সাথে তুলনা করা চলে। আল্লাহ্‌র যিকির ও শয়তানের কুমন্ত্রণার পরস্পর বৈপরিত্যের বিষয় পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ط

"শয়তান তাদের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছে, ফলে সে তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকির ভুলিয়ে দিয়েছে।" (মুজাদালাহ্ ঃ ১৯)

হযরত আনাস (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خُرْطُوْمَهٗ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاِنْ هُوَ ذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالٰى خَنَسَ وَاِنْ نَسِيَ اللّٰهَ تَعَالٰى اِلْتَقَمَ قَلْبَهٗ

"শয়তান আদম সন্তানের হৃদয়ে শুঁড় লাগিয়ে বসে আছে; যদি সে আল্লাহ্‌র যিকিরে মগ্ন থাকে, তবে সে পিছু হটে যায়। আর যদি আল্লাহ্‌র যিকির থেকে গাফেল হয়, তবে তাঁকে লুকমা বানিয়ে (গলধঃকরণ করে)নেয়।"

ইব্‌নে ওয়াযযাহ্ (রহঃ) তৎবর্ণিত এক হাদীসে বলেছেন ঃ মানুষ চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পরও যদি তওবা না করে, তাহলে শয়তান তার মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে বলে যে, এটা ঐ চেহারা যেটা আখেরাতে নাজাত পাবে না। আর খাহেশ ও কাম–প্রবৃত্তি যেমন মানুষেড় রক্ত–মাংসে সংমিশ্রিত থাকে, অনুরূপভাবে শয়তানের আধিপত্যও মানুষের রক্ত–মাংসে প্রবিষ্ট এবং সর্বদিক থেকে তার অন্তরে পরিব্যাপ্ত রয়েছে। এজন্যেই হুযূর

www.banglakitab.weebly.com

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "শয়তান আদম সন্তানের মধ্যে রক্তের চলাচলের ন্যায় বিরাজ করে। অতত্রব তোমরা অল্পাহার ও ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য-সাধনার দ্বারা শয়তানের প্রবেশদ্বার বন্ধ কর।" বস্তুতঃ এরই মাধ্যমে খাহেশ ও কাম-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ নিস্তেজ ও স্তিমিত হয়ে আসবে, ফলে শয়তানের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হবে।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইবলীস শয়তানের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন ঃ

لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ
اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ط

"আমি তাদের (ক্ষতির) জন্য আপনার সরল পথে বসবো, অতঃপর তাদের উপর আক্রমণ চালাবো তাদের সম্মুখ দিক হতেও এবং তাদের পশ্চাদ্দিক হতেও এবং তাদের ডান দিক হতেও এবং তাদের বাম দিক হতেও।" (আ'রাফ ঃ ১৬, ১৭)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ শয়তান আদম-সন্তানকে বিপথগামী করার জন্য বিভিন্ন পথে আস্তানা গেড়েছে। ইসলামের পথে বসে সে বনী আদমকে বলে, কিহে! তুমি ইসলাম গ্রহণ করতে মনস্থ করেছো? অথচ তোমার বাপ-দাদার ধর্ম তা ছিল না। কিন্তু মানুষ ইবলীসের অবাধ্যতা করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারপর সে তার হিজরতের পথে বসে বলে, কিহে! তুমি হিজরতের ইচ্ছা করেছো? আপন মাতৃভূমি আপন পরিবেশ ছেড়ে যাচ্ছ? কিন্তু সে তার-অবাধ্যতা করে হিজরত করেছে। অতঃপর সে তার জিহাদের পথে বসে বলে, কিহে! জিহাদের ইচ্ছা করছো? অথচ এতে তোমার জান মাল সম্পদ ধ্বংস হবে, তুমি নিজে নিহত হবে, তোমার স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বসবে, তোমার ত্যাজ্য সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাবে। এরপরেও আদমের সন্তান ইবলীসের বিরোধিতা করে জিহাদ করেছে। (হুযূর বলেন ঃ) এসব কিছুর পর সে যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তখন তাকে জান্নাত দান করা আল্লাহ্ তা'আলার কর্তব্য হয়ে যায়।"

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৮০

আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত ও নফ্‌সের হিসাব-নিকাশ

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেছেন ঃ "মহব্বত বস্তুতঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা ও অনুসরণের নাম।" অপর এক বুযুর্গ বলেছেন ঃ "সর্বদা যিকিরে মত্ত থাকার নাম মহব্বত" আরেক বুযুর্গ বলেন ঃ "প্রিয়কে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়ার নাম মহাব্বত।" এক বুযুর্গ বলেন ঃ "দুনিয়ায় অবস্থান করাকে অপছন্দ করার নাম মহব্বত।" বস্তুতঃ এ সবকিছু মহব্বতের অনিবার্য ফলশ্রুতির বিবরণ মাত্র ; মহব্বতের প্রকৃত স্বরূপ কেউ বর্ণনা করেন নাই।

এক বুযুর্গের উক্তি মতে—"মহব্বত আসলে স্বীয় প্রিয়পাত্রের প্রতি এমন এক আকর্ষণ, যা বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর উপলব্ধি করে থাকে ; কিন্তু তা ভাষায় ব্যক্ত করতে সে অক্ষম।"

হযরত জুনাইদ বাগাদাদী (রহঃ) বলেন ঃ "পার্থিব মোহে পতিত লোকদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা মহব্বত থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন। কোন প্রাপ্তি বা বিনিময়ের লক্ষে উৎসারিত মহব্বতের অবস্থা হচ্ছে, যখনই সেই বিনিময় বা স্বার্থ অনুপস্থিত হয়, তখনই সেই মহব্বতও খতম হয়ে যায়।"

হযরত যুন্নূন (রহঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র মহব্বতের দাবীদার ব্যক্তিকে বল—আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারও সম্মুখে নত হওয়া থেকে বাঁচ।"

হযরত শিব্‌লী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—আল্লাহ্‌র পরিচয়প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্‌কে মহব্বতকারী—এ দুয়ের পরিচয় কি? তিনি বলেছেন ঃ "আরেফ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পরিচয়প্রাপ্ত যদি কথা বলে, তবে ধ্বংসে পতিত হয়, আর মহব্বতকারী যদি নিশ্চুপ থাকে, তবে ধ্বংসে পতিত হয়।

হযরত শিবলী (রহঃ) নিম্নের এই পংক্তিগুলো পাঠ করেছেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

يَا اَيُّهَا السَّيِّدُ الْكَرِيْمُ حُبُّكَ بَيْنَ الْحَشَا مُقِيْمُ

"হে মহান দয়ালু মনিব! আপনার মহব্বত আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে গেছে।"

يَا رَافِعَ النَّوْمِ عَنْ جُفُوْنِيْ اَنْتَ بِمَا مَرَّ بِيْ عَلِيْمُ

"হে আমার নয়নযুগল থেকে নিদ্রা হরণকারী! আমি যে কিরূপ ব্যাকুল ও অস্থির অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করছি, তা আপনি অতি উত্তমরূপে অবহিত রয়েছেন।"

হযরত রাবেয়া আদাভিয়া (রহঃ) বলেছেন ঃ আমার প্রিয়তমের খোঁজ আমাকে কে দিবে? তাঁর খাদেমা জবাব দিয়েছে, আমাদের প্রিয়তম আমাদের সাথেই রয়েছে, কিন্তু দুনিয়া আমাদেরকে তার থেকে পৃথক করে রেখেছে।

ইব্নে জালা' (রহঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ) এর নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, আমি যখন আমার বান্দার অভ্যন্তর দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতি মহব্বত ও আকর্ষণশূন্য পাই, তখন তার অন্তরকে আমার ভালবাসা ও মহব্বত দিয়ে ভরপূর করে দেই এবং তাকে আমার খাস হেফাযতে নিয়ে নেই।"

বর্ণিত আছে যে, হযরত সাম্নূন (রহঃ) একদা মহব্বত ও ভালবাসা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন এমন সময় একটি পাখী উড়ে এসে সামনে পড়ে গেল এবং আপন ঠোঁট দিয়ে মাটি খুঁদতে (এবং কি যেন তালাশ করতে) লাগলো। এমনকি এ অবস্থায়ই সে মারা গেল।

হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রহঃ) বলেছেন ঃ হে মহান আল্লাহ্! আপনি জানেন—আপনি আমাকে মহব্বত–ভালবাসা দান করেছেন, আপনার স্মরণ ও যিকিরের দ্বারা আমাকে সৌভাগ্যবান করেছেন, আপনার কুদরত মহিমা ও মহানত্বের চিন্তা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এসব নেয়ামতের তুলনায় জান্নাত আমার কাছে মশার ডানা পরিমাণ মূল্যও রাখে না।"

হযরত সিররী সাক্তী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্কে যে ভালবাসে ; তার

www.banglakitab.weebly.com

মহব্বত যার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে, সে-ই প্রকৃত জীবন পেয়েছে, আর যে দুনিয়ার মোহে পতিত হয়েছে, সে বঞ্চিত হয়েছে। নির্বোধ লোক সকাল-সন্ধ্যা কেবল কিছুই নাই; অভাবের আর্তনাদ ও প্রাচুর্যের অন্বেষায় লেগে থাকে আর বুদ্ধিমান নিজের দোষ-ত্রুটির অন্বেষা ও সংশোধনে ব্যাপৃত থাকে।"

নফ্সের মোহাসাবা বা হিসাব-নিকাশ

স্বীয় প্রবৃত্তি ও নফসের মোহাসাবার বিষয়ে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে নিদেশ দিয়েছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ

"হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর ; এবং প্রত্যেকের উচিত—আগামী (ক্বিয়ামত) দিবসে সে কি (আমল) প্রেরণ করছে, (বা এর জন্য কি প্রস্তুতি নিচ্ছে,) সে বিষয়ে চিন্তা করা।" (হাশর ঃ ১৮)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক অতীত আমলসমূহের মোহাসাবাহ্ অর্থাৎ স্বীয় সর্ববিধ কার্যকলাপের হিসাব-নিকাশের হুকুম করেছেন। এজন্যেই হযরত উমর (রাযিঃ) বলেছেন ঃ

حَاسِبُوْا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا وَزِنُوْهَا قَبْلَ اَنْ تُوْزَنُوْا

"(ক্বয়ামতের দিন) তোমাদের হিসাব-নিকাশ লওয়ার পূর্বেই (দুনিয়াতে) নিজেদের হিসাব নিজেরা করে নাও এবং তোমাদের (আমল) ওজন হওয়ার পূর্বেই নিজেরা ওজন করে লও।"

বর্ণিত আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরজ করলো ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে নসীহত করুন। তিনি বললেন, তুমি কি প্রকৃতই নসীহত কামনা কর? লোকটি বল্লো, জ্বি হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হুযূর বললেন ঃ তাহলে, শুনো-যে কোন কাজ করবে শেষ পরিণতি চিন্তা করে নিবে ; যদি সঠিক ও কল্যাণকর হয় তবে করবে। আর যদি ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট কাজ হয় তবে তা থেকে বিরত থাক।"

www.banglakitab.weebly.com

আরও বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধিমান লোকের উচিত যে, সে যেন তার সময়কে চার ভাগে ভাগ করে এবং তন্মধ্যে একটি সময় নফ্সের মোহাসাবা ও হিসাব-নিকাশের জন্য নিধারিত করে নেয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহ্র কাছে তওবা কর, যাতে তোমরা কৃতকার্য হতে পার।" (নূর ঃ ৩১)

প্রকৃত তওবা হচ্ছে, মানুষ তার ভ্রান্ত ও অন্যায় কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমি দিনভর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একশত বার তওবা ও এস্তেগ্ফার করি।"

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ۝

"যারা আল্লাহ্কে ভয় করে, যখন তাদের প্রতি শয়তানের পক্ষ হতে কোন আশংকা দেখা দেয় তখন তারা আল্লাহ্র যিকিরে লিপ্ত হয়ে যায়, ফলে অমনি তাদের চক্ষু খুলে যায়।" (আরাফ ঃ ২০১)

হযরত উমর (রাযিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, যখন রাত হতো, তখন তিনি নিজ পায়ের উপর বেত্রাঘাত করতেন আর বলতেন—কিহে! আজকের দিন তুই কি কাজ করেছিস?

হযরত মায়মূন ইবনে মেহ্রান (রহঃ) বলেন, "বান্দা প্রকৃত মুত্তাকী তখনই হতে পারে, যখন সে যৌথ ব্যবসায় আপন অংশীদারের চেয়ে নিজ আমল-আখলাকের হিসাব ও খোঁজ-খবর নেয় বেশী।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) মৃত্যুর সময় আমার নিকট বলেছেন, আমার কাছে হযরত

www.banglakitab.weebly.com

উমরের চেয়ে বেশী মাহ্বূব' (প্রিয়) কেউ নাই। অতঃপর আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি কি বলেছি? আমি পুনরাবৃত্তি করলে তিনি শব্দ পরিবর্তন করে বল্লেন, আমার কাছে হযরত উমরের চেয়ে বেশী 'আযীয' (মাহ্বূব শব্দের কাছাকাছি অর্থবহ) কেউ নাই।" এখানে লক্ষনীয় যে, শব্দটি মুখে উচ্চারণ করার পরেও পুনর্বার তাতে চিন্তা করে সেটিকে পরিবর্তন করে উচ্চারণ করলেন। বস্তুতঃ এ ছিল তাঁর মোহাসাবা এবং পূর্ণ সতর্ক হিসাব-নিকাশ।

হযরত আবূ তাল্হা (রাযিঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নামাযে মগ্ন ছিলেন, এমন সময় একটি পাখী তাঁর বাগানে উড়ে এসে বসলো।পাখীটি তাঁর বাগানের প্রচুর ও ঘন বৃক্ষ-লতা ও পত্র-পল্লবের কারণে সেখান থেকে বের হতে পারছিল না। এ দেখে হযরত আবূ তাল্হা নামাযের মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তার এই অম্যমনস্কতার কারণ যেহেতু এ বাগানটিই হয়েছে, তাই তিনি গোটা বাগানটিই আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিলেন এবং এ অন্যমনস্কতার ক্ষতিপূরণের আশা করলেন। এ-ই ছিল তাঁদের মোহাসাবা ও হিসাব-নিকাশের সামান্যতম নমুনা।

হযরত ইব্নে সালাম (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, লাক্ড়ির একটি বোঝা তিনি নিজ মাথায় বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, হে আবূ ইউসুফ (তাঁর উপনাম)! আপনার গোলাম-খাদেম থাকা সত্ত্বেও আপনি নিজে এ কষ্ট করছেন কেন? তিনি বললেন ঃ ওহে! আমি চেয়েছি—আমার নফ্স ও প্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, নাকি সে এ বোঝা বহন করতে অস্বীকার করে?

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী প্রকৃত মুমিন আপন প্রবৃত্তির প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখে এবং যাবতীয় কর্ম-কীর্তির বিষয়ে সর্বদা হিসাব গ্রহণ করে। বস্তুতঃ যারা দুনিয়াতেই প্রত্যেকটি কাজ চিন্তা-ভাবনা ও চুলচেরা হিসাবের সাথে আঞ্জাম দিয়েছে, আখেরাতে তাদের হিসাব সহজ হয়ে যাবে।" অতঃপর তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ " উদাহরণতঃ মুমিনের সম্মুখে এমন কোন বস্তু এসে গেল, যা তার কাছে খুবই পছন্দনীয়

www.banglakitab.weebly.com

এবং তার বিশেষ প্রয়োজনেরও বটে ; কিন্তু এর পরেও সে এটাকে শুধু এজন্যে পরিত্যাগ করে যে, তা আল্লাহ্‌র মর্জীর খেলাফ। আমলের পূর্বে নফ্‌সের মোহাসাবা এরই নাম। আর যদি কখনও মুমিনের পক্ষ থেকে কার্যতঃ কোন ত্রুটি বা স্খলন হয়ে যায়, তবে সে তৎক্ষণাৎ শোধ্‌রে যায় এবং নফ্‌সকে সম্বোধন করে বলে যে, এ কাজে তুই মোটেই অপারগ নস্ ; পুনরায় এ কাজ আর করবো না ইন্‌শাআল্লাহ।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমি হযরত উমর (রাযিঃ)–এর সঙ্গে ছিলাম। মদীনার অদূরে তিনি পরিদর্শনে ঘুরা–ফেরা করছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে আমরা বাগানে প্রবেশ করলাম। আমাদের মাঝখানে শুধু একটি দেওয়াল ছিল। হযরত উমর (রাযিঃ) তখন বলছিলেন, বাহ্ বাহ্ হে উমর আমীরুল মুমেনীন, দম্ভ–অহমিকার শিকার হয়ো না ; আল্লাহ্‌র কসম অবশ্যই তোমাকে আল্লাহ্‌র সম্মুখে একদিন জবাবদিহির জন্য দাঁড়াতে হবে, সে দিনকে ভয় কর, সাবধান হও। তা না হলে কঠিন শাস্তি ভোগতে হবে।"

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَ لَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

"আর এমন আত্মার কসম করছি, যে নিজকে তিরস্কার করে।"

(ক্বিয়ামাহ ঃ ২)

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ সত্যিকার মুমিন ব্যক্তি প্রতিটি কাজে আত্ম–সমালোচনা করে নিজের চুলচেরা হিসাব নিতে থাকে—অমুক কথাটি বলেছো ; কি উদ্দেশ্যে বলেছো? এই যে খাদ্য খেলে কেন খেলে, কি ফায়দা তোমার সম্মুখে রয়েছে? এই যে পানীয় পান করলে ; এতে তোমার কি মাক্‌সাদ? এভাবে সে তার প্রতিটি পদক্ষেপে হুঁশিয়ারী অবলম্বন করে থাকে। পক্ষান্তরে, গাফেল ও খোদাবিমুখ যারা, তারা অবলীলায় দুনিয়ার যিন্দেগী অতিবাহিত করে ; কোনই চিন্তা–ফিকির বা হিসাব–নিকাশের প্রশ্ন তাদের জীবনে নাই।

হযরত মালেক ইব্‌নে দীনার (রহঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা সেই বান্দার প্রতি রহম করুন যে নিজকে সম্বোধন করে বলে যে, ওহে! তুই

www.banglakitab.weebly.com

কি অমুক অন্যায় কাজ করিস্ নাই? তুই কি অমুক অপরাধ করিস্ নাই? এভাবে সে নিজকে অহরহ তিরস্কার করতে থাকে। অতঃপর সে স্বীয় নফ্সকে লাগামবদ্ধ করে নেয়, আল্লাহ্র কিতাবের অনুসারী করে গড়ে তোলে এবং একমাত্র আল্লাহ্র কিতাবকেই সে আদর্শরূপে গ্রহণ করে নেয়। এ হচ্ছে নফ্সের প্রতি তিরস্কার ও সজাগ দৃষ্টি নিক্ষেপের তরীকা।"

হযরত মায়মূন ইব্নে মেহ্রান (রহঃ) বলেন ঃ "প্রকৃত খোদাভীরু ও মুত্তাকী যারা, তারা নফ্সের চুলচেরা হিসাব অত্যাচারী বাদশাহ্ এবং কৃপণ অংশীদার ব্যবসায়ীর চেয়েও বেশী নিয়ে থাকে।"

হযরত ইব্রাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন ঃ "আমি আমাকে ধ্যান ও কল্পনাজগতে ফেলে দেখেছি—জান্নাতে প্রবেশ করেছি, সেখানে বেহেশ্তী খাদ্য ও ফলমূল আহার করছি, জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ থেকে বিভিন্ন পানীয় পান করছি, বেহেশ্তী হূরদের সাথে গলাগলি করছি। তারপরেই ধ্যান করেছি— আমাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়েছে, ভয়ানক কাঁটাযুক্ত যাক্কুমবৃক্ষ আমাকে খাওয়ানো হচ্ছে, পচা দুর্গন্ধময় পূঁজ আমাকে পান করানো হচ্ছে, জাহান্নামের বেড়ী ও জিঞ্জির দিয়ে আমাকে বাঁধা হয়েছে। সেখানেই আমি আমার নফ্সকে জিজ্ঞাসা করলাম—ওহে! এখন বল, তুমি কি চাও। সে বললো, আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক ; আমি সৎভাবে চলবো। আমি বললাম ঃ নাও, তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ হয়েছে ; তুমি দুনিয়াতেই আছ, খবরদার! খুব সতর্ক হয়ে চলবে।"

হযরত মালেক ইব্নে দীনার (রহঃ) বলেন ঃ আমি হাজ্জাজকে খুতবা দিতে শুনেছি, সে বলছিল ঃ "আল্লাহ্ পাক সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে অন্যের খোঁজ-খবর ও হিসাব নেওয়ার পূর্বে নিজের খবর নেয় ; অন্যের জন্যে মাথা ঘামানোর আগে নিজের হিসাব চুকায়। আল্লাহ্ পাক রহম করুন সেই ব্যক্তির উপর, যে নিজের নফ্সকে লাগাম দিয়ে আবদ্ধ করে নিয়েছে, অতঃপর সে যাচাই করে যে, তার সর্ববিধ কাজে নিয়ত ও উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ্ পাক রহম করুন সেই ব্যক্তির উপর, যে এ কথার চিন্তা করে যে, আমার আমলনামার ওজন ও পরিমাপ কতটুকু হয়েছে। এ ধরনের আরও বহু কথা সে তাঁর বক্তব্যে একাধারে বলে যাচ্ছিল ; অবশেষে সে ভীষণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি জ্বলন্ত প্রদীপে আগুনের অতি সন্নিকটে নিজের অঙ্গুলি রাখতেন। যখন আগুনের উত্তাপ অনুভব করতেন, তখন নফ্সকে সম্বোধন করে বলতেন, ওহে মুসলিম দাবীদার! আজকে তুই অমুক অন্যায় কাজটি কেন করেছিস? অমুক দিন অমুক অপরাধটি কেন করেছিলে?

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৮১

সৎকাজ ও পাপকার্যের সংমিশ্রন

হযরত মাক্কিল ইব্নে ইয়াসার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "মানুষের উপর এমন সময় আসবে, যখন পবিত্র কুরআন তাদের অন্তরে পুরাতন বলে অনুভূত হবে—যেরূপ শরীরে কাপড় পুরাতন অনুভূত হয়। সে সময়ের লোকদের প্রত্যেকটি কাজ লোভ ও স্বার্থের সাথে জড়িত হবে ; আল্লাহর ভয় কিছুমাত্রও থাকবে না। তাদের মধ্যে যদি কেউ নেক আমল করে, তবে সে নিজেই বলে যে, আল্লাহ্ কবূল করে নিবেন। আর কোন গুনাহের কাজ করলে বলে যে, আল্লাহ্ মাফ করবেন।"

বস্তুতঃ কুরআনুল করীমের ভীতিপ্রদ ও সতর্ককারী আয়াতসমূহ সম্পর্কে এসব লোকের কোনই জ্ঞান নাই, এজন্যেই তারা ভয় ও শাস্তির চিন্তা না করে লোভ ও স্বার্থের বশবর্তী হচ্ছে। পবিত্র কুরআনে নাসারাদের সম্পর্কে অনুরূপ খবর দেওয়া হয়েছে, যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ

"তাদের পর এমন লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা তাদের নিকট থেকে (কিন্তু তারা কিতাবের বিনিময়ে) এই তুচ্ছ দুনিয়ার ধন–সম্পদ গ্রহণ করে এবং বলে যে, "নিশ্চয়ই আমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবো।" (আ'রাফ ঃ ১৬৯)

অর্থাৎ উত্তরাধিকারে তারা কিতাবী বিদ্যা প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে, দুনিয়ার মায়া–মোহে তারা লিপ্ত হয়ে রয়েছে; হালাল–হারামের কোন বাছ–বিচার না করে প্রবৃত্তির অনুসরণে দুনিয়া–উপার্জনে লিপ্ত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ○

"যারা আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয় ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান।" (রাহ্‌মান ঃ ৪৬)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ ○

"এ তাদের প্রত্যেকের জন্য, যারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে।" (ইব্‌রাহীম ঃ ১৪)

কুরআনুল-করীমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবই সতর্কীকরণ ও ভয়-প্রদর্শন। যে কেউ মনোযোগ ও চিন্তা সহকারে কুরআনে করীম অধ্যয়ন করবে, অবশ্যই তার জীবনে এর প্রভাব পড়বে এবং আখেরাতের ফিকির ও আল্লাহ্‌র ভয় তার অন্তরে জাগরুক হবে ; যদি সে মুমিন হয়ে থাকে। কিন্তু আজকালকার অবস্থা এই যে, মানুষ কেবল কুরআনের বাহ্যিক উচ্চারণ ও শব্দাবলীর পেছনেই পড়ে রয়েছে ; এমনকি এসব বাহ্যিকতার জন্য পরস্পর বিতর্ক ও বাহাস-মোনাযারায় পর্যন্ত মগ্ন হচ্ছে, আর তিলাওয়াতের প্রশ্নে যে ভাব ও সুর অবলম্বন করা হয়, তাতে মনে হয় যেন আরবী কবিতা ও পংক্তি আবৃত্তি করা হচ্ছে। মোটকথা, তাদের কুরআনের আসল অর্থ, উদ্দেশ্য এবং সে অনুযায়ী বাস্তব আমলের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ নাই। আফ্‌সূস! এর চেয়ে বড় বঞ্চনা ও ধোকাগ্রস্ততা দুনিয়াতে আর কি আছে? এর কাছাকাছি আফ্‌সূসজনক অবস্থা হচ্ছে তাদের যাদের আমল মিশ্রিত; কিছু ভাল আর কিছু মন্দ, কিন্তু মন্দের পরিমাণই বেশী। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা (তওবা ব্যতীতই) আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা রাখে ; তারা এই ধারণায় মত্ত রয়েছে যে, তাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে। বস্তুতঃ এরাও পূর্বোক্তদের ন্যায় ধোকা ও প্রতারণার শিকার হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা অনেক বড় জাহালত ও মূর্খতা বৈ কিছু নয়। ধোকা ও প্রতারণার শিকার এ উভয়বিধ লোকদেরকে তুমি দেখবে—একদিকে তারা হালাল-হারামে মিশ্রিত যৎসামান্য সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় সদ্‌কা করে, কিন্তু অপরদিকে মুসলমানদের প্রচুর পরিমাণ মাল-সম্পদ আত্মসাৎ করছে এবং অন্যান্য হারাম উপায়ে সম্পদ উপার্জনে মত্ত রয়েছে। আর এহেন হারাম থেকেই সদকা-খয়রাত করে মুক্তি ও নেকীর

www.banglakitab.weebly.com

আশা করে রয়েছে। তারা মনে করে নিয়েছে যে, হারাম উপায়ে অর্জিত কিংবা হালাল উপায়েই হোক, তা থেকে দশ দিরহাম সদ্‌কা করে দিলে হারামের হাজার দিরহাম তাদের জন্য হালাল হয়ে যাবে। ধিক্ তাদের মানসিকতার উপর। বস্তুতঃ এটা এমন হলো যে, দাঁড়ির এক পাল্লায় দশ দিরহাম অপর পাল্লায় হাজার দিরহাম রেখে দশের পাল্লার ওজন হাজারের পাল্লা অপেক্ষা ভারী হওয়ার প্রত্যাশা করলো। আফ্‌সূস! অজ্ঞতারও তো কোন অবধি থাকা চাই।

আবার এদের মধ্যে অনেকেই এমন এয়েছে, যারা ধারণা করে যে, তাদের নেক আমলের পরিমাণ মন্দ আমল অপেক্ষা বেশী। কাজেই নফ্‌স ও প্রবৃত্তির হিসাব-মোহাসাবা ও নিয়ন্ত্রণের প্রতি মোটেই আগ্রহী হয় না এবং মন্দ ও গুনাহের কার্যাবলী মিটাতে এতটুকু চেষ্টারত হয় না। বরং সামান্য কিছু ইবাদত ও নেক আমল করে ফেললে সেটা হিসাব কষে স্মরণশক্তির মণিকোঠায় সংরক্ষিত করে রাখে। যেমন কেবল মুখে 'আস্তাগফিরুল্লাহ্' উচ্চারণ করে কিংবা দিনে একশত বার 'সুব্‌হানাল্লাহ্' পড়ে অবশিষ্ট সম্পূর্ণ সময় মুসলমানদের কুৎসাবাদ, নিন্দা-গীবত, ইয্‌যত-সম্মান বিনষ্টকরণ ও আল্লাহ্‌র মর্জীর খেলাফ অজস্র-অগণিত অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত রইল আর মনে মনে প্রত্যাশা করলো যে, 'সুব্‌হানাল্লাহ্' 'আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্' পড়ে রেখেছি ; এর বিনিময়ে নেকী লাভ করবো। অথচ সারাদিনব্যাপী যেসব অন্যায় ও অহেতুক কথায় লিপ্ত রয়েছে তাতে যে পরিমাণ গুনাহ্ হলো, তা পূর্বোক্ত একশত বার তসবীহ্ বরং হাজার বার অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী এবং ফেরেশ্‌তাগণ তা লিপিবদ্ধও করে নিয়েছেন—সেদিকে মোটেও খেয়াল করলো না। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা মানবের প্রতিটি কথার হিসাব-নিকাশের বিষয় পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করে রেখেছেন, ইরশাদ হয়েছেঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ۝

"সে (মানুষ) যে কোন কথা মুখ হতে বের করা মাত্র তার নিকটেই একজন নেগাহ্‌গান (ফেরেশ্‌তা) প্রস্তুত রয়েছে (সে লিপিবদ্ধ করে নেয়)" (ক্বাফ ঃ ১৮)

অথচ এসব লোক সব সময়ই কেবল তাদের তসবীহ্, তাহ্‌লীল ও

www.banglakitab.weebly.com

সওয়াব গণনার মধ্যেই থেকে যায় ; ওদিকে গীবত, মিথ্যা, চুগলখোরী ও মুনাফেকী প্রভৃতি পাপে লিপ্ত লোকদের জন্য যে কি মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে, সেদিকে মোটেও দৃষ্টিপাত করে না। বস্তুতঃ এ সবকিছু ধোকা ও প্রতারণার শিকার হওয়ার জঘন্যতম পরিণতি ছাড়া কিছু নয়। অবস্থা এই যে, তাদের 'সুব্হানাল্লাহ্' পাঠে যতটুকু নেকী হয়েছিল, অন্যায় ও বেহুদা কথার একাংশ দ্বারাই তা শেষ হয়ে গেছে ; এর অতিরিক্ত অন্যায় ও বেহুদা কথা লিপিবদ্ধ করার বিনিময়ে ফেরেশ্তাগণ যদি তাদের নিকট পারিশ্রমিক দাবী করে তবে অবশ্যই তারা নিজেদের জিহ্বাকে সংযত করে নিবে এবং অন্যায় বা বেহুদা কথা বলা থেকে অবশ্যই বিরত হবে ; এমনকি জরুরী ও আবশ্যকীয় কথা বলাও বন্ধ করে দিবে। আর কড়া হিসাব করে রাখবে, যাতে তসবীহের সংখ্যা অপেক্ষা বেহুদা বাক্যালাপের সংখ্যা বেড়ে না যায় ; যার ফলে পারিশ্রমিক প্রদানের অর্থদণ্ডে পতিত হতে না হয়।

অতীব আক্ষেপ ও পরিতাপের সাথে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় এদের অবস্থা দৃষ্টে যে, দুনিয়ার সামান্যতম সম্পদের জন্য কড়া অংক কষে হিসাব-নিকাশে কোন ত্রুটি করে না, বরং সর্বদা শংকিত সাবধানতা অবলম্বন করে থাকে, যাতে পার্থিব সামান্যতম অংশও বরবাদ না হয়। অথচ অতি উচ্চতর মর্যাদার স্থান জান্নাতুল-ফেরদাউস ও তন্মধ্যস্থ নেয়ামতরাজির বর্বাদি ও বঞ্চনার জন্য তাদের মোটেও কোন চিন্তা ও সতর্কতা নাই। এহেন দুরবস্থা বস্তুতই দুঃখজনক ও বড়ই মারাত্মক। এ সবের অনিবার্য ফলশ্রুতিতে আমরা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছি যে, এসব তথ্যের বিষয়ে যদি মনে সন্দেহ পোষণ করি, তবে সত্যকে অস্বীকারকারী কাফেরে পরিণত হই, আর যদি বিশ্বাস করি, তবে ধোকাগ্রস্ত বোকা ও আহমকে পরিগণিত হই। চিন্তা করলে বাস্তবিকই এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, আমাদের আমল-আখলাক সেরূপ নয়, যেরূপ কুরআন মজীদের অনুসারীদের হওয়া উচিত ছিল— আমরা আল্লাহ্র কাছে কুফ্রীর দিকে ধাবিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। অতি মহান ও পবিত্র সত্তা আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন। এতোসব বর্ণনার পরও যদি কেউ গাফলত ও উদাসীনতার দরুন সতর্ক-সাবধান হওয়া এবং একীন ও ঈমানী বিশ্বাসে দীপ্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে, তবে সেটা তারই কসূর; তারই অপরাধ।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৮২

জামা'আতে নামায পড়ার ফযীলত

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ـ

"জামা'আতে নামায আদায় করা একা নামায পড়া অপেক্ষা সাতাইশ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত—একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে জামা'আতে উপস্থিত পান নাই। তখন তিনি বলেছেন ঃ "আমি ইচ্ছা করেছি কাউকে (আমার স্থলে) ইমামতি করার হুকুম দিয়ে যারা জামা'আতে হাজির হয় নাই তাদের বাড়ী যাবো ; অতঃপর তাদের সহ তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিবো। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, যারা জামা'আতে হাজির হয় নাই, তাদের নিকট যাবো এবং কিছু লাকড়ি একত্র করা হবে অতঃপর এতে আগুন ধরিয়ে তাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলা হবে। অথচ তাদের কেউ যদি একটা গোশত মিশ্রিত হাড়ের অথবা দু'টি ভালো ক্ষুরের খবর পেতো, তবে নিশ্চয় এই জামা'আতে অর্থাৎ ইশার জামা'আতে হাজির হতো।"

হযরত উসমান (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ

مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ وَ مَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً

"যে ব্যক্তি ইশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করলো, সে যেন অর্ধেক রাত নামাযে কাটালো, আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাযও জামা'আতে

www.banglakitab.weebly.com

আদায় করলো, সে যেন সারা রাত্র নামাযে অতিবাহিত করলো।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে নামায আদায় করলো, সে যেন এক সাগর পরিমাণ ইবাদত করলো।"

হযরত সাঈদ ইব্নে মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন ঃ "বিশ বৎসর যাবৎ আমার অভ্যাস এই যে, মুআয্যিন যখন আযান দেয়, তখন আমি (পূর্ব থেকেই) মসজিদে উপস্থিত থাকি।"

হযরত মুহাম্মদ ইব্নে ওয়াসে' (রহঃ) বলেন, "দুনিয়াতে কেবল এই তিনটা জিনিসের আমার বড়ই সাধ— এক. আমার হিতাকাংখী এমন একজন ভাই, যিনি আমার ভুল সংশোধন করবেন এবং বক্র পথে চলা থেকে বারণ করবেন। দুই. অল্প খোরাক, যেটির বিষয়ে আল্লাহ্র কাছে হিসাব দিতে না হয়। তিন. আলস্যমুক্ত বা-জামা'আত নামায, যার সওয়াব আমার আমলনামায় লিখিত হবে।"

বর্ণিত আছে, হযরত আবূ উবাইদাহ্ ইব্নে জার্রাহ্ (রাযিঃ) একদা কিছু লোকের ইমামতি করেছিলেন, অতঃপর তিনি বলেছিলেন, শয়তান পূর্ব থেকেই আমার পিছনে লেগে রয়েছে—এর প্রতারণার ফলে অন্যের উপর আমার গুরুত্বের অনুভব হচ্ছে, সুতরাং ভবিষ্যতে আমি আর কখনও ইমামতি করবো না।"

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের মজলিসে উপস্থিত হয় না, এমন ব্যক্তির ইমামতিতে তোমরা নামায পড়ো না।"

ইমাম নখ্য়ী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইল্ম ছাড়া নামাযে ইমামতি করে, তার উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সমুদ্রের পানির পরিমাপ করতে লাগলো; অথচ এর কম-বেশী হওয়া সম্পর্কে সে কিছুই জানে না।"

হযরত হাতেম আসাম্ম (রহঃ) বলেন, "আমার নামাযের জামা'আত ছুটে গেছে সংবাদ পেয়ে একমাত্র আবূ ইসহাক বুখারীই আমাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছেন ; অথচ আমার পুত্র মারা গেলে দশ হাজারের অধিক লোক আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য হাজির হতো— আফ্সূস! মানুষের দৃষ্টিতে দুনিয়াবী মুসীবতের চেয়ে দ্বীনি মুসীবত অধিক সহজ (সহনীয়) হয়ে গেছে।"

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনার পরও

www.banglakitab.weebly.com

তা' কবূল করলো না (অর্থাৎ নামাযের জন্য মসজিদে হাজির হলো না), মূলতঃ সে নিজেই নিজের মঙ্গল কামনা করে না সুতরাং অন্য কেউ তার মঙ্গল কামনা করতে পারে না।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ "আদম সন্তানের কান যদি গলিত সিসা দ্বারা ভরে দেওয়া হয়, তবুও সেটা আযান শুনে মসজিদে না আসার চেয়ে কম মারাত্মক।"

একদা হযরত মাইমূন ইব্নে মিহ্রান (রহঃ) জামা'আতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে উপস্থিত হলেন, কেউ তাঁকে জানালো, জামা'আত শেষ হয়ে গেছে, লোকেরা সব চলে গেছে, তখন তিনি বললেন ঃ "ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন—জামা'আতের সাথে নামায পড়া আমার নিকট (তদানীন্তন) ইরাকের 'বাদশাহীর' চেয়েও অধিক মূল্যবান।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি তকবীরে উলা সহকারে চল্লিশ দিন জামা'আতের সাথে নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য দুই বিষয়ে মুক্তির সনদ লিখে দিবেন ঃ এক. মুনাফেকী থেকে। দুই. জাহান্নাম থেকে।"

বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন এমন কিছু লোক হবেন, যাদের চেহারা উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় চমকাতে থাকবে। ফেরেশ্তাগণ জিজ্ঞাসা করবেন, দুনিয়াতে আপনারা কি আমল করতেন? উত্তরে তাঁরা বলবেন ঃ আমরা আযান শুনার সাথে সাথে অন্য সমস্ত কাজ ত্যাগান্তে উযূ করে নামাযের জন্য প্রস্তুত হতাম। অতঃপর আরও একদল লোক আসবেন, যাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। জিজ্ঞাসা করার পর তাঁরা বলবেন ঃ 'আমরা ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই উযূ করে নিতাম। অতঃপর আরও একদল আসবেন, যাদের চেহারা সূর্যের ন্যায় চমকাতে থাকবে, তাঁরা বলবেন ঃ আমরা মসজিদে বসেই আযান শুনতাম।"

বর্ণিত আছে, বুযুর্গানে দ্বীনের তরীকা ছিল, যদি কোনসময় তাদের তকবীরে উলা ফউত হয়ে যেতো, তবে তারা তিন দিন পর্যন্ত আফ্সূস করতেন আর যদি জামা'আত ফউত হয়ে যেতো, তবে সাত দিন পর্যন্ত আফ্সূস করতেন।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৮৩

তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَ نِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَ طَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ

"আপনার রব্ব অবগত আছেন যে, আপনি ও আপনার সঙ্গীগণের মধ্যে কতিপয় লোক কখনও রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এবং অর্ধেক রাত্রি আবার রাত্রির এক তৃতীয়াংশ দণ্ডায়মান থাকেন।" (মুয্যাম্মিল ঃ ২০)

আরও বলেন ঃ

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً وَّ اَقْوَمُ قِيْلًا ۝

"নিঃসন্দেহে রাত্রিকালে উঠা অন্তর ও শব্দের সংযমের পক্ষে বিশেষ ক্রিয়াশীল এবং শব্দ খুব ঠিক ঠিক উচ্চারিত হয়।" (মুয্যাম্মিল ঃ ৬)

আরও ইরশাদ করেন ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

"তাদের পাঁজরসমূহ শয্যা হতে পৃথক থাকে।" (সিজদাহ্ ঃ ১৬)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّهٖ

"যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায় ইবাদত করতে

থাকে, পরকালকে ভয় করে এবং স্বীয় রব্বের রহমতের প্রত্যাশা করে" (যুমার ঃ ৯)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ۝

"আর যারা রাত্রিকালে নিজ রব্বের সম্মুখে সেজদা ও কিয়াম অবস্থায় (নামাযে) মশগুল থাকে।" (ফুরকান ঃ ৬৪)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۝

"ধৈর্য ও নামায দ্বারা সাহায্য লও।" (বাক্বারা ঃ ৪৫)

এক অভিমত অনুযায়ী এক্ষেত্রে উল্লিখিত নামাযের দ্বারা গভীর রাতের তাহাজ্জুদের নামাযকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ ধৈর্যের মাধ্যমে তোমরা ইবাদত ও সাধনার জন্য সাহায্য লাভ কর।

হাদীস শরীফে আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "কোন ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান তার ঘাড়ের পিছন দিকে তিনটা গিরা লাগিয়ে দেয়, প্রতিটি গিরা লাগানোর সময় সে বলে থাকে ঃ "রাত্রি অনেক লম্বা ; এখনও প্রচুর সময় বাকি আছে, তুমি ঘুমিয়ে থাক।" জাগ্রত হওয়ার পর যদি সে আল্লাহ্কে স্মরণ (যিক্র) করে, তবে তার একটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর যদি উযূ করে, তবে আরেকটি গিরা খুলে যায়। তার পর যদি নামায পড়ে, তবে তৃতীয় গিরাটিও খুলে যায়। এভাবে সে স্বচ্ছ-পবিত্র মন নিয়ে সকাল করে। অন্যথায় তার সকাল হয় ক্লেদ ও আলস্যের মধ্য দিয়ে।"

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো—সে সারা রাত্র সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্লেন ; "সে এমন ব্যক্তি, যার কানে শয়তান প্রস্রাব করে দিয়েছে।"

বর্ণিত আছে শয়তানের নিকট নস্য, চাটনি এবং এক প্রকার ছিটিয়ে দেওয়ার মত পদার্থ আছে। যে ব্যক্তি শয়তানের নস্য ব্যবহার করে সে

www.banglakitab.weebly.com

দুষ্টরিত্র হয়ে যায়, যে তার চাটনি আস্বাদন করে তার যবানে অকথ্য ভাষার প্রয়োগ তীব্র রূপ ধারণ করে এবং যে ব্যক্তির উপর শয়তান তার 'ছিটিয়ে দেওয়ার পদার্থ' প্রয়োগ করে সে সারা রাত্র ঘুমাতে থাকে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا الْعَبْدُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ خَيْرٌ لَّهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُهُمَا عَلَيْهِمْ

"বান্দার রাত্রির মধ্যভাগের দুই রাকআত নামায সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছু হতে উত্তম। আমার উম্মতের জন্য কষ্ট হবে যদি মনে না করতাম তবে আমি এই নামায তাদের উপর ফরয করে দিতাম।"

হযরত জাবের (রাযিঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে—"রাত্রিতে এমন একটি সময় আছে, কোন বান্দা সে সময়টিতে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যে কোন নেক দো'আ করে তিনি তা কবূল করেন।" অন্য এক সূত্রে জানা যায় সে বিশেষ সময়টি সারা রাত্র বিদ্যমান থাকে।

হযরত মুগীরা ইব্নে শু'বাহ্ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাযে এতো দীর্ঘ সময় কিয়াম করতেন যে, তাঁর দুই পা মুবারক ফেঁটে যেতো। একদা আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন ; তবুও আপনি কেন এতো কষ্ট করেন? তিনি জওয়ার দিয়েছেন, "তবে কি আমি আল্লাহ্র শোকর গুযার বান্দা হবো না?" অর্থাৎ এভাবে কষ্ট-সাধনার মাধ্যমে আমি আমার প্রভুর কৃতজ্ঞতা আদায় করে থাকি"—ফলে, আল্লাহ্র দরবারে তাঁর মর্যাদা অধিকতর বৃদ্ধি পায়। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

"যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদেরকে অধিক দান করবো।" (ইব্রাহীম ঃ ৭)

www.banglakitab.weebly.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "হে আবূ হুরাইরাহ্! তুমি যদি আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ তোমার সমগ্র জীবনে, মৃত্যুর মুহূর্তে, মৃত্যুর পর কবরে, হাশরের ময়দানে পেতে চাও—এ আকাংখা যদি তোমার অন্তরে থাকে, তবে তুমি গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড় ; এতে তোমার উদ্দেশ্য থাকা চাই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা। হে আবূ হুরাইরাহ্! তুমি তোমার গৃহাভ্যন্তরে কোণে কোণে নামায আদায় কর, তাহলে তোমার ঘর আসমানবাসীদের দৃষ্টিতে এমনভাবে চমৎকৃত হবে যেমন দুনিয়াবাসীদের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল নক্ষত্র চমকাতে থাকে।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, "তাহাজ্জুদ নামায পড়া তোমরা জরূরী করে নাও ; কেননা এ ছিল তোমাদের পূর্ববর্তী নেক বান্দাদের অভ্যাস।" এ নামাযের ওসীলায় আল্লাহ্র পরম নৈকট্য লাভ হয়, গুনাহ্ মাফ হয়, যাবতীয় দৈহিক রোগ নিরাময় হয়, পাপাচার থেকে আত্মরক্ষার উপায়ও হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি রাত্রের নামাযে অভ্যস্ত হয়, কোন সময় ঘুমের প্রাবল্যে যদি সে নামায পড়তে না পারে, আল্লাহ্ তা'আলা তার আমলনামায় তার সওয়াব লিখে দেন ; আর ঘুম হয় তার জন্য সদকাস্বরূপ।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ তুমি যখন কোন সফরের পরিকল্পনা কর, তখন অবশ্যই কোন পাথেয়ের ব্যবস্থা করে থাক ; তাহলে আখিরাতের সফরের জন্য তুমি কি সম্বল করেছ, আমি কি তোমার পরপারের সেই সম্বলের কথা বলে দিবো? হযরত আবূ যর আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর আমার মা-বাপ কুরবান হোন অবশ্যই আপনি তা আমাকে বলে দিন। ইরশাদ করলেন ঃ কঠিন গ্রীষ্মের দিনে রোযা রাখ হাশরের ময়দানে নিরাপদ থাকবে। রাতের অন্ধকারে (তাহাজ্জুদ) নামায পড় কবরের বিভীষিকা দূর হবে। আর বড় বড় বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য হজ্জ কর। আর গরীব-মিসকীনকে সাহায্য কর—তাদের পক্ষে কোন হক কথা বলে অথবা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হতে বিরত থেকে হলেও।"

www.banglakitab.weebly.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক সাহাবীর অভ্যাস ছিল রাত্রিকালে লোকেরা যখন শুয়ে যেতো এবং গভীর ঘুমে বিভোর থাকতো, তখন তিনি নামাযে মগ্ন হয়ে যেতেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে এই বলে দো'আ করতেন ঃ "হে রব্ব! আমাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা কর।" হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিষয় জানতে পেরে বললেন, যে সময় সে দো'আ করতে থাকে, তখন তোমরা আমাকে জানিও। এভাবে একদা তিনি তাঁর দো'আ শুনে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ওহে! তুমি আল্লাহ্‌র কাছে বেহেশত চাওনা কেন?" তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সেই উপযুক্ত নই, আমার আমল সেই মর্যাদায় পৌছতে সক্ষম নয়।" এর কিছুক্ষণ পর হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে হুযূরকে জানালেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাঁকে জানিয়ে দিন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য দোযখ হারাম করে দিয়েছেন এবং তাকে বেহেশ্‌তে দাখিল করে নিয়েছেন (অর্থাৎ ফয়সালা হয়ে গেছে)।"

বর্ণিত আছে, একদা হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলেছেন ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) কতই না ভালো লোক যদি তিনি রাতে নামায পড়েন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এ কথা জানানোর পর তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন।"

হযরত নাফে' (রাযিঃ) বলেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়তে থাকতেন ; তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, হে নাফে'! সুবহে সাদিক হয়ে গেছে? আমি (পূর্বাকাশ দেখে) বলতাম, না, তখন পুনরায় তিনি নামায আরম্ভ করতেন। অনুরূপভাবে আবার জিজ্ঞাসা করলে আমি (পূর্বাকাশ দেখে) বলতাম, হাঁ সুবহে সাদিক হয়ে গেছে, তখন তিনি বসে এস্তেগফারে রত হয়ে যেতেন, এভাবে ফজর পর্যন্ত তিনি আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাত প্রার্থনা করতে থাকতেন।

হযরত আলী ইব্‌নে আবী তালিব (রাযিঃ) বলেন ঃ এক রাত্রিতে হযরত ইয়াহ্‌য়া আলাইহিস সালাম তৃপ্ত হয়ে যবের রুটি আহার করেছিলেন। ফলে, সেই রাত্রিতে তিনি যিকর-আযকার না করেই শুয়ে পড়েছিলেন এবং এভাবে সকাল হয়ে যায়। পরদিন আল্লাহ্ তা'আলা ওহী পাঠালেন ঃ হে ইয়াহ্‌য়া!

www.banglakitab.weebly.com

তুমি কি আমার বেহেশ্‌তের চেয়েও উত্তম কোন আবাসস্থল পেয়ে গেছ? আমার সান্নিধ্যের চেয়েও উত্তম কোন সাহচর্য তুমি পেয়েছ? কেন তোমার এই অবসাদ? আমার ইয্‌যত ও প্রতাপের কসম, তুমি যদি আমার তৈরী বেহেশ্‌তের প্রতি একবার নজর কর, তবে অবশ্যই আশা–আকাংখা ও আগ্রহের আতিশয্যে তোমার চর্বি বিগলিত হয়ে যাবে এবং তোমার প্রাণ নির্গত হয়ে যাবে। আর দোযখের প্রতি যদি এক পলক তাকাও, তবে ভয়ের আধিক্যে তোমার চর্বি গলে যাবে, পূঁজের অশ্রুধারায় ক্রন্দন করবে এবং নরম পোষাক পরিহার করে চামড়ার পোষাক পরিধান করবে।"

একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করা হলো, জনৈক ব্যক্তি রাতে নামায পড়ে কিন্তু ভোরে ঘুম থেকে উঠে চুরি করে। তিনি বললেন, শীঘ্রই নামায তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা রহম করুন সেই ব্যক্তির উপর, যে রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায় আর যদি স্ত্রী উঠতে অস্বীকার করে তবে তার মুখে পানির ছিটা দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা সেই মহিলার উপর রহম করুন, যে রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং নিজের স্বামীকেও জাগায় আর স্বামী উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানির ছিটা দেয়।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "যখন কোন ব্যক্তি রাতে তার স্ত্রীকে জাগায় এবং তারা দু'জনে দু'রাকাত (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ে, তাদের দু'জনের নাম অধিক যিকরকারী ও যিকরকারিনীদের মধ্যে লিখে নেওয়া হয়।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ "ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায।"

হযরত উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজের নির্ধারিত ওযীফা বা রাতের কোন আমল (নামায ইত্যাদি) না করে ঘুমিয়ে পড়ে, অতঃপর সে তা ফজর ও যোহরের মাঝখানে পড়ে নেয়, তার জন্য এমন সওয়াব লিখিত

www.banglakitab.weebly.com

হয় যেন সে রাতেই তা আমল করেছে।"

বর্ণিত আছে, ইমাম বুখারী (রহঃ) নিম্নের এ দু'টি পংক্তির নমুনা ছিলেন ঃ

اِغْتَنِمْ فِي الْفَرَاغِ فَضْلَ رُكُوْعٍ
فَعَسَى اَنْ يَكُوْنَ مَوْتُكَ بَغْتَةً

"অবসর পেলেই কিছু (দু' রাকআত) নফল নামায পড়ে নাও—এ তোমার জন্য মহাসম্পদ। অসম্ভব কিছু নয়—অকস্মাৎ তোমার মৃত্যু এসে যেতে পারে।"

كَمْ صَحِيْحٍ رَأَيْتُ مِنْ غَيْرِ سُقْمٍ
خَرَجَتْ نَفْسُهُ الصَّحِيْحَةُ فَلْتَةً

"বহুবার তুমি দেখে থাকবে দিব্যি সুস্থ লোক যার কোন রোগ নাই, হঠাৎ তার মৃত্যু হয়ে গেছে।"

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৮৪

উলামায়ে ছূ বা অসৎ আলেম

দুনিয়াদার ও অসৎ আলেম যারা, তারাই উলামায়ে ছূ। ইল্‌ম হাসিলের দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য থাকে, কেবল দুনিয়াবী নেয়ামত ও জাগতিক যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার জমা করা এবং উচ্চপদস্থ বড় বড় লোকদের কাছে মান-সম্মান ও মর্যাদা হাসিল করা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "কেয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কঠিন আযাব হবে সেই আলেমের যে নিজের ইল্‌ম দ্বারা উপকৃত হয় নাই।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا يَكُوْنُ الْمَرْءُ عَالِمًا حَتّٰى يَكُوْنَ بِعِلْمِهٖ عَامِلًا .

"যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আলেম হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের ইল্‌ম অনুযায়ী আমল না করবে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেনঃ ইল্‌ম দুই প্রকার ঃ এক প্রকার ইল্‌ম যা শুধু মুখের কথা ও ভাষায় ব্যক্ত করা পর্যন্ত সীমিত থাকে ; বস্তুতঃ এ ইল্‌ম অর্জনকারীর বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সাক্ষ্য ও প্রমাণস্বরূপ। দ্বিতীয় প্রকার ইল্‌ম হচ্ছে, অন্তর ও অভ্যন্তরের ইল্‌ম। বস্তুতঃ এটাই প্রকৃত ইল্‌ম ; এবং অর্জনকারীর জন্য এ ইল্‌মই নাফে' ও উপকারী।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لَا تَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَ لِتَصْرِفُوا بِهٖ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْكُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ

www.banglakitab.weebly.com

"তোমরা এ উদ্দেশ্যে ইল্‌ম অর্জন করো না যে, সমকালীন আলেমদের সাথে গর্ব করবে ; তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, নির্বোধ লোকদের সাথে বাক–বিতণ্ডা ও ঝগড়া করবে এবং মানুষকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি এহেন উদ্দেশ্যে ইল্‌ম হাসিল করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "কোন ব্যক্তিকে তার জানা বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে যদি সে তা গোপন করে তবে কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "আমি তোমাদের ব্যাপারে কতিপয় ব্যক্তিকে দাজ্জালের চেয়েও বেশী ভয়ঙ্কর মনে করি। কেউ জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা কারা? তিনি বললেন ঃ ভ্রষ্ট পথে পরিচালনাকারী সমাজ ও জাতির নেতারা।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি কেবল অধিক বিদ্যাই অর্জন করে গেল ; অথচ হেদায়াতের পথে আসলো না—এরূপ বিদ্যার্জন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ থেকে ক্রমবর্ধমান দূরত্বেরই কারণ হয়।"

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ "ওহে ! আর কতদিন অন্ধকার রাতের পথচারীদের জন্য পথ পরিষ্কার করবে আর দিশাহারা লক্ষ্যচ্যুত লোকদের সহবাস গ্রহণ করে থাকবে!"

উপরোল্লিখিত রেওয়ায়াতসমূহ এবং আরও অন্যান্য রেওয়ায়াতে ইল্‌মের অপরিসীম গুরুত্ব বুঝা যায় এবং সেই সঙ্গে এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, ইল্‌ম হাসিল করার পর সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালন না করা খুবই ক্ষতিকর ও মারাত্মক অপরাধ। তাই, আলেম ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে তার সার্বিক দায়িত্ব পালন করে যেমন চির সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে, অপরদিকে এর বিপরীত করে সে চির ধ্বংসও হতে পারে। সুতরাং সে যদি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ইল্‌মের হক ও দায়িত্ব আদায় না করে, তাহলে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হবে।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন ঃ এই উম্মতের মধ্যে আমি ইল্‌মধারী

www.banglakitab.weebly.com

মুনাফিকের বিষয়টিকে বড় ভয়ঙ্কর ও আশংকাজনক বোধ করি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে আমীরুল মুমেনীন! আলেম মুনাফেক হয় কি করে? তিনি বললেন ঃ মুখের ভাষায় ও কথনে সে বড় বিদ্বান ও আলেম, কিন্তু অন্তর এবং আমল এ উভয় দিক থেকেই সে জাহেল–মূর্খ।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেছেন ঃ "খবরদার! তুমি ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা বড় বড় বিদ্বান লোকের বিদ্যা এবং বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানীদের প্রজ্ঞা একত্রিত করে নিয়েছে ; কিন্তু আমলের প্রশ্নে একেবারে শূন্য ; নির্বোধ ও অজ্ঞ লোকদের পথ ধরেছে।"

এক ব্যক্তি হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)–এর নিকট আরজ করলোঃ আমার ইল্‌ম হাসিল করতে ইচ্ছা হয় ; কিন্তু আশংকা বোধ করি যে, হয়তঃ আমি ইল্‌মের হক আদায় করতে পারবো না ; বরং আরো বরবাদ করবো। হযরত আবূ হুরাইরাহ্ বললেন ঃ "ইল্‌ম হাসিল না করাও মূলতঃ ইল্‌মকে বরবাদ করার অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌নে উয়াইনাহ্ (রহঃ)–কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলঃ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লজ্জিত হয় কে? তিনি বলেছেন ঃ দুনিয়াতে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী লজ্জিত হয়, যে অকৃতজ্ঞ লোকের প্রতি এহ্‌সান ও অনুগ্রহ করে। আর আখেরাতে সবচেয়ে বেশী লজ্জিত হবে অসৎ আলেম।"

হযরত খলীল ইব্‌নে আহ্‌মদ (রহঃ) বলেন ঃ

اَلرِّجَالُ اَرْبَعَةٌ رَجُلٌ يَدْرِىْ وَيَدْرِىْ اَنَّهٗ يَدْرِىْ فَذٰلِكَ عَالِمٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَرَجُلٌ يَدْرِىْ وَلَا يَدْرِىْ اَنَّهٗ يَدْرِىْ فَذٰلِكَ نَائِمٌ فَاَيْقِظُوْهُ وَرَجُلٌ لَا يَدْرِىْ وَيَدْرِىْ اَنَّهٗ لَا يَدْرِىْ فَذٰلِكَ مُسْتَرْشِدٌ فَارْشِدُوْهُ وَرَجُلٌ لَا يَدْرِىْ وَلَا يَدْرِىْ اَنَّهٗ لَا يَدْرِىْ فَذٰلِكَ جَاهِلٌ فَارْفُضُوْهُ

www.banglakitab.weebly.com

"লোকেরা সাধারণতঃ চার প্রকারের হয়ে থাকে ঃ

এক. যে জানে (অর্থাৎ ইল্‌ম শিক্ষা করেছে) এবং এ কথাও জানে (অর্থাৎ অনুভূতি রাখে) যে, সে জানে (অর্থাৎ নিজের ইল্‌মের দায়িত্বজ্ঞান আছে), এরূপ ব্যক্তি সত্যিকার আলেম ; তোমরা তার অনুসরণ কর।

দুই. যে জানে এবং একথা জানে না যে, সে জানে—এরূপ লোক ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে ; তাকে তোমরা জাগ্রত কর।

তিন. যে জানে না (অর্থাৎ নিরক্ষর) এবং এ কথা জানে (অর্থাৎ অনুভূতি আছে) যে, সে জানে না— এরূপ ব্যক্তি সত্যপথের অনুসন্ধানী ; তাকে তোমরা সত্য ও হেদায়াতের পথ দেখিয়ে দাও।

চার. যে জানে না (অর্থাৎ অজ্ঞ–মূর্খ) এবং এ কথাও জানে না যে, সে জানে না— এ ব্যক্তি জাহেল, দাম্ভিক ; তাকে তোমরা পরিহার কর এবং এ থেকে বেঁচে চল।"

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ

يَهْتِفُ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ اَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ .

"ইল্‌ম চিৎকার করে আমলের দাবী জানায়, যদি তার দাবী ও আহ্বানে সাড়া দেওয়া হয় অর্থাৎ আলেম ব্যক্তি তার ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে, তবে সেই ইল্‌ম তার কাছে থাকে, অন্যথায় সে বিদায় নিয়ে নেয়।"

হযরত ইব্‌নে মুবারক (রহঃ) বলেন ঃ

لَا يَزَالُ الْمَرْءُ عَالِمًا مَا طَلَبَ الْعِلْمَ فَإِذَا ظَنَّ اَنَّهُ قَدْ عَلِمَ فَقَدْ جَهِلَ .

"একজন লোক সত্যিকার আলেম বা জ্ঞানী হতে হলে সর্বদা (নিজকে মুখাপেক্ষী জ্ঞান করে) জ্ঞান–অন্বেষায় মগ্ন থাকতে হবে। আর যদি সে নিজকে আলেম বা জ্ঞানী ভেবে নেয়, তাহলে সে প্রকৃত আলেম বা জ্ঞানী নয় ; জাহেল মূর্খ।"

হযরত ফুযাইল ইব্‌নে ইয়ায (রহঃ) বলেন ঃ তিন শ্রেণীর লোকের উপর আমার বড় করুণা আসে ঃ এক. সমাজের শীর্ষস্থানীয় মান–গণ্য ব্যক্তি

www.banglakitab.weebly.com

যদি অপমানিত হয়। দুই. সমাজের বিত্তশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি যদি দরিদ্র ও অভাবী হয়ে যায়। তিন. যে আলেম মানুষের শ্রদ্ধা-সম্মান হারিয়ে ফেলেছে ; লোকেরা যাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সাথে হেয় দৃষ্টিতে দেখে।"

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ

عُقُوْبَةُ الْعُلَمَاءِ مَوْتُ الْقَلْبِ وَمَوْتُ الْقَلْبِ طَلَبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْاٰخِرَةِ۔

"আলেমের শাস্তি হচ্ছে, তার অন্তর মরে যাওয়া, আর অন্তর মরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, দ্বীন ও আখেরাতের কাজ করে দুনিয়া তলব করা।"

এ প্রসঙ্গে জনৈক আরবী কবি কতই না চমৎকার বলেছেন ঃ

عَجِبْتُ لِمُبْتَاعِ الضَّلَالَةِ بِالْهُدٰى
وَمَنْ يَشْتَرِىْ دُنْيَاهُ بِالدِّيْنِ اَعْجَبُ

"আমি বিস্মিত হই সে ব্যক্তির উপর, যে হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে, আর যে ব্যক্তি দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়া খরিদ করে তার অবস্থা আরও অধিক বিস্ময়কর।"

وَاَعْجَبُ مِنْ هٰذَيْنِ مَنْ بَاعَ دِيْنَهٗ
بِدُنْيَا سَوَاءً فَهُوَ مِنْ ذَيْنِ اَعْجَبُ

"এ দুয়ের মধ্যে অধিকতর বিস্ময়কর হলো তার অবস্থা যে সমান দামে দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়া নিয়ে নেয়।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "(অসৎ) আলেমকে এমন কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে যে, দোযখবাসীরা তার আশে-পাশে জমা হয়ে যাবে।"

হযরত উসামাহ্ ইব্নে যায়েদ (রাযিঃ) বলেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু

www.banglakitab.weebly.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন (অসৎ) আলেমকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে ; তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে আসবে এবং এমনভাবে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা চাকীর চতুর্পার্শ্বে ঘুরতে থাকে। দোযখীরা তার আশে-পাশে জমা হয়ে জিজ্ঞাসা করবে—তোমার এ শাস্তি কি জন্যে হচ্ছে? সে বলবে, আমি মানুষকে সৎকাজের উপদেশ দিয়েছি; কিন্তু নিজে সে অনুযায়ী আমল করি নাই. লোকদেরকে আমি মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য নসীহত করেছি ; কিন্তু নিজে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকি নাই।" আলেমের শাস্তি এতো অধিক হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে জেনেশুনে আল্লাহ্‌র না-ফরমানী করেছে। এ জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۖ

"নিশ্চয় মুনাফিকরা দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে হবে।" (নিসা ঃ ১৪৫)

মুনাফিকদের শাস্তির কঠোরতার কারণ— তারা সত্য বিষয় জানার পরেও অস্বীকার করেছে।

এমনিভাবে, নাসরাদের তুলনায় ইহুদীদেরকে অধিকতর অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে ; অথচ এরা নাসারাদের মত আল্লাহ্‌র জন্য পুত্রের কথা এবং ত্রিত্ববাদের কথা বলে নাই ; এর কারণ হচ্ছে, এই ইহুদীরা জেনে-বুঝে এবং ভালভাবে পরিচয়লাভের পরও অস্বীকার করেছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ

"তারা তাঁকে এরূপ চিনে, যেরূপ তারা আপন পুত্রকে চিনে থাকে" (বাকারাহ্ ঃ ১৪৬)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

"অতঃপর যখন তাদের নিকট আসলো সেই পরিচিত কিতাব, তখন

www.banglakitab.weebly.com

তারা একে অস্বীকার করে বসলো ; সুতরাং আল্লাহ্‌র লা'নত হোক এরূপ কাফেরদের উপর।" (বাকারাহ্ ঃ ৮৯)

অনুরূপ, বাল্‌আম বাউরের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيْ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ○

"আর তাদেরকে সেই ব্যক্তির অবস্থা পাঠ করে শুনিয়ে দিন, যাকে আমি আমার আয়াতগুলো প্রদান করেছিলাম, অতঃপর সে তা হতে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে পড়লো, অতএব শয়তান তার পিছনে লেগে গেল, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" (আ'রাফ ঃ ১৭৫)

উক্ত প্রসঙ্গের শেষ পর্যায়ে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ

"ফলতঃ তার অবস্থা কুকুরের মত হয়ে গেল— তুমি যদি এটাকে আক্রমণ কর তবুও হাঁপাতে থাকে, অথবা যদি এটাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাতে থাকে।"

অনুরূপ, অসৎ আলেমেরও ঠিক একই পরিণাম। কেননা, বাল্‌আম বাউরকেও আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাবের ইল্‌ম দান করেছিলেন ; কিন্তু সে কাম-প্রবৃত্তির অনুসরণে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। এ জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ, সে জ্ঞান-বিদ্যার কোনই পরোয়া করে নাই; ইল্‌ম আছে বা নাই—এ প্রশ্নই তার থাকে নাই; খাহেশাত ও কুপ্রবৃত্তির বাসনা চরিতার্থকরণে সে নিমজ্জিত হয়ে গেছে

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ "অসৎ আলেমের উদাহরণ সেই পাথরের ন্যায়, যেটি প্রবাহিত ঝর্ণার বহির্মুখে পতিত হয়ে পানির প্রবাহ বন্ধ করে দেয়; সে নিজেও পানি পান করে না এবং শস্যক্ষেত্রেও পানি যেতে দেয় না।"

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৮৫

সচ্চরিত্রের গুরুত্ব ও ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○

"নিঃসন্দেহে আপনি চরিত্রের উচ্চতম স্তরে আছেন।" (কলম ঃ ৪)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন ঃ

خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ

"আল-কুরআনই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক-চরিত্র।"

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুন্দর ও উন্নত চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। জওয়াবে তিনি এ আয়াতখানি তিলাওয়াত করেছেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ○

"আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ-জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাক।"

অতঃপর তিনি বল্লেন ঃ

هُوَ اَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطِىَ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

"সুন্দর চরিত্র হচ্ছে, যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার

www.banglakitab.weebly.com

সাথে মিশ এবং সম্পর্ক স্থায়ী রাখ, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান কর, আর যে তোমার উপর জুলুম করে তুমি তাকে ক্ষমা কর।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ

"আমি সুমহান নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে ভারী জিনিস যা মীযান-পাল্লায় রাখা হবে তা হবে—আল্লাহ্‌র ভয় এবং সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্র।"

এক ব্যক্তি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দ্বীন কি? তিনি বললেন ঃ সুন্দর চরিত্র। লোকটি ডান দিক থেকে এসে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো ; হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দ্বীন কি? তিনি বল্‌লেন ঃ সুন্দর চরিত্র। লোকটি পুনরায় বাম দিক থেকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দ্বীন কি? তিনি বললেন ঃ সুন্দর চরিত্র। লোকটি আবার পশ্চাদ্দিক থেকে এসে জিজ্ঞাসা করলো ; ইয়া রাসূলাল্লাহ! দ্বীন কি? তিনি লোকটির প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ তুমি কি বুঝ না দ্বীন কি? দ্বীন হচ্ছে—তুমি কখনও ক্রোধান্বিত হবে না।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! দূর্ভাগ্য ও অকল্যাণ কিসে? তিনি বললেন ঃ অসৎ চরিত্রে।"

একদা এক ব্যক্তি হুযূর আলাইহিস সালামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্‌কে ভয় কর। সে বললো ঃ আরও উপদেশ দিন। হুযূর বললেন ঃ কোন অন্যায় বা পাপকাজ হয়ে গেলে, পরক্ষণেই কোন নেক আমল করে নাও ; এ নেক আমল তোমার পাপকে মিটিয়ে দিবে।" লোকটি বললো ঃ আরও নসীহত

www.banglakitab.weebly.com

করুন। হুযূর বললেন ঃ মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্রের আচরণ কর।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছে, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমল কোন্‌টি? তিনি জাওয়াবে বলেছেন ঃ সদ্ব্যবহার ও সুন্দর চরিত্র।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা যার আকৃতি ও (প্রকৃতি অর্থাৎ) নৈতিক চরিত্র সুন্দর করেছেন, তাকে আগুন স্পর্শ করবে না।"

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করা হয়েছিল ঃ অমুক স্ত্রীলোক দিনে রোযা রাখে রাত জেগে নামায পড়ে ; কিন্তু লোকদের সঙ্গে তার ব্যবহার খারাব; কথায় ও আচরণে মানুষকে সে কষ্ট দেয়। আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন ঃ "এই স্ত্রীলোকটির মধ্যে ভালাই ও কল্যাণের কোন অংশ নাই ; সে দোযখীদের একজন।"

হযরত আবূ দার্‌দা (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—"মীযান-পাল্লায় সর্বপ্রথম সদ্ব্যবহার ও মহৎ চরিত্রকে রাখা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন ঈমানকে সৃষ্টি করলেন, তখন সে বলেছে, ইয়া আল্লাহ্! আমাকে শক্তিশালী করে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সদ্ব্যবহার ও মহৎ চরিত্রের দ্বারা শক্তিশালী করে দিলেন। আর যখন আল্লাহ্ তা'আলা কুফরকে সৃষ্টি করলেন, তখন সে বলেছে, ইয়া আল্লাহ্! আমাকে শক্তিশালী করে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কৃপণতা ও অসদ্ব্যবহার দ্বারা শক্তিশালী করে দিলেন।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র এ দ্বীন (ইসলাম)-কেই পছন্দ করেছেন ; এ দ্বীনের জন্য মহান চরিত্র ও সদ্ব্যবহারই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ ; কাজেই তোমরা তোমাদের দ্বীনকে এ দু'য়ের দ্বারা সুন্দর-সজ্জিত কর।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেনঃ "সুন্দর চরিত্র আল্লাহ্ তা'আলার মহানতার গুণ।"

www.banglakitab.weebly.com

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করা হয়েছিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! শ্রেষ্ঠ মুমিন কে? তিনি বলেছেন, "যার চরিত্র সবচেয়ে উন্নত।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা লোকদেরকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করো না বরং তোমাদের সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্র দ্বারা বশীভূত কর।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ "সির্কা যেমন মধুকে নষ্ট করে দেয়, নিকৃষ্ট চরিত্রও তেমনি আমলকে বরবাদ করে দেয়।"

হযরত জরীর ইব্নে আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা সুন্দর আকৃতি দান করেছেন, অতএব তুমি তোমার চরিত্রকেও সুন্দর কর।"

হযরত বারা' ইব্নে আযেব (রাযিঃ) বলেন, রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দো'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِى فَحَسِّنْ خُلُقِى

"হে আল্লাহ্ ! আপনি আমার আকৃতিকে যেমন সুন্দর করেছেন, আমার চরিত্রকেও তেমনি সুন্দর করে দিন।"

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় এ দো'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعَافِيَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে স্বাস্থ্য, শান্তি এবং উন্নত চরিত্র প্রার্থনা করি।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

كَرَمُ الْمُؤْمِنِ دِيْنُهُ وَحَسَبُهُ حُسْنُ الْخُلُقِ وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ

"মুমিনের মর্যাদা হচ্ছে তার দ্বীন, আভিজাত্য হচ্ছে তার উন্নত চরিত্র, আর মনুষত্ব হচ্ছে তার বুদ্ধি-বিবেক।"

www.banglakitab.weebly.com

হযরত উসামাহ্ ইব্নে শারীক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ একদা আমি লক্ষ্য করেছি যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন মরুচারী বেদুঈন লোক জিজ্ঞাসা করছে ঃ শ্রেষ্ঠতম নেক গুণ যা বান্দাকে দেওয়া হয়েছে তা কোন্‌টি? তিনি বলেছেন ঃ "সুন্দর চরিত্র।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اَحَبَّكُمْ اِلَىَّ وَ اَقْرَبَكُمْ مِنِّىْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا

"কিয়ামতের দিন আমার সবাপেক্ষা প্রিয় এবং সবাপেক্ষা নিকটতর আসনের অধিকারী হবে ঐসব লোক যাদের চরিত্র সুন্দর।"

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

ثَلَاثٌ مَنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ اَوْ وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ فَلَا تَعْتَدُّوْا بِشَيْءٍ مِّنْ عَمَلِهٖ تَقْوٰى تَحْجُزُهٗ عَنْ مَعَاصِى اللّٰهِ وَحِلْمٌ يَكُفُّ بِهِ السَّفِيْهَ اَوْ خُلُقٌ يَعِيْشُ بِهٖ بَيْنَ النَّاسِ۔

"তিনটি গুণ যার মধ্যে নাই অথবা (অন্ততঃ পক্ষে) একটি গুণও নাই তার আমলের কোনই মূল্য নাই ঃ এক. আল্লাহ্‌ভীতি, যা তাকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা হতে বিরত রাখবে। দুই. ধৈর্য ও পরিণামদর্শিতা, যা তাকে জাহালত ও মূর্খতাসুলভ আচরণ থেকে বিরত রাখবে। তিন. সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্র, যা দিয়ে সে লোকদের মধ্যে বসবাস করবে।"

বর্ণিত আছে, নামায আরম্ভ করার সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় এ দো'আ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَ اصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّىْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ۔

www.banglakitab.weebly.com

"আয় আল্লাহ্! আমাকে সুন্দর চরিত্রের পথ প্রদর্শন করুন, সেদিকে আপনি ছাড়া আর কেউ পথ-প্রদর্শন করতে পারে না। আয় আল্লাহ্! নিকৃষ্ট চরিত্র আমা থেকে দূরীভূত করে দিন, আপনি ছাড়া আর কেউ তা দূরীভূত করতে পারে না।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ কিসে সৌন্দর্য লাভ হয়? তিনি বলেছেন, নম্র কথনে, মুক্তমন ও সহাস্য আচরণে। যে ব্যক্তি মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, সুন্দর আখলাক ও উন্নত চরিত্রের আচরণ করবে, পরিচিত-অপরিচিত সকলেই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে ; তাকে ভালবাসবে ও প্রশংসা করবে।

জনৈক জ্ঞান-বৃদ্ধের উপদেশ হচ্ছে ঃ "সৎগুণাবলী ও উন্নত চরিত্রের যাবতীয় দিক যদি তোমার ভিতর-বাইরে সন্নিবেশিত করতে পার ; সর্বশ্রেণীর লোকের সাথে তোমার আচার-আচরণ যদি সুন্দর হয়, তাহলে আরশের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে প্রভুত কল্যাণ দান করবেন, সেই সঙ্গে দুনিয়ার মানুষও তোমার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করবে।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৮৬

হাস্য, ক্রন্দন, পোষাক

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ ○

"তবে কি তোমরা এই কথায় বিস্মিত হচ্ছো এবং হাসছো, আর কাঁদছো না, আর তোমরা অহংকার করছো? (নাজম ঃ ৫৯, ৬০, ৬১)

অর্থাৎ তোমরা এই কুরআনের উপর বিস্ময় প্রকাশ করছো এবং একে অবিশ্বাস করছো, অথচ এ পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত। তোমরা কুরআন পাকের বিষয় ঠাট্টা–বিদ্রূপ করছো, এতে যেসব সত্য ও বাস্তব সতর্কবাণী রয়েছে সেগুলো পাঠ করে তোমরা ক্রন্দন করছো না ; তোমাদের প্রতি কুরআনের যে দাবী, তা থেকে তোমরা একেবারেই গাফেল, অন্যমনস্ক।

বর্ণিত আছে, উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও হাসতেন না। অবশ্য কখনও মুচকি হাসতেন।

এক রেওয়ায়াতে এমনও বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুখভরে হাসতে কিংবা মুচকি হাসতেও দেখা যায় নাই ; এবং এ অবস্থার উপর থেকেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

হযরত ইব্নে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখলেন—লোকেরা কথা বলছে আর মুখভরে হাসছে। এ অবস্থা দেখে তিনি সেখানে দাঁড়ালেন এবং

www.banglakitab.weebly.com

তাদেরকে সালাম দিয়ে বললেন ঃ তোমরা দুনিয়ার সাধ-অভিলাষ বিধ্বংসী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর।

অনুরূপ, আরও একবার লোকেরা হাস্যরত ছিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

اَمَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا۔

"ওহে! তোমরা শুনে রাখ, আমি ঐ পবিত্র সত্তার কসম করে বলছি, যার আয়ত্বাধীনে আমার প্রাণ—আমি যা কিছু জেনেছি, তোমরাও যদি তা'সব জানতে, তবে অবশ্যই তোমরা হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী।

হযরত খিজির (আঃ) যখন মূসা (আঃ) থেকে পৃথক হতে ইচ্ছা করলেন, তখন হযরত মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ আমাকে কিছু নসীহত করুন। হযরত খিজির (আঃ) নসীহত করেছেন ঃ "হে মূসা! ঝগড়ার মনোবৃত্তি কখনও রেখো না ; এটা বর্জন করে চল। তীব্র প্রয়োজন ব্যতিরেকে কখনও সফর করো না। অত্যাশ্চর্যকর কিছু না ঘটলে হেসো না। পাপী লোকদেরকে তাদের পাপাচারে কখনও লজ্জা দিও না এবং নিজের ভুল-চুকের জন্য কাঁদ।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

كَثْرَةُ الضِّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ۔

"অধিক হাসি অন্তরকে নিষ্প্রাণ করে দেয়।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ ضَحِكَ لِشَبَابِهٖ بَكٰى لِهَرَمِهٖ وَمَنْ ضَحِكَ لِغِنَاهُ بَكٰى لِفَقْرِهٖ وَمَنْ ضَحِكَ لِحَيَاتِهٖ بَكٰى لِمَوْتِهٖ۔

"যে ব্যক্তি স্বীয় যৌবনকালে হাস্য-উল্লাস করেছে, বার্ধক্যে তাকে কাঁদতে হবে। যে নিজের সম্পদ-সুখে হাস্য-স্ফূর্তি করেছে, অভাবে তাকে কাঁদতে হবে। যে ব্যক্তি স্বীয় জীবনানন্দে হেসেছে মৃত্যুতে তাকে কাঁদতে হবে।"

www.banglakitab.weebly.com

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِقْرَأُوا الْقُرْاٰنَ وَابْكُوْا فَاِنْ لَّمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكَوْا ـ

"তোমরা কুরআন পড়, আর কাঁদ ; যদি কাঁদতে না পার, তবে কাঁদার ভান কর।"

হযরত হাসান (রাযিঃ) কুরআনের এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ج جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

"অতএব তারা অল্প কয়েক দিন হেসে (খেলে) নিক, আর (আখেরাতে) বহুদিন (অর্থাৎ অনন্তকাল) কাঁদতে থাকুক, সেই সকল কার্যের বিনিময়ে যা তারা অর্জন করছিল।" (তওবাহ্ ঃ ৮২)

"আয়াতের মর্ম হচ্ছে, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে কম হাস এবং আখেরাতের ব্যাপারে বেশী বেশী কাঁদ।"

হযরত হাসান আরও বলেছেন ঃ

يَا عَجَبًا مَنْ ضَاحَكَ وَمِنْ وَرَائِهِ النَّارُ وَمِنْ مَسْرُوْرٍ وَمِنْ وَرَائِهِ الْمَوْتُ

"আশ্চর্য! ঐ ব্যক্তির অবস্থার উপর, যে হাস্য-উল্লাসে মত্ত ; অথচ তার পশ্চাতেই রয়েছে আগুন, আশ্চর্য! ঐ ব্যক্তির উপর যে আনন্দ-স্ফূর্তিতে মেতে উঠছে ; অথচ তার পশ্চাতেই রয়েছে মৃত্যু।"

একবার হযরত হাসান (রাযিঃ) এক যুবকের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, যুবকটি আনন্দ-উল্লাসে হাস্যরত ছিল। তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

يَا بُنَيَّ هَلْ جُزْتَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَبِيْنُ لَكَ اَنَّكَ تَصِيْرُ اِلَى الْجَنَّةِ قَالَ لَا قَالَ فَفِيْمَ الضِّحْكُ فَمَا رُؤِيَ الشَّابُّ ضَاحِكًا بَعْدَ ذٰلِكَ.

www.banglakitab.weebly.com

"বৎস! তুমি কি পুলসিরাত অতিক্রম করে ফেলেছ? সে বললো, না। তুমি জান্নাতেই প্রবেশ করবে—এ কথার নিশ্চয়তা কি পেয়ে গেছ? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ তবে তোমার এ হাসি ও আনন্দ-উল্লাস কিসের উপর?" এরপর সেই যুবককে আর কোনদিন হাসতে দেখা যায় নাই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ

مَنْ اَذْنَبَ ذَنْبًا وَهُوَ يَضْحَكُ دَخَلَ النَّارَ وَهُوَ يَبْكِىْ .

"যে ব্যক্তি নিশ্চিন্তে হাসতে হাসতে পাপাচারে লিপ্ত হয়, সে কাঁদতে কাঁদতে জাহান্নামে যাবে।"

আল্লাহ্‌র জন্য রোদনকারী ব্যক্তিদের খোদ আল্লাহ্ তা'আলা প্রশংসা করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ

"তারা চিবুকের উপর পতিত হয় কাঁদতে কাঁদতে।"

(বনী ইসরাঈল ঃ ১০৯)

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا ج

"এ কি আশ্চর্য আমলনামা! লিপিবদ্ধ না করে কোন ক্ষুদ্র পাপও ছাড়ে নাই, আর না কোন বড় পাপ।" (কাহ্‌ফ ঃ ৪৯)

ইমাম আওযায়ী (রহঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 'সগীরাহ্' অর্থাৎ ক্ষুদ্র পাপ দ্বারা মুচকি হাসিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর 'কাবীরাহ্' অর্থাৎ বড় পাপ দ্বারা সরব (অট্ট) হাসিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا ثَلَاثًا عَيْنًا بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنًا غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ وَعَيْنًا سَهِرَتْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

www.banglakitab.weebly.com

"কেয়ামতের দিন সকল চোখেরই কাঁদতে হবে, তবে এই তিন প্রকার চক্ষু ব্যতীত ঃ এক. আল্লাহ্‌র ভয়ে যে চোখ দুনিয়াতে কেঁদেছে। দুই. যে চোখ আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত রয়েছে। তিন. যে চোখ আল্লাহ্‌র পথে মেহনত-মোজাহাদা ও প্রহরায় জাগ্রত রয়েছে।"

জ্ঞানতাপসগণের উক্তি হচ্ছে, তিনটি অভ্যাস মানুষের হৃদয়কে শক্ত-পাষাণ করে দেয় ঃ ১. আশ্চর্যকর কিছু না দেখেই হাসা। ২. ক্ষুধা ব্যতীত আহার করা। ৩. বিনা প্রয়োজনে কথা বলা।

পোষাক

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিধেয় পোষাকের বিষয়টি ছিল খুবই সাদাসিধা ; সহজেই হাতের কাছে যে পোষাক পেতেন, তা তিনি পরে নিতেন। যেমন, লুঙ্গি, চাদর, কামিজ, জুব্বা বা লম্বা জামা। সবুজ রঙের পোষাক তাঁর কাছে খুবই ভাল লাগতো। বেশীর ভাগ তিনি সাদা পোষাক পরিধান করতেন। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের জীবিত ব্যক্তিদের সাদা পোষাক পরিধান করাও এবং মৃতদেরকে এ দ্বারা কাফন দাও।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (সুন্দুস) মিহীন সবুজ রঙের কাবা (পোষাক বিশেষ) ছিল। তাঁর উজ্জ্বল শুভ্র দেহে তা শোভা পেলে খুবই চমৎকার দেখাতো।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় টাখনুর উপরে পোষাক পরিধান করতেন। তাঁর লুঙ্গি অর্ধেক গোছা পর্যন্ত হতো।

তাঁর একটি কালো বর্ণের কম্বল ছিল। তিনি সেটি অন্যকে হেবা (দান) করে দিয়েছিলেন। হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিঃ) আরজ করেছেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর আমার মা-বাপ কুরবান হোন—সেই কালো বর্ণের কম্বলটি কি হয়েছে? আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি সেটি পরিধান করেছি। হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিঃ) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার পবিত্র দেহের উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণের উপর সেই কালো বর্ণের চাদরটি এতোই চমৎকার ও মানানসই ছিল যে,

www.banglakitab.weebly.com

ইতিপূর্বে এরূপ আমি আর কখনও দেখি নাই।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান দিক থেকে পোষাক পরিধান করতেন এবং এ দো'আ পড়তেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِى النَّاسِ ـ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে পোষাক পরিয়েছেন, যদ্দ্বারা আমি ছতর আবৃত করি এবং সজ্জা ও সৌন্দর্য লাভ করি।"

পোষাক অপসারণের সময় তিনি প্রথমে বাম দিক থেকে খুলতেন। নূতন কাপড় পরিধান করলে পুরাতন পোষাকটি কোন দরিদ্রকে দান করে দিতেন। তিনি বলেছেন ঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَكْسُوْ مُسْلِمًا مِنْ سَمْلِ ثِيَابِهٖ لَا يَكْسُوْهُ اِلَّا لِلّٰهِ اِلَّا كَانَ فِىْ ضِمَانِ اللّٰهِ وَحِرْزِهٖ وَخَيْرُهٗ مَا وَارَاهُ حَيًّا وَمَيِّتًا ـ

"কোন মুসলমান অপর গরীব–নিঃস্ব মুসলমানকে যদি নিজের পুরাতন পোষাক (দান করে) পরিধান করায় ; আর এতে তার উদ্দেশ্য হয় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও রেযা, তবে যতদিন পর্যন্ত সে মুসলমান জীবিত কি মৃত (কাফন) অবস্থায় সেই পোষাক পরিধান করবে, ততদিন পর্যন্ত দাতা ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ তত্ত্বাবধান ও খাছ হেফাযতে স্থান পাবে এবং সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কল্যাণ পেতে থাকবে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি চুগা (পোষাক বিশেষ) ছিল ; তিনি যেখানেই যেতেন বিছানা স্বরূপ সেটি বিছিয়ে দেওয়া হতো এবং সেটাকে দুই ভাঁজ করে নেওয়া হতো।

তিনি খালি চাটাইর উপরও শুয়ে যেতেন, এর নীচে আর কোন কিছুই হতো না।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৮৭

কুরআন মজীদ, ইলম ও আলেমের গুরুত্ব ও ফযীলত

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ رَاٰى اَنَّ اَحَدًا اُوْتِىَ اَفْضَلَ مِمَّا اُوْتِىَ فَقَدِ اسْتَصْغَرَ مِنْ عَظْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

"যে ব্যক্তি কুরআন (অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করে) পড়লো, অতঃপর ধারণা রাখে যে, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকর জ্ঞান (কুরআন ছাড়া অন্যকিছু অধ্যয়ন করে) অন্য কেউ অর্জন করেছে, সে আল্লাহ্ তা'আলার বড়ত্ব ও মহানত্বকে ছোট নজরে দেখলো।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কুরআন মজীদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন সুপারিশকারী নাই।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারা, যারা ইল্‌ম শিখে এবং শিক্ষা দেয়।"

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "লোহায় যেমন মরিচা ধরে আত্মাও তেমনি মরিচাপ্রাপ্ত হয়। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে এ (আত্মা) কিসে উজ্জ্বল হবে? তিনি বললেন ঃ মনোযোগ সহকারে কুরআন মজীদ পাঠ করা এবং বেশী করে মৃত্যুর কথা স্মরণ করার দ্বারা।"

হযরত ফুযাইল ইব্‌নে ইয়ায (রহঃ) বলেন ঃ "কুরআনের (জ্ঞানের) ধারক–বাহক যারা, তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের পতাকাবাহী ; সাধারণ লোক তাদের সাথে খেল–তামাশা বা অবহেলার আচরণ করলেও এদের সাথে

www.banglakitab.weebly.com

অনুরূপ আচরণ তাদের উচিত নয়, সাধারণ লোকজন অহেতুক কথা ও কার্যকলাপে লিপ্ত হলেও আলেমের তাতে লিপ্ত হওয়া কিছুতেই উচিত নয় ; এটাই কুরআনের আদব ও সম্মান রক্ষার প্রয়াস–পরিচয়।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সকালে সূরা হাশরের শেষ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেছে, সে যদি ঐ দিবসে মৃত্যুবরণ করে, তবে তাকে শহীদগণের সাথে সিল–মোহরযুক্ত করে দেওয়া হবে। অনুরূপ, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় উক্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেছে, সে যদি ঐ রাতে মৃত্যুবরণ করে, তবে তাকেও শহীদগণের সাথে সিল–মোহরযুক্ত করে দেওয়া হবে।"

ইল্‌ম ও আলেমের গুরুত্ব, ফযীলত ও কল্যাণ সম্পর্কিত প্রচুরসংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَيُلْهِمْهُ رُشْدَهٗ ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা যে ব্যক্তির খায়র ও কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন এবং প্রকৃত দিশা ও হিদায়াতের বিষয় তার হৃদয়ে উদিত করে দেন।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ ـ

"আলেমগণ আম্বিয়ায়ে কিরামের ওয়ারিস।"

আর এ কথা বিদিত যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের মর্যাদা অপেক্ষা উচ্চতর মর্যাদা আর নাই ; সুতরাং বুঝা গেল, তাঁদের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারের উপরে আর কোন মর্যাদা ও সম্মান হতে পারে না।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ "মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সেই মুমিন ব্যক্তি যে আলেম ; লোকদের প্রয়োজনে সে তাদের উপকৃত করে, আর সে নিজে তো উপকৃত হবেই।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.banglakitab.weebly.com

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "সমগ্র মানবের মধ্যে আম্বিয়ায়ে কিরামের নিকটতর মর্যাদার অধিকারী আলেম ও মুজাহিদ। আলেম এ জন্যে যে, সে আম্বিয়ায়ে কেরাম কর্তৃক আনীত আদর্শ ও বিষয়াবলীর প্রতি পথ-প্রদর্শন করে, আর মুজাহিদ এ জন্যে যে, সে একই আদর্শ ও বিষয়ের জন্য যুদ্ধ-জিহাদ করে।"

আরও ইরশাদ করেন ঃ "গোটা গোত্রের মউত একজন আলেমের মৃত্যু অপেক্ষা সহজ-সহনীয়।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

يُوْزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ ـ

"কিয়ামতের দিন আলেমগণের কলমের কালি শহীদগণের রক্তের সাথে মাপা (ওজন করা) হবে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

لَا يَشْبَعُ عَالِمٌ مِنْ عِلْمٍ حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ ـ

"আলেম ব্যক্তি তার চূড়ান্ত লক্ষ্য জান্নাত অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় ইল্‌ম ও জ্ঞান-গবেষণায় তৃপ্ত হতে পারে না।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

هَلَاكُ اُمَّتِىْ فِىْ شَيْئَيْنِ تَرْكُ الْعِلْمِ وَجَمْعُ الْمَالِ ـ

"দু'টি বিষয়ের মধ্যে আমার উম্মতের ধ্বংস রয়েছে ঃ এক. ইল্‌মে দ্বীন পরিহার করা। দুই. সম্পদ জমা করা।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

كُنْ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ مُسْتَمِعًا اَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ

"আলেম হও অথবা আলেমের শিক্ষার্থী হও কিংবা শ্রোতা হও কিংবা আলেমের প্রতি ভালবাসা রাখ, এ ছাড়া পঞ্চম শ্রেণীর (অর্থাৎ আলেম-

www.banglakitab.weebly.com

বিদ্বেষী) অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

اٰفَةُ الْعِلْمِ الْخُيَلَاءُ

"দম্ভ–অহংকার আলেমের জন্য আপদ টেনে আনে।"

পরিপক্ক জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান মনীষীদের উক্তি হচ্ছে, "ক্ষমতা লাভের জন্য যারা ইল্‌ম শিক্ষা করে, তারা ইল্‌ম এবং ক্ষমতা উভয় থেকেই বঞ্চিত হয়।" আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيَاتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

"আমি এমন লোকদেরকে আমার নিদর্শনাবলী হতে বিমুখই করে রাখবো, যারা পৃথিবীতে বড়াই–অহংকার করে যা করার অধিকার তাদের নাই।" (আ'রাফ ঃ ১৪৬)

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ "যে কুরআন শিক্ষা করলো তার মূল্য বৃদ্ধি পেল, যে ফেকাহ্ শিখলো তার সম্মান বাড়লো, যে হাদীস শিক্ষা করলো তার প্রমাণ বলিষ্ঠ হলো, যে হিসাব শিখলো তার নির্ভুল অভিমত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জ্ঞান হলো, যে দুর্লভ বিষয় (অভিধান–শব্দসম্ভার ইত্যাদি) আহরণ করলো তার প্রতিভা তীক্ষ্ণ হলো, আর যে নিজকে মূল্যায়ণ করতে ও মর্যাদা দিতে জানলো না ইল্‌ম দ্বারা সে উপকৃত হতে পারলো না।"

হযরত হাসান ইব্‌নে আলী (রাযিঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আলেমদের মজলিস ও সাহচর্যে অধিক সময় অতিবাহন করে, তার জিহ্বার আড়ষ্টতা দূর হয়ে যায়, তার বুদ্ধি–বিবেক চিন্তাধারার অনেক জটিলতার নিরসন হয়, লব্ধ জ্ঞানের উপর তার নিয়ন্ত্রণ আসে এবং অন্যকে নিজের জ্ঞানের দ্বারা সে উপকৃত করতে পারে।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اِذَا رَدَّ اللّٰهُ عَبْدًا حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ ـ

www.banglakitab.weebly.com

"আল্লাহ্ পাক যখন কোন বান্দাহ্কে বিমুখ করেন তখন ইল্ম থেকে তাকে বঞ্চিত করে দেন।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

لَا فَقْرَ اَشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ۔

"মূর্খতা অপেক্ষা দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা আর নাই।"

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৮৮

নামায ও যাকাতের গুরুত্ব

যাকাত ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহের অন্যতম। নামাযের পরেই আল্লাহ্ তা'আলা যাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاٰتُوا الزَّكَاةَ

"তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর।"

(বাক্বারা ঃ ৪৩)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর নির্মিত ঃ এক. আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নাই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল– এই সাক্ষ্য দেওয়া, দুই. নামায কায়েম করা, তিন. যাকাত দেওয়া, চার. রোযা রাখা এবং পাঁচ. হজ্জ করা।

নামায ও যাকাতের ব্যাপারে যারা অবহেলা করে তাদের প্রতি পবিত্র কুরআনে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝

"অতএব বড় সর্বনাশ ঐ সকল নামাযীর জন্য, যারা স্বীয় নামাযকে ভুলে থাকে।" (মাঊন ঃ ৪, ৫)

পূর্বে এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

"আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেনা, আপনি তাদেরকে অতি যন্ত্রণাময় শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন। (তওবাহ্ ঃ ৩৪) 'আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা'র অর্থ যাকাত দেওয়া।

উত্তম হলো, এমন মিসকীন, ফকীর ও অভাবী লোকদেরকে দান-খয়রাত করা যারা পরহেযগার, দুনিয়াত্যাগী এবং দ্বীন ও আখেরাতের কাজে আত্মনিয়োগকারী। বস্তুতঃ এমন লোকদেরকেই দান-খয়রাত করলে সম্পদ-বৃদ্ধি লাভ করে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لَا تَأْكُلْ اِلَّا طَعَامَ تَقِيٍّ وَ لَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِيٌّ ـ

"তোমরা পরহেযগার লোক ছাড়া অন্য কারও খাদ্য খেয়ো না এবং তোমাদের খাদ্যও যেন পরহেযগার ছাড়া কেউ না খায়।"

এর কারণ হচ্ছে, পরহেযগার লোক এ খাদ্যের দ্বারা ইবাদতের জন্য শক্তি যোগাবে এবং এভাবে খাদ্যের ব্যবস্থাকারী ব্যক্তিও নেক কাজ ও ইবাদত-বন্দেগীতে সওয়াবের অংশীদার হয়ে গেল।

এক বুযুর্গের অভ্যাস ছিল, তিনি দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে দ্বীনদার আল্লাহ্ ওয়ালা অভাবীদেরকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বলেছিলেন ঃ এঁরা সব সময় আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন থাকেন, ক্ষুধায় কষ্ট পেলে তাদের ধ্যানের বিচ্যুতি ঘটবে, তাদেরকে দান করে যদি আমি একজনকেও আল্লাহ্‌র ধ্যানমগ্নতায় সাহায্য করতে পারি, তবে এটা আমার জন্য এক হাজার অন্যমনস্ক ফকীরকে দান করা অপেক্ষা উত্তম। এই বুযুর্গের কথা হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)-এর নিকট আলোচনা করা হলে তিনি বলেছেন, "দানের ব্যাপারে এতো সুন্দর কথা আমি আর শুনি নাই ; বাস্তবিকই তিনি একজন বুযুর্গ।" তারপর এই বুযুর্গের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন, এই ধনী ব্যক্তি প্রথমে তরকারি ও শাক-সব্জীর ব্যবসা করতেন। ফকীর লোকেরা তার দোকানে কোন দ্রব্য খরিদ করতে গেলে তিনি বিনা মূল্যে দিয়ে দিতেন। এই জন্য তিনি ক্রমে ক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিঃস্ব হয়ে পড়েন। অবশেষে তার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) জানতে পেরে তাকে কিছু মূলধন দিয়ে

www.banglakitab.weebly.com

পুনরায় ব্যবসায় লাগিয়ে দেন এবং বলেন, এ দিয়ে তুমি ব্যবসা করতে থাক, তোমার মত মানুষের জন্য ব্যবসা ক্ষতিকর নয়।

হযরত ইব্নে মুবারক (রহঃ) প্রধানতঃ জ্ঞানপিপাসু তালেবে-ইল্মদেরকে দান করতেন। তাঁকে বলা হয়েছিল, আপনি সকলকে সমভাবে দান করলে ভালো হতো। তিনি বলেছেন, "নবীগণের পর উলামায়ে কেরাম অপেক্ষা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন লোক আমি দেখি না ; তাঁদের অন্তরে যদি কোনরূপ চিন্তা-পেরেশানী থাকে, তবে জ্ঞান-চর্চায় ব্যাঘাত ঘটবে এবং নিশ্চিন্ত মনে তাঁরা দ্বীনী খেদমতে মনোনিবেশ করতে পারবেন না। সুতরাং তাদেরকে সাহায্য করে নিশ্চিন্ত রাখা আমি শ্রেষ্ঠ ইবাদত মনে করি।"

বিশেষভাবে নিঃস্ব বিপন্ন লোকদেরকেও সাহায্য করা চাই। আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও বিশেষ নজর রাখা চাই। কেননা, আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করলে একদিকে যেমন দানের সওয়াব লাভ হবে, অপরদিকে আত্মীয়তার হকও আদায় হবে। আর আত্মীয়তার হক আদায়কারী ব্যক্তি প্রচুর সওয়াবের অধিকারী হয়ে থাকে। দান-খয়রাত গোপনে করা অধিকতর উত্তম ; এতে একদিকে যেমন রিয়া তথা লোক দেখানো মনোবৃত্তি হতে আত্মরক্ষা হয়, অপরদিকে গ্রহিতা ব্যক্তিও লোকসমক্ষে লজ্জা ও সংকোচবোধ হতে রক্ষা পায়।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "গোপন দান আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ নিবারণ করে।"

হাদীস শরীফে আছে—সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তা'আলা হাশরের ময়দানে স্বীয় আরশের নীচে স্থান দিবেন, যেদিন এ ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক তারা যারা আল্লাহ্র রাস্তায় এমনভাবে গোপনে দান-খয়রাত করে যে, দাতা ডান হাতে কি দান করেছে, তার বাম হাতেও তা টের করতে পারে না।" তবে প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে যদি কোনরূপ ফায়দা থাকে যেমন, দাতার অনুকরণে অন্যান্য লোকজনও দানকার্যে উদ্বুদ্ধ হবে, তাহলে এরূপ করলে কোনরূপ দোষ নাই। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই রিয়ামুক্ততা জরুরী এবং দানের পর তা প্রচার করা বা খুটা দেওয়া অবশ্য পরিত্যাজ্য । যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى ۙ

"তোমরা কৃপা প্রকাশ করে অথবা ক্লেশ প্রদান করে তোমাদের দান-খয়রাতকে বিনাশ করো না।" (বাকারাহ্ ঃ ২৬৪)

বস্তুতঃ দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করা এমন এক অপরাধ, যা দানের সওয়াবকে ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং দান করার পর তা গোপন রাখা এবং ভুলে যাওয়া উচিত। পক্ষান্তরে, যাকে দান করা হয়, তার উচিত—এ কথা ব্যক্ত করা, প্রকাশ করা এবং দাতার কৃতজ্ঞতা আদায় করা। কেননা, হাদীস শরীফে আছে ঃ "যে ব্যক্তি মানুষের শোকরিয়া আদায় করলো না, সে আল্লাহ্ পাকেরও শোকর আদায় করলো না।" এক আরবী কবি কতই না সুন্দর বলেছেন (সারমর্ম) ঃ "কৃতজ্ঞ বা অকৃতজ্ঞ যে ক্ষেত্রেই তুমি দান কর না কেন, পুন্য তোমার আছেই। কৃতজ্ঞ অন্তর আল্লাহ্র কাছে পুরস্কৃত হবে আর অকৃতজ্ঞ সাজা-প্রাপ্ত হবে ; কিন্তু তুমি সর্বাবস্থায় পুরস্কৃত।"

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৮৯

পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও সন্তানের হক

এ কথা স্পষ্ট যে, পারস্পরিক সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তার হক আদায় করা অপরিহার্য। এতদপ্রেক্ষিতে পিতা-মাতা — যাদের সাথে জন্মের সম্পর্ক ও পরম ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত, তাদের হক আদায় করার বিষয় অনেক বেশী গুরুত্ব ও দাবী রাখে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "পিতা যদি কারও কাছে কৃতদাসরূপে আবদ্ধ থাকে, তবে সন্তান সেই পিতাকে খরিদ করে মুক্ত না করা পর্যন্ত হক আদায় হবে না।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ اَفْضَلُ مِنَ الصَّلٰوةِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ۔

"পিতামাতার প্রতি সশ্রদ্ধ ও ভক্তিপূর্ণ সদ্ব্যবহার নামায, দান-খয়রাত, রোযা, হজ্জ, উমরাহ্ এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমল।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় রাত পোহালো যে, তার পিতা-মাতা তার প্রতি সন্তুষ্ট, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সকাল বেলায় জান্নাতের দিকে দুটি দরজা খুলে দেন। এমনিভাবে পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট রেখে যদি সন্ধ্যা করে, তবে তখনও তার জন্য জান্নাতের দিকে দুটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। আর যদি সে যেকোন একজনকে সন্তুষ্ট রাখে, তবে তার জন্য একটি দরজা খুলা হয় (আরেকটি বন্ধ রাখা হয়)। পিতামাতার সন্তোষের সাথে সন্তানের

বেহেশ্‌তের এ সম্পর্ক বলবৎ—যদিও তারা (সন্তানের উপর) জুলুম করে, যদিও তারা জুলুম করে, যদিও তারা জুলুম করে। পক্ষান্তরে, যদি সন্তান পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করে রাত পোহায়, তবে সকালে তার জন্য দোযখের দিকে দুটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। এমনিভাবে তাদেরকে অসন্তুষ্ট রেখে যদি সন্ধ্যা করে তবে তখনও তার জন্য দোযখের দিকে দুটি দরজা খোলা হয় ; আর যদি সে যে কোন একজনকে অসন্তুষ্ট করে তবে তার জন্য একটি দরজা খোলা হয়—যদিও তারা (সন্তানের উপর) জুলুম করে, যদিও তারা জুলুম করে, যদিও তারা জুলুম করে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "জান্নাতের খোশ্‌বূ পাঁচশত মাইল দূর থেকে পাওয়া যায় ; কিন্তু পিতা–মাতার অবাধ্য সন্তান এবং আত্মীয়তা–সম্পর্কচ্ছেদনকারী ব্যক্তি তা পাবে না।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

بِرَّ اُمَّكَ وَاَبَاكَ وَاُخْتَكَ وَاَخَاكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ فَاَدْنَاكَ.

"পিতা–মাতা, বোন ও ভাইয়ের সাথে সদ্ব্যবহার কর, অতঃপর পর্যায়ক্রমে নিকটতম আত্মীয়দের সাথে সদাচার কর।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ "সন্তান যখন কোনরূপ সদকা বা দান–খয়রাতের ইচ্ছা করে, তখন তার উচিত, পিতা–মাতার জন্য নিয়ত করা— যদি তারা মুসলমান হয়। এর সওয়াব পিতা–মাতার জন্যে হবে এবং তাদের দু'জনের সমপরিমান সওয়াব হবে সন্তানের ; অথচ পিতা–মাতার সওয়াবে কোন ঘাটতি হবে না।"

হযরত মালেক ইবনে রবীয়াহ্ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় বনী সালিমার এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! মাতাপিতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের পর আরও কিছু বাকী থাকে কি যা আমি তাদের মৃত্যুর পর করতে পারি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তাদের কল্যাণের জন্য ক্ষমা চাওয়া, তাদের মৃত্যুর পর তাদের প্রতিজ্ঞা পূরণ করা, তাদের ওসীলায় যাদের সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তাদের সাথে সদ্ভাব

www.banglakitab.weebly.com

রক্ষা এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবের সম্মান করা।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ مِنْ اَبَرِّ الْبِرِّ اَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ بَعْدَ اَنْ يُوَلِّيَ الْاَبَ ـ

"সবচেয়ে বড় নেকী হচ্ছে, পিতার প্রতি সদ্ভাব ও ভক্তি প্রদর্শনের পর তিনি মারা গেলে তার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার ও সম্পর্ক স্থায়ী রাখা।" আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

بِرُّ الْوَالِدَةِ عَلَى الْوَلَدِ ضِعْفَانِ ـ

"মাতার হক সন্তানের উপর দ্বিগুণ।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ "মাতার দো'আ অধিকতর শীঘ্র কবূল হয়ে থাকে।" আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ "পিতার তুলনায় মাতা বেশী স্নেহময়ী। আর এরূপ দো'আ অগ্রাহ্য হয় না।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কার সাথে সদ্ব্যব্যবহার করবো? তিনি বললেন ঃ পিতামাতার সাথে। লোকটি বললোঃ আমার পিতামাতা নাই। তিনি বললেন ঃ

بِرَّ وَلَدَكَ كَمَا اَنَّ لِوَالِدَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا كَذٰلِكَ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ

"আপন সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার কর ; তোমার উপর পিতামাতার যেমন হক রয়েছে, তোমার সন্তানদেরও তোমার উপর তেমনি হক রয়েছে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা ঐ পিতাকে অনুগৃহিত করুন, যে তার সন্তানকে সৎস্বভাব

www.banglakitab.weebly.com

ও শিষ্টাচারে সাহায্য করে, অর্থাৎ নিজের অসদাচরণ ও শিষ্টাচারবিরোধী আচরণে সন্তান দুর্বৃত্ত না হয়।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ "সন্তানদেরকে কোন সম্পদ বা বিষয়-সম্পত্তি দেওয়ার ব্যাপারে তোমরা সমতা রক্ষা কর।"

জ্ঞানীগণ বলেছেন ঃ "তোমার সন্তান তোমার জন্য খোশবূস্বরূপ ; তুমি তাদের ভালবাস, তারা তোমার খেদমত করবে; সহযোগী হবে, নতুবা তোমার অবাধ্য হতে পারে।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "সপ্তম দিনে সন্তানের আকীকা কর, নাম রাখ এবং কষ্টদায়ক জিনিস (চুল ইত্যাদি) তার থেকে দূর করে দাও। যখন ছয় বছরের হয়, তখন তাকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দাও। নয় বছরের হলে তার বিছানা পৃথক করে দাও। তের বছরের হলে নামায পরিত্যাগ করার কারণে প্রহার কর। ষোল বছরের হলে তাকে বিবাহ করিয়ে দাও। অতঃপর তার হাত ধরে বল— বৎস! আমি তোমাকে আদব শিখিয়েছি, তালীম দিয়েছি, বিবাহ করিয়ে দিয়েছি ; দুনিয়াতে আমি তোমার ফিৎনা হতে এবং আখেরাতে তোমার আযাব হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "পিতার উপর সন্তানের হক আছে, পিতা সন্তানকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে এবং তার সুন্দর নাম রাখবে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "প্রত্যেক সন্তান আকীকার নিকট বন্ধক রাখা অবস্থায় রয়েছে ; সপ্তম দিনে সে আকীকায় পশু জবাই করা চাই এবং সপ্তম দিনেই মাথা মুণ্ডানো চাই।"

এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মুবারক (রহঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের সন্তানের বিষয়ে অভিযোগ করলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি তার উপর বদ দো'আ করেছ? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তবে তো তুমি নিজেই তাকে বরবাদ করে দিলে। বস্তুতঃ নিজের সন্তানদের ব্যাপারে কঠিন না হয়ে সহজ হওয়া এবং হেকমত অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।"

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আকরা ইব্নে হারেছ (রাযিঃ) দেখলেন—রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন (দৌহিত্র) সন্তানকে চুম্বন করছেন। তিনি বললেন ঃ আমার দশটি সন্তান, তাদের একটিকেও আমি কখনও চুম্বন করি নাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ যে দয়া করে না তাকে দয়া করা হবে না।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (উসামাহ্ যখন শিশু ছিলেন তখন) উসামাহ্র মুখ ধুয়ে দিতে বল্লেন। আমি মুখ ধুইতে লাগলাম, কিন্তু এটা আমার ভাল লাগছিল না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বুঝতে পারলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি আমার হাত থেকে উসামাহ্কে ছাড়িয়ে নিলেন এবং নিজেই তার মুখ ধুয়ে দিলেন, অতঃপর তাকে চুম্বন করে বললেন ঃতারজন্য নির্দিষ্ট কোন কাজের মেয়ে না থাকায়ই তো আমরা এ সুযোগটি পেয়েছি। সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতি উসামাহ্র এহ্সান।"

একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় হযরত হাসান (রাযিঃ) (তাঁর শিশুকালে) হাঁটতে গিয়ে পড়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নেমে তাকে ধরে উঠালেন এবং এ আয়াতখানি তিলাওয়াত করলেন ঃ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ـ

"নিঃসন্দেহে তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (তোমাদের জন্য) পরীক্ষাস্বরূপ।" (তাগাবুন ঃ ১৫)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে শাদ্দাদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে (ইমামতে) নামায পড়াতে ছিলেন। যখন তিনি সেজদায় গেলেন তখন হযরত হুসাইন (রাযিঃ) (শিশুকালে) তাঁর গর্দান মুবারকে উঠে বসে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা থেকে উঠতে বিলম্ব করছিলেন। পিছনে যারা ছিলেন তারা মনে করলেন—কিছু ঘটেছে ; নতুবা এ বিলম্বের কারণ কি! নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানালেন যে,

www.banglakitab.weebly.com

আমার (দৌহিত্র) সন্তান আমাকে সওয়ারী বানিয়েছিল ; আমিও শীঘ্র তাকে নামিয়ে দেওয়াটা পছন্দ করি নাই, যাতে সে তার আত্মতৃপ্তি পূরণ করে নেয়।"

এ হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে, সেজদায় বিলম্ব করে দীর্ঘ সময় আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভে ধন্য হওয়া। একই সাথে সন্তানের প্রতি স্নেহ ও সদাচরণ করা এবং উম্মতকে বিষয়টির তালীম দেওয়া।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

رِيْحُ الْوَلَدِ مِنْ رِيْحِ الْجَنَّةِ.

"সন্তানের খোশ্‌বূ জান্নাতের খোশ্‌বুসম।"

হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)–এর পুত্র ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন যে, একদা আমার পিতা হযরত আহ্‌নাফ ইব্‌নে কায়সকে ডেকে আনার জন্য পাঠালেন। তিনি উপস্থিত হলে পিতা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আবুল বাহ্‌র! সন্তান সম্পর্কে তুমি কি বল? তিনি বললেন ঃ হে আমীরুল মুমেনীন! তারা আমাদের হৃদয়ের ফল, আমাদের ক্ষমতা ও শক্তির স্তম্ভ। আমরা তাদের জন্য নরম যমীনস্বরূপ, ছায়াপ্রদ আসমানের ন্যায়, তাদেরই কারণে আমরা বড় বড় দুঃসাধ্য কাজে নেমে পড়ি। সুতরাং তারা কিছু চাইলে অবশ্যই দিন, তারা মন ধরলে অবশ্যই তাদেরকে সন্তুষ্ট করুন। তাহলে আপনাকে তারা ভালবাসা উপহার দিবে। আপনার জন্য তারা প্রাণান্তকর খাটুনি খাটবে। তাদের জন্য আপনি ভারী বোঝা না হোন। এতে আপনার জীবন তাদের কাছে বিরক্তিকর হবে, তারা আপনার মৃত্যু কামনা করবে, আপনার সংশ্রব তারা অপছন্দ করবে।" হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বললেন ঃ হে আহ্‌নাফ! আপনার শুভাগমন এমন সময় হয়েছে যখন আমি আমার পুত্র ইয়াযীদের প্রতি রোষান্বিত ছিলাম। আহ্‌নাফ বিদায় নিলেন, এদিকে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং তার নিকট দুই লক্ষ দিরহাম ও দুইশত কাপড় পাঠালেন। ইয়াযীদ তা সমান সমান দু ভাগ করে এক লাখ দিরহাম ও একশত কাপড় নিজে রাখলেন আর এক লাখ দিরহাম ও একশত কাপড় হযরত আহ্‌নাফের নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৯০

পাড়া-প্রতিবেশীর হক ও গরীব-দুঃখীদের সাথে সদ্ব্যবহার

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের কারণে মুসলমানের প্রতি মুসলমানের যে হক রয়েছে, মুসলমান প্রতিবেশী তার চেয়ে বেশী হক ও প্রাপ্যের অধিকার রাখে। কেননা, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "পাড়া-প্রতিবেশী তিন ধরণের হয়ে থাকে ঃ এক. যে প্রতিবেশী এক প্রকার হকের অধিকারী। দুই. যে প্রতিবেশী দুই প্রকার হকের অধিকারী। তিন. যে প্রতিবেশী তিন প্রকার হকের অধিকারী। যে প্রতিবেশী তিন প্রকারের হক ও অধিকার রাখে, তারা একাধারে আত্মীয়-মুসলমান-প্রতিবেশী। অর্থাৎ আত্মীয়তা, ইসলাম ভ্রাতৃত্ব এবং প্রতিবেশীত্ব—এই তিন প্রকারের হক তাদের রয়েছে। যে প্রতিবেশী দুই প্রকারের হক রাখে, তারা হচ্ছে, মুসলমান প্রতিবেশী, অর্থাৎ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও প্রতিবেশীত্ব—এই দুই প্রকারের হক তাদের রয়েছে। আর যে প্রতিবেশী এক প্রকারের হক রাখে, তারা হচ্ছে সাধারণ পাড়া-প্রতিবেশী ; এদের কেবল প্রতিবেশীত্বের হক রয়েছে, যেমন মুশ্‌রিক প্রতিবেশী।" হাদীসখানিতে প্রণিধানযোগ্য যে, কেবল প্রতিবেশীত্বের কারণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত চমৎকার ভাবে মুশ্‌রিকেরও হক সাব্যস্ত করেছেন।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا -

"তুমি পাড়া-প্রতিবেশীর হক উত্তমভাবে আদায় কর, তাহলে সত্যিকার মুসলমান হতে পারবে।"

www.banglakitab.weebly.com

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ

"হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্যে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) এত বেশী উপদেশ দিতে লাগলেন যে, আমি ভাবলাম শীঘ্রই তাকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা হবে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يَأْمَنَ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ ـ

"কোন বান্দা সে পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারে না যে পর্যন্ত তার প্রতিবেশী তার কষ্টদায়ক আচরণ হতে নিরাপদ না হতে পারে।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ ـ

"কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে দুই ব্যক্তির অভিযোগের শুনানি ও বিচার হবে, তারা হবে দুই প্রতিবেশী।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِذَا اَنْتَ رَمَيْتَ كَلْبَ جَارِكَ فَقَدْ اٰذَيْتَهٗ ـ

"তোমার প্রতিবেশীর কুকুরের প্রতি যদি তুমি একটি তীর (কিংবা ঢেলা ইত্যাদি) ছুড়লে, তাহলে তুমি তাকে কষ্ট দিলে।"

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দিচ্ছে ; সে আমাকে গালমন্দ করে, আমাকে বিরক্ত করে। তিনি বললেন ঃ যাও ; সে যদি তোমার সাথে সদ্ব্যবহারের হক আদায়ে ত্রুটি করে, তাহলে সে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করলো ; কিন্তু তুমি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ব্যাপারে সচেতন থেকো।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করা হলো ঃ জনৈকা মহিলা নিয়মিত রোযা রাখে, রাত জেগে নামায পড়ে ; কিন্তু

www.banglakitab.weebly.com

প্রতিবেশীকে জ্বালাতন করে। হুযূর বললেন ঃ "সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।"

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিবেশী সম্পর্কে অভিযোগ জ্ঞাপন করলে তিনি বললেন ঃ ছবর কর। অতঃপর আরও দু'বার এমনি হলো। চতুর্থবার হুযূর বললেন ঃ তুমি তোমার বিছানাপত্র রাস্তায় ফেলে রাখ। লোকটি তাই করলো। এবার যেকোন পথচারী লোকটির এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করে– লোকটির এই দশা কেন? কারণ জানতে পেরে লোকেরা বলতে লাগলো– জালেম প্রতিবেশীর উপর আল্লাহ্র লা'নত। এ কথা প্রতিবেশীর গোচরীভূত হওয়ার পর সে এসে লোকটিকে অনুরোধ স্বরে বলতে লাগলো—ভাই, তুমি তোমার বিছানা–পত্র স্বস্থানে নিয়ে নাও ; আমি আর কোনদিন তোমার সাথে অসদাচরণ করবো না।

ইমাম যুহ্রী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে প্রতিবেশীর অভিযোগ করলে তিনি বললেন ঃ "মসজিদের দরজায় এ কথা লিখে দাও ঃ "ওহে লোকসকল! আশ–পাশের চল্লিশ বাড়ীর লোকেরা পরস্পর প্রতিবেশী।" ইমাম যুহ্রী (রহঃ) বলেন ঃ চতুর্দিকের প্রত্যেক দিকে চল্লিশটি করে বাড়ী বুঝানো হয়েছে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ স্ত্রীলোক, বাড়ী এবং ঘোড়া এই তিনের মাঝে শুভ এবং অশুভ দু'টিই রয়েছে। স্ত্রীলোকের মধ্যে শুভ হচ্ছে, তার মহর কম হওয়া, সহজে বিবাহ হয়ে যাওয়া এবং উৎকৃষ্ট চরিত্রের হওয়া। এর অশুভ দিক হচ্ছে, মহর বেশী হওয়া, সহজে বিবাহ না হওয়া এবং দুশ্চরিত্রা হওয়া।

বাড়ীর ব্যাপারে শুভ ও কল্যাণের দিক হচ্ছে, বাড়ী প্রশস্ত হওয়া, প্রতিবেশী সৎ হওয়া। আর অশুভ দিক হচ্ছে, বাড়ী সংকীর্ণ হওয়া এবং প্রতিবেশী অসৎ হওয়া।

ঘোড়ার শুভ ও কল্যাণের দিক হচ্ছে, মালিকের বশীভূত হয়ে থাকা এবং ঘোড়ার মধ্যে কোনরূপ কুঅভ্যাস না থাকা। আর অশুভ ও মন্দ দিক হচ্ছে, মালিকের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত হওয়া এবং কুঅভ্যাস থাকা।

এ কথাও অতি উত্তমরূপে স্মরণ রাখা উচিত যে, পাড়া–প্রতিবেশীর

www.banglakitab.weebly.com

দায়িত্ব শুধু এতটুকুই নয় যে, সে কাউকে কষ্ট দিবে না ; বরং অপরের দ্বারা উৎপীড়িত হলে তা সহ্য করাও প্রতিবেশীর দায়িত্ব। কেননা, প্রতিবেশীর হক আদায় ও তার সাথে সদ্ব্যবহার তখনই প্রতিফলিত হবে যখন তার কর্তৃক প্রদত্ত কষ্টে ছবর করা হবে ; কেবল কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার নাম প্রতিবেশীর হক–আদায় নয়। অধিকন্তু প্রতিবেশীর সাথে বিনয় ও বিনম্র স্বভাব অবলম্বন করবে, তার প্রতি অনুকম্পা–অনুগ্রহ করবে— এটা জরুরী। বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন দরিদ্র প্রতিবেশী ধনী প্রতিবেশীর আচল ধরে ফেলবে এবং অভিযোগ করবে— আয় রব্ব! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সে কেন তার ধন–সম্পদ থেকে আমাকে দান করা হতে বিরত রয়েছে, কেন সে আমা থেকে তার দরজা বন্ধ করে রেখেছে।

একদা হযরত ইব্নে মুকাফ্ফা জানতে পেলেন যে, ঋণ পরিশোধের জন্য তার প্রতিবেশী বাড়ী বিক্রি করে দিচ্ছে। তিনি তাকে তা বিক্রি করতে বারণ করলেন এবং পরিমিত টাকা ঋণ পরিশোধের জন্য হাদিয়া করে দিলেন।

এক বুযুর্গ তাঁর বাড়ীতে ইঁদুরের উৎপাতের কথা উল্লেখ করলে এক ব্যক্তি তাকে পরামর্শ দিয়ে বললো ঃ আপনি বিড়াল পোষলে সমস্যা থাকবে না। তিনি বললেন ঃ এতে খুবই আশংকা রয়েছে যে, বিড়ালের ডাক শুনে ইঁদুর ভয়ে আমার বাড়ী ছেড়ে প্রতিবেশীর বাড়ীতে আশ্রয় নিবে। আমি নিজের জন্য এরূপ হওয়াটা পছন্দ করি না, তাই আমার প্রতিবেশীর জন্যে এটা কেন পছন্দ করবো? সুতরাং এ হতে পারে না।"

মোটকথা, পাড়া–প্রতিবেশীর যেসব হক ও অধিকার রয়েছে, তা মোটামুটিভাবে (সংক্ষেপে) এই যে, সাক্ষাতে তুমি আগে তাকে সালাম দিবে, অযথা আলাপ দীর্ঘ করবে না, বেশী বেশী প্রশ্নের অবতারণা করবে না, অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষা করবে, মুসীবতে তাকে সান্ত্বনা দিবে, শোক–দুঃখে তাকে সঙ্গ দিবে, তার আনন্দে তুমিও আনন্দ প্রকাশ করবে ; তাকে অভিনন্দিত করবে, তার ভুল–ত্রুটি মার্জনা করবে, তার বাড়ীর ছাদের উপর দিয়ে তাকাবে না ; তার গোপনীয়তা নষ্ট করবে না, তার বাড়ীর দেওয়ালে কোন পশু–ছানা বা অন্য কোন বস্তু রেখে তাকে বিরক্ত করবে না, তার সীমানাস্থিত ড্রেন বা প্রণালীতে পানি প্রবাহিত করবে না, তার আঙ্গিনায়

www.banglakitab.weebly.com

ধূলি-বালি বা মাটি নিক্ষেপ করবে না, তার গৃহে প্রবেশের রাস্তা সংকীর্ণ করবে না, ঘরে কিছু নিয়ে যেতে থাকলে সেদিকে দৃষ্টিপাত করবে না, তার কোন গোপন বিষয় প্রকাশ পেয়ে গেলে তা গোপন করে রাখবে ; প্রচার করবে না, আপদ-বিপদে তার সাহায্য-সহযোগিতা করবে, তার অনুপস্থিতিতে তার বাড়ীর প্রতি রক্ষণাবেক্ষণের দৃষ্টি রাখবে, তার বিরুদ্ধে কোন কথায় কর্ণপাত করবে না, তার ইয্যত-সম্ভ্রম রক্ষায় তৎপর থাকবে, স্ত্রী-পরিবারের প্রতি দৃষ্টি সংযত রাখবে, পরিচারিকার প্রতি তাকাবে না, তার শিশু-সন্তানদের সাথে সবিনয় মিষ্ট-মধুর আচরণ করবে, দ্বীনি বিষয়ে অজ্ঞ হলে মহব্বতের সাথে তাকে সৎ-সঠিক পথ প্রদর্শন করবে, এমনিভাবে পার্থিব বিষয়েও তাকে সুপরামর্শ প্রদান করবে। এ হচ্ছে সাধারণ পাড়া-প্রতিবেশীর মোটামুটি হকসমূহ।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "তোমরা কি জান প্রতিবেশীর প্রতি তোমাদের কর্তব্য কি? সে সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করবে, তার সহযোগিতায় শরীক হবে, সে তোমার কাছে ঋণ চাইলে ঋণ দিবে, সে অভাবগ্রস্ত হলে তাকে সাহায্য করবে, সে অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষা করবে, তার মৃত্যু হলে জানাযায় শরীক হবে ; জানাযার পিছনে অনুসরণ করবে, তার সুসংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করবে, তার বিপদে সান্ত্বনা দিবে, তার অনুমতি ব্যতীত তোমার গৃহকে এত উঁচু করবে না ; যাতে তার বাড়ীতে বাতাস প্রবেশ করতে বাধা পায়, তাকে যন্ত্রণা দিবে না, যদি কোন ফল ক্রয় কর তবে তাকে কিছু দিবে, যদি না দাও তবে গোপনে তা ঘরে নিয়ে যাবে এবং তোমার সন্তানদের তা বাইরে নিয়ে যেতে দিবে না ; যাতে তার সন্তানদের রাগ না জন্মায়, হাঁড়িতে কিছু রান্না করার সময় ধোঁয়ায় তাকে কষ্ট দিও না ; অন্যথায় কিছু খাদ্যাংশ তার ঘরে পাঠিয়ে দিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

اَتَدْرُوْنَ مَا حَقُّ الْجَارِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يَبْلُغُ حَقَّ الْجَارِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَهُ اللّٰهُ ـ

"প্রতিবেশীর প্রতি তোমাদের কর্তব্য কি তা কি তোমরা জান? যাঁর

www.banglakitab.weebly.com

হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, আল্লাহ্‌র অনুগৃহিত ব্যক্তি ছাড়া প্রতিবেশীর পুরাপুরি হক কেউ আদায় করতে পারবে না।"

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ একদা আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাযিঃ)–এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁর এক গোলাম বকরীর গোশত তৈরী করছিল। তিনি তাকে বললেন, গোশত তৈরী শেষ হলে আমাদের ইহূদী প্রতিবেশী থেকে তা বন্টন করা শুরু করবে। এ কথা তিনি পর পর কয়েকবার বললেন। একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, একই কথা আপনি আর কতবার বলবেন? তিনি বললেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে এত বেশী উপদেশ দিয়েছেন যে, আমরা তখন ভেবেছি শীঘ্রই তাকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা হবে।

হযরত হিশাম (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত হাসান (রাযিঃ) ইহূদী কিংবা নাসারা প্রতিবেশীকে কুরবাণীর গোশতের কিছু অংশ দেওয়াটাকে দোষণীয় কিছু মনে করতেন না।

হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বলেন ঃ আমার পরম প্রিয় বন্ধু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন ঃ

إِذَا طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ بَعْضَ أَهْلِ بَيْتٍ فِي جِيرَانِكَ فَاغْرِفْ لَهُمْ مِنْهَا

"যখন তরকারী রান্না কর, তার ঝোল বৃদ্ধি করো এবং প্রতিবেশীগণকে তা থেকে কিছু দাও।"

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৯১

মদ্যপান ও তার শাস্তি

মদ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে তিনখানি আয়াত নাযিল করেছেন। সর্বপ্রথম নাযিল করেছেন নিম্নোক্ত আয়াতখানি ঃ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ
مَنَافِعُ لِلنَّاسِ

"মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, এতদুভয়ের মধ্যে গুরুতর পাপও আছে এবং মানুষের কোন কোন উপকারও আছে।" (বাকারাহ্ ঃ ২১৯)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কোন মুসলমান মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ ত্যাগ করেন নাই। পরবর্তীতে এরূপ হয় যে, একজন মদ পান করে নামায আরম্ভ করেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কুরআনের সূরা ভুল পড়তে লাগলেন। তখনই দ্বিতীয় এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ

"হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছেও যেয়ো না।" (নিসা ঃ ৪৩)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও কোন কোন মুসলমান মদ্যপান অব্যাহত রাখেন। আবার কেউ কেউ তা পরিত্যাগ করেন।

ইতিমধ্যে পুনরায় এরূপ হয় যে, একজন মদ পান করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় উটের গণ্ডদেশের একটি হাঁড় উঠিয়ে হযরত আব্দুর রহমান ইব্নে আউফের মাথায় ছুড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। অতঃপর বদরযুদ্ধে নিহত মুশরিক নেতাদের উদ্দেশ্য করে ক্রন্দন করে শোক

ও প্রশংসা কীর্তন করতঃ কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। এ ঘটনা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হলে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে চাদর হেঁচড়িয়ে বের হয়ে আসলেন এবং হাতে যা ছিল তা তিনি লোকটির প্রতি ছুড়ে মারলেন। লোকটি তৎক্ষণাৎ বলতে আরম্ভ করলো ঃ আমি আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের ক্রোধ হতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি। তখনই মদ সম্পর্কে কুরআনের এ তৃতীয় আয়াতখানি নাযিল হয় ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনো— মদ, জুয়া, মূর্তি এবং হুয়ার জন্যে তীর নিক্ষেপ এ সবগুলোই নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ। কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে থাক, যাতে তোমরা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করতে পার। মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা-তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্র স্মরণ এবং নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখাই হলো শয়তানের একান্ত কাম্য। তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না?" (মায়েদাহ্ ঃ ৯১)

আয়াতখানি নাযিল হওয়ার পর তৎক্ষণাৎ হযরত উমর (রাযিঃ) শেষাংশের জের ধরে স্বীয় আনুগত্য ও সমর্থন নিবেদন করে বললেন ঃ

انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا

"বিরত হলাম, বিরত হলাম।"

মদ্যপানের নিষিদ্ধতা-সম্পর্কিত প্রচুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ

"মদ্যপানে অভ্যাসরত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

www.banglakitab.weebly.com

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَوَّلُ مَا نَهَانِىْ رَبِّىْ بَعْدَ عِبَادَةِ الْاَوْثَانِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَمُلَاحَاتِ الرِّجَالِ ـ

"মূর্তিপূজার সর্বপ্রথম যে গর্হিত কাজের নিষেধাজ্ঞা আমার কাছে এসেছে তা হলো, মদ্যপান ও ঝগড়া–ফাসাদ।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যেসব লোক দুনিয়াতে মদ্যপানে একত্রিত হয়েছে, জাহান্নামে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে একত্র করবেন। সেখানে তারা পরস্পর একে অপরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে বলতে থাকবে— হে অমুক! আমার সাথে (দুনিয়াতে) তুমি যে আচরণ করেছ সেজন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে কোন ভাল বদলা না দিন ; জাহান্নামের এই আযাব তুমিই আমাকে পৌঁছিয়েছ। এভাবে অন্যান্যরাও বলতে থাকবে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মদ পান করেছে, আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমন মারাত্মক বিষ পান করাবেন, যা তার সম্মুখে আনার সাথে সাথে তার চেহারার গোশত ও চামড়া বিষপাত্রের মধ্যে খসে পড়ে যাবে। আর যখন তা তাকে পান করানো হবে তখন সর্ব শরীরের গোশত–চামড়া খসে পড়বে ; অন্যান্য দোযখীরাও এ বিষক্রিয়ায় কষ্ট বোধ করবে। ওহে লোক সকল! শুনে রাখ— যে মদ পান করে, যে এর রস বের করে, যে রস নিয়ে যায়, যে বহন করে, যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যে মদের মূল্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এরা সকলেই এই পাপের অংশীদার ; আল্লাহ্ তা'আলা এদের নামায, রোযা, হজ্জ কবূল করবেন না যাবৎ এরা তওবা না করবে। তওবার পূর্বেই যদি এরা মারা যায়, তবে দুনিয়াতে যা পান করেছে তার প্রতি ঢোকে তাদেরকে জাহান্নামের পূঁজ পান করানো আল্লাহ্ তা'আলার কর্তব্য হয়ে যায়। খবরদার! খবরদার! সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য হারাম ; সর্বপ্রকার মদ হারাম।"

ইব্নু আবিদ্দুনিয়া (রহঃ) বলেন ঃ "আমি এক মদ্যপ নেশাগ্রস্তের পার্শ্ব

www.banglakitab.weebly.com

দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম ; দেখি—সে নিজের হাতের উপর প্রস্রাব করছে আর এ দ্বারা তার হাত ধৌত করছে যেমন উযূকারী ব্যক্তি করে থাকে। আবার সে মুখে উচ্চারণ করছে—আল্লাহ্‌র প্রশংসা, যিনি দ্বীন-ইসলামকে নূরস্বরূপ এবং পানিকে পবিত্রতার উপাদানস্বরূপ দিয়েছেন।"

আব্বাস ইবনে মিরদাসকে জাহেলিয়াত-যুগে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ আপনি মদ পান করেন না কেন ; অথচ এটা শরীরের উত্তেজনা বৃদ্ধি করে? তিনি বলেছেন ঃ আমি এটা পছন্দ করি না যে, একটা ঘৃণ্য মূর্খতার বস্তু আমি আমার নিজ হাতে ধরবো, আবার নিজ হাতেই সেটা নিজের পেটে ভরবো ; আমি পছন্দ করি না যে, সকালে আমি সাধারণ মানুষের নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করবো আবার সন্ধ্যাবেলায়ই তাদের সামনে নেশাগ্রস্ত নির্বোধ-নাদান প্রতীয়মান হবো।"

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ সমস্ত কুকার্যের উৎসমূল (মদ্যপান) থেকে তোমরা বেঁচে থাক। পূর্বেকার যুগের জনৈক ইবাদত-গুযার ও সাধু লোক ছিল। জন-কোলাহল থেকে দূরে বিজন এক স্থানে সে ইবাদতে মগ্ন থাকতো। একদা জনৈকা স্ত্রীলোকের তার সাথে সখ্যতা সৃষ্টি হয়। এ সুবাদে কোন এক বিষয়ের উপর সাক্ষ্য প্রদানের অজুহাতে আপন কৃতদাসের মাধ্যমে স্ত্রীলোকটি তাকে খবর দিলে সে এসে উপস্থিত হয়। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের পর স্ত্রীলোকটি প্রতিটি কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেয়। তার সাথেই ছিল একটি বালক। স্ত্রীলোকটি বললো ঃ আমি তোমাকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ডাকি নাই ; এটা কেবল বাহানা মাত্র। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, তুমি এই বালকটিকে খুন কর অথবা অমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হও কিংবা এক পেয়ালা মদ পান কর। অন্যথায় আমি চিৎকার দিয়ে লোকজন জড়ো করে তোমাকে অপমান করে ছাড়বো। লোকটি কোন দিশা না পেয়ে মদ্যপানে রাজী হলো। এক পেয়ালা মদ পান করে সে বলতে লাগলো ঃ আরও দাও। এভাবে সে বারবার পান করলো। অবশেষে সে স্ত্রীলোকটির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো, এমনকি বালকটিকেও সে খুন করলো। ওহে লোক সকল! মদ্যপান পরিহার কর, তা থেকে পূর্ণ মাত্রায় বেঁচে চল। আল্লাহ্‌র কসম, একই ব্যক্তির হৃদয়ে মদ্যপান ও ঈমান কস্মিনকালেও একত্র

www.banglakitab.weebly.com

হয় না ; একটি থাকে তো অপরটি বের হয়ে যায়।"

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "আমার এক কন্যা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার জন্য আমি নবীয (খেজুর ভিজানো পানি) তৈরী করেছি। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনলেন। তিনি দেখলেন—খেজুরের নবীযে পাগ উঠছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ দিয়ে তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি আরজ করলাম—আমার পীড়িতা কন্যার চিকিৎসা করা। তিনি বললেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِيْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْهَا ـ

"কোনরূপ হারাম বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের জন্য রোগ-নিরাময় রাখেন নাই।"

বর্ণিত আছে, "যখন মদ হারাম করা হয়েছে, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা এর সর্ববিধ উপকারিতা উঠিয়ে নিয়েছেন।"

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

অধ্যায় ঃ ৯২

মি'রাজুন্নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত কাতাদাহ্ থেকে, তিনি হযরত আনাস ইব্নে মালেক থেকে এবং তিনি হযরত মালেক ইব্নে সা'সাআহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট মি'রাজ–রজনীর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ আমি কাবা ঘরের হাতীমে[১] ছিলাম, অধিকাংশ সময় বলেছেন, পাথরের উপর শুয়েছিলাম। এমন সময় আমার নিকট একজন আগন্তুক (জিব্রাঈল) আসলেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি শুনেছি, হুযূর বলেছেন ঃ (অঙ্গুলি নির্দেশনা করে) আমার এখান থেকে এখান পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হয়েছে। এক বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি জারূদকে জিজ্ঞাসা করলাম যিনি শ্রোতা হিসাবে আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন, উক্ত বাক্যের দ্বারা তিনি দেহের কোন কোন স্থানকে উদ্দেশ্য করেছেন? তিনি বললেন ঃ গলদেশ হতে পশম পর্যন্ত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অতঃপর তিনি (জিব্রাঈল) আমার দিল্ বের করে ঈমানী নূর দ্বারা ভরপুর এক সোনার খাঞ্চায় রেখে আমার অন্ত্রনালী ইত্যাদি ধৌত করে পুনরায় তা যথাযথ স্থানে স্থাপন করে দিলেন। অতঃপর আমার নিকট গাধার চেয়ে বড় অথচ খচ্চরের চেয়ে সামান্য ছোট সুদৃশ্য একটি জন্তু হাজির করা হলো। জারূদ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হামযাহ্ (হযরত আনাসের উপনাম)! এটিই কি ছিল বুরাক? হযরত আনাস (রাযিঃ) বললেন ঃ হাঁ, এটিই বুরাক—শূন্য দিগন্তে দৃষ্টি যতদূর যায়, এক এক পদক্ষেপে নিমিষের মধ্যে সে ততদূর পথ অতিক্রম করছিল। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন,

---

[১] হাতীম— কা'বা ঘরেরই একাংশ, কাবা পুনঃনির্মাণের সময় তা বাইরে পড়ে গিয়েছিল এবং অদ্যাবধি সে অবস্থায়ই রয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

আমাকে সেই বুরাকের উপর আরোহন করানো হলো এবং হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে চললেন। দেখতে দেখতে আমরা দুনিয়ার আকাশে (প্রথম আসমান) পৌঁছে গেলাম। দরজা খোলার জন্য বলা হলে ভিতর থেকে আওয়ায আসলো— "কে?" উত্তর—আমি জিব্‌রাঈল। প্রশ্ন হলো, "সঙ্গে আর কে?" উত্তর—"মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।" পুনরায় প্রশ্ন হলো, "তিনি কি আমন্ত্রিত হয়েছেন?" জিব্‌রাঈল (আঃ) উত্তর করলেন, "হাঁ"। শুনামাত্রই "মারহাবা" (খুশী হউন) ও শুভাগমন বলতে বলতে ফেরেশ্‌তা দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। সেখানে (প্রথম আসমানে) ছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, এই যে আপনার পিতা আদম (আঃ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি প্রতি–সালাম করে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

"যোগ্য ছেলে, যোগ্য নবী—খুশী থাক।"

অতঃপর জিব্‌রাঈল আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে উপনীত হলেন। সেখানেও জিব্‌রাঈল (আঃ) দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" উত্তর— "আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো— "সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন— "মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—"তিনি কি আমন্ত্রিত হয়েছেন?" জিবরাঈল (আঃ) উত্তর করলেন—"হাঁ"। শুনামাত্রই "খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে তাঁরাও অভ্যর্থনা জানালেন। সেখানে ছিলেন হযরত ইয়াহ্‌য়া ও ঈসা আলাইহিমাস্ সালাম ; তাঁরা নবী আলাইহিস্ সালামের খালাতো ভাই। জিব্‌রাঈল বললেন ঃ তাঁদেরকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তারা জবাব দিয়ে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

"খুশী হউন হে আমাদের যোগ্য ভাই ও শ্রেষ্ঠ নবী।"

অতঃপর আমাকে নিয়ে জিব্‌রাঈল (আঃ) তৃতীয় আসমানে উপনীত

www.banglakitab.weebly.com

হলেন। সেখানেও জিব্‌রাঈল (আঃ) দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো—"কে?" জিব্‌রাঈল বললেন,"আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো—"সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন—"মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—"তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিব্‌রাঈল বললেন, "হাঁ।" শুনামাত্রই "খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে তারাও দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে ছিলেন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম। জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, ইনি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিয়ে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

"খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও শ্রেষ্ঠ নবী।"

অতঃপর জিব্‌রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানে উপনীত হলেন। দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" উত্তর দিলেন—"আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো—"সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন—"মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো— "তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিব্‌রাঈল বললেন— "হাঁ।" শুনামাত্রই "খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে ছিলেন হযরত ইদরীস আলাইহিস্ সালাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইনি হযরত ইদরীস, তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিয়ে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

"খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও শ্রেষ্ঠ নবী।"

অতঃপর জিব্‌রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানে উপনীত হলেন। দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো, "সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন— "মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো— "তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "হাঁ।" শুনামাত্রই

www.banglakitab.weebly.com

"খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে ছিলেন হযরত হারূন আলাইহিস্ সালাম। জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, ইনি হযরত হারূন, তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিয়ে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

"খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও যোগ্য নবী।"

অতঃপর জিব্‌রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে উপনীত হলেন। সেখানে দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন ঃ "আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো— "সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন— "মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—"তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিবরাঈল (আঃ) বললেন—"হাঁ।" শুনামাত্রই "খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে দরজা খুলে দেন। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম হযরত মূসা আলাইহিস সালাম। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "সালাম করুন, ইনি হযরত মূসা (আঃ)।" আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

"খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও যোগ্য নবী।"

অতঃপর আমি যখন ঊর্ধ্ব-পথে রওয়ানা হলাম, তখন হযরত মূসা (আঃ) ক্রন্দন করে উঠলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "এই নব্য যুবক পয়গাম্বর? আমার পরে তিনি প্রেরিত হয়েছেন। অথচ আমার উম্মতের চেয়ে তাঁর উম্মত বেহেশ্‌তে যাবে অনেক বেশী সংখ্যায়।"

অতঃপর জিব্‌রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে পৌছলেন সপ্তম আসমানে। সেখানে দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো— "সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন— "মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। পুনরায় প্রশ্ন আসলো— "তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন—"হাঁ।" শুনামাত্রই

www.banglakitab.weebly.com

"খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে অভ্যর্থনা জানান। ভিতরে প্রবেশ করে দেখি হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম। জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, ইনি আপনার পিতা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি প্রতি–সালাম করলেন এবং বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

"যোগ্য ছেলে যোগ্য নবী খুশী থাক।"

অতঃপর আমাকে আরও ঊর্ধ্বলোকে "সিদ্‌রাতুল–মুনতাহা"য় পৌছানো হয়েছে। সেই বৃক্ষের একটি কুল 'হাজরে'র (এক স্থানের নাম) বিখ্যাত মটকার মত বড়। আর এক একটি পাতা যেন হাতীর এক একটি কান। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "এটি সিদ্‌রাতুল–মুন্‌তাহা।" সেখানে দেখি চারটি নদী প্রবাহিত। জিজ্ঞাসার পর হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, যে দুইটি নদী ভিতরের দিকে প্রবাহিত, সেই দুইটি বেহেশতের নদী। আর বহির্মুখী নদী দুইটি নীল ও ফুরাত (অর্থাৎ নীল নদ ও ফুরাত নদীর প্রতিকৃতি)।"

অতঃপর আমাকে বায়তুল–মা'মূরে প্রবেশ করানো হয়েছে। প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা সেই গৃহে প্রবেশ করেন এবং একবার বের হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার তাদের পালা আসে না।

অতঃপর আমার সম্মুখে এক পেয়ালা শরাব, এক পেয়ালা দুধ ও এক পেয়ালা মধু রেখে যেটি ইচ্ছা পান করতে আমাকে বলা হলো। আমি দুধের পেয়ালাটি শুধু গ্রহণ করি। এতদ্দর্শনে জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "এটি দ্বীন (ধর্ম), যার উপরে আপনি এবং আপনার উম্মত কায়েম থাকবেন।"

অতঃপর আমার উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হলো। সেখান হতে ফেরার পথে মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট এলে তিনি জানতে চাইলেন— কি কি ফরয করা হয়েছে। আমি বললাম, "দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায।" হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আপনার উম্মতের দ্বারা পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করা কখনও সম্ভবপর হবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে কতই অসুবিধা ভোগ করেছি। তাদেরকে হেদায়েত করার চেষ্টা ও

www.banglakitab.weebly.com

তদবীরে আমি কম করি নাই। কিন্তু সবই বৃথা গিয়েছে। কাজেই আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গিয়ে নামাযে আরও কিছু কম করিয়ে নিন। অতঃপর আমি আল্লাহ্র দরবারে হাজির হয়ে অনুরোধ জানালে পর আল্লাহ্ তা'আলা দশ ওয়াক্ত মাফ করলেন। ফেরার পথে আবার মূসা (আঃ)–এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি পূর্বের ন্যায় শঙ্কা প্রকাশ করে আরও কিছুটা লাঘব করে নেওয়ার পরামর্শ দেন। আমি আবার আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয় আরযী পেশ করলাম। এবার আরও দশ ওয়াক্ত নামায মওকূফ করা হলো। এবারও মূসা আলাইহিস্ সালামের সাথে সাক্ষাৎ হলে পূর্বের ন্যায় পরামর্শ দেন। আর আমি আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজী পেশ করলে আরও দশ ওয়াক্ত নামায লাঘব করে দেন। ফেরার পথে মূসা (আঃ)–এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি পূর্ববৎ আরও কিছুটা লাঘব করে নিতে বলেন। আমি পুনরায় আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজী পেশ করি। তখন আরও দশ ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেওয়া হলো। পুনরায় যখন মূসা (আঃ)–এর নিকট পৌঁছলাম, তিনি (শুনে) পূর্বের ন্যায় বললেন। আমি আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হলাম। এবার দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হলো। আমি মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট ফিরে আসলে এবারও তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও আদায় করতে পারবে না। আমি বনী ইসরাঈল–এর দরুন বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি–তাদেরকে নিয়ে আমি কতই না অসুবিধা ভোগ করেছি। কাজেই অবস্থা আমার খুব জানা আছে। সুতরাং আপনি আরও কমিয়ে নিতে পারেন কিনা চেষ্টা করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "বারবার গিয়ে আব্দার করেছি। এখন আমার লজ্জাবোধ হয়। আমি আর যেতে চাই না। পাঁচ ওয়াক্তের নামাযই আমি কবূল করে নিলাম।" এমন সময় আরশ হতেও আওয়ায আসলো ঃ

اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِيْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِيْ -

"আমার ফরয বলবৎই রেখেছি, তবে বান্দাদের কাজ লাঘব করে দিয়েছি।"

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৯৩

জুমু'আর ফযীলত

জুমু'আর দিন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতময় দিন। এই দিনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীন-ইসলামকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, অনুরূপ মুসলমানদের জন্য এ দিনটি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ দান। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط

"যখন জুমু'আর দিনে নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর।" (জুমু'আহ্ ঃ ৯)

অতএব, জুমু'আর আযানের পর দুনিয়াবী কাজে মগ্ন না থেকে খুতবা ও নামাযের জন্য মসজিদে যেতে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্তব্য। অনুরূপভাবে জুমু'আর জন্য বিঘ্নতা সৃষ্টি করে এমন কার্যসমূহ অবশ্য পরিত্যাজ্য।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর আমার এই দিনে এবং আমার এই স্থানে জুমু'আ ফরয করেছেন।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ "বিনা উযরে যে ব্যক্তি তিনটি জুমু'আ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে (দুর্ভাগ্যের) সিলমোহর লাগিয়ে দিবেন।" অন্য সূত্রে বর্ণিত— এমন ব্যক্তি ইসলামকে যেন স্বীয় পৃষ্ঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ করলো।

এক ব্যক্তি হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো, জনৈক ব্যক্তি মারা গেছে ; সে জুমু'আ পড়তো না এবং জামাতেও হাজির হতো না। তিনি বললেন, সে ব্যক্তি দোযখে যাবে। প্রশ্নকারী লোকটি এক

www.banglakitab.weebly.com

মাস পর্যন্ত একই প্রশ্ন করতে থাকলো এবং ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) তাকে একই জবাব দিলেন যে, সে দোযখে যাবে।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে—ইহূদী নাসারাদেরকে জুমু'আর এই দিনটি দেওয়া হয়েছিল ; কিন্তু তারা এতে মতবিরোধ করেছে। ফলে, এ থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। আর আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জুমু'আর দিনের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন, আমরা তা লাভ করেছি এবং পূর্ব থেকেই এ দিনটি এই উম্মতের জন্য রাখা হয়েছিল। এ উম্মতের জন্য দিনটি ঈদের দিন। সুতরাং এই উম্মত সকলের অগ্রবর্তী হয়ে গেল আর ইহূদী–নাসারাগণ পিছনে পড়ে গেল।

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ একদা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আমার নিকট তশরীফ আনলেন, তাঁর হাতে ছিল একটি শুভ্র কাঁচের টুকরা; বললেন, এটি জুমু'আ—আপনার রব্ব আপনার উপর ফরয করেছেন, যাতে আপনার জন্য এবং আপনার পর উম্মতের জন্য এটি দলীল স্বরূপ হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এতে আমাদের জন্য কি আছে? জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, এতে এমন একটি মহামূল্যবান মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের কোন নেক মকসূদ পূরণের জন্য সেই মুহূর্তে দো'আ করে, তবে তা অবশ্যই কবূল হবে। আর যদি সেই প্রার্থিত বস্তু তার ভাগ্যে পূর্ব থেকে লিপিবদ্ধ না থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা প্রার্থনাকারীকে তদপেক্ষা অধিক প্রিয় ও আকর্ষণীয় বস্তু দান করবেন। অনুরূপভাবে যদি কেউ সেই মুহূর্তে তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ কোন অনিষ্টকর বস্তু থেকে পানাহ চায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তদপেক্ষা বড় বিপদ হতে রক্ষা করবেন। আমাদের নিকট এ দিনটি সমস্ত দিনের সর্দার। আখেরাতে এ দিনটিকে আমরা 'ইয়াওমুল–মাযীদ' (অতিরিক্ত পুরস্কার দিবস) বলে ডাকবো। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে হযরত জিব্রাঈল বললেন, 'বেহেশতে আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটি স্থান তৈরী করে রেখেছেন, যা শুভ্র মুশকের চেয়েও অধিক সুঘ্রাণময় হবে। প্রতি জুমু'আর দিন আল্লাহ্ তা'আলা ইল্লিয়্যীন থেকে কুরসীর উপর (স্বীয় মহিমায়) অবতরণ করতঃ বেহেশতবাসীদের জন্য তজল্লী এখতিয়ার করেন। অতঃপর তারা আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভ করবে।"

www.banglakitab.weebly.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "এমন সকল দিন অপেক্ষা যাতে সূর্য উদিত হয় (অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত দিনের মধ্যে) সর্বশ্রেষ্ঠ দিন জুমু'আর দিন। এই দিনেই হযরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁকে বেহেশতে দাখেল করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁকে যমীনে অবতরণ করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁর তওবা কবূল করা হয়েছে, এই দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এই দিনেই কিয়ামত কায়েম হবে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ দিনটি 'ইয়াওমুল-মাযীদ' (বা অতিরিক্ত পরস্কার দিবস), আসমানে ফেরেশতাগণ দিনটিকে এই নামেই জানেন, বেহেশতে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভের দিনও এটি।"

বর্ণিত আছে, "প্রত্যেক জুমু'আর দিন আল্লাহ্ তা'আলা ছয় লক্ষ দোযখীকে মুক্তি দান করেন।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "জুমু'আর দিন যদি নিরাপদ (পাপাচার ও আপদমুক্ত) থাকে, তবে (সপ্তাহের) অবশিষ্ট দিনগুলোও নিরাপদ থাকবে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ সূর্যটি ঢলার পূর্বমুহূর্তে আকাশের মাঝখানে যখন থাকে, প্রতিদিন সেই সময় দোযখের আগুন উত্তপ্ত করা হয়, কাজেই তোমরা তখন নামায পড়ো না—তবে জুমু'আর দিন ব্যতীত। কেননা, জুমু'আর পূর্ণ দিনই নামাযের জন্য—এদিন দোযখ উত্তপ্ত করা হয় না।"

হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলন— "আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত জনপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন মক্কা-কে, সমস্ত মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন রমযান মাস-কে, সমস্ত দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন জুমু'আর দিন-কে এবং সমস্ত রাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন শবে-কদর-কে।"

কথিত আছে, পক্ষীকুল এবং পোকা-মাকড় পর্যন্ত জুমু'আর দিন পরস্পর সাক্ষাৎ করে এবং বলে ঃ "সালাম, সালাম, শুভদিন।"

হুযূর আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে অথবা জুমু'আর রাত্রে মারা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য শহীদের সমতুল সওয়াব লিখে দেন এবং কবরের ফেতনা থেকে তাকে রক্ষা করেন।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৯৪

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রচুর হক ও অধিকার রয়েছে। স্বামী স্ত্রীর প্রতি সদা সদয় ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করবে। স্ত্রীর কোন আচরণ অপছন্দ হলে ছবর ও ধৈর্য ধারণ করবে ; কারণ বুদ্ধি–বিবেকের দিক থেকে তারা অপূর্ণ। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ

"আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর।" (নিসা ঃ ১৯)

আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার ও হক আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে ইরশাদ করেন ঃ

وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝

"আর এই নারীগণ তোমাদের নিকট হতে এক দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছে।" (নিসা ঃ ২১)

আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ

"(তোমরা সদ্ব্যবহার কর) সহচরদের সাথেও।" (নিসা ঃ ৩৬)

এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'সহচরদের' দ্বারা স্ত্রীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের অন্তিম সময়ে যখন তাঁর জবান মুবারক আড়ষ্ট ও আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসছিল—তখন ওসীয়ত করেছিলেন ঃ

اَلصَّلٰوةَ الصَّلٰوةَ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ لَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا لَا يُطِيْقُوْنَ اللّٰهَ

www.banglakitab.weebly.com

اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ فِي أَيْدِيكُمْ -

"নামায, নামায। তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীকে তাদের শক্তি-সামর্থের বাইরে কখনও বোঝা চাপিয়ো না। স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের হক আদায়ের বিষয়ে আল্লাহ্‌কে ভয় কর ; তারা বস্তুতঃ তোমাদের হাতে বন্দী।"

স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করার বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র বিধান ও আমানতের অধীনে তাদেরকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া বাক্যের মাধ্যমেই তাদের গোপনাঙ্গ তোমাদের জন্য হালাল হয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মুসীবতের উপর হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালামের ছবর-সমতুল্য সওয়াব দান করবেন। আর যে স্ত্রীলোক তার স্বামীর অসদাচরণে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ফেরাউনের স্ত্রী হযরত আছিয়ার সমতুল্য সওয়াব দান করবেন।"

মনে রেখো— স্ত্রীকে শুধু কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার নাম স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার ও তার হক আদায় নয় ; বরং প্রকৃত হক আদায় ও সদ্ব্যবহার হচ্ছে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনরূপ অসদ্ব্যবহার ও কষ্ট প্রদান হলে তাতে ধৈর্যধারণ করা, সে ক্রোধান্বিত হলে বা উত্তেজিত হলে তা অম্লান বদনে সয়ে নেওয়া। এ ব্যাপারে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের অনুকরণ করা চাই। তাঁর বিবিগণ কখনও তাঁর সাথে তর্ক করতেন কিংবা তাদের কেউ তাঁর থেকে পৃথক একাকীত্বেও রাত্রি যাপন করেছেন।

একদা হযরত উমর (রাযিঃ)-এর স্ত্রী তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত হলে তিনি যখন বললেন—কিহে! তুমি আমার সাথে তর্ক করছো? হযরত উমরের স্ত্রী বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ যে ক্ষেত্রে তাঁর সাথে তর্ক করেন ; অথচ তিনি আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেক্ষেত্রে আমি কেন অপরাধী হবো? হযরত উমর (রাযিঃ) বল্‌লেন ঃ বড় দুর্ভাগ্য

www.banglakitab.weebly.com

হবে হাফ্সার যদি সে হুযূরের সাথে তর্ক করে থাকে। অতঃপর তিনি (আপন কন্যা) হযরত হাফ্সাকে বল্লেন ঃ "আবূ কুহাফার পুত্র আবূ বকরের কন্যার (আয়েশার) প্রতি তোমার অন্তরে যেন কোনরূপ হিংসার উদ্রেক না হয়। মনে রেখো—সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরম প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র—এমনিভাবে তিনি হযরত হাফ্সাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তর্কের বিষয়ে সতর্ক করে আরও উপদেশ দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে, একদা হুযূরের কোন স্ত্রী তাঁর বুকে জোরে হাত মেরে ধাক্কার ন্যায় দিয়েছিলেন। এ জন্যে স্ত্রীর মাতা তাকে শাসন করে ধমক দিচ্ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্লেন ঃ তাকে ছেড়ে দিন ; তারা তো আমার সাথে এর চেয়ে আরও অধিক করে থাকে।

একদা হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এবং হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে বাদানুবাদ হয়। তাঁরা দু'জনেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)–কে মধ্যস্থ (সালিস–বিচারক) সাব্যস্ত করে তাঁকে খবর দিলে তিনি উপস্থিত হলেন। হুযূর বল্লেন ঃ হে আয়েশা! তুমি আগে বলবে না আমি আগে বলবো? হযরত আয়েশা বল্লেন ঃ আপনিই আগে বলুন এবং দেখুন–সত্য ছাড়া কিছু বলবেন না। এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে পদাঘাত করলেন, ফলে তাঁর মুখ থেকে রক্ত বের হয়ে এল। আর বললেন ঃ ওহে নিজের দুশমন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কখনও অসত্য বলতে পারেন? হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই আশ্রয় নিলেন এবং তাঁর পিছন পার্শ্বে গিয়ে বসে রইলেন। তখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্লেন ঃ হে আবূ বকর! তোমাকে আমরা এই কাজ করার জন্য ডাকি নাই এবং এটা আমার পছন্দও নয়।

একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) রাগ হয়ে কথার ভিতর বলে ফেলেছেন ঃ আপনি তো মনে করেন যে, খুব আল্লাহ্র নবী হয়ে গেছেন। এ কথা শুনেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। এ ছিল তাঁর স্ত্রীর সাথে সুন্দর সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্রের আদর্শ। (এ সব ক্ষেত্রে নুবুওয়তের শানে বে–আদবী, অস্বীকৃতি, কিংবা অন্য কোন

www.banglakitab.weebly.com

ধরণের প্রশ্নই উঠে না ; এ ছিল তাদের মধ্যকার অম্ল-মধুর সম্পর্কের অভিব্যক্তি; খাঁটী ঈমানদারের জন্য তা উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন কিছু নয়।)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে বল্‌তেন ঃ আমি তোমার সন্তোষ কি ক্রোধের অবস্থা পূবাহ্নেই আঁচ করতে পারি। হযরত আয়েশা আরজ করলেন ; আপনি কিরূপে তা বুঝতে পারেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ তুমি যখন খুশী থাক, তখন কথা বলতে গিয়ে বল ঃ না, মুহাম্মদের প্রভুর কসম, আর যখন রাগান্বিত থাক তখন বল ঃ না, ইব্‌রাহীমের প্রভুর কসম। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বল্‌লেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন আমি কেবল আপনার নামটাই উচ্চারণ করি না। (কিন্তু আপনার মহব্বত ও প্রেম-ভক্তি আমার অন্তঃকরণে গেঁথে থাকে)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে তাঁর বিবিগণের মধ্যে প্রথম হযরত আয়েশার মহব্বতই হয়েছে। তিনি বলতেন ঃ "হে আয়েশা! আবূ যরা' তার স্ত্রীর জন্য যেমন ছিল, আমিও তোমার পক্ষে তদ্রূপ। তবে আমি তোমাকে তালাক দিবো না।"

হুযূর আলাইহিস্ সালাম তাঁর অন্যান্য বিবিগণকে বলতেন ঃ তোমরা আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কোনরূপ কষ্ট দিও না ; কেননা, আল্লাহ্‌র কসম- তোমাদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই সাথে শয্যাগ্রহণ অবস্থায় আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে। (সুতরাং তাঁর মর্তবা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খুবই উচু)

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের প্রতি এবং ছোটদের প্রতি সকল মানুষ অপেক্ষা দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিবিগণের সাথে নেহাৎ সরল-সহজ ও সাদা-সিধা আচার-আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি তাদের সাথে কথা, কার্যে ও চরিত্রে উদার নীতি অবলম্বন করে চলতেন। তিনি তাদের সাথে কৌতুক-আনন্দও করতেন। একদা তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর সাথে দৌড়-প্রতিযোগিতা করেছিলেন। এতে হযরত আয়েশা অগ্রগামী হয়ে যান। পরবর্তী সময়ে পুনরায় একবার যখন প্রতিযোগিতা হয়, তখন তিনি অগ্রসর হয়ে গেলেন। এবার তিনি বল্‌লেন ঃ দেখ হে আয়েশা! আমি কিন্তু পূর্বেরটা শোধ করে দিলাম। বিবিদের মনে আনন্দ

www.banglakitab.weebly.com

আনয়নের জন্য তিনি এরূপ করতেন। বর্ণিত আছে, তিনি আপন স্ত্রীদের সাথে সর্বজন অপেক্ষা কৌতুকী ছিলেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হাবাশার কিছু লোক আশূরের দিনে খেলা-ধূলা করছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বল্লেন ঃ তুমি কি এদের খেলা-ধূলা দেখবে? আমি সম্মতিসূচক উত্তর দিলে তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। দরজায় দাঁড়িয়ে দু' দিকে দু' হাত দরাজ করে তা ধরে রাখলেন। আমি তাঁর এক হাতের উপর চিবুক রেখে তাদের খেলা দেখছিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি বল্লেন ঃ বস্ বস্, এখন শেষ কর। আমি বল্লাম—না, আরও কিছুক্ষণ দেখবো। এভাবে কিছুক্ষণ পর পর দু'তিনবার তিনি আমাকে ক্ষান্ত করতে বল্লেন। অবশেষে আরও একবার যখন বল্লেন, তখন আমি ক্ষান্ত করলে তিনি তাদেরকে যেতে বল্লেন ; তারা চলে গেল।

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সমস্ত মু'মিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পূর্ণ ঈমানের অধিকারী, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী এবং আপন স্ত্রীদের সাথে সর্বাপেক্ষা অমায়িক ও বিনম্র স্বভাবের অধিকারী।

তিনি বলেছেন ঃ

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِيْ .

"তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তারা যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহারে উৎকৃষ্ট। আমি আমার স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহারে তোমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।"

হযরত উমর (রাযিঃ) কঠিন হওয়া সত্ত্বেও বল্ছেন ঃ তোমরা নিজ গৃহে স্ত্রীদের সাথে শিশুসুলভ মন নিয়ে থাক ; পুরুষোচিত যোগ্যতার যেখানে প্রয়োজন সেখানে তা দেখাবে।"

হযরত লুক্মান (রহঃ) বলেন ঃ "বুদ্ধিমানের উচিত সে যেন ঘরের পরিবেশে বাচ্চার মত থাকে, আর সমাজে পুরুষের ন্যায় থাকে।"

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহ্ তা'আলা রুক্ষ স্বভাবসম্পন্ন পাষাণ হৃদয় লোককে পছন্দ করেন না।" এর অর্থ হচ্ছে, যারা আপন স্ত্রীদের সাথে

www.banglakitab.weebly.com

এরূপ স্বভাবের আচরণ করে এবং মনের দিক থেকে দাম্ভিক ও অহংকারী হয়।

কুরআনে ব্যবহৃত عُتُلٍّ শব্দের মর্মও তাই, অর্থাৎ স্ত্রীদের সাথে রুক্ষ আচরণকারী।

হযরত জাবের (রাযিঃ) জনৈকা বিধবা স্ত্রীলোককে বিবাহ করলে পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন ঃ "তুমি কুমারী কন্যা বিবাহ করলে না কেন? তুমি তার সাথে কৌতুক করতে এবং সেও তোমার সাথে কৌতুক করতো।"

এক বেদুঈন মরুচারীনি স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর পর তার প্রশংসা করে বলছিল ঃ "গৃহে প্রবেশ করার পর তিনি সদা হাস্যমুখ থাকতেন আর বাইরে-সমাজে তিনি থাকতেন স্বল্পভাষী ও গাম্ভীর্যের অধিকারী। ঘরে যৎকিঞ্চিৎ যা-ই পেতেন খেয়ে নিতেন, ঘরের কোন বস্তু হারিয়ে গেলে তেমন কোন যোগ-জিজ্ঞাসা করতেন না।"

স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচারের মধ্যে এটিও একটি যে, খোলা-মেলা, সরলতা ও বিনম্র স্বভাবের আতিশয্যে তাদের বাসনা পূরণে সীমা লংঘন না করা চাই, যার ফলে তাদের নৈতিক চরিত্র বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তোমার প্রতি ভক্তি-প্রযুক্ত ভয় দূর হয়ে যায়। বরং ন্যায়-পরায়ণ ও মধ্যপন্থী থাকা চাই এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা কায়েম থাকে—এরূপ আচরণ করা চাই। যদি তাদের থেকে শরীয়তের খেলাফ বা ইসলামী রীতি-নীতি বিরোধী কার্যকলাপ সংঘটিত হয়, তবে সাথে সাথে প্রতিবাদ ও শাসন করা চাই।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ্র কসম, সর্ববিষয়ে যে ব্যক্তি স্ত্রীর কামনা-বাসনার পায়রবী করে, পরিণামে সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।"

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন ঃ "অনেক সময় স্ত্রীদের কথা বা পরামর্শের বিপরীত করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত থাকে।"

জনৈক জ্ঞান-তাপসের উক্তি হচ্ছে, স্ত্রীদের সাথে তোমরা পরামর্শ কর, আবার (অনেক ক্ষেত্রে) পরামর্শের বিপরীতও কর।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "স্ত্রী-

www.banglakitab.weebly.com

বশীভূত পুরুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।" এর কারণ হচ্ছে, ক্রমান্বয়ে সে তার দাসে পরিণত হয় ; অবশেষে স্ত্রীর আজ্ঞাবহ হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ধ্বংসের গহ্বরে গিয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষকে নারীর কর্তা বানিয়েছেন ; কিন্তু সে তা উল্টিয়ে দেয়। ফলে, সে শয়তানের অনুসারী হয়, যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ط

"(শয়তান বলে,) আমি তাদেরকে আরও শিক্ষা দিবো, যেন তারা আল্লাহ্র সৃষ্ট আকৃতিকে বিকৃত করে দেয়।" (নিসা ঃ ১১৮)

পুরুষের উচিত ছিল, সে কর্তা হয়ে থাকবে, না অধীন। আল্লাহ্ পাক পুরুষদের সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ

"পুরুষগণ নারীদের শাসনকর্তা।" (নিসা ঃ ৩৪)

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ইউসুফে স্বামীকে 'সর্দার' বলে অভিহিত করেছেন, ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔

"এবং উভয়ে সেই রমনীর সর্দার (স্বামী)–কে দরজার নিকট দাঁড়ানো অবস্থায় পেল।" (ইউসুফ ঃ ২৫)

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন ঃ "তিনটি শ্রেণী এমন রয়েছে যদি তাদের সম্মান কর, তবে তারা তোমাকে হেয় করবে ঃ ১. স্ত্রী, ২. খাদেম (চাকর), ৩. ঘোড়া।" এ উক্তির দ্বারা হযরত ইমামের উদ্দেশ্য হলো, যদি কেবল সম্মান আর সদয় ব্যবহারই করা হয়, সেইসাথে সময় সময় প্রয়োজনে কোনরূপ প্রতিবাদ ও শাসন না করা হয়, তবে পরিণতি এরূপই দাড়ায়।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৯৫

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য

এ সম্পর্কিত মৌলিক ও সারকথা এই যে, বিবাহ-বন্ধন প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব-অধীনতারই একটি প্রকার। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর স্ত্রী স্বামীর জন্যে এক প্রকার আজ্ঞাবহ দাসীরূপ হয়ে যায়। তখন তার কর্তব্য হয়— স্বামীর অভীপ্সিত প্রতি কাজে আনুগত্য করা। তবে শর্ত এই যে, তা কোনরূপ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ও পাপকার্য না হওয়া চাই।

স্বামীর আনুগত্যে স্ত্রীর কর্তব্য ও দায়িত্ব— এ সম্পর্কিত প্রচুর রেওয়ায়াত হাদীসগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.

"যে স্ত্রীলোক তার স্বামীকে খুশী রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

এক ব্যক্তি সফরে (প্রবাসে) গমনকালে তার স্ত্রীর কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিল যে, সে তার অনুপস্থিতির সময়-কালে উপর (তলা) থেকে নীচে অবতরণ করবে না। নীচে স্ত্রীর পিতা অবস্থান করতেন। একদা তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। নীচে নেমে পিতাকে দেখা ও সেবা-শুশ্রূষার জন্য অনুমতি চেয়ে স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোক পাঠালো। তিনি বললেন ঃ তাকে বল, সে যেন স্বামীর অনুগতই থাকে। এরপর পিতা মারা যান। পুনরায় অনুমতি চেয়ে লোক পাঠালে হুযূর বললেন ঃ তাকে বল, সে যেন স্বামীর অনুগতই থাকে। অতঃপর পিতার দাফনকার্য সম্পন্ন হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীর নিকট পয়গাম পাঠালেন যে, "স্বামীর আনুগত্যের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা

www.banglakitab.weebly.com

তোমার পিতাকে মাফ করে দিয়েছেন।" (বিধানটি স্বতন্ত্র ; কেননা ক্ষেত্রবিশেষে এ হুকুমের তারতম্যও হতে পারে।)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتْ جَنَّةَ رَبِّهَا۔

"যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযানের রোযা রাখে, আপন সতীত্ব রক্ষা করে এবং স্বামীর বাধ্য থাকে—সে তার প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

প্রণিধানযোগ্য যে, এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামীর বাধ্যতার বিষয়টিকে ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়াবলীর সাথে উল্লেখ করে তৎপ্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ مُرْضِعَاتٌ رَحِيْمَاتٌ بِاَوْلَادِهِنَّ لَوْلَا مَا يَاْتِيْنَ اِلٰى اَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ

"গর্ভধারীনি স্ত্রীলোক, সন্তানের মা, সন্তানকে দুধ পান করানোর কষ্ট স্বীকারকারীনি, সন্তানের প্রতি দয়া ও স্নেহ প্রদর্শনকারীনি— এরা যদি স্বামীর প্রতি অবাধ্যতার আচরণ না করে, যা সাধারণতঃ করে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে নিয়মিত নামাযী মহিলারা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَاِذَا اَكْثَرُ اَهْلِهَا النِّسَاءُ فَقُلْنَ لِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ۔

www.banglakitab.weebly.com

"আমি জাহান্নামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি ; দেখি— সেখানের অধিকাংশ অধিবাসী নারী সমাজ। তারা জিজ্ঞাসা করলো ঃ কেন এমন হবে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ তারা অতি মাত্রায় অভিশাপ বর্ষণ করে এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "আমি জান্নাতে দৃষ্টিপাত করেছি ; দেখি— নারী সমাজ সেখানে খুবই কম। (বর্ণনাকারী বলেন ঃ) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ স্বর্ণ ও যাফরান (রঙ্গিন পোষাক) এ দুই লালের আকর্ষণ ও মোহ তাদেরকে বিমুখ করে রেখেছে।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন ঃ একজন যুবতী মেয়েলোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এখন উঠতি বয়স ; বিয়ের জন্যে আমার পয়গাম আসছে ; কিন্তু আমি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকে অপছন্দ করছি। আপনি বলুন— স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য কি রয়েছে? তিনি বললেন ঃ আপাদমস্তক স্বামীর শরীর পীড়িত হয়ে যদি পূঁজে ভরে যায় আর স্ত্রী তার সেবা-শুশ্রূষায় আপন জিহ্বা দ্বারা লেহন করে, তবু তার কৃতজ্ঞতা আদায় হবে না। মেয়েলোকটি বললো ঃ তাহলে কি আমি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবো না? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, তুমি বিবাহ বস ; কারণ এতেই মঙ্গল নিহিত রয়েছে।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, খাস্আম গোত্রের এক মহিলা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি একজন বিধবা স্ত্রীলোক ; আমার বিবাহ বসার ইচ্ছা আছে, আপনি বলুন— স্বামীর হক কি? তিনি বললেন ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর হক হচ্ছে, সে যখন তার স্ত্রীকে শয্যায় আহ্বান করে, তখন সে উটের পিঠে উপবিষ্ট থাকলেও যেন তার কাছে এসে উপস্থিত হয়। স্বামীর আরও হক হচ্ছে যে, তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী গৃহের কোন বস্তু কাউকে দিবে না। যদি দেয় তবে গুনাহ্ স্ত্রীর হবে আর সওয়াব স্বামীর হবে। স্বামীর আরেকটি হক হচ্ছে, তার অনুমতি ব্যতীত

www.banglakitab.weebly.com

স্ত্রী নফল রোযা রাখবে না। যদি এরূপ করে তবে এটা অযথা পানাহার থেকে বিরত থেকে কষ্ট করা হবে ; কোনরূপ সওয়াব হবে না। স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি বতীত ঘর থেকে বের হয়, তবে পুনরায় ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত অথবা তওবা না করা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا۔

"আমি যদি অন্য কাউকে সেজদা করতে আদেশ করতাম তাহলে নারীদেরই বলতাম তাদের স্বামীদের সেজদা করতে।" কারণ স্ত্রীদের উপর স্বামীদের হক গুরুতর।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ স্ত্রীলোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত নিকটতর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয় তখন, যখন তারা আপন গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। গৃহের আঙ্গিনায় আদায়কৃত তাদের নামায মসজিদে আদায়কৃত নামায হতে উত্তম। গৃহাভ্যন্তরে আদায়কৃত নামায গৃহের আঙ্গিনায় আদায়কৃত নামায হতে উত্তম। গৃহের অন্দর কুঠরীতে আদায়কৃত নামায (সাধারণ) গৃহাভ্যন্তরে আদায়কৃত নামায হতে উত্তম।" পর্দার হেফাযতের জন্যেই এ হুকুম হয়েছে। এ জন্যেই তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ "স্ত্রীলোক স্বয়ং পর্দা ; ঘর থেকে বের হলেই শয়তান উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "স্ত্রীলোকের পর্দা এগারটি ঃ বিবাহের পর স্বামী তার জন্যে একটি পর্দা ; মৃত্যুর পর কবর তার জন্যে দশটি পর্দা।"

মোটকথা, স্ত্রীর উপর স্বামীর অনেক হক রয়েছে ; তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হক হচ্ছে দুটি ঃ- এক. আপন সতীত্বরক্ষা ও পর্দা পালন। দুই. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু স্বামীর কাছে দাবী না করা।

আদর্শ পূর্বসূরীগণের নীতি ছিল, তাদের কেউ যখন জীবিকার জন্য ঘর থেকে বের হতেন, তখন তাদের স্ত্রী-কন্যাগণ বলতেন ঃ অবৈধ উপার্জন

www.banglakitab.weebly.com

থেকে বেঁচে চলবেন ; আমরা "ক্ষুধার যন্ত্রণা ও অন্যান্য কষ্ট সহ্য করে নিবো। তবুও দোযখের আগুন সহ্য করতে পারবো না।"

তাঁদেরই মধ্যকার একজনের ঘটনা— একদা সফরের এরাদা করলেন। পাড়া-প্রতিবেশী কেউ তার এ সফর কামনা করছিল না ; তারা সে লোকের স্ত্রীকে বললো ঃ আপনি তার এ সফরে সম্মতি দিচ্ছেন কেন, অথচ তিনি তার অনুপস্থিতিকালীন খরচাদি আপনাদেরকে দিয়ে যাচ্ছেন না? স্ত্রী জবাব দিলেন ঃ আমি তার সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকে তাকে শুধু একজন ভোজন-বিলাসীই পেয়েছি ; রিযিকদাতা হিসাবে তাকে পাই নাই, বরং প্রকৃত রিযিকদাতা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই ; এ কথার উপর আমি পূর্ণ ঈমান রাখি। তিনি যাচ্ছেন ; যান, কিন্তু আসল রিযিকদাতা তো রয়েছেন।

হযরত রাবেয়া বিন্‌তে ইসমাঈল (রহঃ) হযরত আহ্‌মদ ইব্‌নে আবী হওয়ারী (রহঃ)-এর নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছিলেন। তিনি ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকতেন। তাই অসম্মতি প্রকাশ করে জবাব দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আমার কর্মমগ্নতার (ইবাদত-বন্দেগীর) কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা বাদ দিয়ে রেখেছি। হযরত রাবেয়া বল্‌লেন ঃ আমিও আপনার ন্যায় কাজে (ইবদাতে) মগ্ন থাকি ; তদুপরি আমার বিবাহের খাহেশও নাই, কিন্তু আমার পূর্ববর্তী স্বামী থেকে আমি যে প্রচুর সম্পদ পেয়েছি ; আমার ইচ্ছা হয় আপনি সেগুলো আপনার অন্যান্য বন্ধুজন ও তাপসগণের মধ্যে খরচ করুন। আর সে সঙ্গে আমিও তাঁদের পরিচিতি লাভে ধন্য হই। এ ভাবে খোদা-প্রাপ্তির একটি পথ আমার জন্যে হয়ে যায়। এ কথা শুনে তিনি বল্‌লেন ঃ তাহলে আমার শায়খ-গুরুজনের নিকট পরামর্শ করে নিই। তাঁর শায়খ হযরত আবূ সুলাইমান দার্‌রানী (রহঃ) এতকাল তাকে বৈবাহিক জীবন অবলম্বন করতে নিষেধ করতেন, আর বলতেন ঃ আমাদের লোকদের মধ্যে যারাই বিবাহ করেছে, তাদের অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেছে (অর্থাৎ পার্থিব ঝামেলায় পড়ে কিছু যিকির-আযকার ও ধ্যান-সাধনা ছেড়ে দিয়েছে)। হযরত সুলাইমান দার্‌রানী (রহঃ) উক্ত মহিলার উক্তি ও অবস্থা জেনে তাকে পরামর্শ দিলেন, তুমি তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে নাও ; তিনি আল্লাহ্‌র ওলী সিদ্দীকীনদের ন্যায় উক্তি করেছেন। আহ্‌মদ ইব্‌নে আবী হাওয়ারী (রহঃ) বলেন ঃ অতঃপর আমি তাঁকে বিবাহ করে নিলাম। কিন্তু ঘরে আমার

www.banglakitab.weebly.com

বসবাস এমন ছিল যে, গোসল করা তো দূরের কথা, খাওয়া-দাওয়ার পর হাত ধোয়ার ফুরসৎ পায় না এমন ব্যক্তির ন্যায় শীঘ্র বের হয়ে আসতাম। পরবর্তীতে আমি আরও বিবাহ করেছি। কিন্তু এই প্রথমা স্ত্রী আমাকে উন্নত খাওয়া-দাওয়া করাতো সব সময় উৎফুল্ল রাখতো আর বলতো—যান, সদা আনন্দিত থাকুন এবং অন্যান্য স্ত্রীদের জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন। শ্যাম দেশের এ হযরত রাবেয়া (রহঃ)-এর সেই মর্তবা ছিল, যে মর্তবা ছিল বসরা নিবাসী হযরত রাবেয়া বস্‌রিয়া (রহঃ)-এর।

স্ত্রীলোকের পক্ষে এটা অপরিহার্য কর্তব্য যে, স্বামীর সম্মতি না জেনে তার সম্পদে কিছুমাত্র এদিক-সেদিক করবে না। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হচ্ছে, স্ত্রীলোক স্বামীর বিনা অনুমতিতে অন্য কাউকে কিছু খাওয়াবে না। হ্যাঁ, কোন খাদ্যবস্তু বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে তা ভিন্ন কথা। স্বামীর অনুমতি নিয়ে কোন অভাবীকে অন্ন দান করলে, স্বামীর সমপরিমাণ সওয়াব সে পাবে। পক্ষান্তরে, বিনা অনুমতিতে এরূপ করলে সে গুনাহগার হবে আর স্বামীর আমলনামায় সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে।

কন্যার প্রতি মাতা-পিতার কর্তব্য হচ্ছে, মাতা-পিতা তাদের প্রতিটি কন্যা-সন্তানকে পূর্বাহ্নেই শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে। উন্নত আচার-ব্যবহার ও সুন্দর আচরণনীতি, স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করার প্রয়োজনীয় ও সুন্দর তরতীব ও নিয়ম-পদ্ধতি শিখাবে।

বর্ণিত আছে, হযরত উসামাহ্ বিন্‌তে খারেজাহ্ ফাযারী (রাযিঃ) তার কন্যাকে স্বামীর সোপর্দ করার সময় উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ এতদিন তুমি পাখীর বাসার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র পরিসরে অবস্থান করছিলে। এখন তুমি একটি অপরিচিত প্রশস্ত পরিবেশে যাচ্ছ—তোমাকে এমন এক শয্যা গ্রহণ করে নিতে হবে যেটি সম্পর্কে তোমার কোনই পরিচিতি নাই। এমন সাথীকে আপন করে নিতে হবে, যার সাথে পূর্ব থেকে কোনই সম্পর্ক নাই ; সম্পূর্ণ নূতন সম্পূর্ণ অপরিচিত। কাজেই তুমি তার জন্যে যমীনস্বরূপ হয়ে যাও, সে তোমার জন্য আসমানস্বরূপ হবে। তুমি তার জন্য বিছানাস্বরূপ হয়ে যাও, সে তোমার জন্য সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ হবে। তুমি তার বাঁদী হয়ে যাও, সে তোমার গোলাম হয়ে যাবে। কোন কাজে বা কথায় খোঁচা দিওনা বা

www.banglakitab.weebly.com

অতিরঞ্জন করো না, সে তোমাকে সরিয়ে দিবে। তুমি তাকে দূরে রেখো না, সে তোমাকে দূর করে দিবে। সে তোমার নিকটবর্তী হলে, তুমি তার আরও নিকটবর্তী হও। আর সে যদি তোমাকে পরিহার করে চলে, তবে তুমি তার থেকে সরে পড়। সর্বদা লক্ষ্য রাখবে— তোমা থেকে সে যেন সব সময় ভাল শুনে, ভাল দেখে, ভাল আঁচ করে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, হযরত মায়মূনাহ্ (রাযিঃ) হুযূরের অনুমতি না নিয়ে নিজের বাঁদীকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। নির্ধারিত দিনে তার নিকট উপস্থিত হয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি জানতে পেরে বলেছিলেন ঃ "তোমার ভাই-বোনদেরকে যদি বাঁদীটি দান করে দিতে তবে তুমি অধিক সওয়াবের ভাগী হতে।"

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি তার স্ত্রীকে উপদেশ দিয়েছেন ঃ "মার্জনার দৃষ্টি রাখ, তাহলে ভালবাসা স্থায়ী হবে। আমার অসন্তোষের মুহূর্তে নিশ্চুপ থেকো, তাহলে কল্যাণ হবে, ঢোলের ন্যায় আমাকে আঘাত করো না, কারণ, জানা নাই অদৃশ্যের অন্তরালে কি লুকিয়ে রয়েছে। অধিক মাত্রায় অভিযোগ করো না, এতে ভালবাসা হ্রাস পায় ; অন্তর তোমায় অস্বীকার করতে পারে ; অন্তরের উপর আমারও হাত নাই। অন্তঃকরণে আমি যেমন ভালবাসা লক্ষ্য করেছি, তেমনি তাতে শত্রুতাও অবস্থান করে, তবে ভালবাসা শত্রুতাকে দূর করতে সক্ষম।"

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৯৬

জিহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ○

"পূর্ণ মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে অতঃপর তাতে সন্দেহ করে নাই, অধিকন্তু স্বীয় ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে ; তারাই সত্যবাদী। (হুজুরাত ঃ ১৫)

হযরত নু'মান ইব্নে বশীর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরের নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি উক্তি করলো—ইসলাম গ্রহণ করার পর হাজীদের খেদমত, তাদের পানি পান করানো, মসজিদুল-হারাম আবাদ করা ছাড়া অন্য কোন আমলের আমি প্রয়োজন মনে করি না এবং পরোয়াও করি না। অপর একজন বললো ; তুমি যে কাজগুলোর কথা বলেছো, সেগুলোর তুলনায় জিহাদ শ্রেষ্ঠ। হযরত উমর (রাযিঃ) তাদেরকে ধমকের স্বরে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরের কাছে বসে তোমরা এতো উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ করছো?— এটা ঠিক নয়। বরং তোমরা এরূপ করতে পার যে, আজকে জুমার দিন ; নামায শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তোমাদের বিতর্কিত বিষয়টির সমাধান করে নাও। এর পরই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কুরআনের এ আয়াতগুলো নাযিল হয় ঃ

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ

www.banglakitab.weebly.com

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوُوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

"তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানোকে এবং মসজিদে হারামের আবাদ রাখাকে সেই ব্যক্তির আমলের সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ? যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও কিয়ামত-দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, আর সে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করেছে ; তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সমান নয় ; আর যারা অবিচারক আল্লাহ্ তাদেরকে সুবুদ্ধি দান করেন না।" (তওবাহ্ ঃ ১৯)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে সালাম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরও সাহাবায়ে কেরামসহ বসা ছিলাম ; আমাদের উদ্দেশ্য ছিল—সমস্ত নেক আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোন্টি তা জানা, অতঃপর সে অনুযায়ী আমল করা। তখনই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝

"সমস্ত বস্তু আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে, যা আসমানসমূহে আছে আর যা যমীনে আছে, আর তিনিই প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়। হে মু'মিনগণ! তোমরা এরূপ কথা কেন বলছো, যা কর না? আল্লাহ্র নিকট এটা অত্যন্ত অসন্তুষ্টির কারণ যে, এরূপ কথা বল যা কর না। আল্লাহ্ তো ঐ সমস্ত লোককে ভালবাসেন, যারা তার পথে এরূপ মিলিত হয়ে যুদ্ধ করে, যেন তারা একটি অট্টালিকা। (ছফ ঃ ১৪)

www.banglakitab.weebly.com

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আয়াতখানি তিলাওয়াত করে শুনালেন।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করেছে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন কোন আমল বাত্‌লিয়ে দিন, যা করলে আমি জিহাদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করি। হুযূর বললেন ঃ এমন কোন আমল আমি দেখি না। অতঃপর (তাকে জিহাদের অধিকতর গুরুত্ব বুঝানোর জন্য) বল্‌লেন ঃ তুমি কি এরূপ করতে পারবে যে, মুজাহিদ ব্যক্তি যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন থেকে তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং কোন রকম ত্রুটি না করে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকবে, কোন রকম ত্রুটি না করে রোযাদার অবস্থায় থাকবে? সে বললোঃ হুযূর! এটা তো বড় কঠিন বরং অসম্ভব ব্যাপার; কে এমন পারবে!

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সাহাবীগণের মধ্য হতে এক ব্যক্তি এক গোত্রের পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় স্বচ্ছ পানির একটি সুন্দর ঝর্ণা দেখে বলেছেন ঃ আমি যদি জন–মানবের কোলাহল থেকে পৃথক জীবন যাপন করতাম, তাহলে এখানে এই ক্ষুদ্র গোত্রটির কাছেই আবাস করে নিতাম ; তৎক্ষণাৎ আবার বল্‌লেন, না ; এ বিষয়ে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নেই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বল্‌লেন ঃ এরূপ কখনও করো না, কারণ ঃ

فَاِنَّ مَقَامَ اَحَدِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهٖ فِىْ بَيْتِهٖ سَبْعِيْنَ عَامًا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ يُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ اُغْزُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ـ

"আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জিহাদে মগ্ন রয়েছে, বাড়ীতে অবস্থান করে সত্তর বছর ইবাদত করলে যে সওয়াব লাভ হবে, সে ব্যক্তি

www.banglakitab.weebly.com

তার চেয়ে বেশী সওয়াবের ভাগী হবে। তোমরা চাও না যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন? যদি চাওতাহলে তোমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর। যে ব্যক্তি একবার উষ্ট্রীর দুধ দোহন পরিমাণ সময় জিহাদ করবে,তার জন্য জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে যাবে।"

প্রণিধানযোগ্য যে, এতো উচ্চ মর্যাদাশীল সাহাবীকেও প্রচুর ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকার জন্যে যে ক্ষেত্রে লোকারণ্যের বাইরে অবস্থানের অনুমতি দেন নাই ; বরং তাকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে জিহাদ পরিত্যাগ করে চলা আমাদের জন্য কি করে জায়েয হবে? অথচ আমাদের ইবাদত-বন্দেগীর পরিমাণও খুব কম, হালাল রিযিকের ব্যাপারেও আমরা উদাসীন, তদুপরি নিয়ত ও উদ্দেশ্যও আমাদের খারাব।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ مَثَلَ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِهٖ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ ـ

"খাঁটী নিয়তে আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী ব্যক্তির মর্যাদা—খাঁটী নিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকেই জানেন—রোযাদার এবং খুশু-খুযূ সহকারে রুকু, সিজদা ও কিয়ামকারী নামাযী ব্যক্তির ন্যায়।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে রব্ব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসাবে মেনে নিয়েছে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।" এ হাদীসখানি শুনে হযরত আবূ সাঈদ খুদ্রী (রাযিঃ)-এর নিকট খুবই ভাল লেগেছে। তিনি আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হাদীসখানি পুনরায় ইরশাদ করুন। তিনি পুনরায় শুনালেন এবং বললেন ঃ আরেকটি বিষয় এমন রয়েছে যেটির উপর আমল করলে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার একশতটি দর্জা (পদ-মর্যাদা) বুলন্দ করেন, যার প্রতি দুই দর্জার মাঝখানে যমীন থেকে আসমানের দূরত্ব-বরাবর ব্যবধান থাকে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে বিষয়টি কি? তিনি বল্লেন ঃ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্।"

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৯৭

শয়তানের ধোকা ও প্রতারণা

এক ব্যক্তি হযরত হাসান (রাযিঃ)–কে জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ হে আবূ সাঈদ (তাঁর উপনাম)! শয়তান কি ঘুমায়? তিনি মৃদু হেসে বল্লেন ঃ আরে, শয়তান যদি ঘুমাতো, তাহলে আমাদের আরাম হয়ে যেতো ; বস্তুতঃ শয়তান তার কাজে এমনই তৎপর যে, কোন মুমিন তার থেকে নিস্তার পায় না। তবে তাকে দূর্বল করা বা দমন করার জন্য উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْضِىْ شَيْطَانَهٗ كَمَا يُنْضِىْ اَحَدُكُمْ بَعِيْرَهٗ فِىْ سَفَرِهٖ -

"প্রকৃত মুমিন সে, যে তার শয়তানকে এমন দুর্বল করে দেয়, যেমন তোমরা সফরে উটকে দূর্বল করে দাও।"

হযরত ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন ঃ "সত্যিকার মু'মিনের শয়তান দূর্বল থাকে। "

হযরত কায়স্ ইব্নে হাজ্জাজ (রহঃ) বলেন ঃ "আমার শয়তানটি নিজেই আমাকে জানিয়েছে যে, সে যখন আমার ভিতরে প্রবেশ করেছিল, তখন উটের ন্যায় তাজা ও মোটা ছিল ; কিন্তু এখন সে চড়ুই পাখীর মত ছোট্ট ও দূর্বল হয়ে গেছে।" আমি তাকে এরূপ হয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলেছে ঃ "তুমি আল্লাহ্র যিকিরের দ্বারা আমাকে গলিয়ে ফেলেছ।"

সুতরাং যাদের অন্তরে আল্লাহ্র ভয়–ভীতি আছে, এমন পরহেজগার লোকদের পক্ষে শয়তানকে পরাভূত করা কঠিন কিছু নয়। তারা সাধনাব্রতী

হলে শয়তানের চোর-দরজাগুলো বন্ধ করে সহজেই আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ বড় বড় এবং প্রকাশ্য গুনাহের প্রতি ধাবিত হওয়ার শয়তানী পথগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু শয়তান কূট-কৌশল অবলম্বন করে অতি সূক্ষ্ম পথে তাদের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে, যেগুলো বুঝে উঠা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে, আত্মরক্ষা করতে পারে না। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, অন্তরের দিকে শয়তানের জন্য অনেকগুলো প্রবেশপথ রয়েছে, কিন্তু ফেরেশতাগণের জন্য প্রবেশপথ মাত্র একটি। এই একটি পথ অনেকগুলোর মধ্যে সংমিশ্রিত হয়ে রয়েছে। অতএব, এ ক্ষেত্রে বান্দার অবস্থা ঘন অন্ধকার রাতের সেই মুসাফিরের ন্যায়, যে এমন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলছে যেটিতে প্রচুর পেঁচানো পথ রয়েছে ; যেগুলোর সঠিক দিক নির্ণয় করা সূক্ষ্ম-পরিপক্ক দৃষ্টি এবং দীপ্তিময় সূর্যের আলো ছাড়া সম্ভব নয়। এখানে সূক্ষ্ম-পরিপক্ক দৃষ্টি হচ্ছে তাক্ওয়া ও খোদাভীতিময় স্বচ্ছ অন্তঃকরণ আর সূর্যের আলো হচ্ছে কুরআন ও হাদীস-আহরিত সত্যিকার জ্ঞান বা ইলম। এরই মাধ্যমে এ কঠিন ও বন্ধুর পথের পথিক তার সমূহ জটিলতা নিরসনে সক্ষম হতে পারে। নতুবা এ সমস্যার কোন অন্ত নাই।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন ঃ একদা হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রেখা টেনে বল্লেন ঃ "এটা আল্লাহ্র পথ।" অতঃপর সেই রেখাটির ডানে, বামে আরও কতকগুলো রেখা টানলেন। এবার বল্লেন ঃ এগুলোও পথ ; কিন্তু এর প্রত্যেকটির উপর শয়তান বসে আছে এবং লোকজনকে সে (ধ্বংস ও বিভ্রান্তির) সে পথগুলোর দিকে আহ্বান করছে। এরপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতখানি তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ

"অবশ্যই এটি আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সে সব পথ তোমাদেরকে তাঁর (আল্লাহ্র) পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।" (আনআম ঃ ১৫৩)

www.banglakitab.weebly.com

শয়তানের সূক্ষ্ম ও গোপন পথসমূহকে অনুধাবন করার জন্য আমরা এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ পেশ করছি। কিভাবে শয়তান বিজ্ঞ আলেম, ইবাদত গুজার ওলী, প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রক ও পাপাচার থেকে বিরত লোকদেরকে পর্যন্ত কাত করে ফেলে, উদাহরণটি দ্বারা এ বিষয়টি প্রতিভাত হবে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী ইস্‌রাঈল গোত্রে এক পাদ্রী ছিল। একদা ইব্‌লীস শয়তান তাকে প্রতারিত করার জন্য ফন্দি আঁটলো। এক বাড়ীতে এসে একটি যুবতী মেয়ের গলা টিপে ধরে। তাতে সে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর শয়তান বাড়ীর লোকদের মনে ধারণা জন্মিয়ে দিলো যে, পাদ্রীর নিকট এই রোগীনির অব্যর্থ চিকিৎসা–তদবীর রয়েছে। সুতরাং তারা মেয়েটিকে নিয়ে পাদ্রীর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, তাকে আপনার নিকট রাখুন। পাদ্রী নিজের হেফাজতে তাকে রাখতে অস্বীকার করলো। কিন্তু অভিভাবকদের বার বার অনুরোধে অবশেষে রাজী হয়ে গেল এবং মেয়েটিকে নিজ হেফাজতে রেখে চিকিৎসা করতে লাগলো। কিছুদিন পর শয়তান পাদ্রীর মনে কুমন্ত্রনা দিতে লাগলো। ফলে, পাদ্রী মেয়েটির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে গেল। এভাবে একদিন সে পাদ্রী কর্তৃক গর্ভধারণ করলো। অতঃপর শয়তান পাদ্রীর মনে এই মর্মে ওয়াস্‌ওয়াসাহ্ সৃষ্টি করলো যে, তার অভিভাবকদের নিকট তুমি কি জবাব দিবে ; তারা এসে যখন দেখবে তাদের মেয়ে গর্ভধারণ করেছে, তখন তারা তোমাকেই দায়ী করবে, এভাবে তুমি তোমার মান–সম্মান সবই হারাবে। সুতরাং শয়তান তাকে উপায় শিখিয়ে দিল যে, এখন তুমি মেয়েটিকে হত্যা করে মাটির নীচে পুঁতে ফেল, এভাবে তোমার সব সমস্যা চুকে যাবে ; অভিভাবকরা এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে—সে মারা গেছে। পাদ্রী তাই করলো। এদিকে শয়তান অভিভাবকদের নিকট এসে তাদের মনেও এ বিষয়ে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করলো। তারা এসে পাদ্রীর নিকট মেয়েটির খোঁজ নিল। পাদ্রী বল্‌লো, সে মারা গেছে। এ কথা শুনে তারা মোটেই বিশ্বাস করলো না ; পাদ্রীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাকে হত্যা করার জন্য শুলিতে নিয়ে গেল। এ সময় শয়তান তার নিকট হাজির হয়ে বললো ঃ তুমি আমাকে চিন? আমি নিজেই মেয়েটির গলা টিপে ধরেছিলাম, তার অভিভাবকদের পরামর্শ দিয়েছিলাম এবং তোমার অন্তরে ওয়াস্‌ওয়াসাহ্ ঢেলেছিলাম। এখন যদি তুমি এহেন বিপদ থেকে

www.banglakitab.weebly.com

রক্ষা পেতে চাও, তবে আমার কথা শুনো। পাদ্রী বল্‌লো ঃ তোমার কথা কি? শয়তার বললো ঃ খুবই সহজ ; তুমি শুধু আমাকে দুটি সিজদা কর। পাদ্রী কোন উপায়ান্তর না দেখে শয়তানকে সিজদা করে কাফের হয়ে গেল। অতঃপর শয়তান পাদ্রীকে উপহাস করতে করতে পলায়ন করলো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ই ইরশাদ করেছেন ঃ

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ

"এরা শয়তানের ন্যায়, যে শয়তান মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়ে সারে তখন শয়তান বলে ঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই।" (হাশর ঃ ১৬)

বর্ণিত আছে, একদা অভিশপ্ত ইব্‌লীস হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)কে প্রশ্ন করেছিল—এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি যে, সৃষ্টিকর্তা আমাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করেছেন এবং যে কাজে ইচ্ছা সে কাজে আমাকে ব্যবহার করছেন, অতঃপর তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বেহেশ্‌ত দিবেন, নতুবা দোযখে নিক্ষেপ করবেন ; সবই দেখি তারই ইচ্ছা—এটা কি কোন ইনসাফ বা ন্যায়ানুগ কাজ হলো, না তিনি জুলুম করলেন ; ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) একটু চিন্তা করে বল্‌লেন ঃ "সৃষ্টিকর্তা যদি তোকে তোর ইচ্ছা অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন, তবে তো এটা অবশ্যই জুলুম হবে, আর যদি তিনি তাঁর নিজস্ব মর্জী অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন, তবে স্মরণ রাখ যে, মহান সৃষ্টিকর্তা স্বীয় ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ে সকল প্রকার প্রশ্ন ও জবাবদিহি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।" এ কথা শুনে শয়তান বিফল-বিমুখ হয়ে পলায়ন করলো এবং বলতে থাকলো— "হে শাফেয়ী! এই একটি মাত্র প্রশ্নের দ্বারা আমি সত্তর হাজার আবেদ ও খোদাভীরু লোককে গোম্‌রাহ্ করেছি এবং উবূদিয়তের খাতা হতে তাদের নাম কাটিয়ে দিয়েছি।"

বর্ণিত আছে, একদা অভিশপ্ত ইব্‌লীস হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ হে নবী! আপনি বলুন ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। হযরত ঈসা (আঃ) জবাব দিলেন ঃ এটা সত্য কলেমা ; কিন্তু তোর হুকুমে

www.banglakitab.weebly.com

আমি তা পড়বো না। এর কারণ হচ্ছে যে, ইব্‌লীস শয়তান অনেক সময় ইবাদত ও নেক কাজের মাধ্যমেও ধোকায় ফেলে। আর এরই মাধ্যমে সে অদ্যাবধি বহু আবেদ, যাহেদ, বিত্তশালী এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদেরকে ধোকায় ফেলে ধ্বংস করেছে। আল্লাহ্! পাক যাকে হেফাজত করেন সেই মাহ্‌ফূজ থাকতে পারে। আয় আল্লাহ্ আমাদেরকে শয়তানের ধোকা–প্রতারণা হতে হিফাজত করুন ; আপনার সাথে মোলাকাতের তওফীক নসীব করুন এবং হেদায়াতের উপর কায়েম–দায়েম রাখুন।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৯৮

সামা'

['সামা' আরবী শব্দ ; অর্থ ঃ শ্রবণ করা। অভিধানে সঙ্গীত অর্থেও উল্লেখিত হয়েছে। এ থেকেই এক শ্রেণীর মূর্খ ও ভণ্ড লোক গীত–বাদ্য ও নর্তন–কুর্দন জায়েয বলে প্রচারের সুযোগ নিয়েছে। অথচ, অধুনা প্রচলিত কাওয়ালী, মুর্শিদী গান বা অশ্লীল নৃত্য–গীত, ক্রীড়া–কৌতুক ও বাদ্যানুষ্ঠানের সাথে সামা'র কোনই সম্পর্ক নাই ; এগুলো সম্পূর্ণ হারাম]

কাজী আবূ তাইয়্যিব তব্‌রী (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আবূ হানীফা, হযরত সুফিয়ান সওরী রাহেমাহুমুল্লাহ ও অন্যান্য ফক্বীহ্‌গণের এক জামাত থেকে যেসব উক্তি নকল করেছেন, সেগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা (প্রচলিত) সামা'কে হারাম সাব্যস্ত করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তদীয় 'আদাবুল–কাজী' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "নিঃসন্দেহে গান–বাজনা বাতিলের অন্তর্ভুক্ত, বেহুদা এবং অবশ্য হারাম কাজ ; নির্বোধ ছাড়া এহেন গর্হিত বিষয় কেউ শুনতে পারে না ; এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।"

কাজী আবূ তাহয়্যিব (রহঃ) বলেন ঃ "গায়ের মাহ্‌রাম (যার সাথে পর্দা করতে হয়) স্ত্রীলোকের সামা' শ্রবণ করা ইমাম–শাফেয়ী ও তাঁর বিজ্ঞ ফক্বীহ্ শাগরেদগণের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম—চাই স্ত্রীলোক সামনে উপস্থিত হোক বা পর্দার অন্তরালে হোক কিংবা আযাদ হোক অথবা বাঁদী হোক; সর্বাবস্থায়ই হারাম। তিনি বলেন ঃ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)–এর উক্তি, হচ্ছে—কোন বাঁদীর কাছ থেকে সামা'র জন্য যদি লোকজন একত্রিত হয়, তবে সেই বাঁদীর মালিক এমন নির্বোধ বলে সাব্যস্ত হবে যে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সাধারণ একটি দণ্ড হাতে নিয়ে ডুগ্‌ডুগি বাজানোও জায়েয নয় ; কারণ, এগুলো দ্বীন–বিদ্বেষী লোকদের উদ্দেশ্যমূলক আবিষ্কার ; তারা চায়—এগুলোর মধ্যে

www.banglakitab.weebly.com

মত্ত হয়ে মানুষ কুরআন তিলাওয়াত ও আসল উদ্দেশ্যের বিষয়ে গাফেল হয়ে যাক।"

হযরত ইমাম শাফেয়ী আরও বলেন ঃ হাদীসের দৃষ্টিতে নারদ বা তাস-পাশা খেলা অন্যান্য খেলার তুলনায় অধিকতর জঘন্য কাজ ; এবং আমি শত্‌রঞ্জ-দাবা খেলাকেও ঘৃণা করি ; সর্ববিধ ক্রীড়া-কৌতুককেই আমি অপছন্দ করি। কেননা, এহেন মত্ততা কোন দ্বীনদার লোকের চরিত্র হতে পারে না ; এমনকি কোন ভদ্র লোক এগুলো খেলতে পারে না।"

ইমাম মালেক (রহঃ) গান বা সঙ্গীত থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ কেউ একটি বাঁদী খরিদ করার পর যদি জানতে পারে যে, এটি গায়িকা, তবে (এটা এমন একটা দোষ যে এজন্যে) সে বাদীটিকে বিক্রেতার নিকট ফেরৎ দিতে পারবে (এবং বিক্রেতা তা ফেরৎ নিতে বাধ্য থাকবে)। মদীনা মোনাওয়ারার সকল ফক্বীহ্‌গণেরও একই অভিমত।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট গান গুনাহের কাজ। 'কুফা'বাসী সমস্ত ফক্বীহ্‌ ও ইমামগণের একই অভিমত—হযরত ইব্‌রাহীম নখ্‌যী হযরত শায়বী (রহঃ) প্রমুখের এই মন্তব্য ও অভিমত কাজী আবূ তাইয়্যিব তব্‌রী (রহঃ) নকল করেছেন।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ৯৯

বিদআত ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে বিরত থাকা

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ ـ

"দ্বীন সম্পর্কে মনগড়াভাবে নতুন সৃষ্টি করা বিষয়সমূহ হতে তোমরা বেঁচে চল। কেননা, এরূপ প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِ دِيْنِنَا هٰذَا مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ـ

"যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীন সম্পর্কে কোন নতুন কথা সৃষ্টি করেছে (যা এতে নাই), সে কথা রদ্দ্ বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِىْ

"তোমরা আমার সুন্নত এবং আমার পর সৎপথ-প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়িয়ে ধর।"

উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা জানা গেল যে, যে কোন বিষয় কুরআন, সুন্নাহ্ এবং আয়েম্মায়ে কেরামের ইজ্‌মা'র খেলাফ হবে, সেটাই বিদআত ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের বুনিয়াদ রাখলো, সে জন্যে তার সওয়াব রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা সে অনুযায়ী আমল করবে, তাদের সওয়াবও সে পাবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কোন অসৎ কাজের বুনিয়াদ রাখলো, সে জন্যে তার পাপ রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা সে অনুযায়ী চলবে, তাদের পাপও সে পাবে।"

হযরত ক্বাতাদাহ্ (রাযিঃ) পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج

"নিঃসন্দেহে আমার এ সোজা পথ ; তোমরা এর অনুসরণ কর।" (আন্‌আম ঃ ১৫৩)

তিনি বলেছেন ঃ "সঠিক পথ একটিই ; আর এটিই একমাত্র হেদায়াতের পথ—এ পথেরই পরিণামফল জান্নাত।"

হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বুঝানোর জন্যে আপন মোবারক হস্তে একটি রেখা টেনে বলেছেন ঃ এটি আল্লাহ্ তা'আলার সরল পথ। অতঃপর এর ডানে-বামে রেখা টেনে বলেছেন ঃ এগুলোও পথ ; কিন্তু তা শয়তানের পথ এবং প্রত্যেকটি পথে শয়তান বসে মানুষকে বিপথে ডাকছে। অতঃপর (উপরোক্ত) আয়াতখানি তিলাওয়াত করেছেন। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) উক্তি করেছেন ঃ "এগুলো হচ্ছে গুমরাহীর পথ।"

হযরত ইব্‌নে আতিয়্যাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ "ভুল ও ভ্রান্ত পথ যেগুলো হাদীসে দেখানো হয়েছে, সেগুলো দ্বারা ইহূদীবাদ, খৃষ্টবাদ, ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্মবাদ এবং বিদআতী ও গুমরাহ্ লোকদের পথকে উদ্দেশ্য করা

www.banglakitab.weebly.com

হয়েছে, যে সব বিদআতী ও গুমরাহ্ লোকেরা নিজেদের চিন্তা-কল্পনা ও বে-লাগাম ইচ্ছানুযায়ী দ্বীনের শাখা-প্রশাখাগত বিষয়াবলীর পরিবর্তন করে এবং শরয়ী বিষয়ে অযথা তর্ক-বিতর্ক ও ভ্রান্ত গবেষণা ও আহরণে লিপ্ত হয়।"

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ ـ

"আমার সুন্নতের বিষয়ে যে ব্যক্তি অনাগ্রহী হয়েছে, সে আমার দলভুক্ত নয়।"

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا مِنْ اُمَّةٍ اِبْتَدَعَتْ بَعْدَ نَبِيِّهَا فِيْ دِيْنِهَا بِدْعَةً اِلَّا اَضَاعَتْ مِثْلَهَا مِنَ السُّنَّةِ ـ

"যে কোন উম্মত তাদের নবী কর্তৃক আনীত দ্বীনের মধ্যে মনগড়াভাবে নতুন কোন (বিদআত) বিষয় সৃষ্টি করেছে, ঠিক সেই অনুপাতে তারা অপর একটি সুন্নত ধ্বংস করেছে।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مِنْ اِلٰهٍ يُعْبَدُ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ هَوًى يُتَّبَعُ

"আকাশের নীচে বাতিল পূজনীয় বস্তুসমূহের মধ্যে প্রবৃত্তি অপেক্ষা বড় আর কোনটি নাই।"

অর্থাৎ দ্বীনের মোকাবিলায় প্রবৃত্তির অনুসরণ জঘন্যতম অপরাধ।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "অতঃপর নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী এবং সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে মুহাম্মদের পন্থা। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে যা দ্বীন সম্পর্কে মনগড়াভাবে নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এরূপ প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই (বিদআত গুমরাহী।"

www.banglakitab.weebly.com

এ হাদীসেরই শেষাংশটি হচ্ছে ঃ

اِنَّمَا اَخْشٰى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِى بُطُوْنِكُمْ وَفُرُوْجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْهَوٰى۔

"তোমাদের ব্যাপারে আমার ঐসব কাম-প্রবৃত্তিগত বিষয়ে ভয় হয়, যেগুলো তোমাদের পেট, লজ্জাস্থান ও মনের বে-লাগাম তাড়নার সাথে সম্পর্কিত।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتّٰى يَدَعَ بِدْعَتَهٗ۔

"বিদআতী ব্যক্তি যে পর্যন্ত বিদ্আত-কার্য ত্যাগ না করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তওবার তওফীক দেন না।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বিদআতী ব্যক্তির রোযা, হজ্জ, উমরাহ্, জিহাদ, কোন ফরজ ইবাদত কিংবা কোন নফল ইবাদত কবূল করেন না। ইসলাম থেকে সে এমনভাবে বের হয়ে যায় যেমন গোলা আটা থেকে চুল বের হয়ে আসে।

لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلٰى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيْغُ عَنْهَا اِلَّا هَالِكٌ لِكُلِّ عَمْرَةٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهٗ اِلٰى سُنَّتِىْ فَقَدْ اهْتَدٰى وَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهٗ اِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ فَقَدْ هَلَكَ

www.banglakitab.weebly.com

"আমি তোমাদেরকে (দ্বীনের বিষয়ে) একটি শ্বেত-শুভ্র আলোকিত পথের উপর রেখে যাচ্ছি ; যার রাতও দিবাভাগের ন্যায় উজ্জ্বল। নিজেই ধ্বংস হতে চায় এমন লোক ছাড়া এতে কেউ পদস্খলিত হবে না। প্রতিটি মানুষের জীবনে কর্মক্ষমতা রয়েছে, আর এ কর্মক্ষমতা কাজে লাগানোর সুযোগ ও অবকাশও দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এ সুযোগ ও অবকাশ আমার সুন্নত ও আদর্শের অনুসরণে লাগাবে, সেই সঠিক ও সুপথ-প্রাপ্ত হবে, আর যে অন্য কিছুতে লাগাবে, সে বিচ্যুত ও ধ্বংস-প্রাপ্ত হবে।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ "আমার উম্মতের জন্য তিনটি বিষয়কে আমি বড় ভয় করি এক, আলেমের পদস্খলন, দুই অনুসৃত প্রবৃত্তি, তিন জালেমের শাসন।"

খেলা ও খেলার সরঞ্জাম

সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ বন্ধুকে বল্লো ঃ আস, জুয়া খেলি (সে পাপ করলো অতএব ক্ষমার জন্য) সে যেন সদকা করে।

মুসলিম শরীফ, আবূ দাউদ ও ইব্নে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি নারদ (তাস-পাশা) খেলে, সে যেন আপন হাত শুকরের মাংস ও রক্ত দ্বারা রঞ্জিত করলো।

মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নারদ (তাস) খেলে, আবার উঠেই নামাযে দাঁড়ায়, তার উদাহরণ হচ্ছে, এমন ব্যক্তির ন্যায় যে পূঁজ এবং শুকরের রক্ত দ্বারা উযূ করে নামায আদায় করলো।" অর্থাৎ তার নামায কবূল হবে না, যা অন্য রেওয়ায়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হযরত ইয়াহ্য়া ইব্নে কাসীর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ; তারা তাস-পাশা খেলছিল। তখন তিনি বলেছেন ঃ "এদের অন্তঃকরণ উদাসীন, হাতগুলো অহেতুক ফুযুল কাজে

www.banglakitab.weebly.com

লাগানো হচ্ছে আর জিহ্বাগুলো বেহুদা কথাবার্তা বলছে।"

দীলামী (রহঃ) রেওয়ায়াত করেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যখন তোমরা হার-জিতের তীর খেলা, দাবা, পাশা বা অনুরূপ (অবৈধ) কোন খেলায় রত লোকদের পাশ দিয়ে যাও, তখন তোমরা তাদের সালাম দিও না এবং তারা তোমাদের সালাম করলে জওয়াব দিও না।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ "তিন ধরণের খেলা জাহেলিয়ত-যুগের 'মাইসিরে'র (জুয়া) অন্তর্ভুক্ত ঃ ক্বেমার (জুয়া), পাশা, কবুতর বাজী।"

হযরত আলী (রাযিঃ) একদা শত্‌রঞ্জ (দাবা) খেলায় মত্ত এক দল লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিলেন ঃ এগুলো আবার কোন মূর্তি যে, তোমরা এর উপর ঝুঁকে রয়েছ, দাবা-শত্‌রঞ্জ খেলে হাত কলুষিত করা অপেক্ষা জ্বলন্ত অঙ্গার ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত হাতে রাখা উত্তম।" আরও বলেছেন ঃ "আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা অন্য কাজের জন্য সৃষ্ট হয়েছো।"

হযরত আলী (রাযিঃ) আরও বলেন ঃ দাবা-শত্‌রঞ্জ খেলোয়াড় অধিকতর মিথ্যুক হয়। কেউ বলে ঃ মেরে ফেলেছি ; অথচ সে মারে নাই। কেউ বলে ঃ মরে গেছে ; অথচ মরে নাই। (অর্থাৎ একেবারে নিরর্থক ও বেহুদা কথা।)

হযরত আবূ মূসা আশ্‌আরী (রাযিঃ) বলেন ঃ "একমাত্র পাপী লোকেরাই দাবা-শত্‌রঞ্জ খেলে থাকে।"

জেনে রাখ—উদ (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র), তানপুরা, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সংযোগে গান-বাজনা ও খেলা-তামাশা করা যেগুলো আনন্দ-উল্লাস ও উত্তেজনা আনয়ন করে এসব হারাম। আল্লাহ্ পাক বেঁচে চলার তওফীক দান করুন।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১০০

রজব মাসের ফযীলত

'রজব' শব্দটি আরবী تَرْجِيْبٌ (তারজীব) হতে নির্গত। অর্থ, সম্মান প্রদর্শন। এ মাসকে আসাব্ব (اَلْاَصَبُّ ঃ প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস)–ও বলা হয়। কেননা, এ মাসে তওবাকারীদের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রচুর রহমত বর্ষিত হয় এবং ইবাদতগুজার বান্দাদের উপর কবূলিয়তের নূর ও ফয়েজ–বরকত নাযিল হয়। এ মাসকে আসাম্ম (اَلْاَصَمُّ ঃ বধির)–ও বলা হয়। কেননা, এ মাসে যুদ্ধ–বিগ্রহ বন্ধ থাকার দরুন এ সম্পর্কিত কোন কিছু শুনা যেতো না। কেউ কেউ বলেছেন, বেহেশতে 'রজব' নামে একটি ঝর্ণা আছে। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্ট, বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা—এই পানি পান করার সুযোগ একমাত্র সেই ব্যক্তিই পাবে, যে রজব মাসে রোযা রাখে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "রজব আল্লাহ্‌র মাস, শা'বান আমার মাস এবং রমযান আমার উম্মতের মাস।"

তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে তিন অক্ষর–বিশিষ্ট রজব (رَجَبٌ)শব্দটির ر রহমতের, ج জুরম্ অর্থাৎ বান্দার গুনাহের এবং ب বার্‌র অর্থাৎ অনুগ্রহের সংকেত বহন করে। যেন আল্লাহ্ পাক বলছেন— اَجْعَلُ جُرْمَ عَبْدِىْ بَيْنَ رَحْمَتِىْ وَبِرِّىْ (আমি আমার বান্দার গুনাহ্‌কে আমার রহমত ও অনুগ্রহের মাঝখানে রাখি)।

হযরত আবূ হুরায়রাহ রোযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি রজব মাসের ২৭ তারিখে রোযা রাখবে, তার আমলনামায় ষাট মাসের রোযার সওয়াব লিখা হবে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম হযরত

www.banglakitab.weebly.com

জিব্‌রাঈল (আঃ) রজবের এই সাতাইশ তারিখেই নুবুওয়তের সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ্‌র এই রজব-আসাম্ম মাসে একদিনও যে ব্যক্তি ঈমান ও ইখলাসের সাথে রোযা রাখবে, সে আল্লাহ্ তা'আলার চরম সন্তুষ্টি লাভ করবে।"

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বছরের মাসগুলোকে চারটি মাসের দ্বারা সৌন্দর্য দান করেছেন—যিল-ক্বদ, যিল-হজ্জ, মুহর্‌রম ও রজব। যেমন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়েছে ; مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ তন্মধ্যে তিনটি একাধারে আর একটি ভিন্ন। আর এই ভিন্ন-স্বতন্ত্র মাসটি হচ্ছে রজব মাস।"

কথিত আছে, এক মহিলা রজব মাসে প্রতিদিন বায়তুল-মুকাদ্দাস মসজিদে বার হাজার বার সূরা 'ক্বুল হুওয়াল্লাহ্' পাঠ করতো। তার অভ্যাস ছিল রজব মাসে সে নিয়মিত পশমের কাপড় পরিধান করতো। একদা সে অসুস্থ হয়ে যায় এবং পুত্রকে সে ওসীয়ৎ করে যে, মৃত্যুর পর তার পশমের পোষাকটিও যেন তার সাথে দাফন করে দেয়। কিন্তু পুত্র সেই ওসীয়ৎ পালন না করে মৃত্যুর পর তাকে উৎকৃষ্ট কাপড়ে দাফন করেছে। অতঃপর সে একরাত্রিতে স্বপ্ন দেখলো— মা পুত্রকে বলছে, "আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট, তুমি আমার ওসীয়ৎ পালন কর নাই।" পুত্র চিন্তান্বিত হয়ে মা'র পশমের লেবাসখানি কবরে রাখার জন্য আবার কবর খুঁড়লো, কিন্তু কি আশ্চর্য! মা কবরে নাই। এমন সময় গায়েব থেকে আওয়ায আসলো- ওহে! তুমি কি জাননা; রজব মাসে যে আমার ইবাদত করে আমি তাকে নির্জন একাকীত্বে ফেলে রাখি না?"

বর্ণিত আছে, যারা রজব মাসে রোযা রাখে, তাদের গুনাহ্‌মাফীর জন্য ফেরেশতাকুল রজবের প্রথম জুমা-রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দো'আয় মগ্ন থাকেন।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি হারাম মাসে (যিল-ক্বদ, যিল-হজ্জ, মুহ্‌রম ও রজব) তিন দিন রোযা রাখবে, তারজন্য নয় বৎসর ইবাদতের সওয়াব লিখা হবে।" হযরত আনাস বলেন, "বর্ণনাটি আমি নিজ কর্ণে হুযূর থেকে শুনেছি। নতুবা আমার শ্রবণশক্তি রহিত হয়ে যাক।"

www.banglakitab.weebly.com

হিকমত ঃ আল্লাহ্‌র সম্মানিত মাস যেমন চারটি, তেমনি শ্রেষ্ঠ ফেরেশতার সংখ্যাও চার। তেমনি শ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাবের সংখ্যাও চার। তেমনি উযূর (ফরয) অঙ্গও চারটি। এমনিভাবে শ্রেষ্ঠ তাসবীহের কালেমাও চারটি, অর্থাৎ,—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْـبَرُ۔

এমনিভাবে অংকের মূল স্তম্ভের সংখ্যাও চার, অর্থাৎ— একক, দশক, শতক, হাজার। অনুরূপ, সময় গণনার বড় বড় অংশও চারটি, যথা ঃঘন্টা, দিন, মাস, বছর। বছরের ঋতুও চারটি ঃ শীত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত, বসন্ত। এমনিভাবে রোগ–ব্যাধির মৌলিক উৎসও চারটি, যথা ঃ রক্ত, পিত্ত, অম্ল, শ্লেষ্মা। খোলাফায়ে রাশেদীনের সংখ্যাও চার ঃ আবূ বকর, উমর, উসমান ও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

ইমাম দীলামী (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা চারটি রাতে প্রচুর পরিমাণে রহমত নাযিল করেন ঃ এক. ঈদুল আযহার রাতে। দুই. ঈদুল ফিতরের রাতে। তিন. অর্ধেক শাবানের রাতে। চার. রজবের রাতে।

ইমাম দীলামী (রহঃ) হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) সূত্রে রেওয়ায়াত করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ পাঁচটি রাত্র এমন রয়েছে, যেগুলোতে কেউ দো'আ করলে তা রদ (ফেরৎ) হয় না ঃ এক, রজব মাসের প্রথম রাত্রি। দুই, শা'বান মাসের অর্ধেকের রাত্রি (১৪ই শা'বানের দিবাগত রাত্রি)। তিন, জুম'আর রাত্রি। চার ও পাঁচ, দুই ঈদের রাত্রি।"

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১০১

শা'বান মাসের ফযীলত

'শা'বান' (شَعْبَان) অর্থ শাখা-প্রশাখা বের হওয়া। এ মাস প্রচুর কল্যাণ ও নেকীর মাস। তাই, এর নামকরণ হয়েছে 'শা'বান'। আরেক অর্থে 'শা'বান ঃ (شِعْب থেকে নির্গত, পাহাড়ে যাওয়ার পথ) কল্যাণের পথ।

হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, যখন শা'বান মাস উপস্থিত হতো, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "এ মাসে তোমরা তোমাদের অন্তরকে পাক-পবিত্র করে নাও এবং নিয়তকে সঠিক করে নাও।"

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় একাধারে এতো অধিক রোযা রাখতেন, আমরা মনে করতাম, তিনি আর রোযা ছাড়বেন না। আবার কখনও এমন হতো যে, একাধারে তিনি রোযা রাখছেন না, তখন আমরা মনে করতাম ; তিনি আর রোযা রাখবেন না। তাঁর অধিকাংশ রোযা হতো শাবান মাসে।"

হযরত উসামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরজ করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শা'বান মাসে আপনাকে যত অধিক সংখ্যায় রোযা রাখতে দেখি, তত অন্য মাসে দেখি না, এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ এ (শা'বান) মাস রজব ও রমযানের মাঝখানের (ফযীলতময়) মাস ; অথচ লোকেরা এ মাসের ব্যাপারে উদাসীন। মানুষের আমলসমূহ এ মাসে রাব্বুল আলামীনের দরবারে পেশ করা হয়। আমার আমল যখন পেশ করা হয়, তখন রোযা অবস্থায় থাকা আমি পছন্দ করি।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন— আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমযান ছাড়া কখনও পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখি নাই এবং শা'বান মাসে যত

www.banglakitab.weebly.com

অধিক সংখ্যায় রোযা রেখেছেন, তেমন অন্য কোন মাসে দেখি নাই।"

এক রেওয়ায়াতে আছে— "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূরা শা'বান মাস রোযা রাখতেন।" মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে— "তিনি স্বল্প সংখ্যক দিন ব্যতীত পূরা শা'বান মাস রোযা রাখতেন।"

বস্তুতঃ এ দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি প্রথম রেওয়ায়াতের জন্য ব্যাখ্যাস্বরূপ অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসে এতো বেশী রোযা রাখতেন যেন পূরা মাসটিকে ঘিরে নিতেন। সুতরাং 'পূরা মাস'–এর দ্বারা এখানে 'অধিকাংশ'–কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

বর্ণিত আছে, মুসলমানদের জন্য দুনিয়াতে যেমন দু'টি ঈদের দিন আছে, তেমনি ফেরেশ্তাদের জন্যেও আসমানে দু'টি ঈদের রাত্র আছে। মুসলমানদের জন্য ঈদুল–ফিতর ও কুরবানীর ঈদ আর ফেরেশ্তাদের জন্য শবে বরাত ও লাইলাতুল–কদর। এ জন্যেই শবে বরাত–কে 'ঈদুল–মালায়িকাহ্' নাম দেওয়া হয়েছে।"

ইমাম সুব্কী (রহঃ) তদীয় তফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, শবে–বরাতে ইবাদত করার ওসীলায় বছরের গুনাহ্ মাফ হয় আর জুম'আর রাতে ইবাদতের ওসীলায় সপ্তাহের গুনাহ্ মাফ হয় এবং শবে কদরে ইবাদত করলে জীবনের গুনাহ্ মাফ হয়। এ জন্যেই শবে–বরাতকে গুনাহ্–মাফীর রাত্রও বলা হয়। অনুরূপ, এ রাত্রিকে 'হায়াত বা 'জীবনের রাত্রি'ও বলা হয়। ইমাম মুনযিরী (রহঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস নকল করেছেন— "যে ব্যক্তি দুই ঈদের দুই রাত্রি এবং অর্ধ শা'বানের রাত্রি জেগে ইবাদত করবে, তার অন্তর সে দিনও (কিয়ামতের দিন) মরবে না, যেদিনটি অন্তরসমূহের মৃত্যুর দিন হবে।"

এ রাত্রিকে 'শাফায়াতের রাত্রি'ও বলা হয়। হাদীস শরীফে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য ১৩ই শা'বানের রাত্রি সুপারিশ করেছিলেন, তাতে কবূল হয়েছিল এক তৃতীয়াংশ, অতঃপর ১৪ই শা'বানের রাত্রিতে পুনরায় সুপারিশ করেছেন, তাতে কবূল হয়েছে আরেক তৃতীয়াংশ, অতঃপর ১৫ই শা'বানের রাত্রির সুপারিশে অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ কবূলিয়ত–প্রাপ্ত হয়ে তা' পূর্ণতা লাভ করে। তবে যে সকল বান্দা উদভ্রান্ত উটের ন্যায় অবাধ্য হয়ে দূরে পলায়ন করে, তাদের জন্য কবূল হয় নাই।

www.banglakitab.weebly.com

এ রাত্রিকে 'মাগফিরাতের রাত্রি'ও বলা হয়। ইমাম আহমদ (রহঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা অর্ধশা'বানের রাত্রিতে বান্দাদের প্রতি বিশেষ করুণাদৃষ্টি করেন এবং দুই শ্রেণীর লোক ব্যতীত সকলের মাগফিরাত করে দেন ঃ এক, মুশ্‌রিক আর দ্বিতীয় হিংসুক।"

এ রাত্রিকে 'পরিত্রাণ ও মুক্তির রাত্রি'ও বলা হয়। ইব্‌নে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জরুরী কাজে আমাকে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর ঘরে পাঠালেন। আমি তাঁকে (হযরত আয়েশাকে) বললাম, আপনি শীঘ্র করুন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে এসেছি তিনি অর্ধশা'বানের রাত্রি সম্পর্কিত জরুরী বিষয়াবলী বর্ণনা করছেন। হযরত আয়েশা বললেন, হে আনাস! বস, আমি তোমাকে অর্ধশা'বানের রাত্রি সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনাই। একদা সেই রাত্রটি ছিল রাসূলুল্লাহ্‌র কাছে আমার হিস্‌সা। তিনি আমার সাথে শয্যা গ্রহণ করলেন। কিন্তু রাত্রিতে এক সময় সজাগ হয়ে আমি তাঁকে বিছানায় অনুপস্থিত পেলাম। মনে মনে ভাবলাম– তাহলে কি তিনি কিব্‌তী বাঁদীর পার্শ্বে চলে গেলেন! বের হয়ে হঠাৎ আমার পা গিয়ে পড়লো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তখন লক্ষ্য করে শুনি— তিনি একাগ্র মনে বলছেন ঃ

سَجَدَ لَكَ سَوَادِيْ وَخَيَالِيْ وَ اٰمَنَ بِكَ فُؤَادِيْ وَ هٰذِهٖ يَدِيْ وَمَا جَنَيْتُ بِهَا عَلٰى نَفْسِيْ يَا عَظِيْمًا يُرْجٰى لِكُلِّ عَظِيْمٍ اِغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهٗ وَ صَوَّرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَ بَصَرَهٗ۔

"আয় আল্লাহ্! সর্বান্তঃকরণে— আমার দেহ আমার মুখমণ্ডল সবকিছু আপনার জন্য সেজদাবনত। আমার অন্তঃকরণ আপনার প্রতি ঈমান এনেছে। এই যে আমার হাত— সে-ও আপনার প্রতি বিশ্বাসী। এ হাত ও অন্যান্য

www.banglakitab.weebly.com

আর যা কিছু দিয়ে আমি কোন অপরাধ করি— আমাকে মাফ করুন ; হে মহান, মহা অপরাধের ক্ষমার জন্যেও যার অনুগ্রহের আশা করা হয়– আমার বড় বড় গুনাহ্–ও মাফ করে দিন। আমার মুখমণ্ডলকে, আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, আকৃতি দিয়েছেন, কর্ণ ও শ্রবণশক্তি, চক্ষু ও দৃষ্টিশক্তি যিনি দান করেছেন— আমাকে ক্ষমা করুন।"

অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন এবং এই দো'আ পড়লেন ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ قَلْبًا تَقِيًّا نَقِيًّا مِّنَ الشِّرْكِ بَرِيًّا لَا كَافِرًا وَلَا شَقِيًّا۔

"আয় আল্লাহ্! আপনার ভয়ে শিরক থেকে পবিত্র, গুনাহ থেকে স্বচ্ছ অন্তর আমাকে দান করুন— যার মধ্যে কুফরের লেশমাত্র না থাকে, যে অন্তর কোনদিন বঞ্চিত ও দূর্ভাগা না–হয়।"

অতঃপর তিনি পুনরায় সেজদায় গেলেন। এ সময় তাঁকে আমি এই দো'আ পড়তে শুনেছি ঃ

اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ اَقُوْلُ كَمَا قَالَ اَخِيْ دَاوُدَ اَعْفَرُ وَجْهِيْ فِي التُّرَابِ لِسَيِّدِيْ وَحَقَّ لِوَجْهِ سَيِّدِيْ اَنْ يَغْفِرَ

"আয় আল্লাহ্! আপনার সন্তুষ্টির দোহাই দিয়ে আপনার রোষ ও অসন্তুষ্টি হতে পানাহ্ চাই। আপনার ক্ষমার দোহাই দিয়ে আপনার আযাব ও গজব হতে পানাহ্ চাই। আপনার দোহাই দিয়ে আপনি থেকে পানাহ্ চাই। আপনার প্রশংসা করে শেষ করা আমার জন্য সম্ভব নয়। আপনি তেমনি যেমন আপনি নিজের প্রশংসা করেছেন। আমি তা–ই বলি যা আমার ভাই দাউদ বলেছিলেন—আমি আমার প্রভুর জন্য আমার চেহারা মাটিতে

www.banglakitab.weebly.com

স্থাপন করি—এতে আমি তাঁর ক্ষমা অবশ্যই পেতে পারি।"

অতঃপর তিনি মাথা উত্তোলন করলেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হউন—আপনি কী করছেন আর আমি কি ভাবছি! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে হুমায়রা (হযরত আয়েশার অপর নাম)! তুমি কি জান না— আজকের এই রাত্রি অর্ধশা'বানের রাত্রি, এ রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী কাল্‌ব গোত্রের অসংখ্য ছাগলের পশমের পরিমাণ লোককে দোযখ থেকে পরিত্রাণ ও মুক্তি দান করেন, তবে ছয় শ্রেণীর লোক ব্যতীত ঃ ১। মদ্যপায়ী ২। পিতা-মাতার অবাধ্য ৩। ব্যভিচারী ৪। সম্পর্ক ছিন্নকারী ৫। ফেত্‌নাবাজ ৬। চুগলখোর। এক বর্ণনায় ফেতনাবাজের স্থলে প্রাণীর ছবি অংকনকারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্ধশা'বানের এ রাত্রিকে 'কিসমত ও তকদীরের রাত্রি' বা 'বরাতের রাত্রি'ও বলা হয়। হযরত আতা' ইব্‌নে ইয়াসার (রহঃ) বর্ণনা করেন, এক শা'বান থেকে পরবর্তী শা'বান পর্যন্ত যারা মারা যাবে, তাদের নামের লিখিত সূচী এই অর্ধশা'বানের রাত্রিতে মউতের ফেরেশ্‌তার নিকট হস্তান্তর করা হয়। অথচ এই মুহূর্তে তাদের কেউ কেউ ক্ষেতে-খামারে কাজ করতে থাকে, কেউ কেউ বিবাহ করতে থাকে, কেউ কেউ অট্টালিকা তৈরীতে মত্ত থাকে, এদিকে মালাকুল মউত অপেক্ষায় থাকে যে, আল্লাহ্‌র হুকুম হবে আর তৎক্ষণাৎ তার জান কবজ করে নিবে।"

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১০২

রমযান মাসের ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর।" (বাকারাহ্ ঃ ১৮৩)

হযরত সাঈদ ইব্নে জুবাইর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের যুগেও রোযার প্রচলন ছিল ; কিন্তু তাদের রোযা হতো ইশার সময় থেকে নিয়ে পরদিন রাত্র পর্যন্ত। ইসলামের শুরুভাগেও এই নিয়মের প্রচলন ছিল।

আলেমগণের এক জামাতের অভিমত অনুযায়ী নাসারাদের উপরও রোযা ফরয ছিল এবং স্বাভাবিক গতিতে রোযার সময় হতো কখনও গ্রীষ্মকালে কখনও শীতকালে। এতে তাদের সফরে, ব্যবসা–বাণিজ্যে নানারকম ব্যাঘাত দেখা দিতো। তাই, সকলের অভিমত নিয়ে তাদের কর্তা লোকেরা শীত–গ্রীষ্মের মাঝামাঝি বসন্তকালীন সময়টিকে রোযার জন্য নির্ধারিত করে নেয়, আর নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তনের এই জঘন্য পাপটি মোচনের জন্য অতিরিক্ত দশটি রোযার সংযোজন করে নেয়।

পরবর্তী সময়ে আরও ঘটনা ঘটেছে— তদানীন্তন কালে এক বাদশাহ আপন রোগমুক্তির জন্য মান্নত করেছিল, সুস্থ হলে আরও সাতটি রোযা বাড়িয়ে নিবো। পরবর্তী বাদশাহ এসে আরও তিনটি রোযা সংযোজন করে মোট পঞ্চাশটি করে নেয়। এরপর এক সময় প্লেগ–মহামারী দেখা দিলে তারা আরও দশটি রোযা বাড়িয়ে নিয়ে ষাট সংখ্যা পূর্ণ করে নেয়।

www.banglakitab.weebly.com

বর্ণিত আছে, পূর্ববর্তী কোন এক জাতির উপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বিস্মৃত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

ইমাম বগভী (রহঃ) বলেন, সহীহ্ অভিমত অনুযায়ী 'রমযান' একটি মাসের নাম, শব্দটি رَمْضَاء (রাম্যা') থেকে উদ্ভূত, অর্থ— উত্তপ্ত পাথর। আরববাসীরা তীব্র গরমের মৌসুমে রোযা রাখতো। সে সময় তারা বছরের মাসগুলোর নাম রাখে, তখন স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায় এ মাসটির অবস্থান ছিল গরম মৌসুমে। তাই, এর নামকরণ হয় 'রমযান'। অন্য এক অভিমত অনুযায়ী উক্ত নামকরণের তাৎপর্য হলো— রোযা মানুষের পাপসমূহকে জ্বালিয়ে দেয়। এ থেকেই রোযার মাসের নামকরণ হয় রমযান।

রমযানের রোযা ফরয হয় হিজরী দ্বিতীয় সনে। আমলের দিক থেকে এ রোযা যেমন অত্যাবশ্যকীয়, আকীদাগত দিক থেকেও মাহে রমযানের রোযার ফরযিয়তের প্রতি ঈমান রাখা অপরিহার্য। সুতরাং এ ফরযিয়তের অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের।

প্রচুর হাদীসে রমযানের রোযার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ كُلُّهَا فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ فِي الشَّهْرِ كُلِّهِ ـ

"যখন রমযান মাসের প্রথম রাত্র উপস্থিত হয় সব জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং পূর্ণ মাসব্যাপী একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা একজন ঘোষককে হুকুম প্রদান করেন, সে এই মর্মে ঘোষণা দেয়— হে পুণ্যের আশাবাদী! অগ্রসর হও, হে অমঙ্গলকামী! পিছে হট। আরও ঘোষণা দেয়— আছে কোন ক্ষমাপ্রার্থী, তাকে ক্ষমা করা হবে। আছে কোন প্রার্থনাকারী, তার প্রার্থনা কবুল করা হবে। আছে কোন তওবাকারী, তার তওবা কবূল করা হবে। সকাল পর্যন্ত এই আহ্বান অব্যাহত থাকে। ইফতারের সময় প্রতি রাত্রে আল্লাহ্ তা'আলা দশ লক্ষ পাপাচারী ব্যক্তিকে মুক্তি দান করেন, যাদের জন্য জাহান্নাম অপরিহার্য হয়ে গিয়েছিলো।"

www.banglakitab.weebly.com

হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসের শেষ তারিখে আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন— "তোমাদের উপর এমন একটি মহান মাস ছায়া করছে, যার মধ্যে রয়েছে লাইলাতুল-কদর। এই লাইলাতুল-কদর সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা এ মাসে তোমাদের উপর রোযা ফরয করেছেন এবং রাত্রি জাগরণ করে (তারাবীহ্র) নামায পড়াকে পুণ্যের কাজ হিসাবে প্রদান করেছেন। যে ব্যক্তি এ মাসে একটি নফল ইবাদত করবে, সে অন্য মাসে একটি ফরয আদায়ের তুল্য সওয়াব পাবে। আর যে এ মাসে একটি ফরয ইবাদত করবে, সে অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায়ের সমতুল্য সওয়াব লাভ করবে।

এ মাস সবরের মাস। সবরের বিনিময় জান্নাত। এ মাস সহমর্মিতার মাস। এ মাসে মুমিন লোকদের রিযিক বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে তার সমান সওয়াব লাভ করবে, অথচ রোযাদার ব্যক্তির সওয়াবে বিন্দুমাত্রও ঘাটতি হবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে অনেকেরই সামর্থ নাই যে, সে অপরকে ইফতার করাবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি কাউকে একটু দুধ বা এক ঢোক পানি বা একটি খেজুর দ্বারা ইফতার করাবে, তাকেও আল্লাহ্ তা'আলা সেই সওয়াব দান করবেন। আর যে ব্যক্তি রোযাদারকে তৃপ্ত করে ইফতার করাবে, তার গুনাহ্ মাফ হবে, পরওয়ারদিগার আমার হাউজ থেকে তাকে এমন শরবত পান করাবেন যে, এরপর সে কোনদিন পিপাসার্ত হবে না এবং সেই রোযাদারের সমান সওয়াবও সে হাসিল করবে ; অথচ তার সওয়াবে কোন ঘাটতি হবে না।

এ মাসের প্রথম অংশ রহমতের দ্বিতীয় অংশ মাগফেরাতের এবং তৃতীয় অংশ জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়ার।

যে ব্যক্তি এ মাসে আপন গোলাম ও মযদূরের (দায়িত্বের) বোঝা হালকা করে দিবে, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিবেন।

তোমরা রমযান মাসে চারটি আমল অধিক পরিমাণে কর ; দু'টি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য। আর দু'টি যা না হলে তোমাদের উপায়ান্তর নাই।

www.banglakitab.weebly.com

প্রথম দু'টি হলো ঃ (এক,—) কালেমা তাইয়্যিবাহ্ এবং (দুই,—) এস্তেগফার বেশী বেশী করে পড়। আর দু'টি হলো ঃ (তিন,—) আল্লাহ্র কাছে বেহেশ্ত চাও এবং (চার,—) দোযখ থেকে পানাহ মাগো।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَأَخَّرَ ـ

"যে ব্যক্তি খাঁটি মনে ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার পূর্বের এবং পরের গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।"

আরও বর্ণিত হয়েছে—

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهٗ اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهٗ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ

"বনী আদমের প্রত্যেকটি আমল তার নিজের জন্য ; রোযা ব্যতীত। কেননা, তা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান।"

কত বড় সৌভাগ্যের বিষয়! রোযার ইবাদতকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন এবং তিনি নিজেই এর প্রতিদান।

হাদীস শরীফে আরও আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "রমযান মাসে পাঁচটি বিষয় আমার উম্মতকে এমন দেওয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী কোন উম্মতকে দেওয়া হয় নাই। এক—রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মুশকের সুগন্ধি হতেও বেশী সুগন্ধযুক্ত। দুই—ফেরেশতাগণ তার জন্য ইফতার পর্যন্ত গুনাহ্মাফীর দো'আ করতে থাকে। তিন—দুর্বৃত্ত শয়তানদেরকে এ মাসে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়। চার—প্রতিদিন আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতকে সুসজ্জিত করেন এবং বলেন ঃ আমার নেক বান্দারা দুনিয়ার দুঃখ-ক্লেশ ছেড়ে শীঘ্রই (বেহেশতে) আসছে। পাঁচ—রমযানের শেষ রাতে রোযাদারের গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ক্ষমা কি শবে কদরে হয়ে থাকে! আল্লাহ্র রাসূল বললেন ঃ না, বরং নিয়ম হলো, মজদূর কাজ শেষ করার পরই মুজুরী পেয়ে থাকে।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১০৩

শবে কদরের ফযীলত

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বনী ইসরাঈল গোত্রের এক বুযুর্গের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল— "তিনি একাধারে এক হাজার মাস আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং স্বীয় উম্মতের জন্যেও সেরূপ নেকীর আশা পোষণ করে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করলেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমার উম্মতের লোকদের আয়ু খুব কম এবং তাদের আমলও অতি অল্প ; আপনি মেহেরবানী করে তাদের নেকী বাড়িয়ে দিন।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করে এই উম্মতকে লাইলাতুল–কদর দান করলেন। এই মহান রাত্রির ইবাদত বনী ইসরাঈল গোত্রের এক ব্যক্তির একাধারে হাজার মাস জিহাদ করা অপেক্ষা উত্তম। কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতকে উক্ত সুযোগ বিশেষভাবে দান করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে অন্য কোন উম্মতকে দেওয়া হয় নাই।

কথিত আছে, সেই ব্যক্তির নাম ছিল শাম্উন। একাধারে এক হাজার মাস তিনি ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন এবং তার ঘোড়ার পশমও শুস্ক হয় নাই। খোদা–প্রদত্ত ক্ষমতা ও অসম সাহসিকতায় তিনি দুশমনদের উপর হামলা চালাতেন। অতীষ্ঠ হয়ে দুশমনরা তাঁর স্ত্রীর নিকট গোপনে লোক পাঠায় এবং ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে মজবূত রশি দিয়ে বেঁধে তাদের সোপর্দ করতে পারলে স্ত্রীকে একটি বড় স্বর্ণের পাত্র পরিপূর্ণ করে স্বর্ণ প্রদান করবে বলে চুক্তি করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী স্ত্রী ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর হাত–পা বেঁধে দিল। কিন্তু তিনি জাগ্রত হয়ে হাত–পা নাড়া দিয়ে তৎক্ষণাৎ সেই বাঁধন ছুটিয়ে ফেলেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে স্ত্রী অজুহাত করে বললো, "আমি আপনার শক্তি পরীক্ষা করেছি মাত্র।" এ সংবাদ কাফেরদের

www.banglakitab.weebly.com

নিকট পৌঁছার পর তারা লোহার জিঞ্জীর পাঠিয়ে দিল। পূর্বের ন্যায় এবারও তিনি লোহার জিঞ্জীর খুলে ফেললেন। এবার স্বয়ং ইবলীস কাফেরদের নিকট উপস্থিত হয়ে পরামর্শ দিল, তোমরা স্ত্রীলোকটিকে বল, সরাসরি সেই বুযুর্গ লোকটিকে যেন সে জিজ্ঞাসা করে— এমন কি জিনিস আছে যা সেই লোক কাটতে না পারে। স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ "আমার চুলের গুচ্ছ কর্তন করতে আমি অক্ষম।" তার আটটি দীর্ঘ চুলের গুচ্ছ ছিল, পথ চলার সময় তা যমীন স্পর্শ করতো। লোকটি ঘুমানোর পর স্ত্রী তার দুই পা ও দুই হাত চার চার গুচ্ছ দ্বারা বেঁধে দিল। অতঃপর কাফেররা এসে তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়। সেখানে ছিল এক বিরাট জবাইখানা ; চার শত গজ উচু, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থও অনুরূপ। মাঝখানে এক বিরাট স্তম্ভ। লোকেরা তাঁর কান ও ঠোঁট কেটে দিল। তখনও সমস্ত কাফের লোকজন তাঁর সম্মুখে বিদ্যমান, এমতাবস্থায় তিনি মুনাজাত করলেন ঃ "ইয়া আল্লাহ্! এই বাঁধন ভেঙ্গে দেওয়ার শক্তি আমাকে দান কর, এই স্তম্ভ স্থানচ্যুত করার ক্ষমতা দাও এবং এই অট্টালিকার নীচে চাপা দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দাও।" আল্লাহ্ তা'আলা তার দো'আ কবূল করলেন— খোদা-প্রদত্ত শক্তির সাহায্যে তিনি আপন বাঁধন ছুটিয়ে স্তম্ভটিকে স্থানচ্যুত করে ফেললেন। ফলে, ছাদসহ বিরাট অট্টালিকা তাদের উপর পড়ে যায়, আর সমস্ত কাফের ধ্বংস হয়ে যায় এবং তিনি আল্লাহ্র অসীম রহমতে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই জিহাদে লোকটির কি পরিমাণ সওয়াব হয়েছে, আমরা কি তা জানতে পারি? আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "আমারও তা' অজানা।" অতঃপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রার্থনার জওয়াবে 'লাইলাতুল-কদর' দান করলেন।

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত— রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যখন লাইলাতুল-কদর উপস্থিত হয়, তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ফেরেশতাগণের বিরাট দল নিয়ে দুনিয়াতে অবতরণ করেন এবং বসা বা দাঁড়ানো (যে কোন) অবস্থায় আল্লাহ্র যিকরে মগ্ন বান্দাদেরকে তারা সালাম দেন এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষণের

www.banglakitab.weebly.com

জন্য দো'আ করেন।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, কদরের রাত্রিতে কঙ্করের চেয়েও অধিক সংখ্যক ফেরেশতা নাযিল হোন এবং তাদের অবতরণের জন্য সেই রাত্রিতে আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। যেমন বর্ণিত আছে— সেই রাত্রিতে নূরের প্রাচুর্য থাকে, বিরাট তজল্লী প্রকাশ পায়, ঊর্ধ্বজগতের নানা মহিমার বিকাশ ঘটে। পৃথিবীতে অবস্থানরত মানুষের মধ্যে অনেকের সম্মুখে তা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। কেউ কেউ যমীন ও আসমানের ফেরেশতাগণকে স্পষ্ট দেখতে পান, আকাশমণ্ডলীর অন্তরায় তাদের সম্মুখ থেকে উঠে যায়। ফেরেশতাগণকে তাদের বাস্তব আকৃতিতে অবলোকন করেন, তাঁদের অনেকেই দাঁড়ানো অনেকেই বসা অনেকেই রুকূতে অনেকেই সেজদায় অনেকেই যিকর-আযকারে মগ্ন অনেকেই আল্লাহ্র শোকরে মগ্ন অনেকেই তসবীহ্ পড়া অবস্থায় আবার অনেকেই কালেমা তাইয়্যেবাহ্ পাঠরত অবস্থায় তাদের সম্মুখে দৃশ্যমান হোন।

এমনিভাবে অনেক ইবাদতগুযার বান্দার সম্মুখে বেহেশত পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে— সেখানকার উন্নত মহলসমূহ, বাসগৃহাদি, হূর, নহর, বৃক্ষ, ফল, আরশ, আরশের ছাদ, আম্বিয়া, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের মান-মর্যাদা ও আউলিয়া কেরামের পুরস্কার তাদের দৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হয়। মোটকথা, তারা রীতিমত সেই ঊর্ধ্বজগতে ভ্রমণ করতে থাকেন। তাদের সম্মুখে দোযখ, দোযখের ভয়াবহ আযাব, দোযখের গর্তসমূহ ও কাফেরদের অবস্থা দৃষ্ট হয়। আবার অনেকের সম্মুখে আল্লাহ্ তা'আলার অনন্ত রূপ সরাসরি পরিস্ফুটিত হয়—তারা কেবল এই অসীম সত্তার দীদারেই মগ্ন হয়ে থাকেন।

হযরত উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "রমযানের সাতাইশতম রাত্রির সকাল পর্যন্ত পূর্ণ ইবাদত আমার নিকট পূর্ণ রমযান মাসের অন্যান্য সকল রাত্রির ইবাদত অপেক্ষা অধিক প্রিয়।" হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, যে সকল মহিলা পূর্ণ রাত্রি জাগরণে অক্ষম তারা কি করবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা তাকিয়া বা বালিশে কোনরূপ ঠেস না লাগিয়ে কিছু সময় আল্লাহ্র স্মরণে মগ্ন থাকবে— তা আমার নিকট সমগ্র উম্মতের পূরা রমযান ইবাদত করা অপেক্ষা প্রিয়।"

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কদরের রাত্রি জাগরণ করল এবং তাতে দুই রাক'আত নামায আদায় করল এবং আল্লাহ্র কাছে গুনামাফীর জন্য দো'আ করল, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দিবেন এবং সে যেন আল্লাহ্র রহমতের দরিয়াতে ডুব দিল। এইরূপ ব্যক্তি জিবরাঈল (আঃ)–এর ডানার স্পর্শ লাভ করবে। আর যে ব্যক্তির এই স্পর্শ লাভ হবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

অধ্যায় ঃ ১০৪

ঈদের মাসায়েল

হিজরী শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ ঈদুল-ফিতরের এবং যিলহজ্জ মাসের দশম তারিখ ঈদুল-আযহার দিন। রমযান মাসের রোযার ইবাদত সমাপনান্তে মুসলমানগণ ঈদুল-ফিতরের মাধ্যমে আনন্দ উদ্‌যাপন করে। উভয় ঈদেই তারা বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করে থাকে। ঈদুল-ফিতরের পর ছয়টি রোযা রাখা হয়। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ঈদের দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রচুর নে'আমত বর্ষণ করেন। এ জন্যেই মুসলমানগণ এ দিনগুলোর জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান থাকে ; এতে পরম আনন্দ উপভোগ করে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম ঈদুল-ফিতরের নামায হিজরী দ্বিতীয় সনে আদায় করেছেন এবং পরবর্তীতে কখনও এই নামায পরিত্যাগ করেন নাই। তাই ঈদের নামায (অতি জরুরী) সুন্নতে মুআক্কাদাহ্ (ওয়াজিব)।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—"তোমরা তাকবীর (আল্লাহু আকবার)-বলার মাধ্যমে তোমাদের ঈদগুলোকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর।" হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ঈদের দিন তিনশত বার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ পাঠ করে এর সওয়াব সকল মৃত মুসলমানের রূহের মাগফেরাতের জন্য বখ্‌শে দিবে, এ তসবীহের বরকতে প্রত্যেকের কবরে এক হাজার নূর দাখেল হবে এবং মৃত্যুর পর এই তাসবীহ্ পাঠকারী ব্যক্তির কবরেও আল্লাহ্ তা'আলা এক হাজার নূর দান করবেন।"

হযরত ওহ্‌ব ইব্‌নে মুনাব্বেহ্ থেকে বর্ণিত, ঈদের দিনগুলোতে ইব্‌লীস চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। এ অবস্থা দেখে অন্যান্য শয়তান তার আশে-পাশে উপস্থিত হয় এবং জিজ্ঞাসা করে ঃ হে আমাদের সর্দার! আপনার

www.banglakitab.weebly.com

রোষ ও অসন্তুষ্টির কারণ কি? তখন ইবলীস জওয়াবে বলে ঃ আজকের (ঈদের) এ দিনে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে মাফ করে দিয়েছেন—এখন তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, তাদেরকে দুনিয়ার মোহ ও প্রবৃত্তির সাধ-অভিলাষে উন্মত্ত রেখে আখেরাতের বিষয়ে গাফেল ও অন্যমনস্ক করে দাও।

হযরত ওহ্ব থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঈদুল-ফিতরের দিনে বেহেশ্‌ত সৃষ্টি করেছেন এবং এ দিনেই বেহেশ্‌তে তূবা (আনন্দ)-বৃক্ষ রোপণ করেছেন। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) এই দিনেই সর্বপ্রথম ওহী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এবং এ দিনেই ফেরআউনের যাদুগরদের তওবা কবূল হয়েছে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْعِيْدِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ

"যে ব্যক্তি ঈদুল-ফিত্‌রের রাতে ঈমান ও ইখলাসের সাথে ইবাদত-বন্দেগী করবে, তার দেল্ সেদিন যিন্দা থাকবে যেদিন অনেকের দেল্ মরে যাবে।"

হযরত উমর (রাযিঃ) ঈদের দিন তাঁর পুত্রের পরিধানে জীর্ণ পোষাক দেখে কেঁদে ফেল্‌লেন। পুত্র কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বল্‌লেন, বৎস! অন্যান্য কিশোর-বালকরা ঈদের দিনে তোমাকে এ পোষাক পরিহিত দেখবে, আমার ভয় হয়—এতে তোমার দেল্ ভাঙ্গতে পারে। হযরত উমরের পুত্র জওয়াবে বল্‌লেন, আব্বাজান! দেল্ ঐ ব্যক্তিরই ভাঙতে পারে, যে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিল করতে পারে নাই কিংবা যে সন্তান তার মা-বাপের সন্তোষ লাভ করতে পারে নাই ; আমি তো আশা করি, আপনার সন্তুষ্টি আমার প্রতি রয়েছে এবং এ ওসীলায় আল্লাহ্ পাকও আমার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন। এ কথা শুনে হযরত উমর আরও কাঁদলেন, বুদ্ধিমান সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং খুব দো'আ দিলেন।

জনৈক আরবী কবি চমৎকার বলেছেন ঃ "লোকেরা আমাকে জিজ্ঞসা

www.banglakitab.weebly.com

করে, কাল ঈদের দিন তুমি কী পোষাক পরিধান করবে? বলি, যে পোষাক পরিধান করলে কয়েক ঢোক পান করা যায়—দারিদ্র্য ও ছবর এ দুই পোষাকের মাঝখানে এমন একটি দেল্ অবস্থান করছে, যে দেল্টি প্রতি ঈদ ও জুমা'তে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করে থাকে ঃ

اَلْعِيْدُ لِيْ مَاتَمٌ اِنْ غِبْتَ يَا اَمَلِيْ
وَالْعِيْدُ اِنْ كُنْتَ لِيْ مَرْأًى وَمُسْتَمِعَا

"হে প্রেমাস্পদ! তুমি ব্যতীত আমার ঈদ আনন্দ নয় বরং তা শোক-বিলাপ। প্রকৃত ঈদ আমার হবে যদি হে মাহ্বূব! তোমার দর্শন লাভ করতে পারি এবং তোমাকে কিছু শোনাতে পারি।"

বর্ণিত আছে— ঈদুল-ফিত্রের দিন ভোর-সকালে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্তাদের পাঠিয়ে দেন ; তাঁরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং গলিপথের মুখে দাঁড়িয়ে সজোরে আওয়ায করে ঘোষণা দিতে থাকেন— মানব ও জ্বিন ব্যতীত অন্যান্য সকল মাখ্লূকাত যা শুনতে পায়— ওহে উম্মতে মুহাম্মদী! তোমরা তোমাদের দয়াময় রব্বের প্রতি ঝুকো, অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি তোমাদেরকে দান করবেন, বড় বড় গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। লোকেরা যখন নামাযের স্থানে পৌঁছে, আল্লাহ্ তা'আলা তখন ফেরেশ্তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ ঐ মজদূরের কী বিনিময় হতে পারে যে তার কাজ সম্পন্ন করেছে? ফেরেশ্তাগণ বলেন, তার বিনিময় হচ্ছে, পূর্ণ প্রাপ্য তাকে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা সাক্ষী থাক, বিনিময়ে আমি তাদেরকে আমার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা দান করলাম।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১০৫

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের গুরুত্ব ও ফযীলত

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "ইবাদত–বন্দেগীর জন্য যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন অপেক্ষা আল্লাহ্র নিকট প্রিয়তর দিন আর নাই। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, এ দিনগুলোতে ইবাদত করা কি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, তবে যদি কেউ আপন জান–মাল নিয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং সবকিছুই আল্লাহ্র রাস্তায় বিসর্জন দেয়।"

হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "ইবাদতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ দশ দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন আর নাই। আরজ করা হলো, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও কি এর সমতুল্য নয়? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াব দিলেন, না ; তবে সক্রিয় জিহাদের তীব্রতায় যদি কারও ঘোড়া আহত হয়ে যায় এবং খোদ মুজাহিদ যদি ধূলি–মলিন হয়ে যায়।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, এক যুবকের অভ্যাস ছিল যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা দিতেও সে রোযা রাখতে আরম্ভ করে দিতো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতে পেরে যুবককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ দিনগুলোতে তোমার রোযা রাখার কারণ কি? সে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা–মাতা আপনার জন্য কুরবান হউন— এ দিনগুলো পবিত্র হজ্জের প্রতীক ও হজ্জ আদায়ের মুবারক সময়— হজ্জ আদায়কারীগণের সাথে আমিও নেক আমলে শরীক হই, এই আশায় যে, তাদের সাথে আমার দো'আও আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করে নিবেন। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ

www.banglakitab.weebly.com

"তোমার এক একটি রোযার বিনিময়ে একশত গোলাম আযাদ করার, একশত উট আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার এবং জিহাদের সাজ-সামানে ভরপুর এক ঘোড়া জিহাদের জন্যে দেওয়ার সওয়াব রয়েছে, তন্মধ্যে ৮ই যিলহজ্জ (ইয়াওমত্-তার্‌বিয়া)-এর রোযার বিনিময়ে এক হাজার গোলাম আযাদ করার এক হাজার উট দান করার এবং সাজ-সামান সহ জিহাদের জন্য এক হাজার ঘোড়া দান করার সমতুল্য সওয়াব রয়েছে, আবার ৯ই যিলহজ্জ (ইয়াওমুল-আরাফা)-এর রোযার বিনিময়ে দুই হাজার গোলাম আযাদ করার, দুই হাজার উট দান করার জিহাদের সাজ-সামান সহ দুই হাজার ঘোড়া দান করার সওয়াব রয়েছে।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

يَعْدِلُ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ بِصَوْمِ سَنَتَيْنِ وَيَعْدِلُ صَوْمُ عَاشُوْرَاءَ بِصَوْمِ سَنَةٍ

"আরাফা'র দিনের (৯ই যিলহজ্জ) রোযা দুই বৎসর রোযা রাখার সমতুল্য আর আশূরা' (১০ই মুহর্‌রম)-এর রোযা এক বৎসর রোযা রাখার সমতুল্য।"

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَوَاعَدْنَا مُوْسٰى ثَلَاثِيْنَ لَيْلَةً وَاَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ

"এবং আমি মূসা (আঃ)-এর সাথে ওয়াদা করেছি ত্রিশ রাত্রির এবং তা পূর্ণ করেছি আরও দশ দ্বারা।" (আ'রাফ ঃ ১৪১)

মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন, সেই 'দশ' ছিল যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন।

হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত— আল্লাহ্ তা'আলা দিনসমূহের মধ্য হতে চারটি, মাসসমূহের মধ্য হতে চারটি, নারীদের মধ্যে চারজন, সর্বপ্রথম যারা জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে তাদের মধ্য হতে চারজন এবং স্বয়ং জান্নাত যে সকল নেকবান্দাদের প্রত্যাশী তাদের মধ্য হতে

www.banglakitab.weebly.com

চারজনকে নির্বাচন করেছেন এবং বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। সেগুলো হচ্ছে ঃ

(১) জুম'আর দিন ঃ জুম'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে কোন মুসলিম বান্দা সে মুহূর্তে আল্লাহ্‌র কাছে যা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তা দান করবেন— সেই প্রার্থিত বস্তু দুনিয়ার হোক বা আখেরাতের হোক।

(২) আরাফার দিন ঃ (যে দিনটিতে পবিত্র হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়) আরাফার দিন যখন উপস্থিত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তাদেরকে ফখর করে বলেন— হে ফেরেশ্‌তারা! তোমরা দেখ— আমার বান্দারা উপস্থিত হয়েছে; ধুলি-মলিন অবস্থায় তাদের কেশ অগুছালো, আমার জন্যে তারা ধন-মাল খরচ করেছে শারীরিকভাবে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়েছে ; তোমরা সাক্ষী থাক- আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম।

(৩) ঈদুল-আযহা অর্থাৎ কুরবানীর দিন ঃ ঈদুল-আযহার দিনে বান্দার কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ্ তা'আলা তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেন।

(৪) ঈদুল-ফিতরের দিন ঃ রমযান মাসের রোযা রাখার পর ঈদুল-ফিতরের নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে লোকজন যখন বের হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তাগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ প্রত্যেক শ্রমিক শ্রমদানের পর পারিশ্রমিক চেয়ে থাকে, আমার বান্দারা পূর্ণ মাস রোযা রেখেছে, আজকে ঈদের দিন তারা বের হয়েছে আমার কাছে পারিশ্রমিক পাওয়ার আশায়। হে ফেরেশ্‌তারা! তোমরা সাক্ষী থাক— আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। এক আওয়াযকারী আওয়ায দিয়ে থাকে, 'হে উম্মতে মুহাম্মদী! তোমরা এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন কর যে, তোমাদের গুনাহসমূহকে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।"

যে চারটি মাসকে নির্বাচন করা হয়েছে, তা হচ্ছে, (১) রজব (২) যিলকদ (৩) যিলহজ্জ (৪) মুহর্‌রম।

বিশেষ মর্যাদাবান যে চারজন মহিলাকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন, (১) হযরত মারয়াম বিনতে ইমরান (২) হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, জগতের সকল মহিলার মধ্যে সর্বপ্রথম ইনিই আল্লাহ্ ও রাসূলের

www.banglakitab.weebly.com

প্রতি ঈমান এনেছেন। (৩) হযরত আছিয়া বিনতে মুযাহিম, তিনি ছিলেন ফেরআউনের স্ত্রী। (৪) হযরত ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি জান্নাতবাসীনী মহিলাদের সর্দার রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা।

যারা সকলের আগে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে— এক একজন সম্প্রদায় হতে এক একজন—সেই চারজন হচ্ছেন, (১) আরবদের মধ্য হতে সাইয়্যিদুনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (২) পারস্যদের মধ্য হতে হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) (৩) রোমীয়দের মধ্য হতে হযরত সুহাইব রোমী (রাযিঃ) (৪) হাবশাবাসীদের মধ্য হতে হযরত বেলাল (রাযিঃ)

জান্নাত যাদের জন্য উদ্‌গ্রীব, তাদের মধ্য হতে এ চারজনকে নির্বাচন করা হয়েছে ঃ (১) হযরত আলী (রাযিঃ) (২) হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) (৩) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযিঃ) (৪) হযরত মিকদাদ ইব্‌নে আসওয়াদ (রাযিঃ)।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ৮ই যিলহজ্জে যে ব্যক্তি রোযা রাখলো, আল্লাহ্ তাকে হযরত আইয়ুব (আঃ)–এর কঠিন রোগ–পরীক্ষায় ছবর করার সমতুল্য সওয়াব দান করবেন। আর যে ব্যক্তি আরাফার দিনে (৯ই যিলহজ্জে) রোযা রাখলো, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হযরত ঈসা (আঃ)–এর সওয়াবের ন্যায় সওয়াব দান করবেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, যখন আরাফার দিন উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রহমত বিস্তৃত করে দেন। এই দিনে যে পরিমাণ লোকদেরকে দোযখ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, অন্য কোনদিন তা হয় না। যে ব্যক্তি আরাফা'র এই দিনে রোযা রাখলো, তার গত বৎসর ও আগামী বৎসরের গুনাহ্ মাফ হয়ে গেল। (অর্থাৎ ছগীরা গুনাহ্ ; কবীরা গুনাহ্ মাফীর জন্য তওবা করতে হবে) আরাফা'র দিনের রোযার ওসীলায় গত ও আগামী এ দুই বছরের গুনাহ্ মাফ হওয়ার তাৎপর্য হলো, এ দিনটি দুই ঈদের মাঝখানে পড়েছে, মুসলমানদের জন্যে অত্যন্ত আনন্দের এ দু'টি দিন। এতে তাদের জন্যে গুনাহ্–মাফীর

www.banglakitab.weebly.com

চেয়ে অধিক আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে? আর আশূরার দিনের (১০ই মুহর্‌রম) আগমন ঘটে, দুই ঈদ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর। তাই এ দিনে রোযার ওসীলায় গুনাহ্ মাফ হয় এক বৎসরের। আরেকটি কারণ হচ্ছে, আশূরা'র দিনটি হচ্ছে হযরত মূসা (আঃ)–এর জন্য আর আরাফা'র দিনটি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য। তাঁর বুযুর্গী সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১০৬

আশূরা' দিনের গুরুত্ব ও ফযীলত

[আশূরা বলতে মুহর্‌রম মাসের দশ তারিখকে বুঝায়]

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় পৌঁছার পর দেখতে পেলেন যে, ইহূদীরা আশূরা'র দিনটি রোযা রাখে। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বললো, এ দিনটিতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলকে ফেরআউনের বিরুদ্ধে জয়যুদ্ধ করেছিলেন। তাই শুক্‌রিয়া ও সম্মানার্থে এ দিনটিতে আমরা রোযা রাখি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমরা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের অধিক নিকটবর্তী।" অতঃপর তিনি উম্মতকে এ দিনে রোযা রাখতে হুকুম করলেন।

আশূরা'র দিনের ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কিত বহু রেওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। এই দিনে হযরত আদম (আঃ)–এর তওবা কবূল হয়, এই দিনেই তাঁকে সৃষ্টি করা হয় এবং এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে দাখেল করা হয়। আরশ, কুরসী, আসমান, যমীন, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জান্নাত এই দিনেই সৃষ্টি করা হয়। হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেন, আগুন থেকে এই দিনেই তিনি মুক্তি লাভ করেন। হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর উম্মত ফেরআউনের যুলুম–অত্যাচার থেকে চিরমুক্ত হন এবং ফেরআউন ও তার অনুচরবর্গ সমুদ্রে ডুবে ধ্বংস হয়। এ দিনেই হযরত ঈসা (আঃ) জন্মলাভ করেন, এই দিনেই তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়। এ দিনেই হযরত ইদ্রীস (আঃ)–কে উঁচু স্থানে (আসমানে) উঠানো হয়। এ দিনেই হযরত নূহ্ (আঃ)–এর জাহাজ জূদী পাহাড়ে এসে স্থির হয়, হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেট থেকে মুক্তি লাভ করেন। এ দিনেই হযরত সুলাইমান (আঃ)–কে অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বাদশাহী দেওয়া হয়। এ দিনেই হযরত ইয়াকূব (আঃ) চোখের জ্যোতি ফিরে পান। এ দিনেই

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আইয়ূব (আঃ) জটিল রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন। এ দিনেই সর্বপ্রথম আসমান থেকে যমীনে বৃষ্টিপাত হয়।

দশই মুহর্‌রম অর্থাৎ আশূরা'র দিনের রোযা পূর্বের উম্মতগণের মধ্যেও প্রসিদ্ধ ছিল। এমনকি বর্ণিত আছে যে, রমযানের পূর্বে আশূরা'র রোযা ফরয ছিল, অতঃপর রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পর আশূরা'র রোযার ফরযিয়ত রহিত হয়ে যায় এবং তা নফলে পরিণত হয়।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বেও এ রোযা রেখেছেন। মদীনা শরীফে তশরীফ আনয়ন করার পর তিনি এ রোযার বিষয় আরও গুরুত্ব ও জোর তাকীদ দেন এবং বলেছেন আগামী বৎসর আমি বেঁচে থাকলে মুহর্‌রমের ৯ ও ১০ তারিখে রোযা রাখবো। কিন্তু তিনি এ বৎসরই আল্লাহ্ তা'আলার পেয়ারা হয়ে গেছেন, ফলে ১০ই মুহর্‌রম ছাড়া অন্য তারিখে রোযা রাখা সম্ভব হয়ে উঠে নাই। অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি উৎসাহিত করেছেন।

৯ ও ১০ই মুহর্‌রম সম্পর্কে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা দশই মুহর্‌রমের পূর্বের দিন এবং পরের দিন রোযা রাখ এবং এভাবে তোমরা ইহূদীদের বিপরীত কর। কেননা ইহূদীরা কেবল ১০ই মুহর্‌রমেরই রোযা রাখে।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) শো'আবুল-ঈমান কিতাবে রেওয়ায়াত করেছেন, আশূরা'র দিন যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের জন্য মুক্ত মনে প্রশস্ত হস্তে ব্যয় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা সারা বছর তার আয়-রোযগারে বরকত দিবেন।

আশূরা'র দিন সুরমা ব্যবহার করলে সে বৎসর সুরমা ব্যবহারকারী কোনরূপ চক্ষুরোগে আক্রান্ত হবে না এবং এ দিন গোসল করলে তার কোনরূপ অসুস্থতা দেখা দিবে না—এ হাদীসটি মওজূ' ও মনগড়া, হাকেম (রহঃ) পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই দিনে সুরমা ব্যবহার করা বিদ'আত। ইব্‌নে কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, সুরমা ব্যবহার করা, দানা (বীজ) ভাজা, তৈল ব্যবহার করা, খোশবূ ব্যবহার করা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ মিথ্যাচারী লোকদের মনগড়া ও বানোয়াট কথাবার্তা মাত্র।

www.banglakitab.weebly.com

এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, আশূরা'র দিন হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর উপর যা ঘটেছে, বস্তুতঃ তা ছিল হযরত হুসাইনের শাহাদাত ; যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাঁর মর্যাদা বুলন্দ হয়েছে, আহ্লে বাইতগণের মধ্যে অধিকতর উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর মুসীবতকে স্মরণকারী ব্যক্তি শুধু 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন' পড়বে। এতে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার অনুসরণ হবে এবং সেই সওয়াব নসীব হবে, যার ওয়াদা আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে করেছেন ঃ

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

"তাদের প্রতি বিশেষ বিশেষ করুণাসমূহ তাদের রব্বের তরফ হতে, এবং সাধারণ করুণাও। আর তাঁরাই এমন লোক, যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।" (বাকারাহ্ ঃ ১৫৭)

অতঃপর শিয়ারা যেসব অসঙ্গত ও বাজে বিষয়াদির প্রচলন ঘটিয়ে রেখেছে— যেমন মৃত ব্যক্তির গুণ-কীর্তন করে বিলাপ করা, শোক পালন করা ইত্যাদি। এসব বিষয় থেকে পুরাপুরিভাবে বেঁচে থাকবে। কেননা এসবে লিপ্ত হওয়া কোন ঈমানদার ব্যক্তির কাজ নয়। বস্তুতঃ এহেন কার্যকলাপ যদি আদৌ কল্যাণকর হতো, তাহলে হযরত হুসাইন (রাযিঃ)-এর মাতামহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত উপলক্ষে প্রতি বছর এসব কার্য পালন করা জরুরী হতো, কেননা তিনিই ছিলেন এর জন্যে বেশী হকদার।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১০৭

মেহমানদারী বা অতিথি পরায়ণতা

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "মেহমান–অতিথির প্রতি মন সংকীর্ণ করে তাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ কর না। কেননা, যে মেহমানকে ঘৃণা করলো, সে আল্লাহ্‌কে ঘৃণা করলো, আর যে আল্লাহ্‌কে ঘৃণা করলো, আল্লাহ্ তাকে ঘৃণা করেন।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "যার মধ্যে অতিথি–পরায়ণতা নাই তার মধ্যে কোনই কল্যাণ নাই।"

আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক বিত্তশালী লোকের নিকট উপস্থিত হয়ে কোথাও গমন করছিলেন। লোকটির প্রচুর সম্পদ ও গরু–ছাগলের পাল ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহ্‌মানী সে করে নাই। পরবর্তীতে জনৈকা স্ত্রীলোকের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন ; স্ত্রীলোকটি স্বল্প পরিমাণ ছাগলের মালিক ছিল। ছাগল যবেহ্ করে সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহ্‌মানী করলো। তখন তিনি বল্‌লেন ঃ "তোমরা এই দু' জনের আচরণে তারতম্য লক্ষ্য করেছ কি? বস্তুতঃ এ আখলাক ও উদার চরিত্র আল্লাহ্ তা'আলার খাছ দান; তিনি যাকে পছন্দ করেন, তাকেই এ নেয়ামত দান করেন।"

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত হযরত আবূ রাফে' (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মেহমানের আগমন হয়। তখন তাঁর ঘরে কিছু ছিল না। তিনি বল্‌লেন ঃ অমুক ইহূদীর নিকট গিয়ে বল, আমার মেহ্‌মান এসেছে ; রজব মাস পর্যন্ত সময়ের জন্য সে যেন আমাকে কিছু আটা ধার দেয়। ইহূদী বল্‌লো ঃ আমার কাছে অন্য কোন বস্তু বন্ধক না রাখলে আমি আটা ধার দিবো না। আমি হুযূরকে এ কথা জানালে পর তিনি

বল্লেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি আসমানেও বিশ্বস্ত যমীনেও বিশ্বস্ত ; সে যদি (বিনা বন্ধকে) আমাকে ধার দিত, আমি অবশ্যই তা পরিশোধ করতাম। যাও, আমার যুদ্ধের এ বর্মটি নিয়ে তাঁর কাছে বন্ধক রেখে আটা ধার নিয়ে আস।

হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালামের চিরাচরিত অভ্যাস ছিল, যখনই তিনি আহার করতে ইচ্ছা করতেন, নিজের সঙ্গে আহারে শরীক করার জন্য মেহ্‌মানের তালাশে কখনও এক মাইল দুই মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে যেতেন। তাঁকে লোকেরা উপাধি দিয়েছিল 'আবূ–য্‌যাইফান' অর্থাৎ অতুলনীয় অতিথি–পরায়ণ। এটা তাঁর বিশুদ্ধতম নিয়ত ও অপরিসীম এখলাসেরই কল্যাণ যে, আজও পর্যন্ত তাঁর আবাসভূমি মক্কা মুকার্‌রমায় সেই অনুপম অতিথি–পরায়ণতা অব্যাহত রয়েছে। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)–এর নিকট প্রতি রাতে তিন থেকে দশ পর্যন্ত কখনও একশত পর্যন্ত অতিথি–মেহ্‌মানের সমাগম থাকতো। একটি রাতও মেহমান থেকে খালি যেতো না।

একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ঃ ঈমান কি? তিনি বলেছেন ঃ খানা খাওয়ানো এবং অধিক পরিমাণে সালামের প্রসার ঘটানো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুনাহ্–মাফী এবং আল্লাহ্‌র কাছে মর্তবা বুলন্দ হওয়ার জন্য এ পন্থা বলেছেন যে, "তোমরা লোকদেরকে খানা খাওয়াও, রাতে জেগে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড় যখন অন্যান্য লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কবূল হজ্জ কোন্‌টি? তিনি বলেছেন ঃ "যে হজ্জে লোকদেরকে খানা খাওয়ানো এবং হাস্যমুখে লোকদের সাথে কথা বলা রয়েছে।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ "যে ঘরে মেহ্‌মানের আগমন নাই, সে ঘরে ফেরেশতা আসে না।"

মোটকথা, খানার দাওয়াত ও আপ্যায়নের অনুকূলে অসংখ্য রেওয়ায়াত রয়েছে।

জনৈক আরবী কবি বলেন, যার সারমর্ম হচ্ছে ঃ "মেহ্‌মানের প্রতি আমার ভালবাসা কেন হবে না, তার আগমনে আমি কেন আনন্দিত ও

www.banglakitab.weebly.com

উল্লসিত হবো না? অথচ মেহমান আমার গৃহে উপস্থিত হয়ে সে নিজের রিযিকই আহার করে ; অধিকন্তু সে আমার কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে।"

পরিপক্ক জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান মনীষীদের উক্তি হচ্ছে—কারও প্রতিদান বা অনুগ্রহ তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে, যখন তা হৃষ্টচিত্তে হাসিমুখে ও মিষ্ট ভাষার মাধ্যমে হয়।"

জনৈক কবির বক্তব্য হচ্ছে, সওয়ারী থেকে অবতরণের পূর্বেই আমি আমার অতিথির মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলি ; তাকে আনন্দিত ও উৎফুল্ল করে তুলি অথচ আমার ঘরে তখন থাকে দুর্ভিক্ষ।"

দাওয়াত–দাতা মেজ্‌বানের উচিত, সে যেন নেক ও পরহেয্‌গার লোকদেরকেই আহ্‌বান করে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا تَاْكُلْ اِلَّا طَعَامَ تَقِيٍّ وَلَا يَاْكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِيٌّ

"পরহেয্‌গার লোকের খাদ্য ছাড়া খেয়ো না এবং তোমার খাদ্যও পরহেয্‌গার লোক ছাড়া খেতে দিও না।" বিশেষভাবে অভাবী ও দরিদ্র লোকদেরকে আপ্যায়ন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আপ্যায়নকারী মেজ্‌বানের জন্য এভাবে দো'আ করেছেন ঃ

اَكَلَ طَعَامَكَ الْاَبْرَارُ ـ

"নেক ও সৎ লোকেরা তোমার খাদ্য আহার করুন।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى اِلَيْهَا الْاَغْنِيَاءُ دُوْنَ الْفُقَرَاءِ

"সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ওলীমা, ভোজ হচ্ছে যাতে শুধু ধনীদের দাওয়াত করা হয়, দরিদ্রদের করা হয় না।"

সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দাওয়াত হচ্ছে, যাতে আত্মীয়–পরিজনকেও দাওয়াত করা হয়। কেননা, এতে একদিকে যেমন আত্মীয়তার হক আদায় হয়, অপরদিকে তাদের সম্পর্কে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া থেকেও হেফাজত হয়। এমনিভাবে বন্ধুজন

www.banglakitab.weebly.com

ও পরিচিতজনদের মধ্যে তরতীব ও ক্রমিকতার প্রতিও লক্ষ্য রাখবে। কেননা, (একই মজলিসে বা অনুষ্ঠানে) কিছু লোকের বিশেষ আপ্যায়নে অবশিষ্টদের মনে কষ্ট প্রদান হয়।

এমনিভাবে মেজ্‌বানের আরও উচিত, গর্ব প্রকাশ ও সুনামের জন্য যেন আপ্যায়ন করা না হয় ; বরং নিয়ত হওয়া চাই—জনাব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ইত্তেবা ও অনুকরণ এবং মুসলমান ভাইদের আনন্দ দান ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের লালন ও বৃদ্ধিকরণ। এমনি ভাবে যদি কারও পক্ষে দাওয়াত গ্রহণ করা মুশ্‌কিল হয়, তাকে যবরদস্তি করে বাধ্য করাও উচিত নয়। আর যে ব্যক্তির উপস্থিতি অন্যান্যদের জন্য অসহনীয় বা কোন কষ্টের কারণ হয়, তাদেরকেও একত্রে দাওয়াত করা উচিত নয়। কেবল এমন লোককেই দাওয়াত করা চাই যে স্বতঃস্ফূর্ত মনে তা কবূল করে।

হযরত সুফিয়ান (রহঃ) বলেন ঃ যদি কেউ এমন ব্যক্তিকে দাওয়াত করে, যে তা গ্রহণ করা অপছন্দ করে, তবে এর জন্য দাওয়াতকারী ব্যক্তি গুনাহ্‌গার হবে। এতদসত্ত্বেও যদি সে দাওয়াত কবূল করে নেয়, তবে দাওয়াতকারীর দু'টি গুনাহ্ হবে। কেননা, অপছন্দ করা সত্ত্বেও তাকে বাধ্যকরা হলো। আল্লাহ্-ভীতিপরায়ণ লোকদের আপ্যায়ণ করা মূলতঃ ইবাদতে তাদের শক্তি-যোগান ও সহযোগিতা করা, পক্ষান্তরে, অবাধ্য লোকদের খাওয়ানোর অর্থ হলো, না-ফরমানী ও পাপকার্যে তাদের সাহায্য করা।

জনৈক দর্জি ব্যক্তি হযরত ইব্‌নে মুবারক (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছেঃ আমি রাজা-বাদশাহ্‌দের পোষাক তৈরী করে দিই, এতে আমিও কি তাদের জুলুম-অত্যাচারের গুনাহের ভাগী হবো? তিনি বল্‌লেন ঃ কি বলছ? জালেমের গুনাহের ভাগী তো সে, যে তোমার কাছে সুই, সূতা ইত্যাদি সেলাই-কাজের উপাদান বিক্রি করে, আর তুমি নিজেই জালেম। দাওয়াত কবূল করা সুন্নতে মুআক্কাদাহ্। আবার ক্ষেত্র বিশেষে তা ওয়াজিবও হয়।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "ছাগলের একটি পায়া দ্বারাও যদি আমাকে আপ্যায়ন করা হয়, কিংবা আমাকে যদি ছাগলের একটি হাতের অংশও হাদিয়া দেওয়া হয়, আমি তা কবূল করবো।"

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১০৮

জানাযা, কবর ও কবরস্থান

জেনে রাখ—জানাযা প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকের জন্য বড় একটা শিক্ষণীয় বিষয়, আর যারা দ্বীন ও আখেরাতের চিন্তা–চেতনার বিষয়ে গাফেল ও উদাসীন, তাদেরকে মৃত ব্যক্তির এই জানাযা মৃত্যু, মৃত্যুর পরবর্তী সকল অবস্থা ও আখেরাতের বিষয় স্মরণ করিয়ে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু আফসূস, আজকাল অন্তরসমূহ এতো কঠিন হয়ে গেছে যে, অসংখ্য জানাযা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সতর্ক হওয়া তো দূরের কথা, বরং মনের কাঠিন্য উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, তারা চিরকাল কেবল অন্যদেরই জানাযা দেখতে থাকবে, কিন্তু নিজেদেরও যে শীঘ্রই জানাযার খাটলিতে শুতে হবে, এ ধ্যান–খেয়াল কারও হয় না। অথচ প্রকৃত বাস্তব সত্য যা কাউকে ক্ষমা করবে না তা হচ্ছে, এক সময় অবশ্যই এমন এসে উপস্থিত হয়ে পড়বে, যখন তাদের এহেন সকল গর্ব–গুমান ভণ্ডুল প্রতীয়মান হবে। কেননা আজকে যাদের জানাযা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, একদিন তারাও ঠিক এমনি ধরণের দম্ভ–অহমে লিপ্ত ছিল, কিন্তু কই— আজকে তাদের এ অবস্থা কেন? সুতরাং প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য যে, যখনই কোন জানাযা দেখবে, তখন মনে করবে যে, এটি আমারই জানাযা ; কেননা, ঠিক এরূপই আমার জানাযাও তৈরী হতে দেরী নাই, আজ না হোক কাল, না হয় পরশু আমার মৃতদেহও এভাবে খাটলিতে করে বহন করে কবরস্থানে নিয়ে দাফন করা হবে।

বর্ণিত আছে, হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) যখনই কোন জানাযা দেখতেন, তখনই বলতেন ঃ "চল, আমিও পিছনে পিছনে আসছি।"

হযরত মাকহূল দিমাশ্‌কী (রহঃ) জানাযা দেখেই বলতেন ঃ "চল, আমিও আসছি ; হায়! কত বড় শিক্ষা, কিন্তু এরই পাশাপাশি দ্রুত গাফলত ও উদাসীনতাই আমাদের ধ্বংস করে দিচ্ছে ; আগের জন চলে গেল অথচ পরবর্তী জনের কোনই চেতনা নাই।"

www.banglakitab.weebly.com

হযরত উসাইদ ইব্নে হুযাইর (রাযিঃ) বলেন ঃ "যখনই আমি কোন জানাযায় শরীক হয়েছি, আমার মনে একই প্রশ্ন বারবার জাগতে থাকে যে, কি হলো, এ মৃতের সাথে আরো কিরূপ ব্যবহার করা হবে?"

হযরত মালেক ইব্নে দীনার (রহঃ)–এর ভাইয়ের ইনতেকাল হলে তার জানাযার পিছনে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বের হলেন এবং বলতে থাকলেন যে, আল্লাহ্র কসম, আমার চক্ষু জুড়াবে না যে পর্যন্ত জানতে না পারবো যে, তুমি কোন্ দিকে যাচ্ছ, আর যতক্ষণ আমি যিন্দা ততক্ষণ তা জানতে পারবো না।"

হযরত আ'মাশ (রহঃ) বলেন ঃ "আমরা জানাযার পিছনে পিছনে যেতাম–তখন সকলেই দুঃখ–ভারাক্রান্ত থাকতাম ; কেউ বুঝতে পারতাম না যে, কে কাকে সান্ত্বনা দিবে।"

হযরত ছাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন ঃ আমরা জানাযার পিছনে যেতাম—তখন প্রত্যেকেই বস্ত্র–খণ্ডে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকতো।"

এ ছিল তাঁদের অবস্থা ; তাঁদের অন্তরে মৃত্যুর ভয়, আখেরাতের চিন্তা। কিন্তু আফসূস! আমাদের অবস্থা এই যে, জানাযার পিছনে পিছনে আমরা যাই ; আর অধিকাংশই আমরা হাসতে থাকি, বেহুদা কথা বলতে থাকি, মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আলাপ–আলোচনায় মত্ত থাকি, আত্মীয়–স্বজনেরা কে কিভাবে কোন্ প্রক্রিয়ায় তার সম্পত্তি পেতে পারে— এসব বিষয় চিন্তা–ধান্দায় মগ্ন হয়ে যায়। অনতি পরেই যে নিজের জানাযাও ঠিক এরূপে আসছে, সে বিষয়ে কেউ চিন্তা করে না— তবে যাকে আল্লাহ্ পাক তওফীক দেন সে ব্যতিক্রমভুক্ত। বস্তুতঃ এহেন গাফলত ও উদাসীনতার কারণ হচ্ছে অধিক পাপাচার ও অবাধ্যতা। যার ফলে অন্তরসমূহ প্রস্তরসম কঠিন হয়ে গেছে ; অহেতুক কার্যকলাপে জীবনপাত হচ্ছে। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে এহেন ধ্বংসাত্মক গাফলত থেকে হেফাজত করুন।

জানাযার পিছনে অনুসরণের সময় উত্তম হলো, অনুচ্চ আওয়াজে মনের গভীরতায় কাঁদতে থাকা। মানুষ যদি আপন জ্ঞান–বুদ্ধি দ্বারা কাজ নিতো, তবে এই করুণ মুহূর্তে সে মৃতের জন্যে না কেঁদে নিজের উপরেই কাঁদতো— হায় জানিনা আমার কি দশা হয়!

www.banglakitab.weebly.com

হযরত ইব্‌রাহীম যাইয়্যাত (রহঃ) একদা লক্ষ্য করলেন, কিছু লোক জনৈক মৃতের উপর কাঁদাকাটি করছে। তিনি বললেন ঃ ওহে! তোমরা তার উপর কাঁদছো? না ; বরং নিজেদের উপর কাঁদো, সে তো তার ভয়ানক তিনটি ঘাঁটি পার হয়ে গেছে ; মালাকুল-মওত তথা মৃত্যুর ফেরেশতার চেহারা দর্শন, মৃত্যুর যন্ত্রণা, আর পরিণাম ফলের ভয়।

হযরত আবূ আমর ইব্‌নে আলা (রহঃ) বলেন ঃ "আমি হযরত জরীর (রহঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি কাউকে কবিতার এক-দুটি পংক্তি লিখাচ্ছিলেন ; এমন সময় তাঁর সম্মুখ দিয়ে জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল; তৎক্ষণাৎ তিনি থেমে গেলেন আর বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, এসব জানাযা আমাকে পূর্বাহ্নেই বৃদ্ধ করে দিয়েছে, অতঃপর নিম্নের এ পংক্তিগুলো পাঠ করলেন ঃ

تُرَوِّعُنَا الْجَنَائِزُ مُقْبِلَاتٍ
وَنَلْهُو حِيْنَ تَذْهَبُ مُدْبِرَاتٍ

"জানাযার খাটলি সম্মুখপানে ধাবমান হয়ে আসে, আর আমাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তা যখন দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়, আমরা গাফেল-উদাসীন হয়ে যাই।"

كَرَوْعَةِ ثُلَّةٍ لِمَغَارِ ذِئْبٍ
فَلَمَّا غَابَتْ عَادَتْ رَاتِعَاتٍ

"ব্যাঘ্রের হুংকার ও আক্রমণের ভয়ে লোকেরা আতংকিত হয়, কিন্তু তা কেটে গেলে পর সেই পূর্ববৎ গাফলত ও নিশ্চিন্ত অবস্থা!"

জানাযায় উপস্থিত ও শরীক হওয়ার সময় উচিত হলো— গভীর ধ্যান ও চিন্তা করবে, বিনয় ও অবনত মস্তকে পিছনে পিছনে অনুসরণ করবে যেরূপ ফেকাহ-গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। মৃতব্যক্তি ভাল-মন্দ যেরূপ লোকই হোক না কেন তুমি তার সর্বাবস্থায় সুধারণা পোষণ করবে, নিজের ব্যাপারে কুধারণা রাখবে এবং সর্বদা আশংকা বোধ করবে ; যদিও বাহ্যতঃ তোমার

www.banglakitab.weebly.com

অবস্থা ভাল বোধ হয়। কারণ, জানা নাই তোমার শেষ পরিণতি কি হবে– প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত কিছু বলতে পারে না।

হযরত উমর ইব্নে যর (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তার জনৈক প্রতিবেশী মৃত্যুবরণ করে। কর্মজীবনে সে অসৎ লোক ছিল বিধায় কিছু লোক তার জানাযা থেকে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু ইব্নে যর (রহঃ) তার জানাযায় শরীক হন। যখন তাকে কবরে রাখা হয়, তখন তিনি কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন ঃ "ওহে অমুকের পিতা! আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি রহম করুন— তুমি আল্লাহ্র তওহীদ ও একত্বে বিশ্বাসী ছিলে, সেজদায় মুখমণ্ডল ধূলায়িত করেছো ; যদিও লোকেরা বলে, তুমি পাপী ; কিন্তু পাপী আমাদের মধ্যে কে নয়। (বস্তুতঃ কেউ নিজের পরিত্রাণের বিষয় নিশ্চিন্ত হতে পারে না।)

কথিত আছে, বসরার কোন এক অঞ্চলে জনৈক দুষ্ট ও উশৃংখল প্রকৃতির লোক মারা যায়। তার জানাযা উঠানোর জন্য একজন লোকও সাহায্যকারী পাওয়া যায় নাই। কেননা, তার দুশ্চরিত্রের কারণে কেউ কোনদিন তার খোঁজ–খবর রাখে নাই ; এখন মৃত্যুর পর তার জানাযা উঠানোর বিষয়েও কারও কোন সদিচ্ছা বা আগ্রহ নাই। একমাত্র তার স্ত্রীই ছিল ব্যবস্থাপক। স্ত্রী দুজন শ্রমিকের মাধ্যমে জানাযা ময়দানে নিয়ে যায়, কিন্তু সেখানে কেউ তার নামাযে উপস্থিত হলো না। অবশেষে স্ত্রী তাকে দাফন করার জন্য বিজন মরুভূমিতে নিয়ে যায়। সেখানে অদূরেই একটি পাহাড়ের উপর ছিলেন একজন ইবাদত–গুযার আল্লাহ্র ওলী–বুযুর্গ। তিনি দেখলেন, জানাযা প্রস্তুত। নামাযের উদ্দেশ্যে তিনি পাহাড় থেকে নেমে আসলেন। তৎক্ষণাৎ গোটা শহরে খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, অমুক বুযুর্গ অমুক ব্যক্তির জানাযা পড়ার জন্য পাহাড় থেকে নেমে এসেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অসংখ্য শহরবাসীরা এসে উপস্থিত হয়ে গেল। তিনি সকলকে নিয়ে সেই লোকের জানাযা পড়লেন। লোকেরা অবাক বিস্ময়ে নিশ্চল হয়ে গেছে যে, একজন ফাসেক ও দুরাচারী লোকের জানাযা তিনি পড়লেন! তাদের এ বিস্ময়ের জবাবে বুযুর্গ বলেছেন ঃ "আমাকে স্বপ্নযোগে বলা হয়েছে যে, তুমি অমুক স্থানে যাও ; সেখানে একটি জানাযা দেখবে, মৃতব্যক্তির স্ত্রী ছাড়া তার সাথে আর কেউ থাকবে না। তুমি সে লোকটির জানাযার নামায পড়ে

www.banglakitab.weebly.com

দাও, কেননা আল্লাহ্‌র দরবারে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।" লোকেরা এ কথা শুনে আরও বিস্মিত হয়ে গেল। অতঃপর সেই বুযুর্গ স্ত্রীলোকটিকে উপস্থিত করে তার স্বামীর আমল সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বললো ঃ আমার স্বামী নামকরা মদ্যপায়ী লোক ছিল, প্রায় সময়েই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকতো। বুযুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার জানা মতে তার কোন নেক আমল ছিল কি? সে বললো ঃ তিনটি বিষয় তার মধ্যে ছিল ঃ এক. প্রতিদিন সকালে নেশা–অবস্থা থেকে হুঁশে এসেই কাপড়–চোপড় বদলিয়ে উযূ করে জামাআতের সাথে ফজরের নামায আদায় করতো। দুই. তার ঘরে সর্বদা এক–দুইজন এতীম অবশ্যই থাকতো, যাদেরকে সে নিজের সন্তানের চেয়ে বেশী ভালবাসতো ; যখনই তারা এদিক–সেদিক চলে যেতো সে অস্থির হয়ে তাদেরকে তালাশ করে বের করতো। তিন. রাতের অন্ধকারে মাঝে–মধ্যে মদমত্ততা থেকে নিস্কৃত হয়ে সে কাঁদতো আর বলতো ঃ "আয় আল্লাহ্‌! আমার মত এই জঘন্য পাপী ও দুরাচারীকে দিয়ে তুমি জাহান্নামের কোন্ কোণাটুকু ভরবে?" এই প্রশ্নোত্তরে সকলের কাছেই বিষয়টুকু খুলে গেল এবং সেই বুযুর্গও সেখান থেকে চলে গেলেন।

হযরত যাহ্‌হক (রহঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করেছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বাপেক্ষা দুনিয়াত্যাগী কে? তিনি বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কবর এবং কবরস্থিত আযাবের কথা কখনও বিস্মৃত হয় না, পার্থিব সাধ–অভিলাষ সম্পূর্ণ বর্জন করে চলে, চিরস্থায়ী জীবনকে ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, আগত পরবর্তী মুহূর্তটিরও কোন আশা–ভরসা করে না এবং নিজকে সর্বদা কবরবাসীদের একজন বলে গণ্য করে।"

হযরত আলী (রাযিঃ)–কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কি ব্যাপার—আপনি কবরবাসীদের প্রতিবেশী হয়ে গেছেন ; কেবল সেখানেই পড়ে থাকেন? তিনি বললেন ঃ আমি তাদেরকে অতি উত্তম ও সৎ প্রতিবেশী রূপে পেয়েছি–তারা সম্পূর্ণ নির্বাক ; অথচ আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

হযরত উসমান (রাযিঃ) কোন কবরের পার্শ্বে দাঁড়ালেই কাঁদতে আরম্ভ করতেন, এমনকি তাঁর দাড়ি মোবারক ভিজে যেতো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে— জান্নাত ও জাহান্নামের কত আলোচনাই তো আপনি করেন, কিন্তু

www.banglakitab.weebly.com

তখনও আপনাকে এরূপ কাঁদতে দেখা যায় না ; অথচ কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়েই আপনি অনবরত কাঁদতে থাকেন? তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কবরই হচ্ছে আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল, যদি এই প্রথম মঞ্জিলে মানুষ মুক্তি পেয়ে যায়, তবে পরবর্তী মঞ্জিলগুলো তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এখানে তার মুক্তি না হয়, তবে পরবর্তী সবগুলো মঞ্জিল তার জন্য আরও কঠিনতর হবে।"

বর্ণিত আছে, হযরত আমর ইব্নে আস (রাযিঃ) একদা একটি কবরস্থান দেখে সওয়ারী থেকে নেমে গেলেন এবং দুই রাকআত নামায আদায় করলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো— ইতিপূর্বে এরূপ করতে আপনাকে আর কখনও দেখি নাই ; এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ "কবরবাসীদের আমি দেখলাম, তাদের এবং আল্লাহ্র মাঝখানে কোন অন্তরায় নাই, কাজেই দুই রাকআত নামাযের মাধ্যমে আমিও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে ব্রতী হলাম।"

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ "সর্বপ্রথম আদম-সন্তানের সাথে তার গর্ত (কবর) কথা বলে। সে বলে— আমি (বিষাক্ত) সাপ-বিচ্ছুর ঘর, আমি নির্জন একাকীত্বের ঘর, আমি অপরিচিত-অচেনা ঘর, আমি ঘোর অন্ধকার ঘর ; আমি তোমার জন্য এগুলোই প্রস্তুত রেখেছি, বল— তুমি কি প্রস্তুত করে এনেছো?

হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) বলেন ঃ "আমি কি তোমাদেরকে আমার সর্বাপেক্ষা অসহায়ত্ব ও মোহ্তাজীর দিনটি বলবো? সে দিনটি হচ্ছে, যে দিন আমাকে কবরে রাখা হবে।"

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১০৯

দোযখ-আযাবের ভয়

সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দো'আখানি বেশী বেশী করতেন ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমাদের রব্ব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন।" (বাকারাহ্ ঃ ২০১)

মুসনাদে আবূ ইয়া'লা কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবার মধ্যে বলেছেন ঃ ওহে লোক সকল! তোমরা বিরাট দুটি বিষয় অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নামের কথা কখনও ভুলো না। এ কথা বলে তিনি এতো কাঁদলেন যে, তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলের উভয় পাশ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। অতঃপর আরও বললেন ঃ কসম সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যদি জানতে আমি যা জানি, তবে আবাদি ছেড়ে তোমরা বিজন এলাকায় ছুটে পালাতে এবং ভয়ে-আতংকে দিশাহারা হয়ে আপন আপন মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করতে।

ত্বরানী আওসাতে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এমন এক সময় উপস্থিত হলেন, যখন তিনি ইতিপূর্বে কখনও উপস্থিত হন নাই। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত অগ্রসর হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে জিব্রাঈল! আপনার কি হয়েছে, আপনাকে এরূপ বিবর্ণ দেখা যাচ্ছে কেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা দোযখের

অগ্নি উত্তপ্ত করার হুকুম দিয়েছেন, তারপরেই আমি আপনার নিকট এসে হাজির হলাম। নবীজী বললেন ঃ দোযখের কিছু বিবরণ আপনি আমাকে শুনান। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা দোযখকে উত্তপ্ত হওয়ার হুকুম করলে সে এক হাজার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত হতে থাকে। ফলে, দোযখের অগ্নি শুভ্র বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর আবার হুকুম করলেন। এবারও এক হাজার বছর জ্বলতে থাকে। ফলে সে লাল বর্ণে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় দোযখকে আরও উত্তপ্ত হওয়ার হুকুম করেন। অতএব দোযখের অগ্নি আরও এক হাজার বছর জ্বলতে থাকে। পরিশেষে এ আগুন অন্ধকার কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে। বর্তমানে সেই আগুনের অবস্থা এই যে, এর স্ফুলিঙ্গের কোন শেষ নাই এবং এর লেলিহানেরও কোন অবধি নাই। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঐ পবিত্র সত্তার কসম খেয়ে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন— সুইয়ের ফুটো পরিমাণ অংশও যদি দোযখের ছিদ্র হয়ে যায়, তবে জগতের সমস্ত মানুষ ভয়ে আতংকে মরে যাবে। ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন, দোযখের প্রহরীদের একজনও যদি দুনিয়াবাসীর সম্মুখে প্রকাশ পায়, তবে সমগ্র দুনিয়াবাসী এর ভয়ে মৃত্যুবরণ করবে। ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন, দোযখের শিকলসমূহের এমন একটিও যদি দুনিয়ার পাহাড়-পর্বতের উপর রাখা হয় যার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে করা হয়েছে, তবে পাহাড়সমূহ বিগলিত হয়ে যাবে আর শিকলটি যমীনের সর্বশেষ সীমানায় গিয়ে থেমে যাবে। নবীজী বললেন ঃ হে জিবরাঈল! ক্ষান্ত হও, আর বলো না ; মনে হচ্ছে যেন আমার অন্তর ফেটে যাবে ; আর আমি এখনই মৃত্যুবরণ করবো। এ কথা বলে নবীজী হযরত জিবরাঈলের প্রতি তাকিয়ে দেখলেন— তিনি কাঁদছেন। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কাঁদছেন, অথচ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আপনার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। জিবরাঈল (আঃ) আরজ করলেন, আমি কেন কাঁদবো না, আমার তো আরও বেশী পরিমাণে কাঁদা উচিত। কেননা, আল্লাহ্‌র কাছে যদি আমার বর্তমান অবস্থার স্থলে অন্য কোন অবস্থা হয়ে থাকে, তবে আমার কি উপায় হবে, তা আমি জানি না। আমি জানি না— ইবলীসের উপর যেভাবে বিপদ এসেছে, সেরূপ আমার উপরও এসে

www.banglakitab.weebly.com

পতিত না হয়, অথচ সেও ফেরেশতা ছিল। জানি না— হারূত ও মারূতের উপর যেভাবে আপদ এসেছে, আমার উপরও সেরূপ এসে না পড়ে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে লাগলেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ)–ও কাঁদতে লাগলেন, এভাবে উভয়ই কাঁদতে থাকলেন। এমন সময় গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো— হে জিবরাঈল! হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের উভয়কে তাঁর নাফরমানী ও অবাধ্যতা থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ করে দিয়েছেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) ঊর্ধ্বজগতে চলে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ থেকে বাইরে তশরীফ আনলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন, কয়েকজন আনসারী সাহাবী ক্রীড়া–কৌতুকে লিপ্ত রয়েছেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে নবীজী বললেন ঃ তোমরা হাসি–ঠাট্টা ও ক্রীড়া–কৌতুকে মগ্ন রয়েছ, অথচ তোমাদের মাথার উপর রয়েছে জাহান্নাম, আমি যা জেনেছি তোমরা যদি তা জানতে, তবে খুবই কম হাসতে এবং অধিক মাত্রায় ক্রন্দন করতে, খাওয়া–দাওয়া তোমাদের কাছে ভাল লাগতো না এবং নির্জন ও উজাড় জঙ্গলে আল্লাহ্র তালাশে তোমরা বের হয়ে যেতে। এমন সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো— হে মুহাম্মদ! আমার বান্দাদেরকে নিরাশ করো না, তোমাকে সুসংবাদ প্রদানকারীরূপে পাঠিয়েছি, হতাশ করার জন্য নয়।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "তোমরা সকলে মধ্য ও সঠিক পথের পথিক হয়ে যাও এবং হক ও সত্য থেকে দূরে সরে যেও না।"

বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আঃ)–কে জিজ্ঞাসা করেছেন ঃ হে জিবরাঈল! আমি হযরত মিকাঈলকে কখনও হাসতে দেখি নাই ; এর কারণ কি? তিনি বললেনঃ যখন থেকে দোযখ বানানো হয়েছে, তখন থেকেই হযরত মীকাঈলের হাসি বন্ধ হয়ে গেছে।"

ইব্নে মাজাহ্ ও হাকেম (রহঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, তোমাদের দুনিয়ার এ আগুনের তাপ দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। পরন্তু এটাকে যদি আরও দু'বার পানি দিয়ে ধৌত করা না হতো, তবে সেটা তোমাদের ব্যবহারযোগ্য হতো না। তদুপরি এ আগুন আল্লাহ্র কাছে দো'আ করে,

www.banglakitab.weebly.com

যেন পুনরায় এর মধ্যে আর উত্তাপ না আসে।"

বায়হাকী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রাযিঃ) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ

"যখনই একবার তাদের চর্ম জ্বলে যাবে, তৎক্ষণাৎ আমি তাদের পূর্ব-চর্মের স্থলে অন্য চর্ম সৃষ্টি করে দিবো, যেন তারা আযাবই ভোগতে থাকে।" (নিসা ঃ ৫৬) অতঃপর তিনি হযরত কা'ব (রাযিঃ)-কে বললেনঃ আপনি এ আয়াতের ব্যাখ্যা করুন। যদি সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেন, তবে আমি তা সমর্থন করবো, অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করবো। হযরত কা'ব (রাযিঃ) ব্যাখ্যা করলেন যে, আদম-সন্তানের চর্ম প্রতিদিন ছয় হাজার বার জ্বালানো হবে এবং প্রতিবারই নতুন চর্ম সৃষ্টি করে নেওয়া হবে। হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন ঃ আপনি সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন ; আমি সমর্থন করি।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) উক্ত আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ "দোযখের আগুন তাদেরকে প্রতিদিন সত্তর হাজার বার খেয়ে ভস্মীভূত করবে ; প্রতিবার বলা হবে— পূর্বানুরূপ হয়ে যাও। বার বার এমনি হবে এবং এভাবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

দুনিয়ার সর্বাধিক সুখী-স্বচ্ছন্দ পাপাচারী দোযখী একজন মুসলমানকে এনে জাহান্নামের ভিতর একটা চুবানি দিয়ে আনা হবে। তারপর তাকে প্রশ্ন করা হবে, হে আদমের সন্তান! জীবনে কখনও সুখ-সাচ্ছন্দ্য দেখেছিলে? সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, কখনও দেখি নাই। অতঃপর দুনিয়াতে সর্বাধিক দুঃখ-কষ্টপ্রাপ্ত একজন বেহেশতীকে এনে তাকেও জাহান্নামের ভিতর একটা চুবানি দিয়ে আনা হবে। অতঃপর প্রশ্ন করা হবে ঃ জীবনে কখনও কোন কষ্ট দেখেছো? সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, কখনও দেখি নাই।

ইব্‌নে মাজাহ্ (রহঃ) রেওয়ায়াত করেন ঃ দোযখীদের মধ্যে ক্রন্দনরোল সৃষ্টি হবে। কাঁদতে কাঁদতে তাদের অশ্রুজল নিঃশেষ হয়ে চক্ষুযুগল হতে রক্ত ঝরতে থাকবে। এতে তাদের চেহারার ভিতর গর্তের মত হয়ে যাবে, যাতে নৌকা চালাতে চাইলে তা-ও সম্ভব হবে।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আবূ ইয়া'লা (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা কাঁদ, কাঁদতে না পারো তো কাঁদার ভাব–আকৃতি ধারণ কর। কেননা, দোযখীরা আগুনের ভিতর কাঁদতে থাকবে ; অশ্রুজল তাদের গণ্ডদেশে প্রবাহিত হবে যেমন নদীর পানি প্রবাহিত হয়। অবশেষে তাদের অশ্রুজল নিঃশেষ হয়ে যাবে অতঃপর তারা রক্তের অশ্রু প্রবাহিত করবে এবং তাদের চোখে (বড় বড়) খাদ পড়ে যাবে।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১১০

মীযান-পাল্লা ও পুলসিরাত

আবূ দাউদ শরীফে হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আয়েশা! তুমি কাঁদছো কেন? হযরত আয়েশা বললেন ঃ আমার দোযখের কথা মনে পড়েছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেদিন আপনি আপনার স্ত্রী-পরিজনের কথা কি স্মরণ করবেন? হুযূর বললেন ঃ সেদিন তিন জায়গায় তো কারুরই কারো কথা স্মরণ থাকবে না ঃ ১. যখন মীযান-পাল্লা স্থাপন করতঃ আমলের পরিমাপ করা হবে, মানুষ ভীতি-বিহ্বল থাকবে যে, তার নেকীর পাল্লা ভারী হবে নাকি বদীর পাল্লা। ২. আমলনামা বিতরণের সময়, তা ডান হাতে আসে নাকি বাম হাতে অথবা পিছন দিক থেকে। ৩. পুলসিরাত পার হওয়ার সময়, যা জাহান্নামের উপর স্থাপিত ; যতক্ষণ পর্যন্ত সে জানতে না পারবে যে, পার হতে পারবে কিনা জাহান্নামে কেটে পড়ে যাবে।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত, হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছি— ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য কি আপনি কিয়ামতের দিন শাফাআত করবেন? তিনি বললেন ঃ"ইনশাআল্লাহ্ করবো।" আমি আরজ করলাম ঃ সেদিন আপনাকে আমি কোথায় তালাশ করবো? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমাকে পুলসিরাতের নিকট তালাশ করো। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনাকে পুলসিরাতের নিকট না পাই? তিনি বললেন ঃ তাহলে মীযান-পাল্লার নিকট যেয়ো। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ যদি মীযান-পাল্লার নিকটেও না পাই? তিনি বললেন ঃ তাহলে আমাকে হাউজে-কাউসারের নিকট তালাশ করো। আমি এই তিন জায়গার যেকোন একটিতে অবশ্যই থাকবো।

www.banglakitab.weebly.com

হাকেম (রহঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, কিয়ামতের দিন মীযান-পাল্লা রাখা হবে। যদি সমগ্র আসমান-যমীনও এতে রাখা হয়, তবে তা রাখা সম্ভব। ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করবেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! এতে কার ওজন করা হবে? আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে আমি যার ইচ্ছা তার ওজন করবো। তখন ফেরেশতাগণ বলবেন ঃ

سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

"হে আল্লাহ্! আপনি অনন্ত পবিত্র আপনার হক আদায় করে আমরা কিছুই ইবাদত করতে পারি নাই।"

হযরত ইব্নে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন ঃ দোযখের পৃষ্ঠ বরাবর পুলসিরাতকে স্থাপন করা হবে। তলোয়ারের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও ধারালো হবে। পা পিছলিয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হবে। পরন্তু অগ্রভাগ বাঁকানো আঁকড়া তথা লোহার শলাকা হবে, যা দিয়ে সে ছোঁ মেরে আটকিয়ে নিবে। অনেকেই তাতে পড়ে যাবে। আবার অনেকে ভিতরে পড়ে যাওয়ার আতংক সহকারে বিদ্যুৎগতিতে পার হয়ে যাবে, অনুরূপ অনেকে ঝঞ্চাবাত্যার গতিতে, অনেকেই অশ্বের গতিতে, অনেকে দৌড়িয়ে, আবার অনেকে হাটার গতিতে পার হয়ে যাবে। অবশেষে একজন আসবে, আগুন যাকে স্পর্শ করেছে এবং দোযখের শাস্তি কিছুটা সে আস্বাদন করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আপন দয়া ও অনুগ্রহে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। অতঃপর তাকে বলবেন ঃ তুমি আমার কাছে চাও ; আবদার কর। সে বলবে, পরওয়ারদিগার! আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন, অথচ আপনি সারা জাহানের রব্ব! আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি চাও ; আব্দার কর (আমি দিবো)। অতঃপর সে বহু আশা-আকাংখা ও আব্দার পেশ করবে। সব যখন তার শেষ হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তুমি যা কিছু চেয়েছ, সে সঙ্গে আরও সেই পরিমাণ তোমাকে দেওয়া হলো।

মুসলিম শরীফে হযরত উম্মে মুবাশশির আনসারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি হযরত হাফসা (রাযিঃ)-কে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, সাহাবীগণের যারা বৃক্ষের নীচে 'বাইয়াতে রিদওয়ানে' ছিলেন, তাদের কেউ ইনশাআল্লাহ্ দোযখে

www.banglakitab.weebly.com

যাবেন না। হযরত হাফসা বললেন ঃ তবে কুরআনের এ আয়াত?

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا

"আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই, যে তা অতিক্রম করবেনা।" (মারয়াম ঃ ৭১)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ পরবর্তী আয়াতেই ইরশাদ হয়েছে ঃ

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ○

"অতঃপর আমি সেই সকল লোককে নাজাত করে দিবো, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করতো এবং জালেম লোকদেরকে নতজানু অবস্থায় তাতে ছেড়ে দিবো। (মারইয়াম ঃ ৭২)

'মুসনাদে আহমদ' কিতাবে রয়েছে যে, 'দোযখ অতিক্রম করা'র বিষয়টিতে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন ঃ মুমিনদের জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ তা সকলেরই অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করেছে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নাজাত করে দিবেন।

হযরত জাবের (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন ঃ "তোমাদের সকলকেই তাতে যেতে হবে" ; এ কথা বলার সময় তিনি আপন কর্ণদ্বয়ের প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে বুঝাচ্ছিলেন যে, এ কথা যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট স্বকর্ণে না শুনে থাকি, তবে যেন আমি বধির হয়ে যাই। তিনি বলেন ঃ আয়াতে উল্লেখিত 'ওরূদ' অর্থ প্রবেশ করা ; সুতরাং নেক বান্দা কিংবা না-ফরমান বান্দা সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তবে মুমিনদের জন্যে তা আরামদায়ক ও সুশীতল হয়ে যাবে, যেমন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর জন্য হয়েছিল। এমনকি তাদের এই আরামপ্রদ শীতলতার কারণে জাহান্নাম এই বলে আওয়াজ করবে ঃ

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ○

www.banglakitab.weebly.com

"অতঃপর আমি সেই সকল লোককে নাজাত করে দিবো, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করতো, আর সীমালংঘনকারীদেরকে নতজানু অবস্থায় তাতে ছেড়ে দিবো।" (মারইয়াম ঃ ৭২)

হাকেম (রহঃ) বলেন ঃ লোকেরা (সুশীতল ও আরামদায়ক অর্থে) দোযখে প্রবেশের পর নিজ নিজ আমলের অনুপাতে অনেকেই বিদ্যুতের গতিতে, অনেকেই ঝঞ্চাবাত্যার গতিতে, অনেকেই অশ্বের গতিতে, অনেকেই সওয়ারীর গতিতে, অনেকেই দৌড়ের গতিতে, অনেকেই হাটার গতিতে বের হয়ে আসবে।

www.banglakitab.weebly.com

অধ্যায় ঃ ১১১

রাসূলুল্লাহ্‌র ওফাত

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত নিকটবর্তী হয়, তখন আমরা উম্মুল-মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর ঘরে উপস্থিত হলাম। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি দৃষ্টি করলেন। আমরা লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তিনি বললেন ঃ খোশ আমদেদ ; মোবারকবাদ! আল্লাহ্ তোমাদের হায়াত দরায করুন, তোমাদের আশ্রয় দান করুন, সাহায্য করুন। আমি তোমাদেরকে ওসীয়ত করছি— সর্বদা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ; তাকওয়া এখতিয়ার কর। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমি ভীতিপ্রদর্শকরূপে প্রেরিত ; তোমরা আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় তাঁরই সৃষ্ট ভূ-পৃষ্ঠে এবং তার বান্দাদের উপর কখনও দম্ভ-অহংকার করো না। আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তনের সুনির্ধারিত সময় অতি নিকটবর্তী— এ প্রত্যাবর্তন সিদরাতুল-মুনতাহা, জান্নাতুল-মা'ওয়া ও ভরপুর বেহেশতী পেয়ালার দিকে। তোমরা সকলেই আমার সালাম গ্রহণ কর। আরও সালাম তাদের প্রতি, যারা আমার পর দ্বীন-ইসলামে প্রবেশ করবে।

বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে জিবরাঈল! আমার পর উম্মতের নেগাহবান (রক্ষণাবেক্ষণকারী) কে হবে? এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈলের নিকট ওহী করলেন ঃ আমার হাবীবকে সুসংবাদ দাও যে, তাঁর উম্মতের ব্যাপারে আমি তাঁকে লজ্জিত করবো না। তাঁকে আরও সুসংবাদ দাও যে, পুনরুত্থানের সময় তিনি সর্বপ্রথম যমীন থেকে বের হবেন ; হাশরের দিন তিনি সমবেত সকলের সর্দার হবেন এবং তাঁর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত অন্যান্য উম্মতের

www.banglakitab.weebly.com

জন্য জান্নাত হারাম থাকবে। নবীজী বললেন ঃ আমি শান্ত ও নিশ্চিন্ত হলাম।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম করলেন সাত কুঁয়া থেকে সাত মোশক পানি সংগ্রহ করে তা দিয়ে তাঁকে গোসল করাতে। আমরা সে অনুযায়ী তাঁকে গোসল করানোর পর তিনি অনেকটা আরাম অনুভব করলেন। অতঃপর তিনি ঘর থেকে বের হলেন। এমনকি নামাযে ইমামতি করলেন, উহুদ জিহাদের শহীদানের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে ওসীয়ত করলেন ঃ হে মুহাজেরীন! তোমরা বৃদ্ধি পাবে, আর আনসারগণ যে অবস্থার উপর আছে, তার উপর বৃদ্ধি পাবে না। আনসারগণ আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, আমি তাদের কাছে আশ্রয় পেয়েছি। সুতরাং তোমরা তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও সম্মান কর, তাদের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে তা উপেক্ষা কর।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ্ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার সমস্ত ধন-দৌলত ও সুখ-শান্তি দান করতে চাইলেন। কিন্তু সে তা গ্রহণ না করে আল্লাহ্কেই গ্রহণ করলো।" এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) কাঁদতে লাগলেন ; তিনি বুঝে গেলেন যে, নবীজী নিজকেই উদ্দেশ্য করেছেন। হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)-এর ব্যাকুলতা দেখে নবীজী তাঁকে শান্ত হতে বললেন, আরও বললেন যে, এই মসজিদের দিকে একমাত্র আবূ বকর ছাড়া অন্য কারও দরজা যেন খোলা না রাখা হয়। কেননা, প্রেম ও ভক্তির দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে আমি নিশ্চয়ই আবূ বকরকেই শ্রেষ্ঠ বলে জানি।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে, (পালাক্রমে নির্দিষ্ট) আমার দিনে এবং আমার কোলে ইনতেকাল করেন। সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা আমার লু'আব ও তাঁর লু'আব (মুখের লালা) একত্র করেছেন—আমার ভাই আবদুর রহমান এক খণ্ড মেসওয়াক হাতে আমার গৃহে উপস্থিত হোন। হযরত নবীজী এক দৃষ্টিতে মেসওয়াকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি মেসওয়াক করতে চাইছেন বুঝতে পেরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম— মেসওয়াকটি আপনাকে দিবো? তিনি মস্তকে (সম্মতিসূচক) ইশারা করলেন। আমি তাঁকে মেসওয়াকটি দিলাম।

www.banglakitab.weebly.com

তিনি মুখে প্রবেশ করিয়ে মেসওয়াকটিকে শক্ত অনুভব করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম— মেসওয়াকটি আমি নরম করে দিবো? তিনি মস্তকে (সম্মতিসূচক) ইশারা করলেন। আমি তা নরম করে দিলাম। নবীজীর সম্মুখে পানির একটি মোশক রাখা ছিল। এর ভিতর তিনি হাত দিতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন ঃ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, বাস্তবিক মৃত্যুর যন্ত্রণা বড় কঠিন। অতঃপর তিনি উপরের দিকে হাত উঠিয়ে উচ্চারণ করলেন ঃ

الرَّفِيقَ الْأَعْلَى

"সেই প্রিয়তম বন্ধুকেই চাই।"

তখন আমার বুঝতে আর বাকী রইলো না যে, নবীজী এখন আর আমাদের মাঝে থাকতে রাজী নন।

হযরত সাঈদ ইব্নে আবদুল্লাহ্ (রাযিঃ) আপন পিতা থেকে রেওয়ায়াত করেন যে, আনসারগণ যখন দেখলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে এসেছে, তখন মসজিদের চতুর্পার্শ্বে তারা ব্যাকুল হয়ে ঘুরতে লাগলেন। হযরত ফযল ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) নবীজীর নিকট হাজির হয়ে লোকদের এহেন অবস্থা জানালেন। অতঃপর হযরত আলী (রাযিঃ)–ও নবীজীর খেদমতে উপস্থিত হয়ে অনুরূপ জানালেন। পরিস্থিতি জেনে নবীজী বাইরের দিকে আপন হস্ত মোবারক সম্প্রসারণ করে বললেন, তোমরা আমার হাতখানি ধর। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর হাতখানি ধরে রাখলেন। হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তোমরা কি বলছো?" তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আপনার ওফাত হয়ে যায় আর স্ত্রীলোকেরা আপনার নিকট তাদের পুরুষদের জমা হওয়ার জন্য চিৎকার করতে লাগে। অতঃপর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহস করে হযরত আলী ও হযরত ফযল (রাযিঃ)–এর কাঁধে ভর করে বের হলেন। হযরত আব্বাস (রাযিঃ) নবীজীর আগে আগে ছিলেন। নবীজীর মাথায় তখন পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি ধীরে ধীরে পা ফেলে অগ্রসর হয়ে মিম্বরের নীচের সিড়িটির উপর বসলেন। লোকজন সকলেই বসলো। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও সানা পাঠ করে বললেন ঃ "ওহে লোকসকল ! আমি

www.banglakitab.weebly.com

জানতে পেরেছি, আমার মৃত্যুর ভয়ে তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত। এর অর্থ হলো—প্রকারান্তরে তোমরা এ মৃত্যুকে অস্বীকার করছো। অথচ তোমাদের নবীর মৃত্যু কোন বিস্ময়কর বা অভূতপূর্ব বিষয় নয়। আমি কি তোমাদেরকে কোন মৃত্যুসংবাদ শুনাই নাই, অথবা তোমরাই কি এরূপ সংবাদ শুন নাই? আমার পূর্বের কোন নবী কি চিরকাল যিন্দা রয়েছেন? যার ফলে আমিও যিন্দা থেকে যাবো? শুনে নাও— আমি আমার পরওয়ারদিগারের সান্নিধ্য চাই, তোমরাও তার সাথে গিয়ে মিলবে। আমি তোমাদেরকে আওয়ালীন তথা প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরগণের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য ওসীয়ত করছি আর মুহাজিরগণও পরস্পর যেন সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখে এ ওসীয়ত করছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

"যমানার কসম, নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং যারা নেক কাজ করে, এবং একে অপরকে সত্যের প্রতি উপদেশ দিতে থাকে, এবং একে অন্যকে (আমলের) পাবন্দ থাকার উপদেশ দিতে থাকে (তারাই ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে)।" (আছর ঃ ১–৩) জগতের প্রতিটি কাজ ও বিষয় আল্লাহ্র হুকুমেই সংঘটিত হয়। কোন বিষয়ে বিলম্ব হলে জলদি করতে নাই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা কারো তাড়াহুড়ার কারণে কোন বিষয় সময়ের পূর্বেই সংঘটিত করেন না। পরন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইচ্ছার বাইরে (সীমা লংঘন) করবে, সে পরাভূত হবে। আল্লাহ্কে যে ধোকা দিতে চেষ্টা করবে, সে নিজেই ধোকার মধ্যে পড়বে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَهَلْ عَسَیْتُمْ اِنْ تَوَلَّیْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ

"সুতরাং যদি তোমরা (যুদ্ধ হতে) সরে থাক, তবে কি তোমাদের এই

www.banglakitab.weebly.com

সম্ভাবনা আছে যে, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং পরস্পর আত্মীয়তা কর্তন করে ফেলবে?" (মুহাম্মদ ঃ ২২)

আমি তোমাদেরকে আনসারগণের সাথে সদ্ব্যবহার ও সুসম্পর্কের ওসীয়ত করছি। তারাই তোমাদের পূর্বে দারুল-ইসলামে (মদীনায়) এবং দ্বীন ও ঈমানের উপর অটল রয়েছে। কাজেই তাদের প্রতি তোমাদের এহসান ও সদ্ব্যবহার হওয়া চাই। তারা কি নিজেদের ফলমূলে তোমাদের অংশ রাখে নাই? তারা কি নিজেদের গৃহে তোমাদের আবাস দেয় নাই? তারা কি নিজেদের জীবনের উপর তোমাদের জীবনকে প্রাধান্য দেয় নাই? অথচ তাদের নিজেদেরও অভাব-অনটন ছিল? খবরদার! দুই ব্যক্তির উপরও যদি তোমাদের কেউ আমীর বা শাসক নিযুক্ত হয়, তবে তাঁদের নেক লোকদের উযর যেন কবূল করে এবং অন্যায়কারীকে মার্জনা করে। খবরদার! তাঁদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিও না। খবরদার! আমি তোমাদের জন্য সত্য ও সঠিক পথের দিশারী। অচিরেই আমার সাথে তোমাদের দেখা হবে। হাউজে-কাউসারে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি রইল। আমার হাউজে-কাউসার শ্যাম দেশের বুসরা থেকে ইয়ামানের সানআ পর্যন্ত দূরত্ব অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। হাউজে-কাউসারের পানি দুধের চেয়েও অধিক শুভ্র, মাখনের চেয়েও বেশী মোলায়েম, মধুর চেয়েও বেশী মিষ্ট ; তা থেকে একবার যে পান করবে সে পিপাসার্ত হবে না কোনদিন। হাউজের কাঁকরগুলো হচ্ছে মুক্তা ও মোতির দানার, আর নীচের যমীন হচ্ছে মুশকের। হাশরের ময়দানে যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত হবে, সে আর সব রকম কল্যাণ ও সাফল্য থেকেও বঞ্চিত হবে। খবরদার! যে ব্যক্তি সেদিন আমার সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন তার জিহ্বা ও হাতকে সংযত করে।

হযরত আব্বাস (রাযিঃ) আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কুরাইশদেরকে ওসীয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ 'দ্বীনের ব্যাপারে আমি কুরাইশদেরকে ওসীয়ত করি। লোকেরা কুরাইশদের তাবে' বা অনুসারী—

সৎ লোকেরা তাদের সৎ লোকের আর অসৎ লোকেরা তাদের অসৎ লোকের। সুতরাং কুরাইশদের উচিত হলো, মানুষের কল্যাণ ও হিতকামনা করা। হে লোকসকল! গুনাহ্ মানুষের সুখ-শান্তি ও নেআমতকে নষ্ট করে দেয় এবং সৌভাগ্যকে বদলিয়ে দেয়। সাধারণ লোকেরা যদি সৎ হয়, তবে

www.banglakitab.weebly.com

তাদের শাসকও সৎ হবে, আর যদি তারা অসৎ হয়, তবে তাদের শাসকও অসৎ হবে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

"আর এভাবেই আমি সংযুক্ত করে দেই জালেমদের কতিপয়কে তাদেরই কতিপয়ের সাথে তাদেরই কার্যকলাপের দরুন।" (আনআম ঃ ১২৯)

হযরত ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন ঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)–কে বলেছেন ঃ হে আবূ বকর! তুমি কিছু বল। তখন তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার ওফাত কি নিকটবর্তী? তিনি বললেন ঃ হাঁ ;নিকটবর্তী আরও নিকটবর্তী। আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কাছে সংরক্ষিত নেআমত–রাজি আপনার জন্য মোবারক হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আরও যদি এমন হতো যে, আমরা আমাদের পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারতাম। হুযূর বললেন ঃ সিদরাতুল–মুনতাহার দিকে, তারপর জান্নাতুল–মা'ওয়া, উচ্চতর জান্নাতুল–ফেরদাউস,ভরপুর বেহেশতী পেয়ালা, প্রিয়তম বন্ধু ও পবিত্র নাজ–নেয়ামত ও প্রচুর আরাম–আয়েশের দিকে। আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে গোসল কে দিবে? বললেন ঃ আমার আহলে বাইত যারা। আরজ করলেন ঃ আপনাকে কিরূপ বস্ত্রে কাফন দেওয়া হবে? বললেন ঃ আমার পরিহিত এই পোষাকে, ইয়ামনী জোড়ায় এবং মিসরীয় সাদা কাপড়ে। আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার জানাযার নামায কে পড়াবে? এ কথা বলে আমরা কেঁদে ফেললাম, নবীজীও কাঁদলেন, অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তার নবীর পক্ষ থেকে তোমাদের উত্তম বিনিময় দন করুন ; তোমরা আমার গোসল ও কাফনকার্য সমাধা করার পর এ গৃহেই আমার কবরের পার্শ্বে জানাযার খাটলি রেখে দিও, অতঃপর কিছুক্ষণের জন্য তোমরা বাইরে চলে যেও। সর্বপ্রথম স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল–আলামীন আমার প্রতি দয়া ও রহমতের সালাত ও সালাম পড়বেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ

www.banglakitab.weebly.com

"তিনি ও তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের প্রতি রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।" (আহযাব ঃ ৪৩)

অতঃপর আমার জানাযার নামাযের জন্য ফেরেশতাগণ অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন। সর্বপ্রথম তাঁদের মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তরপর হযরত মীকাঈল (আঃ) তারপর হযরত ইসরাফীল (আঃ) তারপর হযরত আযরাঈল (আঃ) প্রচুর ফেরেশতাদল সহকারে দরূদ ও নামায আদায় করবেন। তারপর অবশিষ্ট সকল ফেরেশতাগণ। অতঃপর তোমরা নামায আদায় করবে— পালাক্রমে দলবদ্ধ হয়ে তোমরা আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পড়বে, এ সময় কান্নাকাটি ও চিৎকার করে আমাকে কষ্ট দিও না। সর্বপ্রথম তোমাদের ইমামও আমার পরিবারবর্গ ও নিকট আত্মীয়গণ নামায পড়বে, তারপর মহিলাগণ এবং সর্বশেষে বালকেরা নামায পড়বে। আরজ করলেন ঃ আপনাকে কবরে কে স্থাপন করবে? তিনি বললেন ঃ আমার আহলে বাইতের মধ্যে নিকটতম আত্মীয়গণ। তাদের সঙ্গে থাকবেন বিপুলসংখ্যক ফেরেশতা, যাদেরকে তোমরা দেখবে না ; অথচ তারা তোমাদেরকে দেখবেন। এখন উঠ, আমার পক্ষ থেকে উম্মতের পরবর্তীদের নিকট দ্বীন পৌঁছিয়ে দাও।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের দিনটিতে শুরুভাগে যথেষ্ট আরাম বোধ করছিলেন। লোকেরা নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে কাজ–কর্মে মগ্ন হয়ে যায়। নবীজী তাঁর বিবিগণের সেবা–শুশ্রূষায় ছিলেন। আমরা এরূপ আনন্দিত ; যা ইতিপূর্বে আর হই নাই। এরই মধ্যে অকস্মাৎ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই স্ত্রীলোকেরাই অপেক্ষমান ফেরেশতার গৃহে প্রবেশে বাধা হয়ে রয়েছে ; এ ফেরেশতা আমার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। এ কথা শুনে সকলেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল ; কেবল আমিই রয়ে গেলাম। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শির মোবারক ছিল আমার কোলের উপর। ফেরেশতা গৃহে প্রবেশ করার পর নবীজী উঠে বসলেন, আমি গৃহের এক কোণে চলে গেলাম। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নবীজী ফেরেশতার সাথে একান্তে গোপন আলাপে মগ্ন রইলেন। অতঃপর তিনি আমাকে ডাকলেন এবং পুনরায় আপন শির মোবারক আমার কোলে

www.banglakitab.weebly.com

রাখলেন। অতঃপর অন্যান্য বিবিগণকে গৃহে প্রবেশের জন্য বললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইনি কি হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসেছিলেন ? নবীজী বললেন ঃ না, মালাকুল-মউত হযরত আজরাঈল (আঃ) ; তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনার অনুমতি ছাড়া যেন গৃহে প্রবেশ না করি, এবং আপনি অনুমতি না দিলে যেন ফিরে যাই। আপনার অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশ করেছি। আল্লাহ্ আমাকে আরও হুকুম করেছেন যে, আপনার অনুমতি ছাড়া যেন আপনার রূহ কবজ না করি ; এখন আপনার কি হুকুম। নবীজী বললেন ঃ বিরত হোন, এই সময়টা হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর উপস্থিতির সময়।"

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ এহেন অবস্থায় আমরা হতবাক ছিলাম, কি করবো কি না করবো কিছুই স্থির করতে পারছিলাম না। কারও মুখে কোন কথা বেরুচ্ছিল না ; দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তায় সকলেই ভারাক্রান্ত, আমাদের উপর বিরাট এক মুসীবত, ফলে সকলেই নির্বাক অস্থির ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ ইতিমধ্যে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তশরীফ আনয়ন করলেন এবং সালাম দিলেন। আমি তার আগমন ও কথা অনুভব করেছিলাম। উপস্থিত পরিবারবর্গ ও নিকট-আত্মীয়গণ বের হয়ে যাওয়ার পর হযরত জিবরাঈল (আঃ) গৃহে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সালাম বলেছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আপনার অবস্থা এখন কেমন? যদিও তিনি সর্ববিষয় পরিজ্ঞাত, কিন্তু আপনার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য এবং সমস্ত মাখলূকাতের উপর আপনার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তিনি এরূপ জিজ্ঞাসা করেছেন। সেইসঙ্গে আপনার উম্মতের মধ্যে এর প্রচলন ঘটানোও উদ্দেশ্য। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি অসুস্থতায় কাতর হয়ে গেছি। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ আপনি সুসংবাদ নিন--- আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সেই স্থানে শীঘ্রই পৌঁছাবেন, যে স্থানটিকে শুধু আপনার জন্যই প্রস্তুত করে রেখেছেন। নবীজী বললেন ঃ হে জিবরাঈল! মালাকুল-মউত অনুমতি নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন ; তিনি আমাকে আমার বিষয় জানিয়েছেন। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

www.banglakitab.weebly.com

আপনার পরওয়ারদিগার আপনার প্রতি উদ্‌গ্রীব ; হযরত জিবরাঈল কি এ বিষয় আপনাকে জ্ঞাত করেন নাই? আল্লাহ্‌র কসম, আজ পর্যন্ত মালাকুল-মউত কারও নিকট অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও তা করবেন না। কিন্তু আপনার পরওয়ারদিগার আপনার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান। তিনি আপনার প্রতি উদ্‌গ্রীব। সুতরাং হযরত মালাকুল-মউত উপস্থিত হলে তাঁকে ফিরাবেন না। অতঃপর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তিনি বললেন ঃ হে ফাতেমা! আমার নিকটবর্তী হও। হযরত ফাতেমা অতি সন্নিকটবর্তী হলে নবীজী কানে কানে কি যেন এক গোপন কথা বললেন। নবী-তনয়া এরপর কাঁদতে লাগলেন ; এমনকি তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। অতঃপর নবীজী তাঁকে পুনরায় নিকটবর্তী হতে বললেন। নবীজী তাঁর কানে কানে আর একটি গোপন কথা বললেন। এবার হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) হেসে উঠলেন ; এমনকি তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। আমরা এটা একটা আশ্চর্যকর বিষয় দেখলাম। পরবর্তীতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এর রহস্য খুলে বলেছেন যে, প্রথমবার নবীজী তাঁর আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছিলেন বলে আমি কেঁদেছিলাম। দ্বিতীয়বার তিনি জানান যে, তাঁর পরিবারের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে বেহেশতে মিলিত হবো। এইজন্যই আমি হেসেছিলাম। অতঃপর নবীজী হযরত ফাতেমা যাহরা (রাযিঃ)-এর দুই পুত্রকে নিকটে এনে তাদেরকে চুম্বন করলেন।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরও বলেন ঃ অতঃপর হযরত মালাকুল-মউত তশরীফ আনয়ন করেন এবং সালাম দিয়ে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবীজী তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। মালাকুল-মউত নবীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এবার আপনার কি মর্জ্জী, বলুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

اَلْحِقْنِيْ بِرَبِّيْ الْاٰنَ

"পরওয়ারদিগারের সান্নিধ্যে এখন আমাকে পৌঁছিয়ে দিন।"

তিনি বললেন ঃ হাঁ, আজকের দিনেই তা হবে। আপনার পরওয়ারদিগার আপনার প্রতি উদ্‌গ্রীব। একমাত্র আপনি ব্যতীত বারবার আমি অন্য কারও

www.banglakitab.weebly.com

নিকট যাই নাই, এবং আপনি ছাড়া আর কারও নিকট আমি অনুমতির অপেক্ষাও করি নাই। তবে এখনও কিছু সময় বাকি আছে। এই বলে হযরত মালাকুল মউত বের হয়ে যান। ইতিমধ্যে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তশরীফ আনয়ন করেন। নবীজীকে সালাম দিয়ে গৃহে প্রবেশ করে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দুনিয়াতে আমার এই সর্বশেষ অবতরণ, ওহী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ; সবকিছু গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে, দুনিয়ার জীবনও তার শেষ প্রান্তে। আপনার কাছে উপস্থিত হওয়াটাই দুনিয়াতে আমার কাজ ছিল ; অন্য কোন প্রয়োজন দুনিয়ার সাথে আমার আর নাই ; এখন আমি আমার স্থানেই অবস্থান করবো। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ সেই পবিত্র সত্তার কসম, যিনি মুহাম্মদকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন—তখন এমন অবস্থা দেখা গেছে যে, কারও ক্ষমতা নাই যে, সামান্যতম টু শব্দটিও করবে, আর না সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে কাউকে সংবাদ প্রেরণের কোন অবকাশ ছিল। সুতরাং আমরা যা শুনছিলাম ও অনুভব করছিলাম, তা শুনে ও অনুভব করেই রয়ে গেলাম ; আর আমাদের হৃদয়ে ছিল তখন ভয় আর দুঃখ।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শির মোবারক আমার কোলে রাখার জন্য আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। এক পর্যায়ে তিনি বেঁহুশ হয়ে গেলেন। তখন তাঁর চেহারা এতো বেশী ঘর্মাক্ত হয়ে গেল যে, এরূপ ঘর্মাক্ত হতে আমি আর কাউকে দেখি নাই। আমি তাঁর চেহারা হতে ঘাম মুছতে লাগলাম। তখন এতে আমি এমন খোশবূ অনুভব করলাম যে, এরচেয়ে উত্তম খোশবূ আমি কোনদিন আর কোথাও পায় নাই। নবীজীর চৈতন্য ফিরে আসলে আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর আমার মা-বাপ কুরবান হোন—আপনার চেহারা মোবারক প্রচুর ঘামাচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! ঈমানদারের জান ঘাম দিয়েই বের হয়, আর কাফেরের জান চোয়াল দিয়েই বের হয় ; যেমন গাধার জান বের হয়ে থাকে। এ কথা শুনে আমরা কেঁপে উঠলাম। অতঃপর অন্যান্যদের উপস্থিত হওয়ার জন্য খবর প্রেরণ করলাম। সর্বপ্রথম আমার ভাই উপস্থিত হলেন ; তাকে আমার পিতা আমার নিকট পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি উপস্থিত হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে যায়। এমনিভাবে

www.banglakitab.weebly.com

অন্যান্যরাও হুযূরের ওফাতের পরই উপস্থিত হলেন। এভাবে মৃত্যুর পূর্বে কারও উপস্থিত হতে না পারার তাৎপর্য হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার মর্জীতে এরূপ হয়েছে যে, এ সময় হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল (আঃ) বন্ধুরূপে ছিলেন। যখন নবীজীর বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো, তখন বলতেন ঃ

اَلرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى

"পরম প্রিয়তম বন্ধুর সান্নিধ্য চাই।"

যখন তিনি কিছুটা কথা বলার মত হলেন, তখন বললেন ঃ

اَلصَّلٰوةَ الصَّلٰوةَ اِنَّكُمْ لَا تَزَالُوْنَ مُتَمَاسِكِيْنَ مَا صَلَّيْتُمْ جَمِيْعًا

"নামায, নামায ; তোমরা সকলে যতদিন নামাযের উপর দৃঢ় থাকবে, ততদিন তোমরা দ্বীন ও ঈমানের উপরও প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"

এই নামাযের ওসীয়ত তিনি ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত এভাবে বারবার করতে থাকেন ঃ

اَلصَّلٰوةَ الصَّلٰوةَ

"নামায, নামায।"

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ "রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয় সোমবার দিন চাশত এবং দ্বিপ্রহরের মাঝামাঝি সময়ে।" হযরত ফাতেমা যাহ্রা (রাযিঃ) বলেন ঃ "সোমবার দিনে আমি (হুযূরের ইনতেকালে) যে শোক ও দুঃখের সম্মুখীন হয়েছি, এ দিনটিতে উম্মতের বড় বড় দুঃখ রয়েছে।" অথবা হযরত উম্মে কুলসুম (রাযিঃ) অনুরূপ উক্তি করেছিলেন, যেদিন হযরত আলী (রাযিঃ)-কে তীরবিদ্ধ করে নিহত করা হয়।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের দিন লোকদের খুব বেশী ভীড় হয়ে যায় এবং কান্নাকাটির আওয়াজ আসতে লাগে, তখন ফেরেশতাগণ আমার কাপড় দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন। মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর মতভেদ দেখা দিল।

www.banglakitab.weebly.com

কেউ বললেন, হুযূরের ওফাত হয় নাই। দুঃখ ও বেদনায় কারও কারও যবান বন্ধ হয়ে গেল ; অনেক দেরীতে কথা বলতে পারলেন। বিভিন্ন ধরণের অবস্থা তাদের উপর ছেয়ে আসলো। হযরত উমর (রাযিঃ) হুযূরের মৃত্যুকে অস্বীকার করছিলেন। (দুঃখ ও বেদনায় কাতর হয়ে এমন হয়েছিল)। হযরত আলী (রাযিঃ) দুঃখ–ভারাক্রান্ত হয়ে বসে পড়লেন। হযরত উসমান (রাযিঃ) কথা বলতে অপারগ হয়ে গেলেন। কেবল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত আব্বাস (রাযিঃ)–এর অবস্থা আপন নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু লোকেরা হযরত আবূ বকরের কথায় কর্ণপাত করছিল না। অবশেষে হযরত আব্বাস (রাযিঃ) তশরীফ এনে বললেন ঃ

وَاللّٰهِ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَقَدْ ذَاقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْتَ وَلَقَدْ قَالَ وَهُوَ بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ۝ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ۝

"একমাত্র মা'বূদ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কসম, নিঃসন্দেহে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছেন। তিনি নিজেই যখন তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন, তখন এ আয়াত তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন ঃ "হে নবী! আপনাকেও মরতে হবে, এবং তারাও মরবেই। তারপর কিয়ামত–দিবসে তোমরা স্বীয় পরওয়ারদিগার–সমীপে মোকদ্দমা পেশ করবে।" (যুমার ঃ ৩১)

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) নবীজীর ওফাতের সময় বনী হারস ইব্নে খাযরাজের নিকট ছিলেন। সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ হাজির হলেন, অপলক নেত্রে নবীজীর মোবারক চেহারাখানির প্রতি তাকিয়ে রইলেন এবং কপালে চুম্বন করে বললেন ঃ

بِاَبِیْ اَنْتَ وَاُمِّیْ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُذِيْقَكَ الْمَوْتَ مَرَّتَيْنِ

www.banglakitab.weebly.com

فَقَدْ وَاللّٰهِ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর আমার মা-বাপ কুরবান হোন; আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দু' বার মৃত্যু আস্বাদন করাবেন না। অবশ্যই অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে গেছে।"

অতঃপর তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে সমবেত লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ فَاِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ الاٰيَة

"ভাইসব! তোমরা যারা রাসূলুল্লাহ্র ইবাদত করেছো, তাদের জন্য তাঁর মৃত্যু হয়েছে জানবে। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করেছো, তারা জেনে রাখ— আল্লাহ্ জীবিত এবং কখনও তাঁর মৃত্যু হবে না। অতঃপর তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "মুহাম্মদ একজন রাসূল ব্যতীত কিছুই নন। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মারা যান কিংবা নিহত হোন, তবে কি তোমরা পিছনের (পূর্বমতের) দিকে ফিরে যাবে।" (আলি-ইমরান ঃ ১৪৪)

লোকদের অবস্থা এই হলো যে, তারা আজকেই যেন প্রথম এ আয়াত শ্রবণ করলেন।

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) সংবাদ পাওয়া মাত্রই এসে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি দরূদ শরীফ পড়ছিলেন আর হেঁচকি নিয়ে কাঁদছিলেন। তার চোখ বেয়ে ভরা কলসী থেকে ঢালা পানির ন্যায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ও দৃঢ়তায় পর্বতসম

www.banglakitab.weebly.com

মজবূত ছিলেন। নবীজীর মোবারক চেহারার উপর থেকে আবরণখানি তুলে তাঁর কপাল চুম্বন করলেন, চেহারায় হাত বুলালেন আর কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ আপনার উপর আমার মা-বাপ, পরিবার-পরিজন ও আমার জান কুরবান, আপনি জীবনে-মরণে সর্বাবস্থায় আনন্দময় রয়েছেন। আপনার ওফাতের পর ওহীর ধারা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল, যা ইতিপূর্বে আর কোন নবীর বেলায় হয় নাই। আপনি সুমহান ও শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারী, কাঁদাকাটির বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন আপনি। আপনি নিজ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য গুণেই সুখী, শান্ত ও সংরক্ষিত রয়েছেন ; এমনকি আপনার পূর্বাপর অবস্থা আমাদের কাছে একই রয়েছে। যদি মৃত্যু আপনার কাংক্ষিত ও পছন্দনীয় না হতো, তবে আপনার বিচ্ছেদে আমরা প্রাণ দিয়ে দিতাম, যদি আপনি আমাদেরকে কাঁদতে নিষেধ না করতেন, তবে আমরা আপনার জন্য অশ্রুর ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিতাম, আর যে বিষয়টি আমাদের শক্তি-সামর্থের বাইরে অর্থাৎ বিচ্ছেদ-বেদনা ; তা অবশ্যই থেকে যাবে ; কোনদিন ভুলা যাবে না। আয় আল্লাহ্! আমাদের এ কথাগুলো আপনার হাবীবের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট আমাদের স্মরণ করুন, আপনি নিজেও আমাদেরকে স্মরণ করুন। আপনি যদি আমাদেরকে ধৈর্য ও স্থিরতার শিক্ষা না দিতেন, তাহলে এই ব্যথা ও বেদনায় আমাদের কেউ দাঁড়াতে পারতো না। আয় আল্লাহ্! আপনার নবীর কাছে আমাদের এ আর্জীগুলো পৌঁছিয়ে দিন এবং আমাদেরকে নেক আমলের তওফীক দিন।

هٰذَا اٰخِرُ مَا اَقْدَرَنَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ جَذَبَ قُلُوْبَنَا اِلَيْهِ لِيَكُوْنَ لَنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَنَرْجُوْ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يُبَدِّلَ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ وَ اَنْ يُلْحِقَنَا بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الْاِيْمَانِ اِنَّهٗ اَكْرَمُ مَسْؤُوْلٍ وَاَعَزُّ مَأْمُوْلٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

[মুকাশাফাতুল কুলূব পূর্ণ সমাপ্ত]

www.banglakitab.weebly.com